

# কুৰ্ম-পুৰাণম্।

শ্রীমন্নহৰ্ষি-কৃষ্ণদ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-প্রণীতম্।

সংস্কৃত মূল ও বঙ্গানুবাদ।

ভট্টপন্নো-নিবাসি-

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন

সম্পাদিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৬, ভবানী দত্ত লেন, "বঙ্গবাণী-ইলেকট্রো-প্রেস"-বয়ে

শ্রীনন্দবর চন্দ্রশর্মা দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম ১৩৩২ সাল।

মূল্য ২, দুই টাকা মাত্র।

## বিজ্ঞাপনী ।

ঐমম্বহর্ষি-বেদব্যাস-প্রণীত অষ্টাংশ মহাপুরাণের মধ্যে এই কৃষ্ণপুরাণ পঞ্চদশসংখ্যক । কৃষ্ণপুরাণ চারিখানি সংহিতায় বিভক্ত ;—ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী ও বৈকবী । ইহার শ্লোকসংখ্যা সপ্তদশ সহস্র । এই নব্বয় ভাগে সকলই কণ্ঠভঙ্গ—কিছুই স্থায়ী নহে, তাই কালবশে বা আমাদের অদৃষ্টদোষে অল্প সংহিতাত্তর লুপ্ত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয় এক্ষণে এই ব্রাহ্মী সংহিতাই ভারতবর্ষে কৃষ্ণপুরাণ বলিয়া প্রচারিত । এই ব্রাহ্মী সংহিতায় ১০৮৫০ হইয়া হাজার শ্লোক আছে । অন্তান্ত সংহিতা অপেক্ষা এই ব্রাহ্মী সংহিতা উৎকৃষ্ট বলিয়াই হউক, ইহাতে সকল আশ্রমীরই প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়াই হউক, অথবা ভগবানের বৈদীনা চুবধিগম্য বলিয়াই হউক, এই ব্রাহ্মী সংহিতাখানিই সকলের কণ্ঠগত থাকিবে, তাই এখনও তার অস্তিত্ব আছে ।

সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশাঙ্কচরিত, পুরাণের এই পঞ্চ লক্ষণই ব্রাহ্মী সংহিতায় সুখিশেষ বর্ণিত আছে । তদ্ব্যতীত কানী, প্রয়াগ, কপালমোচন, নন্দনা প্রভৃতি বহুল ভীর্ণের মাধাস্বা এবং আকুবিধি, অশোচাদি ব্যবস্থা, ভক্যাতক্য-নির্ণয় ও অগ্নিগোত্রাদি যাবতীয় ক্রতি-স্মৃতি-বিহিত নিয়ম সকল ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে এবং সাংখ্যযোগ উত্তমরূপে প্রকটিত হইয়াছে । বিশেষতঃ ইহার অন্তর্গত ঐমদীপ্তরগীতা অতি বিজ্ঞে । মহাভারতের ঐমন্তগবদগীতা আর এই কৃষ্ণপুরাণের ঐম্বরগীতা তুল্যমূল্য ; তবে ইহার ভাষাদি পাওয়া যায় না, এইমাত্র প্রভেদ ।

কৃষ্ণপুরাণের অজ্ঞবাদ এ পর্য্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই,—আমাদের অজ্ঞবাদই সর্বপ্রথম । যদিচ আমরা অত্যন্ত ভ্রম ও সমধিক অধ্যবসায়ের সহিত ইহার অজ্ঞবাদ

করিয়াছি এবং অন্তান্ত গ্রন্থের বিরোধ-পরিহারে সাতিশয় যত্ন করিয়াছি, তথাপি এই প্রথম অজ্ঞবাদ যে, একেবারে ভ্রম-প্রমাদশূন্য হইয়াছে, এমন আশা করিতে পারি না । বাহ্য হউক ইহাতে কিয়ৎপরিমাণে কৃষ্ণপুরাণ-পাঠের কল ও পণ্ডিতগণের সন্তোষ সংসাধিত হইলেই, আমাদের ভ্রম সকল হইবে । কিম্বিকিমিতি ।

১৮১৮ শকাব্দ

বৈশাখ ।

}

অজ্ঞবাদক





## প্রকাশকের নিবেদন ।

ইতি পূর্বে সন ১৩১১ সালে, বঙ্গানুবাদসহ মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত কুশ্ব-  
নাথের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল । পুরাণ-শীঘ্র-পিপাসু পাঠকগণের  
কাছে কয়েক বৎসরেই তাহা নিঃশেষ হইয়া যায় । তাহাদের আশ্রয়েই  
আমরা ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিলাম । ইতি—শ্রাবণ,  
১৩৩২ সাল

প্রকাশক

## কৃষ্ণপুরাণ

রোমহর্ষণ উবাচ ।

নমস্কৃত্য গদ্ব্যোনিঃ কৃষ্ণরূপধরঃ হরিম্ ।

বক্ষ্যে শৌর্য্যবিকীর্ত্তিবিদ্যাং কথ্যং পাপ-

প্রণামিনীম্ ॥ ১

যাং জ্ঞান্য পাপকর্মাণি গচ্ছন্ত পরমাং গতিম্ ।

ন নাস্তিকে কথ্যং পুণ্যামিমাং জ্ঞাৎকদাচন ॥ ১১

জ্ঞান্যান্য শাস্ত্রাণ্য ধার্ম্মিকায় বিজাতয়ে ।

ইমাং কথামহাজ্ঞাৎ সাক্ষাৎসাক্ষ্যৈর্নৈবিতাম্ ॥ ১১

সর্গস্ত প্রতিসর্গস্ত বংশো মনুজরাণি চ ।

বংশাভ্যুত্থিতকৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্ ॥ ১২

ব্রাহ্মণ পুরাণং প্রথমং পাণ্ড্য বৈকবমেব চ ।

শৈবং ভাগবতকৈব ভবিষ্যৎ নারদীয়কম্ ॥ ১৩

মার্কণ্ডেয়মখ্যায়নং ব্রহ্মবৈবর্ত্তমেব চ ।

লৈকং তথা চ বারাহং কালং বামনমেব চ ॥ ১৪

কৌশ্লং মাৎস্তং গারুড়কং বায়বীয়মমুত্তমম্ ।

অষ্টাদশং সমুদ্ভিষ্টং ব্রহ্মাণ্ডমিতি সংজ্ঞিতম্ ॥ ১৫

বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১—৮ । রোমহর্ষণ  
কহিলেন,—জগৎপত্তির কারণ কৃষ্ণরূপধারী  
হরিকে নমস্কার করিয়া পাপবিনাশিনী দিব্য  
শৌর্য্যবিকীর্ত্তিবিদ্যাং কথ্যং পাপ-  
পাপিষ্ঠও পরম গতি লাভ করে ; নাস্তিকের  
নিকটে কদাচ এই পুণ্যকথা বর্ণন করিবে না ।  
জ্ঞান্যান্য শাস্ত্র ধার্ম্মিক ব্রহ্মণ কজ্রিয় বৈজ্ঞা-  
দিত্র নিকটে, নারায়ণকর্ত্তৃক কথিত এই পুরাণ-  
কথা অবিকল বলবে । সৃষ্টি, মরীচি প্রভৃতি  
ব্রহ্মার মানস পুত্রগণকর্ত্তৃক সৃষ্টি, রাজবংশ,  
মনুজ ও রাজবংশীয়ানগের চরিত্রবর্ণন এই  
পাঁচটি পুরাণের লক্ষণ । প্রথমে ব্রহ্মপুরাণ,  
অনন্তর পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ,  
ভাগবতপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, নারদীয়পুরাণ,  
মার্কণ্ডেয়পুরাণ, অগ্নিপুণ্য, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ,  
লিঙ্গপুরাণ, বরাহপুরাণ, কন্দপুরাণ, বামন-  
পুরাণ, কৃষ্ণপুরাণ, ২৭স্তপুণ্য, গারুড়পুরাণ,  
বায়ুপুরাণ এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ; এই অষ্টাদশ

অষ্টাদশপুরাণানি মুনিভিঃ কথিতানি হু ।

অষ্টাদশ পুরাণানি জ্ঞান্য সংকেপতো

বিজ্ঞাঃ ॥ ১৬

আদ্যঃ সনৎকুমারোক্তং নারসিংহমতঃ পরম্ ।

তৃতীয়ং কান্দবৃদ্ধিষ্টং কুমারেন তু ভাবিতম্ ॥ ১৭

চতুর্থং শিবধর্ম্মাখ্যং সাক্ষাৎসাক্ষ্যৈর্নৈবিতম্ ।

দুর্কাসংগোক্তমান্দর্ঘ্যং নারদীয়মতঃ পরম্ ॥ ১৮

কপিলং বামনকৈব তথৈবোশননৈবিতম্ ।

ব্রহ্মাণ্ডং বরুণকৈব কালিকাঙ্কমমেব চ ॥ ১৯

মাহেশ্বরং তথা শাশ্বং সৌরং সর্গার্থক্ষয়ম্ ।

পরশরোক্তং মারীচং তথৈব ভার্গবাক্ষয়ম্ ॥ ২০

ইদম্ পঞ্চদশমং পুরাণং কৌশ্লমুত্তমম্ ।

চতুর্ধা সংহিতং পুণ্যং সংহিতানাং

প্রভেদতঃ ॥ ২১

ব্রাহ্মী ভাগবতী সৌরী বৈকবী চ প্রকীর্ত্তিতাঃ

পুরাণ কথিত হইয়াছে । যে বিজগণ । মুনিরা  
এই অষ্টাদশপুরাণ জবণ করিয়া সংকেপে  
অষ্টাদশ উপপুরাণ লিখিয়াছেন । সনৎকুমা-  
রোক্ত আদিপুরাণ, তারপর নরসিংহপুরাণ,  
তৃতীয় কন্দপুরাণ, কুমার বলিয়াছেন । চতুর্থ  
শিবধর্ম্মপুরাণ সাক্ষাৎ সাক্ষ্যের কর্ত্তৃক উক্ত  
হইয়াছে । অতঃপর দুর্কাসংগোক্ত আন্দর্ঘ্য  
পুরাণ পঞ্চম । নারদীয় পুরাণ ষষ্ঠ । পরে  
কপিল এবং বামনপুরাণ ; উশনাকর্ত্তৃক নবম  
পুরাণ কথিত হইয়াছে ; তারপর ব্রহ্মাণ্ড-  
পুরাণ, বরুণপুরাণ, কালিকাপুরাণ, মাহেশ্বর-  
পুরাণ, শাশ্বপুরাণ, সর্গার্থপ্রকাশক সৌরপুরাণ,  
পরশরপুরাণ, মারীচপুরাণ, এবং ভার্গব-  
পুরাণ ; উপপুরাণ এই অষ্টাদশসংখ্যক ।  
২—২০ । এই পঞ্চদশ পুরাণশ্রেষ্ঠ পবিত্র কৃষ্ণ-  
পুরাণ, সংহিতার প্রভেদ হেতু, চারিভাগে  
বিভক্ত । ( ইহাতে ) ব্রাহ্মী, ভাগবতী, সৌরী  
ও বৈকবী এই চারিটি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষরূপ  
চতুর্ধা কলপ্রদ সংহিতা উক্ত হইয়াছে ।

১ গণনা করিলে, উনিশ খানি হয়, অথচ  
অষ্টাদশ পুরাণের কথা । সুতরাং বায়ুপুরাণ

ও শিবপুরাণ উভয়ের মধ্যে অন্ততরের  
গ্রাহ্যতা ।

# কুৰ্মপুৰাণ ।

পুৰাণঃ ।



## প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরকৈব নরোত্তমম্ ।

দেবীং সরস্বতীকৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥

- নমস্কৃত্যাপ্রমেয়ায় বিষ্ণুবে কুৰ্মরূপিণে ।  
পুৰাণং সম্প্রবক্ষ্যামি যত্নে বিধায়োনিম্না ॥ ১  
সজ্ঞাস্তে স্মৃতমনসঃ নৈমিষেয়া মহর্ষয়ঃ ।  
পুৰাণসংহিতাং পুণ্যাং পপ্রচ্ছ রোমহর্ষণম্ ॥ ২  
অথ স্মৃত মহাবুদ্ধে ভগবান্ ব্রহ্মবিস্তমঃ ।  
ইতিহাসপুৰাণার্থং ব্যাসঃ সম্যকুপাসিতঃ ॥ ৩  
তস্ম তে সৰ্বরোমাণি বচনা হৃষিতানি যৎ ।  
দৈবপায়নস্ত তু ভবাংস্ততো বৈ রোমহর্ষণঃ ॥ ৪
- ভবন্তমেব ভগবান্ ব্যাজহার স্বয়ং প্রভুঃ ।  
মুনীনাং সংহিতাং বক্তুং ব্যাসঃ পৌরাণিকৌ  
পুণা ॥ ৫  
স্বং হি স্বায়ত্ত্ববে যজ্ঞে স্মৃত্যাহে বিততে স্মৃতি  
সমুত্তঃ সংহিতাং বক্তুং স্বাংশেন পুরুষোত্তমঃ ।  
তস্মাদ্ভবন্তং পৃচ্ছামঃ পুৰাণং কোৰ্ম্মমুত্তমম্ ।  
বক্তুমর্হসি চাস্মাকং পুৰাণার্থবিশারদ ॥ ৬  
মুনীনাং বচনং শ্রুত্বা স্মৃতঃ পৌরাণিকোত্তমঃ ।  
প্রণম্য মনসা প্রাহ ওকং সত্যবতীশুভম্ ॥ ৮

### প্রথম অধ্যায় ।

- নারায়ণ, নরোত্তম, নর ও দেবী সর-  
স্বতীকে নমস্কার পুণঃসর জয় অর্থাৎ পুরাণাদি  
শীর্জন করিবে। আমি অপ্রমেয় কুৰ্মরূপী  
বিষ্ণুকে প্রণিপাত করিয়া ব্রহ্মাকর্তৃক কথিত  
পুরাণের বর্ণনা করিব। যজ্ঞাস্তে নৈমিষারণ্য-  
বাসী মহর্ষিগণ, নিম্পাপ রোমহর্ষণনামক  
স্মৃতকে পবিত্র পুরাণসংহিতার বিষয় জিজ্ঞাসা  
করিলেন,—হে মহাবুদ্ধে স্মৃত ! তুমি ইতিহাস  
ও পুরাণের জ্ঞানলাভার্থ, ব্রহ্মজ্ঞ ঋষিগণের  
শ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্যাসকে সম্যক সেবা করি-  
য়াছি। সেই দৈবপায়ন ঋষির বাক্য দ্বারা শরী-  
রের সমুদয় রোম হৃষিত ( প্রফুল্ল ) হইয়াছিল,
- তজ্জাত তোমাকে ‘রোমহর্ষণ’ বলিয়া থাকে।  
পূর্বকালে স্বয়ং প্রভু ভগবান্ ব্যাস তোমাকে,  
ঋষিদিগের নিকটে পুরাণসংহিতা বর্ণন করি-  
বার নিমিত্ত, অজ্ঞমাত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার  
যজ্ঞ পরিসমাপ্ত হইলে, পুরাণ-সংহিতা-বর্ণনের  
নিমিত্ত তুমি স্বয়ং পুরুষোত্তমের অংশে উৎপন্ন  
হইয়াছ। অতএব আমরা তোমার নিকটে  
পুরাণোত্তম কুৰ্মপুৰাণের বিষয় জিজ্ঞাসা করি-  
তেছি; হে পুরাণার্থবিশারদ ! তুমি আমা-  
দিগকে উহা বল। পৌরাণকশ্রেষ্ঠ স্মৃত মুনি-  
দিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে সত্য-  
বতীভবন ওক ব্যাসদেবকে প্রণিপাত করিয়া

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
২২শ অঃ। সূর্যের সপ্তরশ্মি	১১১	১৫শ অঃ। স্নাতকধর্ম	২৭
৪৩শ অঃ। স্নানকাল কথন	১১৫	১৬শ অঃ। আচারাদ্যায়	২৮
৪৪শ অঃ। মর্ত্যলোকনির্গম ও দ্বীপ-সাগর		১৭শ অঃ। ভক্ত্যাভক্তি-নিরূপণ	২৯
পক্ষতাদি কথন	১১৮	১৮শ অঃ। নিত্যকর্ম	২৯
৪৫শ অঃ। স্নানক-উপরিস্থিত ব্রহ্মপুরী		১৯শ অঃ। ভোজনাদি-বিধি	৩০
প্রভৃতি কথন	২০০	২০শ অঃ। শ্রাদ্ধকল্প ও শ্রাদ্ধীয় জব্য	৩০
৪৬শ অঃ। কেতুমানাদি-বর্ষস্থ লোকগণের		২১শ অঃ। শ্রাদ্ধীয় শ্রাদ্ধ-বিচার	৩১
শ্রাদ্ধপ্য কথন	২০৩	২২শ অঃ। শ্রাদ্ধকল্প-সমাপ্তি	৩১
৪৭শ অঃ। হেমকূট বর্ণন	২০৬	২৩শ অঃ। অশৌচ প্রকরণ	৩২
৪৮শ অঃ। শ্রদ্ধাদি দ্বীপ কথন	২১০	২৪শ অঃ। অগ্নিহোতাদিবিধি	৩২
৪৯শ অঃ। পুষ্করদ্বীপাদি কথন	২১৫	২৫শ অঃ। বৃতি কথন	৩৩
৫০শ অঃ। মনুষ্যের কথন	২১৭	২৬শ অঃ। দানধর্ম	৩৩
৫১শ অঃ। বাসকৌর্ভন	২২০	২৭শ অঃ। বানপ্রস্থধর্ম	৩৩
৫২শ অঃ। মহাদেবের অবতাব কথন	২২২	২৮শ অঃ। যতিধর্ম	৩৪

### উপরিভাগ।

১ম অধ্যায়। ঈশ্বরগীতা—ঋষাদি সংবাদ		৩২শ অঃ। সুরাপানাদির প্রায়শ্চিত্ত	৩৫
—জ্ঞানযোগ	২২৫	৩৩শ অঃ। মনুষ্য, স্ত্রী ও গৃহাদি-করণের	
২য় অঃ। সংখ্যায়োগ	২২৯	প্রায়শ্চিত্ত	৩৬
৩য় অঃ। অব্যাক্তাদি-জ্ঞানযোগ	২৩৩	৩৪শ অঃ। বিবিধ তীর্থমাহাত্ম্য	৩৭
৪র্থ অঃ। দেবদেবমাহাত্ম্য-জ্ঞানযোগ	২৩৪	৩৫শ অঃ। কদ্রকোটাতি তীর্থ কথন	৩৮
৫ম অঃ। দেবদেবনৃত্যদর্শন ভক্তিযোগ	২৩৭	৩৬শ অঃ। মহালয়া তীর্থ কথন	৩৮
৬ষ্ঠ অঃ। পরমেশ্বরনৃত্যদর্শন জ্ঞানযোগ	২৪১	৩৭শ অঃ। দেবদাক্ষবনে মহাদেবের লীলা	৩৯
৭ম অঃ। বিভূতিযোগ	২৪৫	৩৮শ অঃ। নর্মদামাহাত্ম্য	৪০
৮ম অঃ। সংসার-সাগরতারণ		৩৯শ অঃ। নর্মদা ও ভদ্রেস্বরাদি তীর্থ	
জ্ঞান	২৪৭	কথন	৪০
৯ম অঃ। নিষ্ঠা ব্রহ্মের বিশ্বরূপকারণ		৪০শ অঃ। ভক্ততীর্থাদি কথন	৪১
জ্ঞানযোগ	২৪৯	৪১শ অঃ। নৈমিস্য ও জাপোষ্মের	
১০ম অঃ। লিঙ্গব্রহ্ম-জ্ঞানযোগ	২৫০	মাহাত্ম্য	৪১
১১শ অঃ। যোগাদি জ্ঞানযোগ	২৫২	৪২শ অঃ। তীর্থমাহাত্ম্য সমাপ্তি	৪১
১২শ অঃ। ব্যাসগীতা—ব্রহ্মচারিধর্ম	২৬২	৪৩শ অঃ। প্রলয় কথন	৪১
১৩শ অঃ। আচমনাদি কর্মযোগ	২৬৭	৪৪শ অঃ। প্রাকৃত প্রলয়াদি কথন ও কৃষ্ণ-	
৪শ অঃ। অধ্যয়নাদিপ্রকার	২৭১	পুরাণের ষট্‌সংবাদ কৌর্ভন	৪২

# চিপত্র।



পৃষ্ঠা বিষয় পৃষ্ঠা

২৩শ অঃ। জয়ধ্বজবংশ কথন	১২১
২৪শ অঃ। ক্রোড়ি বংশ কথন ও রাম-কৃষ্ণের অবতার কথা	১২৬
২৫শ অঃ। ত্রিকৃষ্ণের জগত্চরণ	১৩১
২৬শ অঃ। ত্রিকৃষ্ণকর্তৃক কল্পদর্শন ও ত্রিকৃষ্ণ- মার্কণ্ডেয় সংবাদে লিঙ্গমাহাত্ম্য কৌতুহল	১৩৯
২৭শ অঃ। বংশবর্ণন সমাপ্তি	১৪৭
২৮শ অঃ। বাসকর্তৃক অর্জুনসমক্ষে যুগধর্ম কথন	১৪৮
২৯শ অঃ। কলিযুগের স্বরূপ কথন	১৫৩
৩০শ অঃ। কালীমাহাত্ম্য, জৈমিনি ও বাসের কথোপকথন	১৫৮
৩১শ অঃ। ওক্ত রলিঙ্গ প্রভৃতি লিঙ্গগণের মাহাত্ম্য	১৬৩
৩২শ অঃ। বাসকর্তৃক কপদীশ্বরাদিলিঙ্গ- দর্শন	১৬৬
৩৩শ অঃ। মধ্যমেশ্বর লিঙ্গমাহাত্ম্য	১৭১
৩৪শ অঃ। শিষ্যগণের সাহিত্য বাসের তীর্থ পর্যটন	১৭৩
৩৫শ অঃ। প্রয়াগ মাহাত্ম্য	১৭৫
৩৬শ অঃ। বলীবর্দ্ধি আরোহণপূর্বক প্রয়াগগমন নিবেদন ও প্রয়াগমৃত্যু- মাহাত্ম্য কথন	১৭৯
৩৭শ অঃ। মাঘমাসে প্রয়াগে ফলাধিক্যাদি	১৮২
৩৮শ অঃ। যমুনামাহাত্ম্য	১৮৩
৩৯শ অঃ। ভুবনকোষনিকপণপ্রজ্ঞা- দ্বীপ কথন	১৮৪
৪০শ অঃ। ত্রিলোকপর্যায় ও গ্রহনক্ষত্র- দির সরিবেশ	১৮৭
৪১শ অঃ। দ্বাদশ আদিত্য ও তদধিকার কালকথন	
হৃৎকর নিকটে ঋষিগণের প্রশ্ন, কর্মপুরাণ-কথনারম্ভে ইন্দ্রদ্যুম্নকথা- প্রসঙ্গ ও কর্মপুরাণী বিষ্ণুকর্তৃক কর্ম- পুরাণ কথন	১
বর্ণাশ্রম কথন	১০
৩য় অঃ। আশ্রমক্রম কথন	১৮
৪র্থ অঃ। সৃষ্টি—প্রাকৃত সর্গ	২০
৫ম অঃ। কাল কথন	২৪
৬ষ্ঠ অঃ। মহাবরাহ কর্তৃক পৃথিবী উদ্ধার	২৬
৭ম অঃ। তমোময় সর্গ কথন	২৭
৮ম অঃ। মনুষ্য ?	৩২
৯ম অঃ। ব্রহ্মার পদ্মোদ্ভব ও মহেশ্বরের আবির্ভাব	৩৪
১০ম অঃ। ক্রুদ্রসৃষ্টি	৪১
১১শ অঃ। অর্জুনারীশ্বর প্রাচুর্য ও হিমালয়- গৃহে ভগবত্তীর জন্ম	৪৬
১২শ অঃ। দেবীর সহস্রনাম ও ত্রিমালয়ের প্রতি দেবীর উপদেশ	৪৭
১৩শ অঃ। ভক্ত প্রভৃতি প্রজাপতির সৃষ্টি	৫৭
১৪শ অঃ। উত্তানপাদের বংশবর্ণন	৬২
১৫শ অঃ। দক্ষযজ্ঞ-বিনাশ	৭৩
১৬শ অঃ। দক্ষকল্যাণের বংশ কথন, হিরণ্য- কশিপু বধ ও অন্ধক-পরাজয়	৮০
১৭শ অঃ। বামনাবতারবলীলা	৮৭
১৮শ অঃ। বলিরাজেব পুত্রগণের কথা ও রমেন,— বাণরাজ-পুত্রদাহ	৯৩
১৯শ অঃ। পুরাণের জন্মবিবরণকৌতুহল	১০৫
২০শ অঃ। ভগবান্ বহুব্রহ্মা পর্যন্ত সূর্য্যবংশীয় রাজ- হি। সেই ষোড়শের কথা	১০৭
২১শ অঃ। রাম হনুমান্-বংশবর্ণন-সমাপ্তি	১১২
২২শ অঃ। কুরুবার বংশ কথন	১১৬

## পূর্বভাগঃ

স্পৃষ্টমাত্রো ভগবতা বিকুনা মুনিপুত্রবঃ ।  
 যথাবৎ পরমং তৎ জ্ঞাতবাস্তবং প্রসাদতঃ ॥ ৮১  
 ততঃ প্রহৃষ্টমনসা প্রণিপত্য জনার্দনম্ ।  
 প্রোবাচোন্নিস্রপদ্যাকঃ পীতবাসসমদ্রুতম্ ॥ ৮২  
 তৎপ্রসাদানন্দসিন্ধিমুৎপন্নং পুরুষোত্তম ।  
 জ্ঞানং ব্রহ্মৈকবিষয়ং পরমানন্দসিদ্ধিদম্ ॥ ৮৩  
 নমো ভগবতে তুভ্যং বাসুদেবায় বেধসে ।  
 কিং করিষ্যামি যোগেশ তস্মৈ বদ জগন্ময় ॥ ৮৪  
 শ্রদ্ধা নারায়ণো বাক্যমিস্রহৃদয়ন্ত মাধবঃ ।  
 উবাচ সম্বিতং বাক্যমশেষং জগতো হিতম্ ॥

শ্রীভগবানুবাচ ।

বর্ণাশ্রমাত্মবচতাং পুংসাং দেবো মহেশ্বরঃ ।  
 জ্ঞানেন তক্তিমোগেন পূজনীয়ো ন চান্তথা ॥ ৮৫  
 বিজ্ঞায় তৎ পরং তৎ বিতৃষ্টিং কার্যকারণম্  
 প্রবৃদ্ধিকাপি মে জ্ঞাৎ মোক্ষার্থপরমর্চয়েৎ ॥ ৮৬

সর্বসঙ্গান্ পরিভ্যজ্য জ্ঞাৎ মায়াধরং জগৎ ।  
 অশেষতঃ ভাবয়ান্নানং ব্রহ্মসে পরমেশ্বরম্ ॥ ৮৭  
 ত্রিবিধাং ভাবনাং ব্রহ্মণ প্রোচ্যমানাং নিবোধ মে  
 একা মদ্বিষয়া তত্র দ্বিতীয়া ব্যক্তসংখরা ।  
 অত্র চ ভাবনা ব্রাহ্মী বিশেষা সা ত্ণাত্তিগা  
 আসামন্ততমাকাধ ভাগনাং ভাবয়েত্ৰুধঃ ।  
 অশক্তঃ সংশয়েদান্যামিত্যেবা বৈদিকী কৃতিঃ  
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন তন্নিত্তত্তৎপরায়ণঃ ।  
 সমায়াধয় বিবেচনং ততো মোক্ষমবাপ্যসি ॥ ৯১  
 ইন্দ্রহ্যয় উবাচ ।

কিং তৎ পরতরং তৎ কা বিতৃষ্টির্জনার্দন ।  
 কিং কার্যং কারণং কথং প্রবৃদ্ধিচাপি কা তব  
 শ্রীভগবানুবাচ ।

পরং পরতরং তৎ পরং ব্রহ্মৈকমব্যম্ ।  
 নিত্যানন্দময়ং জ্যোতিরক্ষরং তমসঃ পরম্ ॥ ৯৩  
 ঐশ্বর্যং তন্ত যন্নিত্যং বিতৃষ্টিরিতি গীয়েতে ।

হাস্ত করত এইরূপ স্তবকারী বিপ্রকে  
 উভয় হস্তে স্পর্শ করিলেন। ভগবান্ বিকু-  
 কর্তৃক স্পৃষ্টমাত্র সেই মুনিশ্রেষ্ঠ ভগবানের  
 প্রসাদে পরমতত্ত্ব যথাবৎ পরিজ্ঞাত হইয়া-  
 ছিলেন। ৭৪—৮১। অনন্তর তিনি প্রহৃষ্ট-  
 মনে বিকশিত-পদ্যপলাশাক পীতবস্ত্রধারী  
 অদ্রুত জনার্দনকে প্রণিপাত করত বলিয়া-  
 ছিলেন,—হে পুরুষোত্তম! তোমার প্রসাদে  
 তোমার অমুগ্রহে আমার অসাম্পদ ব্রহ্ম-  
 কনিষ্ঠ পরমানন্দ-সিদ্ধিপ্র জ্ঞান উৎপন্ন হই-  
 য়াছে। হে ভগবান্ বাসুদেব বিধাতা! তোমাকে নমস্কার। হে যোগেশ জগন্ময়! এক্ষণে কি করিব, তাঁহার উপদেশ আমাকে প্রদান করুন। নারায়ণ মাধব, ইন্দ্রহ্যয়ের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঈশ্বর-হাস্তসহকারে জগ-  
 তের অশেষ হিতকর এই বাক্য বলিয়াছিলেন যে, বর্ণাশ্রমধর্মশালনকারী পুরুষেরা জ্ঞান-  
 যোগ এবং তক্তিমোগদ্বারা দেব মহেশ্বরকে পূজা করিবেন, ইহার অস্তথা না হয়। সেই পরমতত্ত্ব, বিতৃষ্টি, কার্যকারণ এবং আমার ইচ্ছা অবগত হইয়া মোক্ষার্থী ব্যক্তি কেবলের

আরাধনা করিবেন। সর্বসঙ্গ পরিহারপূর্বক জগৎকে মায়াধর জানিয়া অশেষতঃ আত্মাকে ভাবনা কর, তাহা হইলেই পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে। হে ব্রহ্মণ! ভাবনা ত্রিবিধা, আমি বলিতেছি, অবগত হও। একা মদ্বিষয়ী, দ্বিতীয়া ব্যক্তসংখরা ও অত্র ভাবনা ব্রাহ্মী। ভাবনা; উহাকে ত্ণাত্তিগা বলিয়া জানিবে। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাদের অন্ততম ভাবনা অবলম্বন করিয়া ধ্যান করি-  
 বেন। অনাসক্তচিত্তে আত্মা ভাবনার শরণাগত হইবে, এইরূপ বৈদিকী কৃতি আছেন। অতএব সর্বপ্রযত্নে তাহা যেরূপে নিষ্ঠা-  
 বান্ এবং তৎপরায়ণ হইয়া বিবেচনাকে আরাধনা কর; তাহা হইলে মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। ৮২—৯১। ইন্দ্রহ্যয় বলিলেন,— হে জনার্দন! পরম তত্ত্ব কি? বিতৃষ্টিই বা কি? কার্য এবং কারণই বা কি প্রকার? তুমি কি এবং তোমার প্রবৃদ্ধিই বা কাহ্নী? শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এক অব্যয় ব্রহ্মই পরমতত্ত্ব। নিত্যানন্দময় ততোজীত ও পরম জ্যোতিঃস্বরূপ। তাহার যে নিত্য ঐশ্বর্য,

## কুর্খপুৰাণম্

কাৰ্য্যং জগদধাৰ্য্যকং কাৰণং শুদ্ধমক্ষরম্ ॥ ১৪

অহং হি সৰ্বভূতানামন্তৰ্ধামৌশ্বরঃ পরঃ ।

সৰ্গস্থিত্যন্তকৰ্ত্ত্ব্যং প্রবৃতিৰ্ভূম গীয়তে ॥ ১৫

এতচ্চিচ্চায় ভাবেন যথাবদধিলং দ্বিজ ।

ততঃ কৰ্ম্মযোগেন শাস্তং সম্যগৰ্চয় ॥ ১৬

ইন্দ্রহায় উবাচ ।

কে তে বর্ণাশ্রমাচারা যৈঃ সমাধাৰ্য্যতে পরঃ ।

জ্ঞানঞ্চ কৌদৃশং দিব্যং ভাবনাভয়সংস্থিতম্ ॥ ১৭

কথং সৃষ্টিমিদং পূৰ্ণং কথং সংহ্রিয়তে পুনঃ ।

কিয়ত্যাঃ সৃষ্টয়ো লোকে বংশা মনস্তরাণি চ ॥ ১৮

কানি তেষাং প্রমাণানি পাবনানি ব্রতানি চ ।

তীৰ্থাশ্রমাদিসংস্থানং পৃথিব্যায়াং বিস্তরম্ ॥ ১৯

কতি বীপাঃ সমুদ্রাশ্চ পৰ্ব্বতাশ্চ নদী-নদাঃ ।

ক্রাহি মে পুণ্ডরীকাক্ষ যথাবদধুনো পুনঃ ॥ ১০০

কুর্খ উবাচ ।

এবমুক্তোহথ তেনাহং ভক্তানুগ্রহকাম্যমা ।

তাহাই বিভূতি নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে ; জগৎ তাঁহার কাৰ্য্য এবং শুদ্ধ অক্ষর অব্যক্তই তাঁহার কাৰণ । আমি সৰ্বভূতের অন্তৰ্ধামৌ পরম ঈশ্বর, সৃষ্টি পালন এবং সংহারে কৰ্ত্ত্ব্যই আমার প্রবৃত্তিক্রমে গীত হইয়াছে । হে দ্বিজ ! চিন্তা দ্বারা এই সকল যথাবৎ পরিজ্ঞাত হইয়া কৰ্ম্মযোগদ্বারা শাস্ত ব্রহ্মকে সম্যক্ অৰ্চনা কর । ইন্দ্রহায় বলিলেন,—যে সকল আচার-দ্বারা পরমব্রহ্মকে আরাধনা করা যায়, সেই বর্ণাশ্রমধৰ্ম্ম কি প্রকার ? এবং ভাবনাভয়-যুক্ত জ্ঞানই বা কৌদৃশ ? পূৰ্ণকালে কি প্রকারে এই সৃষ্টি হইয়াছিল ? কি প্রকারেই বা উহার পুনরায় সংহার হইয়া থাকে ? লোকে সৃষ্টি কত প্রকার ? বংশ কত ? মন-স্তরই বা কত ? উহাদের পরিমাণ কত ? পাবিত্র ব্রত, তীৰ্থাদি, সূৰ্য্যাদি গ্রহের সংস্থান এবং পৃথিবীর দৈৰ্ঘ্য ও বিস্তারই বা কি পরিমাণ ? বীপ, সমুদ্র, পৰ্ব্বত এবং নদী-নদই বা কত ? হে পুণ্ডরীকাক্ষ ! এখন আবার এ সকলের যথা-যথ বিবরণ আমাকে বলুন ১২—১০০। কুর্খ বলিলেন,—হে মূনিশ্রেষ্ঠগণ ! তদ্বারা আমি

যথাবদধিলং সম্যগবোচং মূনিপুঞ্জবাঃ ॥ ১০১

ব্যাখ্যানাশেষমেবেদং যৎ পৃষ্টোহহং দ্বিজেন তু

অনুগৃহ্য চ তং বিপ্রং তত্রৈবান্তর্হিতোহভবম্ ।

সোহপি তেন বিধানেন মনুজেন দ্বিজোক্তমাঃ

আরাধয়ামাস পরং ভাবপুতঃ সমাহিতঃ ॥ ১০৩

তাক্রা পুত্রাদিষু স্নেহং নির্দ্বন্দ্বো নিম্পরিগ্রহঃ ।

সংযত সৰ্বকৰ্ম্মাণি পরং বৈরাগ্যমাস্রিতঃ ॥ ১০৪

আত্মত্যাগানমবৌক্য স্বাত্মন্তেবাধিলং জগৎ ।

সম্প্রাপ্য ভাবনামন্তাং ব্রাহ্মীমক্ষরপূৰ্ণিকাম্ ॥

অবাপ পরমং ধোগং যেনৈকং পরিপশ্চতি ।

যং বিনিজা জিতশাসাঃ কাঙ্ক্ষন্তে

মোক্ষকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১০৬

ততঃ কদাচিদযোগীশ্চো ব্রহ্মাণং জষ্টমব্যয়ম্ ।

জগামাদিত্যনির্দেশান্নানসৌত্তরপৰ্ব্বতম্ ॥ ১০৭

এইরূপে উক্ত হইয়া ভক্তদিগের অনুগ্রহ-কামনায় সমুদয় যথাযথ বর্ণন করিয়াছিলাম । ব্রাহ্মণকৰ্ত্ত্বক আমি জিজ্ঞাসিত হইয়া এই সমু-দয় ব্যাখ্যা দ্বারা ব্রাহ্মণকে অনুগ্রহ করত সেই স্থান হইতে অন্তর্হিত হইলাম । হে দ্বিজোক্তমগণ ! তিনিও ভক্তিভাবে পুত এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া মনুজ বিধানে পরমেশ্বরকে আরাধনা করিয়াছিলেন । পুত্রা-দিতে স্নেহ পরিত্যাগপূৰ্ণক নির্দ্বন্দ্ব এবং পরিগ্রহশূন্য হইয়া সৰ্বকৰ্ম্মসন্ন্যাসদ্বারা পরম বৈরাগ্য আশ্রয় করিলেন, আপনাতে আত্ম-দৃষ্টি এবং স্বকীয় আত্মাতে সমস্ত জগৎ অব-লোকন করত অক্ষরপূৰ্ণিকা ব্রহ্মসদ্বিনী অন্ত্যভাবনা লাভ করিয়া সেই পরম যোগ প্রাপ্ত হইলেন—যে যোগদ্বারা এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে অবলোকন করা যায় । আলম্ব-শূন্য, কুন্তক-পূরকাধি দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাসজয়ী, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী যোগিগণ বাহাকে লাভ করি-বার জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন, তিনি সেই ব্রহ্মদর্শনে নিযুক্ত হইলেন । অনন্তর একদা সেই যোগীন্দ্র, অব্যয় ব্রহ্মকে অবলোকন করিবার নিমিত্ত, আদিত্যের নির্দেশে মানস-সরোবরের উত্তর প্রদেশস্থ পৰ্ব্বতে গমন



## পূর্বভাগঃ

আকাশেনৈব বিপ্রেক্ষ্যে যোগৈশ্বৰ্য্যপ্রভাবতঃ  
বিমানং সূৰ্য্যসঙ্কাশং প্রাক্তুৰ্ভূতমবুতমম্ ॥ ১০৮  
অবগৃহ্ণন দেবগণা গন্ধৰ্ব্বাপ্সরসাং গণাঃ ।  
দৃষ্ট্বাত্তে পথি যোগীন্দ্রং সিদ্ধা ব্রহ্মৰ্ষয়ো যযুঃ ॥  
ততঃ স গত্বাহুগিরিং বিবেশ সুরবন্দিতম্ ।  
স্থানং তদ্যোগিভির্জুষ্টিং যত্রাস্তে পরমঃ পুমান্  
সম্প্রাপ্য পরমং স্থানং সূৰ্য্যায়ুতসমপ্রভম্ ।  
বিবেশ চান্তর্ভরনং দেবানাঞ্চ দুর্গাসদম্ ॥ ১১১  
বিচিন্তয়ামাস পরং শরণ্যং সৰ্বদেহিনাম্ ।  
অনাদিনিধনকৈব দেবদেবং পিতামহম্ ॥ ১১২  
ততঃ প্রোত্বরভূতস্মিন্ প্রকাশঃ পরমাত্মতঃ ।  
তদ্বাখ্যে পুরুষং পূৰ্ব্বমপশুৎ পরমং পদম্ ॥ ১১৩  
মহাক্তং তেজসো রাশিমগম্যঃ ব্রহ্মবিধিষাম্ ।  
চতুর্ধ্বমুদারাজমর্চির্ভিক্রপশোভিতম্ ॥ ১১৪  
সোহপি শ্যগিনমবীক্ষ্য প্রণমন্তমুপস্থিতম্ ।  
প্রত্যুদগম্য স্বয়ং দেবো বিশ্বাত্মা পরিষস্রজে ॥

করিলেন। সেই বিপ্রেক্ষের যোগৈশ্বৰ্য্য-  
প্রভাবে আকাশে অত্যাৎকৃষ্ট সূর্য্যপ্রভ এক  
বিমান প্রাক্তুৰ্ভূত হইল। দেব গন্ধৰ্ব্ব অপ্সরা  
সিদ্ধ এবং ব্রহ্মৰ্ষিসমূহ পথিমধ্যে সেই যোগী-  
ন্দ্রকে দেখিয়া তাঁহার অঙ্গসরণ করিয়া-  
ছিলেন। অনন্তর সেই যোগীন্দ্র পৰ্ব্বতমধ্যে  
গমন করত দেববন্দিত ও যোগিগণ-পরিষে-  
বিত স্থানে প্রবেশ করিলেন—যেখানে পরম  
পুরুষ বিদ্যমান। অযুত সূর্য্যসমপ্রভ পরম  
স্থান প্রাপ্ত হইয়া তিনি দেবদুর্লভ অন্তর্ভবনে  
প্রবেশ করিলেন এবং সৰ্বদেহীর পরম আশ্রয়  
অনাদিনিধন দেবদেব পিতামহকে চিন্তা  
করিতে লাগিলেন। ১০১—১১২। তারপর  
সেখানে একটা পদম অদ্ভুত জ্যোতিঃ প্রো-  
তুৰ্ভূত হইল, তাহার মধ্যে পুরাতন পৈরম-  
পুরুষকে তিনি দর্শন করিলেন। সেই  
দেব মহাতেজোরশিম্বরূপ, ব্রহ্মবিদ্যেদীপের  
অপ্রাপ্য, চতুর্ধ্ব, সুন্দরদেহ; চতুর্দিকে  
প্রজলিত শিখা দ্বারা প্রদীপ্ত। সেই বিশ্বাত্মা  
দেব প্রণত বৈগীকে উপস্থিত দেখিয়া স্বয়ং  
প্রত্যুদগত হইয়া ( আঙ বাড়াইয়া ) আলিঙ্গন

পরিষস্রজ দেবেন বিজ্ঞেজ্ঞত্বাৎ দেহতঃ ।  
নির্গত্যা মহতী জ্যোৎস্না বিবেশাদিত্যমণ্ডলম্ ॥  
ঋগ্‌যজুঃসামসংজ্ঞা তৎ পবিত্রমমলং পদম্ ।  
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ যত্রাস্তে হব্যকব্যাকৃক্ ।  
দ্বারং তদ্যোগিনামাদ্যং বেদান্তেষু প্রতিষ্ঠিতম্  
ব্রহ্মতেজোময়ং ত্রীমূর্ত্তিষ্ঠা চৈব মনৌষিণাম্ ॥ ১১৮  
দৃষ্ট্বাত্তো ভগবতা ব্রহ্মণার্চিস্বয়ো মুনিঃ ।  
অপশুদৈশ্বর্যং তেজঃ শাস্তং সৰ্ব্বভোগং শিবম্ ॥  
স্বাস্থানমক্ষরং ব্যোম যত্র বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ।  
আনন্দমচলং ব্রহ্মস্থানং তৎ পারমেশ্বরম্ ॥ ১২০ -  
সৰ্ব্বভূতাস্তুভূতস্বঃ পরমৈশ্বৰ্য্যমাবৃতিতঃ ।  
প্রাপ্তবানাত্মনো ধাম যন্তন্যোকাধ্যমবায়ম্ ॥ ১২১  
তস্ম্যং সৰ্ব্বপ্রযত্নেন বর্ণাশ্রমবিধৌ স্থিতঃ ।  
সমাপ্তিত্যাগ্তিমং ভাবং যাব্যং লক্ষ্মীং ভরেশ্বরঃ  
সুত উবাচ ।  
ব্যাহৃত্য হরিণা শ্বেবং নারদাদ্যা মহর্ষয়ঃ ।

করিলেন। দেবকর্তৃক আলিঙ্গিত বিজ্ঞেশ্বরের  
দেহ হইতে মহৎ জ্যোতিঃ নির্গত হইয়া  
আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করিল। উক্ত জ্যোতিঃ  
ঋগ্‌-যজুঃসামসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল এবং উহা  
পবিত্র অমল পদস্বরূপ। যেখানে হব্যকব্য-  
ভোজী হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা বিদ্যমান,  
তাহাই যোগিগণের আদিদ্বাররূপে বেদান্তে  
প্রতিপন্ন হইয়াছে। উহা ব্রহ্মতেজোময়,  
শোভাবিশিষ্ট এবং মনৌষীদিগের আশ্রয়স্থল।  
ভগবান্ ব্রহ্মার দৃষ্টিমাত্রে শাস্ত, সৰ্ব্বভোগামী,  
মঙ্গলময়, আশ্রয়রূপ, অক্ষয়, শূন্তময়, যেখানে  
বিষ্ণুর পরম পদ বিদ্যমান, আনন্দময়, অচল  
ও যাব্য। পরমেশ্বরব্রহ্মস্থান, সেই-ঐশ্বরিক  
তেজঃ তেজোময় মুনির অবলোকন হইল।  
১১৬—১২০। তিনি সৰ্ব্বভূতের আশ্রয়ভূতস্ব  
পরম ঐশ্বৰ্য্যবিশিষ্ট হইয়া আত্মার মোক্ষরূপ  
অব্যয় ধাম প্রাপ্ত হইলেন। অতএব জানী  
ব্যক্তি সৰ্ব্বপ্রযত্নে বর্ণাশ্রমবিধিতে অবস্থিত  
হইয়া অস্তিম ভাব আশ্রয় করিলে, যাব্য-  
লক্ষ্মীকে অতিক্রম করিতে পারিবেন। সুত  
বলিলেন,—ইশ্বরের সহিত নারদাদি, মহর্ষিগণ



শব্দেণ সহিতাঃ সৰ্বৈ পঞ্চকুর্কপুৰাণম্ ॥১২০  
ঋষয় উচুঃ ।

দেবদেব হৃদীকেশ নাথ নারায়ণাব্যয় ।  
ভবদাশেষমস্মাকং বহুভুং ভবতা পুরা ॥ ১২৪  
ইন্দ্রহ্যায় বিপ্রায় জ্ঞানং ধৰ্ম্মাদিগোচরম্ ।  
তজ্জবুচাপ্যং শব্দঃ সখা তব জগন্ময় ॥ ১২৫  
ভুতঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ কুর্করূপী জনাৰ্দ্দন ।  
ব্রসাতলগতো দেবো নারদাট্যৈর্নহিভিঃ ॥ ১২৬  
পৃষ্ঠঃ প্রোবাচ সকলং পুরাণং কৌৰ্ম্মমুত্তমম্ ।  
সন্নিধৌ দেবরাজস্ত ভবক্যে ভবতামহম্ ॥ ১২৭  
ধন্তং যশস্তমায়ুৰ্য্যং পুণ্যং যোক্ষপ্রদং বৃণাম্ ।  
পুরাণমবণং বিপ্রাঃ পঠনক বিশেষতঃ ॥ ১২৮  
জ্ঞান্য চাধ্যায়মৈবকং সৰ্বপাণৈঃ প্রমুচ্যতে ।  
উপাখ্যানমধৈকং বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১২৯  
ইদং পুরাণং পরমং কৌৰ্ম্মং কুৰ্ম্মবরুণিণা ।  
উক্তং দেবাধিদেবেন ব্রহ্মাতব্যং বিজ্ঞাতিভিঃ ॥

ইতি ঈকৌৰ্ম্মে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বভাগে  
ইন্দ্রহ্যায়মোকে প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

ঈহরিককৃক এইরূপ উক্ত হইয়া গরুড়ধ্বজ  
বিষ্ণুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে দেব-  
দেব হৃদীকেশ! হে নাথ! হে নারায়ণ  
অব্যয়! আপনি পূর্বে ইন্দ্রহ্যায় বিপ্রকে যে  
ধর্ম্মবিষয় জ্ঞানের উপদেশ প্রদান করিয়া-  
ছিলেন, সেই সমুদয় আমাদিগকে বলুন। হে  
জগন্ময়! আপনার সখা এই ইন্দ্র উহা অবগের  
নিমিত্ত অভিলাষী। অনন্তর ব্রসাতলগত কুর্ক-  
রূপী দেব জনাৰ্দ্দন বিষ্ণু, নারদাদি মহর্ষিগণ-  
কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া দেবরাজের সন্নিধানে  
সকৌতর যে কুর্কপুরাণ বর্ণন করিয়াছিলেন,  
তাহাই আমি আপনাদিগকে বলিব। হে  
বিপ্রগণ! পুরাণ অবণ ও বিশেষতঃ পাঠ  
শ্রাব্যকর, কীর্ত্তিপ্রদ, আয়ুর্বাধিকর, পুণ্য-  
জনক ও মানবের মুক্তিদায়ক হইয়া থাকে।  
পুরাণের একটী অধ্যায় কিংবা একটি মাত্র  
উপাখ্যান অবণ করিলেও সৰ্বপাপ হইতে  
মুক্ত এবং ব্রহ্মলোকে পূজিত হইয়া থাকে।  
কুর্করূপী দেবাধিদেব কর্তৃক উক্ত এই

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ

পৃথুধ্বয়য়ঃ সৰ্বৈ যৎ পৃষ্ঠৌবহং জগজ্জিতম্ ।  
বক্ষ্যমাণং ময়া সৰ্বমিন্দ্রহ্যায় ভাবিতম্ ॥ ১  
ভূতৈর্ভবৈর্ভবদ্বিত্যচ চারিতৈরুপবৃত্তম্ ।  
পুণ্যং পুণ্যদং মৃণাং যোক্ষধৰ্ম্মাঙ্ককীৰ্ত্তনম্ ॥ ২  
অহং নারায়ণো দেবঃ পুৰুষাসং ন মে পরম্ ।  
উপাস্ত বিপুলান্ নিজ্ঞাং ভোগিশয্যাং  
সমাসিতঃ ॥  
চিন্তয়ামি পুনঃ সৃষ্টিং নিশান্তে প্রতিবুধ্য তু ॥ ৩  
ততো মে সহসোৎপন্নঃ প্রসাদো মুনিপুঞ্জবাঃ ।  
চতুর্মুখস্ততো জাতো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ॥৪  
তদন্তরেহভবৎ ক্রোধঃ কস্মাচ্চিৎ কারণাৎ তদা  
আব্রহ্মো মুনিশার্দ্দীলাস্তত্র দেবো মহেশ্বরঃ ॥৫  
কজ্রঃ ক্রোধাশ্রকো জজ্ঞে শূলপাণিত্রিলোচনঃ ।

পরম কুর্কপুরাণকে বিজ্ঞাতিগণ ব্রহ্মা করি-  
বেন। ১২১—১৩০।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

কুর্ক বলিলেন,—হে ঋষিগণ! আপনারা  
সকলে শ্রবণ করুন। যাহা আমাকে আপনারা  
জিজ্ঞাসা করিতেছেন এবং যাহা আমি বর্ণন  
করিব, উহা জগতের হিতকর; ইন্দ্রহ্যায়কে  
ইহা বলা হইয়াছিল। অতীত, ভাব্যৎ ও  
বর্তমান ঘটনা-পরিবর্তিত এই পুরাণ মানবের  
পুণ্যপ্রদ, ইহাতে যোক্ষধর্ম্ম পরিকীৰ্ত্তিত হই-  
য়াছে। আমি নারায়ণদেব, পূর্বে বিপুল-  
নিজ্ঞা অবলম্বনপুঙ্খক সর্পশয্যা আশ্রয় করিয়া  
ছিলাম; (তদানোং) আমা ব্যতীত অন্য  
কেহই ছিল না। আমি নিশাবসানে জাগরিত  
হইয়া, সৃষ্টির চিন্তা করিতোছিলাম, সহসা  
আমার প্রসাদ (আহ্লাদ) উৎপন্ন হইল।  
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! তাহাতেই 'লোক-পিতামহ  
ব্রহ্মা জন্ম গ্রহণ করিলেন। তদনন্তর কোম

ভেজসা সূর্যসমপ্রভলোক্যঃ নির্দহস্রিব । ৬  
ততঃ জীৱতবদেবী কমলায়তলোচনা ।  
সুৰূপা সৌম্যবদনা মোচিনী সৰ্বদেহিনাম্ । ৭  
তচিন্দ্ৰিকা সুপ্রসন্ন মঙ্গলা মহিমাংশলা ।  
দি ত্যক্তিসমাবুজ্ঞা দিব্যমাল্যোপশোভিতা । ৮  
নারায়ণী মহামায়া মূলপ্রকৃতিরব্যয়া ।  
বধায়া পুরষস্তীকং মংপাৰ্শ্বং সমুপাভিশং । ৯  
স্বাং দৃষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মা মামুবাচ জগৎপতিম্ ।  
মোহায়ানেশবৃক্ষানাং নিষোজয় সুৰূপিণীম্ । ১০  
যেনেয়ং বিপুল্য সৃষ্টিবর্জিতে মম মাধব ।  
ব্রহ্মোক্তোহহং ত্রিযং দেবীমব্রবং প্রহসস্রিব । ১১  
দেবীমখিলং বিশ্বং সদেবানুসমাহুযম্ ।  
মোহয়িত্বা মমাদেশাং সংসারে বিনিপাতয়া । ১২  
জ্ঞানযোগতরান্ দাস্তান্ ব্রহ্মিষ্ঠান্ ব্রহ্মবাদিনঃ  
অকোধানান্ সত্যপরান্ দূরতঃ পরিবর্জয় । ১৩  
ধ্যায়িনো নির্দ্বন্দ্বাহাত্তান্ ধার্মিকান্ বেদপারগান্

যাজিনস্তাপসান্ বিপ্রান্ দূরতঃ পরিবর্জয় । ১৪  
বেদবেদান্তবিজ্ঞান-সহিত্রাশেষসংশয়ান্ ।  
মহাযজ্ঞপরান্ বিপ্রান্ দূরতঃ পরিবর্জয় । ১৫  
যে যজ্ঞন্তি জটৈর্গোমৈর্দেবদেবং মহেশ্বরম্ ।  
স্বাধ্যায়েনেজ্যয়া দূরাং তান্ প্রযত্নেন বর্জয় । ১৬  
ভক্তিব্যোগসমাবুজ্ঞানীহর্যর্পিতমানসান্ ।  
প্রাণায়ামাদিসু রতান্ দূরাং পরিহর্যামসান্ । ১৭  
প্রণবাসক্তমনসো ক্রতুজপ্যপরাধনান্ ।  
অধর্ষশিরসো বেতুন ধর্মজ্ঞান্ পরিবর্জয় । ১৮  
বহ্নাত্ত কিমুক্তেন স্বধর্মপরিপালকান্ ।  
ঈশ্বরারাধনরতান্ মন্নিয়োগান্ ন মোহয় । ১৯  
এবং মহা মহামায়া প্রেরিতা হরিব্রজতা ।  
যথাদেশং চকারাসৌ তস্মাৎসমীং সমর্চয়েৎ ।  
ত্রিযং দদাতি বিপুল্য পুষ্টিং মেধাং যশো বলম্  
অর্চিত্য ভগবৎপত্নী তস্মাৎসমীং সমর্চয়েৎ । ২০

কারণে সেই সমস্ত আমার কোষ উপগ্রহ হয়,  
ভাহাতেই দেব ক্রতু কোষময় শূলপাণি  
জ্বিলোচন সূর্যসমপ্রভ মহেশ্বর জৈলোক্য  
বিষয় করিয়াই যেন জন্ম গ্রহণ করিলেন।  
অনন্তর কমলায়তন সুরূপা সৌম্যবদনা সর্ব-  
দেবীর মোহকারিণী শুদ্ধহাস্তা সুপ্রসন্ন মঙ্গলা  
মহিমাংশলা দিব্যতাক্তিযুক্তা দিব্যমাল্যোপাভিতা  
মহামায়া মূলপ্রকৃতি অব্যয়া নারায়ণী লক্ষী-  
দেবী, স্বকীয় প্রভা দ্বারা বিশ্ব উজ্জ্বলিত করিয়া  
আমার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। ১—২।  
ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে দেখিয়া, জগৎপতি  
আমাকে বলিলেন,—সমুদয় কুন্তের মোহের  
নিমিত্ত এই আত্মস্বরূপিণীকে নিয়োগ করুন;  
হে মাধব! হৃদ্বারা আমার এই বিপুল সৃষ্টি  
পরিবর্জিত হয়। এই বিষয়ে উক্ত হইয়া,  
আমি ঈশ্বর হস্তপূরক লক্ষীদেবীকে বলি-  
লাম,—হে দেবি! দেব অনুর মায়াসহ এই  
সমুদয় বিশ্বকে আমার আদেশে মোহিত  
করিয়া বিনিপাতিত কর। কিন্তু জ্ঞানযোগ-  
রত দাস্ত ব্রহ্মিষ্ঠ কোষশূন্য সত্যধর্মী ব্রহ্ম-  
বাদীদিগকে দূরে ত্যাগ করিও; ধ্যামশীল,

মায়াশূন্য, শান্ত, ধার্মিক, বেদপারগ, যাগ-  
কারী ও তাপস ব্রাহ্মণদিগকে দূরে ত্যাগ  
করিবে। বেদ বেদান্ত ও বিজ্ঞানের অজ-  
শীলনে ঐহাদের অশেষ সংশয় তিরোহিত  
হইয়াছে, মহাযজ্ঞই ঐহাদের পরম আশ্রয়,  
সেই সকল ব্রাহ্মণদিগকে দূরে ত্যাগ করিবে,  
ঐহারা জপ, হোম, বেদপাঠ ও পূজাদি দ্বারা  
দেবদেব মহেশ্বরকে অর্চনা করেন, তাঁহা-  
দিগকে দূরে ত্যাগ করিবে। ভক্তিব্যোগযুক্ত  
ঈশ্বরে সমর্পিতহৃদয়ে, প্রাণায়ামাদিতে রত  
ও নিম্পাপ ব্যক্তিদিগকে দূরে পরিত্যাগ  
করিবে এবং ওক্তারে সমাসক্ত, ক্রতুজপপরা-  
ধন, অধর্ষশাখাবিৎ ও ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে  
পরিহ্যাগ করিবে। এ বিষয়ে আর অধিক  
বলিব কি, আমার আদেশে স্বধর্ম-পরিপালক  
ও ঈশ্বরারাধনে রত ব্যক্তিদিগকে মোহিত  
করও না। এই প্রকারে আমাকর্তৃক প্রেরিতা  
হরিপ্রা মহামায়া (লক্ষী) আদেশানুসারে  
কার্য্য করিয়াছিলেন, তজ্জন্ম লক্ষীকে অর্চনা  
করিবে। ১০—২০। ভগবৎপত্নী লক্ষী  
অর্চিত্য হইয়া বিপুল সম্পদ, ভোগ, মেধা,  
যশ ও বল প্রদান করেন; অতএব লক্ষীকে

ততোহন্যত্রং স ভগবান্ ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ  
 চরাচরাণি স্তুতানি যথাপূৰ্ণং মমাজ্ঞয়া ॥ ২২  
 মরীচিভৃৎক্ষিরসং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুং ।  
 দক্ষমজ্জিৎ বসিষ্ঠঞ্চ সোহন্যত্রদ্যোগবিদ্যায়া ॥ ২৩  
 নবৈতে ব্রহ্মণঃ পুত্রা ব্রাহ্মণা ব্রাহ্মণোত্তমাঃ ।  
 ব্রহ্মবাদিন এবৈতে মরীচ্যাণ্যাম্র সাধকাঃ ॥ ২৪  
 সসৰ্জ ব্রাহ্মণান্ বক্রাৎ কজ্জিঘাৎশ্চ ভূজ দ্বিভুঃ  
 বৈশ্বানুকম্বদ্যাদেবঃ পদ্মাং শূদ্রান্ পিতামহঃ ॥ ২৫  
 যজ্ঞনিম্পত্তয়ে ব্রহ্মা শূদ্রবর্জং সসৰ্জ হ ।  
 ততঃ সৰ্গদেবানাং তেভ্যো যজ্ঞো হি  
 নিধতো ॥ ২৬  
 ঋচো যজুঃষি সামানি তথৈবাবর্জগানি চ ।  
 ব্রহ্মণঃ সহজং রূপং গিঠৈষা শক্তিরব্যয়া ॥ ২৭  
 অনাদিনিধনা দিব্যা বাঙৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা ।  
 আদৌ বেদময়ী কৃতা যতঃ সর্গাঃ প্রবৃত্তয়ঃ ॥ ২৮  
 অতোহস্তানি হি শাস্ত্রাণি পৃথিব্যাং যানি  
 কানিচিৎ ॥

অর্চনা করিবে। তাহার পর সেই লোক-  
 পিতামহ ব্রহ্মা মরীচি আজ্ঞাক্রমে পূর্বের স্তায়  
 চরাচর স্তুত সকল সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি  
 যোগবিদ্যায় মরীচি, ভূ৩, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য,  
 পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বসিষ্ঠকে সৃষ্টি  
 করিলেন। মরীচি-আদি ব্রহ্মবাদী সাধক  
 এই নয়টা ব্রহ্মার পুত্রই ব্রাহ্মণোত্তম ব্রাহ্মণ।  
 প্রভু পিতামহ মুখ হইতে ব্রাহ্মণদিগকে, বাহু  
 হইতে কজ্জিঘদিগকে, উরুদ্বয় হইতে বৈশ্বা-  
 দিগকে এবং পাদদ্বয় হইতে শূদ্রদিগকে সৃষ্টি  
 করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা যজ্ঞসম্পাদনে। নিমিত্ত  
 ও সমুদয় দেবতাদিগের রক্ষার জন্ত শূদ্র-  
 তন্ত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি তিন বর্ণ সৃষ্টি করিয়া-  
 ছিলেন, তাহাদের হইতেই যজ্ঞ নির্বাহ  
 হইল। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই সকল  
 ব্রহ্মেরই সহজ রূপ। নিত্য অব্যয়শক্তি  
 স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা প্রথমে অনাদিনিধনা বেদময়ী  
 দিব্যবাণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহা হইতেই  
 যাবতীয় প্রবৃত্তির উদ্ভব হইল। ইহা তিন  
 জগি যে সকল বেদবিব্রক্ত শাস্ত্র পৃথিবীতে

নু তেষু রমতে ধীরঃ পাবতী তেন জায়তে \*  
 বেদার্থবিত্তমৈঃ কার্যং যৎ স্মৃতং মুনিভিঃ পুরা  
 স জ্ঞেয়ঃ পরমো ধর্মো নাস্তশাস্ত্রেষু সংস্থিতঃ ॥  
 যা বেদবাহাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ ।  
 সর্গাস্তা নিফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা ইতাঃ  
 স্মৃতাঃ ॥ ৩১  
 পূর্বকল্পে প্রজা জাতাঃ সর্ববাধাবিবর্জিতাঃ ।  
 শুদ্ধাস্তঃকরণাঃ সর্গাঃ স্বধর্মপরিপালকাঃ ॥ ৩২  
 ততঃ কালবশাৎ তাসাং রাগদ্বेषাদিকোহভবৎ  
 অধর্ম্য মুনিশাস্ত্রীনাং স্বধর্মপ্রতিবন্ধকাঃ ॥ ৩৩  
 ততঃ সা সহজা সিদ্ধিস্তাসাং নাতীব জায়তে ।  
 রজোমাত্রাশ্চিকাস্তাসাং সিদ্ধয়োহস্তান্তদাতবন।  
 তান্ম কীণাশ্চেষাম্ম কালযোগেন তাঃ পুনঃ ।  
 বার্তোপায়ং পুনশ্চক্রুঃসিদ্ধিঞ্চ কৰ্ম্মজাম্ ॥ ৩৪  
 ততস্তাসাং বিতু ব্রহ্মা কৰ্ম্মাজীবমকল্পয়ৎ ।  
 বাহুভুবো মনুঃ পূর্বং ধর্ম্যান প্রোবাচ সর্গদৃক্ ॥

আছে, জানী ব্যক্তির তাহাতে অমূল্য  
 হয় না, তাহার অমূল্যলনে পাবতী হইতে  
 হয়। বেদার্থদর্শী ঋষিগণ পুরাকালে তাহার  
 শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহারই অনুষ্ঠান কর্তব্য,  
 অস্ত শাস্ত্রে অবস্থিত হইবে না। ২১—৩০।  
 বেদবহির্ভূত যে সকল স্মৃতি আর যাহা যাহা  
 কুতর্কপূর্ণ, সেই সমুদয়ই পরকালে নিফল;  
 উহা তমঃপূর্ণ জানিবে। পূর্বকালে সর্ববাধা-  
 বিবর্জিত, শুদ্ধাস্তঃকরণ ও স্বধর্মপরিপালক  
 প্রজা সমুদয় জন্মিয়াছিল। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ।  
 অনন্তর কালক্রমে তাহাদের স্বধর্মের প্রতি-  
 বন্ধক রাগদ্বেষাদি অধর্ম্য সকল উৎপন্ন হয়।  
 তজ্জন্ত তাহাদের আর অতি সহজে সিদ্ধি-  
 লাভ হইল না। সেই সময়ে তাহাদের  
 রজোময়ী অস্ত সিদ্ধি উৎপন্ন হইয়াছিল।  
 অনন্তর সেই সকল সিদ্ধি কীণদশা প্রাপ্ত  
 হইলে, তাহারা পুনরায় কালক্রমে বার্তোপায়  
 ও কৰ্ম্মজনিত হস্তসিদ্ধির সৃষ্টি করিয়াছিল।  
 তাহার পর বিতু ব্রহ্মা তাহাদের কৰ্ম্মাজীব

## পূর্বভাগঃ ।

সাক্ষাৎ প্রজাপতিমূর্ত্তির্নিহিতা ব্রহ্মণো বিজ্ঞাঃ  
তৃণাদমন্তবদনাক্ষুদ্রা ধর্ম্মানথোচিরে ॥ ৩৭  
যজ্ঞনং যাজ্ঞনং দানং ব্রাহ্মণস্ত প্রতিগ্রহঃ ।  
অধ্যাপনকাধ্যায়নং যট্ট কৰ্ম্মানি বিজ্ঞোত্তমাঃ ॥ ৩৮  
দানমধ্যায়নং যজ্ঞো ধর্ম্মঃ কত্রিয়বৈশ্যয়োঃ ।  
দণ্ডো যুদ্ধং কত্রিয়স্ত কৃষিবৈশ্যস্ত শস্ত্রতে ॥ ৩৯  
শুক্রশৈব বিজাতীনাং শূদ্রাণাং ধর্ম্মলাধনম্ ।  
কাককর্ম্ম তথাজীবঃ পাকযজ্ঞাদি ধর্ম্মতঃ ॥ ৪০  
ততঃ স্থিতেষু বর্ণেষু স্থাপয়ামাস চাক্ষমান ।  
গৃহস্থঞ্চ বনস্থঞ্চ ভিক্ষুকং ব্রহ্মচারিণম্ ॥ ৪১  
অগ্নয়োহতিথিশুক্রায়া যজ্ঞো দানং সুরার্চনম্ ।  
গৃহস্থস্ত সমাসেন ধর্ম্মোহয়ং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৪২  
হোমো মূলফলাশিত্বং স্বাধ্যায়স্তপ এব চ ।  
সংবিভাগো যথাক্তায়াং ধর্ম্মোহয়ং বনবাসিনাম্  
তৈকশনঞ্চ মৌনিভ্যং তপো ধ্যানং বিশেষতঃ

কল্পনা করিয়াছিলেন । প্রথমে সর্বদশী স্বায়-  
ম্বর মনু ধর্ম্ম বর্ণনা করিয়াছিলেন । ব্রহ্মা,  
প্রজাপতির সাক্ষাৎ মূর্ত্তির স্বরূপ যে ব্রাহ্মণ-  
দিগকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই তৃণপ্রভৃতি  
অগ্নিগণ মনুর মুখ হইতে অবগত করিয়া ধর্ম্ম-  
ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন । হে বিজগণ ! যজ্ঞ,  
যাজ্ঞন, দান, প্রতিগ্রহ, অধ্যাপন ও অধ্যয়ন  
এই যট্ট কৰ্ম্ম ব্রাহ্মণের নিমিত্ত নির্দিষ্ট হই-  
য়াছে । দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, কত্রিয় ও  
বৈশ্যের ধর্ম্মরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে । কিন্তু  
দণ্ডধারণ ও যুদ্ধ, কত্রিয়ের এবং কৃষি বৈশ্যের  
পক্ষে প্রোক্ত । ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বৈশ্যের  
শুক্রায়া, শূদ্রদিগের ধর্ম্মসাধনের উপায়স্বরূপ ।  
এতদ্ভিন্ন কাককর্ম্ম এবং পাকযজ্ঞাদি কার্যও  
তাহাদের পক্ষে প্রোক্ত । ৩১—৪০ । অনন্তর  
বর্ণ সকল প্রতিষ্ঠিত হইলে, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ,  
ভিক্ষু ও ব্রহ্মচারীদিগের আশ্রম স্থাপন করি-  
লেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! অগ্নিরক্ষা, অতিথি-  
সেবা, যজ্ঞ, দান, দেবপূজা—এই কয়টি গৃহ-  
স্থের সাধারণ ধর্ম্ম । হোম, ফলমূল্যশন,  
বেদপাঠ, তপস্বী, যথাবিধি সংবিভাগ, এই  
সকল বানপ্রস্থদিগের ধর্ম্ম । তৈকশন,

সম্যক্জ্ঞানঞ্চ বৈরাগ্যং ধর্ম্মোহয়ং

যতঃ ॥ ৪৪

ভিক্ষার্চ্যা চ শুক্রায়া ভরোঃ স্বাধ্যায় এব চ ।  
সম্যাকর্ম্মারিকার্য্যক ধর্ম্মোহয়ং ব্রহ্মচারিণাম ॥ ৪৫  
ব্রহ্মচারিবনস্থানাং ভিক্ষুকাণাং বিজ্ঞোত্তমাঃ ।  
সাধারণং ব্রহ্মচর্য্যং প্রোবাচ কমলোত্তমঃ ॥ ৪৬  
ঋতুকালান্তিগাম্যন্তং বদারেষু ন চান্ততঃ ।  
পর্ব্ববর্জং গৃহস্থস্ত ব্রহ্মচর্য্যমুদাহৃতম্ ॥ ৪৭  
আ গর্তধারণাদাজ্ঞা কাষ্যা তেনাপ্রমাদতঃ ।  
অকুরীগন্ত বিপ্রোক্তা ক্রণহা তুপজায়তে ॥ ৪৮  
বেদান্ত্যাসোহবহং শক্ত্যা আকৃকৃতিধিপূজনম্  
গৃহস্থস্ত পরো ধর্ম্মো দেবতান্ত্যার্চনং তথা ॥ ৪৯  
বৈবাহিকমগ্নিমিত্তাং সায়ং প্রাতঃকালবিধি ।  
দেশান্তরগতে বাধ সূতঃ পদ্ম্যর্ষিগেব বা ॥ ৫০  
ব্রহ্মণামাশ্রমাণস্ত গৃহস্থো যোনিকচ্যতে ।  
অন্তে তমুপজীবন্তি তন্ম্যাঙ্কেয়ান গৃহাশ্রমী ॥ ৫১

মৌনিভ্য, তপস্বী, ধ্যান, সম্যক জ্ঞান ও  
বৈরাগ্য এই সকল ভিক্ষুগণের ধর্ম্ম । ভিক্ষা-  
চরণ, শুক্রশ্রায়া, বেদপাঠ, সম্যাকর্ম্ম ও  
অগ্নিকার্য্য এই সমুদায় ব্রহ্মচারীদিগের ধর্ম্ম ।  
হে বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ ! কমলযোনি ব্রহ্মা বলিয়া-  
ছেন, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ, ভিক্ষু এই সমুদয়  
আশ্রমীর সাধারণ ধর্ম্মই ব্রহ্মচর্য্য । অস্ত্রীতে  
নহে, কেবল নিজ ভার্য্যাতে পর্ব্বদিন পরি-  
ভ্রাগ করিয়া ঋতুকালে যে সহবাস, উহাও  
গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্যরূপে কথিত হইয়াছে । গর্ত-  
ধারণ না করা পর্য্যন্ত এইরূপ অল্পমতি আছে;  
অতএব সাবধানে উহা সম্পাদন করিবে । হে  
বিজ্ঞশ্রেষ্ঠগণ ! ইহা না করিলে ক্রণহত্যার  
পাপভাগী হইতে হয় । প্রতিদিন বেদান্ত্যাস,  
শক্তি-অনুসারে আকৃ-অতিথিপূজা এবং  
দেবার্চনা এই সকল গৃহস্থের পরম ধর্ম্ম ।  
প্রতিদিন সায়ং ও প্রাতঃকালে বৈবাহিক  
অগ্নিতে কাষ্ঠপ্রদান করিবে । দেশান্তরে গমন  
করিলে, গৃহস্থের পূজা পত্নী অথবা ঋষিক এই  
কার্য সম্পাদন করিবেন । ৪১—৫০ । তিনটি  
আশ্রমের মধ্যে গৃহস্থাত্মাই মূল ; যেহেতু

ঐক্যাত্ম্যং গৃহস্থস্ত চতুর্গাং ক্রতিদর্শনাৎ ।

তন্মাদ্গা ইহ্যমৈবৈকং বিজ্ঞেয়ং ধর্মসাধনম্ ॥৫২

পরিভ্যাজেদর্থকামৌ যৌ স্তাতাং ধর্মবর্জিতৌ

সর্বলৌকিকদুঃখ ধর্মপ্যাচরেত ত্ ॥ ৫৩

ধর্ম্যং সজায়তে ধর্মো ধর্ম্যং কামোহ'ন্তজায়তে

ধর্ম এবাপবর্গায় তন্ম'ধর্মং সমাশ্রয়েৎ ॥ ৫৪

ধর্মচাৰ্শ্চ কামচ জিৱর্গ ব্রহ্মণো মতঃ ।

সহ্যং ব্রহ্মতমশ্চেতি তন্ম'ধর্মং সমাশ্রয়েৎ ॥৫৫

উক্তং গচ্ছন্ত সব্রহ্মা মধ্যো তিষ্ঠন্তি রাজসঃ ।

জঘন্তগুণবৃত্তিতা অধো গচ্ছন্তি তামসঃ ॥ ৫৬

যশিন ধর্মসমায়ুক্তৌ ধর্মকামৌ ব্যবহিতৌ ।

ইহ লোকে সুখী ভূত্বা প্রেত্যানন্তায় কল্পতে ॥

ধর্ম্যং সজায়তে যোকো ধর্ম্যং কামোহ'ন্তি-

জায়তে ।

এবং সাধনসাধ্যাং চাতুর্কিধো প্রদর্শিতম্ ॥ ৫৮

য এবং বেদ ধর্ম্যার্থকামমোক্ষস্ত মানবঃ ।

মাহাত্ম্যাকাঙ্ক্ষতিষ্ঠেত স চানন্তায় কল্পতে ॥ ৫২

তন্মাদর্থক কামক ভ্যক্তা ধর্ম্যং সমাশ্রয়েৎ ।

ধর্ম্যং সজায়তে সর্মমিত্যাছব্র'হ্মবাদিনঃ ॥ ৫৩

ধর্ম্মেণ ধর্ম্যতে সর্মং জগৎ স্বাবরজজন্মম্ ।

অনাদিনিধনা শক্তিঃ সৈবাত্মা জ্ঞানো বিজ্ঞোক্তমাঃ

কর্মণা প্রাপ্যতে ধর্ম্যো জ্ঞানেন চ ন সংশয়ঃ ।

তন্মাজ্ঞানেন সহিতং কর্ম্মযোগং সমাশ্রয়েৎ ॥

প্রবৃত্তক নিবৃত্তক বিবিধং কর্ম্ম বৈদিকম্ ।

জ্ঞানপূর্বকং নিবৃত্তং স্তাত্ প্রবৃত্তং যদতোহ'ন্তথা ॥

নিবৃত্তং সেবমানন্ত যাতি তৎ পরমং পদম্ ।

তন্মাব্রিবৃত্তং সংসেব্যমন্তথা সংসরেৎ পুনঃ ॥ ৫৪

কমা দমো দয়া দানমলোভস্ত্যাগ এব চ ।

আর্জবশ্চানন্দ্যা চ তীর্থভ্রমণং তথা ॥ ৫৫

সত্যং সন্তোষমাত্তিক্যং শ্রদ্ধা চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ ।

অন্ত আশ্রমীরা তাহাকেই উপজীব্যরূপ মনে

করে, অতএব গৃহস্থমী শ্রেষ্ঠ । ক্রতিতে

দেখিতে পাওয়া যায়, চারিটি আশ্রমের

মধ্যে একমাত্র গৃহস্থশ্রমই শ্রেষ্ঠ ; অত-

এব গৃহস্থশ্রমকেই একমাত্র ধর্মসাধনের

উপায় জানিবে । ধর্মহীন অর্থ-কাম পরি-

ভ্যাগ করিবে, সর্বলৌকিকদুঃখ ধর্মও আচ-

রণ করিবে না । ধর্ম হইতে অর্থলাভ হয়,

কর্ম হইতে আভ্যুত্থিত দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া

যায় এবং ধর্মই মোক্ষের কারণ ; অতএব

ধর্মই আশ্রয় করিবে । ধর্ম অর্থ কাম এই

ত্রিবিধই সর্ব রজঃ তমঃ এই তিনটি গুণ

বলিয়া কথিত হইয়াছে, অতএব ধর্ম আশ্রয়

করিবে । সর্বগুণাবলম্বী পুরুষেরা উদ্ধে গমন

করেন, রজোগুণাবলম্বী ব্যক্তিরা মধ্যে অবস্থান

করেন আর তমোগুণাবলম্বীরা মুঢ়তানিবন্ধন

নিম্নে নীত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তিতে

ধর্মমুক্ত অর্থকাম অবস্থিত হইয়াছে, তিনি

ইহলোকে সুখী হইয়া পরলোকে অনন্ত

সুখ লাভ করেন । ধর্ম হইতে মোক্ষ হয়,

অর্থ হইতে কাম্য বস্তু লাভ হয়, চতুর্কিগ-

বিধরে এই প্রকার সাধন-সাধ্য প্রদর্শিত

হইয়াছে । যে মানব ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষের

এই প্রকার মাহাত্ম্য অবগত আছেন এবং

ইহার অঙ্কন করেন, তিনি অনন্ত সুখের

ভাগী হন ; অতএব অর্থ কাম ভ্যাগ করিয়া

ধর্ম আশ্রয় করিবে ;—ব্রহ্মবাদীরা বলেন,

ধর্ম হইতেই সমুদয় লাভ হয় ॥ ৫১—৫৩ ॥

ধর্মদ্বারা এই সকল স্বাবর-জন্মমাত্মক জগৎ

মুক্ত হইতেছে । হে ব্রাহ্মণগণ ! ইহাই সেই

অনাদিনিধনা আত্মী শক্তি । জ্ঞানমূলক ধর্ম-

দ্বারা ধর্ম লাভ করা যায়, এ বিষয়ে সংশয়

নাই ; অতএব জ্ঞানের সহিত কর্ম্মযোগ

আশ্রয় করিবে । প্রবৃত্তিমূলক ও নিবৃত্তি-

মূলক বিবিধ বৈদিক কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে ।

জ্ঞানপূর্বক যে কর্ম্ম, উহাকে নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম

বলে ; ইহার বিপরীত যাহা, ইহাই প্রবৃত্তি-

মূলক । নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মের যিনি সেবা

করেন, তিনি পরম পদ প্রাপ্ত হন ; অতএব

নিবৃত্তিমূলক কর্ম্মই আশ্রয়ণীয়, অন্তথা করিলে,

পুনরায় সংসারে প্রবেশ করিতে হয় । কমা,

দম, দয়া, দান, অলোভ, ভ্যাগস্বীকার, সরলতা,

অনন্দ, তীর্থভ্রমণ, সত্য, সন্তোষ, আত্মিক্য,

দেবতাকর্চনঃ পূজা ভ্রামণানাং বিশেষতঃ ৷৬৬৥  
অহিংসা প্রিয়বাদিস্বমৈপ্তমককতা ।

সামাসিকমিহঃ ধর্মঃ চাতুর্যার্থেহবৌদ্ধঃ ৷ ৬৭ ৥

প্রোজাপত্যং ভ্রামণানাং স্মৃতং স্থানং  
ক্রিযাবতাম্ ।

হনিমৈত্র্যং কক্রিযাণাং সংগ্রামেহপলায়িনাম্ ৷৬৮৥

বৈজ্ঞান্যং যাকৃতং স্থানং স্বার্থমমুর্ষতাম্ ।

গান্ধর্ব্যং শূদ্রজাতীনাং পরচারেণ বর্ততাম্ ৷ ৬৯ ৥

অষ্টাশীতিসংস্রাপামুবাণামূর্ক্ষৈরতসাম্ ।

স্মৃতং তেযান্ত যং স্থানং তদেব গুরুবাসিনাম্

সপ্তবীণান্ত যং স্থানং স্মৃতং তটৈব বনৌকসাম্ ।

প্রোজাপত্যং গৃহস্থানাং স্থানমুক্তং বয়ন্তুবা ৷ ৭১ ৥

যতীনাং জিতচিত্তানাং স্তাসিনামূর্ক্ষৈরতসাম্ ।

হৈরণ্যগর্তং তং স্থানং যস্মান্নাবর্ততে পুনঃ ৷৭২৥

যোগিনামমৃতং স্থানং ব্যোমাখ্যং পরমক্ষরম্ ।

আনন্দমৈশ্বরং ধাম স্য কাঠং সা পরা গতিঃ ৷ ৭৩ ৥

ঋষয়ঃ উচুঃ ।

ভগবন্ দেবতারিষ্য হিরণ্যাকনিষুদন ।

অজ্ঞা ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দেবতাকর্চন, বিশেষতঃ  
ভ্রামণদিগের অহিংসা, প্রিয়ভাষিতা, খলতা-  
হীনতা এবং অককতা (নিম্পাপতা) ভগবান  
মহু চতুর্ধর্ষ সম্বন্ধে এই সাধারণ ধর্ম বলিয়া-  
ছেন। ক্রিযাবান ভ্রামণদিগের প্রোজাপত্য  
স্থান উক্ত হইয়াছে, সংগ্রামে অপরাধুধ ক্রিয়  
দিগের ঐশ্র্য স্থান নির্দিষ্ট আছে, স্বধর্মের  
অমুষ্ঠানকারী বৈজ্ঞানিকদিগের যাকৃতস্থান নিম-  
মিত আছে এবং গুরুবাসিনিত শূদ্রের গান্ধর্ব  
স্থান অভিহিত হইয়াছে। অষ্টাশীতিসংস্র  
উর্ক্ষৈরতঃ ঋষিদিগের যে স্থান কাথত আছে,  
গুরুবাসীদিগের সেইস্থান বাহিত হই-  
য়াছে। ৬১—৭০। স্বংছু, বানপ্রস্থদিগের  
সপ্তবীণস্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন এবং  
গৃহস্থদিগের প্রোজাপত্য স্থান নিরূপণ করিয়া-  
ছেন। সংযতাস্থা সপ্তভাগী উর্ক্ষৈরতঃ যতি-  
দিগের সেই স্থান লাভ হয়, যাহা হইতে  
আর পুনরার্য সংসারে আগমন করিতে না  
হয়। যোগীদিগের অমৃতব্যোমনামক পদ

চত্বারো ভ্রামণাঃ প্রোজা যোগিনাংক উচ্যতে  
কুর্ষ উবাচ ।

সর্বকর্ম্মাণি সন্ন্যস্ত সমাধিমচলং স্থিতঃ ।

য আন্তে নিশ্চলো যোগী স সন্ন্যাসী চ পঞ্চমঃ

সর্বৈবাসাম্মাণান্ত বৈবধ্যং জ্ঞতিদর্শিতম্ ।

অস্মচ ধূপকুন্ডাণো নৈতিকো একতৎপরঃ ৷ ৭৬ ৥

যোহধীত্য বিধিবদেদান গৃহস্থাম্মাশ্রয়েৎ ।

চপকুন্ডাণকো জ্ঞেয়ো নৈতিকো মরণান্তকঃ ৷৭৭৥

উদাসীনঃ সাধকন্ত গৃহস্থো বিবিধো ভবেৎ ।

কুটুম্বতরণায়ন্তঃ সাধকোহসৌ গৃহী ভবেৎ ৷ ৭৮ ৥

ঋণানি জ্যোৎস্নাকৃত্য ত্যজ্য ত্যাগাধনাদিকম্ ।

একাকী যন্ত বিচরেদুদাসীনঃ স যৌক্তিকঃ ৷৭৯৥

তপস্তপ্যতি যোহরণ্যে যজ্ঞেদেবান্ জুহোতি চ

স্বাধ্যায়ে চৈব নিরন্তো বনস্থতাপসো যতঃ ৷ ৮০ ৥

অক্ষয় ঐশ্বরিক আনন্ডময় ধাম লাভ হয়,

তাহাই পরাকাষ্ঠা, তাহাই পরমগতি। ঋষিরা

বলিলেন—হে ভগবন্ দৈত্যনিষুদন হির-

ণ্যাকনিপো! আজম চারিটীমাত্র উক্ত হই-

য়াছে, আর যোগীদিগের পৃথক্ একটি আজম

কাথত হইয়াছে; তবে সমুদয়ে চারিটী আজম

হয় কিরূপে? কুর্ষ বলিলেন,—যিনি সর্ব-

কর্ম্ম সন্ন্যাস করিয়া অচল সমাধি আজম

করেন, তিনিই নিশ্চল যোগী পঞ্চমাজম

সন্ন্যাসী। সকল আজমই ভাবধ, ইহা বেদে

প্রদর্শিত, হইয়াছে। অক্ষরার হইপ্রকার,—

এক উপকুন্ডাণ, দ্বিতীয় অস্মচতৎপর নৈতিক।

যিনি যথাবাধ বেদ অধ্যয়ন করয়া গৃহস্থা-

শ্রমে প্রবেশ করেন তিনি উপকুন্ডাণ, আর

যিনি মরণান্ত পর্যন্ত অস্মচতৎপর অবস্থায় থাকেন,

তিনি নৈতিক অস্মচতৎপর বলিয়া কাথত হন।

গৃহস্থ—উদাসীন ও সাধক এই দুইপ্রকার।

যিনি কুটুম্বতরণে নিযুক্ত, তিনি সাধক গৃহা;

আর যিনি ঋণত্যাগ হইতে বিমুক্ত হইয়া,

ত্যাগাধনাদি পরিহারপূর্বক মোক্ষের নিমিত্ত

একাকী বিচরণ করেন, তিনি উদাসীন গৃহী।

যিনি অরণ্যে তপস্তা, দেবতা অর্চনা ও হোম

করেন এবং অধ্যয়নে নিরন্ত, তিনি তপস



তপসা কবিতোহত্যর্থঃ যন্ত ধ্যানপরো ভবেৎ  
সাম্যাসিকঃ স বিজ্ঞেহো বানপ্রস্থ্যামে স্থিতঃ ।  
যোগাত্ম্যাসরতো নিত্যমাকুরুজ্ঞতেজস্রিঃ ।  
জ্ঞানায় বর্ভতে ভিক্ষুঃ প্রোচ্যতে পারমৈষ্টিকঃ ।  
যজ্ঞাশ্রতিরেব শ্রান্ত্যতুপ্তো মহামুনিঃ ।  
সম্যগ্ দর্শনসম্পন্নঃ স যোগী ভিক্ষুক্যতে ॥৮০  
জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কোচেষ্টেনসন্ন্যাসিনোহপরে ।  
কর্শুসন্ন্যাসিনঃ কেচিৎ জীবধাঃ পারমৈষ্টিকঃ ।  
যোগী চ ত্রিবিধো জ্যেষ্ঠো ভোক্তকঃ সাংখ্য এব চ  
তৃতীয়েহৈষ্ট্য্যামৌ প্রোক্তো যোগমুক্তমখ্যাতঃ  
প্রথমো ভাবনা পূর্বে সাংখ্যো অক্ষরভাবনা ।  
তৃতীয়ে চান্তিম্য প্রোক্তো ভাবনা পারমেশ্বরী ।  
তন্মাদেহৈষ্ট্য্যজ্ঞানীধবাশ্রমাণাং চতুর্ষ্টয়ম্ ।  
সর্কেষু বেদশাস্ত্রেষু পঞ্চমো নোপপদ্যতে ॥ ৮১  
এবং বর্ণাশ্রমান সৃষ্টাং দেবদেবো নিরঞ্জনঃ ।  
দক্ষাদীন প্রাহ বিখ্যাত্য সৃজধ্বং বিবিধাঃ প্রজাঃ  
ব্রহ্মণো বচনাৎ পুত্রা দক্ষাদ্যা মুনিসন্তমাঃ ।

বানপ্রস্থ, আর যিনি আতশয় তপস্তায়-কীর্ণ-  
দেহ হইয়া ধ্যান-পরায়ণ হন, তিনি সাম্যাসিক  
বানপ্রস্থ । ৭১-৮১ । যিনি যোগাত্ম্যাসনে  
নিবৃত্ত, নিত্য ধ্যানযোগে আরোহণেজ্ঞ,  
জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানমার্গে কর্মমান, তিনি পার-  
মৈষ্টিক ভিক্ষু ; আর যে মহামুনি আত্মাতেই  
সমুদ্র, আত্মাতেই নিক্যতুপ্ত এবং সম্যক-  
দর্শন-সম্পন্ন, তিনি যোগী ভিক্ষু । কেহ জ্ঞান-  
সন্ন্যাসী, অপর বেদ-সন্ন্যাসী, কেহ বা কর্শু-  
সন্ন্যাসী ; পারমৈষ্টিক এই ত্রিবিধ । যোগী  
তিন প্রকার ;— ভৌতিক, সাংখ্য ( উক্তম  
যোগনিষ্ঠ ) ও তৃতীয় অভ্যাসমৌ । প্রথমো-  
ক্তেরা ভাবনাশূন্য, সাংখ্যেরা অক্ষরচিত্তায় রত,  
তৃতীয় প্রকার যোগীর পরমেশ্বরের ভাবনা  
করেন । অতএব সমুদয় বেদশাস্ত্রে আশ্রম এই  
চারি প্রকার, সকলে অবগত হইবে, পঞ্চম  
আশ্রম নাই । বিখ্যাত্য দেবদেব নিরঞ্জন  
এই প্রকার বর্ণাশ্রম সৃষ্টি করিয়া দক্ষাদি  
ঋষিদিগকে বলিলেন,—ভোমরা বিবিধ  
প্রকার প্রজা সৃষ্টি কর । ব্রহ্মার বাক্যে তাঁহার

অসৃজন্ত প্রজাঃ সর্কা দেবমাত্মনুপূর্ষিকাঃ ॥ ৮২  
ইত্যেবং ভগবান্ ব্রহ্মা সৃষ্ট্বে সংব্যবহিতঃ ।  
অহং বৈ পালয়ামীদং সংহরিস্যাতি শূলভৃৎ ॥৮০  
তিশ্রম মূর্ত্তয়ঃ প্রোক্তা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাঙ্ককঃ ।  
রজঃসম্বতমোযোগাৎ পরম্পর পরমাত্মনঃ ॥ ৮১  
অন্তোন্তমমুদ্রকান্তে হন্তোন্তমুপজীবিনঃ ।  
অন্তোন্তং প্রণতশ্চৈবলীলয়া পরমেশ্বরঃ ॥৮২  
ব্রাহ্মী মাহেশ্বরী চৈব তথৈবাক্ষরভাবনা ।  
তিশ্রম ভাবনা ক্রমে বর্ভতে সততং দ্বিজাঃ ॥৮৩  
প্রবর্ততে ময্যজ্ঞশ্রমাদ্যা অক্ষরভাবনা ।  
দ্বিতীয়া ব্রহ্মণঃ প্রোক্তা দেবশ্রাক্ষরভাবনা ॥ ৮৪  
অহংকৈব মহাদেবো ন ভিন্নো পরমার্থতঃ ।  
বিভজ্য শ্বেচ্ছয়াত্মানং সৌহৃদ্যধামেশ্বরঃ স্থিতঃ ।  
ত্রৈলোক্যমখিলং সৃষ্টুং সদ্দেবানুসমাত্মনম্ ।  
পুরুষঃ পরতোহব্যক্তাদ্ ব্রহ্মত্বং সমুপাগমৎ ॥  
তন্মাদ্ ব্রহ্মা মহাদেবো বিষ্ণুর্বিবেশ্বরঃ পরঃ ।  
একশ্চৈব স্মৃতাতিশ্রোমূর্ত্তীঃ কার্যাবশাৎ প্রভোঃ

পুত্র দক্ষাদি মুনিসন্তমগণ, দেব মনুষ্য প্রভৃতি  
সমুদয় প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ভগবান্ এই  
প্রকারে ব্রহ্মাকে সৃষ্টিকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া  
বলিলেন,—আমি ইহাদিগকে পালন করিব  
ও শত্রু সংহার করিবেন । ৮২—৮০ । পর-  
ব্রহ্মের রজঃসম্ব ও তমোভণের যোগপ্রযুক্ত  
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাঙ্কক পরমেশ্বরের তিন মূর্ত্ত  
লীলাহেতু পরস্পরে অনুরক্ত, পরস্পরে আশ্রিত  
ও পরস্পর প্রণত । হে দ্বিজগণ ! ব্রাহ্মী,  
মাহেশ্বরী ও অক্ষরা এই তিন প্রকার ভাবনা  
ক্রমে বর্ভমান, আমাতে সর্কা অক্ষর ভাবনা  
বর্ভমান এবং দেব ব্রহ্মাতেও দ্বিতীয় অক্ষর-  
ভাবনা বর্ভমান । আমি মহাদেব পরমার্থতঃ  
আমরা ভিন্ন নহি, শ্বেচ্ছাক্রমে আমি অঙ্ক-  
ধামী পরমেশ্বর আত্মাকে বিভাগ করিয়া  
অবস্থান করিতেছি । দেব অনুর ও মানুষ্যের  
সহিত এই সমুদয় সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত পরম-  
পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । অতএব  
ব্রহ্মা, মহাদেব এবং বিবেশ্বর, বিষ্ণু কার্য্য-  
বশতঃ এক প্রভু তিনমূর্ত্তিরূপে কথিত হইয়া-

## পূর্বভাগঃ ।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বন্দ্যাঃ পূজ্যা বিশেষতঃ  
যদীচ্ছদচিরাৎ স্থানং যন্তন্যোক্তাখ্যমব্যয়ম্ ॥১৮  
বর্ণাশ্রমপ্রযুক্তেন ধর্ম্যেন প্রীতিসংযুক্তঃ  
পূজয়েত্তাবযুক্তেন যাবজ্জীবং প্রতিজ্ঞয়া ॥ ১৯  
চতুর্গামাশ্রমাণাস্তু প্রোক্তোহয়ং গিধিবদ্ভিজাঃ ।  
আশ্রমো বৈকবো ব্রাহ্মো হরিশ্রম ইতি ত্রয়ঃ ॥  
তল্লিঙ্গধারী স তং তত্তত্তজনবৎসলঃ ।  
ধ্যায়েদধার্ম্মদেতান ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ ॥ ১০১  
সর্বেষামেব ভক্তানাং শঙ্কোল্লিঙ্গমমুত্তমম্ ।  
সিতেন ভস্মনা কার্য্যং ললাটে তু ত্রিপুণ্ড্রকম্ ॥  
যন্ত নারায়ণং দেবং প্রপন্নঃ পবনং পদম্ ।  
ধারয়ৎ সর্বদা শলং ললাটে গন্ধবারিভিঃ ।  
প্রপন্না য়ে জগদ্বীজং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ॥  
তেষাং ললাটে তিলকং ধারণীয়ন্তু সর্বদা ॥১০৪  
যোহসাবনার্দ্ভূতাদিঃ কালান্বাসৌ ধৃতো ভবেৎ  
উপর্য্যগোভাবযোগাৎ ত্রিপুণ্ড্রস্ত তু ধারণা ॥১০৫

যতং প্রধানং ত্রিভুগং ব্রহ্মবিশ্বশিবাত্মকম্ ।  
ধৃতং ত্রিশূলধরণাস্তবতোব ন সংশয়ঃ ॥ ১০৬  
ব্রহ্মভেজোময়ঃ শুক্রং যদেতন্মণ্ডলং রবেঃ ।  
ভবত্যেব ধৃতং স্থানমৈশ্বরং তিলকে কৃতে ॥১০৭  
তস্মাৎ কার্য্যং ত্রিশূলাঙ্কং তথা চ তিলকং  
তত্তম্ ।  
আয়ুর্ষ্যকাপি-ভক্তানাং ত্রয়াণাং বিধি-  
পূর্বকম্ ॥ ১০৮  
যজ্ঞেত জুহুয়াদয়ৌ জপেদন্যাজিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
শাস্তো দাস্তো জিতক্রোধো বর্ণাশ্রম-  
বিধানবিৎ ১০৯  
এবং পরিচরেদেবান যাবজ্জীবং সমাহৃতিঃ ।  
তেষাং স্বস্থানমচলং সোহচিরাদধিগচ্ছতি ॥১১০  
ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে পূর্বভাগে বর্ণা-  
শ্রমবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

ছেন। অতএব যদি মোক্ষরূপ পরম স্থান  
লাভ করিতে ইচ্ছা কর, তাক্ষ হইলে সর্ব-  
প্রযত্নে ইহাদিগকে বন্দনা এবং পূজা  
করিবে। অতএব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মে প্রীতি-  
যুক্ত হইয়া, ভক্তিভাবে প্রতিজ্ঞাপূর্বক যাব-  
জ্জীবন ইহাদিগকে পূজা করিবে। হে দ্বিজ-  
গণ! যথাবিধি উক্ত এই আশ্রমচতুষ্টয়ের  
বৈকব, ব্রাহ্ম ও হরিশ্রম এই তিন প্রকার  
ভেদে কাঁথিত হইয়াছে। ১১- ১০। ব্রহ্ম-  
বিদ্যাপরায়ণ ব্যক্তি সেই সেই 'চহু ধারণ-  
পূর্বক সর্বদা সেই সেই দেবতার ভক্তের  
প্রতি অনুরাগী হইয়া ধ্যান ও অর্চনা  
করিবে। যিনি নারায়ণের পরমপদে শরণা-  
গত, তিনি সদা ললাটে গন্ধবারি দ্বারা শূল-  
চিহ্ন ধারণ করিবেন। সকল ভক্তেরাই শঙ্খ  
উৎকৃষ্ট চিহ্ন ত্রিপুণ্ড্রক শুভ ভস্ম দ্বারা ললাটে  
ধারণ করিবেন। যাহারা জগৎকারণ পরমেশ্বর  
ব্রহ্মার শরণাগত তাঁহাদের সর্বদা ললাটে  
তিলক ধারণ কর্তব্য; ইহাতে সেই অনাদি  
কালান্বাই ধৃত হইয়া থাকেন। উপরি ও  
অধোভাবে যোগ থাকাই ত্রিপুণ্ড্রের চিহ্ন।

ললাটে ত্রিশূল ধারণপ্রযুক্ত সেই ত্রিভুগ ব্রহ্মা  
বিশ্ব শিবই ধৃত হইয়া থাকেন; এ বিষয়ে  
সংশয় নাই। তিলক ধারণ করিলে, সেই  
ব্রহ্মভেজোময় ঐশ্বরিক শুক্র রবিমণ্ডলই ধৃত  
হইয়া থাকেন। অতএব (ললাটে) ত্রিশূল-  
চিহ্ন করিবে। বিধিপূর্বক শুভ তিলক ধারণ  
করায় আয়ুর্দ্ধি হইয়া থাকে। বর্ণাশ্রম-  
বিধানজ্ঞ ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়, শাস্ত, দাস্ত এবং  
জিতক্রোধ হইয়া পূজা, হোম ও জপ করি-  
বেন। যিনি যাবজ্জীবন সমাহৃতিচক্রে  
দেবতাদিগকে অর্চনা করেন, তিনি অচিরে  
তাঁহাদের অক্ষয়স্থান লাভ করিতে সমর্থ  
হন। ১০১—১১০।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥



## তৃতীয়োধ্যায়ঃ ।

ঋষ উচুঃ ।

বর্ণা ভগবতোদ্ধিষ্টাশ্চদ্বারোহপ্যাজ্ঞমাত্মনা ।  
ইদানীং ক্রমেন্ন ব্রহ্মাশ্রমাণাং বদ প্রভো ॥ ১

কুর্শ উবাচ ।

ব্রহ্মচারী গৃহস্থঃ বানপ্রস্থো যতিশ্চথা ।  
ক্রমেনৈবাজ্ঞমাঃ প্রোক্তাঃ কারুণ্যাদস্তথা ন

২

উৎপন্নজানবিজ্ঞানো বৈরাগ্যং পরমং গতঃ ।  
প্রব্রজেদব্রহ্মচর্যাণু যদৌচ্ছ্রে পরমাং গতিম্ ॥  
দারানীহতা বিধিবদস্তথা বিবিধৈর্মথৈঃ ।  
যজ্ঞেহুৎপাদয়েৎ পুত্রান বিরক্তো যদি

সন্ন্যাসে ॥ ৪

অনিষ্টা বিধিবদ্বৈজ্ঞেয়হুৎপাদ্য তথাস্তজান ।  
ন গার্হস্থ্যং গৃহীত্বা ন সন্ন্যাসেন্দুর্জ্ঞমান বিজ্ঞঃ ॥  
অথ বৈরাগ্যাবেগেন স্নাতুং নোৎসহতে গৃহে ।

## তৃতীয় অধ্যায় ।

ঋষিরা বলিলেন,—ভগবন্ ! চারি বর্ণ ও  
আশ্রমের বিষয় আপনি বলিয়াছেন । হে  
প্রভো ! সম্প্রতি আশ্রমসমূহের ক্রমভেদ  
বলুন । কুর্শ বলিলেন,—ব্রহ্মচারী গৃহস্থ বান-  
প্রস্থ যতি ক্রমে ক্রমে এই চারি আশ্রমের  
বিষয় করুণাপ্রযুক্ত বলিয়াছি, অস্তথা নহে ।  
বাহার জ্ঞান বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি  
পরম বৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন; তিনি  
পরমগতি লাভের ইচ্ছায় ব্রহ্মচারী হইয়া  
প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবেন । যথাবিধি দার  
পরিগ্রহ ও বিবিধ যজ্ঞ সম্পন্ন করত পুত্র  
উৎপাদন করিবেন; যদি বৈরাগ্য হয়, তবে  
সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন । যথাবিধি যজ্ঞ  
সম্পন্ন না করিয়া, পুত্রোৎপাদন না করিয়া ও  
গৃহস্থাজ্ঞা আশ্রয় না করিয়া বুজিমান বিজ্ঞ  
সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন না । আর যদি  
কোন জানো বিজ্ঞাশ্রয় বৈরাগ্যের বেগে গৃহে

তত্রৈব সন্ন্যাসে বিধাননিষ্টাপি বিজ্ঞোক্তম্ ॥ ৬  
তথাপি বিধির্ধৈর্যৈরিত্তৈরিষ্টা বনমথাজ্ঞয়ন ।  
তপস্তপ্তা তপোযোগাধিরক্তঃ সন্ন্যাসেবহিঃ ॥ ৭  
বানপ্রস্থাজ্ঞমং গত্বা ন গৃহং প্রবেশেৎ পুনঃ ।  
ন সন্ন্যাসী বনকাথ ব্রহ্মচর্য্যক সাধকঃ ॥ ৮  
প্রাজাপত্য্যং নিক্রপ্যোষ্টিমাগ্নেয়ীমথবা বিজ্ঞঃ ।  
প্রব্রজেৎ তু গৃহী বিধান বনাদা

অতিচোদনাং ॥ ৯

প্রবর্তুয়সমর্থোহপি জুহোতি যজ্ঞাত ক্রিয়াঃ ।  
অন্ধঃ পশুদগ্নিজ্ঞো বা বিরক্তঃ সন্ন্যাসেবহিঃ ॥ ১০  
সুদৃষ্টামেব বৈরাগ্যং সন্ন্যাসে তু বধীয়তে ।  
পতন্ত্যেবাবিরক্তো যঃ সন্ন্যাসং কর্তুমিচ্ছতি ॥ ১১  
একান্নম্নথবা সম্যক্ বর্ত্তেতামরণান্তিকম্ ।  
শ্রদ্ধাবানাজ্ঞমে যুক্তঃ সোহমুৎসাহ্য করতে ॥ ১২  
স্তায়াগতধনঃ শাস্ত্রে ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ ।

অবস্থান করিতে না পারেন, তাহা হইলে  
তিনি যজ্ঞাদি না করিয়াও তৎকরণে সন্ন্যাস  
অবলম্বন করিবেন । তথাপি তিনি বন আশ্রয়  
করত বিবিধ যজ্ঞদ্বারা দেবতাদিগকে পরিতুষ্ট  
ও তপস্তাদ্বারা তপঃক্লম সঞ্চয় করিয়া বৈরাগ্য  
বশে বাহিরে সন্ন্যাস অবলম্বন করিবেন ।  
সাধক সন্ন্যাসী বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-  
পূর্ব্বক বনে গমন করিয়া পুনরায় গৃহে প্রবেশ  
করবেন না । জানো গৃহস্থ বিজ্ঞ, বেদোপদেশ  
অনুসারে প্রাজাপত্য্য অথবা আগ্নেয় যজ্ঞ  
সম্পাদনপূর্ব্বক বন আশ্রয় করত প্রব্রজ্যা  
অবলম্বন করিবেন । যদি অন্ধ পশু বা দগ্নিজ্ঞ  
বিজ্ঞ প্রব্রজ্যা অবলম্বনে অসমর্থ হয়, তবে  
গোম ও যাগ করিবে; কিংবা একান্ত সংসার-  
বিরাগী হইলে, সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে ।  
১—১০ । বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে সকলেরই  
সন্ন্যাস অবলম্বন করা উচিত । বৈরাগ্য  
ব্যতীত যিনি সন্ন্যাস অবলম্বন করেন, তিনি  
পতিত হন । যিনি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমরণ  
একমাত্র আশ্রমে সম্যক্ অবস্থিতি করেন,  
তিনি মুক্তি লাভ করেন । যিনি স্তায়সদত  
উপায়ে ধনার্জন করেন এবং শান্তিনিষ্ঠ ও

ধর্মপালকো নিত্যং ব্রহ্মকৃত্যায় কল্পতে । ১৩  
ব্রহ্মপাধ্যায় কৰ্ম্মাণি নিঃসঙ্গঃ কামবর্জিতঃ ।  
প্রসন্নেনৈব মনসা কুর্য্যাণো যাতি তৎপদম্ । ১৪  
ব্রহ্মণা দীযতে দেয়ং ব্রহ্মাণে সম্প্রদীয়তে ।  
ব্রহ্মৈব দীযতে চেতি ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ । ১৫  
নাহং কৰ্ত্তা সৰ্ব্বমেতদব্রহ্মৈব কল্পতে তথা ।  
এতদব্রহ্মার্পণং প্রোক্তমুযিষিত্ত্ববদর্শিতঃ । ১৬  
জীণাতু ভগবানীশঃ কৰ্ম্মাণ্যেনৈব শাশ্বতঃ ।  
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্ । ১৭  
যদ্বা কলানাসং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে ।  
কৰ্ম্মাণ্যমেতদপ্ৰাপ্তব্রহ্মার্পণমহুস্তনম্ । ১৮  
কার্য্যমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম নিঃসঙ্গং সঙ্গবর্জিতম্ ।  
ক্রিয়তে বিহ্বা কৰ্ম্ম তত্ত্ববেদপি মোক্ষদম্ । ১৯  
অন্তথা যদি কৰ্ম্মাণি কুর্য্যাণিত্যাশ্রয়পি দ্বিজঃ ।  
অকুত্বা কলসন্ন্যাসং বধ্যতে তৎকলেন তু । ২০  
তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন ত্যক্তা কৰ্ম্মাশ্রিতং কলম্ ।

ব্রহ্মবিদ্যা পরায়ণ হইয়া নিত্য স্বধর্ম প্রতি-  
পালন করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে সমর্থ হইয়া  
থাকেন। ব্রহ্মে সমুদয় কৰ্ম্ম সমর্পণপূর্বক  
নিঃসঙ্গ এবং কামবর্জিত হইয়া যিনি প্রসন্ন-  
মনে কাল যাপন করেন, তিনি সেই ( ব্রহ্ম )  
পদ লাভ করেন। ব্রহ্মকর্তৃক সমুদয় প্রদত্ত  
হইতেছে, ব্রহ্মেই সমস্ত প্রদত্ত হইতেছে এবং  
ব্রহ্মকেই দান করা হইতেছে; ইহাকেই  
( এই স্থির করাকেই ) ব্রহ্মার্পণ বলা যায়।  
'আমি কিছুই করি না, ব্রহ্মই সমুদয় করি-  
তেছেন' এই জ্ঞানকেই তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ ব্রহ্ম-  
ার্পণ বলিয়াছেন। 'সেই নিত্য ভগবান্ ঈশ  
এই কৰ্ম্মদ্বারা প্রীতি লাভ করুন' এই বুদ্ধিতে  
সদা কৰ্ম্ম করাকেই পরম ব্রহ্মার্পণ বলে।  
কিংবা পরমেশ্বরে কৰ্ম্মকলের সন্ন্যাস করিবে।  
ইহা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মার্পণ বলিয়া কথিত আছে।  
জ্ঞানী ব্যক্তি 'ইহা করণীধ' এই জ্ঞানে সঙ্গ-  
বর্জিত হইয়া যে কৰ্ম্ম করেন, তাহাও মুক্তি-  
প্রদ হইয়া থাকে। অন্তথা—যদি কৰ্ম্মকলের  
আকাঙ্ক্ষা ভাগ না করিয়া কৰ্ম্ম করে, তাহা  
হইলে জীব সেই কৰ্ম্মকলদ্বারাই বদ্ধ হইয়া

অবিদ্বানপি কুবীর্ত কৰ্ম্মাপ্রোক্তি চিত্তাৎ  
পদম্ । ২১  
কৰ্ম্মণা কীযতে পাপমৈত্ৰিকং পৌর্ষিকং তথা ।  
মনঃ প্রসাদমবেতি ব্রহ্মবিজ্ঞায়তে নরঃ । ২২  
কৰ্ম্মণা সহিতাজ্ঞানাত্ সমাগ্ন্যযোগো-  
হতিজায়তে ।  
জ্ঞানঞ্চ কৰ্ম্মসহিতং জায়তে দোষবর্জিতম্ । ২৩  
তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন যত্র তত্রাশ্রমে রতঃ ।  
কৰ্ম্মাণীশ্বরতুর্য্যর্থং কুর্য্যাট্রৈককৰ্ম্মামাশ্রুয়াৎ । ২৪  
সম্প্রাপ্য পরমং জ্ঞানং নৈককৰ্ম্মাৎ তৎপ্রসাদতঃ ।  
একাকী নির্ম্ময়ঃ শান্তো জীবন্তেব বিমুচ্যতে । ২৫  
বৌদ্ধিতে পরমজ্ঞানং পরং ব্রহ্ম মহেশ্বরম্ ।  
নিত্যানন্দী নিরাতাসস্তম্মিন্নিবৈব লয়ং ব্রজেৎ ।  
তস্মাৎ সেবেত সততং কৰ্ম্মযোগং প্রসন্নধীঃ ।  
তুণ্ডয়ে পরমেশস্ত তৎ পদং যাতি শাশ্বতম্ । ২৭  
এতচ্চ কথিতং সৰ্ব্বং চাতুরাশ্রমায়ুস্তমম্ ।  
ন হেতুঃ সমতিক্রম্য সিদ্ধিঃ বিদতি মানবঃ । ২৮  
ইতি জীকৌশ্বে মহাপুর্বাণে পূর্বভাগে চাতুরা-  
শ্রম্যকথনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ । ৩ ।

থাকে। ১১—২০। ১) অতএব অজ্ঞানী ব্যক্তি  
সর্বপ্রযত্নে কৰ্ম্মজনিত কল পরিভাগ করিয়া  
কার্য্য করিবেন, তাহা হইলে অন্ততঃ বিলম্বও  
ব্রহ্মপদ লাভ করিতে পারিবেন। কৰ্ম্মদ্বারা  
ইহজন্মকৃত ও পূর্বজন্মকৃত পাপের ক্ষয় হয়।  
উহাতে মনঃপ্রসাদ লাভ ও মানব ব্রহ্মজ  
হয়। জ্ঞানসহিত কৰ্ম্মদ্বারা সম্যক যোগ উৎপন্ন  
হয়। কৰ্ম্মসহিত জ্ঞানই দোষবর্জিত বলিয়া  
জ্ঞাতব্য। অতএব সর্বপ্রযত্নে যে কোন  
আশ্রমে অবস্থান করিয়া ঈশ্বরের সন্তোষের  
নিমিত্ত কৰ্ম্ম করিবে ও নিকর্ষতা অবলম্বন  
করিবে। সেই পরমেশ্বরের প্রসাদে পরম  
জ্ঞান এবং নৈককৰ্ম্ম লাভ করত একাকী নির্ম্ময়  
ও শান্ত হইয়া জীবিত থাকিতেই ( মানব )  
মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হন। নিত্য আনন্দ-  
ময়, নিরাতাস এবং প্রসন্নবুদ্ধি হইয়া সর্বদা  
পরমেশ্বরের তুণ্ডির নিমিত্ত কৰ্ম্মের অহুষ্ঠান

## চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

ঋদ্ধাশ্রমবিধিং কুংস্রমযগো দৃষ্টচেতসঃ ।

নমস্কৃত্য দ্বয়ীকেশং পুনর্কচনমক্ৰবন্ ॥ ১ ॥

মুনয় উচুঃ ।

ভাবিতং ভবতা সর্বং চাতুরাশ্রম্যমুত্তমম্ ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো যথা সঙ্গায়তে জগৎ ॥ ২ ॥

কৃতঃ সর্বমিদং জাতং কস্মিংশ্চ লয়মেয্যতি ।

নিয়ন্তা কচ্চ সর্বেষাং বদস্ব পুরুষোত্তম ॥ ৩ ॥

ঋদ্ধা নারায়ণো বাক্যমুদীণাং কুর্শ্বরূপধ্বক্ ।

প্রাহ গন্তীরয়া বাচা ভূতানাং প্রভবাপায়ো(ক)

কুর্শ্ব উবাচ ।

মহেশ্বরঃ পরোহব্যাক্তচতুর্ব্যহঃ সনাতনঃ ।

করিবে, তাহা হইলে পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া  
নিত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। এই তোমাদিগকে  
চতুরাশ্রমের উত্তম ধর্ম বলিলাম; ইহা উল-  
্লেখ করিলে, মানব সিদ্ধি লাভ করিতে  
সমর্থ হয় না। ২১—২৮।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

## চতুর্থ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—ঋষিগণ সমস্ত আশ্রম-  
বিধি অবগণ করত সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া দ্বয়ীকেশকে  
নমস্কারপূর্বক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করি-  
লেন।—মুনিরা বলিলেন,—আপনি সমুদয়  
আশ্রমধর্ম উত্তমরূপে বর্ণন করিয়াছেন।  
সম্প্রতি যেরূপে জগতের সৃষ্টি হইয়াছে,  
উহা শুনিতে বাঞ্ছা করি। হে পুরুষোত্তম!  
কাহা হইতে এই সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে এবং  
কোথায় বা লয় প্রাপ্ত হইবে, কেই বা সক-  
লের নিয়ন্তা?—আপনি বলুন। কুর্শ্বরূপধারী  
নারায়ণ, ঋষিদিগের বাক্য অবগণ করিয়া গন্তীর  
বাক্যে ভূতগণের উৎপত্তি ও বিলয় বলিতে

(ক) প্রভবোহব্যয় ইতি পাঠান্তরম্ ।

অনন্তশ্চাপ্রমেয়শ্চ নিয়ন্তা সর্বতোমুখঃ ॥ ৫ ॥

অব্যাক্তং কারণং যন্তরিত্যং সদসদাশ্রকম্ ।

প্রধানং প্রকৃতিশ্চেতি যমাহন্তদ্বচিস্তকাঃ ॥ ৬ ॥

গন্ধ-বর্ণ-রস-হীনং শব্দ-স্পর্শ-বিবর্জিতম্ ।

অজয়ং ধ্রুবমক্ষয়াং নিত্যং স্ব-আন্তবস্থিতম্ ॥ ৭ ॥

জগদ্যোনির্মহাভূতং পরব্রহ্ম সনাতনম্ ।

বিগ্রহঃ সর্বভূতানামাশ্রনাধিষ্ঠিতং মহৎ ॥ ৮ ॥

অনাদ্যন্তমজং স্থলং ত্রিগুণং প্রভবাব্যয়ম্ ।

অসাম্প্রতমবিজ্ঞেয়ং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্তত ॥ ৯ ॥

গুণসাম্যো ভদা তস্মিন পুরুষে চাত্মনি স্থিতে ।

প্রাকৃতঃ প্রলয়ো জ্যেয়ো যাবদ্বিশ্বসমুদ্ভবঃ ॥ ১০ ॥

ব্রাহ্মা রাত্রিরয়ং প্রোক্তা হঃ সৃষ্টিকদাহতা ।

অহর্ন বিদ্যাতে তস্মৈ ন রাজিহ্যপচারতঃ ॥ ১১ ॥

নিশান্তে প্রতিবুদ্ধোহসৌ জগদাদিরনাদিমান্ ।

সর্বভূতময়োহব্যক্তো হস্তর্ঘ্যমৌশ্বরঃ পরঃ ॥ ১২ ॥

প্রকৃতং পুরুষকৈব প্রবিজ্ঞাত মহেশ্বরঃ ।

আরম্ভ করিলেন। কুর্শ্ব বলিলেন,—পরম  
অব্যাক্ত, চতুর্ব্যহ সনাতন, অনন্ত, অপ্রমেয়,  
সর্বশক্তিমান ও মহান ঈশ্বর সকলের নিয়ন্তা।  
তিনি সৎ ও অসৎ, তিনি নিত্য ও অব্যাক্ত  
কারণ; তদ্ব্যবস্থাকেরা তাঁহাকে প্রকৃতি ও  
পুরুষ বলেন। গন্ধ-বর্ণ-রস-হীন, শব্দস্পর্শ-  
বর্জিত, অজয়, ধ্রুব, অক্ষয়, নিত্য, আত্মাতে  
অবাসিত, জগৎকারণ, মহাভূত, সনাতন, পর-  
ব্রহ্ম, সর্বভূতের বিগ্রহ, আত্মাধিষ্ঠিত, মহৎ,  
আদি-অন্তহীন, অজ, স্থল, ত্রিগুণ, প্রভব,  
অব্যয়, অসাম্প্রত ও অবিজ্ঞেয় ব্রহ্মই প্রথমে  
ছিলেন। ১—৯। যখন সেই আত্মপুরুষে  
গুণসাম্য হইবে, তখন প্রাকৃত প্রলয় হইবে।  
সৃষ্টির প্রাক্কালপর্যন্ত ইহার স্থিতি। ইহাই  
ব্রাহ্মা রাত্রি; আর বিশ্বের উৎপত্তি-ই ব্রাহ্ম  
দিবস। বস্তুতঃ সেই ব্রহ্মের দিবা বা রাত্রি  
নাই, কেবল উপচারপ্রযুক্ত এরূপ কথা ব্যবহৃত  
হয়। জগতের আদি, অনাদি, সর্বভূতময়,  
অব্যাক্ত, অন্তর্ঘ্যমৌ সেই পরমেশ্বর রাজিশেষে  
প্রতিবুদ্ধ হন। সেই মহেশ্বর পরম পরমেশ্বর  
প্রকৃত এবং পুরুষে প্রবেশ করিয়া তাঁহা-

কোভয়ামাস যোগেন পরেণ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩  
যথা মদো নবশ্রীণাং যথা বা মাধবোহনিলঃ ।  
অল্পপ্রবিষ্টঃ কোভায় তথাসৌ যোগমুর্তিমান্ ॥  
স এব কোভকো বিপ্রাঃ কোভ্যন্ত পরমেশ্বরঃ  
স সঙ্কোচবিকাশভ্যাং প্রধানদ্বয়ে ব্যবস্থিতঃ ॥  
প্রধানাৎ কোভ্যমাণাত্ত তথা পুংসঃ পুরাতনাৎ  
প্রাচুর্যসৌম্যহৌজং প্রধানপুরুষাত্মকম্ ॥ ১৬  
মহানায়া মতিব্রাহ্মা প্রবুদ্ধিঃ শ্রীতিরীশ্বরঃ ।  
প্রজ্ঞা ধৃতিঃ স্মৃতিঃ সংবিদেতস্মাদিতি

তৎ স্মৃতম্ ॥ ১৭

বৈকারিকৈস্তৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈব তামসঃ ।  
ত্রিবিধোহয়মহঙ্কারো মহতঃ সনভূব হ ॥ ১৮  
অহঙ্কারোহিতিমানশ্চ কৰ্ত্তা মন্তা চ স স্মৃতঃ ।  
আত্মা চ মৎপরো জীবো যতঃ সৰ্বাঃ প্রবৃত্তয়ঃ  
পঞ্চভূতাহঙ্কারাৎ তন্মাত্রাণি চ জজিরে ।  
ইন্দ্রিয়াণি তথা দেবাঃ সৰ্বাঃ তন্মাত্রাজং জগৎ

মনস্তব্যক্তজং প্রোক্তং বিকারঃ প্রথমঃ স্মৃতঃ ।  
যেনাসৌ জায়তে কৰ্ত্তা ভূতাদীংশ্চামুপজতি ॥  
বৈকারিকানহঙ্কারাৎ সর্গো বৈকারিকোহভবৎ ॥  
তৈজসানৌল্লিখাণি স্মার্দেবা বৈকারিকা দশ ॥ ১৭  
একাদশং মনস্তত্র স্বভূতেনোভয়াত্মকম্ ।  
ভূততন্মাত্রাসর্গোহয়ং ভূতাদেবতবদ্বিভাঃ ॥ ২০  
ভূতাদিশ্চ বিকুর্ভাণঃ শব্দমাত্রাঃ সসর্জ্জ হ ।  
আকাশঃ শুষ্কঃ তন্মাত্রাৎপন্নঃ শব্দলক্ষণম্ ॥ ২১  
আকাশশ্চ বিকুর্ভাণঃ স্পর্শমাত্রাঃ সসর্জ্জ হ ।  
বায়ুরূপদ্যতে তন্মাত্রাৎ তন্মাত্রাৎ শুষ্কঃ বিহুঃ  
বায়ুশ্চাপি বিকুর্ভাণো রূপমাত্রাঃ সসর্জ্জ হ ।  
জ্যোতিরূপদ্যতে বায়োস্তরূপশ্চামুচ্যতে ॥ ২২  
জ্যোতিশ্চাপি বিকুর্ভাণঃ রসমাত্রাঃ সসর্জ্জ হ ।  
সত্ত্ববন্তি ততোহস্তাংসি রসাধারাণি তানি চ ॥  
আপশ্চাপি বিকুর্ভাণা গন্ধমাত্রাঃ সসর্জ্জিরে ।  
সজ্বাতো জায়তে তন্মাত্রাৎ তন্মাত্রা গন্ধো

ভূণো মতঃ ।

দিগকে বিচালিত করেন। যেমন নবীন কামি-  
নীতে কামমদ প্রবেশ করে, যে প্রকার বসন্ত-  
সমাগমে অনিল আগমন করে, সেই প্রকার  
সেই যোগমুর্তি ব্রহ্ম, ক্ষুভিত করিবার জন্য  
প্রকৃতিপুরুষে অল্পপ্রবিষ্ট হইয়া থাকেন। হে  
! সেই পরমেশ্বরই কোভক ও  
কোভ্য। সঙ্কোচ বিকাশ (লয়সৃষ্টি) দ্বারা তিনি  
প্রধানদ্বয়ে অবস্থিত থাকেন মাত্র। সেই প্রধান  
পুরাতন পুরুষ ক্ষুর হওয়ায় প্রধান-পুরুষরূপ  
মণিবীজ প্রাচুর্যভূত হইয়াছিলেন। ইহা হই-  
তেই মহান, আত্মা, মতি, ব্রাহ্মা, প্রবুদ্ধি,  
ধ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, ধৃতি, স্মৃতি ও সংবিৎ  
উৎপন্ন হইয়াছে। মহৎ হইতে বৈকারিক  
তৈজস এবং তামস এই তিন প্রকার  
অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে। তামস অহঙ্কারই  
সৃষ্টির কারণ। যে অহঙ্কার, সেই অভি-  
মানকর্ত্তা, মননকর্ত্তা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা।  
তাহা হইতে সমুদয় প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে।  
১০—১১। অহঙ্কার হইতে পঞ্চভূত, পঞ্চ-  
তন্মাত্র, ইন্দ্রিয় সকল ও দেবগণ জন্ম লাভ  
করিয়াছেন। এই সমুদয় জগৎই মহত্ত্ব

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। অব্যক্ত হইতে মন  
জন্মে, তাহাই প্রথম বিকার। স্মৃত্যং এই  
মনই সকলের কৰ্ত্তা ও ভূতসকলের পর্যবেক্ষণ  
করেন। বৈকারিক অহঙ্কার হইতে বৈকারিক  
সৃষ্টি; তৈজস অহঙ্কার হইতে ইন্দ্রিয় সকল  
জন্মে। বৈকারিক হইতে ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দশ-  
দেবতা উৎপন্ন হন। তন্মধ্যে স্বকীয় ভূত  
উভয়াত্মক একাদশ মন উৎপন্ন হয়। হে  
ব্রহ্মগণ! ভূতাদি হইতে ভূততন্মাত্রের সৃষ্টি  
হইয়াছে! ভূতাদি (তামস অহঙ্কার) বিকার  
প্রাপ্ত হইয়া শব্দমাত্রকে উৎপন্ন করিয়াছিল।  
তাহা হইতে শব্দের কারণ শব্দময় আকাশের  
সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশ বিকার প্রাপ্ত হইয়া  
স্পর্শমাত্রকে সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইতে বায়ু  
উৎপন্ন; তাহার ভূত স্পর্শ। বায়ু বিকার  
প্রাপ্ত হইয়া রূপতন্মাত্র সৃষ্টি করিয়াছে; তাহা  
হইতে জ্যোতিঃ উৎপন্ন হয়, তাহার ভূত রূপ।  
জ্যোতিঃ বিকার প্রাপ্ত হইয়া রসতন্মাত্রকে  
সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইতে জল উৎপন্ন,  
উহাই রসের আধার। জল বিকারপ্রাপ্ত হইয়া

জায়তে পৃথিবী তন্মাং সর্বাধারা সনাতনী । ২৮।  
 আকাশঃ শব্দমাত্রস্ত স্পর্শমাত্রঃ সমাবৃণোৎ ।  
 ত্রিগুণস্ততো বায়ুঃ শব্দস্পর্শকোহভবৎ ।  
 রূপং তর্থেবাভিষতঃ শব্দস্পর্শৌ গণাবৃতৌ ।  
 ত্রিগুণঃ স্তাৎ ততো বহিঃ স শব্দস্পর্শরূপবান্  
 শব্দঃ স্পর্শচিৎরূপক রসমাত্রঃ সমাবিশৎ ।  
 তন্মাত্রতুর্গণা আপো বিজ্ঞেয়ান্ত রসাত্তিকাস্তাঃ  
 শব্দঃ স্পর্শচ রূপক রসো গন্ধঃ সমাবিশৎ ।  
 তন্মাং পঞ্চগুণা ভূমিঃ স্থলা ভূতেষু শব্দাতে ।  
 শান্তা ঘোরান্ত মূঢ়ান্ত বিশেষান্তেন তে স্মৃতাঃ  
 পরস্পরাহুপ্রবেশাক্রিয়ন্তি পরস্পরম্ । ৩০  
 এতে সপ্ত মহাস্থানো হস্তোক্তস্ত সমাখ্যাতঃ ।  
 নাশকবন্ প্রজাঃ স্রষ্টৃমসমাগম্যা কুৎসন্তঃ । ৩৪  
 পুরুষাধিষ্ঠিতস্তাচ্চ অব্যক্তাহুপ্রবেশে চ ।  
 মহাদানয়ো বিশেষান্তা হুগুণপাদয়ন্তি তে । ৩৫  
 এককালসমুৎপন্নঃ জলবৃদ্ধবচ্চ তৎ ।  
 বিশেষেভ্যোহুগুণতবদবৃদ্ধং তদ্বদকেশয়ম্ । ৩৬

গন্ধতন্মাত্র সৃষ্টি করিয়াছে, তাহা হইতে সক-  
 লের আধারকৃত্য গুণসম্ভবতময়ী সনাতনী  
 পৃথিবী উৎপন্ন, গন্ধই উহার গুণ । শব্দমাত্র  
 আকাশ স্পর্শমাত্রকে আবৃত করিয়া আছে,  
 তাই শব্দ-স্পর্শাত্মক ত্রিগুণ বায়ু উহার স্রষ্টা ।  
 শব্দ স্পর্শ উভয় গুণই রূপে প্রবিষ্ট হয়, শব্দ-  
 স্পর্শ-রূপ বিশিষ্ট বহি তাহাতেই ত্রিগুণ ।  
 ২১—৩০ । শব্দ-স্পর্শ রূপ রসমাত্র প্রবেশ  
 করিয়াছে, তাহা হইতেই চতুর্গুণ রসাত্মক  
 জল জানিবে । শব্দ স্পর্শ রূপ ও রস গন্ধ-  
 মাত্র প্রবেশ করিয়াছে, ইহাতেই ভূমি পঞ্চ-  
 গুণা, অতএব ভূতমধ্যে স্থলা উক্ত হইয়া  
 থাকে । ভূতসকল শান্ত, ঘোর, মূঢ় ও  
 বিশেষ নামে কথিত এবং পরস্পরে অহু-  
 প্রবেশ করিয়া পরস্পরকে ধারণ করিয়া  
 আছে । এই সপ্ত মহাস্থান সমবেত নী হইয়া  
 পরস্পরের আশ্রয়ে প্রজাধারণে সমর্থ নহেন ।  
 পুরুষের অধিষ্ঠানপ্রযুক্ত অব্যক্তের অহুপ্রবে-  
 সেই মহাদানি বিশেষান্ত সকলে অণু উৎপাদন  
 করে । বিশেষ হইতে উৎপন্ন জলবৃদ্ধনের

তন্মিন্ কার্য্যন্ত করণং সংসিদ্ধং পরমৈতিনঃ ।  
 প্রাকৃতভেদেণ বিবৃদ্ধে তু কেদ্রজ্যো ব্রহ্মসংজিতঃ  
 স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ।  
 আদিকর্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাণ্যে সমবর্তত । ৩৮  
 বমাহঃ পুরুষং হংসং প্রধানাং পরতঃ স্থিতম্ ।  
 হিরণ্যগর্ভং কপিলং ছন্দোমূর্ত্তিং সনাতনম্ । ৩৯  
 মেরুরূপমভূৎ তন্ত জরায়ুচাপি পর্কতাঃ ।  
 গর্ভোদকং সমুদ্রান্ত তন্তাসন্ পরমাত্মনঃ । ৪০  
 তন্নিরগেহতবর্হিধং সপেবাস্তুরমাহুযম্ ।  
 চন্দ্রাদিত্যৌ সনকজ্যৌ সপ্রাণৌ সহ বায়ুনা । ৪১  
 অতির্দশগুণান্তিচ বাহতোহণ্ডঃ সমাবৃতম্ ।  
 আপো দশগুণেনৈব ভেজসা বাহতো বৃত্তাঃ । ৪২  
 ভেজো দশগুণেনৈব বাহতো বায়ুনা বৃতম্ ।  
 আকাশেনাবৃতো বায়ুঃ পঞ্চ ভূতাদিনা বৃতম্ ।  
 ভূতাদির্নহতা তদ্বদব্যক্তেনাবৃতো মহান্ । ৪৩  
 এতে লোকা মহাস্থানঃ সর্কৈ তদ্বাতিমানিনঃ ।  
 বসন্তি তত্র পুরুষান্তদাক্ষানো ব্যবহিতাঃ । ৪৪

সহিত এককালে জলে ভাসমান সেই বৃহৎ  
 অণু সৃষ্টি হইয়াছিল । প্রাকৃত অণু বৃদ্ধি  
 প্রাপ্ত হইলে, স্রষ্টার কার্য্যের সংসিদ্ধ করণ-  
 স্বরূপ, কেদ্রজ্য ‘ব্রহ্মা’ এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন ।  
 তিনিই প্রথম পুরুষ বলিয়া কথিত ; সেই  
 ব্রহ্মাই অগ্রে আবির্ভূত হইয়াছিলেন । বাহাকে  
 (ঋষিরা) পুরুষ, হংস, প্রধান হইতে পর,  
 হিরণ্যগর্ভ, কপিল, ছন্দোমূর্ত্তি ও সনাতন  
 বলেন । স্রুমের সেই পরমাত্ম-স্বরূপের উৎ,  
 পর্কত সকল জরায়ু ও সমুদ্র সকল গর্ভোদক  
 হইয়াছিল । ৩১—৪০ । সেই অণু দেব,  
 অনুর, মানব, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, গ্রহ ও বায়ুর  
 সহিত বিধের সৃষ্টি হইয়াছিল । দশগুণ জল-  
 দ্বারা সেই অণুর বহির্দেশ আবৃত, দশগুণ  
 ভেজ দ্বারা জলের বহির্ভাগ আবৃত, দশগুণ  
 বায়ু দ্বারা ভেজ আবৃত, ঐরূপ আকাশদ্বারা  
 বায়ু আবৃত, আকাশ ভূতাদিদ্বারা আবৃত,  
 ভূতাদি মহৎদ্বারা আবৃত এবং মহৎ অব্যক্ত-  
 দ্বারা আবৃত । এই সকল লোক, সেখানে  
 ভদ্রাবস্থান হইয়া মহাস্থান ও তদ্বাতিমানী পুরুষ-

কৈবরা যোগধর্ম্মাণো যে চাত্তে তত্চিহ্নকাঃ ।  
 সর্বজাঃ শান্তরজসো নিত্যং যুদিতমানসাঃ ॥৪৫  
 এতৈরাবরণৈরগুণৈঃ প্রাকৃষ্টৈঃ সন্ততিবৃত্তম্ ।  
 এতাবচ্ছ্যতে বজ্রং মাইয়বা গংনা দ্বিজাঃ ॥৪৬  
 এতৎপ্রাধানিকং কার্যং যদ্বগা বীজমৌরিতম্ ।  
 প্রজাপতেঃ পরা যুক্তিরিত্যং বৈদিকী ক্রটিঃ ।  
 ব্রহ্মাণ্ডমেতৎ সকলং সন্তলোকবলাবিতম্ ।  
 দ্বিতীয়ং তন্ত দেবত শরীরং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৪৮  
 হিরণ্যগর্ভে। ভগবান্ ব্রহ্মা টৈব কনকাণ্ডজঃ ।  
 তৃতীয়ং ভগবজ্জগৎ প্রাহর্বেদার্থবেদিনঃ ॥ ৪৯  
 রজোভগ্নময়কান্তজগৎ তন্তৈব ধীমতঃ ।  
 চতুর্থঃ স ভগবান্ জগৎসৃষ্টৌ প্রবর্ততে ॥  
 সৃষ্টেণ পাত্তি সকলং বিশ্বাত্মা বিশ্বকোমুখঃ ।  
 সখ্যং ভগ্নপাশিত্য বিকৃর্বৈশ্বর্যঃ স্বয়ম্ ॥ ৫১  
 অন্তকালে স্বয়ং দেবঃ সর্বাশ্চ পরমেশ্বরঃ ।  
 তমোভগ্নং সমাশ্রিত্য ক্রজঃ সংস্রতে জগৎ ॥ ৫২  
 একোহপি সন্ মহাদেবাজ্জ্বাশো সমবস্থিতঃ ।

রূপে বাস করেন। তাঁহার প্রভুত্বশালী, যোগপরায়ণ, তত্চিহ্নক, রজোভগ্ন-বহীন এবং নিত্য প্রযুদিতচিত্ত। এই সকল প্রাকৃত সাতটি আবরণে গুণ আবৃত। হে দ্বিজগণ! এই পর্যন্তই বর্ণন করিতে পারা যায়; কারণ ভগবানের মায়া অতি প্রজ্ঞের। আমি এই আদি-কারণের বীজকথা বর্ণন করিলাম; ইহা প্রধানের কার্য, উহা প্রজাপতির পরমযুক্তি; ইহাই বৈদিকক্রটিতে উল্লিখিত আছে। এই সন্তলোকবলযুক্ত ব্রহ্মাণ্ড, সৃষ্টিকর্তার দ্বিতীয় শরীর। স্রবণ-অণু হইতে স্রবণময় হিরণ্যগর্ভ ভগবান্ ব্রহ্মা, ভগবানের তৃতীয় রূপ, ইহা বেদার্থবাদীরা বলিয়া থাকেন। সেই বিদ্বৎ রজোভগ্নময় অস্ত চতুর্গুণরূপই সেই ভগবান্ ব্রহ্মা; তিনিই জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত ৪১-৫০। বিশ্বাত্মা বিশ্বকোমুখ বিশ্বেশ্বর স্বয়ং ব্রহ্ম, সন্ততঃ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি জগৎ সকল পালন করেন। অন্তকালে সর্বাশ্চ পরমেশ্বর ক্রজদেব স্বয়ং তমো গ্ন অবলম্বন করিয়া জগৎ সংহার করেন। নিষ্ঠগ

সর্গ-রক্ষা-লয়গুণৈর্বিগুণোহপি নিরঞ্জনঃ ৬৫০  
 একবা স দ্বিধা টৈব ত্রিধা চ বহুধা গুণৈঃ ॥ ৫১  
 যোগেশ্বরঃ শরীরানি কয়োতি বিকয়োতি চ ।  
 নানাকৃতিক্রিয়ারূপনামবন্তি শলীলয়া ॥ ৫২  
 হিতায় টৈব ভক্তানাং স এব গ্রসতে পুনঃ ।  
 ত্রিধা বিতজ্য চাত্তানং ত্রৈকাল্যে সন্তবর্ততে  
 স্রজতে গ্রসতে টৈব রক্ততে চ বিশেষতঃ ॥ ৫৩  
 স্বয়ং সৃষ্টাঙ্গগুহ্যতি গ্রসতে চ পুনঃ প্রজাঃ ।  
 ভগ্নাশ্বকধ্যং ত্রৈকাল্যে তদ্বাদেকঃ স উচ্যতো  
 অগ্রে হিরণ্যগর্ভঃ স প্রাহর্জুতঃ সনাতনঃ ।  
 আদিহাদাদিদেবোহসাবজাতহাদজঃ স্রুতঃ ৬৫৮  
 পাত্তি স্বয়ংপ্রজাঃ সর্বাঃ প্রজাপতিরিত্য স্রুতঃ  
 দেবেবু চ মহাদেবো মহাদেব ইতি স্রুতঃ ৬৫৯  
 বৃহদ্বাক্ত স্রুতো ব্রহ্মা পরমো পরমেশ্বরঃ ।  
 বশিহাদপ্যবস্তাদৌশ্বরঃ পরিভাবিতঃ ॥ ৬০

এবং নিরঞ্জন মহাদেব এক হইলেও সৃষ্টি-পালন-সংহার-ভগ্নদ্বারা ত্রিমূর্তিতে অবস্থিত; তিনি ভগ্নভেদে একমূর্তি ত্রিমূর্তি ও ত্রিমূর্তি-বিশিষ্ট। যোগেশ্বর সেই ভগবান্ স্বকীয় লীলাপ্রযুক্ত নানা আকৃতি, রূপ ও নামবিশিষ্ট শরীর কখন ধারণ করেন, কখন বা বিকৃত করেন; আবার ভক্তদিগের হিতের নিমিত্ত পুনরায় উহা গ্রাস করেন। আত্মাকে তিনি ভাগে বিভক্ত করিয়া ত্রিলোক-মধ্যে বিচরণ করেন, সৃষ্টি করেন, সংহার করেন ও বিশেষতঃ রক্ষা করেন। যেহেতু তিনি সৃষ্টিকরিয়া প্রজাগণকে পুনরায় গ্রাস করেন, এই ভগ্নগরিমাপ্রযুক্ত ত্রিলোকীমধ্যে তাঁহাকে আশ্রিত বলিয়া থাকে। অগ্রে সেই হিরণ্যগর্ভ সনাতন ব্রহ্মা প্রাহর্জুত হইয়াছিলেন; সেই আদিমতা প্রযুক্ত তিনি আদি দেব, তাঁহার জন্ম নাই, তজ্জন্ত তিনি অজ নামে বর্ণিত; যেহেতু তান স্রবণ প্রজা পালন করেন, তজ্জন্ত প্রজাপতি নামে কথিত হন এবং দেবের মধ্যে মহান্ দেব বলিয়াই তাঁহাকে মহাদেব বলিয়া থাকে। তিনি বৃহদ্বাক্ত ব্রহ্মা, সকলের পর বলিয়াই পরমেশ্বর



ଆସିଃ ସର୍ବଜଗଦ୍ଦେବ ହରିଃ ସର୍ବହରୋ ଯତଃ ।  
 ଅମୃତଂ ଶାନ୍ତଂ ପୂର୍ବତ୍ୟାଂ ଅମୃତଂ ଶ୍ରୀଃ ॥ ୬୦ ॥  
 ନାରାୟଣଂ ସମ୍ପାଦ୍ୟ ତେନ ନାରାୟଣଃ ସ୍ମୃତଃ ।  
 ହରଃ ସଂସାରହରଣାଦ୍ବିଭୁତ୍ବାଦ୍ବିହ୍ନୁଚ୍ୟାତେ ॥ ୬୧ ॥  
 ଭଗବାନ୍ ସର୍ବବିଜ୍ଞାନାଦବନାଦୋମିତି ସ୍ମୃତଃ ।  
 ସର୍ବଜ୍ଞଃ ସର୍ବବିଜ୍ଞାନାଂ ସର୍ବଃ ସର୍ବସ୍ୟୋ ଯତଃ ॥ ୬୨ ॥  
 ଶିବଃ ଶ୍ରୀରାମଃ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଃ ସର୍ବଗତୋ ଯତଃ ।  
 ତାରଣାଂ ସର୍ବହ୍ନୁଃ ଧୀନାଂ ତାରକଃ ପରିଗୀୟତେ ॥ ୬୩ ॥  
 ବହନାଞ୍ଜ କିମୁକ୍ତେନ ସର୍ବଂ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୟଞ୍ଜ ଜଗତଃ ।  
 ଅନେକତେଜସ୍ବିରାଜ କ୍ରୌଢ଼ତେ ପରମେଶ୍ବରଃ ॥ ୬୪ ॥  
 ଇତ୍ୟେଷାଂ ପ୍ରାକୃତଃ ସର୍ଗଃ ସଂକ୍ଷେପାଂ କଥିତୋ ଯସ୍ମା  
 ଅବୁଦ୍ଧିପୁର୍କିକାଂ ବିପ୍ରାଂ ବ୍ରାହ୍ମଣାଂ ସୃଷ୍ଟିଂ ନିବୋଧତ ॥  
 ଇତି ଶ୍ରୀକୌର୍ମେୟେ ମହାପୁରାଣେ ପୂର୍ବଭାଗେ ପ୍ରାକୃତ-  
 ସର୍ଗୋ ନାମ ଚତୁର୍ଥୋଽଧ୍ୟାୟଃ ॥ ୪ ॥

ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଅବସ୍ଥାବଦ୍ଧେତୁ ତିନି ଜିହ୍ବ ନାମେ  
 କୌର୍ତ୍ତିତ ହେଉଅଛି । ୫୧—୬୦ । ତିନି  
 ସର୍ବଜ୍ଞ ଗମନ କରେନ, ତତ୍ତ୍ବଜ୍ଞ ଆସି; ସକଳ  
 ସଂହାର କରେନ ବଳିୟା ହରି, ତିନି ଉତ୍ତମ  
 ନହେନ ଏବଂ ସକଳେର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବଳିୟା ଅମୃତ  
 ନାମେ ଆଧ୍ୟାତ । ତିନି ନାରାୟଣେର ଅୟନ (ଆଶ୍ରୟ)  
 ବଳିୟାହି ନାରାୟଣ; ସଂହାରେର କର୍ତ୍ତା ଅତରାଂ  
 ତିନି ହର ଏବଂ ତାହାର ବିଭୁତ୍ବପ୍ରଯୁକ୍ତ । ତିନି  
 ବିହ୍ନୁ ନାମେ ଆଧ୍ୟାତ ହେଉଅଛି । ସକଳେର  
 ବିଜ୍ଞାତା ବଳିୟା ତିନି ଭଗବାନ୍; ସକଳେର  
 ଅବନ (ରକ୍ଷା) କରେନ ବଳିୟା ଓ, ସମୁଦୟ  
 ବିଶେଷ ପ୍ରକାରେ ଜାଣେନ ବଳିୟାହି ତିନି ସର୍ବଜ୍ଞ  
 ଏବଂ ତିନି ସର୍ବସ୍ୟ ବଳିୟାହି ସର୍ବ ନାମେ  
 ଆଧ୍ୟାତ ହେଉଅଛେନ । ସେହେତୁ ତିନି ନିର୍ଗୁଣ  
 ଅତଏବ ଶିବ; ସେହେତୁ ସର୍ବକୃତଗାମୀ ଅତ-  
 ଏବ ବିଭୁ ଏବଂ ତିନି ସକଳ ହୁଃସ୍ବେର ପରିଜ୍ଞାତା  
 ବଳିୟାହି ତାରକ ନାମେ ପରିଗୀତ ହେଉଅଛି ।  
 ଆଉ ଏ ବିଷୟେ ବହବାକ୍ୟାବ୍ୟାୟେ ପ୍ରୟୋଜନ କି ?  
 ଏହି ସମୁଦୟ ଜଗତ୍ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୟ । ପରମେଶ୍ବର ଅନେକ  
 ମୂର୍ତ୍ତିତେ ବିଭକ୍ତ ହେଉଅଛି କ୍ରୌଢ଼ା କରିଯା ଥାକେନ ।  
 ହେ ବିପ୍ରଗଣ ! ଏହି ପ୍ରାକୃତ ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟ  
 ଆମି ସଂକ୍ଷେପେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଲାମ । ଅବୁଦ୍ଧି-

ପଞ୍ଚମୋଽଧ୍ୟାୟଃ ।

କୂର୍ମ ଉବାଚ ।

ଅମୃତଂ ବୋଧ୍ୟମିଦଂ ବୃତ୍ତଂ କାଳସଂଖ୍ୟା ଦ୍ବିଜୋତ୍ତମାଃ ।  
 ନ ଶକ୍ୟତେ ସମାଧ୍ୟାତୁଃ ବହୁବର୍ଣ୍ଣେରପି ଅଧମଃ ॥ ୧ ॥  
 କାଳସଂଖ୍ୟା ସମାସେନ ପରାକ୍ଷୟକଲ୍ପିତା ।  
 ସ ଏବ ଶ୍ରୀଂ ପରଃ କାଳସ୍ତଦନ୍ତେ ସଂଜ୍ୟାତେ ପୁନଃ ॥ ୨ ॥  
 ନିଜେନ ତନ୍ତ୍ର ଯାନେନ ଚାୟୁର୍ବର୍ଣ୍ଣତଃ ସ୍ମୃତମ୍ ।  
 ତତ୍ପରାକ୍ଷୟଃ ତଦର୍କଃ ବା ପରାକ୍ଷୟମତିଧୀୟତେ ॥ ୩ ॥  
 କାଷ୍ଠା ପଞ୍ଚଦଶ ଧ୍ୟାତା ନିମେଷା ଦ୍ବିଜସନ୍ତମାଃ ।  
 କାଷ୍ଠା ତ୍ରିଂଶଂକଳା ତ୍ରିଂଶଂକଳା ମୋହୁର୍ତ୍ତକୀ ଗତିଃ  
 ତାବଂ ସଂଖ୍ୟାହୋରାତ୍ରଂ ମୁହୂର୍ତ୍ତେରାତ୍ରସଂ ସ୍ମୃତମ୍ ।  
 ଅହୋରାତ୍ରାଣି ତାବନ୍ତି ଯାସଃ ପଞ୍ଚଦଶାନ୍ତକଃ ॥ ୪ ॥  
 ତୈଃ ସଦ୍ଭୁତ୍ତିରୟନଂ ବର୍ଷଂ ସେହସେନ ଦକ୍ଷିଣୋତ୍ତରେ ।  
 ଅୟନଂ ଦକ୍ଷିଣଂ ରାତ୍ରିର୍ଦେବାନାମୁତ୍ତରଂ ଦିନମ୍ ॥ ୫ ॥  
 ଦିବ୍ୟୈର୍ବର୍ଷସହସ୍ରୈଶ୍ଚ କୃତତ୍ରେତାଦିସଂଜ୍ଞିତମ୍ ।

ପୁର୍କିକା ବ୍ରାହ୍ମଣାଂ ସୃଷ୍ଟିର ବିଷୟ ଏଥନ ଶ୍ରବଣ  
 କର । ୬୧—୬୬ ।

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ॥ ୪ ॥

— —

ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ।

କୂର୍ମ ବଲିଗେନ,—ହେ ଦ୍ବିଜୋତ୍ତମଗଣ ! ବହ-  
 ବର୍ଣ୍ଣେଷୁ ଅୟଂ ସାଂଖ୍ୟୋଽସ୍ତୁତ୍ବମହର କାଳ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିତେ  
 ସକ୍ଷମ ହେଉଅ ଯାଅ ନା । ସମଗ୍ର କାଳସଂଖ୍ୟା  
 ପରାକ୍ଷୟେ ପ୍ରକଲ୍ପିତ ହେଉଅଛି, ସେହି ପରକାଳ ।  
 ତାହାର ଅନ୍ତେ ପୁନରାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଅଛି ଥାକେ ।  
 ସେହି ଅୟତ୍ତୁତ୍ବମହର ନିଜ ପରିମାଣେ ଆୟୁ ଶତ  
 ବର୍ଷ, ତାହାର ପର-ଅର୍ଦ୍ଧ ଅର୍ଥାଂ ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରାକ୍ଷ  
 ନାମେ କଥିତ ହେଉଅଛି ଥାକେ । ହେ ଦ୍ବିଜସନ୍ତମଗଣ !  
 ପଞ୍ଚଦଶ ନିମିଷେ ଏକ କାଷ୍ଠା, ତ୍ରିଂଶଂକାଷ୍ଠାୟ  
 ଏକ କଳା, ତ୍ରିଂଶଂକଳାୟ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତ୍ରିଂଶଂ  
 ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଯାତ୍ରାୟ ଏକ ଅହୋରାତ୍ର, ତ୍ରିଂଶଂ  
 ଅହୋରାତ୍ରେ ତୁହି ପଞ୍ଚବିଂଶତି ଯାସଂ ଏବଂ ତୁହି  
 ଯାସେ ଏକ ଅୟନ ହୟ । ଅୟନ ତୁହିତୀ—ଦକ୍ଷି-  
 ଣାୟନ ଓ ଉତ୍ତରାୟନ; ଦକ୍ଷିଣାୟନ ଦେବତାଦିଗେ-

চতুর্দশগং দ্বাদশভিত্তিভিত্তিগং নিবোধত । ৭  
চতুর্দশগং সহস্রাণি বর্ষণাং তৎ কৃতং যুগম্ ।  
তত্ত্ব ভাবকৃতী সন্ধ্যা সন্ধ্যাংশচ কৃতত্ব তু । ৮  
ত্রিশতী দ্বিশতী সন্ধ্যা তথা চৈকশতী ক্রমাৎ ।  
অংশকং বর্ষণতং তন্মাৎ কৃতসন্ধ্যাংশকৈবিনা ।  
ত্রিঘোষকথা চ সাহস্রং বিনা সন্ধ্যাংশকেন তু ।  
জ্যেষ্ঠা-দ্বাপর-তিথ্যাণাং কালজ্ঞানে প্রকৌর্ভিতম্ ।  
এতদ্দ্বাদশসাহস্রং সাধিকং পরিকল্পিতম্ ।  
তদেকসপ্ততিগুণং মনোরন্তরমুচ্যতে । ১১  
ব্রহ্মণো দ্বিবেসে বিপ্রা মনবশ্চ চতুর্দশ ।  
স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ সর্বে ততঃ সাবর্ণিকাদয়ঃ । ১২  
তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা সপ্তদ্বীপা সপর্কতা ।  
পূর্ণং যুগসহস্রং বৈ পরিপাল্যা নরেশ্বরৈঃ ॥১৩  
মহন্তরেণ চৈকেন সন্ধ্যাণ্যোবাস্তরাণি বৈ ।  
ব্যখ্যাতানি ন সন্দেহঃ কল্পে কল্পেহং চৈব হি ॥  
ব্রাহ্মমেকমহঃ কল্পস্তাবতী রাত্রিরিষ্যতে ।  
চতুর্দশসহস্রকল্পমাত্মর্গণীষিণঃ । ১৫

রাত্রি, উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন । দিব্য  
পরিমাণের দ্বাদশসহস্র বর্ষে সত্য জ্যেষ্ঠা  
প্রভৃতি চারি যুগ হয়, উহার বিভাগ অবগ  
কর । চারি সহস্র বর্ষে সত্যযুগ, চারিশত বর্ষে  
সত্যযুগের সন্ধ্যা ও চারিশত বর্ষ সন্ধ্যাংশ ।  
ক্রমে জ্যেষ্ঠাদির সন্ধ্যা ত্রিশত, দ্বিশত ও এক  
শতবর্ষ । সত্যযুগের সন্ধ্যাংশ ব্যতীত সন্ধ্যাংশ  
কাল ছয় শত । সন্ধ্যাংশ ভিন্ন তিন, দুই এবং  
এক সহস্র বর্ষ জ্যেষ্ঠা দ্বাপর ও কলির কাল-  
জ্ঞানে পরিকৌর্ভিত হইয়াছে । ১—১০ । সমষ্টি  
পরিমাণে ইহা দ্বাদশসহস্র বর্ষ পরিকল্পিত ;  
ইহার কিঞ্চিদধিক একসপ্ততিগুণে মহন্তর । হে  
দ্বিজগণ ! ব্রহ্মার এক দিবসে চতুর্দশ মহন্তর  
হয় । স্বায়ম্ভুব আদি মনু, তদনন্তর সাবর্ণি-  
কাদি । সেই সকল নরেশ্বরকর্তৃক পর্বতসহিতা  
সপ্তদ্বীপা পৃথিবী পূর্ণসহস্র যুগ পর্যন্ত পরি-  
চালিত হইবে । এক মহন্তরদ্বারা কল্পে কল্পে  
সমুদয় অন্তর ব্যাখ্যাত হইয়াছে, সন্দেহ নাই ।  
এক কল্পে এক ব্রাহ্ম অহঃ ও এক কল্পে ব্রাহ্ম  
রাত্রি । মনৌষিগণ সহস্র চতুর্দশে এক কল্প

ত্রীণি কল্পণতানি স্মৃন্তথা বহুবিজ্যোত্তমাঃ ।  
ব্রহ্মণো বৎসরন্তজ্জৈঃ কথিতো বৈ  
দ্বিজোত্তমাঃ ।  
স চ কালঃ শতগুণঃ পরাধিকৈব তদ্বিহঃ । ১৬  
তস্তান্তে সর্বসন্ধানাঃ স্বহেতো প্রকৃতো লয় ।  
ভেনাং প্রোচ্যতে সন্তিঃ প্রাকৃতঃ প্রতিসংকরঃ  
ব্রহ্মনারায়ণেশানাং জ্ঞাণাং প্রকৃতো লয়- ১  
প্রোচ্যতে কালযোগেন পুনরৈব চ সন্তবীঃ । ১৮  
এবং ব্রহ্মা চ ভূতানি বাসুদেবোহপি শক্তরঃ ।  
কালেনৈব তু সৃজ্যন্তে স এব গ্রাসতে পুনঃ ॥১৯  
অনাদিরেষ ভগবান্ কালোহনন্তোহজরোহমরঃ  
সর্বগদ্বাৎ স্বতন্ত্রদ্বাৎ সর্বাশ্রদ্বায়াহেশ্বরঃ ॥ ২০  
ব্রহ্মাণো বহুবো কদা স্তে নারায়ণাদয়ঃ ।  
একো হি ভগবানীশঃ কালঃ কবিরিতি জ্ঞতিঃ  
একমত্র ব্যতীতস্ত পরাধিকং ব্রহ্মণো দ্বিজাঃ ।  
সাম্প্রতঃ বর্ততে বর্জঃ তস্ত কল্পোহধমগ্রজঃ ॥২২

বলেন । হে দ্বিজোত্তমগণ ! তিনশত ষাট  
কল্পে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, ইহা কল্পবিদ  
ব্যক্তির বলিয়াছেন । সেই পরিমাণকালের  
শতগুণকে পরাধিক বলা যায় । তাহার অন্তে  
সমুদয় জীবের স্বকীয় উৎপত্তির কারণ প্রকৃ-  
তিতে বিলয় হইবে, তজ্জন্ম সাধুগণ ইহাকে  
প্রাকৃত প্রতিসংকর বলেন । ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিব  
এই তিনেরই প্রকৃতিতে লয় হয় এবং পুন-  
রার কাল উপস্থিত হইলে, উৎপত্তিও হইয়া  
থাকে । এই প্রকারে ব্রহ্মা, ভূত সকল, বাসু-  
দেব ও শক্তর সকলেই কালক্রমে সৃষ্ট হন  
এবং সংহার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । এই ভগ-  
বান্ অনাদি অনন্ত অজর অমর কাল, সর্বত্র-  
গামী স্বাধীন এবং সকলের আশ্রয়রূপ ;  
অতএব মহেশ্বর । এক ভগবান্ পরমেশ্বর  
কালই বহু ব্রহ্মা বহু কল্প ও বহু নারায়ণাদি  
রূপে বিরাজমান হন । এই প্রকার জ্ঞতি  
আছে । হে দ্বিজগণ ! ব্রহ্মার প্রথম পরাধিক  
অতীত হইয়াছে, সাম্প্রতি তাহার দ্বিতীয়  
পরাধিক বর্তমান ; ইহা অগ্রিম কল্প । যাঁহা



যোহতীতঃ সোহতিমঃ কল্পঃ পান্ন

ইত্যাচ্যতে বৃধেঃ ।

বারাহো বর্ততে কল্পস্ত বক্যামি বিস্তরম্ ॥২৩॥

ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে পূর্বভাগে কাল-

সংখ্যাকথনং নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥৫॥

যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

কুর্ষ উবাচ ।

আসীদেকার্ণবঃ ষোড়শবিভাগঃ তমোময়ম্ ।

শান্তবাতাদিকং সৰ্বং ন প্রাজায়ত কিঞ্চন ॥ ১

একার্ণবে তদা তস্মিন নষ্টে স্বাবর-জন্মমে ।

তদা সমভবদ্ভ্রম্মা সহস্রাকঃ সহস্রপাং ॥ ২

সহস্রশীর্ষা পুরুষো কল্পবর্ণো হতীন্দ্রিয়ঃ ।

ভ্রম্মা নারায়ণাখ্যস্ত সূৰ্যাপ সলিলে তদা ॥ ৩

ইমকোদাহরন্ত্যত্র শ্লোকং নারায়ণঃ প্রতি ।

ভ্রম্মরূপিণং দেবং জগতঃ প্রভবাব্যয়ম্ ॥ ৪

আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ

নরন্থনবঃ ।

অতীত হইয়াছে, উহা পান্নবয়, ইহা পত্তি-  
ভেরা বলেন; সস্ত্রাতি বারাহকল্প বর্তমান,  
ভাহার সবিস্তর বর্ণন করিব । ১১—২৩ ।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । ৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

কুর্ষ বলিলেন,—এই সমুদ্র একার্ণব  
ষোড়শবিভাগশূন্য তমোময় ও বায়ুরহিত ছিল,  
কিছুই জানা বাইত না । সেই একার্ণবতা  
বিনষ্ট হইলে, সেই সময় স্বাবর-জন্মমাত্রক  
জগতে সহস্রনেত্র ও সহস্রপাদ ভ্রম্মা উপস্থিত  
হইয়াছিলেন । সূর্যবর্ণ সহস্রশীর্ষা অতীন্দ্রিয়  
পুরুষ নারায়ণাখ্য ভ্রম্মা সেই সময়ে সলিলে  
শয়ন করিয়াছিলেন । সেই জন্ত জগতের  
সৃষ্টি ও বিলয়কারী ভ্রম্মরূপি নারায়ণ-সদৃশ  
কই শ্লোকটী কথিত হইয়া থাকে । অপু নারা

অনং তস্ত তা যন্তাং ভেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৫

তুলাং যুগসহস্রস্ত নৈশং কালযুগান্ত সঃ ।

শর্কর্যন্তে প্রকুরুতে ভ্রম্মঃ সর্গকালজ্ঞাং ॥ ৬

ততস্ত সলিলে তস্মিন বিজ্ঞাযান্তর্গতাং মহীম্ ।

অহুমানাং তদুদারং বর্জুচামঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৭

জলজীভানু কচিরং বারহিং রূপমাস্থিতঃ ।

অধুযাং মনসাপাঠৈর্বাখ্যাতঃ ভ্রম্মসংজ্ঞিতম্ ॥ ৮

পৃথ্বীকরণার্থায় প্রবিস্ত ৫ রসাতলম্ ।

দংষ্ট্রাভ্রাজ্জহারৈনামাখ্যায়ো ধরাধরঃ ॥ ৯

দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রাপ্রবিস্ততাং পৃথ্বীং প্রথিতপৌরুষম্ ।

অন্তবন জনলোকস্থঃ সিদ্ধা ভ্রম্মবায়ো হরিম্ ॥ ১০

অবয় উচুঃ ।

নমস্তে দেবদেবায় ভ্রম্মণে পরমেষ্ঠিনে ।

পুরুষায় পুরাণায় শাশ্বতায়াজ্ঞায় চ ॥ ১১

নমঃ স্বয়মুবে তুভ্যং অষ্টে সর্কার্ণবেদিনে ।

নমো হিরণ্যগর্ভায় বেধসে পরমাত্মনে ॥ ১২

নমস্তে বাসুদেবায় বিষ্ণবে বিশ্বাযানয়ে ।

নামে খ্যাত, অপ-নরন্থন ; সেই অপ- (জল)

ভাহার অয়ন (আজয়) বলিয়া তিনি নারা-

য়ণ নামে খ্যাত । তিনি সহস্র যুগ পর্য্যন্ত

নৈশকাল ভোগ করিয়া নিশাবসানে সৃষ্টির

নিমিত্ত ভ্রম্মরূপ লাভ করেন । অনন্তর তিনি

(অহুমানো) পৃথিবীকে সলিলমধ্যে নিমজ্জা

জানিয়া, তাহার উদ্ধারসাধনের নিমিত্ত প্রস্তুত

হইলেন । জলজ-ভাংকারী মনেরও অনা-

ক্রম্য বাহ্য-ভ্রম্মসংজ্ঞিত বরাহের রূপ অব-

লম্বনপূর্বক সেই আত্মাধার পৃথিবীর উদ্ধা-

রের নিমিত্ত রসাতলে প্রবেশ করত এই

ধংক্রৌকে দস্তদ্বারা উদ্ধার করিয়াছিলেন ।

ভাহার দস্তে পৃথিবীকে বিস্তৃত দেখিয়া,

জনলোকস্থ সিদ্ধ ও ভ্রম্মর্ষিগণ প্রথিতবশাঃ

হারকে স্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ১—১০ ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে দেবদেব, ভ্রম্মন, পর-

মেষ্ঠিন্ পুরাণ পুরুষ, শাশ্বত, আজয় ।

তোমাকে নমস্কার । হে স্বয়মু, সৃষ্টিকারিন্,

সর্কার্ণবেদিন্, হিরণ্যগর্ভ, বেধঃ, পরমাত্মন ।

তোমাকে নমস্কার । হে বাসুদেব, বিষ্ণো,

নারায়ণকে দেবার দেবানাং হিতকারিণে । ১৩  
নমোহন্ত তে চতুর্ভুজাশীর্ষচক্রাসিধারিণে ।  
সর্বভূতাত্ত্বভূতায় কূটস্থায় নমো নমঃ । ১৪  
নমো বেকরহস্তায় নমস্তে বেকরহস্তায় ।  
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় নমস্তে জ্ঞানরূপিণে । ১৫  
নমোহস্তানন্দরূপায় সাক্ষিণে জগত্যাং নমঃ ।  
অনন্তাশ্রমেয়ায় কার্যায় কারণায় চ । ১৬  
নমস্তে পঞ্চভূতায় পঞ্চভূতাত্ত্বনে নমঃ ।  
নমো মূলপ্রকৃতেষ্যে মায়ারূপায় তে নমঃ । ১৭  
নমোহন্ত তে বরাহায় নমস্তে মৎস্তরূপিণে ।  
নমো যোগাধিগম্যায় নমঃ সত্ত্বরূপায় তে । ১৮  
নমঃ সিন্ধুপুত্রায় শুভ্রজরবিভাগিণে । ১৯  
নমোহস্তানন্দিত্যরূপায় নমস্তে পদ্মবোনে ।  
নমোহস্তানন্দিত্যরূপায় নমস্তে পদ্মবোনে । ২০  
স্বর্গেই নৃসিংহায় স্বর্গেই সকলং হিতম্ (ক) ।  
পালয়ৈতজ্জগৎ সর্বং ত্রাতা স্বঃ শরণং গতিঃ । ২১  
ইহং স ভগবান্ বিষ্ণুঃ সনকানন্দ্যরতিষ্ঠুতঃ ।

বিশ্ববোনে, নারায়ণ, দেবদেব, হিতকারিন্ !  
তোমাকে নমস্কার । হে চতুর্ভুজ, শীর্ষ-চক্র-  
অধারিণ, সর্বভূতের আশ্রয়রূপ ; কূটস্থ !  
তোমাকে নমস্কার । হে বেকরহস্ত, বেক-  
বোনে, বুদ্ধ, শুদ্ধজ্ঞানরূপিণ ! তোমাকে নম-  
স্কার ! হে আনন্দরূপ, জগৎসাক্ষিণ, অনন্ত,  
অপ্রমেয়, কার্যাকারণ ! তোমাকে নমস্কার । হে  
পঞ্চভূত, পঞ্চভূতাত্ত্বন, মূলপ্রকৃতে, মায়ারূপ !  
তোমাকে নমস্কার । হে বরাহ, মৎস্তরূপিণ,  
যোগাধিগম্য, সত্ত্বরূপ । তোমাকে নমস্কার । হে  
জিহ্মুর্ভে, জিহ্মামন, দিব্যভেজঃ, সিদ্ধপুজ্য, শুভ্র-  
জরবিভাগিন্ ! তোমাকে নমস্কার । হে আদিত্য  
রূপ, পদ্মবোনে, অমূর্ত, মূর্ত মাধব ! তোমাকে  
নমস্কার । তুমিই সকল সৃষ্টি করিবার, তোমা-  
তেই সমুদয় অবস্থিত, তুমি এই জগৎ পালন  
কর ; তুমি রক্ষিতা, তুমি শরণ, তুমিই গতি ।  
১১—২১ । সেই বরাহদেহধারী দেবর ভগ-

(ক) সমবেদ্যভূতি পাঠঃ কাটিকঃ

প্রসাদমকরোং তেবাং বরাহবপুর্নীরয়ঃ । ২২  
ভক্তঃ স্বহৃদমানীয় পৃথিবীঃ পৃথিবীপতিঃ ।  
মুখোচ রূপং মনসা ধারয়িত্বা বরাধরঃ । ২৩  
ভক্তোপায় জলৌঘস্ত মহতী নৌরিব ভিত্তা ।  
বিত্তভক্ত্যক্ত দেহস্ত ন মহী বাতি সংলব্ধ ২৪  
পৃথিবীঃ স সমীকৃত্য পৃথিব্যাংসোহচিনোদগরীষ  
প্রাক্সর্গদক্ষ্যনিধিলান্ ভক্তঃ সর্গেহদধরঃ ২৫

ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে পূর্বভাগে  
পৃথিব্যাকারো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ । ৬ ।

### সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

সৃষ্টিং চিত্তরতন্ত্রস্ত কল্পাদিষু যথা পুরা ।  
অবুদ্ধিপূর্বকঃ সর্গঃ প্রাক্তর্ভূতভ্যোময়ঃ । ১  
ভ্যোমো যোহো মহামোহতামিষ্যচাত্ত্বসংজ্ঞিতঃ ।  
অবিদ্যা পঞ্চা তন্ত প্রাক্তর্ভূতা মহাত্ত্বনঃ । ২

বান্ বিষ্ণু সনকাদি ঋষিকর্তৃক এইরূপে ভক্ত  
হইয়া তাঁহাদের প্রতি অল্পগ্রহ প্রদর্শন করি-  
লেন । অনন্তর সেই বরাধর পৃথিবীধর পৃথি-  
বীকে ধারণপূর্বক স্বহানে আনয়ন করিয়া  
মমে মনে বরাহরূপ ত্যাগ করিলেন ।  
জলৌঘের উপরিভাগে মহতী নৌকার  
ভায় অবস্থিত। মহী ভদীর দেহের বিদ্বুতি-  
প্রযুক্ত নিমগ্ন হয় না । তিনি পৃথিবীকে  
সমভাবে স্থাপন করিয়া, পূর্বসৃষ্টিকালে  
দষ্ট অধিলপকৃতকে পৃথিবীতে নিবেশিত  
করিলেন এবং তৎপরে সৃষ্টিতে মম সমর্পণ  
করিলেন । ২২—২৫ ।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত । ৬ ।

### সপ্তম অধ্যায় ।

কুর্ষ বলিলেন,—তিনি পূর্বকল্পের ভায়  
সৃষ্টিচিন্তা করিলে জানাভীত এক ভ্যোম  
সৃষ্টি উপস্থিত হইল । সেই মহাত্ত্ব হইতে  
ভক্ত, যোহ, মহামোহ, তামিষ, অদ্বিত্যমি

পঞ্চাবহিঃ সর্গো ধ্যায়তঃ সোহতিমানিনঃ ।  
 সৎসুতস্তমসা তৈব বীজকুস্তবদারতঃ ॥ ৩  
 বহিরন্তশ্চাপ্রকাশঃ শুভো নিঃসঙ্গ এব চ ।  
 মুখ্য নগা ইতি প্রোক্তা মুখ্যসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥ ৪  
 তৎ দৃষ্ট্বা সাধকং সর্গমমন্তদপরং প্রভুঃ ।  
 তন্ত্যভিধায়তঃ সর্গং তির্ধ্যাক্সোতোহভ্যবর্তত ॥  
 যস্মাৎ তির্ধ্যাক্ প্রবৃত্তঃ স তির্ধ্যাক্সোতস্ততঃ  
 স্মৃতঃ ।

পঞ্চাদয়ন্তে বিখ্যাতা উৎপথগ্রাহিণো দ্বিজাঃ ॥ ৬  
 তমপ্যসাধকং জ্ঞাত্বা সর্গমন্তং সসর্জ হ ।  
 উর্দ্ধক্সোত ইতি প্রোক্তো দেবসর্গস্ত সাত্বিকঃ ॥ ৭  
 তে স্পৃহীতিবহলা বহিরন্তস্বনারূতাঃ ।  
 প্রকাশা বহিরন্তশ্চ স্বভাবাদেবসংজিতাঃ ॥ ৮  
 ততোহভিধায়তস্তন্ত সত্য্যভিধ্যায়িনস্তদা ।  
 প্রাক্করাসীৎ তদা ব্যক্তাদর্শাক্সোতস্ত সাধকঃ

এই পঞ্চা অবিদ্যা প্রাক্করিত হইল। সেই  
 অতিমানী ধ্যান করিলে, তমোবৃত বীজকুস্তব  
 জ্ঞান আচ্ছাদিত সৃষ্টি পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া-  
 ছিল। তাহা বহিঃ ও অভ্যন্তরে অপ্রকাশ,  
 শুদ্ধ ও নিঃসঙ্গ। তাহাতে মুখ্য নগ \* ইহাই  
 মুখ্যসৃষ্টি নামে কথিত আছে। প্রভু সেই  
 সর্গকে অসাধক দেখিয়া অপর সর্গচিন্তা করিতে  
 লাগিলেন, তাহাতেই তির্ধ্যাক্সোত প্রবাহিত  
 হইয়াছিল। যেহেতু তাণ তির্ধ্যাক্ (বক্র)  
 ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, তজ্জন্ত উহা  
 তির্ধ্যাক্সোত নামে কথিত হইয়াছে। হে  
 দ্বিজগণ! ঐ সৃষ্টি উৎপথগ্রাহী ও পণ্ডা  
 নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। তাহাকেও  
 অসাধক অবলোকন করিয়া তিনি অন্য সৃষ্টি  
 সম্পাদন করিলেন, উহা উর্দ্ধক্সোত সাত্বিক  
 দেবসর্গ নামে কথিত। স্পৃহময় এবং প্রীতি-  
 বতল, বাহিরে ও অভ্যন্তরে অনাবৃত, স্বভা-  
 বতঃ বাহিরে ও অভ্যন্তরে অপ্রকাশিত সেই  
 সর্গ দেবসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই সত্য-

\* নগ শব্দে পক্ষীত ও গাহ। অর্থাৎ  
 যাহাদের বুদ্ধি আছে, কিন্তু গতি নাই।

তত্র প্রকাশবহলাস্তমোজিতা রজোধিকাঃ ।  
 দ্বঃখোৎকটাঃ সবুতা মনুষ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১০  
 তৎ দৃষ্ট্বা চাপরং সর্গমমন্তদন্তগবানজঃ ।  
 তন্ত্যভিধায়তঃ সর্গং সর্গো ভূতাদিকোহঃ বৎ  
 তে পরিগ্রাহিণঃ সর্কে সংবিভাগরতাঃ পুনঃ ।  
 খাদিনশ্চাপ্যলীলাশ্চ ভূতাদ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ১২  
 ইত্যোতে পঞ্চ কথিতাঃ সর্গা বৈ দ্বিজপুঙ্গবাঃ ।  
 প্রথমো মহতঃ সর্গো বিজ্ঞেয়ো ব্রহ্মণস্ত সঃ ॥ ১৩  
 তন্মাত্রাণাং দ্বিতীয়স্ত ভূতসর্গো হি স স্মৃতঃ ।  
 বৈকারিকস্তৃতীয়স্ত সর্গ ঐশ্বর্যকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪  
 ইত্যোষ প্রাক্কৃতঃ সর্গঃ সত্ত্বতো বুদ্ধিপূর্বকঃ ।  
 মুখ্যসর্গশ্চতুর্থস্ত মুখ্যো বৈ স্বাবরাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১৫  
 তির্ধ্যাক্সোতস্ত যঃ প্রোক্ততির্ধ্যাগৃযোস্তঃ  
 স পঞ্চমঃ ।

তথোর্দ্ধক্সোতসাং ষষ্ঠো দেবসর্গস্ত স স্মৃতঃ ॥ ১৬  
 ততোহর্ধাক্সোতসাং সর্গঃ সপ্তমঃ স তু মানুষ্যঃ  
 অষ্টমো ভৌতিকঃ সর্গো ভূতাদীনাং প্রকীর্তিতঃ

চিন্তক তদানীং ধ্যান করিলে অর্ধাক্সোতাঃ  
 সাধক সর্গ প্রাক্করিত হইয়াছিল। তাহা প্রকাশ-  
 বহল, তম-উজ্জ্বল, রজোধিক, দ্বঃখোৎকট ও  
 সত্ত্বগুণযুক্ত মনুষ্য নামে কীর্তিত। ১—১০।  
 ভগবান্ অজ তাহা দেখিয়া অন্য সর্গ ধ্যান  
 করিলে, ভূতাদি সর্গ হইয়াছিল। তাহার  
 পরিগ্রাহী, সংবিভাগে নিরত, খাদক এবং  
 অশান্ত ভূতাদি নামে কীর্তিত হইয়া থাকে।  
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! এই পঞ্চ সর্গ কথিত হইল;  
 তন্মধ্যে প্রথম সর্গ মহত্তর, উহাই ব্রহ্মার  
 বলিয়া জানিবে। তন্মাত্রের দ্বিতীয় সৃষ্টি  
 ভূতসর্গ নামে খ্যাত। তৃতীয় সর্গ বৈকারিক  
 ঐশ্বর্যক নামে অভিহিত হইয়া থাকে। প্রাক্কৃত  
 সর্গ এই অবুদ্ধিপূর্বক সত্ত্বত হইয়াছে। চতুর্থ  
 মুখ্যসর্গ; উহা স্বাবর নামে অভিহিত হইয়া  
 থাকে। ষাঠ্য তির্ধ্যাক্সোত, তাহাই  
 তির্ধ্যাগৃযোনি পঞ্চম সর্গ। আর ষাঠ্য উর্দ্ধ-  
 ক্সোত, উহা ষষ্ঠ দেবসর্গ নামে কথিত।  
 আর অর্ধাক্সোত যাহা, উহা সপ্তম মানুষ্য  
 সর্গ এবং অষ্টম ভূতাদি ভৌতিক সর্গ পরি-

নবমশ্চেব কোমারঃ প্রাকৃত্য বৈকুণ্ঠাশ্বমে ।

প্রাকৃত্যন্ত ত্রয়ঃ পূর্বে সর্গান্তে বুদ্ধিপূর্বকঃ ॥ ১৮

বুদ্ধিপূর্বকঃ প্রবর্তন্তে মুখ্যাদ্যা মুনিপুত্রবাঃ ।

অগ্রে সসর্জ বৈ ব্রহ্মা মানসানাম্বনঃ সমান্ ॥ ১৯

সনকং সনাতনঞ্চৈব তথৈব চ সনন্দনম্ ।

ক্রতুঃ সনৎকুমারঞ্চ পূর্বমেব প্রজাপতিঃ ॥ ২০

পঞ্চৈতে যোগিনো বিপ্রাঃ পরং

বৈরাগ্যমাস্ত্রিতাঃ ।

ঐশ্বর্যাসক্তমনসো ন সৃষ্টৌ দধিরে মতিম্ ॥ ২১

তেষেবঃ নিরপেক্ষে লোকসৃষ্টৌ প্রজাপতিঃ

মুমোহ মায়ায়া সদ্যো মায়ািঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২২

সম্বোধয়ামাস চ তং জগন্নাথো মহামুনিঃ ।

নারায়ণো মহাযোগী যোগিচিন্তামুরঞ্জনঃ ॥ ২৩

বোধিতস্তেন বিখ্যাৎ ততাপ পরমং তপঃ ।

স তপামানো ভগবান্ ন কিঞ্চিৎ প্রত্যপদ্যত ॥

ততো দীর্ঘেণ কালেন দুঃখাৎক্রোধোহভ্যজায়ত

ক্রোধাবিষ্টস্ত নেজাত্যাং প্রাপত্তম্ভবিন্দবঃ ।

ভৃকুটীকুটীলাং তন্ত ললাটাং পরমেষ্ঠিনঃ ।

সমুৎপন্নো মহাদেবঃ শরণ্যো নীললোহিতঃ ॥ ২৬

স এব ভগবানীশস্তেজোরশিঃ সনাতনঃ ।

যং প্রপশ্যন্তি বিদ্বাংসঃ স্বাক্ষরং পরমেশ্বরম্ ॥ ২৭

ওঙ্কারং সমুদ্রস্মৃতা প্রণম্য চ কৃতাজলিঃ ।

তমাহ ভগবান্ ব্রহ্মা সৃজম্য বিবিধাঃ প্রজাঃ

নিশম্য ভগবদ্বাক্যং শঙ্করো ধর্মবাহনঃ ।

আত্মনা সদৃশান্ কদ্রান্ সসর্জ মনসা শিবঃ ।

কপর্দিনো নিরাতঙ্কঃ ত্রিনেত্রান্ নীললোহিতান্

তং প্রাহ ভগবান্ ব্রহ্মা জয়মুদ্রায়ুতাঃ প্রজাঃ ॥

সৃজেতি সোহববৌদৌশো নাহং মৃত্যুজরাধিতাঃ

প্রজাঃ অক্যে জগন্নাথ সৃজ তমুতাঃ প্রজাঃ ।

নিবার্য চ তদা ক্রতুং সসর্জ কমলোত্তবঃ ।

স্থানাভিমানিনঃ সর্কান্ গদতন্তান্ নিবোধত ॥

আপোহগ্নিরস্তরীক্ষঞ্চ দ্যৌর্বাযুঃ পৃথিবী তথা ।

কীর্তিত হইয়াছে । নবম কোমার সর্গ, উহা

প্রাকৃত ও বৈকুণ্ঠ । প্রথম তিনটি প্রাকৃত

সর্গ অবুদ্ধিপূর্বক অনুষ্ঠিত । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !

মুখ্যাদি সৃষ্টিসমুৎ বুদ্ধিপূর্বক কৃত হইয়াছে ।

প্রজাপতি ব্রহ্মা অগ্রে আত্মতুল্যপ্রভাবশালী

সনক, সনাতন, সনন্দন, ক্রতু ও সনৎকুমারকে

মনো দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছিলেন । ১১—২০ ।

হে বিপ্রগণ ! ইহারা পাঁচ জনেই যোগী ;

পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ঐশ্বরে চিত্ত

নিবেশ করিলেন, সৃষ্টির প্রাতি তাঁহারা মনো-

যোগ করিলেন না । তাঁহারা লোকসৃষ্টিবিষয়ে

এইরূপ নিরপেক্ষ হইলে প্রজাপতি তখন

পরমেষ্ঠীর মায়ায় মুগ্ধ হইলেন । পরে জগ-

ন্ময়, মহামুনি, মহাযোগী, লোকচিন্তামুরঞ্জন

নারায়ণ তাঁহাকে সম্যকরূপে প্রবোধ দিয়া-

ছিলেন । তাঁহাকর্তৃক উপদিষ্ট হইয়া বিখ্যাৎ

ব্রহ্মা পরম তপশ্চা অবলম্বন করিলেন ;

কিন্তু ভগবান্ তপশ্চরণ করিয়াও কিছু লাভ

করিতে সমর্থ হইলেন না । অনন্তর দীর্ঘকাল

পরে তাঁহার ক্ষেপেহেতু ক্রোধ উৎপন্ন হইল ।

তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইলে, নেত্রদ্বয় হইতে অশ্রু-

বিন্দু পতিত হইয়াছিল । সেই পরমেষ্ঠীর

ভৃকুটীকুটিল ললাট হইতে শরণ্য নীললোহিত

মহাদেব সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন । তিনি ভগ-

বান্ তেজোরশিস্বরূপ সনাতন ঐশ ; জানী

ব্যক্তির ষাঠাকে স্বকীয় আত্মমধ্যে পরমেশ্বর-

রূপে অবলোকন করেন । ওঙ্কার অনুরূপ-

পূর্বক প্রণিপাত করত কৃতাজলি হইয়া

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—প্রজা

সকল সৃষ্টি কর । ভগবানের বাক্য শ্রবণ

করিয়া ধর্মবাহন শঙ্কর শিব আত্মসদৃশ ক্রতু

সকলকে মনে মনে সৃষ্টি করিলেন, তাঁহারা

কপর্দী, নিরাতঙ্ক, ত্রিনেত্র এবং নীল-

লোহিত । ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহাকে বলি-

লেন,—তুমি জয়মুদ্রায়ুক্ত প্রজা সৃষ্টি কর ।

অনন্তর ভগবান্ ঐশ বলিলেন,—হে জগ-

ন্নাথ ! আমি জয়মুদ্রায়ুক্ত অশ্রুত প্রজা সৃষ্টি

করিব না । তদানীং ক্রতুকে নিষেধ করিয়া

কমলযোনি ব্রহ্মা স্থানাভিমানী ও বাক্য-

কথনশীল যে সকলকে সৃষ্টি করিলেন, তাহা

শুন । ২১—৩১ । জল, অগ্নি, অন্তরীক্ষ

নদ্যাঃ সন্ধ্যাঃ শৈলাশ্চ বৃক্ষা বীকৃষ এষ চ ॥৩২  
 লবাঃ কাষ্ঠাঃ কল্যাণৈশ্চ বৃহত্তা দিবসাঃ কপাঃ ।  
 অর্জুমাশাশ্চ মাসাশ্চ অয়নান্দিবগানয়ঃ ।  
 স্থানান্তিমানিনঃ সৃষ্টা সাধকান্ সৃজৎ পুনঃ ॥৩৩  
 মরীচিকৃষ দিবসঃ পুলস্ত্যাং পুলহং ক্রতুং ।  
 দক্ষমজিৎ বশিষ্ঠক ধর্ম্মং সঙ্কল্পমেব চ ॥ ৩৪  
 প্রাণাদ্ভক্ষ্যাস্থজদক্ষং চতুর্ভাং মরীচিকম্ ।  
 শিরসৌহ দিবসঃ দেবো হৃদগাদ্ভুক্তমেব চ ॥ ৩৫  
 নেত্রাত্যামজিনামানং ধর্ম্মক ব্যবসায়তঃ ।  
 সঙ্কল্পকৈব সঙ্কল্পাং সর্বলোকপিতামহঃ ॥ ৩৬  
 পুলস্ত্যক তথোদানাদ্ভাবানাক্ত পুলহং মুনিম্ ।  
 অপানং ক্রতুমব্যগ্রং সমানাক্ত বশিষ্ঠকম্ ॥৩৭  
 ইত্যেতে ব্রহ্মণা সৃষ্টাঃ সাধক্য গৃহমেধিনঃ ।  
 আহার মানবং রূপং ধর্ম্মমন্তৈঃ সন্দ্রবর্তিতঃ ॥ ৩৮  
 ততো দেবানুগপিতুন্ মহুয্যাং চ চতুর্ষ্টয়ম্ ।  
 সিন্ধুর্ভগবানীশঃ শ্রমাস্তানমঘোজয়ৎ ॥ ৩৯  
 বৃক্ষাশ্বনন্তমোমাত্রা হ্যজিতাকৃৎ প্রজাপতেঃ ।

বর্গ, বায়ু, পৃথিবী, নদী, সমুদ্র, পর্বত, বৃক্ষ, লতা, লব, কলা, কাষ্ঠ, মুহূর্ত্ত, দিবস, রাত্রি, পক্ষ, মাস, অয়ন, বৎসর, যুগ ও স্থানাভিমাত্রা পদার্থ সকল সৃষ্টি করিয়া পুনরায় মরীচি, তৃণ, অজিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি, বশিষ্ঠ, ধর্ম্ম ও সঙ্কল্প প্রভৃতি সাধকগণকে সৃষ্টি করিলেন। সেই সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা প্রাণ হইতে দক্ষকে, নেত্রময় হইতে মরীচিকে, মস্তক, হইতে অজিরাকে, হৃদয় হইতে তৃণকে, নেত্র হইতে অত্রিকে, ব্যবসায় হইতে ধর্ম্মকে, সঙ্কল্প হইতে সঙ্কল্পকে, উদান হইতে পুলস্ত্যকে, ব্যান হইতে পুলহ-মুনিকে, অপান হইতে ক্রতুকে এবং সমান হইতে বশিষ্ঠকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহারা ব্রহ্মাকর্তৃক সৃষ্ট গৃহস্থ ও সাধক; ইহারা মানবরূপ অবলম্বনপূর্বক ধর্ম্ম প্রবর্তিত করিয়াছেন। অনন্তর ভগবান্ ঈশ দেব, অশ্বর, পিতৃ, মহুয্য এই চারিজাতীয় জীব সৃষ্টি করিতে বাহ্য করিয়া তাহাতে আত্মা যোজিত করিলেন। তখন বৃক্ষাশ্ব প্রজাপতির তথো-

ততোহস্ত জঘনাৎ পূর্বমশ্বর্য জজিরে সূতাঃ ।  
 উৎসসর্জ্যশ্বরান্ সৃষ্টা তাং তহুঃ পুরুবোত্তমঃ  
 সা গোৎসৃষ্ট। তহুস্তেন সন্দো রা জরজায়ত ।  
 সা তমোহহলা বস্মাৎ প্রজাক্ত ২ স্বপত্যতঃ ।  
 সশ্রমাত্রাশ্বকাং দেবন্তহুয্যাং গৃহীতবান্ ।  
 ততোহস্ত মুখতো দেবাদৌ ব্যহঃ সন্দ্রজাজিরে  
 তাক্তা সাপি স্তহুস্তেন সশ্রমাত্রমতৃন্দনম্ ।  
 তস্মাদধর্ম্মযুক্তা দেবতাঃ সমুপাসতে ॥ ৪০  
 সশ্রমাত্রাশ্বকামেব ততোহস্তাং জগৃহে তহুয্ ।  
 পিতৃবয়স্কমানস্ত পিতরঃ সন্দ্রজাজিরে ॥ ৪১  
 উৎসসর্জ পিতৃন সৃষ্টা ততস্তামপি বিশ্বদৃক্ ।  
 সাপবিক্রা তহুস্তেন সদ্যাঃ সজ্যা ব্যজায়ত ॥ ৪২  
 তস্মাদহর্দেবতানাং রাত্রিঃ স্তাদেববিধিষাম্ ।  
 তথোর্ব্বো পিতৃগান্ত মূর্ত্তিঃ সজ্যা গরীয়সী ॥৪৩  
 তস্মাদেবানুরাঃ সর্কে মুনয়ো মানবান্তথা ।

মাত্রা উদ্ভিক্ত হইয়াছিল, তাহাতে ইহার, জঘন হইতে প্রথম অশ্বররূপ তনয়গণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; ৩২—৪০। পুরুষে স্তম অশ্বর সৃষ্টি করিয়া সে তহু পরিত্যাগ করিলেন, সেই পরিত্যক্ত তহু তৎকণ রাত্রিরূপে পরিণত হইল। যেহেতু উহা তৎ বহল, তজ্জন্ত প্রজারা ঐ সময়ে নিদ্রা যা দেব প্রজাপতি সশ্রমাত্রাশ্বিকা অপরা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর তদীয় দৌণ্ডীঃ মুখ হইতে দেবগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সে তহুও পরিত্যাগ করিলেন, তাহাতে সশ্রমাত্রা দিন হইল, তাই দিবাতে ধর্ম্মযুক্ত দেবতারা উপাসিত হন। অনন্তর সশ্রমাত্রা-শ্বিকা অস্ত্র তহু গ্রহণ করিলেন, তাহাতেই পিতৃবৎ মাননীয় পিতৃগণ উৎপন্ন হইলেন। বিশ্বদর্শী পিতৃগণকে সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা সে তহু পরিত্যাগ করিলেন, সেই পরিত্যক্ত তহু তৎকণাং সজ্যারূপে পরিণত হইল। তাহা দেবগণের দিবা, অশ্বরগণের রাত্রি, আর পিতৃগণের গরীয়সী মূর্ত্তি সজ্যা হইয়াছে। তজ্জন্ত দেব, অশ্বর, সমুদয় মুনি ও মানবগণ

উপাসতে সন। যুগ্মা রাজ্যকোর্মধ্যমাঃ তম্ময়াঃ।  
রজোমাত্রাভিক্রাঃ ব্রহ্মা তম্ময়াঃ ততোহন্যজঃ  
ততোহন্য জজিরে পুত্রা মম্ময়াঃ রজসানুতাঃ। ৪৮।  
তামধ্যম স তত্যাভ তম্মঃ সন্যঃ প্রজাপতিঃ।  
জ্যোৎস্না সা চাতবহিপ্রাঃ প্রাকসজ্যা।

যাতিধীয়তে । ৪৯

ততঃ স ভগবান ব্রহ্মা সম্প্রাপা বিজপুত্রবাঃ।  
মূর্ত্তিঃ তমোরজঃপ্রায়াঃ পুনরোভ্যপূজয়ৎ । ৫০।  
অন্ধকারে কুধাবিষ্টা রাক্ষসাস্তস্ত জজিরে।  
পুত্রাস্তমোরজঃপ্রায়াঃ বলিনস্তে নিশাচরাঃ । ৫১।  
সর্পা যক্ষাস্তথা ভূতা গন্ধর্বাঃ সম্প্রজজিরে।  
রজস্তমোভ্যামাবিষ্টাঃস্ততোহন্যাত্মহরৎ প্রভুঃ  
বয়াংসি বয়সঃ সৃষ্টাঃ স্ববীন্ বৈ বক্ষসোহন্যজঃ  
মুখতোহজান্ সসর্জাস্তামুদরাপগাশ্চ নির্মমে।  
পত্যাঞ্চাধান সমাতজান্ রাসতান্ গবয়ান্  
মৃগান্।

যোগযুক্ত হইয়া সেই রাজ ও দিব্যর মধ্যস্থ  
সজ্যায় উপাসনা করেন। অনন্তর ব্রহ্মা  
রজোমাত্রা অপর তম্ম সৃষ্টি করিলেন, তাহা-  
তেই রজোত্তমবিশিষ্ট মানবরূপী তনয় জন্ম  
গ্রহণ করিয়াছে। অনন্তর সেই প্রজাপতি  
সত্ত্বর সেই তম্ম ত্যাগ করিলেন, তৎকণাৎ  
উহা জ্যোৎস্নারূপে পরিণত হইল। হে বিপ্র-  
গণ। উৎসকে প্রাতঃসজ্যা বলিয়া থাকে।  
হে বিজ্ঞাশেষগণ। অনন্তর ভগবান ব্রহ্মা  
তমোরজঃপ্রায়া মূর্ত্তিকে পুনর্বার পরগ্রহ  
করিলেন। ৪১—৫০। তাহার পর অন্ধ-  
কারে কুধাবিষ্ট, তমঃ ও রজোত্তমপ্রধান,  
বগীয়ান, নিশাচররূপ পুত্র সকল জন্ম  
গ্রহণ করিল। অনন্তর রজঃ ও তমোত্তমে  
আবৃত সর্প, যক্ষ, ভূত ও গন্ধর্ব্ব সকল জন্ম  
গ্রহণ করিল। অনন্তর প্রভু আর সকল  
সৃষ্টি করিলেন। বয়ঃ হইতে বয়স (পক্ষী)  
সৃষ্টি করিয়া বক্ষঃপ্রদেশ হইতে অবি সৃষ্টি  
করিলেন। মুখ হইতে অজা সকলকে ও  
ও উদর হইতে গোসমূহ নির্মাণ করিলেন।  
পদদ্বয় হইতে অশ্ব, মাতঙ্গ, গর্দভ, গবয়, মৃগ,

উষ্ট্রানবতরাঃশৈব ভবুনস্তাশ্চ জাতরঃ (১) । ৫১  
ওষধ্যঃ কলমূলানি রোমত্যস্তস্ত জজিরে।  
গায়ত্রীকাপুশ্চৈব ত্রিবিংস্তোমঃ রথন্তরম্ । ৫২  
অগ্নিষ্টোমক যজ্ঞানাম্ নির্মমে প্রথমামুখ্যম্।  
যজুঃসি ত্রৈষ্টুভঃ ছন্দঃস্তোমঃ পঞ্চদশঃ তথাঃ ৫৩  
মুহুৎসাম তথোকথঞ্চ দক্ষিণাদন্যজমুখ্যম্।  
সামানি জগতীং ছন্দঃস্তোমঃ সপ্তদশঃ তথাঃ ৫৪  
বৈরুপমতিরাজঞ্চ পশ্চিমান্যজমুখ্যম্।  
একবিংশমথক্ষীগমাণোপোধ্যামানমেব চ । ৫৫  
অমুষ্টুভঃ সর্বৈরাজমুত্তরাদন্যজমুখ্যম্।  
উচ্চাবচানি ভূতানি গাজেভ্যস্তস্ত জজিরে । ৫৬  
ব্রহ্মণো হি প্রজাসর্গঃ সৃজতস্ত প্রজাপতেঃ।  
সৃষ্টা চতুষ্টয়ঃ সর্গঃ দেবর্ষিপিতৃমামুহুযম্ । ৬০  
ততোহন্যজক ভূতানি হাবয়ানি চরাণি চ।  
যক্ষান্ পিশাচান্ গন্ধর্বাঃস্তথৈবাপ্সরসঃ শুভাঃ  
নরকিন্নব-রক্ষাংসি বয়ঃপশুযুগোরগান্।  
অবায়ঞ্চ বায়ঞ্চৈব বয়ঃ হাবয়জন্মম্ । ৬২

উষ্ট্র, অশ্বতর, ভবু ও অস্ত্রাত্ত মৃগ সৃষ্টি করি-  
লেন। তাঁহার রোম হইতে ওষধী ও কল-  
মূল উৎপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার প্রথম মুখ  
হইতে গায়ত্রী, ঋক্, ত্রিবিংস্তোম, রথন্তর  
যজ্ঞের মধ্যে অগ্নিষ্টোম ও যজুর সৃষ্টি হয়।  
ত্রিষ্টুভ-আহি পঞ্চদশ ছন্দঃস্তোম, মুহুৎসাম ও  
উকথ সকল ব্রহ্মার দক্ষিণ মুখ হইতে নির্মিত  
হইয়াছিল। তাঁহার পশ্চিম মুখ হইতে সাম  
সকল, জগতীনাংমক সপ্তদশ ছন্দঃস্তোম,  
বৈরুপ, অতিরাজ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এক-  
বিংশতি অর্ষিন্, আপোধ্যামন, অমুষ্টুভ ছন্দঃ  
এবং বিরাট্ছন্দঃ উত্তর মুখ হইতে উৎপন্ন  
হইয়াছিল। তাঁহার গাত্র হইতে উচ্চ-  
নীচ পদার্থ সকল সৃষ্টি হইয়াছে। ৫১—৫২।  
প্রজাসৃষ্টির আভিলাষী প্রজাপতি ব্রহ্মা  
প্রথমে দেব-ঋষিপিতৃ-মামুহু-রূপ সৃষ্টি-  
চতুষ্টয় সম্পন্ন করিয়া ভূত, যক্ষ, পিশাচ,  
গন্ধর্ব্ব, শুভ অপ্সরঃ, নর, কিন্নর, রাক্ষস,

(১) অরক্শেচ প্রজাপতিব্রিতি কচিং পাঠঃ।



ভেদাঃ যে যানি কৰ্ম প্রাক্ স্মৃ

প্র : পদিরে ।

ভাষ্যেব তে প্রাণৈঃ সৃজ্যমানাঃ নঃপুনঃ ॥

হিংসাহিংসে মৃদুক্লে ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মাবৃত্তাঃ ॥ ৬৫ ॥

ভূতাবিতাঃ প্রপদ্যন্তে তস্মাত্তত্তস্ত রোচতে ॥ ৬৬ ॥

মহাত্মভেষু নানাসমিল্লিয়ার্থেবু মূর্তিষু ।

বিনিয়োগক ভূতানাং ধাতৈব ব্যদধাৎ স্বয়ম্ ॥ ৬৭ ॥

নামরূপক ভূতানাং প্রাকৃতানাং প্রপঞ্চনম্ ।

বেদশব্দৈভ্য এবাদৌ নিশ্চয়মে স মহেশ্বরঃ ॥ ৬৮ ॥

আৰ্হাণি চৈব নামানি যাস্চ বেদেষু সৃষ্টয়ঃ ।

শৰ্মধাত্তে প্রসূতানাং ভাত্তেবৈভ্যো দদাত্যর্জঃ

যাবন্তি প্রতিলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্যায়ে ।

দৃষ্টান্তে তানি ভাত্তেব তথা ভাবা যুগাদিষু ॥ ৬৮ ॥

ইতি জীকৌশ্বে মহাপুর্নাগে পূৰ্ণভাগে

সৰ্গকথনে সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ

কুর্খ উবাচ ।

এবজ্ঞানি সৃষ্টানি স্বাবরাণি চরাণি চ ।

যদাস্ত তাঃ প্রজাঃ সৃষ্টা ন ব্যবৰ্দ্ধন্ত ধীমতঃ ॥ ১ ॥

তমোমাত্মাবৃত্তো ব্রহ্মা তদাশোচত ক্ৰুখিতঃ ।

ততঃ স বিদধে বুদ্ধিমর্থনিশ্চয়গামিনীম্ ॥ ২ ॥

অধাত্মানি সমদ্রাক্ষীৎ তমোমাত্মাং নিয়ামিকাম্

রজঃ সত্ত্বগুণযুক্তা বর্তমানাং স্বধৰ্ম্মতঃ ॥ ৩ ॥

তমস্ত ব্যাহুদৎ পশ্চাদ্রজঃ সত্ত্বেন সংযুতঃ ।

তৎ তমঃ প্রতিলুপ্তং বৈ মিথুনং সমজায়ত ॥ ৪ ॥

অধৰ্ম্মাচরণো বিপ্রা হিংসা চাত্তলকণা ।

স্বাং তল্লং স ততো ব্রহ্মা তামপোহিত ভাস্বরম্

দ্বিধাকরোৎ পুনর্দেহমর্কেন পুরুষোহভবৎ ॥

অর্কেন নারী পুরুষো বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ ॥ ৬ ॥

নারীক শতরূপাখ্যাং যোগিনীং সসৃজে শুভাম্

সা দিবং পৃথিবীকৈব মহিমা ব্যাপ্য সংস্থিতা ॥

পক্ষী, পশু, যুগ, সর্পাদি এবং অবাধ, বাঘ,

স্বাবর জন্ম সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সৃষ্টির পূর্বে

তাহাদের যে যেরূপ কৰ্ম প্রাপ্ত হইয়াছিল,

তাহারা পুনঃপুনঃ সৃষ্ট হইয়াও তাহাই প্রাপ্ত

হইয়া থাকে। তৎকর্তৃক বিচিস্তিত হইয়া তাহারা

হিংসা অহিংসা মৃদুতা ক্রুরতা, ধৰ্ম্ম অধৰ্ম্ম

ও সত্য অসত্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাই

তাহাদের কটিকর। বিধাতাই স্বয়ং ইন্দ্ৰিয়ার্থ-

পর মহাত্মরূপ বিবিধ মূর্তিতে ভূতদিগের

বিনিয়োগ বিধান করিয়াছেন। সেই মহেশ্বরই

ভূতগণের নাম, রূপ, প্রাকৃত পদার্থের প্রকাশ

প্রভৃতি প্রথমে বেদ সকল হইতে নিশ্চয়

করিয়াছেন। সেই অজ প্রজাপতিই শৰ্মরৌর

অবসানে প্রসূত এই ভূত সকলকে বেদোক্ত

যত আৰ্হ নাম, যত চিহ্ন, পক্ষীয়ক্রমে নানা-

রূপ, এতদ্ভিন্ন যুগে যুগে যাহা দেখা যায়, সমু-

দয়ই প্রদান করিয়া থাকেন। ৬০—৬৮।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

কুর্খ বলিলেন,—এই প্রকারে স্বাবর ও

জঙ্গম প্রজা সকল সৃষ্ট হইয়াছিল। যখন এই

ধীমান প্রজা সকল বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইল না, তখন

তমোগুণে আবৃত ব্রহ্মা ক্রুখিত হইয়া শোক

করিয়া অৰ্ধনিশ্চয়গামিনী বুদ্ধি অবলম্বন করি-

লেন। অনন্তর স্বকীয় ধৰ্ম্মপ্রযুক্ত রজঃ এবং

সত্ত্ব গুণকে আবৃত করিয়া বর্তমানা নিয়ামিকা

তমোমাত্মাকে আশ্রয় অবলোকন করিলেন।

রজঃ ও সত্ত্বগুণযুক্ত হইয়া তমকে পরিত্যাগ

করিলেন। সেই তমঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, হে

দ্বিজগণ! অধৰ্ম্মাচরণ ও অশুভ হিংসাতে

একটা মিথুন (স্বী-পুরুষ) উৎপন্ন হইল। অনন্তর

সেই ব্রহ্মা সেই কাস্তিময়ী তমকে অন্তর্হিত

করিলেন। প্রভু সেই বিরাটপুরুষ পুনরায়

অদেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিলে অর্দ্ধাংশে

পুরুষ উৎপন্ন হইল ও অর্দ্ধাংশে নারী সৃষ্ট

হইল। শতরূপানারী সেই যোগিনী শুভা

নারী সৃষ্টা হইয়া মহিমাঘরা স্বর্গ এবং জীকান

যোগৈবব্যবলোপেতা জ্ঞান-বিজ্ঞানসংযুতা ।  
 যোহিতবৎ পুরুষাৎ পুত্রো বিরাক্তব্যাক্তজয়নঃ  
 যাজ্ঞবল্ক্যো মহর্দেব সোহিতবৎ পুরুষো যুনিঃ ।  
 সা দেবী শতরূপাখ্যা তপঃ কৃতা সূক্ষ্মচক্ষুঃ ১০  
 তর্জারং দীপ্তবশসং মহম্বেবাশপদ্যত ।  
 তস্মাচ্চ শতরূপা সা পুত্রঘরমহরত ১১  
 প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ কস্তাশ্রমমহুতময় ।  
 তয়োঃ প্রসূতিঃ দক্ষায় মহুঃ কস্তাঃ দদৌ পুত্রঃ  
 প্রজাপতিস্বধাকৃতিং মানসো অগৃহে কৃচঃ ।  
 আকৃত্যাং মিথুনং জজ্ঞে মানসস্ত কৃচে: শুভম্ ১২  
 যজ্ঞস্ত দক্ষিণা চৈব যাত্নাং সংবর্দ্ধিতং জগৎ ।  
 যজ্ঞস্ত দক্ষিণারাক পুত্রা যাদশ জজিরে ১৩  
 যামা ইতি সমাখ্যাতা দেবাঃ ষায়জুব্বেহস্তরে ।  
 প্রসূতাকৃ তথা দক্ষচতস্রো বিংশতিং তথা ।  
 সসর্জ কস্তা নামানি তাসাং সমাভিনিবোধত  
 অতঃ লক্ষ্মীপুতিভক্তিঃ পুষ্টির্মেবা জিয়া তথা ১৫

ব্যাপিয়া রহিলেন। সেই নারী যোগ ঐশ্বর্য  
 বল প্রসূতিবুদ্ধি এবং জ্ঞানবিজ্ঞানশালিনী  
 সেই অব্যাক্তজয়ার যে বিবাহ পুত্র জন্মিয়া-  
 ছিল, সেই পুরাণ যুনি ষায়জুব্বেহ মনু। সেই  
 শতরূপাখ্যা দেবী হুচর তপস্তার অমুঠান  
 করিয়া প্রদীপ্তবশাঃ মনুকে তর্জরূপে লাভ  
 করিলেন। সেই শতরূপা, যামী মনু হইতে  
 হুইটী পুত্র প্রসব করিলেন। মনু সেই পুত্র-  
 ঘরের নাম প্রিয়ব্রত এবং উত্তানপাদ।  
 আর যে হুইটী উৎকৃষ্টা কস্তা জন্মিয়াছিল।  
 তাহার মধ্যে পশুতিনারী কস্তা দক্ষকে  
 প্রণাম করিলেন বঙ্গায় মান পুত্র পুত্র-  
 পতি কৃচ আকৃত্যক প্রণ করিলেন। আকু-  
 তির গর্ভে কৃচের সুলক্ষ পুত্র ও কস্তা জন্মিল  
 ১০-১২। একের নাম যজ্ঞ, অপরের নাম  
 দক্ষিণা; যে হুইটী হইতে এই জগৎ পরিবর্দ্ধিত  
 হইয়াছে। দক্ষিণাতে যজ্ঞের যাদশ পুত্র  
 উৎপন্ন হইয়াছে। তাঁহারা ষায়জুব্বেহ মনুতরে  
 যামদেব নামে আখ্যাত হইয়াছেন। প্রসূ-  
 তীর গর্ভে দক্ষের চতুর্কিংশতি কস্তা জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছিল, তাহাদের নাম সম্যকরূপে অবগ

বুদ্ধিরূপা বপুঃ শান্তিঃ সিন্ধিঃ কৌর্ভিস্রয়োদনী ।  
 পদ্যার্থঃ প্রতিজগ্ৰাহ যন্তো দাক্ষায়ণীঃ শুভাঃ ।  
 তাত্যাঃ শিষ্টা যবীয়ন্ত একাদশ সুলোচনাঃ ।  
 খ্যাতিঃ সত্যং সত্যুতিঃ স্মৃতিঃ প্রীতিঃ কমা তথা  
 সন্নতিশ্চাননুহা চ উজ্জা বাহা যবা তথা ।  
 ভূতর্ভবো মরীচিচ তথা চৈবাক্সিয়া যুনিঃ ১১  
 পুলস্ত্যঃ পুলহস্টৈব ক্রতুঃ পরমধর্মবিৎ ।  
 অজির্বশিষ্টো বহিন্ত পিতরন্ত যথাক্রম ১২  
 খ্যাতিয়াদা অগৃহঃ কস্তা যুনয়ো জ্ঞানসত্তমাঃ ।  
 অত্যায়া আশ্রজঃ কামো দর্পো লক্ষ্মীসুতঃ স্মৃতঃ  
 যুত্যাশ্র নিয়মঃ পুত্রভট্টা সন্তোষ উচ্যতে ।  
 পুট্টা লাভঃ সূতস্তাপি মেধাপুত্রঃ শমস্তথাঃ ।  
 জিয়ায়ান্চাতবৎ পুত্রা দশন্ত নয় এব চ ।  
 বুদ্ধা বোধঃ সূতস্তমদপ্রমাদোহ জায়ত ১২২  
 লজ্জায়া বিনয়ঃ পুত্রো বপুযো বদসায়কঃ ।  
 কেমঃ শান্তিসুতস্তাপি সুখং সিদ্ধিরজায়ত ১৩  
 যশঃ কৌর্ভিসুতস্তবদিত্যেতে ধর্মসুনবঃ ।  
 কামস্ত ধর্মঃ পুত্রোহভুদেবানন্দোহপ্যজায়ত ।

কর। অতঃ, লক্ষ্মী, যুতি, তুষ্টি, পুষ্টি, মেধা,  
 জিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপুঃ, শান্তি, সিন্ধি ও  
 কৌর্ভি—ধর্ম দক্ষের এই ত্রয়োদশ কস্তাকে  
 পত্নীরূপে প্রতিগ্রহ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠা  
 যে একাদশ সুলক্ষ্মী অবশিষ্ট রহিলেন, তাঁহা-  
 দের নাম—খ্যাতি, সত্য, সত্যুতি, স্মৃতি, প্রীতি,  
 কমা, সন্নতি, অননুহা, উজ্জা, বাহা ও যবা।  
 ভূত, ভব, মরীচি, অজিয়া, পুলস্ত্য, পুলহ,  
 পরমধর্মিক ক্রতু, অজি, বশিষ্ট, ক্রতু ও  
 পিতৃগণ এই একাদশ জ্ঞানসত্তম ঋষি-  
 ক্রমে খ্যাতিয়াদা একাদশ দক্ষকস্তাকে  
 গ্রহণ করিয়াছিলেন। অত্যায়া পুত্র কাম এবং  
 লক্ষ্মীর পুত্র দর্প বলিয়া কথিত হইয়াছেন।  
 ১১—২০। যুতির পুত্র নিয়ম, তুষ্টির সন্তোষ,  
 পুষ্টির লাভ, মেধার শম, জিয়াব দশ ও নয়  
 এবং বুদ্ধির বোধ ও অপ্রমোদ নামে পুত্র  
 জন্মিয়াছিল। লজ্জার পুত্র বিনয়, বপুঃ : ব-  
 সায়, শান্তির কেম, সিন্ধির সুখ, কৌর্ভির যশঃ  
 নামে পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহারা সকলেই



ইত্যেব বৈ সুখোদকঃ সর্গো ধর্মস্ত কীর্তিতঃ ।  
 জজ্ঞে হিংসা অধর্ম্যটৈ নিকৃতিকানুতঃ সূতম্ ।  
 নিকৃতানুতমোজ্ঞজ্ঞে ভয়ং নরকমেব চ ।  
 মায়া চ বেদনা চৈব ত্রিধুনস্ত্রিমমভয়োঃ ॥ ২৬ ॥  
 ভয়াজ্ঞজ্ঞেহথ বৈ মায়া মৃত্যুং কৃতাপহারিণম্ ।  
 বেদনা চ সূতকাপি ক্ধং জ্ঞেহথ রৌববাৎ  
 মৃত্যোর্কাষির্জয়া-শোকে তৃষ্ণা ক্রোধশ্চ  
 জজ্ঞিরে ।  
 \* কুখোত্তরাঃ স্মৃতা হেতে সর্গে চাধর্ম্যলক্ষণাঃ ।  
 মৈত্র্যাং ভার্যাস্তি পুত্রো বা সর্গে তে  
 হৃদীরেতসঃ ।  
 ইত্যেব তামসঃ সর্গো জজ্ঞে ধর্ম্মনিয়ামকঃ ।  
 সংক্ষেপেণ ময়া প্রোক্তা বিস্তৃষ্টমুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ২৭ ॥  
 ইতি ঈকোশ্চে মহাপুরাণে পূর্বভাগে মুখ্যা-  
 দি-  
 নর্গকথনেন্দ্রষ্টম'হধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

ধর্ম্মের তনয় । হর্ব ও দেবানন্দ নামে কাণের  
 পুত্র জন্মিয়াছিল, ধর্ম্মের এই সুখপরিণাম  
 সৃষ্টি কীর্তিত হইল । হিংসা অধর্ম্ম হইতে  
 নিকৃতি ও অনূত নামে সম্ভান লাভ করে ।  
 নিকৃতি ও অনূতের সংযোগে ভয় ও নরক  
 নামক পুরস্কৃত হয় । মায়া ও বেদনা নামক  
 কষ্টদায়ক উপপন্ন হয় । ইহারা যথাক্রমে সূ-  
 ক্রম । ভয় হইতে মায়াতে কৃতাপহার-  
 মৃত্যু ভয়ো । নরক হইতে বেদনাতে ক্ধং  
 নামক পুরস্কৃত হয় । মৃত্যু হইতে বাধা,  
 জয়া শোক, তৃষ্ণা ও ক্রোধ উপপন্ন হয় ।  
 ইহাদের পরিণাম ভয়ং এবং সর্গলোক অধ-  
 র্ম্মের লক্ষণাক্রান্ত । ইহাদের ভার্য্যা বা পুত্র  
 নাই, সকলেই উর্কিরেতাঃ । এই ধর্ম্মা-  
 যামক তামসসৃষ্টি বর্ণিত হইল । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !  
 আমি সংক্ষেপে এই সৃষ্টির বিষয় বলি  
 লাম । ২১—২২ ।

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং নারদাদ্যা মহর্ষয়ঃ ।  
 প্রণম্য বরদং বিষ্ণুং পশ্চাচ্ছুঃ সংশয়াবিতাঃ ॥ ১ ॥  
 ঋষয় উচুঃ ।  
 কথিতো ভবতা সর্গো মুখাদীনাং জন দ্বিন ।  
 ইদানীং সংশয়ক্ষেমমস্ম্যাকং ছেদুমর্হসি ॥ ২ ॥  
 কথং স ভগবানীশঃ পূর্বজোহপি পিনাকধৃক্ ।  
 পুত্রমগমচ্ছত্বর্জ্ঞাগোহব্যক্তজন্মনঃ ॥ ৩ ॥  
 কথঞ্চ ভগবান জজ্ঞে ব্রহ্মা কমলসম্ভবঃ ।  
 অশুভে ভগতামীশস্ত্রয়ো বন্ধুমিহা হসি ॥ ৪ ॥  
 কুর্শ উবাচ ।  
 শূন্যদৃশ্যঃ সর্গে শঙ্করস্থামিনোজসঃ ।  
 পুত্র ইং ব্রহ্মণস্তস্ত পদ্মায়োনিম্ভমেব চ ॥ ৫ ॥  
 অতীতবল্লাবস'নে তমোভূতং জগদ্রম্য ।  
 শান্দিব বরদং ঘোবনং ন দেবাদ্যা ন চর্ষয়ঃ ॥ ৬ ॥  
 তত্র নাশ্রয়ণো দেবো নিজ্জনে নিকপপ্নবে ।

নবম অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—নারদাদি মহর্ষিগণ এই  
 সকল কথা শ্রবণ করত সংশয়াবিত হইয়া  
 বরদ বিষ্ণুকে প্রণামপূর্বক জিজ্ঞাসা করি-  
 লেন—আপনি মুখাদির সর্গ বলিয়াছেন; হে  
 জনদ্বিন! এক্ষণে আমাদের এই সংশয়  
 আ-নার ছেদন করিয়া দেওয়া কর্তব্য । কি  
 নিমিত্ত ভগবান পিনাকধারী মহাদেব পূর্বজ  
 হইয়াও অব্যক্তজন্মা ব্রহ্মার পুত্র হইয়া  
 হইয়াছিলেন? আর জগদ্রম্য ব্রহ্মা ত  
 অশু হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, কিন্তু তিনি  
 আবার পদ্ম হইতে বিরূপে উৎপন্ন হইয়া-  
 ছিলেন? এই সমস্ত রূতান্ত আমাদের  
 নিকট আপনি বলুন । কুর্শ বলিলেন,—হে  
 ঋষিগণ! আমি তেজা শঙ্কর যেরূপে ব্রহ্মার  
 পুত্র হইয়াছিলেন এবং ব্রহ্মা যেরূপে পদ্মায়োনি  
 হইয়াছেন, তাহা আপনারা সকলে শ্রবণ  
 করুন । অতীত বরদ অবসানে ভগোক্ত  
 সর্গ, মর্ত্য, পাতাল অর্থাৎ ভয়ানক এতাদৃশ-

অখিত্য শেষশব্দে পুত্রপুত্রপুত্রমঃ । ১৮  
 সহস্রাব্দী ভূত্বা স সহস্রাকঃ সহস্রাণং ।  
 সহস্রবাহুঃ সৰ্বভূতচিহ্নমানো মনোবীৰ্য্যভিঃ ॥৮  
 পিতৃবাসা বিশালাক্ষো নীলজম্বুতসরিতঃ ।  
 মহাবিকৃতিবোঁগাখা বোঁগিনাস্ত দয়াপরঃ ॥৯  
 কদাচিৎ তস্ত পুণ্ড্রস্ত লীলার্থঃ দিব্যমকুতম্ ।  
 ত্রৈলোক্যসারং বিমলং নাত্যাং পঙ্কজমুদভো ॥  
 শতযোজনবিস্তীর্ণং তরুণাদিত্যসরিতম্ ।  
 দিব্যগন্ধময়ং পুণ্যং কর্ণিকা-কেশরাস্বতম্ ॥১১  
 তন্ত্ৰৈবং সুচিরং কালং বৰ্ত্তমানস্ত শাক্তিণঃ ।  
 হিরণ্যগৰ্ভো ভগবাঃস্তং দেশমুপচক্রমে ॥ ১২  
 স তং কৰেণ বিধাত্তা সমুখাপ্য সনাতনম্ ।  
 প্রোবাচ মধুরং বাক্যং মায়ায়া তস্ত মোহিতঃ ।  
 অশ্লিষ্টকর্ণবে ঘোরে নিৰ্জ্জনে তমসাবৃত্তে ।  
 একাকী কো ভবাহেতুঃ ক্রীত মে পুরুষগতা ১৪

প্রায় হইয়াছিল; তৎকালে দেবতা বা ঋষি-  
 গণ কেহই বিদ্যমান ছিলেন না। মনোবিগল-  
 কর্তৃক চিন্তামান, সৰ্বভূত, পিতৃবাস, বিশালাক্ষ  
 নবঘনসদৃশ, মহাবিকৃতি, যে গাখা, যোগি  
 গণের সম্বন্ধে দয়ালীল, পুরুষোত্তম, নারায়ণ  
 দেব, সেই নিৰ্জ্জন উপজবশূন্য অর্ণব মধো  
 সহস্রাব্দী, সহস্রচক্ষুঃ, সহস্রচরণ ও সহস্রাহ  
 হইয়া অনন্তরূপ শয্যাশয়ন করিয়া ছিলেন।  
 কোন সময়ে পুণ্ড্র ভগবান নারায়ণের  
 নাতিতে লীলার নিমিত্ত টংকুটি আশ্চর্যময়  
 ত্রৈলোক্যের সারভূত বিমল পঙ্কজ উদ্ভূত  
 হইয়াছিল। ১—১। এ পদ্ম শতযোজন-  
 বিস্তীর্ণ, তরুণাকর্ণসদৃশ, অতি মনোহর গন্ধযুক্ত,  
 অতি পবিত্র এবং কর্ণিকা ও কেশরযুক্ত।  
 এইরূপে শেষ শব্দে দীর্ঘকাল অতবাহিত-  
 কারী নারায়ণের নিকট ভগবান হিরণ্যগৰ্ভ  
 উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিধাত্তা হিরণ্যগৰ্ভ  
 হস্ত দ্বারা সনাতন নারায়ণকে উপাষিত  
 করিয়া নারায়ণের মায়ায় মোহিত হইয়া মধুর  
 স্বরে বলিয়াছিলেন, পুরুষপুত্রব! এই  
 ভয়ানক একাক্ষয়ময় অন্ধকারাচ্ছন্ন নিৰ্জ্জন  
 স্থানে একাকী শয়ন করিয়া রহিয়াছ, তুমি

১৮ তদ্ব্যনং ক্রীত বিহন্ত গরুড়ধ্বজঃ ।  
 টবাচ দেবঃ ব্রহ্মাণং মেঘগভীরনিবনঃ ॥ ১৯  
 ভা ভো নারায়ণং দেবং লোকানাং  
 প্রতবাব্যম্ ।  
 এহাঘেগীধরং মাং বৈ জানীহি পুরুষোত্তমম্ ॥  
 এষি পশু জগৎ কুৎসং ত্বাক লোকপিতামহম্ ।  
 নপৰ্ব্বমহাদ্বীপং সমুদ্রে সত্ততিবু তম্ ॥ ১৭  
 এবমাত্মায়া বিধাত্তা প্রোবাচ পুরুষং হরিঃ ।  
 জানন্নপ মতায়োগী কো ভবানিতি বেদসম্ ॥  
 তন্তঃ প্রহন্ত ভগবান্ ব্রহ্মা বেদনিধিঃ প্রভুঃ ।  
 প্রতাপাত্মাত্মাকং সন্নিহতং ব্রহ্মদ্বা গিয়া ॥১৯  
 অহং ধাতা বিধাতা চ স্বয়ম্ প্রাপিতামহঃ ।  
 যথোব সংস্থিতং ববং ব্রহ্মাহং বিশ্বতোমুখঃ ।  
 ক্রীত্বা ন্যাসং স ভগবান বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ।  
 তদুজ্জাপাথ য়ে গেন প্রাবষ্টো ব্রহ্মণস্তম্ ॥২১  
 ত্রৈলোক্যমেতৎ সৰ্বলং সন্দেহানুরমাহবম্ ।

কে? আমার নিকট বল। হিরণ্যগৰ্ভের  
 এই বাক্য শ্রবণ করিয়া গরুড়ধ্বজ দেবদাস  
 করিমা মেঘগভীরস্বরে ব্রহ্মাকে বলিলেন,—  
 হে লোকস্রষ্টা! তুমি আমাকে পুরুষোত্তম,  
 মহাযোগীধর, সকলের উৎপত্তি-বিনাশকর্ত্ত্ব,  
 নারায়ণ দেব বলিয়া জানিবে। লোক-  
 পিতামহ তুমি, অখলজগৎ, সপ্তসমুদ্রসংযুক্ত  
 পর ১০০০০ মহাদ্বীপ ও ত্রোঁমাকে পর্য্যন্ত  
 সমস্তই মদীয় দেহে লক্ষণ কর। বিধাত্তা  
 হরি এই প্রকার বলিয়া উপস্থিত পুরুষক  
 বিধাত্তা বলিয়া জানিয়াও “মহাযোগী আপান  
 কে?” এই কথা বলিয়াছিলেন। তদন-  
 ত্তর বেদনিধি প্রভু ভগবান্ ব্রহ্মা কাঞ্চৎ  
 কাম্য করিয়া অতি মাধুরে কমললোচন  
 নারায়ণকে প্রতুষ্টব দিয়াছিলেন,—আমি  
 ধাতা এবং বিধাত্তা, আমি স্বয়ম্, প্রাপিতা-  
 মহ, আমিই চতুর্মুখ ব্রহ্মা; এই ব্রহ্মাত্ত  
 আমাতেই সংস্থিত। ১১—২০। অনন্তর  
 সত্যপরাক্রম ভগবান বিষ্ণু, ব্রহ্মার এই  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া, অহমত লইয়া যোগ  
 দ্বারা ব্রহ্মার শরীরে প্রবেশ করিলেন। আদি

উদরে তত্ৰ দেবস্ত নৃদ্বী। বিশ্বমহাগতঃ । ২২  
 তদাত্ত বহুশ্রীকৃত্য পন্নগেন্দ্রিয়কেনঃ ।  
 অধাপি ভগবান্ বিষ্ণুঃ পিতামহমধাভবীৎ ২৩  
 ভগবান্যোবমেবাদ্য শাস্ততং হি মমোদরম্ ।  
 প্রবিষ্ট লোকান্ পঠিত্তান্ বিচিহ্নান্ পুরুষৰ্বত  
 ততঃ প্রহ্লাদিনীং বাণীং ব্রহ্মা তস্তাভিনন্দ্য চ  
 জীপতেকদরং ভূঃ প্রবিবেশ কৃষ্ণধ্বজঃ । ২৫  
 তানৈব লোকান্ গৰ্ভস্থানপত্তং সত্যবিক্রমঃ ।  
 পৰ্য্যটিহাথ দেবস্ত দদৃশেহতং ন বৈ হরেঃ ।  
 ততো দ্বাৰাণি সৰ্ব্বাণি পিহিতানি মণাশ্বনা ।  
 জনাৰ্দ্দনেন ব্রহ্মাসৌ নাত্যাং দায়মবিন্দত ২৭  
 তজ যোগবলেনাসৌ প্রবিষ্ট কনকাণ্ডজঃ ।  
 উজ্জহাশ্বিনো রূপং পুরুষাচ্চতুরাননঃ । ২৮  
 বিরাজারবিন্দমঃ পদ্মগৰ্ভসমদ্ব্যতিঃ ।  
 ব্রহ্মা স্বয়মুৰ্দ্ধগবান্ জগদ্যোনিঃ পিতামহঃ ২৯  
 স মন্তমানো বিবেশমাত্তানং পরমং পদম্ ।

দেব নারায়ণ ব্রহ্মার উদর মধ্যে জৈলোকা,  
 দেবতা, অশুর, মনুষ্য প্রভৃতি সন্দর্শন করিয়া  
 অতীব বিস্ময়াবিত হইয়াছিলেন। অনন্তর  
 গুরুভক্ষক ভগবান্ বিষ্ণু ব্রহ্মার মুখ হইতে  
 বহির্গত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—  
 হে পুরুষৰ্বত ! এক্ষণে আপনিও আমার  
 এই নিত্য উদরে প্রবেশ করত বিচিত্র লোক-  
 সমূহ দর্শন করুন। তদনন্তর ব্রহ্মা এই  
 আনন্দজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণুকে  
 অভিনন্দন করিয়া জীপতির উদরে প্রবেশ  
 করিলেন। সত্যবিক্রম ব্রহ্মা হরির উদরে  
 প্রবেশ করিয়া পৰ্য্যটন করত গৰ্ভস্থ লোক-  
 সমূহকে দর্শন করিতে লাগিলেন, কিন্তু  
 তাহার অন্ত পান নাই। অনন্তর মহাত্মা  
 জনাৰ্দ্দন দ্বার সকল অবরোধ করিলে ব্রহ্মা  
 নাতিতেই দ্বার অবধারণ করিলেন। কন-  
 কাণ্ডজ ব্রহ্মা যোগবল অবলম্বনে সেই স্থানে  
 প্রবেশ করত পশ্চেষ্টে স্বীয় রূপ উদ্ধার  
 করিয়াছিলেন। পদ্মগৰ্ভসমপ্রভ জগৎ কারণ  
 পিতামহ ব্রহ্মা অববিন্দিত হইয়া বিরাজ-  
 মান হইলেন এবং আপনাকে পরমপদ

প্রোবাচ বিষ্ণুং পুরুষং বেবগতীয়া গিবা । ৩০  
 কৃতং কিং ভবতেদানীমান্মনো জয়কাঙ্ক্ষমা ।  
 একেহহং প্রবলো নাত্তো মাং বৈ কোহতি-  
 তবিষ্যতি । ৩১  
 ব্রহ্ম নারায়ণো বাক্যং ব্রহ্মণোক্তমতল্লিতঃ ।  
 সাহসপূৰ্ণমিদং বাক্যং যতাবে মধুরং হরিঃ । ৩২  
 ভবান্ ধাতা বিধাতা চ স্বয়মুঃ প্রপিতামহঃ ।  
 ন মাংসর্ঘ্যাতিযোগেন দ্বাৰাণি পিহিতানি মে।  
 কিন্তু লীলার্থমেবৈতন্ন দ্বাং বাধিতুমিচ্ছমা ।  
 কো হি বাধিতুমিচ্ছেদেবদেবং পিতামহম্ ।  
 ন তেহস্তথাবগন্তব্যং মাত্তো মে সৰ্ব্বথা ভবান্  
 সন্মং ক্রময় কল্যাণ বদ্যাপকৃতং তব । ৩৫  
 অস্মাক্ কারণাব্রহ্মন্ পুত্রো তবতু মে ভবান্  
 পদ্মযোনিরিত্তি খ্যাতো মৎপ্রীত্যর্থং জগন্ময় ।  
 ততঃ স ভগবান্ দেবো বরং দদ্বা কিরীটিনে ।

বিশ্বাত্মা বিবেচনা করত মেঘবৎ গভীরবাক্যে  
 বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন, আপনি স্বীয় অশ্রাতি-  
 লায়ী হইয়া কি করিবেন ? আমিই একমাত্র  
 প্রবল, অস্ত আর কে আমাকে অতিতব  
 করিতে পারিবে ? ২১—৩১। নারায়ণ অন-  
 লস হ'র ব্রহ্মা কর্তৃক কথিত বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া প্রিয়বাক্য দ্বারা প্রবোধ দিয়া এই  
 মধুর বাক্য সকল বলিয়াছিলেন,—আপনি  
 ধারণকর্তা বিধাতা স্বয়মুঃ প্রপিতামহ, আমি  
 মাংসর্ঘ্যপূৰ্ণক দ্বার অবরোধ করি নাই;  
 কেবলমাত্র ক্রৌড়া করিবার নিমিত্ত দ্বার রুদ্ধ  
 করিয়াছি, আপনাকে আবদ্ধ করিবার অভি-  
 প্রায়ে করি নাই। দেবদেব পিতামহকে  
 আবদ্ধ করিতে কোন ব্যক্তির ইচ্ছা হইতে  
 পারে ? ইহা আপনার অন্ত প্রকার বিবে-  
 চনা করা কর্তব্য নহে। সকল প্রকারে  
 আপনি আমার মাত্ত। হে কল্যাণময় !  
 আমি যে অপকর্ষ করিয়াছি, সে সমস্ত  
 আমার প্রতি ক্রমা করুন। হে জগন্ময় !  
 অতএব মৎপ্রীত্যর্থ আপনি পদ্মযোনি  
 নামে বিখ্যাত হইয়া আমার পুত্র হউন।  
 তদনন্তর সেই ভগবান্ ব্রহ্মা কিরীটকে বর

প্রার্থনামুগ্ধং গংগা পুনর্বিজ্ঞানভাবত ॥ ৩৭

তবান্ সর্বাঙ্কোহনন্তঃ সর্কেষাং পরমেশ্বরঃ ।  
সর্কভূতান্তরাঙ্কা বৈ পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ৩৮  
অহং বৈ সর্কলোকানামাঙ্কা দেবো মহেশ্বরঃ ।  
মগ্নয়ং সর্কমেবেদং ব্রহ্মাহং পুরুষঃ পরঃ ॥ ৩৯  
নাভাত্যাং বিদ্যাতে হন্তো লোকানাং পরমেশ্বর  
একা বৃষ্টিবিধা ভিন্না নারায়ণপিতামহৌ ॥ ৪০  
ভেনৈবমুক্তো ব্রহ্মাণং বাসুদেবোহবৌদ্বিন্দম্ ।  
ইয়ং প্রতিজ্ঞা ভবতো বিনাশায় ভবিষ্যতি ॥ ৪১  
কিং ন পশুসি যোগেন ব্রহ্মাধিপতিমব্যয়ম্ ।  
প্রধানপুরুষেশ্বানং বেদাহং পরমেশ্বরম্ ॥ ৪২  
হং ন পশুতি যোগীন্দ্ৰাঃ সাংখ্যা অপি মহেশ্বরম্  
অনাদিনিধনং ব্রহ্ম ভয়েব শরণং ব্রহ্ম ॥ ৪৩  
ততঃ ক্ৰুদ্ধোহবুজাতাকং ব্রহ্মা প্রোবাচ

কেশবম্ ।

ভগবন্ নুনমাত্মানং বেদ্যি তৎ পরমাকরম্ ॥ ৪৪  
ব্রহ্মাণং জগতামেকমাত্মানং পরমং পদম্ ।

প্রদান করত অসীম প্রার্থারিত হইয়া পুন-  
র্কায় বিজ্ঞকে বলিলেন,—আপনি সর্কাক, অ-  
নন্ত, সর্কপ্রাণীর পরমেশ্বর, সর্কপ্রাণীর অন্ত-  
রাঙ্কা ও পরব্রহ্মরূপ সনাতন। আমি  
সর্কলোকের আঙ্কা, মহেশ্বর, এই সমস্তই  
মগ্নয়, আমিই ব্রহ্মা পরমপুরুষ। আপনি ও  
আমি ভিন্ন লোকদিগের অন্ত পরমেশ্বর  
নাই। আমরা একবৃষ্টি, নারায়ণ ও পিতা-  
মহ এই দুই প্রকারে ভিন্ন মাত্র। ৩২—৪০।  
ব্রহ্মা কর্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইয়া বাসুদেব  
ব্রহ্মকে এই কথা বলিলেন,—‘এই প্রতি-  
জ্ঞাই আপনার বিনাশের হেতু হইবে।  
আপনি যোগদ্বারা কি প্রকৃতিপুরুষের ঈশ্বর  
অব্যয় অধিপতি ব্রহ্মকে দেখিতেছেন না?  
আমি পরমেশ্বরকে জানি। সাংখ্যশাস্ত্রজ  
যোগিষ্টগণও যে মহেশ্বরকে দর্শন করিতে  
পারেন না, আপনি সেই অনাদি-নিধন ব্রহ্ম-  
রূপ মহাদেবের শরণাপন্ন হউন। অনন্তর  
ব্রহ্মা ক্রুদ্ধ হইয়া পুণ্ডরীকাককে বলিলেন,—  
হে- ভগবন্! নিশ্চয়ই পরমাকর সেই

নাভাত্যাং বিদ্যাতে হন্তো লোকানাং পরমেশ্বর  
সত্য্য্য নিজাং বিপুল্যাং স্বমাত্মানং বিলোকয়  
তন্ত তৎ ক্রোধজং বাক্যং ব্রহ্মা বিকৃতভাবক  
মাইমবং বদ কল্যাণ-পরীবাণং মহাত্মনঃ ।  
ন মেহন্ত্যবিদিতং ব্রহ্মন্ নাভ্যধাহং বদামি তে  
কিন্তু যোহয়তে ব্রহ্মন্ ভবন্তুঃ পারমেশ্বরৌ ।  
মায়্যশেষবিশেষাণাং হেতুরাস্তসমুৎতবা ॥ ৪৮  
এতাবহুকা ভগবান্ বিকৃত্ত্বকৌ বভূব হ ।  
জ্ঞাত্বা তৎ পরমং তত্ত্বং স্বমাত্মানং সুরেশ্বরঃ ॥ ৪৯  
ভতো হপরিমেশ্বা ভূতানাং পরমেশ্বরঃ ।  
প্রসাদং ব্রহ্মণে বর্জুং প্রাহরাসীৎ ততো হরঃ ॥  
ললটনয়নো দেবো জটায়ণ্ডলমণ্ডিতঃ ।  
ত্রিশূলপাণির্ভগবাংস্তেজসাং পরমো নিধিঃ ॥ ৫১  
বিদ্যাবিলাসপ্রথিতাঃ প্রৈঃ সার্কভূতারকৈঃ ।  
মালামত্যাভূতাকারীঃ ধারয়ন্ পাদলম্বিনী ॥ ৫২  
তঃ দৃষ্ট্বা দেবমীশানং ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।

আত্মাকে জগতের একমাত্র আত্মা ও পর-  
মেশ্বর ব্রহ্ম বলিয়া জানি, কিন্তু তুমি ও আমি  
ভিন্ন লোকের অন্ত পরমেশ্বর নাই। বিপুল  
নিজাকে পরিভ্যাগ করিয়া স্বীয় আত্মাকে  
অবলোকন কর। ব্রহ্মার ক্রোধপরিপূর্ণিত  
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিকৃত্ত্ব বলিলেন,—হে  
মঙ্গলময়! মহাত্মার পরীবাণ-বিষয়ীভূত এই  
সকল বাক্য বলিবেন না; আমার অবদিত  
কিছুই নাই, আপনার নিকট অন্তর্থা বলি-  
তেছি না। কিন্তু হে ব্রহ্মন্! আপনাকে  
পারমেশ্বরী মায়্য মোহিত করিতেছে। আত্ম-  
সমুৎতব মায়্যই অশেষবিশেষহেতু। সুরেশ্বর  
বিকৃত্ত্ব স্বীয় আত্মাকেও সেই পরমতত্ত্ব জানিয়া  
এইরূপ বলিয়া নিস্তক হইলেন। তদনন্তর  
অপরিমেশ্বা সর্কভূতের ঈশ্বর মহাদেব  
ব্রহ্মাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত প্রাহরুত হই-  
লেন। তিনি ললটনয়ন, জটায়ণ্ডল-মণ্ডিত,  
ত্রিশূল-পাণি, তেজঃপদার্থের পরম নিধি  
এবং বিদ্যাবিলাস-প্রথিতা চন্দ্র-হর্ষ-ভার-  
কাদি-সমুদিতা পাদলম্বিনী অভূতাকারী মাল্য  
ধারণ করিতেছেন। ৪১—৫২। লোক-পিতা-

মোহিতো মায়াত্যাগং পীতবাসসমব্রবীৎ ॥৫৩  
ক এব পুরুষো নীলঃ শূলপাণিঃ ত্রিলোচনঃ ।  
তেজোরশিঃ অমেয়াত্মা সমায়াতি জনাৰ্দ্দন ॥ ৫৪  
তত্ত্ব ভবচনং ব্রহ্মা বিষ্ণুর্দানবমর্দনঃ ।  
অপভ্রষ্টদৈবং দেবং জলন্তং বিমলেন্দ্রসি ॥ ৫৫  
জ্ঞাত্বা তং পরমং ভাবমৈশ্বরং ব্রহ্মভাবনঃ ।  
প্রোবাচোখায় ভগবান্ দেবদেবং পিতামহম্  
অয়ং দেবো মহাদেবঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ সনাতনঃ ।  
অনাদিনিধনোহচিন্ত্যো লোকানাধীশ্বরো মহান  
শঙ্করঃ শঙ্করীশানঃ সর্বাঙ্গা পরমেশ্বরঃ ।  
ভূতানামধিপো যোগী মহেশো বিমলঃ শিবঃ ॥৫৬  
এব ধাতা বিধাতা চ প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ।  
যং প্রপত্ত্বি যতনো ব্রহ্মভাবেন ভাবিতাঃ ॥৫৭  
স্বজ্ঞাত্যেব জগৎ কৃৎস্নং পাতি সংস্রতে তথা ।  
কালো ভূত্বা মহাদেবঃ কেবলো নিকলঃ শিবঃ  
ব্রহ্মাণং বিদধে পূর্কঃ ভবন্তঃ যঃ সনাতনঃ ।  
বেদাংস্চ প্রদদৌ ভূত্যং সোহয়মায়াতি শঙ্করঃ

এই ব্রহ্মা ঈশানকে দর্শন করিয়া মায়াতে  
অত্যন্ত মোহিত হইয়া পীতবাসা বিষ্ণুকে  
বলিলেন—হে জনাৰ্দ্দন । শূলপাণি ত্রিলো-  
চন তেজোরশি অমেয়াত্মা নীলবর্ণ এই  
পুরুষ কে আসিতেছেন ? দানবমর্দন বিষ্ণু  
ব্রহ্মার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিমলাকাশে  
দীপ্যমান দেব ঈশ্বরকে দর্শন করিলেন ।  
ভগবান্ বিষ্ণু ঈশ্বর-সম্বন্ধীয় পরমভাব  
জানিয়া উত্তীর্ণ হইয়া পিতামহকে বলিলেন,  
ইনিই দেবাদিদেব মহাদেব এবং স্বয়ং  
জ্যোতিঃস্বরূপ, সনাতন, অনাদিনিধন, অচিন্ত্য,  
সর্বপ্রাণীর ঈশ্বর, শঙ্কর, শঙ্কু, ঈশান, সর্বাঙ্গা,  
পরমেশ্বর, ভূতগণের অধিপতি, যোগী,  
মহেশ, বিমল, শিব । ইনিই ধাতা বিধাতা  
ও প্রকৃতিপুরুষের ঈশ্বর । যতিগণ ব্রহ্মভাবে  
ভাবিত হইয়া ইহাকেই দর্শন করেন । এই  
অদ্বিতীয় নিকল ( অর্থাৎ অংশশূন্য ) মহা-  
দেবই সমস্ত জগৎ স্বজন করিতেছেন, রক্ষা  
করিতেছেন এবং কালরূপে সংহার করিতে-  
ছেন । ৫৩—৬০ । যে সনাতন পুরুষ পূর্কে

অষ্টৌষ চাপরাং মূর্ত্তিঃ বিশ্বমোহনিং সনাতনৌম্ ।  
বাসুদেবা ভবানং মামবেহি প্রপিতামহ ॥ ৬২  
কিং ন পশ্যসি যোগেশং ব্রহ্মাধিপতিমব্যয়ম্ ।  
দিব্যং ভবতু তে চক্ষুর্ধেন ব্রহ্মসি তৎপরম্ ॥ ৬৩  
লক্ষ্যং চৈবং তদা চক্ষুর্বিষ্ণোলোকপিতামহঃ ।  
বুবুধে পরমেশানং পুরতঃ সমবাস্তমম্ ॥ ৬৪  
স লক্ষ্যং পরমং জ্ঞানমৈশ্বরং প্রপিতামহঃ ।  
প্রপেদে শরণং দেবং তমেব পিতরং শিবম্ ।  
ওকারং সমব্রহ্মত্যা সংস্রজ্যজ্ঞানমাশ্রয়মা ।  
অথর্কশিরসা দেবং তুষ্টিব চ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৬৬  
সংস্রজ্যজ্ঞান ভগবান্ ব্রহ্মণা পরমেশ্বরঃ ।  
অবাপ পরমং জীতিং ব্যাজ্ঞহার স্ময়সিব ॥ ৬৭  
মৎসমস্তং ন সন্দেহো বৎস ভক্তশ্চ মে ভবান্  
ময়ৈবোৎপাদিতঃ পূর্কং লোকসৃষ্টির্মব্যয়ঃ ॥ ৬৮  
অমাঙ্গা হাদিপুরুষো মম দেহসমুভবঃ

আপনাকে স্বজন করিয়াছেন এবং বেদ সকল  
আপনাকে দান করিয়াছেন, সেই শঙ্করই  
আসিতেছেন । হে পিতামহ । বাসুদেব  
নামে লিখ্যাত্মা সনাতনৌ বিশ্বমোহনি ইহঁরই  
অপর্যায়িত্ব বলিয়া আমাকে জাহ্নন । আপনি  
কি অব্যয় ব্রহ্মাধিপতি যোগেশকে দেখিতে-  
ছেন না ? আপনার দিব্য চক্ষু হউক, যে  
চক্ষুদ্বারা সেই শ্রেষ্ঠ পদার্থকে দর্শন করিতে  
পারেন । লোকপিতামহ ব্রহ্মা বিষ্ণু হইতে  
দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া সমুখাবস্থিত পরমেশ্বরকে  
জানিতে পারিলেন । ব্রহ্মা, ঈশ্বরবিষয়ক  
পরম জ্ঞান লাভ করিয়া মহাদেবের শরণাপন্ন  
হইলেন । অনন্তর ওঁকার অনুস্মরণ করিয়া  
আত্মা দ্বারা আত্মাকে সংরুদ্ধ করিয়া কৃতা-  
ঞ্জলিপুটে মহাদেবের স্তব করিলেন । পরমেশ্বর  
মহাদেব ব্রহ্মাকর্তৃক সংস্রজ্য হইয়া পরম  
জীতলাভ করিলেন এবং হাসিতে হাসিতে  
বলিলেন,—হে বৎস ! তুমি আমার সমান,  
তাহাতে সন্দেহ নাই ; তুমি আমার ভক্ত,  
লোকসৃষ্টির জন্ত পূর্কে অব্যয়রূপে আমা-  
কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছ । তুমি আত্মা-

বরং বরষা বিধায়ক বরদেহহং তবানঘ ॥ ৬৯  
স দেবদেববচনং নিশম্য কমলোত্তবঃ ।  
নিরীক্ষ্য বিষ্ণুং পুরুষং প্রণম্যোবাচ শঙ্করম্ ॥ ৭০  
ভগবন্ ভূতভব্যেণ মহাদেবাদ্বিকাপতে ।  
ত্বমেব পুত্রমিচ্ছামি ত্বয়া বা সদৃশং সূতম্ ॥ ৭১  
মোহিতোহস্মি মহাদেব মায়ায় স্তম্ভয়া ত্বয়া ।  
ন জানে পরমং ভাবং যাত্ৰাং তথেন তে শিব ॥  
ত্বমেব দেব ভক্তানাং মাতা ভাতা পিতা সূক্তং  
প্রসাদ তব পাদাঙ্কং নমামি শবণাগতম্ ॥ ৭৩  
স তস্মৈ বচনং শ্রুত্বা জগন্নাথো বুধধ্বজঃ ।  
বাজহর বদা পুত্রং সমালোকা জনার্দনম্ ॥ ৭৪  
ষদর্থিতং ভগবতা তৎ করিষ্যামি পুত্রক ।  
বিজ্ঞানমৈশ্বর্যং দিব্যমুৎপত্তি তবানঘ ॥ ৭৫  
ত্বমেব সর্বভূতানাং দিকৃতা নিয়োজিতঃ ।  
কুরুষ তেষু দেবেশ মায়াং লোকপিতামহ ॥ ৭৬  
এষ নারায়ণোহনন্তো মমৈব পরমা তনুঃ ।

আমার দেহসজুত এবং আদিপুরুষ, হে বিধায়ক-  
জ্ঞান! বর প্রার্থনা কর। ত্বৎসদ্বন্ধে আমি  
বরদ। কমলোত্তব ব্রহ্মা, দেবদেব মহাদেব-  
বাক্য শ্রবণপূসক বিষ্ণুকে নিরীক্ষণ করত  
শঙ্করকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—হে ভূত-  
ভব্যেণ ভগবন্ মহাদেব! আপনার পুত্র-  
রূপে পাইবার ইচ্ছা করি, অথবা আপনার  
সদৃশ একটি পুত্র পাইতে ইচ্ছা করি। ৬৯—  
৭১। হে মহাদেব! আপনার স্তম্ভ মায়ায়  
আমি মোহিত হইয়াছি। আপনার সম্বন্ধে  
যথার্থরূপে পরম ভাব জানি না। হে দেব!  
আপনিই ভক্তদিগের মাতা ভাতা পিতা ও  
সূক্ত। আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমি  
শবণাগত হইয়া আপনার পাদপদ্মকে নমস্কার  
করিতেছি। বুধধ্বজ মহাদেব ব্রহ্মার এই  
সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র জনার্দনকে  
অবলোকন করিয়া বলিলেন,—হে পুত্রক!  
তুমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছ, তাহা করিব।  
হে অনন্ত! তোমার দিবা ঐশ্বর্যজ্ঞান জন্মিবে।  
তুমিই সর্বভূতের আদিকর্তারূপে নিয়োজিত  
হইয়াছ। হে লোকপিতামহ! সেই সকল

ভবিষ্যতি ভবেশান যোগক্ষেমবহো হরিঃ ।  
এবং বাহুতা হস্তাভাঃ প্রীতঃ স পরমেশ্বরঃ ।  
সংস্পৃশ্ত দেবং ব্রহ্মাণং হরিং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭০  
তুষ্ঠোহস্মি সর্বধাং তে ভক্তভৃক জগন্নাথ ।  
বরং বৃণীষ ন হ্যাবাং বিভিন্নৌ পরমার্থতঃ ॥ ৭১  
শ্রুত্বাথ দেববচনং বিষ্ণুর্বিষ্মজগন্নাথঃ ।  
প্রাহ প্রসন্নো বাচ সমালোকা চ তনুধ্বজ ॥ ৭২  
এষ এব বরঃ প্রাচ্যো যদহং পরমেশ্বরম্ ।  
পশ্যামি পরমাত্মনং ভক্তিভবতু মে ত্বমি ॥ ৭৩  
তথৈতুক্তা মহাদেবঃ পুনর্বিষ্ণুমভ্যসত ।  
ভবান্ সর্বস্য কার্যস্য কর্তাহমধিদেবতম্ ॥ ৭৪  
ত্বন্যয়ঃ মন্যয়কৈব সর্বমেতন্ন সংশয়ঃ ।  
ভবান্ সোমস্বহং সূর্যো ভবান্ রাজিরহং দিনক  
ভবান্ প্রকৃতিরব্যাক্তমহং পুরুষ এব চ ।  
ভবান্ জ্ঞানমহং জাতা ভবান্ মায়াচমীশ্বরঃ ।  
ভবান্ বিদ্যাভিক্কা শক্তিঃ শক্তিমানহমীশ্বরঃ ॥ ৭৫

প্রাণীতে মায়া বিস্তার কর। এই নারায়ণ  
অনন্ত হরিকে আমার পরমা তনু বলিয়া  
জানিবে। হে ঐশ্বর্যশালিন! তোমার সম্বন্ধে  
ইনি যোগক্ষেমাবহ হইবেন। প্রীত পরমেশ্বর  
এই প্রকার বলিয়া, হস্তদ্বারা ব্রহ্মাকে সংস্পর্শন  
করত হরিকে এই কথা বলিলেন,—তোমার  
সম্বন্ধে আমি সর্বপ্রকারে পরিতুষ্ট হইয়াছি।  
হে ভক্ত! হে জগন্নাথ! বর প্রার্থনা কর,  
নিশ্চয়ই তুমি ও আমি যথার্থরূপে বিভিন্ন  
নহি। অনন্তর বিশ্বজগন্নাথ বিষ্ণু মহাদেববাক্য  
শ্রবণ করিয়া তনুধ্ব নিরীক্ষণপূর্বক প্রসন্নবাক্য  
দ্বারা বলিলেন,—এই বরই প্রাচ্য যে, আমি  
পরমাত্মা পরমেশ্বরকে দর্শন করিতে পারি  
এবং তোমাতে আমার ভক্তি থাকুক। ৭২—  
৭৩। ‘তাহাই হউক’ এই কথা বলিয়া, মহা-  
দেব পুনরায় বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন,—তুমি  
সকল কার্যের কর্তা, আমি অধিদেবতা। এই  
সমস্ত পদার্থ ত্বন্যয় ও মন্যয়; ইহাতে সংশয়  
নাই। তুমি চন্দ্র, আমি সূর্য। তুমি রাজি,  
আমি দিবা। তুমি অব্যাক্ত প্রকৃতি, আমি  
পুরুষ। তুমি জ্ঞান, আমি জাতা। তুমি মায়া,

সোহিং স নিকলো দেবঃ সোহসি নারায়ণঃ

প্রভুঃ

একীভাবেন পত্ততি যোগিনো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৮৫

স্বামিনামিত্য বিখ্যানন ন যোগী মামুপৈষ্যতি ।

পালিতৈত্তজগৎ কুংসং সন্দেহানুর-মামুস্বয় ॥৮৬

ইতীদংকৃতা ভগবাননাদিঃ

সমায়সা মোহিতভূতভেলঃ ।

জগাম জম্বুদ্বীপবিনাশহীনঃ

ধামৈকমব্যাক্তমনস্তপতিঃ ॥ ৮৭

ইতি ঈকোর্শে মহাপুরাণে পূর্বভাগে পদ্মো-

তবপ্রাক্তর্জাবে নবমোঃধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোঃধ্যায় ।

কুর্শ উবাচ ।

গতে মহেশ্বরে দেবে কুয় এব পিতামহঃ ।

ভদ্রেব সুমহৎ পদ্মং ভেজে নাভিসমুখিতম্ ॥১

অথ দীর্ঘেণ কালেন তত্রাপ্রতিমপোকৃষৌ ।

আমি ঈশ্বর। তুমি বিদ্যাভিক্ষা শক্তি, আমি শক্তিমান ঈশ্বর। যে আমি নিকল মহাদেব, সেই তুমি প্রভু নারায়ণ। ব্রহ্মবাদী যোগি-গণ একভাবেই দর্শন করেন। হে বিখ্যান! যোগিগণ তোমাকে আশ্রয় না করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবেন না। এই সমস্ত জগৎ অনুর, মামুস্ব এই সকলকে পালন কর। খীর মারাধারা মোহিত করিয়া ভূতভেদকারী অনন্তশক্তি ভগবান অনাদি এইপ্রকার বলিয়া জম্বু-দ্বীপবিনাশবিহীন অব্যক্ত ধামে গমন করিয়াছিলেন। ৮২—৮৭।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দশম অধ্যায় ।

কুর্শ বলিলেন,—মহেশ্বর দেব গমন করিলে পিতামহ ব্রহ্ম পুনর্বার নাভিসমুখিত হইয়া পদ্মে অবস্থান করিলেন। অনন্তর

মহানুরো সমারাতো ভ্রাতরো মধুকৈটভৌ ॥ ২

ক্রোধেন মহতাবিষ্টৌ মহাপর্কতবিগ্রহৌ ।

কর্ণাস্তরসমুদুভৌ দেববেদস্ত শাসিণঃ ॥ ৩

ভাবাগতো সমীক্যাহ নারায়ণমভৌ বিকুঃ ।

ত্রৈলোক্যকণ্টকাবেতাবনুরৌ হস্তমর্হাস ॥ ৪

ভদন্ত বচনং ব্রহ্মা হরিনারায়ণঃ প্রভুঃ ।

আজ্ঞাপয়ামাস তয়োর্বধাধঃ পুরুষাবুভৌ ॥ ৫

ভদ্রাজরা মহদবুধঃ তয়োস্তাত্যামকুন্দিজাঃ ।

ব্যজয়ৎ কৈটভঃ জিহুর্বিজুষ্ট ব্যজয়মধু ॥ ৬

ভতঃ পদ্মাসনাসীনঃ জগন্নাথঃ পিতামাহু ।

বতাবে মধুরং বাক্যং শ্বেহাবিষ্টমনা হরিঃ ॥ ৭

অস্মান্নমোহমানসঃ পদ্মাদবতর প্রভৌ ।

নাহং তবস্তং শক্লামি যোচুঃ তেজোময়ংভকু

ততোহবতীর্ষা বিখান্মা দেহমাবিশ্ত চকিণঃ ।

অবাপ বৈকরীঃ নিজ্রামেকৌতুয়াধ বিকুনা ॥ ৮

দীর্ঘকাল পরে অতুল্য-পরাক্রম বৃহৎ পর্কতা-কার অতিশয় ক্রোধাবিষ্ট কর্ণাস্তরসমুদুভ মধু কৈটভ নামে বিখ্যাত অনুরজাতীয় হই ভ্রাতা সমুপস্থিত হইয়াছিল। জম্বুদ্বীপে ব্রহ্মা ত্রৈলো-ক্যের কণ্টকস্বরূপ অনুরধরকে আসিতে দেখিয়া নারায়ণকে বলিলেন,—এই অনুর-ধরকে বিনাশ করা তোমার কর্তব্য। নারায়ণ ব্রহ্মার উক্ত বাক্য শ্রবণপূর্বক জিহু ও বিকু নামে পুরুষদ্বয় সৃষ্টি করিয়া মধু-কৈটভের বধের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে আজ্ঞা করিলেন। হে বিজগণ! নারায়ণের আদেশানুসারে মধু-কৈটভের সহিত উক্ত পুরুষদ্বয়ের মহাবুদ্ধ হইয়াছিল। তাহাতে জিহু কৈটভকে এবং বিকু মধুকে জয় করিয়াছিলেন। তদনন্তর জগন্নাথ হরি শ্বেহাকুলিতমনা হইয়া পদ্ম-সনোপবিষ্ট ব্রহ্মাকে মধুর বাক্যে বলিলেন,—আমি এ কালপর্যন্ত তোমাকে বহন করিয়া, এক্ষণে তুমি পদ্ম হইতে অবতীর্ণ হও। তুমি তেজোময় ও অতিভর, তোমাকে বহন করিতে পারিতেছি না। বিখান্মা ব্রহ্মা পদ্ম হইতে অবতরণপূর্বক বিকুর দেহে প্রবেশ করত বিকুর সহিত একভাবে বৈকরী নিজে



## পূর্বভাগঃ

সহ তেন ভয়াবিস্ত শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।  
 ব্রহ্মা নারায়ণাখ্যোহসৌ সুধাপ সলিলে তদা ।  
 সোহমুভয় চিরং কালমানন্দং পরমাত্মনঃ ।  
 অনাদ্যনন্তমবৈতং স্বাঙ্গানং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্ ॥১১  
 ততঃ প্রভাতে যোগাঙ্গা ভূত্বা দেবশচতুষ্রুখঃ ।  
 সসজ্জ সৃষ্টিং তদ্রূপাং বৈকবং ভাবমাপ্রিভতঃ ।  
 পুরস্তাদিস্রজাদবঃ সনন্দং সনকং তথা ।  
 ভৃগুং সনৎকুমারক পুষ্কজং তং সনাতনম্ ॥ ১৩  
 তে বন্দ্যমোহানিস্রুজাঃ পরং বৈরাগ্যমাহিতাঃ ।  
 বিদিত্বা পরমং ভাবং জ্ঞানে বদধিরে মতিম্ ।  
 তেষেবং নিরপেক্ষেযু লোকসৃষ্টৌ পিতামহঃ ।  
 ধতুৰ নষ্টচেতা বৈ মায়ায়া পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১৫  
 ততঃ পুরাণপুরুষো জগদ্রুতিঃ সনাতনঃ ।  
 ব্যাজহারাম্বনঃ পুত্রং মোহনাশায় পদ্মজম্ ॥১৬  
 বিষ্ণুরুবাচ ।

কচ্চিস্মু বিস্মৃতো দেবঃ শূলপাণিঃ সনাতনঃ ।  
 যদ্বক্তো বৈ পুরা শব্দুঃ পুত্রস্বৈ ভব শব্দব ॥ ১৭

প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । সেই সময়ে শঙ্খ-চক্র-  
 গদাধর নারায়ণাখ্য বিষ্ণু ব্রহ্মার সহিত এই-  
 রূপে বৈকবী নিদ্রায় আবিষ্ট হইয়া সলিলে  
 শয়ন করিয়াছিলেন । ১—১০ । সেই ব্রহ্মা  
 অনাদি, অনন্ত, একমাত্র স্বীয় আত্মাস্বরূপ ব্রহ্ম-  
 সংজ্ঞিত পরমাত্মার আনন্দ দীর্ঘকাল অমৃতত্ব  
 করিয়া প্রভাত সময়ে যোগাঙ্গা চতুষ্রুখ  
 হইয়া বৈকব ভাব আশ্রয় করত তদ্রূপ জগৎ  
 সৃজন করিলেন । দেবপিতামহ ব্রহ্মা প্রথমে  
 পুষ্কজ অর্থাৎ প্রবাহরূপে পুষ্কজাত সনন্দ  
 সনক, ভৃগু, সনৎকুমার ও সনাতনাদিকে  
 সৃষ্টি করিয়াছিলেন । শীতোক্তাদি মোহ-  
 নিস্রুক্ত পরমবৈরাগ্য ভাবাবস্থিত সনকাদি  
 ঋনিগণ পরমভাব জানিয়া জ্ঞানবিষয়ে বুদ্ধি  
 করিলেন । পিতামহ ব্রহ্মা সনকাদিকে এই-  
 রূপ নিরপেক্ষ দেখিয়া পরমেশ্বরের মায়া দ্বারা  
 লোকসৃষ্টি বিষয়ে ভ্রমমনোরথ হইয়াছিলেন ।  
 তদনন্তর 'পুরাণপুরুষ সনাতন বিষ্ণু মোহ-  
 নাশের নিমিত্ত স্বীয় পুত্র ব্রহ্মাকে বলিলেন,—  
 তুমি কি শূলপাণি মহাদেবকে বিস্মৃত হই-

অবাধ্য সংজ্ঞা গোবিন্দাৎ পরমোন্মিপিষ্ঠা  
 প্রজাঃ সষ্টমুনাংস্তেপে তপঃ পরমহুস্তরম্ ॥২০  
 তন্তৈবং তপ্যমানস্ত ন কিঞ্চিৎ সমবর্তত ।  
 ততো দীর্ঘেণ কালেন ক্রুখাংক্রোধোহভ্যজ্ঞা  
 ক্রোধাবিষ্টস্ত নেজাত্যাং প্রাপত্তরঙ্গবিন্দবঃ ।  
 ততস্তেভ্যোহঙ্গবিব্রুভ্যো ভূতাঃ

প্রোতান্তদাতবন্ ॥২০

সর্বাংস্তানগ্রতো দৃষ্ট্বা ব্রহ্মাঙ্গানমবিন্দত ।  
 জহৌ প্রাণাংস্ত তগবান্ ক্রোধাবিষ্টঃপ্রজাপতি  
 তদা প্রাণময়ো ক্রুজঃ প্রাহুমানীং প্রতোর্মুখাৎ  
 সহস্রাদিত্যসঙ্কাশো যুগাক্তদহনোপমঃ ॥ ২২  
 ক্রোধাদ মুহুরং ঘোরং দেবদেবঃ স্বয়ং শিখঃ ।  
 রোদমানঃ ততো ব্রহ্মা য়া রোদীরিত্যভ্যবত ।  
 রোদনাক্রম ইতোবং লোকে খ্যাতিং গমিষ্যসি  
 যন্তানি সন্ত নামানি পত্নীঃ পুত্রাংস্ত শাশ্বতান্

যাহ ? পূর্বে তুমি যে মহাদেবকে বলিয়া-  
 ছিলে “হে শব্দর ! তুমি আমার পুত্র হও ।  
 পদ্মযোনি ব্রহ্মা গোবিন্দের নিকট হইতে  
 সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া প্রজাসৃষ্টির ইচ্ছায় অতীর  
 ক্রোধে তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন ।  
 এইরূপ দীর্ঘকাল তপস্তাকারী ব্রহ্মার কিছুই  
 কস না হওয়ায়, ক্রুখ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন  
 হইয়াছিল । ক্রোধাবিষ্ট ব্রহ্মার নেত্রদ্বয় হইতে  
 বহুতর অঙ্গবিব্রু পতিত হইয়াছিল এবং  
 সেই অঙ্গবিব্রু হইতে ভূত-প্রোতগণ উৎপন্ন  
 হইয়াছিল । ব্রহ্মা এ সকল ভূত প্রোত-  
 গণকে সম্মুখে দেখিয়া আপনাকে নিজা  
 করিয়াছিলেন এবং ক্রোধাবিষ্ট হইয়া প্রাণ  
 পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । সেই সময়ে  
 ব্রহ্মার মুখ হইতে সহস্রস্বৰ্ণভূত্যা প্রলয়কালীন  
 পাবকসদৃশ প্রাণময় ক্রুজগণ প্রাহুর্ভূত হই-  
 লেন । দেবদেব স্বয়ং মহাদেব তখন উচ্চৈঃ-  
 স্বরে রোদন করিতে লাগিলেন, তাহাতে  
 ব্রহ্মা রোদনকারী মহাদেবকে ‘রোদন করিও  
 না’ এই কথা বলিলেন এবং বলিলেন, এই  
 রোদনহেতু জগতে তুমি ক্রুজ নামে খ্যাতি  
 লাভ করিবে । পিতামহ ব্রহ্মা আর সাত্তী

স্থানানি তেষামষ্টানান্ দদৌ লোকপিতামহঃ ।  
 ভবঃ সৰ্বভূতেশানঃ পশুনাং পতিরেব চ ।  
 ভীমশ্চোগ্রো মহাদেবস্তানি নামানি শস্ত্রবৈ ॥  
 সূর্যো জলঃ মহৌ বাহুবায়ুশাকাশমেব চ ।  
 দীক্ষিতো ব্রাহ্মণশ্চ ইত্যেতা অষ্টমূৰ্ত্তয়ঃ ॥ ২৬  
 স্থানেষেভেষু যে কদ্রান্ ধ্যায়ন্ত প্রণমন্ত চ ।  
 তেষামষ্টতত্ত্বদেবো দদাতি পরমং পদম্ ॥ ২৭  
 সুবৰ্চলা তথৈবোমা বিকেনী চ শিবা তথা ।  
 জাহা দিশ্চ দীক্ষা চ রোহিণী চেতি পত্নয়ঃ ॥ ২৮  
 শনৈশ্চরন্তথা শুক্ৰো লোহিতাক্ষো মনোজবঃ ।  
 কন্দঃ সৰ্গোহথ সন্তানো বুধশ্চৈবাং সূতাঃস্মৃতাঃ  
 এবম্ভাষ্যো ভগবান্ দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।  
 প্রজা ধৰ্ম্মক কামঞ্চ ত্যক্তা বৈরাগ্যমাত্মতঃ ॥ ৩০  
 আত্মভাষায় চাত্মানমৈশ্বর্যং ভাবমান্বিতঃ ।  
 শিবা তদকরং ব্রহ্ম শাস্ত্রং পরমামৃতম্ ॥ ৩১  
 প্রজাঃ সৃজেতি আদিষ্টো ব্রহ্মণা নীললোহিতঃ  
 স্বাস্তনো সঙ্গান্ কদ্রান্ সজ্জ মনসা শিবঃ ॥ ৩২

ব্রহ্ম নাম, পত্নী ও অবিদ্যাকী পুত্র এবং  
 ঐহিকগকে আটটি স্থান দিয়াছিলেন।  
 ভব, সৰ্ব, ঈশান, পশুপতি, ভীম, উগ্র ও  
 মহাদেব এই সাতটি নাম। সূর্য, জল,  
 মহৌ, বাহু বায়ু, আকাশ, দীক্ষিত ব্রাহ্মণ  
 এবং চন্দ্র এই আটটি মূৰ্ত্তি। যে সকল  
 ব্যক্তি এই সকল স্থানে কদ্রগণের ধ্যান ও  
 প্রণাম করে, অষ্টমূৰ্ত্তি মহাদেব ভাষ্যদিগকে  
 পরম পদ দান করেন। সুবৰ্চলা, উমা,  
 বিকেনী, শিবা, জাহা, দীক্ষা ও রোহিণী  
 এই আটটি পত্নী। শনৈশ্চর, শুক্ৰ, মঙ্গল,  
 মনোজব, কন্দ, সৰ্গ, সন্তান ও বুধ এই  
 আটটি পুত্র। ভগবান্ মহেশ্বর এই প্রকারে  
 প্রজা, ধৰ্ম্ম, কাম, এই সকল পরিত্যাগ করিয়া  
 বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। ২১—৩০।  
 আত্মাতে আত্মসংযোগপূৰ্ব্বক অকর ব্রহ্মরূপ  
 সেই পরমামৃত পান করিয়া ঈশ্বরতাব অর্থাৎ  
 লক্ষ্যন করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা মহাদেবকে  
 প্রজা সৃজন করিতে আদেশ করিলে, মহাদেব  
 মনোহারী আত্মসদৃশ, জটাজুট-বিশিষ্ট, ভগ্ন-

কপদিনো নিরাভুতান্ নীলকণ্ঠান্ পিনাকিনঃ ।  
 ত্রিশূলহস্তাশ্চ ত্রিকান্ সদানন্দাং ত্রিলোচনান্ ॥ ৩৩  
 জরামরণনিম্মুক্তান্ মহাব্রহ্মভবাহনান্ ।  
 বীতরাগাং চ সৰ্বজ্ঞান কোটিকোটিশতান্ প্রভুঃ  
 তান্ দৃষ্টা বিবিধান্ কদ্রান্নির্মলান্নীললোহিতান্  
 জরামরণনিম্মুক্তান্ ব্যাজহার হরং শুক্ৰঃ ॥ ৩৫  
 মা আক্ষৌরীদৃশীর্দেব প্রজা মৃত্যুবিবর্জিতাঃ ।  
 অস্তাঃ সৃজন ভূতেশ জন্মমৃত্যুসমবিতাঃ ॥ ৩৬  
 ততস্তমাহ ভগবান্ কপদী কামশাসনঃ \* ।  
 নাস্তি মে তাদৃশঃ সৰ্গঃ সৃজ্যং বিবিধাঃ প্রজাঃ  
 ততঃ প্রভৃতিদেবোহসৌ ন প্রসৃতে ওতাঃ প্রজাঃ  
 স্বাত্মজৈরেব তৈরুদ্ভোনিবৃত্তায়া হৃদিস্থিতা ॥ ৩৮  
 সৃগুহঃ তেন তস্মাসৌদেবদেবস্ত শুলিনঃ ।  
 জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্যং রূপং সত্যং কমা ধৃতিঃ  
 দ্রষ্টব্যং আত্মসংবোধো হৃদিস্থিতঃ স মেব চ ।  
 অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠান্ত শব্দরে ॥ ৪০  
 স এঃ শব্দরঃ সাক্ষাৎ পিনাকী পরমেশ্বরঃ ।

রহিত, নীলকণ্ঠ, পিনাকধারী, ত্রিশূলহস্ত,  
 উদ্যমশীল, সদানন্দ, ত্রিলোচন, জরামরণরহিত,  
 নিম্মুক্ত, মহাব্রহ্মভবাহন, বীতস্পৃহ ও সৰ্বজ্ঞ  
 কোটিকোটিশত কদ্র সৃজন করিয়াছিলেন।  
 ব্রহ্মা নীলকণ্ঠ জরামরণরহিত কদ্রগণকে দর্শন  
 করিয়া মহাদেবকে বলিলেন,—হে দেব।  
 মৃত্যুরহিত একরূপ প্রজা সৃজন করিও না, হে  
 ভূতাদিগে! জন্ম মৃত্যুসমবিত অস্ত প্রজা  
 সৃজন কর। কামশাসন কপদী মহাদেব  
 ব্রহ্মাকে বলিলেন,—আমার সেরূপ সৃষ্টি  
 নাই, তুমি সেইরূপ নানাবিধ প্রজা সৃজন  
 কর। সেই অর্বাধ মহাদেব এইরূপ প্রজা  
 আর সৃজন না করিয়া, পুত্রগণের সহিত  
 নিবৃত্তায়া হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।  
 এইরূপ অবস্থানহেতু দেবদেব মহাদেবের  
 স্থাপু নাম হইল। জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য,  
 তপস্বী, সত্য, কমা, ধৃতি, দ্রষ্টব্য, আত্ম-  
 সংবোধ ও আত্মসংবোধ এই দশটি মহাদেবে  
 সৰ্বদা অব্যয়ভাবে বিদ্যমান আছে। ৩১—৪০

\* সৌমভূষণঃ হতি পাঠান্তরম্ ।

ততঃ স ভগবান্ ব্রহ্মা বীক্ষ্য দেবং ত্রিলোচনম্ ।  
সঠৈব মানসৈঃ পুঠিতঃ স্রীতিবিস্ফারলোচনঃ ।  
জ্ঞাত্বা পরমেশ্বরং ভাবমৈশ্বরং জ্ঞানচক্ষুষা ।  
তুষ্ঠ্যৈব জগতামোশং কুত্বা শিরসি চাঁক্লজিম্ ॥৪২  
ব্রহ্মোচ্চিৎ ।

নমস্তেহস্ত মহাদেব নমস্তে পরমেশ্বর ।  
নমঃ শিবায দেবায নমস্তে ব্রহ্মরূপিণে ॥ ৪৩  
নমোহস্ত তে মহেশায নমঃ শাস্তায হেতবে ।  
প্রধানপুরুষেশায যোগাধিপত্যে নমঃ ॥ ৪৪  
নমঃ কালায় ক্রদায় মহাগ্রাসায় শূলিনে ।  
নমঃ পিনাকহস্তায় ত্রিনেত্রায় নমো নমঃ ॥ ৪৫  
নমস্ত্রিমূর্তয়ে তুভ্যং ব্রহ্মণে জনকায় তে ।  
ব্রহ্মবিদ্যাধিপত্যে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনে ॥ ৪৬  
নমো বেদ-ভক্ষায় কালকালায় তে নমঃ ।  
বেদান্তসারসারায় নমো বেদান্তমূর্তয়ে ॥ ৪৭

সেই পিনাকী মহাদেবই সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ।  
তদনন্তর মানস পুত্র-সমধিত মহাদেবকে দর্শন  
করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার লোচন আনন্দে বিস্ফা-  
রিত হইয়া উঠিল । তখন তিনি জ্ঞানচক্-  
ষার ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পরমভাব জানিয়া শিরো-  
দেশে অঞ্জলিবন্ধনপূর্বক জগতের ঈশ্বর মহা-  
দেবকে স্তব করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা  
বলিলেন,—মহাদেব ! তোমাকে নমস্কার ।  
তুমি পরমেশ্বর, তুমি মঙ্গলময়, তুমি দেব,  
তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । তুমি  
মহেশ, তুমি শাস্ত, তুমিই জগৎকারণ, তোমায়  
নমস্কার । তুমি প্রকৃতি পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ,  
তুমি দেবাধিপতি, তোমায় নমস্কার । তুমি  
কাল, ক্রদ, মহাগ্রাস, শূলধারী ও ত্রিনেত্র,  
তোমায় নমস্কার । তুমি পিনাকহস্ত, তুমি  
ত্রিমূর্তি ( অর্থাৎ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ), ব্রহ্ম  
স্বরূপ, তুমি জগৎপালক, তুমি বেদবিদ্যার  
অধিপতি ও তুমি বেদ-বিদ্যাপ্রদায়ী,  
তোমাকে নমস্কার । তুমি বেদরহস্য ( অর্থাৎ  
বেদমধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত ), তুমি কাল-  
নাশক, তুমি বেদান্তের স্মরণ্য হইতেও  
শ্রেষ্ঠ এবং তুমি বেদান্তমূর্তি ( অর্থাৎ বেদ-

নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় যোগিনাং শ্রবণে নমঃ ।  
প্রহীণশোক বিবিধৈর্ভূতৈঃ পরিবৃত্তায় তে ॥৪৮  
নমো ব্রহ্মণাদেবায ব্রহ্মাধিপত্যে নমঃ ।  
ব্রহ্মকায়াদিদেবায নমস্তে পরমেশ্বিনে ॥ ৪৯  
নমো দিধাসসে তুভ্যং নমো যুগায় দণ্ডিনে ।  
অনাদিমলহীনায় জ্ঞানগম্যায় তে নমঃ ॥ ৫০  
নমস্তারায় তীর্থায় নমো যোগাধিহেতবে ।  
নমো ধর্ম্যাধিগম্যায় যোগগম্যায় তে নমঃ ॥ ৫১  
নমস্তে নিম্প্রপঞ্চায় নিরাতাসায় তে নমঃ ।  
ব্রহ্মণে বিশ্বরূপায় নমস্তে পরমাত্মনে ॥ ৫২  
ঈশ্বর্য সৃষ্টমখিলং ভূষোব সকলং স্থিতম্ ।  
ভূষা সংস্থিতো বিশ্বঃ প্রধানাদ্যং ভগনম্ ॥ ৫৩  
ভূমীশ্বরো মহাদেবঃ পরঃ ব্রহ্ম মহেশ্বরঃ ।  
পরমেশী শিবঃ শাস্তঃ পুরুষো নিকলো হতঃ ॥৫৪  
ভূমকরং পরং জ্যোতিস্বং কালঃ পরমেশ্বরঃ ।  
ভূমেব পুরুষোহনন্তঃ প্রধানঃ প্রকৃতিস্তথা ॥৫৫

স্বরূপ ), তোমাকে নমস্কার । তুমি বুদ্ধ, শুদ্ধ  
যোগীদিগের গুরু, তুমি শোকরহিত বিবিধ  
ভূতগণকর্তৃক পরিবৃত্ত, তোমায় নমস্কার । তুমি  
ব্রহ্মাধিপতি, তুমি আদিদেব ও তুমিই পর-  
মেশী, তোমায় নমস্কার । তুমি দিগেশ্বর, তুমি  
যুগ, তুমি দণ্ডধারী, তুমি অনাদি, তুমি অমল  
ও তুমি জ্ঞানমাত্রগম্য, তোমাকে নমস্কার ।  
৪১—৫০ । তুমি ওঙ্কারস্বরূপ ও তীর্থস্বরূপ,  
তুমি যোগসিদ্ধির হেতু, তুমি ধর্ম্যাধিগম্য ও  
যোগগম্য, তোমায় নমস্কার । তুমি জগৎ  
হইতে ভিন্ন, তুমি দৌণ্ডশূল, তোমাকে নম-  
স্কার । তুমি ব্রহ্মস্বরূপ, তুমি বিশ্বরূপ তুমি  
পরমাত্মস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । তুমি এই  
বিস্তৃত ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছ ও তোমাতেই  
এই ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত এবং তুমিই এই ব্রহ্মাণ্ড  
মহাকালরূপে সংহার করিতেছ, তুমি প্রকৃতির  
অদি ভব । হে জগন্ময় ! তোমাকে নম-  
স্কার । তুমি ঈশ্বর, তুমি মহাদেব, তুমি  
পরমব্রহ্মস্বরূপ, তুমি মহেশ্বর, তুমি পরমেশী,  
তুমি শিব ও শাস্ত, তুমি পুরুষ, তুমি নিকল  
( অর্থাৎ অবিনাশী ) পরম জ্যোতিঃস্বরূপ,

কুমিরাশোহনলো বায়ুৰ্যোমাংস্কার এব চ ।  
 বস্তু রূপং নমস্ত্যামি ভবন্তঃ ব্রহ্মসংজিতম্ ॥ ৫৬  
 বস্তু দ্যৌরভবমুর্দ্ধা পাদৌ পৃথ্বী দিশো ভূজাঃ ।  
 আকাশমুদরং তন্মৈ বিরাজে প্রণমাম্যহম্ ॥ ৫৭  
 সন্তাপয়তি যো নিত্যং বভাতির্ভাসয়ন্ দিশঃ ।  
 জ্যোতঃজ্যোময়ং বিশ্বং তন্মৈ স্বর্ধ্যাশ্বনে নমঃ ॥  
 হব্যং বহতি যো নিত্যং রৌদ্রী তেজোময়ী ত্ব  
 কব্যং পিতৃগণানাং তন্মৈ বহ্ন্যাশ্বনে নমঃ ॥ ৫৮  
 আপ্যায়তি যো নিত্যং স্বধায়া সকলং জগৎ ।  
 শীঘ্রে দেবতাশ্চৈব তন্মৈ চন্দ্রাশ্বনে নমঃ ॥ ৫৯  
 বিতর্জ্যশেষভূতানি বাস্তবরতি সর্বদা ।  
 শক্তির্বাৎসবরী ভূতাঃ তন্মৈ বায়ুশ্বনে নমঃ  
 ত্বজ্যশেষমেবেদং যঃ স্বকর্মাঙ্কুরপতঃ ।  
 আশ্রয়ত্বং তন্মৈ চতুর্ভুজাশ্বনে নমঃ ॥ ৬০

যঃ শেতে শেষশ্বনে বিশ্বমাবৃত্য মায়া ।  
 স্বাশ্রুত্বাতিযোগেন তন্মৈ বিশ্বাশ্বনে নমঃ ।  
 বিভর্তি শিরসা নিত্যং দ্বিসপ্তভুবনাম্বকম্ ।  
 ব্রহ্মাণ্ডং যোহখিলাধারন্তন্মৈ শেবাশ্বনে নমঃ ॥  
 যঃ পরাস্তে পরানন্দং পীত্বা দেবৈকসাক্ষিকম্ ।  
 নৃত্যত্যানন্তমহিমা তন্মৈ ক্রজাশ্বনে নমঃ ॥ ৬১  
 যোহন্তরা সর্বভূতানাং নিয়ন্তা তিষ্ঠতীশ্বরঃ ।  
 তং সর্বসাক্ষিণং দেবং নমস্তে বিশ্বতন্তুম্ ॥ ৬২  
 যঃ বিনিজ্রা জিত্বাসাঃ সন্তষ্টাঃ সমদর্শিনঃ ।  
 জ্যোতিঃ পশ্যন্তি যুজানান্তন্মৈ যোগাশ্বনে নমঃ  
 যয়া সত্তরতে মায়াঃ যোগী সংকীর্ণকন্ধ্যবঃ ।  
 অপারতরপর্যাস্তাঃ তন্মৈ বিদ্যাশ্বনে নমঃ ॥ ৬৩  
 যন্ত ভাসা বিভাতীদমদয়ং তমসঃ পরম্ ।  
 প্রপদ্যে তৎ পরং তৎ তদ্রূপং পারমেশ্বরম্ ॥

তুমি কালস্বরূপ, তুমি পরমেশ্বর, তুমিই পুরুষ,  
 তুমি অনন্ত, তুমিই প্রকৃতি ও প্রকৃতির পরি-  
 ণাম । তুমি জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং  
 অলঙ্কারস্বরূপ, অতএব ব্রহ্মসংজিত তোমাকে  
 নমস্কার করি । স্বর্গ বাহ্যর মস্তক, পৃথিবী  
 বাহ্যর পাদদ্বয়, দিক্ সকল বাহ্যর হস্ত,  
 আকাশ বাহ্যর উদর, সেই বিরাট পুরুষকে  
 আমি প্রণাম করি । যিনি স্বীয় প্রভা দ্বারা  
 দিক্ সকলকে আলোকময় করত এই ব্রহ্ম-  
 তেজোময় বিশ্বকে সন্তপিত করিতেছেন,  
 সেই স্বর্ধ্যমূর্ত্ত পুরুষকে প্রণাম করি । যে  
 তেজোময় রৌদ্রী ত্বজ, হব্য ও পিতৃগণের  
 কব্য নিয়ত বহন করিতেছেন, সেই বহ্নি-  
 রূপী পুরুষকে নমস্কার করি । যিনি স্বয়ং  
 রশ্মিদ্বারা সমস্ত জগৎকে আলোকিত  
 করিতেছেন এবং দেবতাসমূহ বাহ্যর আলোক  
 উপভোগ করিতেছেন, সেই চন্দ্ররূপী  
 পুরুষকে প্রণাম ॥ ৫১—৬০ ॥ যে মাৎসবরী  
 শক্তি অন্তরেও বিচরণ করিয়া এই অশেষ  
 ভূতসমূহকে ধারণ করিতেছেন, সেই বায়ু-  
 রূপী পুরুষকে নমস্কার । যিনি স্বয়ং স্বকর্মাঙ্কু-  
 রূপ এই অশেষ প্রাণিসহ সৃজন করিতে  
 ছেন, আশ্রিতে অবস্থিত সেই চতুর্ভুজ-

রূপী পুরুষকে নমস্কার ! যিনি স্বীয় আশ্রায়  
 অশ্রুত্বাতিযোগে মায়া দ্বারা বিশ্বকে আবৃত্ত  
 করিয়া শেষশব্দায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন,  
 সেই বিষ্ণুমূর্ত্ত পুরুষকে নমস্কার । যিনি সর্বদা  
 চতুর্দশভুবনাম্বক ব্রহ্মাণ্ডকে মস্তকদ্বারা ধারণ  
 করিয়া রহিয়াছেন, অখিলব্রহ্মাণ্ডের আধার-  
 স্বরূপ সেই শেবরূপী পুরুষকে নমস্কার ।  
 যিনি মহাপ্রলয়াবসানে পরমানন্দ পান করিয়া  
 অনন্ত মহিমাযুক্ত ও দিব্য একমাত্র সাক্ষী  
 হইয়া নৃত্য করিয়া থাকেন, সেই ক্রজরূপী  
 পুরুষকে নমস্কার । যিনি নিয়ন্তা ঈশ্বররূপে  
 সর্বভূতের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন, সেই  
 বিশ্বশরীর সর্বসাক্ষী দেবকে নমস্কার । নিজ্রা-  
 বহিত জিত্বাস সন্তষ্ট সমদর্শী যোগগণ  
 বাহ্যকে জ্যোতিঃস্বরূপ দর্শন করিয়া থাকেন,  
 সেই যোগস্বরূপ পুরুষকে নমস্কার । পাপ-  
 বিরহিত যোগী যে বিদ্যা \* দ্বারা অপার-তর-  
 পর্যাস্ত মায়ায় সাগর সন্তোষ হইয়া থাকেন,  
 সেই বিদ্যাময় তোমাকে নমস্কার । বাহ্যর  
 প্রভাদ্বারা এই তমোভীত অধিতীয়া ঐশ্বর্যময়

\* বিতৃক্ সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির নাম বিদ্যা,  
 মলিন সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতির নাম মায়া ।

নিত্যানন্দঃ নিরাধারঃ নিরুপঃ পরমঃ শিবম্ ।  
 প্রপদ্যে পরমাত্মনঃ ভবন্তঃ পরমেশ্বরম্ ॥ ১০  
 এবং ত্বা মহাদেবঃ ত্বা স্তবতাবিতঃ ।  
 প্রাজলিঃ প্রণতস্ত্বো গৃণন ত্বা সনাতনম্ ॥ ১১  
 ততস্ত্বৈ মহাদেবো দিয়াঃ যোগমহত্তমম্ ।  
 ঐশ্বর্যং ত্বাস্তবং বৈরাগ্যক দদৌ হরঃ ॥ ১২  
 করাভ্যাং সুতভাভ্যাক্ সঙ্গুত প্রণতার্চিহা ।  
 ব্যাজহার অমরেন্দ্রং সোহৃগুহ পিতামহম্ ॥ ১৩  
 যৎ স্মৃত্যর্চিতং ত্বান্ পূজয়ে তব কামম্ ।  
 কৃতং যদা তৎ সকলং সৃজন্য বিবিধং জগৎ ॥  
 ত্রিধা তিরোহস্যাহং ত্বান্ ত্বা-বিক্রোধ্যায়া ।  
 সর্গকালয়ুগৈর্নিকলঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৪  
 স ত্বং মমাপ্রভঃ পুত্রঃ সৃষ্টিহেতোর্নির্মিতঃ ।  
 মমৈব দক্ষিণাদক্ষাঘামাক্ষাং পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৫  
 তত্ত্ব দেবাধিদেবস্ত শস্তে'হুদয়দেশতঃ ।

সবস্তুবাধ ক্রোহো বা সোহহং তত্ত্ব পরা তত্ত্বঃ  
 ত্বা-বিক্র-শিবা ত্বান সর্গকালয়ুগৈর্নিকলঃ  
 বিতজ্যাত্মানমেকোহপি স্বেচ্ছয়া শক্যঃ স্মিতঃ  
 তথাভ্যানি চ রূপাণি যম মায়া স্তানি চ ।  
 অরূপঃ কেবলঃ স্বহো মহাদেবঃ স্তবতঃ ॥ ১২  
 য এত্যাঃ পরতো দেবগ্নিমূর্তিঃ পরমা তত্ত্বঃ ।  
 মাহেশ্বরী জিনয়না যোগিনাঃ শক্তিদা সদা ॥ ১৩  
 তত্ত্বা এব পরাঃ মুর্তিঃ মামবেহি পিতামহ ।  
 শাস্ত্রৈবৈব্যবিজ্ঞানভেজোযোগসমবিতাম্ ॥ ১৪  
 সোহহং প্রসামি সকলমধিষ্ঠায় তমোত্তমম্ ।  
 কালো ত্বা ন মনসা মামস্তোহভিভবিস্যতি ।  
 যদা যদা হি মাং নিত্যং বিচিন্তয়সি পদ্মজ ।  
 তদা তদা মে সারিধ্যাঃ ভবিষ্যতি ভবানঘ ॥ ১৫  
 এতাবদ্বাক্যং ত্বান্নাং সোহভিভবন্ত্য শুক্লং হরঃ ।  
 সঠৈব মানসৈঃ পুত্রৈঃ কণাদম্বরধীয়ত ॥ ১৬

তব প্রকাশিত হইতেছে, সেই পরমতত্ত্বস্বরূপ  
 পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। নিত্যানন্দস্বরূপ  
 আধারশূন্য অশরহিত পরমাত্মস্বরূপ পরমে-  
 শ্বরের শরণাপন্ন হই। ১০—১১। ত্বা মহা-  
 দেবগতচেতা হইয়া সনাতন ত্বাস্বরূপ মহা-  
 দেবকে এই প্রকার স্তব করিয়া গান করিতে  
 করিতে কৃতাজলি ও প্রণত হইয়া অবস্থান  
 করিতে লাগিলেন। তদনন্তর মহাদেব ত্বাকে  
 দিয়া অমৃতম ঐশ্বর্য যোগ, ত্বাস্তব ও  
 বৈরাগ্য প্রদান করিয়াছিলেন। প্রণতজনের  
 পীড়াবিনাশক মহাদেব সুন্দর করতলদ্বারা  
 পিতামহ ত্বাকে ধারণপূর্বক কৈবৎ প্রহসিত  
 হইয়া বলিলেন,—ত্বান্। তুমি আমাকে  
 পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইবার জন্য যে প্রার্থনা  
 করিয়াছিলে, আমি তোমার সে প্রার্থন  
 পূর্ণ করিয়াছি; এক্ষণে তুমি বিবিধ জগৎ  
 সৃজন কর। হে ত্বান্! আমি নিকল পর-  
 মেশ্বর, কিন্তু সৃজন পালন ও সংহার শুধু  
 দ্বারা ত্বা, বিষ্ণু ও হর নামে তিন প্রকারে  
 বিভক্ত হইয়াছি। তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র,  
 সৃষ্টির নিবৃত্ত আমার দক্ষিণাঙ্গ হইতে  
 বিনির্মিত হইয়াছ, বামার্ধ হইতে বিষ্ণু

বিনির্মিত হইয়াছেন। সেই দেবাধিদেব  
 শকুর হৃদয়দেশ হইতে রক্ত স্রুত হইয়াছেন,  
 অথবা তাঁহার ঐচ্ছিক তত্ত্ব আমি। হে ত্বান্!  
 শকর একমাত্র হইয়াও স্বেচ্ছাক্রমে সৃষ্টি,  
 পালন ও বিনাশের হেতুত্ব ত্বা, বিষ্ণু ও  
 শিবরূপে স্বীয় দেহ বিভাগ করিয়া অবস্থান  
 করিতেছেন। অস্তান্ত মুর্তি সকল আমার  
 শায়িকৃত। আর যে মহাদেব এই সকল  
 মুর্তির পরবর্তী অর্থাৎ নিয়ন্তা, তিনি স্তবতঃ  
 অরূপ, অধিতীয় ও আত্মহ। ঐ মহাদেবের  
 পরমা তত্ত্ব ত্রিমূর্তি, জিনয়না এবং যোগিগণের  
 সর্বদা শাস্তিদায়িনী। হে পিতামহ! আমাকে  
 সেই মাহেশ্বরী পরমা তত্ত্ব, নিত্য-ঐশ্বর্য  
 বিজ্ঞান-ভেজোযোগ সমবিত ঐচ্ছিমূর্তি বলিয়া  
 জানিবে। আমি তমোত্তম আশ্রয় করত  
 কালরূপে এই বিস্তীর্ণ জগৎ সংহার কর,  
 অতঃকাল মনো দ্বারাও আমাকে পরাকৃত  
 করিতে পারে না। হে অনঘ! হে পদ্মজ!  
 যে যে সময় আমাকে চিন্তা করিবে, সেই  
 সেই সময়েই আমার সারিধ্য প্রাপ্ত হইবে।  
 সেই মহাদেব পিতা ত্বাকে এই সকল কথা  
 বলিয়া এবং অভিনন্দন করিয়া মানস-পুত্র

সোহিণি যোগঃ সমাধায় সসজ্জ বিবিধঃ জগৎ  
নারায়ণাখ্যো ভগবান্ যথাপূৰ্ণঃ প্রজাপতিঃ ।  
মরীচিভৃৎসদৃশঃ পুলস্ত্যঃ পুন্ড্রঃ ক্রতুঃ ।  
দক্ষশ্চৈব বাসিষ্ঠক সোহহুত্ৰদ্ব্যোগ বদায় ॥ ৮  
নবঃ প্রজাপি উভোভে পুরাণে নিকরঃ গতাঃ ।  
সৰ্বে তে অক্ষণা তুল্যাঃ সাধকা ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৯  
সকলকৈব ধর্মক যুগধর্ম্যাস্ত শাস্তান ।  
স্থানান্তিমানিনঃ সর্গান যথা তে কথিতং পূবা ॥  
ইতি শ্রীমদেব মহাপুরাণে পূর্বভাগে কল্প-  
লুপ্তির্মায় দশমোহধ্যায়ঃ ১০ ।

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

কুর্শ উবাচ ।

এবং লুপ্তা মরীচ্যানীন দেবদেবঃ শিহামরঃ ।  
সকৈব মানসৈঃ পুত্রৈস্ততাপ পরমং তপঃ ॥ ১  
ততৈবং তপতো বক্রঃ ক্রতুঃ কালারিসম্ভবঃ ।

গণের সহিত তৎকণাৎ অর্জিত হইলেন ।  
তদনন্তর নারায়ণাখ্য ভগবান্ প্রজাপতি  
যোগ আশ্রয় করত পূর্বোক্তরূপ বিবিধ জগৎ  
লুপ্তন করিতে লাগিলেন । ব্রহ্মা যোগ-  
বিদ্যাধারা মরীচি, ভৃগু, অজিতা, পুন্ড্রা,  
পুলস্ত্য, ক্রতু, দক্ষ, অজি এবং বশিষ্ঠকে  
লুপ্তন করিলেন । এই তেত পুরাণে ইহার  
নব ব্রহ্মা বলিয়া নিশ্চিত আছেন । ইহার  
সকলেই ব্রহ্মার তুল্য সাধক ও ব্রহ্মবাদী ।  
সকল, ধর্ম, যুগধর্ম ও সকল স্থানান্তি-  
মানিগণ তোমার নিকট যথাপূর্ণ কথিত  
হইয়াছে । ১১—৮৮ ।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ অধ্যায় ।

কুর্শ বলিলেন ;—দেবদেব পিতামহ ব্রহ্মা  
রীচ্যাণি অধিগণকে এইরূপে লুপ্তি করিয়া  
ই সকল মানসপুত্রের সহিত পরম তপস্তা

ত্রিশূলপাণিরীশানঃ প্রাত্তরাসীৎ ত্রিলোচনঃ ॥ ২  
অর্জনারীশ্বরবপুর্দুশ্চৈকোহতিভ্যকরঃ ।  
বিত্তজ্ঞানমিত্যাক্ষা ব্রহ্মা চাধর্দধে তথাৎ ॥ ৩  
তথোক্তোহসৌ বিধা শ্রীষং পুরুষত্বং  
তথাকরোৎ ॥  
বিত্তদ পুরুষত্বক দশধা চৈকধা পুনঃ ॥ ৪  
একাদশৈতে কথিতা কল্পাত্ত্রুবনেশ্বরঃ ।  
কপালীশদ্বয়ো বিপ্রা দেবকার্যো নিয়োজিতাঃ  
সোম্যাসোম্যাস্তথা শাস্তাশাস্তঃশ্রীষক সপ্রভুঃ  
বিত্তদ বহুধা দেবঃ অরুণৈরসিতৈঃ সিতৈঃ ॥ ৬  
তাবে বিভূতয়ো বিপ্রা বিজ্ঞতাঃ শক্তয়ো  
ভুবি ।

লক্ষ্যাদয়ো যাতিরীশা বিবংবাপ্রোতি শাকরী  
বিত্তজ্ঞা পুনরীশানী স্বাস্তাঃ শমকবোধিতাঃ ।  
মহাদেবনিয়োগেন পিতামহমুপকিতা ॥ ৮

করি ত লাগিলেন । এই প্রকার তপস্তা-  
কাণ্ডী ব্রহ্মার মুখ হইতে কালারিসম্ভব ত্রিশূল-  
ধারী ত্রিলোচন অতি ভয়ঙ্করমূর্তি হৃদয়নিয়  
অর্জনারীশ্বররূপে কল্প প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।  
“আপনাকে বিভাগ কর” এই কথা বলিয়া  
ভয়াকুল চিত্তে ব্রহ্মা অর্জিত হইলেন । কল্প  
এই প্রকার উক্ত হইয়া শ্রী ও পুরুষরূপে  
আপনাকে বিধা বিভক্ত করিলেন । সেই  
পুরুষ ভাগকে আবার একাদশ ভাগে  
বিভক্ত করিলেন । হে বিপ্রগণ ! উক্ত এক-  
দশ পুরুষই কপালীশাদিনামক কল্প বলিয়া  
কথিত আছেন । তাঁহারা ত্রিভুবনেশ্বর ও  
দেবকার্যে নিয়োজিত । সেই প্রভু দেব শ্রী  
সোম্য অসোম্য শাস্ত অশাস্ত এবং সিত,  
অসিত রূপের সহিত শ্রী-অংশকেও বহু  
প্রকারে বিভক্ত করিলেন । হে বিপ্রগণ !  
কল্পের অংশ সেই বিভূতি লক্ষ্যাদি শক্তি  
নামে পৃথিবীতে বিখ্যাত আছেন । ঈশ্বরী  
শক্তরী এই সকল শক্তি দ্বারা বিশ্বকে ব্যাপ্ত  
করিয়া আছেন । ১—১ । ঈশানী পূর্বোক্ত  
প্রকারে বিভাগ করিয়া শ্রী অংশ পৃথক করি-  
লেন এবং মহাদেবের নিয়োগানুসারে সেই

## পূর্বভাগঃ

ভাষাঃ ভগবান ব্রহ্মা দক্ষত্ব হুহিতা তব ।  
সাপি ভক্ত নিযোগেন প্রাহুরাসীৎ প্রজাপতেঃ  
নিযোগাদব্রহ্মণো দেবীং দদৌ কৃত্বায় তাং

সতীম্ ।

দাকীং কজ্জোহপি জগ্রাহ স্বকীয়মেব শূলভৃৎ  
প্রজাপতিবিনির্দেশাৎ কালেন পরমেশ্বরী ।  
মেনায়ামভবৎ পুত্রী তদা তিমবতঃ সতী ॥ ১১  
স চাপি পৰ্বতবরো দদৌ কৃত্বায় পার্শ্বনীয়ম্ ।  
হিতায় সৰ্বদেবানাং ত্রৈলোক্যান্ত্রাঙ্কনেহপি চ  
সৈষা মাতেশ্বরী দেবী শঙ্করার্ক্ষশরীরিনী ।

শিবা সতী তৈমবতী সুরাসুরনমস্কৃতা ॥ ১৩

তন্ত্রাঃ প্রভাবমতুলং সৰ্বৈ দেবাঃ সৰ্বাসবাঃ ।  
বদন্তি মনুষ্যে বেত্তি শঙ্করো বা স্বয়ং হরিঃ ॥ ১৪  
এতদ্ব্যং কথিতং বিপ্রাঃ পুত্রভ্যং পরমেশ্বরিণঃ ।  
ব্রহ্মণঃ পদ্মযোনিঃ শঙ্করস্তামিতৌজসঃ ॥ ১৫

ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে পূর্বভাগে দেবা-  
বতারে একাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥

মূর্তিতে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে যাওয়া উপ-  
স্থিত হইলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন,—  
তুমি দক্ষের দ্বারা হইয়া জন্ম গ্রহণ কর।  
তিনিও ব্রহ্মার আদেশে দক্ষ হইতে প্রা-  
ভূতা হইলেন। দক্ষ ব্রহ্মার আদেশে সেই  
সতী দেবীকে কজ্জোদ্যে দান করিলেন;  
শূলধারী কজ্জ ও স্বকীয় শক্তি দাকীকে গ্রহণ  
করিলেন। প্রজাপতির আদেশ হেতু কাল-  
ক্রমে পরমেশ্বরী হিমালয়ের ঔরসে মেনার  
গর্ভে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।  
সেই পৰ্বতশ্রেষ্ঠ হিমালয়ও দেববর্গ, ত্রৈলোক্য  
এবং নিজের চিত্তের নিমিত্ত পার্শ্বতীকে  
কজ্জোদ্যে দান করিয়াছেন। ইহঁকেই সেই  
সুরাসুরনমস্কৃতা শঙ্করার্ক্ষশরীরিনী মৎশ্বরী  
তৈমবতী জানিবু। ইত্যাদি দেবগণ ও মুন-  
গণ, তাঁহার অতুল প্রভাব কীৰ্ত্তন করিয়া  
থাকেন এবং শঙ্কর ও স্বয়ং হরি দেবীর  
প্রভাব জানেন। যে বিপ্রগণ! যেরূপে ব্রহ্মা  
পদ্মযোনি এবং শিব হে প্রকারে ব্রহ্মার পুত্র

দশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইত্যাকর্ণ্যাম্ মুনয়ঃ কুর্শ্বরূপেণ ভাবিতম্ ।

বিষ্ণুনা পুনরৈবৈনং পশ্যন্তুঃ প্রণতা হরিম্ ॥ ১

স্বয়ং উচুঃ ।

তৈমবতী ভগবতী দেবী শঙ্কর ঋশরীরিনী ।

শিবা সতী তৈমবতী যথা দ্রুত্বি পৃচ্ছতাং ॥ ২

তেষাং তদ্বচনং ব্রহ্মা মুনীনাং পুরুষোত্তমঃ ।

প্রভাবাচ মতায়োগী ধ্যাত্বা স্বং পরমং পদম্ ॥ ৩

কুর্শ্ব উবাচ ।

পুণ্য পিতামহেনোক্তং মেকপৃষ্ঠে শ্রুশোভনে ।

বহুশ্রমেভিষজ্ঞানং গোপনীয়ং বিশেষতঃ ॥ ৪

সংধান্যং পরমং সাংখ্যং ব্রহ্মবিজ্ঞানমুত্তমম্ ।

সংসারার্ণবমগ্ন্যনাং জন্তুনামেকমোচনম্ ॥ ৫

যা সা মাতেশ্বরী শক্তিভা নিকৃপাতলালসা ।

হন, তাহা হোমা দগের নিকটে এই কাণ্ড  
হইল। ৮—১৫ ।

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

দ্বাদশ অধ্যায় ।

সূত বা বললেন,—অনন্তর মুনিগণ কুর্শ্বরূপী  
বিষ্ণুর ভাবিত এই সকল অবশ্য করিয়া সেই  
হরকে পুনর্বার ভিজ্ঞাসা করিলেন—যেৰ্শব-  
শক্তি প্রথমে দাক্ষ্যদী সতী হইয়া পরে হিমা-  
লয়-পুত্ররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই  
ভগবতী শঙ্করার্ক্ষশরীরিনী দেবী কে? আপনি  
যথাব্যস্তান্ত আমাদগকে বলুন। মহাযোগী  
কুর্শ্বরূপী পুরুষোত্তম সেই মুনাদগের বাক্য  
অবশ্য করিয়া স্বীয় পরমপদ ধ্যান করত বলি-  
লেন,—পুরুষকালে অতি সুন্দর মেকপৃষ্ঠোপায়  
অতীব গোপনীয় এই বহুশ্রম বিজ্ঞান পিতামহ-  
কর্তৃক কথিত হইয়াছিল। ইহা সাংখ্যশাস্ত্র-  
ধাৰ্ম্মাদগের পরম সাংখ্য, অল্পতম ব্রহ্ম বিজ্ঞান  
ও সংসারার্ণবমগ্ন ব্যাভাদগের অদ্বিতীয়  
মোচকস্বরূপ। যিনি সেই জ্ঞানস্বরূপা অতি



ব্যোমসংজ্ঞা পরা কাষ্ঠা সেনঃ হৈমবতী মতা ৬  
 শিবা সৰ্বগতানতা গুণাতীতানিন্দনা ।  
 একানেকবিভাগস্থা জ্ঞানরূপাভিলালসা ৭  
 অনন্তা নিকলে তস্মৈ সংস্থিতা তস্ত ভেজসা ।  
 যাতাবিকী চ তমুলা প্রভা তানোরিবাংলা ।  
 একা মাহেশ্বরী শক্তিরনেকোপাধিযোগতঃ ।  
 পরাবরেন রূপেণ ক্রীড়তে তস্ত সরিধৌ ৮  
 সেনঃ করোতি সকলং তস্তাঃ কার্যমিদং জগৎ  
 ন কার্যং নাপি করণমীশ্বরশ্চেতি স্বয়ং ৯  
 চতুশ্চ শক্তয়ো দেব্যাঃ স্বরূপশ্চেন সংস্থিতাঃ ।  
 অধিষ্ঠানবশাৎ তস্তাঃ শূন্যং মূনিপূজবাঃ ১০  
 শান্তিৰিদ্ধ্যা প্রতিষ্ঠা চনিবৃত্তিশ্চেতি তাঃস্মৃতাঃ  
 চতুৰ্ভুজতো দেবঃ প্রোচ্যতে পরমেশ্বরঃ ১১  
 অনয়া পরয়া দেবঃ স্বাস্থানন্দং সমমুভূত ।  
 চতুৰ্ভূপি চ বেদেষু চতুর্ভূতির্মহেশ্বরঃ ১২  
 অন্তাশ্চনাদিসংসিদ্ধমৈশ্বর্যমুভূতং যতঃ ১৩

লালসা ব্যোমসংজ্ঞা মাহেশ্বরী শক্তি, তাঁহা-  
 কেই এই হৈমবতী বলিয়া জানিবে। তিনি  
 শিবা, সৰ্ব-পদার্থে সমাক্রমে স্থিতিরতা,  
 অন্তরহিতা গুণাতীতা, নিরবয়বা, একা অথচ  
 অনেক বিভাগরূপে সংস্থিতা, জ্ঞানরূপা,  
 অভিলালসা, অবিহীয়া, ব্রহ্মতেজোরূপে পর-  
 ব্রহ্মে সংস্থিতা, স্বর্গের অমলপ্রভার স্তায়  
 তমুলা ও নিত্যা; সেই মাহেশ্বরী শক্তি  
 একা হইয়াও উপাধিযোগে অনেকা। তিনি  
 পরাবররূপে মহাদেবের সরিধানে ক্রীড়া  
 করিতেছেন। সেই দেবীই এই সকল করি-  
 তেছেন এই জগৎ তাঁহারই কার্য; পাণ্ডভেরা  
 বলেন, ঈশ্বরের কার্য বা করণ নাই ১০—১১।  
 হে মূনিপূজবগণ! আপনারা অবগত করুন;—  
 সেই দেবীর অধিষ্ঠানবশে স্বরূপরূপে  
 সংস্থিতা শক্তি, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা ও নিবৃত্তি  
 নামে চারিটা শক্তি আছে। সেই হেতু দেব  
 পরমেশ্বর চতুৰ্ভূজ বলিয়া বিখ্যাত। পরম-  
 েশ্বর এই প্রধান দেবীর সহিতই স্বীয়  
 আস্থানন্দ অমৃতত্ব করিয়া থাকেন।  
 মহাদেব চারিবেদে চারিরূপে অবস্থিত।

ভৎসবজ্ঞানতা সা ক্রমেন পরবাসনা ১৪  
 সৈবা সৰ্বেশ্বরী দেবী সৰ্বভূতপ্রবর্তিকা ।  
 প্রোচ্যতে তগবান্ কালো হরিপ্রাণো মহেশ্বরঃ  
 তত্র সৰ্বমিদং প্রোতমোতকৈবাধিলং জগৎ ।  
 স কালান্ধিহরো দেবো সীমতে বেদবাদিভিঃ ।  
 কালঃ স্বজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ ।  
 সৰ্বৈ কালন্ত বশগা ন কালঃ কন্তচিৎশনঃ ১৫  
 প্রধানং পুরুষত্বং মহানাত্মা স্বকৃতিঃ ।  
 কালেনাত্মানি তদ্বানি সমাবিষ্টানি যোগিনা ।  
 তস্ত সৰ্বংগমুৰ্ত্তিঃ শক্তির্যায়তি বিজ্ঞতা ।  
 ভয়েদং ভ্রাময়েদীশো মায়াবী পুরুষোত্তমঃ ১৬  
 সৈবা মায়াশক্তা শক্তিঃ সৰ্বাকারা সনাতনী ।  
 বিশ্বরূপং মহেশস্ত সঙ্গদা সস্ত্যকাংয়েৎ ১৭  
 অন্তান্ত শক্তয়ো মুখ্যাস্তস্ত দেবস্ত নির্দিষ্টাঃ ।  
 জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ প্রাণশক্তিরিতি ত্রয়ম্

এই দেবীর যে মহৎ অতুল ঈশ্বর্য, তাহা  
 অন্যদি বলিয়া সংসিদ্ধ। সেই হেতু পর-  
 মাত্মা ক্রমের যোগে ইনি অনন্তা নামে  
 অভিহিতা। সেই এই দেবীই সৰ্বভূত-  
 প্রবর্তিকা ও সকলের ঈশ্বরী এবং তগবান্  
 মহেশ্বরই কাল ও হরিপ্রাণ বলিয়া মূনিগণ-  
 কর্তৃক কথিত হন। সেই দেবীই এই অধিল  
 ব্রহ্মাও ওত-প্রোতরূপে অবস্থিত। বেদ-  
 বিৎ মূনিগণ বলেন, সেই দেব হই কালার।  
 কালই প্রাণিগমূহ সৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং  
 কালই প্রাণিগণকে সংহার করিয়া থাকেন;  
 অতএব সকলেই কালের বশীভূত, কিন্তু কাল  
 কাহারও বশীভূত নহেন। সেই কালই  
 প্রধান; তৎ, পুরুষ, মহত্ব, আত্মা ও অহঙ্কার;  
 যোগী কালই অন্তান্ত তৎ সকলে সমাবিষ্ট।  
 তাঁহার মূর্ত্তিই সৰ্ব জগৎ, তাঁহার শক্তিই মায়া  
 নামে বিজ্ঞত। সেই হেতু পুরুষোত্তম  
 মায়াবী মহাদেব জগতের ত্রয় উৎপাদন  
 করিতেছেন। সেই সনাতনী মায়াশক্তা শক্তিই  
 সৰ্বদা মায়াবী মহেশ্বর বিশ্বরূপ প্রকাশ  
 করিতেছেন। ১১—২০। জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়া-  
 শক্তি ও প্রাণশক্তি নামে সেই দেবের আরও

## সূর্যভাগ:

সর্গাশাস্ত্রের শক্তীনাং শক্তিমন্তো বিনির্জিতাঃ  
 মায়াবোধ বিপ্রেক্ষাঃ সা চানাদিরন্থরা । ২২  
 সর্গশক্ত্যাঙ্কিকা মায়া দুর্নিবারা দুঃখতয়া ।  
 মায়াবী সর্গশক্তীশঃ কালঃ কালকরঃ প্রভুঃ । ২৩  
 কলোতি কালঃ সকলং সংহরেৎ কাল এব হি ।  
 কালঃ স্থাপয়তে বিশ্বং কালান্বীনমিহং জগৎ ।  
 লক্ষ্যং দেবাবিদেবন্ত সন্নিধিং পরমেষ্ঠিনঃ ।  
 অনন্তত্যাগিলেশত শক্তোঃ কালান্বনঃ প্রভোঃ  
 প্রধানং পুরুষো মায়া মায়া সৈব প্রতিদ্যতে ।  
 একা সর্গগতানন্তা কেবলা নিফলা শিবা । ২৬  
 একা শক্তিঃ শিবৈকোহপি শক্তিমাভ্যুচ্যতে  
 শিবঃ ।  
 শক্তয়ঃ শক্তিমন্তোহন্তে সর্গশক্তিসমুদ্ভবাঃ । ২৭  
 শক্তি-শক্তিমন্তোর্ভেদং বদন্তি পরমার্থতঃ ।  
 অভেদকাহুপশ্চিতি যোগিনন্তবচিস্তকাঃ । ২৮  
 শক্তয়ো গিরিজা দেবী শক্তিমান্থ শক্তয়ঃ ।

বিশেষঃ কথ্যতে চারং পুরাণে ব্রহ্মবাদিজিঃ ।  
 ভোগ্যা বিশেষর যৌ মহেশ্বরপতিব্রতা ।  
 প্রোচ্যতে ভগবান্ ভোক্তা কপদী নীল-  
 লোচিতঃ । ৩০  
 মন্তা বিশেষরো দেবঃ শক্তরো মন্থখাতকঃ ।  
 প্রোচ্যতে সত্তিরোশানী মন্থব্যা চ বিচার্যতঃ । ৩১  
 ইত্যেতদধিলং বিপ্রাঃ শক্তি-শক্তি-মন্তবৎ ।  
 প্রোচ্যতে সর্গবেদেবু মুনিত্তিত্ত্বপর্ণিতঃ । ৩২  
 এতৎ প্রপর্ণিতং দিব্যং দেব্যা মায়াভ্যামুতম্ব ।  
 সর্গবেদান্তবাদেবু নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিজিঃ । ৩৩  
 একং সর্গগতং হৃদয়ং কুটুম্বচলং প্রবৎ ।  
 যোগিনন্তৎ প্রপশ্চন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ ।  
 আনন্দমকরং ব্রহ্ম কেবলং নিফলং পরম্ ।  
 যোগিনন্তৎ প্রপশ্চন্তি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্ ।  
 পরাৎ পরতরং তব্ধং শাস্ত্রতং শিবমচ্যুতম্ ।  
 অনন্তপ্রকৃতৌ নীনং দেব্যান্তৎ পরমং পদম্ । ৩৫

অন্ত হিন্দি মুখ্যশক্তি নির্মিত হইয়াছে।  
 মায়াকর্তৃক সমস্ত শক্তিরই এক একটা শক্তি-  
 মান বিনির্জিত হইয়াছে বটে, কিন্তু হে  
 বিপ্রেক্ষণ! স্বয়ং মায়া অনাদি ও অনন্তরা।  
 সেই সর্গশক্ত্যাঙ্কিকা মায়া দুর্নিবারা ও  
 অবিনাশিনী। প্রভু কাল সর্গশক্তি, ঐশ্বর্য,  
 মায়াবী ও কালকর। কাল সমস্ত সৃষ্টি  
 করিতেছেন, কাল সমস্ত সংহার করিতেছেন,  
 এবং কালই বিশ্বকে রক্ষা করিতেছেন,  
 সুতরাং এই জগৎ কালান্বীন। সেই মায়াই  
 অনন্ত অধিষ্ঠেব কালস্বরূপ দেবীদেব পর-  
 মেষ্ঠী প্রভু শঙ্কর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতি  
 ও পুরুষ অথবা মায়া ও মায়াবী নামে  
 প্রভেদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু সেই  
 নিফলা শিবা মায়াই অধিতীয়া সর্গগতা ও  
 অনন্তা শিবাই শক্তি এবং শিবই শক্তিমান  
 বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন, ইহাঁদের দ্বিতীয়  
 নাই। অতীত শক্তি ও শক্তিমান সকল  
 শিব-শক্তি-সমুদ্ভূত, পণ্ডিতগণ শক্তি ও  
 শক্তিমানের সাধারণতঃ এইরূপ ভেদ নিদর্শন  
 করিয়া থাকেন। কিন্তু তৎস্বচিন্তক যোগিগণ

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদরূপই দর্শন  
 করিয়া থাকেন। গিরিজা দেবী সর্গশক্তি-  
 স্বরূপা এবং শক্তর শক্তিমান, ইহার এই  
 বিশেষ ব্রহ্মবাদগণকর্তৃক পুরাণে কথিত  
 হইয়া থাকে। মহেশ্বর-পতিব্রতা বিশেষরী  
 দেবী ভোগ্যা ও নীললোচিতে ভগবান্ কপদী  
 ভোক্তা বলিয়া কথিত আছে। ২১-৩০।  
 মন্থখাতক বিশেষর ভগবান্ শক্তর মন্তা ও  
 ঐশানী মন্তব্যা বলিয়া সাধুগণকর্তৃক বিচার-  
 মুসারে কথিত হইয়াছে। হে বিপ্রগণ!  
 সর্গবেদে তত্ত্বদশী মুনিগণকর্তৃক এইরূপ বি-  
 প্লিত হইয়াছে যে, সমস্তই শক্তি ও শক্তিমান  
 হইতে উদ্ভূত। বেদান্তাদি সমস্ত দর্শন-  
 শাস্ত্রে ব্রহ্মবাদিমুনিগণকর্তৃক দেবীর এই অজ-  
 তম দিব্য মায়াভ্যাই প্রদর্শিত হইয়াছে।  
 যোগিগণ মহাদেবীর সেই অধিতীয়, সর্গগত,  
 অতি হৃদয়, কুটুম্ব, অচল, নিত্য পরমপদ  
 দর্শন করিয়া থাকেন। যোগিগণ দেবীর  
 সেই পরমপদকে আনন্দস্বরূপ, অকর (অর্থাৎ  
 পতন-সম্ভাবনারহিত), ব্রহ্মস্বরূপ, অধিতীয়  
 ও নিফল দর্শন করেন। উহা পরাৎপরতর

ভক্ত্যং নিরঞ্জনং শুদ্ধং নিৰ্ভণং বৈতবর্জিতম্ ।  
 আশ্রয়পলকিবিসয়ং দেব্যাত্তং পথমং পদম্ ॥৩৭  
 শৈবা ধাত্ৰী বিধাত্ৰী চ পরমানন্দমিচ্ছতাম্ ।  
 সংসারতাপানখিলান্ নিহন্তীশ্বরসংগ্রহাৎ ॥ ৩৮  
 তন্মাত্রাব্যক্তিরবিচ্ছিন্ন পার্শ্বভীঃ পরমেশ্বরীম্ ।  
 আশ্রয়েৎ সর্বভূতান্যামাত্ত্বতাং শিবান্ধিকাম্ ॥  
 স্বকৃষ্ণা চ পুত্রীঃ সর্বাণীঃ তপস্তপ্তা অহুশ্চরম্ ।  
 সত্যার্থ্যঃ শরণং যাতঃ পার্শ্বভীঃ পরমেশ্বরীম্ ॥৩৯  
 তাত্ দৃষ্টা জায়মানাক্ষেচ্ছয়েব বরাননাম্ ।  
 মেনা হিমবতঃ পত্নী প্রাহেদং পর্শ্বতেশ্বরম্ ॥ ৪১  
 মেনোবাচ ।  
 পশু বাল্যমিমাং রাজন্ রাজীবসদৃশাননম্ ।  
 হিতায় সর্বভূতানঃ স্রাতী চ তপসাবধোঃ ॥৪২  
 হোহপি দৃষ্টা ততো যৌঃ তরুণাদিত্যসংগ্রহতাম্  
 কপর্দিনীঃ চতুর্কক্ষাঃ ত্রিনেত্রামাত্ত্বলাসসাম্ ॥৪৩  
 অষ্টভুজাঃ বিশালাক্ষীঃ চন্দ্রাবরবকুষণাম্ ।  
 নিৰ্ভণাং সত্তপাং সাক্ষাৎ সসম্ব্যক্তিবর্জিতাম্

তথ, নিত্য, মঙ্গলময়, অচ্যুত, অনন্ত, প্রকৃতি-  
 নীল, শুভ, নিরঞ্জন, শুদ্ধ, নিৰ্ভণ, অবৈত ও  
 আশ্রয়জন্যবিসয়। পরমানন্দেচ্ছ ব্যক্তিদিগের  
 তিনি ধাত্ৰী ও বিধাত্ৰী এবং কেশ্বরসংগ্রহেতু  
 তিনি সমস্ত সংসারতাপ নষ্ট করিয়া থাকেন।  
 অতএব যিনি বিমুক্ত ইচ্ছা করিবেন, তিনি  
 যেন সর্বভূতের আশ্রয়রূপ শিবান্ধিকা পার্শ্ব-  
 ভীকে আশ্রয় করেন। অতি হৃষ্টা তপস্তা  
 করিয়া সর্বাণীকে পুত্রীরূপে প্রাপ্ত হইয়াও  
 মেনার সহিত হিমবান্, পরমেশ্বরী পার্শ্বভীর  
 শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। ৩১—৪০। স্বীয়  
 ইচ্ছায় জাতা বরাননা পার্শ্বভীকে দেখিয়া  
 হিমবানের পত্নী মেনা হিমবান্কে বলিলেন,  
 —হে রাজন্! আমাদের তপস্তাযেতু সর্ব-  
 ভূতের হিতের নিমিত্ত উপেক্ষা পূজ্যদৃশা-  
 ননা এই বাল্যকে দর্শন করুন। তদনন্তর  
 সেই হিমবান্ ও তরুণাদিত্যসংগ্রহতা, কপর্দিনী,  
 চতুর্কক্ষা, ত্রিনেত্রা, আতলাসসা, অষ্টভুজা,  
 বিশালাক্ষী, চন্দ্রাবরবকুষণা এবং নিৰ্ভণা  
 সাক্ষাৎ সত্তপাং প্রত্যক্ষীভূতা, সদ-

প্রণম্য শিরসা ভূমৌ তেজসা চাতিবিহ্বলাঃ ।  
 ভীতঃ কৃতাজলিতস্তাঃ প্রোবাচ পরমেশ্বরীম্ ॥  
 হিমবান্ভবাচ ।  
 কা যং দেবি বিশালাক্ষি শশাঙ্কাবহবাঙ্কিতে ।  
 ন জানে স্বামহং বৎসে যথাবদ্রূপে পৃচ্ছতে ॥  
 গিরীন্দ্রবচনং শ্রুত্বা ততঃ সা পরমেশ্বরী ।  
 ব্যাজহার মহাশৈলং যোগিনামভয়প্রদা ॥ ১  
 জীদেবুবাচ ।  
 মাং বিদ্বি পরমাং শক্তিং মহেশ্বরসমাজ্ঞয়াম্ ।  
 অনন্তামবায়ামেকাং যাং পশুন্তি মুমুক্শবঃ ॥ ৪৮  
 অহং হি সন্ন্যাসানামাশ্রম্য সর্বাশ্রম্য শিবা ।  
 শাশ্বতৈশ্বর্য্যবিজ্ঞানমূর্ত্তিঃ সর্বপ্রবর্ত্তিকা ॥ ৪৯  
 অনন্তানন্তমতিমা সংসারপবিত্রারণী ।  
 দিব্যং দর্শয় তে চক্ষুঃ পশু মে রূপমেশ্বরম্ ॥৫০  
 একাবচ্ছিন্না বিজ্ঞানং দদ্বা হিমবতে স্বম্ ।  
 স্বং রূপং দর্শয়ামাস দিব্যং তৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৫১

সম্ব্যক্তিবর্জিতা সেই দেবীকে দর্শন করিয়া  
 মন্তকহার ভূমিতে প্রণাম করিলেন, এবং  
 ভীত হইয়া কৃত-  
 জলিপুটে পরমেশ্বরকে বলিলেন,—হে বিশা-  
 লাক্ষি! হে অর্জুনভূমিতে দেবি! তুমি  
 কে? তোমাকে আমি জানি না হে বৎসে!  
 তুমি যথার্থরূপে আশ্রয়প্রদ বন। অনন্তর  
 যোগীদিগের অভয়প্রদাত্ৰী সেই পরমেশ্বরী  
 হিমবানের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 পার্শ্বভীকে বলিলেন,—আমাকে মহেশ্বর-  
 সমাজ্ঞা পূর্ণা শক্তি বলিয়া জানিবে। অনন্তা,  
 অবিনাশিনী আশ্রিত্রী আমাকেই মুমুক্শগণ  
 দর্শন করিয়া থাকেন। আমি সকলের আশ্র-  
 যরূপ, সর্বপ্রকার মঙ্গলময়ী, নিত্য-কেশ্বরসং-  
 গ্রহ-বিজ্ঞানমূর্ত্তি ও সর্বপ্রবর্ত্তিকা। আমি  
 অন্তরহিতা, আমার মাহমার সীমা নাই।  
 আমি প্রাণিগণকে সংসারসমূহ হইতে উত্তীর্ণ  
 করিয়া থাকি। আমি তোমাকে দিব্যচক্ষু  
 দান করিতেছি, তুমি আমার ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত রূপ  
 দর্শন কর ৪১—৫০। এই প্রকার বলিয়া হিম-  
 বান্কে জ্ঞান দান করিয়া স্বয়ং দেবী স্বীয়

কৌটীস্থ্যপ্রতীকাশং তেজোবিষং নিরাকুলম্ ।  
 আলাম্ব্যাসহস্রাণ্যং কালানলশতোপমম্ ॥ ৫২  
 দংষ্ট্রাকবালং তুর্ধ্বং জটায়ুগুমমণ্ডিতম্ ।  
 জিশূলবরহস্তঞ্চ ঘোররূপং ভয়ানকম্ ॥ ৫৩  
 প্রশান্তং সৌম্যবদনমনস্তার্চ্যাসংযুক্তম্ ।  
 চন্দ্রাবধবলম্ভাণং চন্দ্রকোটিসমপ্রভম্ ॥ ৫৪  
 কিরীটিনং গদাহস্তং নৃপুত্রৈরুপশোভিতম্ ।  
 দিব্যমালাধরধরং দিব্যগন্ধাভূষণেনম্ ॥ ৫৫  
 শঙ্খচক্রধরং কামাং ত্রিনেত্রং কুন্তিবাসসম্ ।  
 অশুভকাণ্ডবাহুং বাহুমাভ্যস্তবং পরম্ ॥ ৫৬  
 সর্গশক্তিময়ং শুভ্রং সর্বাকারং সনাতনম্ ।  
 ব্রহ্মোপেন্দ্রমৌগীন্দ্রে সন্দ্যমানপদাভূতম্ ॥ ৫৭  
 সর্গতঃ পানিপাদাস্তং সর্গতোহক্ষিণিরোমুখম্ ।  
 সর্গমাবুতা তিষ্ঠন্তীং দদর্শ পরমেশ্বরীম্ ॥ ৫৮  
 দৃষ্ট্বা তদীদৃশং রূপং দেব্যা মাহেশ্বরং পরম্ ।  
 ভবেন চ সমাবিষ্টঃ স রাজা হৃষ্টমানসঃ ॥ ৫৯

পারমেশ্বর দিব্যরূপ দর্শন করাইলেন। সেই  
 রূপ—কৌটীস্থ্যপ্রতীকাশ, তেজোবিষমরূপ,  
 নিরাকুল-অসংখ্যআলাবলীযুক্ত, শতশতকাল-  
 নলম্বরূপ, দংষ্ট্রাকবাল, তুর্ধ্ব, জটায়ুগুমমণ্ডিত,  
 জিশূলবরহস্ত, অতিভয়ানক অথচ প্রশান্ত,  
 স্নানবদন, অনন্ত আশ্চর্য্য-সংযুক্ত, চন্দ্রশেখর,  
 কোটিচন্দ্র প্রভাসদৃশ-প্রভাশালী, কিরীটধারী,  
 গদাহস্ত, নৃপুত্রদ্বারা উপশোভিত, দিব্যমালা  
 ও দিব্যধরধারী এবং দিব্যগন্ধে অতুলিত।  
 উহা শঙ্খচক্রধারী, কমনীয়, ত্রিনেত্র, ব্যাঘ্রচর্ম্ম-  
 পরিধারী, ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত অথচ ব্রহ্মাণ্ড-  
 বাহির্ভূত, সকলের বহিঃস্থ অথচ অভ্যন্তরস্থ,  
 সর্গশক্তিময়, শুভ্রবর্ণ, সর্বাকার এবং সনা-  
 তন। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, উপেন্দ্র ও যোগীশ্রগণ  
 উহার পাদপদ্মে সতত প্রণাম করিতেছেন।  
 হিমবান্ দেবীর যে রূপ দর্শন করিলেন,  
 তাহার সর্বদিকেই চন্দ্র, সর্বদিকেই পদ, সর্ব-  
 বিকেই চক্ষু এবং সর্বদিকেই মস্তক ও মুখ।  
 হিমবান্ আরও দেখিলেন যে, ঐরূপ রূপ-  
 শালিনী দেবী পরমেশ্বরী, সমস্ত পদার্থ আবৃত  
 করিয়া রহিয়াছেন। নগরাজ দেবীর ঐদৃশ

আশ্চর্য্যায় চাক্ষানমোদ্ধারং সমুদ্রম্বরম্ ।  
 নারায়ণসহস্রেন তুষ্টিব পরমেশ্বরীম্ ॥ ৬০  
 হিমবাহুবাচ ।  
 শিবোমা পরমা শক্তিরনন্তা নিকলামলা ।  
 শান্তা মাহেশ্বরী নিত্য শাস্তী পরমাকরা ॥ ৬১  
 অচিন্ত্যা কেবলানন্তা শিবাত্মা পরমাশ্রিকা ।  
 অনাদিব্রহ্মা শুদ্ধা দেবাত্মা সর্বগাচলা ॥ ৬২  
 একানেকবিতাগহা মায়াভীতা সুনিস্কলা ।  
 মহামাহেশ্বরী সত্য মহাদেবী নিরঞ্জন ॥ ৬৩  
 কাষ্ঠা সর্গান্তরহা চ চিত্তজিরতিলাসসা ।  
 নন্দা সর্বাশ্রিকা বিদ্যা জ্যোতীরূপামৃতাকরা ।  
 শক্তিঃ প্রতিষ্ঠা সর্বেষাং নিবৃত্তিরমৃতপ্রদা ।  
 ব্যোমমূর্ত্তিব্যোমলয়া ব্যোমাধারাচ্যুতামরা ॥ ৬৪  
 অনাদিনিধনামোঘা কারণাত্মা কলাকুলা ।  
 স্বতঃপ্রথমজা নাভিরমৃতস্তাশ্রয়সংগ্রহা ॥ ৬৫  
 প্রাণীশ্রীপ্রিয়া মাতা মহামহিষঘাতিনী ।  
 প্রাণীশ্রী প্রাণরূপা প্রধানপুরুষেশ্বরী ॥ ৬৬  
 সর্বশক্তিঃ কলাকারা জ্যোৎস্নেন্দোর্বহিমাশ্রনা

মাহেশ্বর রূপ দর্শন করিয়া, ভীত ও হৃষ্টমনা  
 হইয়া পরমাত্মাতে আত্মসংযোগ করত, ওদ্বার  
 উচ্চারণপূর্ব্বক পরমেশ্বরীকে অষ্টোত্তরসহস্র  
 নামে স্তব করিয়াছিলেন। ৫১—৬০। হিম-  
 বান্ বলিলেন,—শিবা, উমা, পরমশক্তি,  
 অনন্তা, নিকল, অমলা, শান্তা, মাহেশ্বরী,  
 নিত্য, শাস্তী, পরমাকরা, অচিন্ত্যা, কেবলা,  
 অনন্তা, শিবাত্মা, পরমাত্মা, অনাদি, অব্যা,  
 শুদ্ধা, দেবাত্মা, সর্বগা, অচলা, একা, অনেক-  
 বিভাগহা, মায়াভীতা, সুনিস্কলা, মহামাহেশ্বরী,  
 সত্য, মহাদেবী, নিরঞ্জন, কাষ্ঠা, সর্গান্তরহা,  
 চিত্তশক্তি, অতিলাসসা, নন্দা, সর্বাশ্রিকা,  
 বিদ্যা, জ্যোতীরূপা, অমৃত, অকরা শক্তি,  
 সর্বপ্রতিষ্ঠা, নিবৃত্তি, অমৃতপ্রদা, ব্যোমমূর্ত্তি,  
 ব্যোমালয়া, ব্যোমাধারা, অচ্যুতা, অমরা,  
 অনাদিনিধন, অমোঘা, কারণাত্মা, কলাকুলা,  
 স্বতঃপ্রথমজা, অমৃতনাভি, আত্মসংগ্রহা, প্রাণে-  
 শ্রীপ্রিয়া, মাতা, মহামহিষঘাতিনী, প্রাণরূপা,  
 প্রধানপুরুষেশ্বরী, সর্বশক্তি, কলাকারা, চন্দ্রের

সৰ্বকাৰ্য্যনিয়ন্ত্ৰী চ সৰ্বভূতেশ্বৰেশ্বৰী । ৬৮  
 সংসারযোনিঃ সকলা সৰ্বশক্তিসমুদ্ভবা ।  
 সংসারপোতা হুৰীরা হুৰিৰীক্যা হুৰাসদা । ৬৯  
 জ্ঞানশক্তিঃ জ্ঞানবিদ্যা যোগিনী পরমা কলা ।  
 মহাবিকৃতিহৰ্দ্ধবা মূলপ্রকৃতিসম্ভবা । ৭০  
 অনাদ্যনন্তবিতবা পরমাদ্যাপকৰ্ধিণী ।  
 বৰ্গহিত্যন্তকরণী সুহৰ্দ্ধাচ্যা হুৰত্যয়া । ৭১  
 শব্দযোনিঃ শব্দময়ী নাদাখ্যা নাদবিগ্রহা ।  
 অনাদিরব্যক্তত্বা মহানন্দা সনাতনৌ । ৭২  
 আকাশযোনির্যোগহা মহাবোগেশ্বৰেশ্বৰী ।  
 মহামায়া সুহৃৎপারা মূলপ্রকৃতিৰীষরৌ । ৭৩  
 প্রধানপুরুষাতীতা প্রধানপুরুষাধিকা ।  
 পুৰাণা চৈয়রী পুংসামাদিপুরুষরূপিণী । ৭৪  
 ভূতান্তরহা কূটস্থা মহাপুরুষসংজিতা ।  
 জগৎমুত্যাভরাতীতা সৰ্বশক্তিসমবিতা । ৭৫  
 ব্যাপিনী চানবচ্ছিন্ন প্রাণানাহপ্রবেশিনী ।  
 কেন্দ্রজশক্তিরব্যক্ত-লক্ষণা মলবর্জিতা । ৭৬  
 অনাদিমায়াসত্তিমা জিতবা প্রকৃতিগ্রহা ।  
 মহামায়াসমুৎপন্নাতামসৌ পৌরুষী কবা । ৭৭

মহিমাম্পদা জ্যোৎস্না, সৰ্বকাৰ্য্যনিয়ন্ত্ৰী, সৰ্ব-  
 ভূতেশ্বৰী, সংসারযোনি, সকলা, সৰ্বশক্তিসমু-  
 ত্তবা, সংসারপোতা, হুৰীরা, হুৰিৰীক্যা, হুৰা-  
 সদা, জ্ঞানশক্তি, জ্ঞানবিদ্যা, যোগিনী, পরমা  
 কলা, মহাবিকৃতি, হৰ্দ্ধবা, মূলপ্রকৃতিসম্ভবা ।  
 ৬১—৭০ । অনাদ্যনন্তবিতবা, পরমাধ্যাপক-  
 য়িণী, বৰ্গহিত্যন্তকরণী, সুহৰ্দ্ধাচ্যা, হুৰত্যয়া,  
 শব্দযোনি, শব্দময়ী, নাদাখ্যা, নাদবিগ্রহা,  
 অনাদি, অব্যক্তত্বা, মহানন্দা, সনাতনৌ,  
 আকাশযোনি, যোগহা, মহাবোগেশ্বৰেশ্বৰী,  
 মহামায়া, সুহৃৎপারা, মূলপ্রকৃতি, ঈশ্বরী, প্রধান-  
 পুরুষাতীতা, প্রধানপুরুষাধিকা, পুৰাণা,  
 চৈয়রী, পুরুষগণের আদিপুরুষরূপিণী, ভূতান্ত-  
 রহা, কূটস্থা, মহাপুরুষসংজিতা, জগৎমুত্যাভর-  
 তীতা, সৰ্বশক্তিসমবিতা, ব্যাপিনী, অনব-  
 ছিন্না, প্রাণানাহপ্রবেশিনী, কেন্দ্রজশক্তি,  
 অব্যক্তলক্ষণা, মলবর্জিতা, অনাদিমায়াসত্তিমা  
 প্রকৃতিগ্রহা, মহামায়াসমুৎপন্নাতামসৌ, পৌরুষী,

ব্যক্তাব্যক্তাধিকা ককা, রক্তা, ওক্তা, প্রহৃতিকা  
 অকাৰ্য্য কাৰ্য্যজননৌ নিত্যঃ প্রসবধক্ষিণী । ৭৮  
 সৰ্গপ্রলয়নিমুক্তা সৃষ্টিহিত্যন্তধক্ষিণী ।  
 অক্ষগর্তা চতুর্কিংশা পদ্মনাতাচ্যুতাস্থিকা । ৭৯  
 বৈদ্যাতী শাশ্বতী যোনির্জগদ্রাতেশ্বৰপ্রয়া ।  
 সৰ্বাধারা মহারূপা সৰ্বৈশ্বৰ্য্যসমবিতা । ৮০  
 বিশ্বরূপা মহাগর্তা বিশেষেচ্ছাহবর্জিতনী ।  
 মহীষসী অক্ষযোনির্মহালক্ষ্মীসমুদ্ভবা । ৮১  
 মহাবিমানমধ্যস্থা মহানিজ্ঞানহেতুকা ।  
 সৰ্বসাধারণী সৃষ্টি হবিদ্যা পারমার্থিকী । ৮২  
 অনন্তরূপানন্তহা দেবী পুরুষমোহিনী ।  
 অনেকাকারসংস্থানা কালত্রয়বিবর্জিতা । ৮৩  
 অক্ষজয়া হরেশ্বর্ভবর্জ-বিষ্ণু-শিবাধিকা ।  
 অক্ষেশবিকৃজননৌ অক্ষাখ্যা অক্ষসংস্থয়া । ৮৪  
 ব্যক্তা প্রথমজা ত্রাক্ষী মহতী অক্ষরূপিণী ।  
 বৈরাগ্যৈশ্বৰ্য্যধর্মাস্থা অক্ষমূর্ত্তিহি হিতা । ৮৫  
 অপাং যোনিঃ স্বভূতির্মানসী তবসম্ভবা ।  
 ঈশ্বরানী চ সৰ্গানী শতরাক্ষসরোরিণী । ৮৬  
 তবানৌ চৈব রক্তানী মহালক্ষ্মীরধাধিকা ।

কবা, ব্যক্তাধিকা, ককা, অব্যক্তাধিকা,  
 রক্তা, ওক্তা, প্রহৃতিকা, অকাৰ্য্য, কাৰ্য্য-  
 জননৌ, নিত্যপ্রসবধক্ষিণী, সৰ্গপ্রলয়নিমুক্তা,  
 সৃষ্টিহিত্যন্তধক্ষিণী, অক্ষগর্তা, চতুর্কিংশা, পদ্ম-  
 নাতা, অচ্যুতাস্থিকা, বৈদ্যাতী, শাশ্বতী, যোনি,  
 জগদ্রাতা, ঈশ্বরপ্রিয়া, সৰ্বাধারা, মহারূপা,  
 সৰ্বৈশ্বৰ্য্যসমবিতা, বিশ্বরূপা, মহাগর্তা, বিশে-  
 শেচ্ছাহবর্জিতনী, মহীষসী, অক্ষযোনি, মহা-  
 লক্ষ্মীসমুদ্ভবা । ৭১—৮১ । মহাবিমানমধ্যস্থা,  
 মহানিজ্ঞা, আক্ষহেতুকা, সৰ্বসাধারণী, সৃষ্টি,  
 হবিদ্যা, পারমার্থিকী, অনন্তরূপা, অনন্তহা,  
 পুরুষমোহিনী, দেবী, অনেকাকারসংস্থানা,  
 কালত্রয়বিবর্জিতা, অক্ষজয়া, হরিশূর্ত্তি, অক্ষ-  
 বিষ্ণুশিবাধিকা, অক্ষেশবিকৃজননৌ, অক্ষাখ্যা,  
 অক্ষসংস্থয়া, ব্যক্তা, প্রথমজা, ত্রাক্ষী, মহতী,  
 অক্ষরূপিণী, বৈরাগ্যৈশ্বৰ্য্যধর্মাস্থা, অক্ষমূর্ত্তি  
 হিহিতা, অপাংযোনি, স্বভূতি, মানসী,  
 তবসম্ভবা, ঈশ্বরানী, সৰ্গানী, শতরাক্ষসরোরিণী,

মহেশ্বরসমুৎপত্তা কৃতিমুক্তিকলপ্রদা । ৮৭  
 সর্বেশ্বরী সর্ববন্দ্যা নিত্যং মুদিতমনসা ।  
 ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্রনমিতা শঙ্করেচ্ছাহুবর্তিনী । ৮৮  
 ঈশ্বরার্ছাসনগতা মহেশ্বরপতিভ্রতা ।  
 সর্গভিত্তা সর্বার্তি-সমুদ্রপরিশোধনী । ৮৯  
 পার্শ্বভী হিমবৎপুত্রী পরমানন্দদায়িনী ।  
 গুণাঢ্যা যোগজা যোগ্যা জ্ঞানমূর্ত্তিবিকাশিনী ।  
 সাবিত্রী কমলা লক্ষ্মী জীৱনন্তোরাস হিতা ।  
 সরোজনলয়া গঙ্গা যোগনিজাহুসুৱাঙ্গিনী । ৯১  
 সরস্বতী সর্গবিদ্যা জগজ্জ্যোষ্ঠা সুমঙ্গলা ।  
 বাস্পেবী বরদাচ্যা কৌর্তিঃ সর্বার্থসাধিকা ।  
 যোগীশ্বরী ব্রহ্মবিদ্যা মহাবিদ্যা সুশোভনা  
 গুহ্যবিদ্যাঅবিদ্যা চ ধর্মবিদ্যাঅভাবিতা । ৯৩  
 স্বাহা বিশ্বন্তরা সিদ্ধিঃ স্বধা মেধা ধৃতিঃ ক্ষতিঃ ।  
 নীতিঃ সুনীতিঃ স্মৃতির্ধর্মধর্মী নরবাহিনী । ৯৪  
 পূজ্যা বিভাবতী সৌম্যা ভোগিনী ভোগ-  
 শাশ্বিনী ।  
 শোভা বংশকরী লোলা মানিনী পরমেশ্বিনী । ৯৫  
 জৈলোক্যসুন্দরী রম্যা সুন্দরী কামচারিণী ।

ভবানী, কজাগী, মহালক্ষ্মী, অধিকা, মহেশ্বর-  
 সমুৎপত্তা, কৃতিমুক্তিকলপ্রদা, সর্বেশ্বরী, সর্ব-  
 বন্দ্যা, নিত্যমুদিতমানসা, ব্রহ্মেন্দ্রোপেন্দ্র-  
 নমিতা, শঙ্করেচ্ছাহুবর্তিনী, ঈশ্বরার্ছাসনগতা,  
 মহেশ্বরপতিভ্রতা, সর্গভিত্তা, সর্বার্তি-  
 সমুদ্রপরিশোধনী, পার্শ্বভী, হিমবৎপুত্রী,  
 পরমানন্দদায়িনী, গুণাঢ্যা, যোগজা, যোগ্যা,  
 জ্ঞানমূর্ত্তি, বিকাশিনী । ৮২—৯১ সাবিত্রী,  
 কমলা, লক্ষ্মী, জীৱনন্তোরাস হিতা,  
 সরোজনলয়া, গঙ্গা, যোগনিজা, অসুৱাঙ্গিনী,  
 সরস্বতী, সর্গবিদ্যা, জগজ্জ্যোষ্ঠা, সুমঙ্গলা,  
 বাস্পেবী, বরদা, অবাচ্যা, কৌর্তি, সর্বার্থ-  
 সাধিকা, যোগীশ্বরী, ব্রহ্মবিদ্যা, মহাবিদ্যা,  
 সুশোভনা, গুহ্যবিদ্যা, অবিদ্যা, ধর্মবিদ্যা,  
 অভাবিতা, স্বাহা, বিশ্বন্তরা, সিদ্ধি, স্বধা,  
 মেধা, ধৃতি, ক্ষতি, নীতি, সুনীতি, স্মৃতি,  
 ধর্মধর্মী, নরবাহিনী, পূজ্যা, বিভাবতী, সৌম্যা,  
 ভোগিনী, ভোগশাশ্বিনী, শোভা, বংশকরী,

মহাহুতাবা, সর্বহা, মহামহিমমর্দিনী । ৯৬  
 পদ্মমালা পাপহরা বিচিত্রমুকুটাজ্জনা ।  
 কান্তা চিত্রাধরধরা দিব্যাত্তরণভূষিতা । ৯৭  
 হংসাখ্যা ব্যোমনিলয়া জগৎসুহৃৎবিবর্জিনী ।  
 নিয়তী যজ্ঞমধ্যস্থা নন্দিনী ভক্তকালিকা । ৯৮  
 আদিত্যবর্ণা কোমারী মধুরবরবাহনা ।  
 সুবাসনগতা গোৱী মহাকালী সুৱার্চিতা । ৯৯  
 অদিতিনিহতা রৌদ্রী পদ্মগর্তা বিবাহনা ।  
 বিরূপাক্ষী লেলিহানা মহাসুৱবিনাশিনী । ১০০  
 মহাকলানবদ্যাক্ষী কামরূপা বিভাবরী ।  
 বিচিত্ররত্নমুকুটা প্রণতার্ত্তিপ্রভঞ্জনী । ১০১  
 কোশিকী কর্ণলী রাজিৱ্রদশার্চিতবিনাশিনী ।  
 বহুরূপা ত্রুরূপা চ বিরূপা রূপবর্জিতা । ১০২  
 তক্তার্চিতশমনী ভব্যা ভবতপ-  
 বিনাশিনী । ১০৩  
 নিভাণা নিত্যবিভবা নিঃসারা নিরপজ্ঞা । ১০৪  
 তপস্বিনী সামগীতির্ভবাক্তনিলয়ালয়া ।  
 দীক্ষা বিদ্যাধরী দীপ্তা মহেন্দ্রারিনিপাতিনী ।  
 সর্গাতিশায়িনী বিদ্যা সর্গাসাধকপ্রদায়িনী ।

লোলা, মানিনী, পরমেশ্বিনী, জৈলোক্যসুন্দরী,  
 রম্যা, সুন্দরী, কামচারিণী, মহাহুতাবা, সর্বহা,  
 মহামহিমমর্দিনী, পদ্মমালা, পাপহরা, বিচিত্র-  
 মুকুটাজ্জনা, কান্তা, চিত্রাধরধরা, দিব্যাত্তরণ-  
 ভূষিতা, হংসাখ্যা, ব্যোমনিলয়া, জগৎসুহৃৎ-  
 বিবর্জিনী, নিয়তী, যজ্ঞমধ্যস্থা, নন্দিনী, ভক্ত-  
 কালিকা, আদিত্যবর্ণা, কোমারী, মধুরবর-  
 বাহনা, সুবাসনগতা, গোৱী, মহাকালী, সুৱ-  
 র্চিতা, অদিতি, নিহতা, রৌদ্রী, পদ্মগর্তা-  
 বিবাহনা, বিরূপাক্ষী, লেলিহানা, মহাসুৱ-  
 বিনাশিনী । ৯৬—১০০ । মহাকলা, অনব-  
 দ্যাক্ষী কামরূপা, বিভাবরী, বিচিত্ররত্ন-মুকুটা,  
 প্রণতার্ত্তি-প্রভঞ্জনী, কোশিকী, কর্ণলী, রাজি,  
 ৱ্রদশার্চিতবিনাশিনী, বহুরূপা, বিরূপা, ত্রুরূপা,  
 রূপবর্জিতা, তক্তার্চিতশমনী, ভব্যা, ভবতপ-  
 বিনাশিনী, নিভাণা, নিত্যবিভবা, নিঃসারা,  
 নিরপজ্ঞা, তপস্বিনী, সামগীতি, ভবাক্তনিলয়া-  
 লয়া, দীক্ষা, বিদ্যাধরী, দীপ্তা, মহেন্দ্রারিনি-  
 পাতিনী, সর্গাতিশায়িনী, বিদ্যা, সর্গাসাধি-



সর্বেশ্বরপ্রিয়া তাকৌ সমুদ্রাস্তরবাসিনী ।  
 অকলঙ্কা নিরাধারা নিত্যাসিক্তা নিরাময়া ॥ ১০৫  
 কামধেনু বৃহদগর্ভা ধৌমভী মোহনাশিনী ।  
 নিঃসঙ্কল্পা নিরাতঙ্কা বিনয়া বিনয়প্রিয়া ॥ ১০৬  
 জালামালাসংস্পৃষ্টা দেবদেবী মনোময়ী ।  
 মহাভগবতী ভর্গা বাসুদেবসমুদ্ভবা ॥ ১০৭  
 মহেশ্রোপেন্দ্রভগিনী ভক্তিগম্যা পরাবরা ।  
 জ্ঞানজ্যোতা জরাতীতা বেদান্তবিষয়া গতিঃ ।  
 দক্ষিণা দহনা দাস্তা সর্বভূতনমস্কৃতা ।  
 যোগমায়া বিভাগজ্ঞা মহামোহা গরীয়সী ॥ ১০৮  
 সন্ধ্যা সর্বসমুদ্ভূতিত্র্যম্বিকাশ্রয়াদিভিঃ ।  
 বীজাকুর-সমুদ্ভূতির্মহাশক্তির্মহামতিঃ ॥ ১১০  
 কাস্তিঃ প্রজ্ঞা চিতিঃ সংবিম্বাহভোগীন্দ্রশায়িনী  
 বিকৃতিঃ শাক্তরৌ শাস্তিগর্ভগন্ধর্বসেবিতা ॥ ১১১  
 বৈখানরী মহাশালা দেবসেনা গুহপ্রিয়া ।  
 মহারাজিঃ শিবানন্দা শচী হৃৎপ্রণাশিনী ॥ ১১২  
 ইজ্যা পূজ্যা জগদ্ধাত্রী তর্কিনেয়া সুরূপিনী ।  
 ওহাধিকা ওণোৎপত্তির্মহাশীঠা মকুৎসুতা ॥ ১১৩  
 হব্যবাহাস্তরাগাদিহব্যবাহসমুদ্ভবা ।

প্রদায়িনী, সর্বেশ্বরপ্রিয়া, তাকৌ, সমুদ্রাস্তর-  
 বাসিনী, অকলঙ্কা, নিরাধারা, নিত্যাসিক্তা,  
 নিরাময়া, কামধেনু, বৃহদগর্ভা, ধৌমভী, মোহ-  
 নাশিনী, নিঃসঙ্কল্পা, নিরাতঙ্কা, বিনয়া, বিনয়-  
 প্রিয়া, জালামালাসংস্পৃষ্টা, দেবদেবী, মনো-  
 ময়ী, মহাভগবতী, ভর্গা, বাসুদেবসমুদ্ভবা,  
 মহেশ্রোপেন্দ্রভগিনী, ভক্তিগম্যা, পরাবরা,  
 জ্ঞানজ্যোতা, জরাতীতা, বেদান্তবিষয়া, গতি,  
 দক্ষিণা, দহনা দাস্তা, সর্বভূতনমস্কৃতা, যোগ-  
 মায়া, বিভাগজ্ঞা, মহামোহা, গরীয়সী, সন্ধ্যা,  
 ত্র্যম্বিকাশ্রয়াদিভায়া সকলেরই উৎপত্তিকারণ,  
 বীজাকুর-সমুদ্ভূতি, মহাশক্তি, মহামতি ।  
 ১০১—১১০ । কাস্তি, প্রজ্ঞা, চিতি, সংবিৎ,  
 মহাভোগীন্দ্রশায়িনী, বিকৃতি, শাক্তরৌ, শাস্তি,  
 গর্ভগন্ধর্বসেবিতা, বৈখানরী, মহাশালা, দেব-  
 সেনা, গুহপ্রিয়া, মহারাজি, শিবানন্দা, শচী,  
 হৃৎপ্রণাশিনী, ইজ্যা, পূজ্যা, জগদ্ধাত্রী, তর্কি-  
 নেয়া, সুরূপিনী, ওহাধিকা, ওণোৎপত্তি, মহা-

জগদ্যোনির্জগন্মাতা জগদুত্থাত্রী ॥ ১১৪  
 বুদ্ধির্মহাবুদ্ধিমতী পুরুষাস্তরবাসিনী ।  
 তরশ্বিনী সমাধিস্থা জিনেত্রা দিবি সংস্থিতা ॥ ১১৫  
 সর্বেশ্রিয়মনোমাতা সর্বভূতহৃদি স্থিতা ।  
 সংসারভারিনী বিদ্যা ব্রহ্মবাদিমনোলয়া ॥ ১১৬  
 ব্রহ্মাণী বৃহতী ব্রাহ্মা ব্রহ্মভূতা ভবারণী ।  
 হিরণ্যমী মহারাজিঃ সংসারপরিবর্তিকা ॥ ১১৭  
 সুমালিনী সুরূপা চ তাবিনী হারিনী প্রভা ।  
 উন্মোলনী সর্বসহা সর্বপ্রভায়াসাক্ষিনী ॥ ১১৮  
 সুসৌম্যা চন্দ্রবদনা তাণ্ডবাসক্তমানসা ।  
 সত্ত্বতত্ত্বিকরী শুদ্ধির্মলজয়বিনাশিনী ॥ ১১৯  
 জগৎপ্রিয়া জগদুর্ভিঃ স্রষ্টৃভিঃ সমুদ্ভবা ।  
 নিরাশ্রয়া নিরাধারা নিরঙ্কুশপদোদ্ভবা ॥ ১২০  
 চক্রহস্তা বিচিহ্নাকৌ অশ্বিনী পদ্মধারিণী ।  
 পরাবরবিধানজ্ঞা মহাপুরুষপূর্কজা ॥ ১২১  
 বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া বিদ্যাং বিদ্যাজিহ্বা জিতশ্রমা ।  
 বিদ্যাময়ী সহস্রাকৌ সহস্রবদনাস্বজা ॥ ১২২  
 সহস্ররাশিঃ সত্ত্বমী মহেশ্বরপদাশ্রয়া ।  
 কালিনী মুন্ময়ী ব্যাপ্তা তৈজসী পদ্মবোধিকা ॥

শীঠা, মকুৎসুতা, হব্যবাহাস্তরাগাদি, হব্যবাহ-  
 সমুদ্ভবা, জগদ্যোনি, জগন্মাতা, জগদুত্থা-  
 ত্রী, বুদ্ধি, মহাবুদ্ধিমতী, পুরুষাস্তর-  
 বাসিনী, তরশ্বিনী, সমাধিস্থা, জিনেত্রা, দিবি-  
 সংস্থিতা, সর্বেশ্রিয়মনোমাতা, সর্বভূতহৃদি-  
 স্থিতা, সংসারভারিনী, বিদ্যা, ব্রহ্মবাদিমনো-  
 লয়া, ব্রহ্মাণী, বৃহতী, ব্রাহ্মা, ব্রহ্মভূতা, ভবারণী,  
 হিরণ্যমী, মহারাজি, সংসারপরিবর্তিকা, সু-  
 মালিনী, সুরূপা, তাবিনী, হারিনী, প্রভা,  
 উন্মোলনী, সর্বসহা, সর্বপ্রভায়াসাক্ষিনী,  
 সুসৌম্যা, চন্দ্রবদনা, তাণ্ডবাসক্তমানসা, সত্ত্ব-  
 তত্ত্বিকরী, শুদ্ধি, মলজয়বিনাশিনী, জগৎপ্রিয়া,  
 জগদুর্ভিঃ, স্রষ্টৃভিঃ, সমুদ্ভবা, নিরাশ্রয়া, নিরা-  
 ধারা, নিরঙ্কুশপদোদ্ভবা । ১১১—১২০ । চক্র-  
 হস্তা, বিচিহ্নাকৌ, অশ্বিনী, পদ্মধারিণী, পরাবর-  
 বিধানজ্ঞা, মহাপুরুষপূর্কজা, বিশ্বেশ্বরপ্রিয়া,  
 বিদ্যাং, বিদ্যাজিহ্বা, জিতশ্রমা, বিদ্যাময়ী,  
 সহস্রাকৌ, সহস্রবদনাস্বজা, সহস্ররাশি, সত্ত্বমী,



মহামায়াশ্রয়া মাতা মহাদেবমনোরমা ।  
 ব্যোমলক্ষ্মীঃ সিংহরথা চৈকিতানামিতপ্রভা ॥ ১২৪  
 বীরেশ্বরী বিমানহা বিশোকা শোকনাশিনী ।  
 অনাহতা কুণ্ডলিনী নলিনী পদ্মভাসিনী ॥ ১২৫  
 সদানন্দা সদাকৌর্ভঃ সর্বভূতাশ্রয়িতা ।  
 বাগ্বেবতা ব্রহ্মকলা কলাভীতা কলারণী ॥ ১২৬  
 ব্রহ্মজীৱব্রহ্মদয়া ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাগ্রজা ।  
 ব্যোমশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিঃ পরা গতিঃ ॥  
 কোভকা বান্ধকা ভেদ্যা ভেদাভেদবিবর্জিতা  
 অতিয়া ভিন্নসংস্থানা বাশনা বংশকারিণী ।  
 গুহ্যজ্ঞিতগুণাভীতা সর্বদা সর্বতোমুখী ॥ ১২৮  
 ভগিনী ভগবৎপত্নী সকলা কালকারিণী ।  
 সর্ববিৎ সর্বতোভদ্রা গুহ্যভীতা গুহারণী ।  
 প্রক্রিয়া যোগমাতা চ গঙ্গা বিবেকরেশ্বরী ॥ ১২৯  
 কপিলা কাপিলী কাস্তা কমলাভা কলান্তরা ।  
 পুণ্যা পুষ্করিণী ভোক্ত্রী পুন্দরপুরুষসয়া ॥ ১৩০  
 পোষণী পরমৈশ্বর্য-ভূতিকা ভূতিভূষণা ।  
 পঞ্চব্রহ্মসমুৎপত্তিঃ পরমার্থার্থবিগ্রহা ॥ ১৩১

মহেশ্বরপদাশ্রয়া, কালিনী, মুন্ময়ী, ব্যাঘ্রা,  
 পদ্মবোধিকা, তৈজসী, মহামায়াশ্রয়া, মাতা,  
 মহাদেবমনোরমা, ব্যোমলক্ষ্মী, সিংহরথা,  
 চৈকিতানা, অমিতপ্রভা, বীরেশ্বরী, বিমানহা,  
 বিশোকা, শোকনাশিনী, অনাহতা, কুণ্ডলিনী,  
 নলিনী, পদ্মভাসিনী, সদানন্দা, সদাকৌর্ভি,  
 সর্বভূতাশ্রয়িতা, বাগ্বেবতা, ব্রহ্মকলা,  
 কলাভীতা, কলারণী, ব্রহ্মজী, ব্রহ্মদয়া, ব্রহ্ম-  
 বিষ্ণুশিবাগ্রজা, ব্যোমশক্তি, ক্রিয়াশক্তি,  
 জ্ঞানশক্তি, পরাগতি, কোভকা, বান্ধকা,  
 ভেদ্যা, ভেদাভেদবিবর্জিতা, অতিয়া, ভিন্ন-  
 সংস্থানা, বাশনা, বংশকারিণী, গুহ্যজ্ঞিত, গুণা-  
 ভীতা, সর্বদা, সর্বতোমুখী, ভগিনী, ভগবৎ-  
 পত্নী, সকলা, কালকারিণী, সর্ববিৎ, সর্বতো-  
 ভদ্রা, গুহ্যভীতা, গুহারণী, প্রক্রিয়া, যোগ-  
 মাতা, গঙ্গা, বিবেকরেশ্বরী, কপিলা, কাপিলী,  
 কাস্তা, কমলাভা, কলান্তরা, পুণ্যা, পুষ্করিণী,  
 ভোক্ত্রী, পুন্দরপুরুষসয়া । ১২১—১৩০ ।  
 পোষণী, পরমৈশ্বর্যভূতিকা, ভূতিভূষণা, পঞ্চ-

বর্মোদয়া ভাস্করমতী যোগিজ্ঞেয়া মনোজবা ।  
 মনোরমা মনোরহা তাপসী বেদরূপিণী ॥ ১৩২  
 বেদশক্তির্বেদমাতা বেদবিদ্যাশ্রকোশিনী ।  
 যোগেশ্বরেশ্বরী মাতা মহাশক্তির্মনোময়ী ॥ ১৩৩  
 বিশ্বাবস্থা বিশ্বমূর্ত্তিবিদ্যানালা বিহায়সী ।  
 কিররী সুরভী বিদ্যা নন্দিনী নন্দিবল্লভা ॥ ১৩৪  
 ভারতী পরমানন্দা পরাপরবিভেদিকা ।  
 সর্বপ্রহরণোপেতা কাম্যা কামেশ্বরেশ্বরী ॥ ১৩৫  
 অচিন্ত্যানন্দবিতবা ভুলেখা কনকপ্রভা ।  
 কুমাণ্ডী ধনরত্নাঢ্যা সুগন্ধা গন্ধদায়িনী ॥ ১৩৬  
 ত্রিবিক্রমপদোদ্ধতা ধনুস্পানিঃ শিবোদয়া ।  
 সুহৃৎপতা ধনাধিকা ধন্যা পিজললোচনা ॥ ১৩৭  
 শান্তিঃ প্রভাবতী দীপ্তিঃ পঙ্কজায়তলোচনা ।  
 আদ্যা হৃৎকমলোদ্ধতা গবাং মাতা রণপ্রিয়া ॥  
 সংক্রিয়া গিরিশা তর্কিনিত্যপুষ্ঠা নিরন্তরা ।  
 হর্গা কাত্যায়নী চণ্ডী চর্চ্চিতাঙ্গা সুবিগ্রহা ॥ ১৩৮  
 হিরণ্যবর্ণা জগতী জগদ্ব্যবস্থাপ্রবর্তিকা ।  
 মন্দরাজিনিবাসা চ সারদা স্বর্ণমালিনী ॥ ১৪০

ব্রহ্মসমুৎপত্তি, পরমার্থার্থবিগ্রহা, বর্মোদয়া,  
 ভাস্করমতী, যোগিজ্ঞেয়া, মনোজবা, মনোরমা,  
 মনোরহা, তাপসী, বেদরূপিণী, বেদশক্তি,  
 বেদমাতা, বেদবিদ্যাশ্রকোশিনী, যোগেশ্বরে-  
 শ্বরী, মাতা, মহাশক্তি, মনোময়ী, বিশ্বাবস্থা,  
 বিশ্বমূর্ত্তি, বিদ্যানালা, বিহায়সী, কিররী,  
 সুরভী, বিদ্যা, নন্দিনী, নন্দিবল্লভা, ভারতী,  
 পরমানন্দা, পরাপরবিভেদিকা, সর্বপ্রহরণো-  
 পেতা, কাম্যা, কামেশ্বরেশ্বরী, অচিন্ত্যা,  
 অনন্তবিতবা, ভুলেখা, কনকপ্রভা, কুমাণ্ডী,  
 ধনরত্নাঢ্যা, সুগন্ধা, গন্ধদায়িনী, ত্রিবিক্রম-  
 পদোদ্ধতা, ধনুস্পানি, শিবোদয়া, সুহৃৎপতা,  
 ধনাধিকা, ধন্যা, পিজললোচনা, শান্তি, প্রভা-  
 বতী, দীপ্তি, পঙ্কজায়তলোচনা, আদ্যা, হৃৎ-  
 কমলোদ্ধতা, গোমাতা, রণপ্রিয়া, সংক্রিয়া,  
 গিরিশা, তর্কি, নিত্যপুষ্ঠা, নিরন্তরা, হর্গা,  
 কাত্যায়নী, চণ্ডী, চর্চ্চিতাঙ্গা, সুবিগ্রহা,  
 হিরণ্যবর্ণা, জগতী, জগদ্ব্যবস্থাপ্রবর্তিকা, মন্দ-  
 রাজিনিবাসা, সারদা, স্বর্ণমালিনী ১৩১--১৪০ ॥

১৪৩০ ব্রহ্মমালা ব্রহ্মগর্ভা পুষ্টিবিব্রজ্যমাবিনী ।  
 পদ্মাননা পদ্মনিতা নিত্যভূষ্টাত্তোদয়া ॥ ১৪৩১  
 ধুবতী হস্তকম্পা চ সূর্য্যাম্বতা দৃষতী ।  
 রক্তেন্দ্রভগিনী সৌম্যা বরেন্ধ্যা বরদায়িকা ॥ ১৪৩২  
 কল্যাণী কমলাবাসা পঞ্চচূড়া বরপ্রদা ।  
 বাঢ়াঘরেধবা বন্দ্যা তুঙ্গয যত্রতিক্রমা ॥ ১৪৩৩  
 কালরাতির্বহাবেগা বীরভক্তপ্রিয়া তিতা ।  
 ভক্তকালী জগন্মাতা ভক্তানাং ভক্তনামিনী ॥  
 করালানি পিতৃশকারা কামেন্দ্রা মগ্ননয়ন ।  
 বশবিনী বশোদা চ বহুধবপরিবর্তিকা ॥ ১৪৩৫  
 শঙ্খিনী পাণ্ডুনী সাংখ্যা সাংখ্যযোগপ্রবর্তিকা  
 ঠৈজা সংবৎসরাকটা জগৎসম্পূর্ণীসুজা ॥ ১৪৩৬  
 তত্তারিঃ খেচরী বহা কবুগ্রীবী কলিপ্রেমার্থী  
 খগন্ধজা খগাক্রতা বারাহী পুষ্যমালিনী ॥ ১৪৩৭  
 ঐশ্বর্য্যপদ্মনিলয়া বিরক্তা গুরুভাসনা ।  
 জয়ন্তী হৃৎগুণাগম্যা শক্রেষ্ঠগণাগ্রণী ॥ ১৪৩৮  
 সফরসিক্তা সামান্য সর্ববিজ্ঞানদায়িনী ।  
 কলিঃ ককবিহস্তী চ শুদ্ধোপনিবহন্তমা ॥ ১৪৩৯  
 নিষ্ঠা দৃষ্টিঃ স্মৃতিব্যাপ্তিঃ পুষ্টিভৃষ্টিঃ ক্রিয়াবতী ।

বহুমালা, বহুগর্ভা, পুষ্টি, বিশ্বপ্রমাণিনী, পদ্মা-  
 ননা, পদ্মনিভা, নিভাতুষ্টি, অমৃতোত্তবা, ধূবতী,  
 কুশলকণা, সূর্যমাতা, দূষবতী, মহেন্দ্রভগিনী,  
 সৌম্যা, বরেশ্যা, বরদাম্বিকা, কল্যাণী, কমলা-  
 বাসা, পঞ্চচূড়া, বরপ্রদা, বাচা, অমরেশ্বরী,  
 বন্দ্যা, হর্জয়া, হুরহিক্রমা, কালরাত্রি, মহা-  
 বেগা, বীরভদ্রপ্রিয়া, হিতা, ভদ্রকালী, জগ-  
 ন্নাভা, ভক্তমঙ্গলদায়িনী, করাল, পিঙ্গলা-  
 কারা, কামভেদা, মহাশ্বনা, যশস্বিনী, যশোদা,  
 বঙ্কশপরিবর্তিকা, শঙ্খিনী, পদ্মিনী, সাংখ্যা,  
 সাংখ্যোগপ্রবর্তিকা, চৈত্রা, সংবৎসরাক্রতা,  
 জগৎসম্পূর্ণী, ইন্দ্রজা, শুভারি, খেচরী, ধ্বা,  
 কবুত্রীবা, কলিপ্রিয়া, খগধ্বজা, খগাক্রতা,  
 বারাহী, পুণ্যমালিনী, ঐশ্বর্যপদ্মনিলয়া, বিরক্তা,  
 গন্ধদালনা, জয়ন্তী, হৃদভাগমা, শঙ্করেষ্টি-  
 গণাশ্রয়ী, সঙ্কলসিকা, সাম্যাহা, সর্ববিজ্ঞান-  
 দায়িনী, কলিকব্ধবৈষ্ণবী, ভূহোপনিবহুস্তমা,  
 নিষ্ঠা, হুষ্টি, স্মৃতি, ব্যাপ্তি, পুষ্টি, তুষ্টি, -ক্রিয়া-

বিবাহমন্ত্রেখরেশানা তুষ্টিমুক্তিঃ শিবাবতা । ১৫০  
 লোহিতা সপ্যমালা চ ভীষণী নরমানিনী ।  
 অনন্তশরনানন্তা নরনারায়ণোত্তবা । ১৫১  
 নুসিঃ দৈত্যমথনী শম্ভুচক্রগদাধরা ।  
 সৰ্ব্বগনসুৎপত্তিরহিকা পাদসংক্রমা । ১৫২  
 মহাভাগা মহাত্মাঃ সুমুৰ্ত্তিঃ সৰ্বকামধুক্ ।  
 সুপ্রভা সুস্তনী সৌরী ধৰ্ম্মকামাৰ্থমোক্ষদা । ১৫৩  
 কুম্ভানিলয়পুংসা পুরাণপুৰুষারিণিঃ ।  
 মহাবিকৃতিদা মধ্যা সন্তোজনয়না সমা । ১৫৪  
 অষ্টাদশভুজানাদ্যা নীলোৎপলদলপ্রভা ।  
 সৰ্বশক্ত্যা সনাতনতা ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মবিবৰ্জিতা । ১৫৫  
 বৈরাগ্যজ্ঞাননিব্রতা নিরালোকা নিরিশ্চিন্তা ।  
 বিচিহ্নগহনাধারা শাস্তত্বেহানবাসিনী । ১৫৬  
 স্থানেশ্বরী নিরানন্দা ত্রিশূলবরধারিণী ।  
 অশেষদেবতামুৰ্ত্তিদেবতাবরদেবতা । ১৫৭  
 গণাধিকা গিরেঃ পুত্রী নিপুণত্বিনিপাতিনী ।  
 অবর্ণা বর্ণরহিতা ত্রিবর্ণা জীবসন্তবা । ১৫৮  
 অনন্তবর্ণানন্ততা শাস্তরী শাস্তমানসা ।  
 অগোত্র গোমতী গোপ্ত্রী শুভরূপা শুণোক্তরা । ১৫৯

বতী, বিশ্বাময়েবরেশানা, যুক্ত, যুক্ত, শিবা,  
অমৃত। ১৪১-১৫০। মৌড়ি, সর্পমালা, ভৌগণী,  
নরমালিনী, অনন্তশয়না, অমৃত, নরনারায়ণো-  
ক্তবা, নৃসিংহ, দৈতামখনা, চক্রগলাধরা,  
সর্বধন-সমুৎপত্তি, অর্ধকা, পাদসংখরা,  
মহাজালা, মণ্ডিত, মণ্ডিত, সর্বকামধুক,  
মুদ্রভা, মুদ্রনা, সৌরী, ধর্মকামার্থমোক্ষদা, ১৪৫,  
ক্রমধানিলয়া, পুকা, পুরাণপুরুষরাণি, মহাবিকৃ-  
তিলা, মধ্যা, সরোজনয়না, সমা, অষ্টাদশভূজা,  
অনায়া, নীলোৎপলদলপ্রভা, সর্বশক্তাসনা-  
কড়া, ধর্ম্যধর্ম্যবিবর্জিতা, বৈরাগ্যজ্ঞাননিষ্ঠা,  
নিরালোকা, নিরিস্রিয়া, বিচিগ্রহনাধারা,  
শাশ্বতস্থানবাসিনী, স্থানেশ্বরী, নিরানন্দা, ত্রিশূল-  
বরধারিণী, অশেষদেবভাস্ত্রী, দেবভাবরদেবভা  
গণাধিকা, গিরিপুত্রী, নিওভবিনশাভিনী,  
অবর্ণা, বর্ণরহিতা, ত্রিবর্ণা, জীবন্তবা, অনন্তবর্ণা,  
অনন্তহা, শাকরী, শাক্তমানসা; অগোত্রা,  
গোমতী, গোপী, গুরুপা, গণেশ্বরী, গোপী,

গৌগীর্গব্যগ্রা গৌগী গণেশ্বরনমস্কৃতা ।  
 সত্যতামা সত্যসন্ধা ত্রিসন্ধ্যা সন্ধিবর্জিতা ॥ ১৬  
 সর্ববাদাশ্রয়া সংখ্যা সাংখ্যযোগসমুদ্ভবা ।  
 অসংখ্যোপপ্রমেয়াধ্যা শূন্তা শুদ্ধকুলোদ্ভবা ॥ ১৬১  
 বিলুপ্তাদসমুৎপত্তিঃ শঙ্কুবালা শশিপ্রভা ।  
 পিশঙ্গা ভেদরহিতা মনোজ্ঞা মধুসূদনী ॥ ১৬২  
 মহাজ্ঞীঃ ক্রীসমুৎপত্তিস্তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতা ।  
 ত্রিতম্বমাতা ত্রিবিধা সূক্ষ্মপদসংজ্ঞয়া ॥ ১৬৩  
 শাস্ত্রাতীতা মলাতীতা নির্মিকারা নিরাশ্রয়া ।  
 শিবাধ্যা চিত্তনিলয়া শিবজ্ঞানরূপিনী ॥ ১৬৪  
 দৈত্যাদানবনির্মুখী কাশ্মপী কালকর্ণিকা ।  
 শাস্ত্রযোনিঃ ক্রিয়ামূর্ত্তচতুর্ভূগপ্রদর্শিকা ॥ ১৬৫  
 নারায়ণী নরোদ্ভূতিঃ কোমলী লিঙ্গধারিণী ।  
 কামুকী কলিতাভাবা পরাবরবিভূতিদা ॥ ১৬৬  
 পরাক্ষজাতমহিমা বভূবা বামলোচনা ।  
 সূভদ্রা দেবকী সীতা বেদবেদাঙ্গপারগা ॥ ১৬৭  
 মনশ্বিনী মহামাতা মহামহ্যাসমুদ্ভবা ।  
 অমহ্যায়মুতাসাদা পুরুহুতা পুরুষ্টুতা ॥ ১৬৮  
 অশোচ্যা ভিন্নবিষয়া হিরণ্যরজতপ্রয়া ।

হিরণ্যরজনী হৈমী হেমাভরণভূষিতা ॥ ১৬৯  
 বিভাজমানা হুজ্জেরা জ্যোতিষ্টোমকলপ্রদা ।  
 মহানিদ্ভাসমুদ্ভূতিরনিদ্ভা সত্যদেবতা ॥ ১৭০  
 দীর্ঘা ককুদ্দিনী হৃদ্যা শাস্তিদা শাস্তিবর্জিনী ।  
 লক্ষ্মাদিশক্তিজননী শক্তিচক্রপ্রবর্তিকা ॥ ১৭১  
 ত্রিশক্তিজননী জ্ঞাতা যদুর্শিপরবর্জিতা ।  
 সূধামা কর্ষকরণী যুগান্তদহনাস্থিকা ॥ ১৭২  
 সঙ্ঘর্ষণী জগদ্ধাত্রী কামযোনিঃ কিরীটিনী ।  
 ঐন্দ্রী ত্রৈলোক্যানামিতা বৈষ্ণবী পরমেশ্বরী ॥ ১৭৩  
 প্রহ্লাদদয়িতা দাত্রী যুগ্মদৃষ্টিস্থলোচনা ।  
 মন্দোৎকটী হংসগতিঃ প্রচণ্ডা চতুর্ভুজা ॥ ১৭৪  
 বৃষাবেশা বিয়মাত্রা বিদ্যাপর্যন্তবাসিনী ।  
 হিমবয়েকনিলয়া কৈলাসগিরিবাসিনী ॥ ১৭৫  
 চাপুর্ভুজতনয়া নীতিজ্ঞা কামরূপিনী ।  
 বেদবেদ্যা অতন্নাতা ব্রহ্মশৈলনিবাসিনী ॥ ১৭৬  
 বীরভদ্রপ্রজা বীরা মহাকামসমুদ্ভবা ।  
 বিদ্যাধরপ্রিয়া সিদ্ধা বিদ্যাধরনিরাকৃতিঃ ॥ ১৭৭  
 আপ্যায়নী হরস্তী চ পাবনী পোষণী কলা ।  
 মাতৃকা মন্থখোভুতা বারিজা বাহনপ্রিয়া ॥ ১৭৮

গব্যপ্রিয়া, গৌগী, গণেশ্বরনমস্কৃতা, সত্যতামা, সত্যসন্ধা, ত্রিসন্ধ্যা, সন্ধিবর্জিতা ॥ ১৫১—১৬০। সর্ববাদাশ্রয়া, সংখ্যা, সাংখ্যযোগসমুদ্ভবা, অসংখ্যোপপ্রমেয়াধ্যা, শূন্তা, শুদ্ধকুলোদ্ভবা, বিলুপ্তাদসমুৎপত্তি, শঙ্কুবালা, শশিপ্রভা, পিশঙ্গা, ভেদরহিতা, মনোজ্ঞা, মধুসূদনী, মহাজ্ঞী, ক্রীসমুৎপত্তি, তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতা, ত্রিতম্বমাতা, ত্রিবিধা, সূক্ষ্মপদসংজ্ঞয়া, শাস্ত্রাতীতা, মলাতীতা, নির্মিকারা, নিরাশ্রয়া, শিবাধ্যা, চিত্তনিলয়া, শিবজ্ঞানরূপিনী, দৈত্যাদানবনির্মুখী, কাশ্মপী, কালকর্ণিকা, শাস্ত্রযোনি, ক্রিয়ামূর্ত্ত, চতুর্ভূগপ্রদর্শিকা, নারায়ণী, নরোদ্ভূতি, কোমলী, লিঙ্গধারিণী, কামুকী, কলিতা, ভাবা, পরাবরবিভূতিদা, পরাক্ষজাতমহিমা, বভূবা, বামলোচনা, সূভদ্রা, দেবকী, সীতা, বেদবেদাঙ্গপারগা, মনশ্বিনী, মহামাতা, মহামহ্যাসমুদ্ভবা, অমহ্যা, অমৃতাসাদা, পুরুহুতা, পুরুষ্টুতা, অশোচ্যা, ভিন্নবিষয়া, হিরণ্য-

রজত-প্রয়া, হিরণ্যরজনী, হৈমী, হেমাভরণ-ভূষিতা, বিভাজমানা, হুজ্জেরা, জ্যোতিষ্টোম-কলপ্রদা, মহানিদ্ভাসমুদ্ভূতি, অনিদ্ভা, সত্য-দেবতা ॥ ১৬১—১৭০। দীর্ঘা, ককুদ্দিনী, হৃদ্যা, শাস্তিদা, শাস্তিবর্জিনী, লক্ষ্মাদিশক্তিজননী, শক্তিচক্রপ্রবর্তিকা, ত্রিশক্তিজননী, জ্ঞাতা, যদুর্শিপরবর্জিতা, সূধামা, কর্ষকরণী, যুগান্ত-দহনাস্থিকা, সঙ্ঘর্ষণী, জগদ্ধাত্রী, কামযোনি, কিরীটিনী, ঐন্দ্রী, ত্রৈলোক্যানামিতা, বৈষ্ণবী, পরমেশ্বরী, প্রহ্লাদদয়িতা, দাত্রী, যুগ্মদৃষ্টি, স্থলোচনা, মন্দোৎকটী, হংসগতি, প্রচণ্ডা, চতুর্ভুজা, বৃষাবেশা, বিয়মাত্রা, বিদ্যাপর্যন্ত-বাসিনী, হিমবয়েকনিলয়া, কৈলাসগিরি-বাসিনী, চাপুর্ভুজতনয়া, নীতিজ্ঞা, কামরূপিনী, বেদবেদ্যা, অতন্নাতা, ব্রহ্মশৈলনিবাসিনী, বীরভদ্রপ্রজা, বীরা, মহাকামসমুদ্ভবা, বিদ্যাধর-প্রিয়া, সিদ্ধা, বিদ্যাধরনিরাকৃতি, আপ্যায়নী, হরস্তী, পাবনী পোষণী কলা, মাতৃকা, মন্থখোভুতা

করীষিণী সুধা বাণী বীণাবাদনতৎপর।  
 সেবিতা সেবিকা সেব্যা সিনীবালীগুরুত্ব।  
 অরুহতী হিরণ্যাক্ষী যুগাক্ষী মানদায়িনী।  
 বসুপ্রদা বসুমতী বসোদ্ধার বসুধরা ॥ ১৮০ ॥  
 বারাদারা বরারোহে চরাচরসহস্রদা।  
 ক্রীকলা ক্রীমতী ক্রীশা ক্রীনিবাসা শিবপ্রিয়া ॥  
 ক্রীকরী কল্যা ক্রীধরাক্ষশরীরিণী।  
 অনন্তদৃষ্টিবন্ধুধা ধাত্রীশা ধনদপ্রিয়া ॥ ১৮১ ॥  
 নিহত্ৰো দৈত্যসজ্জানাং সিংহিকা সিংহবাহনা।  
 সুবর্চলা চ সুজ্যোতী সুকীর্তিহিরসংশয়া ॥ ১৮২ ॥  
 রসজ্ঞা রসদা রামা লেলিহানামৃতস্রবা।  
 নিত্যোদিতা স্বয়ংজ্যোতিরুৎসুকা মৃতজীবনী ॥  
 বজ্রতুণ্ডা বজ্রজিহ্বা বৈদেহী বজ্রবিগ্রহা।  
 মঙ্গল্যা মঙ্গলা মালা নির্মলা মলহারিণী ॥ ১৮৩ ॥  
 গান্ধর্বী গান্ধরী চান্দ্রী কন্বলাম্বতরপ্রিয়া।  
 সৌদামিনী জনানন্দা তুতুটীকুটিলাননা ॥ ১৮৪ ॥  
 কর্ণিকারকরা কক্ষ্যা কংসপ্রাণাপহারিণী।  
 যুগন্ধরা যুগাবর্তা ত্রিসঙ্খ্যা হর্ষবর্দ্ধনী ॥ ১৮৫ ॥  
 প্রত্যকদেবতা দিব্যা দিব্যগন্ধাধিবাসনা ॥

কুতা, বারিজা, বাহনপ্রদা, করীষিণী, সুধা, বাণী, বীণাবাদনতৎপর, সেবিতা, সেবিকা, সেব্যা, সিনীবালী, গুরুত্ব, অরুহতী, হিরণ্যাক্ষী, যুগাক্ষী, মানদায়িনী, বসুপ্রদা, বসুমতী, বসুধারা, বসুধরা ॥ ১৮০—১৮১ ॥  
 বারাদারা, বরারোহা, চরাচরসহস্রদা, ক্রীকলা, ক্রীমতী, ক্রীশা, ক্রীনিবাসা, শিবপ্রিয়া, ক্রীধরী, কল্যা, ক্রীধরাক্ষশরীরিণী, অনন্তদৃষ্টি, অন্ধুধা, ধাত্রীশা, ধনদপ্রিয়া, দৈত্যসমূহনিহত্ৰী, সিংহিকা, সিংহবাহনা, সুবর্চলা, সুজ্যোতী, সুকীর্তি, হিরসংশয়া, রসজ্ঞা, রসদা, রামা, লেলিহানা, অমৃতস্রবা, নিত্যোদিতা, স্বয়ংজ্যোতিঃ, উৎসুকা, মৃতজীবনী, বজ্রতুণ্ডা, বজ্রজিহ্বা, বৈদেহী, বজ্রবিগ্রহা, মঙ্গল্যা, মঙ্গলা, মালা, নির্মলা, মলহারিণী, গান্ধর্বী, গান্ধরী, চান্দ্রী, কন্বলাম্বতরপ্রিয়া, সৌদামিনী, জনানন্দা, তুতুটীকুটিলাননা, কর্ণিকারকরা, কক্ষ্যা, কংসপ্রাণাপহারিণী, যুগন্ধরা, যুগাবর্তা, ত্রিসঙ্খ্যা,

শক্রাসনগতা শাক্তী সাধ্যা চাক্ষরাসনা ॥ ১৮৬ ॥  
 ইষ্টা বিশিষ্টা শিষ্টেষ্ঠা শিষ্টাশিষ্টপ্রপূজিতা।  
 শতরূপা শতাবর্তা বিনতা সুরভিঃ সুরা ॥ ১৮৭ ॥  
 সুরেন্দ্রমাতা সুরাসা সুষুয়া সৃধ্যসংস্থিতা।  
 সমীক্সা সংপ্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তিজ্ঞানপারগা ॥ ১৮৮ ॥  
 ধর্মশাস্ত্রার্থকুশলা ধর্মজ্ঞা ধর্মবাহনা।  
 ধর্মাদর্শবিনির্মাত্রী ধার্মিকপাদাং শিবপ্রদা ॥ ১৮৯ ॥  
 ধর্মশক্তিধর্মময়ী বিধর্ম্যা বিশ্বধর্মিণী।  
 ধর্মাস্তরা ধর্মময়ী ধর্মপূরী ধনাবহা ॥ ১৯০ ॥  
 ধর্মোপদেষ্ট্রী ধর্মাস্তা ধর্মগম্যা ধরাধরা।  
 কপালীশা কল্যমূর্তিঃ কালাকালতবিগ্রহা ॥ ১৯১ ॥  
 সর্বশক্তিবিনির্মুক্তা সর্বশক্ত্যাশ্রয়াশ্রয়া।  
 সর্বা সর্বেশ্বরী স্মৃতা স্মৃজ্ঞানস্বরূপিণী ॥ ১৯২ ॥  
 প্রধানপুরুষেশো মহাদেবৈকসাক্ষিনী।  
 সদাশিবা বিদ্যমূর্তিঃ বেদমূর্তিরমূর্তিকা ॥ ১৯৩ ॥  
 এবং নাশাং সহস্রেশ স্তবাসৌ হিমবান গিরিঃ।  
 ভূঃ প্রণম্য ভীতাস্তা প্রোবাচেদং কৃতাজ্ঞিঃ।  
 যদেতদৈশ্বরং রূপং ধোয়ং তে পরমেশ্বরি।

হর্ষবর্দ্ধনী, প্রত্যকদেবতা, দিব্যা, দিব্যগন্ধাধিবাসনা, শক্রাসনগতা, শাক্তী, সাধ্যা, চাক্ষরাসনা, ইষ্টা, বিশিষ্টা, শিষ্টেষ্ঠা, শিষ্টাশিষ্টপ্রপূজিতা, শতরূপা, শতাবর্তা, বিনতা, সুরভিঃ, সুরা, সুরেন্দ্রমাতা, সুরাসা, সুষুয়া, সৃধ্যসংস্থিতা, সমীক্সা, সংপ্রতিষ্ঠা, নিবৃত্তি, জ্ঞানপারগা, ধর্মশাস্ত্রার্থকুশলা, ধর্মজ্ঞা, ধর্মবাহনা, ধর্মাদর্শবিনির্মাত্রী, ধার্মিকপাদাং, ধর্মময়ী, ধর্মশক্তি, বিধর্ম্যা, বিশ্বধর্মিণী, ধর্মাস্তরা, ধর্মময়ী, ধর্মপূরী, ধনাবহা, ধর্মোপদেষ্ট্রী, ধর্মাস্তা, ধর্মগম্যা, ধরাধরা, কপালীশা, কল্যমূর্তি, কালাকালতবিগ্রহা, সর্বশক্তিবিনির্মুক্তা, সর্বশক্ত্যাশ্রয়াশ্রয়া, সর্বা, সর্বেশ্বরী, স্মৃতা, স্মৃজ্ঞানস্বরূপিণী, প্রধানপুরুষেশো, মহাদেবৈকসাক্ষিনী, সদাশিবা, বিদ্যমূর্তি, বেদমূর্তি, এবং স্মৃর্তিকা ॥ ১৮৬—১৯৩ ॥ ভীতাস্তা হিমবান এই প্রকারে সহস্র নাশাবা, স্তবং করত পুনর্বার প্রণাম করিয়া কৃতাজ্ঞিপুটে বলিলেন,—হে পরমেশ্বর! তোমার এই ভরা-

ভীতোহস্মি সাম্প্রতং দৃষ্টা রূপমন্তং প্রদর্শয় ।  
 এবমুক্তাথ সা দেবী তেন শৈলেন পার্শ্বতী ।  
 সংহত্য দর্শয়ামাস স্বং রূপমপরং পুনঃ । ১৯৮  
 নীলোৎপলদলপ্রখ্যং নীলোৎপলশুগন্ধি চ ।  
 দ্বিনেত্রঃ দ্বিত্বজঃ সৌম্যঃ নীলানলবিকুচিতম্ ।  
 রক্তপাদানুজতলং সুরক্তকরপন্নবম্ ।  
 ত্রীমুখিলাসদব্রুতং ললাটভিলকোজ্জলম্ । ১৯৯  
 কুচিতং চাক্রদর্শকং ভূষণৈরতিকোমলম্ ।  
 দধানমুরসা মালাং বিশালাং হেমনির্মিতাম্ ।  
 ঈষৎশ্লিষ্টং সুবিশোষ্ঠং নৃপুরারাবসংযুতম্ ।  
 প্রসন্নবদনং দিব্যমনন্তমহিমাম্পদম্ ॥ ২০২  
 ভদৌদৃশং সমালোক্য স্বরূপং শৈলসন্তমঃ ।  
 ভীতিং সন্ত্যজ্য হৃষ্টাঙ্গা বভাষে পরমেশ্বরীম্ ।  
 কিমবাহুবাচ ।

অদ্য মে সফলং জন্ম অদ্য মে সফলং তপঃ ।  
 যন্ত্রে সাক্ষাৎ ভ্রমব্যক্তা প্রপন্ন্য দৃষ্টিগোচরম্ ।

নক ঐশ্বর্য-রূপ দর্শন করিয়া আমি ভীত  
 হইয়াছি ; এক্ষণে অন্য রূপ দর্শন করাও ।  
 হিমবান্, দেবী পার্শ্বতীকে এইরূপ বলিলে,  
 পার্শ্বতী স্বীয় সেই ভয়ানক রূপ সংহরণ করিয়া  
 হিমবান্কে অন্তর্মুখি দেখাইলেন । উহা  
 নীলোৎপল-দলসদৃশ, নীলোৎপল-শুগন্ধি, দ্বি-  
 নেত্র, দ্বিত্বজ, সুরক্ত এবং রক্তবর্ণ অলকা-  
 দামে বিভূষিত । উহার পাদপদ্মের অধোভাগ  
 রক্তবর্ণ, হস্ত রক্তবর্ণ, শোভা বিলাসময়ী ও  
 ললাট-ভিলকদ্বারা উজ্জল । বিবিধ ভূষণ-  
 দ্বারা ভীষণ সেই অতি কোমল ও মনোহর  
 সর্বাঙ্গ বিভূষিত ; তিনি বকঃস্থলে অতি  
 বিশালা কনকমালা ধারণ করিতেছেন ;  
 ভীষণ ঈষৎ হাস্যবুজ, স্তম্ভর-বিশকল-সদৃশ  
 ওষ্ঠ এবং ত্রীপাদপদ্যে নৃপুর শস্যমান ।  
 তিনি প্রসন্নবদন । ভীষণ সেই রূপ স্বগীয় ও  
 অনন্ত মহিমার আশ্রয় । শৈলরাজ ভীষণ  
 এবিধ রূপ দর্শন করিয়া ভয় পরিত্যাগপূর্বক  
 হৃষ্টাঙ্গা হইয়া পরমেশ্বরীকে বলিলেন,—অদ্য  
 আমার জন্ম ও তপস্যা সফল হইল, যেহেতু  
 তুমি অব্যক্তা হইয়াও সাক্ষাৎরূপে আমার

স্বরা সৃষ্টং জগৎ সর্বং প্রধানাদ্যং স্বয়ি দ্বিতম্  
 স্বীয়োব লীয়তে দেবি ভ্রমেব পরমা গতিঃ ॥ ২০৩  
 বদন্তি কেচিৎ স্বামেব প্রকৃতিং প্রকৃতেঃ পরাম্  
 অপরে পরমার্থজ্ঞাঃ শিবোক্ত শিবসংজ্ঞয়াং ।  
 স্বয়ি প্রধানং পুরুষো মহান ব্রহ্মা তথেশ্বরঃ ।  
 অবিদ্যা নিয়তির্মায়া কলাদ্যাঃ শতশোভন্তবন্ ।  
 স্বং হি সা পরমা শক্তিরনন্তা পরমেষ্টিনী ।  
 সর্বভেদবিনিশ্চুতা সর্বভেদাশ্রয়াশ্রয়া ॥ ২০৮  
 স্বামিষ্ঠায় যোগেশি মহাদেবো মহেশ্বরঃ ।  
 প্রধানাদ্যং জগৎ সর্বং করোতি বিকরোতি চ  
 স্বয়ৈব স্কৃতো দেবঃ স্বাস্তানন্দং সমশ্রুতে ।  
 ভ্রমেব পরমানন্দস্থমেবানন্দদায়িনী ॥ ২১০  
 ভ্রমকরং পরং ব্যোম মহাজ্যোতির্নিরঞ্জনম্ ।  
 শিবং সর্বগতং সূক্ষ্মং পরং ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥ ২১১  
 স্বং শক্তঃ সর্বদেবানাং ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদ্যামসি ।

দৃষ্টিগোচর হইলে । তুমি সমস্ত জগৎ সৃজন  
 করিয়াছ, প্রধানাদি (প্রকৃতি প্রভৃতি) তোমা-  
 তেই স্থিত, তোমাতেই সমস্ত জগৎ লীন হয়  
 এবং হে দেবি ! তুমিই ঐশ্বর্যগতি । কেহ কেহ  
 তোমাকে প্রকৃতি বলিয়া থাকেন, কেহ বা  
 তোমাকে প্রকৃতির পরিবর্তিনী বলিয়া থাকেন  
 এবং অপর পরমার্থজ্ঞগণ শিবসংজ্ঞা-হেতু  
 তোমাকে শিবা বলিয়া থাকেন । প্রকৃতি,  
 পুরুষ, মহত্ত্ব, ব্রহ্মা, ঈশ্বর, অবিদ্যা, নিয়তি,  
 (অদৃষ্ট), মায়া ও কলা আদি শত শত  
 পদার্থ তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে ।  
 তুমিই সেই পরমা শক্তি, অনন্ত্য পরমেষ্টিনী,  
 সর্বভেদরহিতা ও সর্বভেদাশ্রয়ের আশ্রয় ।  
 যোগেশ মহাদেব তোমাতেই অধিষ্ঠান করিয়া  
 এই সমস্ত জগৎ সৃজন ও সমস্ত জগতের  
 নাশ করিতেছেন । তোমার সহিত যুক্ত  
 হইয়াই মহাদেব স্বকীয় আস্তানন্দ অমৃতভব  
 করিতেছেন, তুমিই পরম আনন্দস্বরূপা এবং  
 আনন্দদায়িনী । ১৯৬—২১০ । তুমি অক্ষর,  
 মহাকাশ, মহাজ্যোতিঃস্বরূপ, নিরঞ্জন, মঙ্গল-  
 ময়, সর্বপদার্থে স্থিত, সূক্ষ্ম ও সনাতন পরম  
 ব্রহ্মস্বরূপ । তুমিই দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র,

বাহুবলবতাং দেবি যোগিনাং স্বং কুমারকঃ ৷১২  
 ঋষীণাং বসিষ্ঠঃ ব্যাসো বেদবিদামসি ।  
 সাংখ্যানাং কপিলো দেবে কজ্ঞাণামসি শঙ্করঃ  
 আদিত্যানামুপেন্দ্রঃ বহুনাংকৈব পাবকঃ ।  
 বেদানাং সামবেদঃ গায়ত্রী ছন্দসামসি ৷২১৪  
 অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং গভীনাং পরমা গতিঃ ।  
 মায়া স্বং সর্গশক্তিীনাং কালঃ কলয়তামসি ৷২১৫  
 ওঙ্কারঃ সর্বভূতানাং বর্ণনাংক বিজ্ঞোক্তমঃ ।  
 আশ্রমাণাং গৃহস্থমীষরামাণাং মহেশ্বরঃ ৷২১৬  
 পুংসাং স্বমেকঃ পুরুষঃ সর্বভূতহৃদি স্থিতঃ ।  
 সর্বোপনিষদাং দেবি ওঙ্কোপনিষদ্যচ্যসে ৷২১৭  
 ঈশানচাসি কল্পানাং যুগানাং কৃতমেব চ ।  
 আদিত্যঃ সর্বমার্গাণাং বাচ্যঃ দেবী সরস্বতী ।  
 স্বং লক্ষীচাকরুণাণাং বিকুর্মায়াবিনামসি ।  
 অরুহতী সতীনাং স্বং সুপর্ণঃ পততামসি ৷২১৮  
 হৃদানাং পৌরুষঃ হৃদঃ সাম জ্যেষ্ঠক সামসু  
 সার্বভৌমী চাসি জপ্যানাং যজুর্বা শতকজ্জিয়ম্ ৷

ঋষিবিদগণের ব্রহ্মা, বলবানের মধ্যে বায়ু, যোগিগণের মধ্যে কুমার ( সনৎকুমার ), ঋষি-গণের মধ্যে বসিষ্ঠ, বেদবিদগণের মধ্যে তেদব্যাস, সাংখ্যবেত্তাদিগের মধ্যে কপিল, কজ্ঞের মধ্যে শঙ্কর, আদিত্যের মধ্যে উপেন্দ্র, বহুগণের মধ্যে অগ্নি, বেদের মধ্যে সামবেদ ও ছন্দের মধ্যে গায়ত্রী । হে দেবি ! তুমিই বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, গতির মধ্যে মোক্ষ, সর্গশক্তির মধ্যে মায়া, বিনাশকের মধ্যে কাল, সকল গুহ্যপদার্থের মধ্যে ওঙ্কার, বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, আশ্রমের মধ্যে গার্হস্থ্য ও ঈশ্বরের মধ্যে মহেশ্বর । তুমিই পুরুষের মধ্যে সর্বপ্রাণীর হৃদয়স্থিত অদ্বিতীয় পুরুষ এবং সকল উপনিষদের মধ্যে ওঙ্ক উপনিষদ বলিয়া কথিত । কল্পের মধ্যে তুমি ঈশানকল্প, যুগের মধ্যে সত্যযুগ, যাবতীয় মার্গের মধ্যে আদিত্য ও বাতোর মধ্যে সরস্বতী । সূক্ষ্মরূপের মধ্যে তুমিই লক্ষী, মায়াবীর মধ্যে বিকুর্মা, সতীর মধ্যে অরুহতী, পক্ষীর মধ্যে সার্বভৌম, হৃদের মধ্যে পুরুষহৃদ ও সামের

পর্বতানাং মহামেক্ষরনভো ভোগিনামসি ।  
 সর্কেষাং স্বং পরং ব্রহ্ম স্বয়ং সর্বমেব হি ৷২২১  
 রূপং তবাপ্রশেষবিকারহীন-  
 মগোচরং নিশ্চলমেকরূপম্ ।  
 অনাদিমধ্যান্তমনন্তমাদ্যং  
 নমামি সত্যং তমসং পরন্তাৎ ৷২২২  
 যদেব পশুন্তি জগৎপ্রসূতিং  
 বেদান্তবিজ্ঞানবিনিশ্চিতার্থাঃ ।  
 আনন্দমাত্রং প্রণবাতিধানং  
 তদেব রূপং শরণং প্রপদ্যে ৷২২৩  
 অশেষভূতান্তরসম্মিষিতং  
 প্রধানপুংষোগবিয়োগহেতুম্ ।  
 তেজোময়ং জন্মবিনাশহীনং  
 প্রাণাতিধানং প্রণতে হস্মি রূপম্ ৷২২৪  
 আদ্যন্তহীনং জগদাশ্রয়ং  
 বিভিন্নসংসং প্রকৃতেঃ পরন্তাৎ ।  
 কূটস্থমব্যাক্তবপুস্তবৈব  
 নমামি রূপং পুরুষাতিধানম্ ৷২২৫

মধ্যে তুমি জ্যেষ্ঠ সাম । জপ্যের মধ্যে তুমি সার্বভৌম এবং যজুর মধ্যে শতকজ্জিয় । হে দেবি ! পর্বতের মধ্যে তুমি মহামেক্ষ, সর্পের মধ্যে অনন্ত এবং সকল পদার্থের মধ্যে তুমিই ব্রহ্মরূপ ; অতএব অধিক আর কি বলিব, সমস্ত পদার্থই স্বয়ম্ । ২১১—২২১ । বাহ্য নির্মিকার অগোচর (দর্শনাদির অবিষয়) নিশ্চল অদ্বিতীয়, বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য-রহিত, অনন্ত, আদিভূত ও তমঃপরবর্তী ; এতাদৃশ স্বরূপকে নমস্কার করি । বৈদান্তিকগণ বাহ্যকে জগৎপ্রসূতি বলিয়া জানেন, সেই আনন্দময়, প্রণবাতিধান রূপের শরণাপন্ন হই । সর্বপ্রাণীর মধ্যস্থিত, প্রকৃতি-পুরুষের সংযোগ-বিয়োগের জনক, তেজোময়, জন্ম-বিনাশ-রহিত ও প্রণবাত্মক রূপকে নমস্কার করি । আদি-অন্তরহিত, জগদাশ্রয়রূপ, তিরতির রূপে সংস্থিত, প্রকৃতির পরবর্তী, কূটস্থ অব্যাক্তশরীর ও পুরুষাতিধান রূপকে নমস্কার ।



সর্বোৎকর্ষং সর্বজগদ্বিধানং  
সর্বজগৎ জন্ম-বিনাশহেতুং ।  
হৃদয়ং বিচিত্রং ত্রিগুণং প্রধানং  
নতোহস্মি তে রূপমরূপভেদম্ ॥ ২২৬  
স্বাদ্যং মহাস্বাদং পুরুষাতিধানং  
প্রকৃত্যবহং ত্রিগুণাশ্রয়ীজম্ ।  
ঐশ্বর্যবিজ্ঞানবিরাগধর্মৈঃ  
সমবিত্তং দেবি নতোহস্মি রূপম্ ॥ ২২৭  
বিসপ্তলোকাস্বকমমুসংস্থং  
বিচিত্রভেদং পুরুষৈকনাথম্ ।  
অনেকভেদৈরধিবাসিতং তে  
নতোহস্মি রূপং জগদগুণসংজ্ঞম্ ॥ ২২৮  
অশেষবেদাস্বকমেকমাধ্যং  
স্বভেদজা পুরিতলোকভেদম্ ।  
ত্রিকালহেতুং পরমেষ্ঠিসংজ্ঞং  
নমামি রূপং রবিমণ্ডলম্ ॥ ২২৯  
সহস্রমূর্ত্তানমনস্তশক্তিঃ  
সহস্রবাহুং পুরুষং পুরাণম্ ।  
শয়ানমন্তঃসলিলে তটৈব  
নারায়ণাখ্যং প্রণতোহস্মি রূপম্ ॥ ২৩০

করি। যাহা সকলের আশ্রয়, সকল জগতের  
বিধায়ক, সর্বজগদ্বিধান, উৎপত্তি ও বিনাশের  
হেতু, হৃদয়, বিচিত্র, ত্রিগুণময় ও প্রধান;  
সেই রূপভেদবিরহিত ঐদীয় রূপকে নমস্কার  
করি। যাহা আদিত্য, মহন্ত, পুরুষাতিধ,  
প্রকৃত্যবহ, সর্বজগদ্বিধানের কারণ এবং  
ঐশ্বর্য, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ধর্মসমায়ুক্ত;  
এতাদৃশ ঐদীয় রূপকে নমস্কার করি। যে  
ঐদীয় রূপ—চতুর্দিশভুবনাস্বক, প্রলয়বারি-  
গত, বিচিত্রভেদ, পরমপুরুষযুক্ত ও অনেক-  
ভেদযুক্ত; ব্রহ্মাণ্ডনামক সেই রূপকে নমস্কার  
করি। অশেষবেদমূর্ত্তি, অধিত্য, আদিত্য,  
স্বভেদজস্বরূপ পুরিতলোকভেদ, তৃত্ত-  
ভাবিত্যৎ-বর্ত্তমানের কারণ, রবিমণ্ডল-সংস্থিত  
ও পরমেষ্ঠিসংজ্ঞক সেই তোমার রূপকে  
নমস্কার করি। যাহা সহস্রমন্তক, অনন্তশক্তি,  
সহস্রবাহু, আদিপুরুষ ও সলিলমধ্যে শয়ান;

দংষ্ট্রাকরাণ্যং ত্রিংশতিমূল্যং  
বৃগাস্তকালানলকর্ত্ত্বরূপম্ ।  
অশেষভূতাণ্ডবিনাশহেতুং  
নমামি রূপং তব কালসংজ্ঞম্ ॥ ২৩১  
কণাসহস্রেন বিরাজমানং  
ভোগীশ্রমুখোরপি পূজ্যমানম্ ।  
জনার্দনার্কটমুখং প্রমুখং  
নতোহস্মি রূপং তব শেবসংজ্ঞম্ ॥ ২৩২  
অব্যাহতৈশ্বর্যমমুগ্ধানেজং  
ব্রহ্মামৃতানন্দরসজন্মকম্ ।  
বৃগাস্তশেবং দিবি নৃত্যমানং  
নতোহস্মি রূপং তব কজসংজ্ঞম্ ॥ ২৩৩  
প্রহীণশোকং প্রবিহীনরূপং  
সুখানুরৈরর্চিতপাদপদ্মম্ ।  
সুকোমলং দেবি বিভাসি শুভ্রং  
নমামি তে রূপমিদং ভবানি ॥ ২৩৪  
নমস্তেহস্ত মহাদেবি নমস্তে পরমেশ্বরি ।  
নমো ভগবতীশানি শিবায়ৈ তে নমো নমঃ ।  
স্বয়মোহহং স্বদাধারস্বমেব চ গতির্মম ।

এতাদৃশ নারায়ণাখ্য রূপকে নমস্কার করি।  
২২২—২৩০। দেবতাগণকর্ত্তক পূজিত, দংষ্ট্রা-  
করাণ্য, ত্রিংশতিমূল্য, অনলরূপ, অশেষ-  
ব্রহ্মাণ্ড-বিনাশকারণ কালসংজ্ঞক তোমার  
রূপকে প্রণাম করি। যাহা সহস্র কণাধারা  
শোভমান, ভোগীশ্রমুখোরপকর্ত্তক পূজ্যমান,  
জনার্দনকর্ত্তক আকটমুখ ও নিমিত্ত, সেই  
শেবনামক তোমার রূপকে নমস্কার করি।  
যাহা অপ্রতিহত-ঐশ্বর্য, ত্রিভুজ, ব্রহ্মামুতরূপ  
আনন্দরসের বেদিতা, বৃগাস্তস্বরূপী ও স্বর্গে  
নৃত্যমান; তোমার সেই কজসংজ্ঞক রূপকে  
নমস্কার করি। হে দেবি! ভবানি! শোক-  
বিহীন, রূপহীন, সুখ ও অনুরাগকর্ত্তক  
পূজিতপাদপদ্ম, সুকোমল ও শুভ্রপে দীপ্তি-  
শালী স্বদীয় এই রূপকে নমস্কার করি। হে  
মহাদেবি! তোমাকে নমস্কার। হে পর-  
মেশ্বরি! তোমাকে নমস্কার। হে ভগবতি  
কেশানি! তোমাকে নমস্কার। হে শিবো!



স্বামেব শরণং যান্তে প্রসীদ পরমেশ্বরি ॥ ২৩৬

কথা নাহি সমো লোকে দেবো বা

দানবোহপি বা ।

জগন্মাতৈব মৎপুত্রী সন্তুতা তপসা যতঃ ॥ ২৩৭

এবা ভবাবিকা দেবি কিলাত্মং পিতৃকন্তকা ।

মেনাশেষজগন্মাতুরহো মে পুণ্যগৌরবম্ ॥ ২৩৮

পাহি ধামমরেশানি মেনয়া সহ সর্বদা ।

ননামি তব পাদাঙ্গং ব্রজামি শরণং শিবাম্ ।

অহো মে স্তমহভাগ্যং মহাদেবীসমাগমাৎ ।

আজ্ঞাপয় মহাদেবি কিং করিষ্যামি শকরি ॥ ৪

এতাবহুকা বচনং তদা হিমগিরীশ্বরঃ ।

সম্প্রেক্ষ্যমাণো গিরিজাং প্রাজ্জলিঃ

পার্শ্বগোহতবৎ ॥ ২৪১

অথ সা তন্তু বচনং নিশম্য জগতোহরণিঃ ।

সম্বিতং প্রাহ পিতরং স্মৃতা পশুপতং পতিম্ ॥

ঈদেবুবাচ ।

দুশ্শু চৈতৎ প্রথমং শুভমৌষধগোচরম্ ।

তোমাকে নমস্কার । আমি স্মৃতা, তুমি আমার

আধার-স্বরূপ ; তুমিই আমার গতি, আমি

তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি ; হে পরমে-

শ্বরী ! তুমি প্রসন্ন হও । জগতে আমার

সমান দেবতা ও দানব কেহ নাই । যেহেতু

তুমি জগন্মাতা হইয়াও তপস্তার কলে

আমার পুত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ । হে

দেবি ! পিতৃকন্তকা মেনা, অশেষজগন্মাতা

তোমার মাতা হইলেন, ইহার অধিক আমার

পুণ্যগৌরব আর কি হইতে পারে ? হে

অমরেশানি ! মেনার সহিত আমাকে সর্বদা

স্বকা কর । আমি তোমার পাদপদ্মে নমস্কার

করিতেছি ও তোমার শরণাপন্ন হইতেছি ।

অহো আমার কি মহাভাগ্য ! যেহেতু মহা-

দেবীর আগমন হইয়াছে । হে মহাদেবি !

একশ্রেণী আজ্ঞা করুন আমি কি করিব ?

২৩১—২৪০ । হিমগিরীশ্বর এই সকল কথা

বলিয়া, গিরিজাকে দর্শন করত প্রাজ্জলিপূর্বক

উহার পার্শ্বগত হইলেন । জগদ্রণির

দাবারি-স্বরূপ সেই দেবী হিমবানের এই

উপদেশং গিরিশ্রেষ্ঠ সেবিতঃ ব্রহ্মবাদিত্তিঃ ॥

যন্মে সাক্ষাৎ পরং রূপমৈশ্বর্যং দৃষ্টমভূতম্ ।

সর্বশক্তি সমামুত্তমমন্তঃ প্রেরকং পরম্ ॥ ২৪৪

শাস্তঃ সমাহি যনা মানাংকারবর্জিতঃ ।

ত'রষ্ঠন্তংপরো ভূত্বা তদেব শরণং ব্রজ ॥ ২৪৫

ভক্ত্যা স্বনস্তয়া ভা ত মস্তাৎ পরমাংসতঃ ।

সর্বযজ্ঞতপোদাতৈস্তদেবার্চয় সর্বদা ॥ ২৪৬

তদেব মনসা পশু তক্ষায়স্ব যজস্ব তৎ ।

মমোপদেপাৎ সংসারং নাশয়ামি তবানঘ ॥

অহং স্বাং পরয়া ভক্ত্যা ঐশ্বর্যং যোগমাশ্রিতম্ ।

সংসারসাগরানন্দমাত্রকরামাচিৎসে তু ॥ ২৪৮

ধ্যানেন কর্মযোগেন ভক্ত্যা জ্ঞানেন চৈব হি

প্রাপ্যাহং তে গিরিশ্রেষ্ঠ নাত্থা কর্মকোটিভিঃ

জ্ঞিঃ স্মৃত্যাদিতং সমাক্ কর্ম বর্ণাশ্রমাস্বকম্ ।

অধ্যাজ্ঞানসহিতং যুক্তয়ে সততং কুরু ॥ ২৪৯

সকল কথা শ্রবণ করিয়া স্বীয় পাত পশু-

পাতকে শ্রবণপূর্বক ঈষৎ হাসিয়া পিতা হিম-

বানকে বলিলেন,—হে গিরিশ্রেষ্ঠ ! ঈশ্বর-

গোচরকারী ব্রহ্মবিদগণকর্তৃক সেবিত আত

গোপনীয় ও আদিত্ব এই উপদেশ শ্রবণ

কর । সাক্ষাৎ সহস্রে সর্বশক্তিসমামুত্তম অনন্ত

শ্রেষ্ঠ প্রেরক স্বরূপ আমার যে অত্যদ্বিত

ও শ্রেষ্ঠ ঐক্য রূপ দর্শন করিয়াছ, তুমি শাস্ত

ও সমাহিত-চিত্তে মান-অহঙ্কারবর্জিত তীর

ও তৎপরায়ণ হইয়া সেই রূপেরই শরণাপন্ন

হও । হে ভাত ! অনন্তা ভক্তিতে আমার

শ্রেষ্ঠ ভাব আজ্ঞা করত সর্বদা সর্বাধিক যজ্ঞ

তপস্তা ও দান দ্বারা সেই মূর্তির ধ্যান কর.

সেই মূর্তির পূজা কর; তাহা হইলে হে অনঘ ।

আমি তোমার সংসারবন্ধন নাশ করিব ।

পরমভক্তি দ্বারা ঐশ্বর্য যোগ প্রাপ্ত হইলে,

তোমাকে আমি আবল্যে সংসাররূপ সাগর

হইতে উদ্ধার করিব । হে গিরিশ্রেষ্ঠ । ধ্যান,

কর্মযোগ, ভক্তি ও জ্ঞান দ্বারাই তুমি

আমাকে প্রাপ্ত হইতে পারিবে; অস্ত্র বোটি

কোটি কর্ম, দ্বারাও প্রাপ্ত হইবে না ।

সর্বদা যুক্তির নিমিত্ত জ্ঞতি এবং স্মৃতিবর্তিত

ধর্ম্মাং সজায়তে ভক্তিভক্ত্যা সন্ত্রপ্যতে পরম্  
জতিস্মৃতিভাষ্যাদিতে। ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকো মতঃ ।  
নান্ততো জায়তে ধর্ম্মো বেদাধর্ম্মো হি নির্বর্তে  
তস্মান্মুখমুখ্যার্থী মজ্জপং বেদমাভ্যসেৎ ॥ ২৫২  
মতৈবৈষা পরা শক্তিবদসংজ্ঞা পুরাতনী ।  
ঋগ্‌যজুঃসামরূপেণ সর্গাদো সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ২৫৩  
তেষামেব চ শুপ্রার্থং বেদানাং ভগবানজঃ ।  
ব্রাহ্মণাদীন সসজ্জাধ শ্রে শ্রে কৰ্ম্মণাযোজয়ৎ ।  
যে ন কুর্কন্তি তদুর্গং তদর্থং ব্রহ্মানিশ্চিতম্ ।  
তেসামধস্তান্নবকান্তামিশ্রাদীনকল্পয়ৎ ॥ ২৫৪  
ন চ বেদাদিতে কিঞ্চিচ্ছাস্ত্রং ধর্ম্মাভিধায়কম্ ।  
যোহন্তজ রমতে সোহসৌ ন সন্তাষো

বিজ্ঞাতিভিঃ ॥ ২৫৬

যানি শাস্ত্রাণি দৃষ্টান্তে লোকেহস্মিন বিবিধানি তু  
জতিস্মৃতিবিকল্পানি নিষ্ঠা তেষাং হি তামসী ।

কাপালং ভৈরবচৈক্যং যামলং যামমাইতম ।  
কাপিলং পাকরাত্রক ডামরং মোহনাম্বকম্ ।  
এবংবিধানি চান্ত্রানি মোহনার্থানি তানি তু  
যে কশাস্ত্রাভিযোগেন মোহয়ন্তীহ মানবান্ ।  
মগ্ন সৃষ্টানি শাস্ত্রাণি মোহাদৈয়াঃ ভবান্তরে ।  
বেদার্থনিষ্ঠৈঃ কার্য্যং যৎ স্মৃতং কৰ্ম্ম বৈদিকম্  
তৎ প্রযত্নেন কুর্কন্তি মৎপ্রিয়াস্তে হি যে নরাঃ  
বর্ণানামমুকেম্পার্থং মন্নিয়োগাধিরাট্ট স্বয়ম্ ।  
শাস্ত্রভ্রুবো মনুধর্ম্মান্ মুনীনাং পূর্বমুক্তবান্ ॥ ২৬১  
জ্ঞান্য চান্ত্রোহপি মুনয়স্তনুখাক্ষ্মমুস্তমম্ ।  
চক্রধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার্থং ধর্ম্মশাস্ত্রাণি চৈব হি ॥ ২৬২  
তেষু চান্ত্রহিতেষেবং যুগান্তেষু মহর্ষয়ঃ ।  
ব্রহ্মণো বচনাং তানি কবিস্যস্তি যুগে যুগে ।  
অষ্টাদশ পুরাণানি বাসেন কথিতানি তু ।  
নিয়োগাদব্রহ্মণো রাজ্যন্তেষু ধর্ম্মঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।

বর্ণাশ্রমাত্মক অধ্যাত্মজ্ঞানযুক্ত কৰ্ম্মসকল সম্যক  
রূপে আচরণ কর। ধর্ম্ম হইতে ভক্তি উৎ  
পন্ন হয় ও ভক্তি হইতে পরমাত্মতত্ত্ব লাভ  
হয় ॥ ২৪১—২৫০। জতি-স্মৃতিতে যজ্ঞাদি  
কৰ্ম্মই ধর্ম্মজনক বলিয়া নির্দিষ্ট আছে।  
অন্ত কিছুতেই ধর্ম্ম উৎপন্ন হয় না। যেহেতু  
বেদ হইতেই ধর্ম্ম প্রকাশিত। স্মৃতরাং মুখমুখ  
ও ধর্ম্মার্থী ব্যক্তিগণ মজ্জপ বেদকেই যেন  
আজ্ঞা করে। আমার এই শ্রেষ্ঠা শক্তিই  
বেদসংজ্ঞা ও পুরাতনী। ইহাই সৃষ্টির  
আদিতে ঋক্‌ যজুঃ ও সামরূপে সম্প্রবর্ত্তিত  
হইয়াছে। সেই সকল বেদের রক্ষণের  
নিমিত্তই জন্মরাহিত ভগবান্ ব্রাহ্মণাদিকে সৃষ্টি  
করিয়া স্ব স্ব কার্য্যে নিয়োগ করিয়াছেন।  
যে সকল ব্যক্তি বেদবিহিত সেই সকল ধর্ম্ম  
আচরণ না করে, তাহাদিগের জন্মই অতি  
অপকৃষ্ট তামিস্র প্রভৃতি নরক সবল সৃষ্ট  
হইয়াছে। বেদ ভিন্ন ধর্ম্মাভিধায়ক অন্য কিছু  
শাস্ত্রই নাই; এহ শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া যে  
ব্যক্তি অন্য শাস্ত্রে রত হয়, সে ব্যক্তি  
বিজ্ঞাতিগণের সন্তাষ্য নহে। এই জগতে  
জতিস্মৃতিবিকল্প যে সকল বিবিধ শাস্ত্র

দেখিতে পাওয়া যায়, সেই সকল শাস্ত্রের  
নিষ্ঠা তামসী। কাপাল, ভৈরব, যামল,  
বাম, আইল, কাপিল, পাকরাত্র, ডামর শাস্ত্রও  
মোহনাত্মক; এই সকল শাস্ত্র ও এবংবিধ  
অজ্ঞাত শাস্ত্র (অস্মৃতিগের) মোহনের  
নিমিত্ত। এই জগতে যে সকল ব্যক্তি  
কুশাস্ত্র যাগে মানবগণকে মোহিত করিয়া  
থাকে, আমার সৃষ্ট শাস্ত্র সংসারমধ্যে তাহা-  
দিগের মোহের নিমিত্ত। শ্রেষ্ঠ বেদার্থজ্ঞগণ  
কর্ত্তক করণীয় যে সকল বৈদিককৰ্ম্ম কথিত  
হইয়াছে, যে সকল মানব অতিযত্নে তাহার  
আচরণ করবে, তাহারাই আমার প্রিয়।  
২৫১—২৬০। বিরূপাক্ষ স্বয়ং ঋগ্‌যজুঃ  
মন্ত্র পূর্বে আমার আদেশক্রমেই সকলবর্ণের  
হিতকামনায় মুনীগণ-সমীপে ধর্ম্মসকল বলিয়া-  
ছিলেন। অন্ত মুনীগণ মন্ত্রর নিকট হইতে  
উত্তম ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া, ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার নিমিত্ত  
বহুবিধ ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রলয়-  
কালে সেই শাস্ত্রসকল অন্তহিত হইলে, মহাবি-  
গণ ব্রহ্মার আদেশক্রমে যুগে যুগে সেই  
সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই পুনঃ প্রণয়ন করিবেন। হে  
রাজন্! ব্রহ্মার নিয়োগহেতু বেদব্যাঙ্গ অষ্ট-

অস্ত্রাণ্যপুণ্যানি তচ্ছিষ্যে কথিতানি তু ।  
 যুগে যুগেহ সৰ্ব্বেষাং কৰ্ত্তা বৈ ধৰ্ম্মশাস্ত্রবিৎ ।  
 শিকা কল্পো ব্যাকরণং নিকৃষ্টং ছন্দ এব চ ।  
 জ্যোতিঃশাস্ত্রং জ্যোতিষবিদ্যা সৰ্ব্বেষামুপবৃংহণম্ ॥২৬৬॥  
 এবং চতুর্দশৈতানি তথা হি বিজ্ঞসত্তমাঃ ।  
 চতুর্বেদঃ সহোক্তানি ধৰ্ম্মো নাক্তজ বিদ্যাতে ।  
 এবং পৈতামহং ধৰ্ম্মং মনুৰ্যাসাদয়ঃ পরম্ ।  
 জ্ঞাপয়তি যমোক্তশাস্ত্রাবদাত্তসংগ্রহম্ ॥২৬৮॥  
 জ্ঞানী সহ তে সৰ্ব্বে সন্ত্রাণ্ডে প্রতিসকরে ।  
 পরস্তান্তে কৃত্যন্তানি প্রবিশতি পরংপদম্ ॥২৬৯॥  
 কৃত্যং সৰ্ব্বপ্রযত্নেন ধৰ্ম্মার্থং বেদব্যাখ্যেৎ ।  
 ধৰ্ম্মেণ সহিতং জ্ঞানং পরং ব্রহ্ম প্রকাশয়েৎ ।  
 যে তু সন্ধান পরিত্যজ্য যামেব শরণং গতাঃ  
 উপাসতে সন্য তত্যা যোগমৈশ্বরমাহ্বিতাঃ ।  
 সৰ্ব্বকৃতদয়্যবন্তঃ শান্তা দান্তা বিমৎসরাঃ ।

দশ পুৰাণ রচনা করিয়াছেন। সেই সকল পুৰাণে ধৰ্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বেদব্যাঙ্গের শিষ্যগণ অস্ত্রাণ্য উপপুৰাণ রচনা করিয়াছেন। এইরূপ যুগে যুগে ধৰ্ম্মশাস্ত্রবেত্তারা ধৰ্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিবেন। শিকা, কল্প, ব্যাকরণ, নিকৃষ্ট, ছন্দ, জ্যোতিঃশাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, সকল শাস্ত্রের উপবৃংহণ (অর্থাৎ যৌমাংসা), (পূর্বোক্ত পুরাণশাস্ত্র ও ধৰ্ম্মশাস্ত্র) এবং চতুর্বেদ; হে বিজগণ! এই চতুর্দশ শাস্ত্র কথিত হইয়াছে। এই সকল শাস্ত্র ব্যতীত অন্য কোথাও ধৰ্ম্ম নিরূপিত নাই। আমার আদেশক্রমে, মনু, বাস প্রভৃতি মুনিগণ, পিতামহোক উত্তম ধৰ্ম্ম মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত সংস্থাপন করিবেন বঙ্গের পরমাত্মা যেহেতু মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, যখন ঈশ্বর কারী মুনিগণ ব্রহ্মার সহিত পরব্রহ্মে লীন হইবেন। সেই হেতু সৰ্ব্ববিধ যত্ন দ্বারা ধৰ্ম্মের নিমিত্ত বেদের আশ্রয় গ্রহণ করিবে। ধৰ্ম্মের সহিত জ্ঞানই পরম ব্রহ্মকে প্রকাশ করিয়া দেয়। ২৬১—২৭০। যে সকল ব্যক্তি সৰ্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া আমায় শরণাপন্ন হয়, ঐশ্বর-যোগ অবলম্বনপূর্বক সৰ্ব্বদা আমাকে

অমানিনো বুদ্ধিমন্ততাপসাঃ শংসিতব্রতাঃ ॥২৭২॥  
 যচ্ছিত্তা মদগতক্রীণা মজ্জ্ঞানকথনে রতাঃ ।  
 সন্ন্যাসিনো গৃহস্থান্চ বনস্থা ব্রহ্মচারিণঃ ॥২৭৩॥  
 তেষাং নিত্য্যভিব্যক্তানাং যাত্যত্মং সমুৎখিতম্  
 নাশয়ামি তমঃ কৃৎস্নং জ্ঞানদীপেন যা চিত্যৎ ॥  
 তে স্তুনিধুতমসো জ্ঞানে নৈকেন মনসাঃ ।  
 সদানন্দাচ্চ সংসারে ন জায়ন্তে পুনঃপুনঃ ॥২৭৫॥  
 তস্যৈব সৰ্ব্বপ্রকারেণ যত্নোচ্চৈঃ শরণায়ণঃ ।  
 যামেবার্চ্ছ্য সৰ্ব্বত্র মনসা শরণং গতাঃ ॥২৭৬॥  
 অশক্তো যদি মে ধ্যাভূমৈশ্বরং রূপমব্যয়ম্ ।  
 ততো মে পরমং রূপং কালাধ্য শরণং ব্রজ ।  
 তদ্বৎ শরূপং মে তাত মনসো গোচরং তব ।  
 তন্নিষ্ঠত্বংপরো ভূত্বা তদর্চনপরো তব ॥২৭৮॥  
 যতু মে নিকলং রূপং চিত্র্যাজ্ঞং কেবলং শিবম্ ।  
 সৰ্ব্বোপাধিবিবিশ্রুতমনন্তমমৃতং পরম্ ॥২৭৯॥  
 জ্ঞানে নৈকেন তদ্বত্যা ক্রেশেন পরমং পদম্ ।

সনা করে, সৰ্ব্বকৃতের প্রতি দয়াবান, শান্ত, দান্ত, মাৎসর্য-রহিত, জ্ঞানবান, তপস্বী, আচ-  
 রিতব্রত, যদগতচেতাঃ, যদগতপ্রাণ ও আমার জ্ঞানকথনে রত হয় এবং সন্ন্যাস গাইন্য বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করত আমার উপাসনা করে, সেই নিত্য কৰ্ম্মাভিব্যক্ত ব্যক্তি-  
 গণের ঘোর অন্ধকাররূপ সমুৎখিত মায়াতম আমি জ্ঞানদীপদ্বারা অচির কালমধ্যে নাশ করিয়া থাকি। জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য, সদানন্দ, তমোভগবদিত সেই সকল ব্যক্তি সংসারে পুনঃপুন জন্ম গ্রহণ করে না। অতএব তুমি সৰ্ব্বপ্রকার যত্ন কর ও মৎসর্য্য হইয়া আমায় অর্চ্ছা কর। সন্ন্যাস, গাইন্য, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচর্য্য, শরণ পরম ও আমার আশ্রয় এবং-  
 জ্ঞান করিতে যদি অশক্ত হও, তাহা হইলে কালাধ্য পরমরূপের শরণাপন্ন হও। হে তাত! সেই হেতু যে রূপ তোমার মনো-  
 গোচর হয়, তন্নিষ্ঠ ও তৎপরায়ণ হইয়া সেই রূপেরই অর্চ্চনা কর। নিকল, চিত্র্যাজ্ঞ, এক-  
 যাত্র মঙ্গলময়, সৰ্ব্বপ্রকার উপাধিশূন্য, অনন্ত, সৌন্দর্য্য, অমৃতরূপ, অধিতীয় জ্ঞানমাত্র, অবয়ব

জানিম্বেব প্রপঞ্চস্তো মাংমেব প্রবিশন্তি তে । ২৮০  
তৎস্বরূপজ্ঞানান্তঃসিদ্ধান্তং পরায়ণাঃ ।  
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিঃ জ্ঞাননিষ্ঠুতকামাঃ ॥ ২৮১  
মামনাজিত্য পরমং নির্বাণময়লং পদম্ ।  
প্রাপ্যতে ন হি রাজেন্দ্র ততো মাং শরণং ব্রজ  
একেনৈব পৃথক্বেন তথা চোত্তমথাপি বা ।  
মাংগুপান্ত মণীপাল ততো যাস্তসি তৎ পদম্ ।  
মামনাজিত্য তৎ তৎ স্বভাবাবমলং শিবম্ ।  
জায়তে ন হি রাজেন্দ্র ততো মাং শরণং ব্রজ ।  
তস্মাৎ ত্বমরক্ষং রূপং নিত্যং বা রূপমৈশ্বরম্ ।  
আরাধ্য প্রযত্নেন ততো বহুং প্রহাস্তসি । ২৮৫  
কর্ণণা মনসা বাচা শিবং সর্বত্র সঞ্চদা ।  
সমারাধায় ভাবেন ততো যাস্ত স তৎপদম্ ।  
ন বৈ পশুন্তি তৎ তৎ মোহিতা মম মায়মা ।  
অনাগ্ন্যনন্তঃ পরমং মহেশ্বরমজং শিবম্ ॥ ২৮৭  
সর্বভূতান্ভূতস্বং সর্বাধারং নিরঞ্জনম্ ।

শুভ্র, মদীয় যে রূপ আছে, পরমপদস্বরূপ  
সেই রূপ, কেবল ক্রেশকর জ্ঞানদ্বারাই লভ্য,  
অন্তথা নহে। আত্মজ্ঞানদশী ব্যক্তিগণই  
আমাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন। ২৭১-২৮০।  
যাহারা তৎস্বরূপ, তদান্ধা, তন্মিষ্ট ও তৎপরায়ণ,  
তাহারাই জ্ঞানদ্বারা পাপশূন্য হইয়া পুনরাবৃত্তি  
প্রাপ্ত হয় না। হে রাজেন্দ্র! আমাকে  
আশ্রয় না করিলে শ্রেষ্ঠ নির্মূল্য নির্বাণপদলাভ  
হয় না, সেই হেতু আমার শরণাপন্ন হও।  
হে মণীপাল! একত্র বা পৃথক্ অথবা উত্তম-  
রূপে আমাকে উপাসনা করিলে, সেই পরম  
পদ লাভ করিতে পারিবে। হে রাজেন্দ্র!  
আমাকে আশ্রয় না করিলে, সেই স্বভাব-  
বিমল পরমতত্ত্ব জানিতে পারা যায় না,  
সেই নিমিত্ত আমার শরণাগত হও যত্ন-  
পূর্বক ব্রহ্মরূপের অথবা ঐশ্বর্যরূপের আরা-  
ধনা কর। তাহা হইলে বহুদন হইতে  
মুক্ত হইতে পারিবে। কৰ্ম্ম, মন ও বাক্যদ্বারা  
সর্বদা সর্বদানে সর্বভোভাবে শিবের আরা-  
ধনা কর; তাহা হইলে শিবপদ পাইতে  
পারিবে। অনাদি, অনন্ত, সর্বভূতের আত্ম-

নিত্যানন্দ নিরাত্মসং নির্ভণং তমসং পরমং ।  
অশেষতমচলং ব্রহ্ম নিকলং নিম্প্রপঞ্চকম্ ।  
সংবেদ্যমবেদ্যং তৎ পরে ব্যোমি বাব হৃদয়  
স্বপ্নেণ তমসা নিত্যং বেষ্টিতামম মায়মা ।  
সংসারসাগরে ঘোরে জায়ন্তে চ পুনঃপুনঃ ॥ ২৮১  
তন্তয়া অনন্তয়া রাজন্ সমাগৃজ্ঞানেন চৈব হি ।  
অশেষ্টব্যং হি তদব্রহ্ম জগদ্বন্দনিত্বত্তয়ে ॥ ২৮১  
অহঙ্কারঞ্চ মাৎসর্য্যং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্ ।  
অবশ্যান্তিনিবেশঞ্চ ত্যক্ত্য বৈরাগ্যমাহিত্যঃ ।  
সর্বভূতেশু চাশ্বানং সর্বভূতানি চাশ্বনি ।  
অবেদ্য চাশ্বানান্ধানং ব্রহ্মভূয়ঃ করন্তে ॥ ২৮৩  
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা সর্বভূতাত্ময়প্রদা ।  
ঐশ্বরীং পরমাং ভক্তিং বিন্দেতানন্ততাবিনীম্  
বীক্যতে তৎ পরং তত্বমৈশ্বরং ব্রহ্ম নিকলম্ ।  
সর্বসংসারনিম্মুক্তো ব্রহ্মণ্যোবাবতিষ্ঠতে ॥ ২৮৫

রূপে অবস্থিত, সর্বপদার্থের আধারস্বরূপ,  
নিরঞ্জন (স্বপ্রকাশ), নিত্যানন্দ, নিরাত্মসং,  
নির্ভণ, তমোত্তমাতীত, অশিতীয়, অচল,  
নিকল, ব্রহ্মস্বরূপ, নিম্প্রপঞ্চক, আত্মসংবেদ্য ও  
অবেদ্য এবং পরমাকাশে অবস্থিত, জগদ্বন্দিত  
মঙ্গলময় মহাদেবকে আমারই মাগায় মোহিত  
হইয়া মানবগণ দর্শন করিতে পারে না।  
মহাশয়গণ আমার স্বরূপ তমোরূপ মায়াদ্বারা  
বেষ্টিত হইয়া এই ভয়ানক সংসারসাগরে  
পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ২৮১-২৮০  
হে রাজন্! জগদ্বন্দন-নিবৃত্তির নিমিত্ত  
অনন্ত, ভক্তি ও সম্যক জ্ঞানদ্বারা সেই ব্রহ্মকে  
অবেশ্য করিবে। অহঙ্কার, মাৎসর্য্য, কাম,  
ক্রোধ, প্রতিগ্রহ ও অবশ্যে মনোনিবেশ পরি-  
ত্যাগপূর্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া সর্ব-  
প্রাণীকে আপনার জ্ঞায় বিবেচনা করত  
আপনাকে সর্বপ্রাণিস্বরূপ বিবেচনা এবং  
আত্মাদ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করিলে, ব্রহ্ম-  
প্রাপ্তি হয়। ব্রহ্মভূত, প্রসন্নাত্মা, সর্বভূতের  
অত্ময়প্রদ হইলে, অনন্ততাবিনী ঐশ্বর্যসম্বন্ধীয়  
পরমভক্তি লাভ করা যায়, ঐশ্বর্যসম্বন্ধীয়  
নিরবয়ব ব্রহ্মস্বরূপ পরমতত্ত্ব দর্শন হয় এবং

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠেয়ঃ পরমঃ শিবঃ ।  
 অনন্তচ'ব্যয়ৈকক'চাধারো মহেশ্বরঃ ॥ ২৯৬  
 জ্ঞানেন কর্মযোগেন তক্ত্যা যোগেন বা নৃপ ।  
 সর্বসংসারমুক্ত্যর্থমীশ্বরঃ শরণং ব্রজ ॥ ২৯৭  
 এব শুভোপদেশেন্তে ময়া দত্তো গিরীশ্বর ।  
 অধীক্য চৈতদখিলং যথেষ্টং কর্তুমর্হসি ॥ ২৯৮  
 অহং বৈ যাচিতা দেবৈঃ সজ্জাতা পরমেশ্বরীং ।  
 বিনিদ্যা দক্ষং পিতরং মহেশ্বরবিনিদ্যকম্ ॥ ২৯৯  
 স্বর্গসংস্থাপনার্থায় তবারাধনকারণাং ।  
 যেনাদেহসমুৎপন্নো অ্যামেব পিতরং শ্রিতা ॥ ৩০০  
 স হুং নিয়োগাদেবমন্ত ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।  
 প্রদাত্তসে মাং কৃত্যয় স্বয়ংবরসমাগমে ॥ ৩০১  
 তৎসম্বন্ধান্তরে রাজন্ সর্বৈ দেবাঃ সবাসবাঃ ।  
 ত্বাং নমস্তস্তি বৈ তাত প্রসীদতি চ শঙ্করঃ ॥  
 তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন মাং বিদীশ্বরগোচরাম্ ।  
 সম্পূজ্য দেবমীশানং শরণ্যং শরণং ব্রজ ॥ ৩০৩

সর্বসংসারবিনিমুক্ত হইয়া পরমব্রহ্মে অবস্থান করা যায়। অনন্ত, অব্যয়, অদ্বিতীয়, আত্মা-ধারকরূপ পরম মঙ্গলময় মহেশ্বরই পরমব্রহ্মের চরম নিষ্পত্তি। তে নৃপ! সর্বসংসার-বিমুক্তির নিষ্পত্তি জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ বা ভক্তি-যোগ দ্বারা ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। হে গিরী-শ্বর! এই অতি গোপনীয় উপদেশ তোমাকে দান করিলাম, ইহা অণুবীক্ষণ (জ্ঞাননেত্রে দর্শন) করিয়া বাহ্য ইচ্ছা হয় কর। আমি দেবতাগণ কর্তৃক যাচিতা হইয়া পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হইয়াছি, মহেশ্বর-বিনিদ্যক পিতা দক্ষকে নিন্দা করিষ্ঠা স্বর্গের সংস্থাপন-জন্ত ও তোমার আরাধনায় যেনার দেহে উৎপন্ন হইয়া, তোমাকে পিতৃরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। ২৯১—৩০০। তুমি পরমাত্মা ব্রহ্মার নিয়োগহেতু স্বয়ংবর-স্থলে আমাকে ক্রজোদ্দেশে দান করিও। বিবাহ-সদ্বন্ধ সংস্থাপিত হইলে, সেই ইশ্বরের সহিত দেবগণ তোমাকে নমস্কার করিবেন এবং শঙ্কর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন। অতএব সর্বপ্রকার যত্নদ্বারা আমাকে ঈশ্বরগোচরা

স এবমুক্তো হিমবান্ দেবদেব্যা গিরীশ্বরঃ ।  
 প্রণম্য শিরসঃ দেবীং প্রাজ্জলিঃ পুনরব্রবীৎ ॥ ৩০৪  
 বিস্তরেণ মহেশানি যোগং মাহেশ্বরং পরম্ ।  
 জ্ঞানং বৈ চান্বনো যোগং সাধনানি প্রচক্ষ মে  
 তন্ত্ৰৈতৎ পরমং জ্ঞানমাত্মনো যোগমুক্তমম্ ।  
 যথাবদ্ব্যাজহারেশা সাধনানি চ বিস্তরাৎ ॥ ৩০৬  
 নিশমা বদনাভোজাঙ্গিরীন্দ্রো লোকপূজিতঃ ।  
 লোকমাতুঃ পরং মানং যোগাসক্তাহতবৎ পুনঃ  
 প্রদদৌ চ মহেশায পার্শ্বভীং ভাগাগৌরবাং ।  
 নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণঃ সাধ্বীঃ দেবানাক্ষৈব সন্নিধৌ  
 য ইমং পঠতেহধ্যায়ং দেব্যা মাহাত্ম্যকীর্তনম্ ।  
 শিবম্ সন্নিধৌ তক্ত্যা শুচিস্তম্ভাবতাবিতঃ ।  
 সর্বপাপবিনিমুক্তো দিব্যযোগসমধিতঃ ।  
 উন্নত্যা ব্রহ্মণো লোকং দেব্যাঃ স্থানমবাগ্নুবাৎ  
 যচৈতৎ পঠতে স্তোত্রং ব্রাহ্মণানাং সমীপতঃ ।  
 সমাহিতমনাঃ সোহপি সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

জানিবে, শরণ্য দেব ঈশানকে পূজা করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হও! দেবী এইরূপ বলিলে, হিমবান্ মন্তকদ্বারা প্রণাম করিয়া কৃতাজ্জলি হইয়া পুনর্বার বলিলেন,—হে মহেশ্বরদয়িতে। বিস্তারপূর্বক মহেশ্বরসদ্বর্গের পরম আত্ম-জ্ঞানযোগ ও তাহার উপায় সকল আমাকে বলুন। স্মৃত করিলেন,—ইহা শুনিয়া দেবী পরমেশ্বরী তখন তাহাকে সেই পরম জ্ঞানময় উত্তম আত্মযোগ ও তাহার উপায় সকল বিস্তারপূর্বক যথাযথ বলিলেন। লোকপূজিত গিরীন্দ্র লোকমাতার বদনপঙ্কজ হইতে পরম জ্ঞান অবলা করিয়া যোগাসক্ত হইয়াছিলেন। সেভাগ্যহেতুক ব্রহ্মার আদেশক্রমে দেবতাগণের সন্নিধানে সাধ্বী পার্শ্বভীকে মহেশোদ্দেশে দান করিয়াছিলেন। যে ব্যক্তি শুচি ও তপস্বীচৈত্রে শিবসন্নিধানে ভক্তিপূর্বক দেবীর মাহাত্ম্যকীর্তননামক এই অধ্যায় পাঠ করে, সে ব্যক্তি সর্বপাপাবিনি-মুক্ত ও দিব্যযোগসমধিত হইয়া ব্রহ্মলোক উন্নতন করত দেবীর পরম স্থান প্রাপ্ত হয়। ৩০১—৩১০। যে ব্যক্তি সদব্রাহ্মণগণের

নারায়ণসহস্রনাম দেব্যা যৎ সমুদীরিতম্ ।  
জ্ঞাত্বার্কমণ্ডলগতামাবাহ্য পরমেশ্বরীম্ ॥ ৩১২  
অত্যর্চ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ভক্তিযোগসম্বিতঃ ।  
সংস্রবন পরমং ভাবং দেব্যা মাহেশ্বরং পরম্ ॥  
অনন্তমানসো নিত্যং জপেদামরণাদ্বিজঃ ।  
সৌহৃদ্যকালে স্মৃতিং লব্ধ্বা পরমব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥  
অথবা জায়তে বিপ্রো ব্রাহ্মণস্ত শুচৌ কুলে ।  
পূর্বসংস্কারমাশাশ্বাদব্রহ্মবিদ্যামবাগ্নুয়াৎ ॥ ৩১৫  
সম্প্রাপ্য যোগং পরমং দিবং তৎ পারমেশ্বরম্  
শান্তঃ সুসংযতো ভূত্বা শিবসায়ুজ্যামাপ্নুয়াৎ ॥  
প্রত্যেককথাং নামানি জুহুয়াৎ সর্বনশ্রয়ম্ ।  
মহামারিকটৈর্দোষৈর্গ্ৰহণৈশ্চৈব মুচ্যতে ॥ ৩১৭  
জপেদাহরহনিত্যং সংবৎসরমতপ্তিতঃ ।  
জীকামঃ পার্শ্বভীঃ দেবীঃ পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥  
সম্পূজ্য পার্শ্বতঃ শত্ৰুং ত্রিনেত্রং ৫ ভক্তিসংযুতঃ ।

সমীপে সমাহিতমনে এই স্তোত্র পাঠ করে,  
সে ব্যক্তিও সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।  
ভক্তিযোগসম্বিত যে ব্রাহ্মণ, দেবীর এই  
অষ্টোত্তরসহস্র নাম জানিয়া স্বর্ধ্যমণ্ডল-  
মধ্যগতা দেবীকে আবাহনপূর্বক গন্ধ-  
পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিবে ও  
দেবীর সহিত মহেশ্বরের পরম ভাব স্রবণ  
করিয়া অনন্ত-মনে মরণ পর্যন্ত প্রত্যহ জপ  
করিবে, সে ব্যক্তি অনন্তকালে স্মৃতি লাভ  
করিয়া পরম-ব্রহ্মে গমন করিবে। অথবা সে  
ব্যক্তি ব্রাহ্মণের শুদ্ধকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া,  
সর্বসংস্কারমাশাশ্বাদক্রমে বেদবিদ্যা লাভ  
করত পরমেশ্বর সঙ্কল্পীয় সেই দিগ্য পরম যোগ  
প্রাপ্ত হইবে এবং শান্ত ও সংযত হইয়া  
পার শিবসায়ুজ্য প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি  
ত্রিশত্বে ঐ প্রত্যেক নামদ্বারা হোম করিবে,  
সে মণ্ডারীকৃত দোষ ও গ্রহদোষ হইতে  
বিমুক্ত হইবে। লক্ষ্মীলাভেচ্ছ ব্যক্তি বিধা-  
নানুসারে দেবী পার্শ্বভীকে পূজা করিবে;  
পূজা করত অগ্নস্ত-রহিত হইয়া সংবৎসর  
কাল, দিবারাজ, ইহা জপ করিবে। যে ব্যক্তি  
ভক্তিসংযুক্ত হইয়া দেবীর পার্শ্বে জিলোচন

লভতে মহতীং লক্ষ্মীং মহাদেবপ্রসাদতঃ ॥ ৩১৯  
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন জপ্তব্যং হি বিজ্ঞাতিভিঃ ।  
সর্বপাপা পনোদার্কং দেব্যা নামসহস্রকম্ ॥ ৩২০  
স্বত উবাচ ।  
প্রসঙ্গাৎ কথিতং বিপ্রা দেব্যা মাহাত্ম্যবৃন্তম্ ।  
অতঃ পরং প্রজ্ঞাসর্গং ভূখাদীনাম্ নিবোধত ॥ ২১  
ইতি জীকোর্থে মহাপুরাণে পূর্বভাগে দেবী-  
মাহাত্ম্যো দেব্যা নামসহস্রকথনং নাম  
ষাটশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

ভূগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্ন লক্ষ্মীনিরাশ্রয়প্রিয়া ।  
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মেরোজ্যামাতরৌ শুভৌ  
আয়তির্নিয়তিশ্চৈব মেরোঃ কস্তে মহাভয়ঃ ।  
ধাতাবিধাত্রোস্তেভ্যর্থোতরোজ্যাতৌ সূতাকুভৌ  
প্রাণশ্চৈব যুকশ্চ মার্কণ্ডেণো যুকশ্চতঃ ।

শত্ৰুকে পূজা করে, সে মহাদেবপ্রসাদে  
মহতী লক্ষ্মী লাভ করিতে পারে। অতএব  
বিজ্ঞাতিগণ সর্বপ্রকার যত্নদ্বারা সর্বপাপ-  
নাশের নিমিত্ত দেবীর সহস্রনাম জপ করিবে।  
স্বত বলিলেন,—হে বিপ্রগণ! প্রসঙ্গক্রমে  
দেবীর অল্পস্তম মাহাত্ম্য আপনাদিগের  
নিকটে বলিলাম; অতঃপর ভূগু প্রভৃতির  
প্রজ্ঞাসর্গ শ্রবণ করুন। ৩১১—৩২১।

ষাটশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—ভূগু খ্যাতি নামে  
স্বীতে নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মী সমুৎপন্ন হইলেন।  
মেরুর ধাতা ও বিধাতা নামে দুইটি জামাতা।  
মহাত্মা মেরুর আয়তি ও নিয়তিনারী দুই  
কন্যা। আয়তি ও নিয়তি যথাক্রমে ধাতা ও  
বিধাতার ভার্য্যা। আয়তি ও নিয়তির দুইটি  
পুত্র হইয়াছিল। আয়তির পুত্র প্রাণ, নিয়তির



তথা বেদশিরা নাম প্রাণস্ত জাতিমান্ সূতঃ ৷ ৩  
 মরীচেরপি সঙ্কৃতিঃ পূর্ণমাসমস্বয়ত ।  
 কস্তাচতুষ্টিমকৈব সর্বলক্ষণসংযুতম্ ৷ ৪  
 তুষ্টিজ্যোষ্ঠা তথা বৃষ্টিঃ কৃষ্টিচাপচিতিস্তথা ।  
 বিরজাঃ পৰ্বতশ্চৈব পূর্ণমাসস্ত তৌ সূতো ৷ ৫  
 কমা তু সূম্বে পুত্রান্ পুলহস্ত প্রজাপতেঃ ।  
 কর্দমঞ্চ বরীয়াংসং সহিষ্ণুং মুনিসত্তমম্ ৷ ৬  
 তথৈব চ কনীয়াংসং তপোনিরধৃতকল্মষান্ ।  
 অনস্বয়া তথৈবাক্রোজ্জক্রে পুত্রানকল্মষান ৷ ৭  
 সোমঃ কুর্কাসসকৈব দস্তাজ্যেধক যোগিনম্ ।  
 স্মৃতিচাক্ষিরসঃ পুত্রী জজ্ঞে লক্ষণসংযুতা ৷ ৮  
 সিনীবাণীঃ কুহকৈব রাকামনুমতীমপি ।  
 প্রীত্যাংপুলস্তোভগবান্ দস্তোলিমস্বজ্ঞপ্রভুঃ  
 পূৰ্বজন্মনি বোহগন্তাঃ সূতঃ স্বাদভুবোহস্তয়ে ।  
 দেববাহস্তথা কস্তা দ্বিতীয়া নাম নামতঃ ৷ ১০  
 পুত্রাণাং বৃষ্টিসাহস্রং সন্নতিঃ সূম্বে ক্রতোঃ ।

পুত্র যুকপু । যুকপু হইতে মার্কণ্ডেয়ের জন্ম  
 হইয়াছে । প্রাণের বেদশিরা নামে উজ্জল-  
 কান্তিবিশিষ্ট একটি পুত্র হইয়াছিল । মরীচি-  
 পত্নীসঙ্কৃতি পূর্ণমাস নামে একটি পুত্র এবং তুষ্টি,  
 বৃষ্টি, কৃষ্টি ও অপচিতি নামে সর্বলক্ষণসংযুক্তা  
 চারিটি কস্তা প্রসব করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে  
 তুষ্টি জ্যোষ্ঠা । বিরজা ও পৰ্বত নামে পূর্ণ-  
 বাসের দুই পুত্র । প্রজাপতি পুলহপত্নী কমা,  
 কর্দম বরীয়ান্ ও সহিষ্ণু নাম তিনটি  
 পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে সহিষ্ণু  
 সর্বকনিষ্ঠ । ঐ মুনিসত্তমগণ সকলেই তপস্কা-  
 ছারা নিম্পাপ । অত্রিপত্নী অনস্বয়া সোম  
 কুর্কাসা ও দস্তাজ্যেয়নামক নিম্পাপ পুত্রগণকে  
 প্রসব করিয়াছিলেন । তন্মধ্যে দস্তাজ্যেয়  
 যোগী । সিনীবাণী, কুহু, রাকা ও অনুমতি  
 নামে সর্বলক্ষণ-সংযুক্তা কস্তাগণকে অক্ষির-  
 পত্নী স্মৃতি প্রসব করিয়াছিলেন । ভগবান্  
 পুলস্ত্য প্রীতিনারী ক্রীতে দস্তোলিকে উৎ-  
 পাদন করিয়াছিলেন । তিনিই স্বাদভুব মন-  
 ত্তরে পূৰ্বজন্মে অগস্ত্য নামে খ্যাত ছিলেন ।  
 তৎপরে ঐ দম্পতীর দেববাহ নামে অপর

তে চোৰ্দ্ধৈরন্তসং সৰ্কে বালখিল্যা ঈতিস্মৃতাঃ ১১  
 বশিষ্ঠশ্চ তথোৰ্দ্ধায়াং সপ্ত পুত্রানজীজনৎ ।  
 কস্তাক পুণ্ডরীকাকাং সৰ্কশোভা সমাধিতাম্ ৷ ১২  
 রজোমাত্রোৰ্দ্ধবাহশ্চ সবনশ্চানবস্তথা ।  
 সূতপাঃ শুক্র ইত্যোক্তে সপ্ত পুত্রা মহোজসঃ ।  
 যোহসৌ ক্রদ্রাশ্বকো বহিঃক্ৰাণস্তনয়ো দ্বিজাঃ  
 স্বাহা তস্মাৎ সূতীন্নেভেদ্রোদারান্ মহোজসঃ  
 পাবকঃ পবমানশ্চ শুচিরগ্নিশ্চ রূপতঃ ।  
 নিশ্বখাঃ পবমানঃ স্মাৰ্দ্ধৈর্যাতঃ পাবকঃ সূতঃ ৷ ১৫  
 যশাসৌ তপতে সূর্যো শুচিরগ্নিস্বসৌ সূতঃ ।  
 তেষাম্ সন্ততাবস্তে চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ ৷ ১৬  
 পবমানঃ পাবকশ্চ শুচিস্তেষাং পিতা চ যঃ ।  
 এতে চৈকোনপঞ্চাশদ্বহ্নয়ঃ পরিকীৰ্তিতাঃ ৷ ১৭  
 সৰ্কে তপস্বিনঃ প্রোক্তাঃ সৰ্কে যজ্ঞেযু ভাগিনঃ  
 ক্রদ্রাশ্বকাঃ সূতাঃ সৰ্কে ত্রিপুণ্ড্রাঙ্কিমন্তকাঃ ৷ ১৮  
 অযজ্ঞানশ্চ যজ্ঞানিঃ পিতরো ব্রহ্মণঃ সূতাঃ ।  
 অগ্নিস্বাত্তা বর্হিষদো দ্বিধা তেষাং বাবর্হিতঃ ৷

বিখ্যাতা একটি কস্তাও জন্মিয়াছিল । ক্রতু-  
 পত্নী সন্নতি বৃষ্টিমহস্য পুত্র প্রসব করিয়া-  
 ছিলেন, তাঁহার সকলেই উর্দ্ধরেতা ও বাল-  
 খিল্য নামে প্রসিদ্ধ । বশিষ্ঠ উর্দ্ধানারী  
 পত্নীতে সাতটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন  
 ও সর্বশোভা-সমধিতা পুণ্ডরীকনয়না একটি  
 কস্তা উৎপাদন করিয়াছিলেন । ১—১২ ।  
 রজ, গাত্র, উর্দ্ধবাহ, সবন, অনব, সূতপা  
 ও শুক্র এই সাতটি বশিষ্ঠের পুত্র ; ইহারা  
 সকলেই অতীব তেজস্বী । হে দ্বিজগণ !  
 ব্রহ্মার পুত্র যিনি ক্রদ্রাশ্বক বহু নামে বিখ্যাত,  
 তাঁহার পত্নী স্বাহা পাবক, পবমান ও শুচি-  
 নামক অগ্নিরূপধারী অত্মহান্ ও তেজস্বী  
 তিনটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন । নিশ্বখ  
 অগ্নিকে পবমান কহে, বৈদ্যাত অগ্নিকে  
 পাবক কহে এবং সূর্য্যউত্তাপে যে অগ্নি হয়,  
 তাহাকে শুচি অগ্নি কহে । ইহাদেরও আবাহ  
 পদ্যভাগিণী পুত্র হইয়াছিল । পাবক, পবমান,  
 শুচি অগ্নি ও ইহাদের পিতা ক্রদ্রাশ্বক বহি  
 এবং পাবকারিণ পঞ্চচত্বারিংশৎ পুত্র ; এই



ভেদ্যঃ স্বধা সূতাং জজ্ঞে মেনাং বৈধারিণীং তথা  
তে উভে ব্রহ্মবাদিন্তৌ যোগিন্তৌ মুনিসন্তমাঃ  
অসূত মেনা মৈনাকং ক্রৌঞ্চং তস্তারুজং তথা  
গঙ্গা হিমবতো জজ্ঞে সৰ্বলোকৈকেশবানী ॥২১  
স্বযোগায়িবলাদেবীং পুষ্কীং লেভে মহেশ্বরীম্  
যথাবৎ কথিতং পূৰ্ণং দেব্যা মাহাশ্চামুতমম্(ক)  
এষা দক্ষস্ত কস্তানাম্ ময়াপভ্যাসুসন্ততিঃ ।  
ব্যাখ্যাতা ভবতাং সদ্যো মনোঃ সৃষ্টিং নিবোধত  
ইতি ঈকোশ্চৈ মহাপুরাণে পূর্বভাগে তৃথাদি-  
সর্গকথনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৩ ॥

সর্বলোক একোনপঞ্চাশৎ ; ইহারা সকলেই  
বহু বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন । ইহারা  
সকলেই তপস্বী ও সর্ষয়জ্ঞভাগী বলিয়া কথিত,  
সকলেই ক্রদ্রাস্কক এবং সকলেই কপালে  
ত্রিপুণ্ড্রধারী । পিতৃগণ ব্রহ্মার পুত্র । ইহারা  
অগ্নিস্বাস্ত ও বর্হিসদ এই দুই ভাগে বিভক্ত.  
তন্মধ্যে অগ্নিস্বাস্তগণ অযজ্ঞা ও বর্হিসদগণ  
যজ্ঞা ; ইহাদের ঔরসে স্বধাগর্ভে মেনা ও  
ধারিণী নামে দুইটি কস্তা জন্ম গ্রহণ করিয়া-  
ছিলেন । এই দুইটি কস্তা ব্রহ্মবাদিনী ও  
যোগিনী ছিলেন । মৈনাক ও তাহার কনিষ্ঠ  
ক্রৌঞ্চকে মেনা প্রসব করিয়াছিলেন । সর্ব-  
লোকে অষিতৌষা-পবিত্রকারিণী গঙ্গা হিমবান  
হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিমবান  
স্বীয় যোগায়িবলে দেবী মহেশ্বরীকেও পুত্রী-  
রূপে লাভ করিয়াছিলেন । এই অন্ততম দেবী  
মাহাশ্চা যথাপূর্ব আপনাদের নিকটে বলি-  
লাম । দক্ষকস্তাদিগের শ্রুতি ও সন্ততি  
আপনাদিগের নিকটে ব্যাখ্যা করিলাম ।  
একণে মম্বর সৃষ্টি প্রবণ করুন । ১৩—২৩ ।

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

( ক ) ইতঃ পরং—

ধারিণী মেকুরাজস্ত পত্নী পদ্মপমাননা ।  
দেবৌ ধাতাবিধাতারৌ মেরোজ্জামাতরাবুভৌ  
শ্রোত্রোহয়মধিকঃ কৃচিৎ ।

চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রিয়ব্রতোস্তানপাদৌ মনোঃ স্বায়ম্ভুবস্ত তু ।  
ধর্ম্যন্তৌ তৌ মহাবীৰ্য্যৌ শতরূপা ব্যজীজনন্যঃ ।  
ততস্তানপাদস্ত এবো নাম সূতোহন্তবৎ ।  
ভক্ত্যা নারায়ণে দেবে প্রাপ্তবান্ স্থানমুত্তমম্ ।  
এবাচ্ছিষ্টিশ্চ ভব্যশ্চ ভব্যচ্ছকুর্স্বজায়ত ।  
শিষ্টৈরাধস্ত সূচ্ছায়া পঞ্চ পুত্রানকল্মষান্ ॥ ৩  
বসিষ্ঠং চনাদেবী তপস্তপ্তা সূহৃৎচরম্ ।  
আরাধ্য পুরুষং বিষ্ণুং শালগ্রামে জনার্দনম্ ॥৪  
রিপুং রিপুঞ্জয়ং বিপ্রং বৃকলং বৃকতেজসম্ ।  
নারায়ণপরান্ শুদ্ধান্ স্বধর্ম্মপরিপালকান্ ॥ ৫  
রিপোরাধস্ত মহিষী চক্ষুষং সর্বতেজসম্ ।  
সোহজীজননং পুত্ররিণ্যাং সুরূপং চাক্ষুষং মম্বম্  
প্রজাপতেরাশ্চজায়াং বীরগন্ত মহাশ্বনঃ ।  
মনোরজায়স্ত দশ নভবলায়াং মহোজসঃ ॥ ৭

চতুর্দশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—স্বায়ম্ভুব মম্বর শতরূপা-  
নারী ভাৰ্য্যাতে অতীব বীৰ্য্যবান্ ধর্ম্মনিরত  
প্রিয়ব্রত ও উস্তানপাদ নামে দুইটি পুত্র জন্ম  
গ্রহণ করিয়াছিল । উস্তানপাদের এব নামে  
যে একটি পুত্র হয়, দেব নারায়ণে ভক্তিহেতু  
সেই এব উত্তম স্থান প্রাপ্ত হইয়াছেন ।  
এব হইতে শিষ্টি ও ভব্য নামে দুইটি পুত্র  
জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল । ভব্য হইতে শকু  
জন্মিয়াছিলেন । শিষ্টির সূচ্ছানারী পত্নী  
বশিষ্ঠোপদেশে অতীব হুৎচর তপস্তা করিয়া,  
শালগ্রামে জনার্দন বিষ্ণুর আরাধনা করত  
রিপু, রিপুঞ্জয়, বিপ্র, বৃকল ও বৃকতেজা নামে  
পাপরাহিত পাঁচটি পুত্র প্রসব করেন, ইহারা  
সকলেই নারায়ণপরায়ণ, শুদ্ধ ও স্বধর্ম্ম-প্রতি-  
পালক । রিপুর মহিষী সর্বতেজোময় চক্ষু  
নামে একটি পুত্র প্রসব করেন । সেই চক্ষু  
বীরগপ্রজাপতির হুহিত্য পুত্রিণীনারী স্বীয়-  
পত্নীর গর্ভে রূপবান্ চাক্ষুষ মম্বকে উৎপাদন  
করিয়াছিলেন । বৈবরাজ প্রজাপতির কস্তা

কতারাঃ সুমহাবীৰ্য্য বৈরাজ্ঞ প্রজাপতেঃ ।  
 উরুঃ পুরুঃ শতহায়ন্তপস্বী সত্যবাক্ তুচিঃ । ৮  
 অগ্নিহুতিরাশ্চ স্তুত্বশ্চাভিমন্ত্যকঃ ।  
 উরোরজনয়ং পুত্রান্ যভায়েয়ী মহাবলান্ । ৯  
 অকং সূমনসঃ খ্যাতিং ক্রতুমাঙ্গিরসং শিবিম্ ।  
 অজ্ঞাঘোহভবৎ পশ্চাৎপোষ্য বেণাদজায়ত ।  
 ঘোহসৌ পৃথুরিতি খ্যাতঃ প্রজাপালো মহাবলঃ  
 যেন হুত্বা মহা পূৰ্ব্বঃ প্রজানাং হিতকাম্যয়া ।  
 নিয়োগাদ্ ব্রহ্মণঃ সন্ধিং দেবেশ্চৈব মহোজসা ।  
 বেণপুত্রস্ত বিততে পুরা পৈতামহে মখে ।  
 সূতঃ পৌরাণিকোজ্ঞে মায়াক্রপঃ স্বয়ং হরিঃ ।  
 প্রবক্তা সৰ্বশাস্ত্রাণাং ধৰ্ম্মজ্ঞো গুরুবৎসলঃ ।  
 তং মাং বিস্ত মুনিশ্ৰেষ্ঠাঃ পূৰ্ব্বোক্তুতং সনাতনম্  
 অগ্নিন্ মনস্তরে ব্যাসঃ কৃকটৈষায়নঃ স্বয়ম্ ।  
 জীবয়ামাস মাং প্রীত্যা পুরাণপুরুষো হরিঃ ১৪  
 মনস্তরে তু য়ে সূতাঃ সঙ্কুতা বেদবর্জিতাঃ ।  
 তেষাং পুরাণবক্তৃণাং বৃতিরাসীদজাজ্ঞয়া । ১৫

নড়লার গর্ভে মহোজা মনুর উরু, পুরু, শত-  
 হায়, তপস্বী, সত্যবাক্, তুচি, অগ্নিহুৎ, অতি-  
 রাশ্চ, স্তুত্ব ও অভিমন্ত্যক নামে সুমহাবীৰ্য্য  
 দশটি পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। উরুর পত্নী  
 অগ্নেয়ী অতীব বলবান্ অঙ্গ, সূমনাঃ, খ্যাতি,  
 ক্রতু, অঙ্গিরস ও শিবি নামে ছয়টি পুত্র  
 প্রসব করিয়াছিলেন অঙ্গ হইতে বেণ জন্ম-  
 গ্রহণ করিয়াছিল, অনন্তর বেণ হইতে বৈণ্য  
 জন্মগ্রহণ করেন : ১—১০। তিনিই মহাবল-  
 পবাক্রান্ত প্রজাপতিপালক পৃথু নামে বিখ্যাত  
 এবং তিনিই দেবেশ্বরের সহিত পূৰ্ব্ব প্রজা-  
 দিগের হিতের নিমিত্ত ব্রহ্মার আদেশে পৃথী-  
 বীকে দোহন করিয়াছিলেন। পূৰ্ব্বকালে  
 বেণপুত্রের অক্তি বিস্তৃত পৈতামহ যজ্ঞে মাদা-  
 রূপধারী স্বয়ং হরি পৌরাণিক সৰ্বশাস্ত্রবক্তা  
 ধৰ্ম্মজ্ঞ গুরুবৎসল সূতরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-  
 ছিলেন : হে মুনিশ্ৰেষ্ঠগণ! আমিই সেই  
 পূৰ্ব্বোক্ত সনাতন সূত। এই মনস্তরে পুরাণ  
 পুরুষ স্বয়ং হরি কৃকটৈষায়ন ব্যাস হইয়া  
 প্রীতিপূৰ্ব্বক আমাকে অধ্যাপন করিয়াছেন।

স চ বৈণ্যঃ পৃথুধীমান্ সত্যসঙ্ঘো জিতেন্দ্রিয়ঃ  
 সার্কভোমো মহাতেজাঃ স্বধৰ্ম্মপরিপালকঃ ১৬  
 তস্ত বাল্যাং প্রভৃত্যেব ভক্তি নারায়ণেহভবৎ  
 গোবর্দ্ধনগিরিং প্রাপ্তস্তপস্তপে জিতেন্দ্রিয়ঃ ।  
 তপসা ভগবান্ প্রীতঃ শম্ভুচক্র-গদাধরঃ ।  
 আগত্য দেবো রাজানং প্রাহ দামোদরঃ স্বয়ম্  
 ধার্ম্মিকো রূপসম্পন্নো সৰ্বশস্ত্রভূতাং বরো ।  
 মৎপ্রসাদাদসন্দ্বিগ্নঃ পুত্রো তব ভবিষ্যতঃ ।  
 এবমুক্তা হৃষীকেশঃ স্বকীয়াং প্রকৃতিং গতঃ ১৭  
 সৌহৃদি কৃষ্ণে মহাতেজা নিশ্চলা ভক্তিযুগল-  
 সেহপাল্যাং স্বকং রাজ্যং চিন্তয়ন্ মধুসূদনম্ ।  
 অচিরাদেব তবঙ্গী ভার্য্যা তস্ত তুচিস্মিতা ।  
 শিখণ্ডিনং হবির্দানমন্তর্দানং ব্যজায়ত ২১  
 শিখণ্ডিনোহভবৎ পুত্রঃ সুনীল ইতি বিজ্ঞতঃ ।  
 ধার্ম্মিকো রূপসম্পন্নো বেদবেদ-ঙ্গপারগঃ ২২

আমার বংশে বেদবর্জিত যে সকল সূত জন্ম  
 গ্রহণ করিয়াছে, পুরাণপুরুষ বিষ্ণুর আজ্ঞা-  
 ক্রমে তাহাদের পুরাণবক্তৃ হইয়াছেন।  
 জিতেন্দ্রিয় সত্যান্বিত ব্রহ্মমান্ মহাবলশালী,  
 সার্কভোম পৃথু অতীব স্বধৰ্ম্মনিরত ছিলেন।  
 বাল্যকাল হইতে পৃথুর নারায়ণদেবে ভক্তি  
 ছিল। জিতেন্দ্রিয় পৃথু গোবর্দ্ধন গিরিতে  
 তপস্যা করিয়াছিলেন। শম্ভু-চক্র-গদাধর  
 ভগবান্ স্বয়ং দামোদর তপস্যায় প্রীত হইয়া  
 সেই স্থানে আগমন করিয়া রাজাকে বলি-  
 লেন—আমার প্রসাদে নিশ্চয়ই তোমার সমস্ত  
 অন্তঃকারীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ রূপসম্পন্ন ধার্ম্মিক হুইটী  
 পুত্র হইবে। এই বলিয়া হৃষীকেশ অন্তর্হিত  
 হইলেন। মহাতেজা পৃথু কৃষ্ণে অচলা ভক্তি  
 ধারণ করিয়া মধুসূদনকে চিন্তা করত স্বীয়  
 রাজ্য প্রতিপালন করিতে লাগিলেন।  
 ১১—২০। তুচিস্মিতা, কৃশাঙ্গী পৃথুভার্য্যা  
 ও ব্রহ্মদেবের মধ্যে শিখণ্ডী, হবির্দান, অন্তর্দান-  
 নামক পুত্রগণকে প্রসব করিলেন। বেদ ও  
 বেদাঙ্গ শাস্ত্রে বিশেষ ব্যাপন্ন, রূপসম্পন্ন,  
 ধার্ম্মিক সুনীল নামে শিখণ্ডীর একটি পুত্র  
 জন্মিয়াছিল। ধৰ্ম্মজ্ঞ সুনীল ধৰ্ম্মবুদ্ধিতে

সোহৃদীত্য নিধিবধেদান ধর্ম্মেণ তপসি স্থিতঃ ।  
 মাতংচক্রে ভাগ্যযোগাৎ সন্ন্যাসং প্রতি ধর্ম্মবিৎ  
 স কৃৎস্না তীর্থসংসেবাং স্বাধ্যায়ে তপাপি স্থিতঃ ।  
 জগাম হিমবৎপৃষ্ঠং কদাচিত্ সিন্ধুসেবিতম্ ॥ ২৫  
 তত্র ধর্ম্মপদং নাম ধর্ম্মসিন্ধুপ্রদং বনম্ ।  
 অপশাদ্যোগিনাং গম্যামগমাং ব্রহ্মবিদ্বদাম্ ॥ ২৬  
 তত্র মন্দাকিনী নাম সুপুণ্য বিমলা নদী ।  
 পদ্মোৎপলবনোপেতা সিন্ধুশ্রমণভূষিতা ॥ ২৭  
 তত্শা দক্ষিণে তীরে মুনীন্দ্ৰেযো গীর্ভযুক্তম্  
 সুপুণ্যামাশ্রমং রম্যমপশুৎ প্রীতিসংযুতঃ ॥ ২৮  
 মন্দাকিনীজলে স্নাত্বা সহর্পা পিতৃ-দেবতাঃ ।  
 অর্চায়িত্বা মহাদেবং পুষ্টিং পদ্মে পল্লবাদিভিঃ  
 ব্যাঘ্রকর্কসংস্করণাং শিবস্ত্রাধায় চাঞ্জলিম্ ।  
 সন্তোষমাপ্নো ভাস্করং তুষ্টিব পদ্মেধরম্ ॥ ২৯  
 কুজাধ্যায়েন গরিশং কুজস্ত চরতেন চ ।  
 অস্ত্রৈশ্চ বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ শাস্ত্রবৈবেদসম্ভবৈঃ  
 অথান্মরন্তরেহপশুৎ সমায়াস্তঃ মহামুনিম্ ।

বিবিধ বেদ অধ্যয়নপূর্বক তপোনিরত হইয়া  
 ভাগ্যগৌরবহেতু সন্ন্যাসের প্রতি বুদ্ধ করিয়া-  
 ছিলেন । স্বাধ্যায়-তপোনিরত সুনীল তীর্থ  
 সেবা করিয়া কোন সময়ে সিন্ধুগণকর্তৃক  
 সেবিত হিমালয়পৃষ্ঠে গমন করেন । তিনি ঐ  
 হিমালয়পৃষ্ঠে যোগীদিগের গম্য ও ব্রহ্মবিদ্বদী-  
 দিগের অগম্য ধর্ম্মপদনামক ধর্ম্মসিন্ধুপ্রদ বন  
 দর্শন করিয়াছিলেন । ঐ স্থানে সিন্ধুশ্রম-  
 বিভূষিত, পদ্মোৎপলবনযুক্ত, অতিপুণ্য  
 মন্দাকিনী নামে বিমলা নদী আছে । সুনীল  
 প্রীতিসংযুক্ত হইয়া মন্দাকিনীর দক্ষিণতীরে  
 মুনীশ্রেষ্ঠ কুজাধ্যায়গণযুক্ত অতি রমণীয় আশ্রম  
 দর্শন করিলেন । মন্দাকিনীজলে স্নান, পিতৃ  
 ও দেবতাদিগের তর্পণ এবং পদ্মোৎপলাদি  
 পুষ্পদ্বারা মহাদেবের অর্চনা করিলেন এবং  
 মন্তকে অঞ্জলি বন্ধনপূর্বক অর্কসংস্থ ঈশানকে  
 ধ্যান করিয়া অতি তেজোময় পরমেশ্বরকে  
 দর্শন করত স্তব করিতে লাগিলেন । তিনি  
 কুজাধ্যায়, কুজচরিত ও অস্ত্রাশ্রম বিবিধ বেদ-  
 সম্ভব শাস্ত্রব স্তোত্রদ্বারা গিরিশের স্তব করি-

বেতাস্ততরনামানং মহাপাশুপতোত্তমম্ ॥ ৩১  
 ভাস্করসিন্ধুসর্কাকং কোপীনাচ্ছাদনাবিতম্ ।  
 তপসা কর্ষিতান্নানং শুক্লযজ্ঞোপবীতিনম্ ॥ ৩২  
 সমাপ্য সংস্রবং শক্তোরানন্দাশ্রাবিলেক্ষণঃ ।  
 ববন্দে শিরসা পাদৌ প্রাজ্ঞলির্বা কামব্রবীৎ ॥  
 ধন্তোহস্ম্যনুগৃহীতোহস্মি যন্মে সাঙ্কানু নীশ্বরঃ  
 যোগীশ্বরোহদ্য ভগবান্ দৃষ্টৌ যোগবিদাং বরঃ ॥  
 অহো মে সূমহন্তাগ্যং তপাংসি সকলানি মে ।  
 কিং করিষ্যামি শিষ্যোহহং তব মাং পালয়ানঘ  
 সোহনুগৃহ্যথ রাজানং সুনীলং নীলসংযুতম্ ।  
 শিষ্যেন্দ্রে প্রতিজ্ঞগ্রাহ তপসা কৌণকদ্বয়ম্ ॥ ৩৬  
 সার্বাসিকং বিধিৎ কুৎসং কারয়িত্বা বিচক্ষণঃ ।  
 দদৌ তদৈশ্বরং জ্ঞানং স্বশাখাবিহিতব্রতম্ ॥ ৩৭  
 অশেষং বেদসারং তৎ পশুপাশবিমোচনম্ ।  
 অস্ত্যশ্রমমিতি খ্যাতং ব্রহ্মাধিত্তিরনুষ্ঠিতম্ ॥ ৩৮  
 উবাচ শিষ্যান্ সন্তোষ্য যে তদাশ্রমবাসিনঃ ।

লেন । ২১—৩০ । এই সময়ে তিনি দেখি-  
 লেন যে, মহাপাশুপত, ভাস্কাদিতকলেবর,  
 কোপীনাথী, তপস্যা দ্বারা কৃশতরু, শুক্ল-  
 যজ্ঞোপবীতধারী বেতাস্ততরনামা মহামুনি  
 আসিতেছেন । সুনীল শস্তুর স্তব সমাপন  
 করিয়া আনন্দাশ্র-পরিপূরিত লোচনে মন্তক-  
 দ্বারা মহামুনির চরণযুগল বন্দনা করিলেন  
 এবং কুজাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—অদ্য আমি  
 ধন্ত ও অনুগৃহীত হইলাম । যেহেতু যোগ-  
 বিদগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভগবান্ যোগীশ্বরকে  
 সাঙ্কানু দর্শন করিলাম । অহো আমার কি  
 পরম সৌভাগ্য । আমার তপস্যা সকল হইল ।  
 আমি আপনার শিষ্য, কি করিব, অনুমতি  
 করুন । হে অনঘ ! আমাকে এক্ষণ করুন ।  
 অনন্তর বেতাস্ততর মুনি তপস্যা দ্বারা নিম্পাপ  
 ও সচ্চরিত্র রাজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া  
 তাঁহাকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন ।  
 বিচক্ষণ মুনি সমস্ত সার্বাসিক বিধির অনুষ্ঠান  
 করাইয়া ঐশ্বর জ্ঞান ও স্বশাখাবিহিত ব্রত  
 প্রদান করিলেন । ঐ জ্ঞান অসীম, বেদের  
 সারভূত ও পশুপাশবিমোচক এবং ঐ ব্রত

ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্বা ব্রহ্মচর্য্যপরায়াণাঃ । ৩৯  
 ময়া প্রবর্তিতাঃ শাখামধৌঠৈত্বেহ যোগিনঃ ।  
 সমাস্তে মহাদেবঃ ধ্যায়ন্তো নিফলং শিবম্ ।  
 ইহ দেবো মহাদেবো রমমাণঃ সহোময়া ।  
 অধ্যাস্তে ভগবানৌশো ভক্তানামমুকম্পয়া ॥ ৪১ ॥  
 ইহাশেষজগদ্ধাতা পুণ্য নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।  
 আরাধয়ন মহাদেবঃ লোকানাং হিতকাময়া ॥ ৪২ ॥  
 ইহ তং দেবমীশানং দেবানামপি দৈবতম্ ।  
 আরাধ্য মহতীঃ সিদ্ধিং লেভিরে দেব-দানবাঃ  
 ইহৈব যুগ্মঃ সৰ্ব্বৈ মরীচ্যাঢ্যা মহেশ্বরম্ ।  
 দৃষ্ট্বা তপোবলজ্জ্ঞানং লেভিরে সার্ককালিকম্  
 তস্মাৎ স্বয়পি রাজেন্দ্র তপোযোগসমম্বিতঃ ।  
 তিষ্ঠ নিত্যং ময়া সার্কং ভক্তঃ সিদ্ধিমবাপ্যসি ।  
 এবমাত্মা বিপ্রেষ্টো দেবং ধ্যাত্বা পিনাকিনম  
 আচচকে মহামন্ত্রং যথাবৎ সৰ্ব্বসিদ্ধয়ে ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মবাদিগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত অন্ত্যশ্রম নামে  
 বিখ্যাত : পরে তিনি তদাশ্রমবাসী ব্রহ্মচর্য্য-  
 পরায়ণ ব্রাহ্মণ কত্রিয় ও বৈশ্বজাতীয় শিষ্য-  
 দিগের প্রতি দৃষ্টিপাতপূরক বলিলেন,—  
 যোগিগণ আমার প্রবর্তিত শাখা অধ্যয়ন  
 করিয়া নিফল মহাদেব শিবের ধ্যান করত  
 এই স্থানে সমাসীন আছেন। ৩৯—৪০ ।  
 ভগবান্ দেবাদিদেব মহাদেব ভক্তগণের  
 অমুকম্পা হেতু উমার সহিত ক্রোড়া  
 করত এই স্থানে অবস্থান করিতেছেন । সমস্ত  
 লোকের বিধাতা স্বয়ং নারায়ণ লোকসমূহের  
 হিতকামনায় পূৰ্ব্বকালে এই স্থানে মহাদেবের  
 আরাধনা করিয়াছিলেন । দেবভাদিগণও  
 দেবতা দেব ঈশানকে এই স্থানেই অ'রাধনা  
 করিয়া দেব-দানবগণ মহতী সিদ্ধিলাভ করিয়া-  
 ছেন । এই স্থানে মরীচ্যাদি যুগিগণ তপো-  
 বলপ্রভাবে মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া সার্ক-  
 কালিক জ্ঞান লাভ করিয়াছেন । হে রাজেন্দ্র !  
 সেইভক্ত তুমি তপোযোগ-সমম্বিত হইয়া  
 আমার সহিত এই স্থানে সৰ্ব্বদা অবস্থান  
 কর ; তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ করিতে  
 পারিবে । বিপ্রেষ্ট যুনি এইরূপ বলিয়া

সৰ্ব্বপাপোপশমনং বেদসারং বিতর্কিদম্ ।  
 অগ্নিরিত্যাদিকং পুণ্যমুযিতিঃ সম্প্রবর্তিতম্ ॥ ৫  
 সোহপি তদ্বচনাদ্রাজা সুনীলঃ ব্রহ্মযাচিতঃ ।  
 সাক্ষাৎ পাণ্ডপতো ভূত্বা বেদাভ্যাসরতোহন্তবৎ  
 ভস্মোদ্ধূলিতসৰ্ব্বাঙ্গঃ কন্দ-মূলফলাশনঃ ।  
 শাস্তো দাস্তো জিতক্রোধঃ সন্ন্যাসবিধিমাশ্রিতঃ  
 হবির্দানস্তুর্থাগ্নেধ্যায়ং জনয়ামাস বৈ সূতম্ ।  
 প্রাচীনবাহিসং নাম্না ধনুর্দেদশ্চ পারগম্ ॥ ৫০  
 প্রাচীনবাহির্ভগবান্ সৰ্ব্বশস্তৃত্বতাংবরঃ ।  
 সমুদ্রতনয়ায়াং বৈ দশ পুত্রানজীজনৎ ॥ ৫১  
 প্রচেতসস্তে বিধাতা রাজানঃ প্রথিতৌজ  
 অধীতবস্তঃ স্বং বেদং নারায়ণপরায়াণাঃ ॥ ৫২  
 দশভাষ্য প্রচেতোভ্যো মারিষায়াং প্রজাপতিঃ  
 দক্ষো জজ্ঞে মহাভাগো যঃ পূৰ্ব্বং ব্রহ্মণঃ সূতঃ  
 স তু দক্ষো মহেশেন ক্রদ্রেণ সহ ধীমতা ।  
 কৃৎস্না বিবাসৎ ক্রদ্রেণ শপ্তঃ প্রাচেতসোহন্তবৎ

পিনাকী মহাদেবের ধ্যান করত সৰ্ব্বনিক্রিয়  
 নিমিত্ত যথাবিধি সৰ্ব-পাপনাশক, বেদসার,  
 বিমুক্তিপ্রদ, অযিগণকর্তৃক সংপ্রবর্তিত, পুণ্য-  
 জনক, “অগ্নি” ইত্যাদি মহামন্ত্র উপদেশ  
 করিলেন । রাজা সুনীলও যুনিবচনহেতু  
 ব্রহ্মযুক্ত ও সাক্ষাৎ পাণ্ডপত হইয়া বেদা-  
 ভ্যাসে রত হইলেন । তিনি সন্ন্যাসবিধি  
 অবলম্বনপূরক সৰ্ব্বাঙ্গ ভস্ম ভূষিত করিয়া  
 কন্দ-মূল ফলাশী, শাস্ত, দাস্ত ও জিতক্রোধ  
 হইয়াছিলেন । পৃথুনন্দন হবির্দান, আগ্নেয়ী-  
 নাম্না ভার্গ্য্যতে ধনুর্দেদশ্চ পারদশী প্রাচীনবাহি  
 নামে একটি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ।  
 ৪১—৫০ । শস্ত্রধারিগণমধ্যে ঐষ্ট্র ভগবান্  
 প্রাচীনবাহি সমুদ্রতনয়াতে দশটি পুত্র উৎপাদন  
 করিয়াছিলেন । ইহারা প্রচেতসনামে বিখ্যাত  
 প্রথিততেজা রাজা ছিলেন এবং নারায়ণ-  
 পরায়ণ হইয়া সকলেই স্বীয় বেদ অধ্যয়ন  
 করিয়াছিলেন । এই দশজন প্রচেতার ঔরসে  
 মারিষার গর্ভে মহাভাগ দক্ষ প্রজাপতি জন্ম-  
 গ্রহণ করিলেন । এই দক্ষই পূৰ্ব্ব ব্রহ্মণ পুত্র  
 ছিলেন । ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ ধীমান্ মহেশ্বর

সমাস্তাং মহাদেবো দক্ষং দেব্যা গৃহং হরঃ ।  
সৃষ্টা যথোচিতাং পূজাং দক্ষায় প্রদদৌ স্বয়ম্ ।  
তদা বৈ তমসাবিষ্টঃ সোহধিকাং ব্রহ্মণঃ সূতঃ  
পূজামনর্হামিচ্ছন জগাম কুপিতো গৃহম্ ॥ ৫৬  
কদাচিৎ স্বগৃহং প্রাপ্তাং সত্যৈঃ দক্ষঃ সূহৃদ্বনাঃ  
জমপ্যসংসূতান্মাকং গৃহাদগচ্ছ যথাগতম্ ॥ ৫৭  
তস্ত তদ্বাক্যমাকর্ণ্য সা দেবী শক্ৱপ্রিয়ঃ ।  
বিনিন্দ্য পিতরং দক্ষং দদাহাশ্বানমাস্মান ॥ ৫৮  
প্রণম্য পশুভর্তারং ভর্তারং কৃতিবাসসম্ ।  
হিমবদ্‌হিতা সাত্বৎ তপসা তস্ত ত্রোষিতা ॥ ৫৯  
জাহ্নু ভগবান্ ক্রদ্রঃ প্রপন্নার্তিহরো হরঃ ।  
শশাপ দক্ষং কুপিতঃ সমাগত্যাধ তদৃগৃহম্ ॥ ৬০  
ত্যক্তা দেহমিমং ব্রাহ্মণঃ কত্রিণয়াং কুলে ভব ।

কজের সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহার অভি-  
শাপে প্রচেতঃপুত্র হইয়া জন্মিয়াছিলেন ।  
একদা ব্রহ্মনন্দন দক্ষকে গৃহে উপস্থিত হইতে  
দেখিয়া মহাদেবীর সহিত মহাদেব তাঁহাকে  
স্বয়ং যথোচিত পূজা প্রদান করিয়াছিলেন ।  
সেই কালে ব্রহ্মার পুত্র দক্ষ তামসাবিষ্ট হইয়া  
পূজা অধিক হইলেও অল্পপুত্র বিবেচনা  
করত অত্যন্ত কুপিত হইয়া, স্বীয় গৃহে গমন  
করিয়াছিলেন । পরে কোন সময়ে সত্য পিতৃ-  
গৃহে গমন করিলে, সূহৃদ্বনা দক্ষ, মহাদেবের  
সহিত সত্যকে নিন্দা করিয়া ঘোষবশতঃ এই  
রূপে অনেক ভৎসনা করিয়াছিলেন,—তোমার  
ভর্তা পিনাকী অপেক্ষা আমার অস্ত্রান্ত  
জামাতা গুণে অনেক শ্রেষ্ঠ ; তুমিও আমার  
অসৎ কস্তা, অতএব আমার গৃহ হইতে, যে  
স্থান হইতে আগমন করিয়াছ, সেই স্থানেই  
গমন কর ; শক্ৱপ্রিয়া দেবী দক্ষের এইরূপ  
বাক্যশ্রবণে পিতাকে নিন্দা করিয়া, পশুপতি  
কৃতিবাস পিতাকে প্রণাম করত যোগবলে  
স্বীয় শরীর দগ্ধ করিয়াছিলেন । অনন্তর  
হিমবানের তপস্তায় সন্তুষ্ট হইয়া হিমবানের  
দুহিতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন । প্রপ-  
ন্নার্তিহর ভগবান্ হর এই সমস্ত বৃত্তান্ত  
অবগত হইয়া দক্ষগৃহে গমনপূর্বক কুপিত

হস্তাং সূতয়াং মূঢ়াশ্চ পুত্রমুৎপাদয়িষ্যসি ॥ ৬০  
এবমুক্তা মহাদেবো যযৌ কৈলাসপর্বতম্ ।  
স্বয়ম্ভুবোহপি কালেন দক্ষঃ প্রাচেতসোহভবৎ  
এতদ্ব্যঃ কথিতং সর্বং মনোঃ স্বয়ম্ভুবস্ত তু ।  
ভদ্রা সহ বিনিন্দ্যান্যং ভৎসয়ামাস বৈ ক্রযা  
অন্তে জামাতরঃ শ্রেষ্ঠা ভর্তৃস্তব পিনাকিনঃ ।  
নিসর্গং দক্ষপর্যন্তং শৃষতাং পাপনাশনম্ ॥ ৬৩

ইতি ত্রীকোশ্মে মহাপুরাণে পূর্বভাগে  
স্বয়ম্ভুবমমুসর্গকথনং নাম চতু-  
র্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

নৈমিষেষা উচুঃ ।

দেবানাং দানবানাঞ্চ গন্ধর্ব্বৈরগন্ধকসাম্ ।  
উৎপত্তিঃ বিস্তরাৎক্রীত্ব সূত বৈবস্বতেহস্তরে ॥  
স শপ্তঃ শম্ভুনা পূর্বং দক্ষঃ প্রাচেতসো নৃপঃ ।

হইয়া দক্ষকে এই অভিহিতা করিলেন যে,  
তুই এই ব্রহ্মদেহ পরিত্যাগ করিয়া কত্রি-  
কুলে জন্ম গ্রহণপূর্বক মূঢ়াশ্চ হইয়া স্বীয়  
কস্তাতে পুত্র উৎপাদন করিবি । মহাদেব  
এইরূপ বলিয়া কৈলাসপর্বতে গমন করিয়া-  
ছিলেন । স্বয়ম্ভুব দক্ষও কালক্রমে প্রাচেতস  
হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । আমি  
আপনাদিগের নিকটে স্বয়ম্ভুব মমুর দক্ষ  
পর্যন্ত নিসর্গ এই বলিলাম, ইহা শুনিলে পাপ  
নাশ হয় । ৫১—৬৪ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ বলিলেন,—হে  
সূত ! বৈবস্বত মমুর অধিকার কালে দেব,  
দানব, গন্ধর্ব্ব, সর্প ও রাক্ষসাদিগের উৎপত্তির  
বিবরণ বিস্তারপূর্বক বলুন । হে মহাবুদ্ধে !  
প্রাচেতো-নন্দন দক্ষ পূর্বক মহাদেবকর্তৃক

কিমকাৰীমহাবুদ্ধে জ্যোতীৰ্ণচ্ছাম সাম্প্রতম্ ॥ ২  
সুত উবাচ ।

বক্ষ্যে নারায়ণেনোক্তং পূৰ্বকল্পাঙ্কযজ্ঞিকম্ ।  
ত্রিকালবদ্ধপাপঘ্নং প্রজাসর্গস্ত বিস্তরম্ ॥ ৩  
স শব্দঃ শব্দানা পূৰ্বং দক্ষঃ প্রাচেতসো নৃপঃ ।  
বিনিন্দ্য পূৰ্ববৈবেণ গঙ্গাছারেহযজ্ঞধ্বনিম্ \* ॥ ৪  
দেবাশ্চ সৰ্ব্বে ভাগার্থমাহুতা বিষ্ণুনা সহ ।  
সহৈব মুনিভিঃ সঠৈরগতা মুনিপুঙ্গবঃ ॥ ৫  
দৃষ্ট্বা দেবকুলং কুৎসং শঙ্করেণ বিনাগতম্ ।  
দধীচো নাম বিপ্রধিঃ প্রাচেতসমথাত্রবৌ ॥ ৬  
দধীচ উবাচ ।

ত্রক্ষাদয়ঃ পিশাচাস্তা যন্তাজ্ঞানুবিধাঘিনঃ ।  
স দেবঃ সাম্প্রতং ক্রোধো বিধিনা কিং ন পূজাতে  
দক্ষ উবাচ ।  
সৰ্ব্বেষেব হি যজ্ঞেষু ন ভাগঃ পরকল্পিতঃ ।  
ন মজ্জা ভাৰ্য্যা সার্কিং শঙ্করস্তেতি নেজ্যতে ॥ ৮

বিশস্ত দক্ষঃ কুপিতো বচঃ প্রাহ যদামুনিঃ ।  
শৃণুতাং সৰ্বদেবানাং সৰ্বজ্ঞানময়ঃ স্বয়ম্ ॥ ৯  
দধীচ উবাচ ।  
যতঃ প্রবৃতির্বিধাত্তা যন্তামৌ পরমেশ্বরঃ ।  
সম্পূজাতে সৰ্বযজ্ঞৈর্বিদিত্তা কিং ন শঙ্করঃ ॥ ১০  
দক্ষ উবাচ ।  
ন হৃদং শঙ্করো ক্রুদ্রঃ সংহর্তা তামসো হরঃ ।  
নয়ঃ কপালী বিদিত্তো বিধাত্তা নোপপদ্যতে ॥  
ঈশ্বরো হি জগৎস্রষ্টা প্রভূর্নারায়ণো হরিঃ ।  
স্বাত্মকোহসৌ ভগবানিজাতে সৰ্বকর্ষ্মশু ॥ ১২  
দধীচ উবাচ ।

গিং ত্রয়্য ভগবানেষ সহস্রাংস্তর্ন দৃশ্যতে ।  
সৰ্বলোকৈকসংহর্তা কালাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥ ১৩  
যং গুণস্তীহ বিদ্যাংসো ধার্ম্যকা ত্রক্ষবান্ননঃ ।  
সোহয়ং সাক্ষী তীররোহিঃ কালাত্মা  
শাক্তরীতম্ ॥ ১৪

অতিশয় হইয়া কি করিয়াছিলেন, তাহাই  
এক্কে আমরা শুনিতে ইচ্ছা করি : সুত  
কহিলেন,—নারায়ণ পূৰ্বকল্পের প্রসঙ্গক্রমে  
প্রজাসৃষ্টির বিস্তার বিষয়ে যাহা বলিয়া-  
ছিলেন, আমি তাহাই বলিতেছি। উহা  
কালঘ্নয়সম্বন্ধিত পাপনাশক। সেই প্রাচেতো-  
নন্দন দক্ষ পূৰ্বে মহাদেবকর্তৃক অতিশয়  
হওয়ায়, পূৰ্বেই শক্রতা-নিবন্ধন গঙ্গাছারে  
হরির যজ্ঞ করিয়াছিলেন। সেই যজ্ঞে বিষ্ণুর  
সহিত সমস্ত দেবগণ স্ব স্ব ভাগগ্রহণের জন্ত  
আহুত হইয়াছিলেন এবং মুনিপুঙ্গবেরাও  
অন্যান্য মুনিগণের সহিত আসিয়াছিলেন।  
অনন্তর সেই যজ্ঞে মহাদেব ব্যতীত অন্য  
সমস্ত দেবতাকে উপস্থিত দেখিয়া দধীচ নামে  
বিপ্রধি, প্রাচেতস দক্ষকে কহিলেন,—ত্রক্ষা  
হইতে পিশাচ পর্যন্ত সকলেই ষাংহার আজ্ঞা-  
বর্তী, সেই ক্রুদ্রদেব কি এক্কে যথাবিধানে  
পূজিত হইবেন না? দক্ষ বলিলেন,—সৰ্ব-  
যজ্ঞেই ভাৰ্য্যার সহিত মহাদেবের ভাগ

কল্পিত হয় নাই এবং তাহার জন্ত মজ্জা সকলও  
কল্পিত হয় নাই; এই কারণেই তাহার পূজা  
করি নাই। স্বয়ং সৰ্বজ্ঞানময় মহামুনি দধীচ  
কুপিত হইয়া উচ্চ হাস্ত করিতে করিতে সকল  
দেবগণকে শুনাইয়া তাঁহাদিগকে অবজ্ঞা-  
পূৰ্বক কহিলেন,—ষাং হইতে সমস্ত উৎপন্ন  
হইয়াছে, যিনি বিশ্বের আত্মস্বরূপ এবং  
যিনি পরমেশ্বর, ইহা জানিয়াও কি সকলে  
সকল যজ্ঞে শঙ্করের পূজা করে না? ১—১০।  
দক্ষ কহিলেন—এই ক্রুদ্র, শঙ্কর (মঙ্গলকর্তা)  
নহে, ইনি নয় নরকপালধারী তমোণ্ডণাবলম্বী  
সংহারকর্তা হর বলিয়া পরিচিত,—ইহাকে  
বিশ্বের আত্মস্বরূপ বলিতে পারি না। প্রভু  
নারায়ণ হরই ঈশ্বর ও জগতের স্রষ্টা; স্ব-  
গুণাবলম্বী সেই ভগবানই সকল কার্যে  
পূজিত হইয়া থাকেন। দধীচ কহিলেন,—  
আপনি কি সমস্ত লোকের এককাজ সংহার-  
কর্তা ও কালস্বরূপ এই ভগবান সহস্রাংশি  
পরমেশ্বরকে দেখিতে পাইতেছেন না? ত্রক্ষা-  
বান্দী ধর্মনিরত পণ্ডিতেরাও ষাংহার শুধু  
করিয়া থাকেন, সেই এই সৰ্বলোকসাক্ষী

এব ক্রজো মহাদেবঃ কপালী চ স্বর্গী হরঃ ।

আদিত্যো ভগবান্ সূর্যো নীলগ্রীবো

বিলোহিতঃ ॥ ১০

সংস্কৃত্যে সহস্রাংশুঃ সামগাধর্যুহোতৃভিঃ ।

পশ্চেনং বিশ্বকর্মাণং রুদ্রমূর্তিঃ ত্রয়োময়াম্ ॥ ১৬

দক্ষ উবাচ ।

য এতে দ্বাদশাদিত্য। আগতা যজ্ঞভাগিনঃ ।

সর্কে সূর্য্য ইতি খ্যাতা ন হস্তো বিদ্যাতে রবিঃ

এবমুক্তে তু মুনয়ঃ সমায়াতা দিদৃক্ষবঃ ।

বাচমিত্যক্রবন্ দক্ষং তস্ত সাহায্যকারিণঃ ॥ ১৮

তমসাবিষ্টমনসো ন পশুস্তো বৃষধ্বজম্ ।

সহস্রশোহধ শতশো বহুশো ভূয় এব হি ॥ ১৯

নিন্দস্তো বৈদিকান্ মজ্জান্ সর্ষভূতপতিং হরম্

অপূজয়ন্ দক্ষবাক্যং মোহিতা বিস্ময়ায়মা ॥ ২০

দেবাশ্চ সর্কে ভাগার্থমাগতা বাসবাদয়ঃ ।

নাপশ্চন দেবমীশানমুতে নারায়ণং হরম্ ॥ ২১

ত্রিণ্যগর্ভো ভগবান্ ব্রহ্মা ব্রহ্মবিদাংবরঃ ।

পশ্চতামেব সর্কেষাং কণাদম্বরধী যত ॥ ২২

অন্তর্হিতে ভগবতি দক্ষো নারায়ণঃ হরিম্ ।

রক্ষকং জগতাং দেবং জগাম শরণং স্বয়ম্ ॥ ২৩

প্রবর্তয়ামাস চ তং যজ্ঞং দক্ষোহথ নির্ভয়ঃ ।

রক্ষকো ভগবান্ বিষ্ণুঃ শরণাগতরক্ষকঃ ॥ ২৪

পুনঃ প্রাহ চ তং দক্ষং দধীচো ভগবানুবিঃ ।

সম্প্রেক্ষ্যর্ষিগণান্ দেবান্ সর্কান্ বৈ

রুদ্রবিধিষঃ ॥ ২৫

অপূজাপূঃনে চৈব পূজান্ধ্যাপ্যপূজনে ।

নরঃ পাপমবাপ্নোতি মহতৈ নাত্র সংশয়ঃ ॥ ২৬

অসতাং প্রগ্রহো যত্র সত্যাকৈব বিমাননা ।

দণ্ডো দৈবকৃতস্তত্র সদ্যঃ পততি দাক্ষণঃ ॥ ২৭

এবমুক্তাথ ঐপ্রিষিঃ শশাপেশ্বরবিধিষিঃ ।

সমাগতান্ ব্রাহ্মণাংস্তান্ দক্ষসাহায্যকারিণঃ ॥ ২৮

যস্মাদ্বহিষ্কৃতো বেদান্তবর্ত্তঃ পরমেশ্বরঃ ।

কালান্ধ্রা তিগ্মবশিও ( সূর্য্য ) মহাদেবেই

মূর্ত্তি । এই রুদ্রই মহাদেব, কপালী ও

দয়ালু হর ; ইনিই ভগবান্ আদিত্য-নন্দন

সূর্য্যদেব ও বিলোহিত নীলকণ্ঠ । সাম-

যেদাধ্যায়ী অধ্বর্যু ও হোতৃগণও সহস্রাংশুর

স্তব করিয়া থাকেন । আপনি এই বিশ্বকর্মা

ত্রয়োময় রুদ্রমূর্ত্তি দর্শন করুন । দক্ষ কহিলেন,

—দ্বাদশ আদিত্য ষাঁহারা যজ্ঞভাগ গ্রহণের

নিমিত্ত আসিয়াছেন, সকলেই সূর্য্য বলিয়া

খ্যাত । ইহারা ব্যতীত অপর সূর্য্য নাই ।

দক্ষ এই কথা বলিলে, ষাঁহারা দেখিতে

আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার

সহায়তা করিবার নিমিত্ত “হাঁ, তাই বটে”

এই কথা বলিলেন । তখন শত সহস্র মূনি

সকলেই অজ্ঞানাবৃত্তিচিন্তা থাকায়, কেহই মহা-

দেবকে দেখিতে পাইলেন না, সকলেই বেদ-

মজ্জ ও মহাদেবের নিন্দা করিতে লাগিলেন

এবং বিস্ময়ায় মোহিত হইয়া কেবল দক্ষ-

বাক্যেই অল্পমোদন করিলেন । ১১—২০ ।

যজ্ঞভাগ গ্রহণের নিমিত্ত আগত ইন্দ্রাদি দেব-

গণও নারায়ণ হরি ব্যতীত দেব ঈশানকে

দেখিতে পাইলেন না অর্থাৎ বিষ্ণুকেই তাঁহারা

বিশ্বাস্য বলিয়া বুঝলেন, মহাদেবকে জানিতে

পারিলেন না । ব্রহ্মবিংশষ্টে ত্রিণ্যগর্ভ ভগ-

বান্ ব্রহ্মাও সকলের সমক্ষে কণকালের মধ্যে

অন্তর্হিত হইলেন । ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলে,

দক্ষ স্বয়ং জগতের রক্ষাকর্ত্তা নারায়ণ হরির

শরণাগত হইলেন । দক্ষ নির্ভয়ে সেই যজ্ঞ

আরম্ভ করাইলেন এবং শরণাগতরক্ষক ভগ-

বান্ বিষ্ণু তাহার রক্ষাকর্ত্তা হইলেন । ভগ-

বান্ দধীচ ঋষি সমস্ত দেবতা ও ঋষিদিগকে

রুদ্রেষু দেখিয়া, পুনরায় দক্ষকে বলিতে

লাগিলেন,—অপূজালোকের পূজা করিলে

এবং পূজনীয় ব্যক্তির পূজা না করিলে

লোকের গুরুতব পাপ হইয়া থাকে, তাহাতে

আর সন্দেহ নাই । যেখানে অসতের আদর

ও সতের অবমাননা হয়, সেখানে সদ্যই দৈব-

নির্দিষ্ট ঘোর দণ্ড নিপতিত হয় । অনন্তর

বিপ্রাৰ্থ এই কথা বলিয়া সমাগত দক্ষসাহায্য-

কারী রুদ্রেষু সেই ব্রাহ্মণদিগকে এই বলিয়া

শাপ দিলেন যে, “তোমরা যখন পরমেশ্ব-

র্ষকে বেদের বহির্ভূত করিলে এবং লোক-



বিনিদ্ভিতো মহাদেবঃ শঙ্করো লোকবন্দিতঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি জয়ীবাছাঃ সর্কেহপীশ্বরবিদ্যঃ ।  
 নিন্দন্তৌহেশ্বরং মার্গং কুশাস্ত্রাসক্তচেতসঃ ॥ ৩০  
 মিথ্যাধীতসমাচারো মিথ্যাজ্ঞানপ্রলাপিনঃ ।  
 প্রাপ্য ঘোরং কলিযুগং কলিজৈঃ পরিশীড়িতাঃ  
 ত্যক্ত্য তপোবলং কুৎসং গচ্ছন্তঃ নরকান পুনঃ  
 ভবিষ্যতি হৃষীকেশঃ স্বাশ্রিতোহপি পরাশ্রুখঃ ।  
 এবমুক্তাধি বিপ্রর্ষির্বিয়রাম তপোনিধিঃ ।  
 জগাম মনসা রুদ্রমশেষাঘবিনাশনম্ ॥ ৩১  
 এতন্মিস্তরে দেবী মহাদেবী মহেশ্বরী ।  
 পতিং পশুপতিং দেবং জ্ঞাত্বৈতং প্রাহ সর্বদৃক্  
 শ্রীদেব্যাবাচ ।

দক্ষো যজ্ঞেন যজ্ঞতে পিতা মে পূর্বজন্মনি ।  
 বিনিদ্য ভবতো ভাবমান্মানঞ্চাপি শঙ্করঃ ॥ ৩২  
 দেবা মহর্ষদৃশ্যাসংস্কৃত সাহায্যকারিণঃ ।  
 বিনাশযাতু তং যজ্ঞং বরমেতং বৃণে-মাহম্ ॥ ৩৩  
 এবং বিজ্ঞাপিতো দেব্যা দেবদেবঃ পং প্রভুঃ ।

পূজিত শঙ্করের নিন্দা করিলে, তখন ঈশ্বর-  
 দেবী তোমরা সকলেই বেদবহিষ্কৃত হইবে;  
 তোমাদের চিত্ত কুশাস্ত্রে আকৃষ্ট বলিয়াই  
 তোমরা শিবমার্গের নিন্দা করিতেছ। অতএব  
 তোমাদের শাস্ত্রাধায়ন মিথ্যা;—তোমরা কেবল  
 মিথ্যাজ্ঞানভিমানী। ঘোর কলিযুগে কলি-  
 কালের পাশে প্রসীড়িত হইয়া, তপোবলপূ-  
 র্ণপূর্বক তোমরা নরকে গমন কর। তোমা-  
 দের আশ্রিত হৃষীকেশও তোমাদের প্রতি  
 পরাশ্রুখ হইবেন।’ অনন্তর তপোনিধি  
 বিপ্রর্ষি এইরূপ বলিয়া বিরত হইলেন এবং  
 সর্বশাপহর রুদ্রকে আপন মনে ধ্যান করিতে  
 লাগিলেন। এই অবসরে সর্বদর্শিনী ভগ-  
 বতী মহেশ্বরী এই সমস্ত জানিতে পারিয়া,  
 পতি পশুপতিকে বলিলেন,—হে শঙ্কর!  
 আমার পূর্বজন্মের পিতা দক্ষ, ত্রদীয় স্বরূপ  
 ও শিড়্ভূতির নিন্দা করিয়া যজ্ঞ করিতেছেন।  
 সে বিষয়ে দেবতা ও মহর্ষরা তাঁর সাহায্য-  
 কারী হইয়াছেন; আপনি শীঘ্র সেই যজ্ঞ  
 বিনাশ করুন, আমি এই বর প্রার্থনা করি-

সসর্জ সহসা রুদ্রং দক্ষযজ্ঞজিহ্বাসংসরা ॥ ৩৭  
 সহস্রশীর্ষপাদক স ত্র্যাকং মহাভূজম্ ।  
 সহস্রপাণিঃ হৃর্ধ্বং যুগাস্তানলসন্নিভম্ ॥ ৩৮  
 হংষ্ট্রাকরালং তুশ্পেক্যং শঙ্খচক্রধরং প্রভুম্ ।  
 দণ্ডহস্তং নহানানং শার্ঙ্গিণং ভূতিভূষণম্ ॥ ৩৯  
 বীরভদ্র ইতি খ্যাতং দেবদেবসমত্ৰয়ম্ ।  
 স জাতমাত্রো দেবেশ্বরপুত্রে কৃতাজলিঃ ॥ ৪০  
 তমাহ দক্ষস্ত মখং বিনাশয় শিবোহস্তিতি ।  
 বিনিদ্য মাং স যজ্ঞতে গঙ্গাঘারে গণেশ্বর ॥ ৪১  
 ততো বক্ষপ্রমুক্তেন সিংহেনেবেত্য লীলয়া ।  
 বীরভদ্রেন দক্ষস্ত বিনাশয়গমং কৃতুঃ ॥ ৪২  
 মনুনা চোমরা সৃষ্টা ভদ্রকালী মহেশ্বরী ।  
 তয়া চ সার্কং বৃষতং সমাকুহ যযৌ গণঃ ॥ ৪৩  
 অস্ত্রে সহস্রশো রুদ্রা নিসৃষ্টান্তেন ধীমতা ।  
 রোমজা ইতি বিখ্যাতাস্তস্ত সাহায্যকারিণঃ ॥ ৪৪

হেছি। পরমপুরুষ প্রভু দেবদেব, দেবী-  
 কর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত হইয়া, দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংস  
 মাননে সহসা বীরভদ্র নামে খ্যাত এক রুদ্রের  
 সৃষ্টি করিলেন। এ রুদ্র সহস্রশীর্ষা, সহস্র-  
 পাদ, সহস্রনেত্র, মহাভূজ, সহস্রপাণি, হৃর্ধ্ব  
 প্রলয়কালীন বহিস্কৃত শঙ্খচক্রধারী, দণ্ডহস্ত,  
 ভূষণনিদানী, শার্ঙ্গী, বিভূতিভূষণ এবং দেব-  
 দেবের সদৃশ কাস্তিদম্পর। তিনি জন্মিয়াই  
 কৃতাজলিপুটে মহেশ্বরের নিকটে উপস্থিত  
 হইলেন। ২৮—৪০। মহেশ্বর তাঁহাকে বলি-  
 লেন,—হে গণেশ্বর! দক্ষ আমার নিন্দা  
 করিয়া গঙ্গাঘারে যজ্ঞ করিতেছে, তুমি তাহার  
 যজ্ঞ বিনাশ কর; তোমার মঙ্গল হউক।  
 তাহার পরে বীরভদ্র, বন্ধনযুক্ত সিংহের  
 স্তায়, অবলালাক্রমে গমন করিয়া, দক্ষের যজ্ঞ  
 বিনাশ করিয়াছিলেন। পার্শ্বভীও কোষে  
 ভদ্রকালী নামে এক মহেশ্বরীর সৃষ্টি করিলেন;  
 বীরভদ্র তাঁহারই সহিত বৃষে আরোহণপূর্বক  
 গমন করিলেন। সেই ধীমান বীরভদ্র,  
 রোমজা নামে বিখ্যাত নিজের সাহায্যকারী  
 অপর সহস্র সহস্র রুদ্রের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

শূলশক্তিগদাঘাতা দণ্ডোপলকরাস্তথা ।

কালাগ্নিক্রদ্রসদৃশা নাভয়ন্তো দিশো দশ ॥ ৪৫

সর্কে বৃষভমারুঢ়াঃ সত্যার্থাশ্চাতিভীষণঃ ।

সমাবৃত্য গণশ্রেষ্ঠং যদুর্দক্ষমখং প্রতি ॥ ৪৬

সর্কে সম্প্রাপ্য তং দেশংগন্ধাঘারমিতি ক্রতম্

দদৃশুর্ভজদেশং বৈ দক্ষশ্চামিততেজসঃ ॥ ৪৭

দেবাক্তনাসহস্রাঢ্যমপ্সরোগীতনাচিতম্ ।

বীণাবেণুনিদাঢ্যং বেদবাদ্যভিনাদিতম্ ॥ ৪৮

দৃষ্ট্বা সহস্রিভির্দৈবৈঃ সমার্পাং প্রজাপতিম্ ।

উবাচ ভদ্রয়া ক্রদ্রেবীরভজঃ স্মরণিব ॥ ৪৯

বয়ং হুতুরাঃ সর্কে শর্কশ্চামিততেজসঃ ।

ভাগার্থংলিপয়া প্রাপ্তা ভাগান্বচ্ছ ভূমীপিতান

অথ চেৎ কস্তচিদিয়মাজ্ঞা মুনিবরোক্তমাঃ ।

ভাগো ভবন্ত্যে দেয়ন্ত নাস্তভ্যমিতি কথ্যতাম্ ।

তং ক্রতাজ্ঞাপয়তি যো বেৎস্রামো হি বয়ং তত

এবমুক্তা গণেশেন প্রজাপতিপুরঃসরঃ ।

ভাহারা কালাগ্নি ক্রদ্রসদৃশ অতি ভীষণ।

ভাল্পদের সকলেরই হস্তে শূল, শক্তি, গদা,

দণ্ড ও প্রস্তর ছিল। ভাহারা সকলেই দশ

দিক্ নিদাদিত করিয়া ভার্ঘ্যার সহিত বৃষে

আরোহণপূর্বক গণশ্রেষ্ঠ বীরভদ্রকে বেষ্টন

করিয়া দক্ষযজ্ঞে প্রস্থান করিল। ভাহারা

সকলে গন্ধাঘারনামক সেই প্রদেশ প্রাপ্ত

হইয়া সহস্র দেবাক্তনাঘারা পরিশোভিত,

অপ্সরোগীতি-নিদাদিত, বীণা ও বেণুর রবে

মনোরম এবং বেদের শর্কে অভিনাদিত,

অমিততেজাঃ দক্ষের সেই যজ্ঞভূমি দেখিতে

পাইল। বীরভদ্র দক্ষপ্রজাপতিকে দেবতা

ও মহর্ষিগণের সহিত উ-বিষ্ট দেখিয়া, ঐষৎ

হাসিতে হাসিতে ভদ্রকালী ও ক্রদ্রগণের

সহিত বলিতে লাগিলেন,—আমরা সকলে

অমিততেজাঃ শিবের অহুচর, যজ্ঞের ভাগ

লইবার জন্ত আসিয়াছি, আমাদের অভী-

ক্ষিত ভাগ প্রদান কর। ৪১—৫০। হে

মুনিগণ! তোমরা বল, কে আমাদের

যজ্ঞভাগ দিতে, নিষেধ করিয়াছে? তোমরা

বলিয়া দাও, আমরা তাহাকে জানিতে ইচ্ছা

দেবা উচ্যুতভাগে ন চ মজ্জা ইতি প্রত্যো(১) ॥

মজ্জা উচুঃ সুরা বৃষং তমোপহতচেতসঃ ।

যে নাধবরস্ত রাজানং পূজয়েয়ুর্মহেশ্বরম্ ॥ ৫৩

ঐশ্বর্যঃ সর্বভূতানাং সর্বদেবতমুহুরঃ ।

পূজ্যতে সর্বযজ্ঞে সু সর্বাভ্যাদঃসিদ্ধিঃ ॥ ৫৪

এবমুক্তা মহেশানং মায়ায়া নষ্টচেতসঃ ।

ন মেনিরে যযুর্মজ্জা দেবান মুক্তা যমালয়ম্ ॥ ৫৫

ততঃ স ভজো ভগবান্ সত্যার্থঃ সগণেশ্বরঃ ।

স্পৃশন্ করাত্যাং বিপ্রার্থং দধীচংপ্রাহ দেবতাঃ

মজ্জাঃ প্রমাণং ন কৃত্য যুয্মাভির্বলদর্পহঃ ।

যস্মাৎ প্রসহ তস্মাচ্ছো নাশয়াম্যদ্য গর্জিতান্ ॥

ইতু্যক্কা যজ্ঞশালাং তাং দদাহ গণপূজবঃ ।

করি। প্রজাপতিপ্রমুখ দেবগণ গণেশ্বরকর্তৃক

এইরূপ কথিত হইয়া বলিলেন,—“হে প্রত্যো!

যাহাতে আপনাদের যজ্ঞভাগ কল্পিত হইতে

পারে, এরূপ কোন মজ্জাই নাই! তখন মজ্জ-

গণ বলিলেন,—হে দেবগণ! আপনাদের

চিত্ত অজ্ঞানাক্রষ্ট হইয়াছে, তাই আপনারা

যজ্ঞের রাজা মহেশ্বরের পূজা করিলেন না।

হরই সর্বভূতের ঐশ্বর্য, সকল দেবতার। তাঁহা-

রই শরীরস্বরূপ; তিনিই সকল প্রকার

সম্পদ ও সিদ্ধি দান করেন এবং সকল যজ্ঞে

তাঁহারই পূজা হইয়া থাকে। মজ্জগণ গণে-

শ্বরকে এইরূপ বলিয়া মায়াঘারা নষ্টচেতস্ত

দেবতাদিগকে সম্মান করিলেন না এবং তাঁহা-

দিগকে পরিত্যাগ করিয়া নিজালায়ে প্রস্থান

করিলেন। তদনন্তর ভার্ঘ্য ও গণেশ্বরগণের

সহিত ভগবান্ বীরভদ্র বিপ্রর্ষি দধীচকে যজ্ঞ-

দ্বারা স্পর্শ করিয়া দেবতাদিগকে বলিলেন,—

তোমরা বলদৃষ্ট হইয়া মজ্জগণকে প্রমাণ

করিতে পারিলে না, অতরাং এখনই তোমা-

দিগকে ধ্বংস করিব; তোমরা বড়ই গর্জিত

হইয়াছ। গণপূজব এই কথা বলিয়াই সেই

(১) অত্র “দেবা উচুঃ।

প্রমাণং বো ন জানীমো ভাগে মজ্জা ইতি প্রতুঃ

ইতি পাঠান্তরং কচিং।

গণেশ্বরাস্ত সঙ্কড়া যুপাঙ্কপাট্য চিকিৎসুঃ ॥৫৮  
 প্রস্তোত্রো সহ হোত্রা চ অশ্বকৈব গণেশ্বরঃ ।  
 গৃহীত্বা ভীষণাঃ সর্কে গন্ধাস্তোতসি চিকিৎসুঃ ।  
 বীরভদ্রোহপি দীপ্তাত্মা শক্রৈস্তবোদ্যতং করম্  
 ব্যাণ্ডিত্যদদীনাত্মা তথাভ্যেবাং দিবৌকসাম্ ॥ ৬০  
 ভগন্ত নেত্রে চোৎপাট্য করজাগ্রোণ লীলয়া ।  
 নিহতা মুষ্টিনা দস্তান্ পৃষ্ঠৈশ্চবমপাতয়ৎ ॥ ৬১  
 তথা চন্দ্রমসং দেবং পাদাঙ্গুষ্ঠেন লীলয়া ।  
 ধ্বংসামাস বলবান্ অয়মানো গণেশ্বরঃ ॥ ৬২  
 বহুহস্তদ্বয়ং ছিদ্ৰা জিহ্বাযুঃ পাট্য লীলয়া ।  
 জঘান মুষ্টি পাদেন মুনীশপ মুনীশ্বরঃ ॥ ৬৩  
 তথা বিকুং সগন্ধুং সমায়াস্তং মহাবলঃ ।  
 বিব্যাধ নিশিঠৈর্ভ্রাণৈঃ স্তম্ভদ্বিধা সুদর্শনম্ ॥৬৪  
 সমালোক্য মহাবাহরাগতা গন্ধুভো গণম্ ।  
 জঘান পট্টৈঃ সহস্রা নানাদাবুনিবিধা ॥ ৬৫  
 ততঃ সহস্রশো ভদ্রঃ সসর্জ গন্ধুভান্ অয়ম্ ।

যজ্ঞশালা দগ্ন করিলেন, আর অস্ত্রাঙ্ক গণেশ্বর  
 ক্রুদ্ধ হইয়া যুপকাঠ উৎপাটন করিয়া দূরে  
 নিক্ষেপ করিল। ভীষণদর্শন গণেশ্বর স্তোতা  
 ও হোতার সহিত যজ্ঞের অশ্বকে গন্ধাস্তোত্রে  
 নিক্ষেপ করিল। অদ্বৈতচিত্ত প্রদীপ্তাত্মা  
 বীরভদ্র ও অস্ত্রাঙ্ক দেবতা ও ইশ্বর (প্রহা-  
 রাধ) উদ্যত হস্তদ্বয় ত্ত্ব করিয়া দিলেন।  
 ৫১—৬০। তিনি অবলীলাক্রমে অঙ্গুলির  
 অগ্রভাগদ্বারা ভগদেবতার নেত্রদ্বয় উৎপাটন  
 করিলেন ও মুষ্টিগাঘাতে পুষাধ দস্ত সকল চূর্ণ  
 করিয়া ফেলিলেন। বলবান্ গণেশ্বর হাসিতে  
 হাসিতে অবলীলাক্রমে চন্দ্রকে পাদাঙ্গুষ্ঠদ্বারা  
 ধ্বংস করিলেন। গণেশ্বর অগ্নির হস্তদ্বয়  
 ছিন্ন করিল ও অবলীলাক্রমে ভীহার জিহ্বা  
 উৎপাটন করিয়া ফেলিল এবং মুনিগণের  
 মস্তকে পদাঘাত করিতে লাগিল। আবার  
 মহাবল বীরভদ্র গন্ধুভাক্রূত বিকুকে আসিতে  
 দেখিয়া, ভীহার সুদর্শন অস্ত্রের অবরোধ  
 করিয়া, শাণ্ডিত্য বাণ সকলে ভীহাকে বিদ্ধ  
 করিতে লাগিলেন। মহাবাহ গন্ধু বীর-  
 ভদ্রকে দেখিয়া সকল পক্ষ দ্বারা আহত করি-

বৈনেতেয়াদভ্যধিকান্ গন্ধুভং তে প্রহুজ্জবুঃ ॥৬৬  
 ভান্ দৃষ্টা গন্ধুভো ধীমানপলায়নমহাজবঃ ।  
 বিস্মজ্য মাধবং বেগাৎ তদদ্রুতমিবান্তবৎ ॥৬৭  
 অন্তর্হিতে বৈনেতেয়ে ভগবান্ পদ্মসম্ভবঃ ।  
 আগত্য বারয়ামাস বীরভদ্রক কেশবম্ ॥ ৬৮  
 প্রসাদয়ামাস চ তং গৌরবাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ।  
 সংস্কৃষ ভগবানীশং শত্ৰুস্তত্রাগমং অয়ম্ ॥ ৬৯  
 বীক্য দেবাধিদেবং তং সাহং সর্কভগৈর্গুতম্ ।  
 তুষ্ঠাব ভগবান্ ব্রহ্মা দক্ষঃ সর্কে দিবৌকসঃ ॥৭০  
 বিশেষাৎ পার্কভীঃ দেবীমৌশ্বার্কশরীরীণীম্ ।  
 স্তোত্রৈর্নানাবিধৈর্দক্ষঃ প্রণম্য চ কৃতাজ্জলিঃ ॥ ৭১  
 ততো ভগবতী দেবী প্রহসন্তী মহেশ্বরম্ ।  
 প্রসন্নমনস্য ক্রুদ্রং বচঃ প্রাহ স্তৃণানিধিঃ ॥ ৭২  
 অমেব জগঃ সৃষ্টা শাসিতা চৈব রক্ষিতা ।

লেন এবং সঙ্কড়-গর্জনের স্তায় ভয়ানক গর্জন  
 করিলেন। তদনন্তর অয়ং বীরভদ্র বিনতা-  
 নন্দন অপেক্ষাও বলশালী সহস্র সহস্র গন্ধ-  
 ভের সৃষ্টি করিলেন; ভীহার বিনতাপুত্র  
 গন্ধুভকে বিজ্ঞাধিত করিল। বুদ্ধিমান গন্ধুভ  
 তাহা দেখিয়া মাধাকে পরিত্যাগ করিয়া মহা-  
 বেগে পলায়ন করিল; ইহা এক অদ্ভুত ঘটনা  
 হইয়া উঠিল। গন্ধুভ অন্তর্হিত হইলে ভগ-  
 বান্ পদ্মযোনি আগমনপূর্বক বীরভদ্র ও  
 কেশবকে নিবারণ করিলেন। ব্রহ্মা মহা-  
 দেবের গৌরবে বীরভদ্রকে প্রসাদিত করি-  
 লেন এবং মহাদেবের স্তব করিতে লাগি-  
 লেন; তাহাতে মহাদেব অয়ং তথায় উপস্থিত  
 হইলেন। তখন ভগবান্ ব্রহ্মা, দক্ষ ও দেব-  
 গণ সকলেই সর্কভগাধিত মহাদেবকে দেবীর  
 সহিত সমাগত দেখিয়া ভীহার স্তব  
 করিতে লাগিলেন। ৬১—৭০। দক্ষ কৃত-  
 জলি হইয়া ঈশ্বরার্কশরীরীণী ভগবতী পার্ক-  
 ভীকে বিশেষরূপে নানাবিধ স্তব করিতে  
 লাগিলেন। অনন্তর দয়ালী পার্কভী  
 প্রসন্নচিত্তে হাসিতে হাসিতে মহেশ্বর ক্রুদ্রকে  
 বলিলেন, হে দেব! আপনিই সমস্ত জগ-  
 তের সৃষ্টিকর্তা, রক্ষিতা ও শাসিতা;

অনুগ্রাহো ভগবতা নক্ষত্রাণি দিবোকসঃ । ৩  
ততঃ প্রপ্ত বগবান্ কপদৌ নীললোহিতঃ ।  
উবাচ প্রণতান্ দেবান্ প্রাচেতসমথো हरः । ৭৪  
গচ্ছধ্বং দেবতাঃ সর্বাঃ প্রসন্নো ভবতামহম্ ।  
সম্পূজাঃ সর্বযজ্ঞেষু ন নিন্দ্যাহং বিশেষতঃ ।  
স্বক্কাপি শূণ্ মে দক্ষ বচবং সর্বযক্ষণম্ ।  
তাক্কা লোকৈকষণ্যমেতাং মন্ত্রকো ভব যত্নতঃ  
ভবিষ্যসি গণেশানঃ কল্পাশ্চেহমুগ্রহান্মম ।  
তাবৎ তিষ্ঠ মমাদেশাৎ স্বাধিকারেষু নিবৃত্তঃ ।  
এবমুক্তা তু ভগবান্ সপত্নীকঃ সহানুগঃ ।  
অদর্শনমমুগ্রাণ্ডে নক্ষত্রামিততেজসঃ । ৭৮  
অন্তর্হিতে মহাদেবে শক্তরে পদ্মসম্ভবঃ ।  
বাজ্রহার স্বয়ং দক্ষমশেষজগতো হিতম্ । ৭৯  
ব্রহ্মোবাচ ।  
কিং ভবাংগতো মোহঃ প্রসন্নো বুযভধ্বজে ।  
বশাচষ্ট স্বয়ং দেবঃ পালয়ৈতদতল্লিহঃ । ৮০

দক্ষ ও দেবতারা সকলেই আপনার অনু-  
গ্রহের পাত্র। তখনস্তর ভগবান্ কপদৌ  
নীললোহিত হর হাসিতে হাসিতে প্রণত দেব-  
গণ ও দক্ষরাজকে বলিলেন,—হে দেবগণ!  
আমি তোমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি,  
তোমরা এখন প্রস্থান কর; আমি সকল  
যজ্ঞেই পূজনীয়, কোনরূপেই আমি নিন্দনীয়  
নহি। হে দক্ষ! তুমিও সকল কথ্যে  
রক্ষার নিদানস্বরূপ মদীয় বাক্য শ্রবণ কর;  
প্রাকৃত লোকের স্বায় ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া  
যত্নপূর্বক আমার ভক্ত হও। আমার অনু-  
গ্রহে তুমি কল্পান্তে গণাধিপতি হইবে;  
একণে আমার আদেশে নিজের রাজ্যে  
জুখে বাস কর। ভগবান্ ইহা বলিয়াই  
পত্নী ও অনুচরবর্গের সহিত অমিততেজাঃ  
দক্ষের দর্শনের বহির্ভূত হইলেন। মহাদেব  
অন্তর্হিত হইলে, স্বয়ং পদ্মযোনি, দক্ষকে  
সমস্ত জগতের হিতকর বাক্য বলিতে লাগি-  
লেন। ব্রহ্মা বলিলেন,—বুযভধ্বজ প্রসন্ন  
হওয়ার তোমার মোহ কি অপগত হইয়াছে?  
দেবদেব স্বয়ং বাহ্য বলিয়াছেন, আভ্যন্ত

সর্বোন্মেষে ভূতানাং হৃদ্যে বসতীশ্বরঃ ।  
পশুস্তি যঃ ব্রহ্মভূতা বিদ্যাংসো বেদবান্ধনঃ । ৮১  
স চাক্ষা সর্বভূতানাং স বীজং পরমা গতিঃ ।  
ভূযতে বৈদিকৈশ্চৈবৈদেবনৈবো মহেশ্বরঃ । ৮২  
তমর্চয়ন্তি যে কুত্রঃ স্বাক্ষনা চ সনাতনম্ ।  
চেতসা ভাবযুক্তেন তে যান্তি পরমং পদম্ । ৮৩  
তস্মাদনাদিমধ্যান্তং বিজ্ঞায় পরমেশ্বরম্ ।  
কর্মণা মনসা বাচা সমাধায যত্নতঃ । ৮৪  
যত্নাৎ পরিহারেশ্চ নিন্দাং স্বাক্ষবিনাশনাম্ ।  
ভবন্তি সর্বদোষায় নিন্দকশ্চ ক্রিয়া হি তাঃ । ৮৫  
যন্তবৈষ মহাযোগী রক্ষকো বিষ্ণুঃস্বায়ঃ ।  
স দেবো ভগবান্ ক্রজো মহাদেবো ন সংশয়ঃ  
মন্ত্ৰস্তে যে জগদ্যোনিং বিভিন্নং বিষ্ণুমীশ্বরং  
মোহাদবেদনিষ্ঠহাৎ তে যান্তি নরকং নর্যঃ । ৭৭  
বেদানুবর্তিনো কুত্রঃ দেবং নারায়ণং তথা ।  
একীভাবেন পশুস্তি যুক্তিতাজো ভবন্তি তে ।

ত্যাগ করিয়া তাহাই কর। ৭১—৮০। এই  
ঈশ্বরই সমস্ত ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতে-  
ছেন; ব্রহ্মজানী পণ্ডিতেরা ইহাকেই পর-  
ব্রহ্মস্বরূপ দেখিয়া থাকেন। তিনিই সর্ব-  
ভূতের আত্মা, সকলের বীজ ও একমাত্র অব-  
লম্বন; সকলেই বৈদিক মন্ত্রদ্বারা সেই দেব-  
দেবকেই স্তব করিয়া থাকে। যাহারা ভক্তি-  
পূর্ণ চিত্তে ও নিবৃষ্টিমুখে সেই সনাতন ক্রজের  
উপাসনা করে, তাহারাি পরমপদ লাভ করে।  
সেই হেতু পরমেশ্বর মহেশ্বরকে অনাদিমধ্যান্ত  
জানিয়া যত্ন সহকারে ও কায়মনোবাক্যে  
তাঁহারই আরাধনা কর। যত্নপূর্বক স্বীয়  
বিনাশকারিণী শিবনিন্দা পরিত্যাগ কর; যে  
তাঁহার নিন্দা করে, তাহার সকল কার্যই  
সর্বদোষের আকর হয়। এই যে মহা-  
যোগী অব্যয় বিষ্ণু তোমার রক্ষাকর্তা;  
ইনিও সেই ভগবান্ মহাদেব ক্রজস্বরূপ;  
তাঁহার আর সন্দেহ নাই। যাহারা জগদ-  
যোনি বিষ্ণুকে মহাদেব হইতে পৃথক্ মনে  
করে, তাহারা বেষের অর্থ গ্রহণ করিতে  
পারে না এবং পরিশেষে নরকে যায়। যাহারা

যো বিষ্ণুঃ স শ্রয়ঃ ক্রজো যো ক্রজঃ স জনার্দনঃ\* ইতি মহা ভজেন্দেবং স যাত্তি পরমাং গতিম্ ।  
 সৃজাত্যম্ জগৎ সৰ্বং বিষ্ণুস্তদ্রক্ষতীশ্বরঃ ।  
 ইখং জগৎ সৰ্বমিদং ক্রজনায়গোস্তবম্ ॥ ১০ ॥  
 তস্মাৎ ত্যক্তা হরে নিন্দাং হরে চাপি সমাহিতঃ  
 সমাশ্রয় মহাদেবং শরণ্যং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ১১ ॥  
 উপেক্ষত্যাখ বচনং বিরিক্ষ্য প্রজাপতিঃ ।  
 জগাম শরণং দেবং গোপতিং কৃতিবাসসম্ ॥ ১২ ॥  
 যেহন্তে শাপায়িন্দিদ্য দধৌচস্ত মহর্ষয়ঃ ।  
 বিষন্তো মোতিতা দেবং সম্ভুবুঃ কলিষথ ॥ ১৩ ॥  
 ত্যক্তা তপোবলং কৃৎস্নং বিশ্রাণাং কুলসম্ভবঃ  
 পূৰ্বসংস্কারমাহাভ্যাৎ ব্রহ্মণো বচনাদহ ॥ ১৪ ॥  
 মুক্তশাপস্ততঃ সৰ্বৌ কল্লাস্তে রোরবাদিব ।  
 নিপাত্যমানাঃ কালেন সম্প্রাপ্যাদিতাবচ্চসম্

বেদার্থ গ্রহণ করিতে পারে, তাহার নারায়ণ ও  
 ক্রজকে একই দেখিতে পায় এবং তাহারাই  
 মুক্তি লাভ করে । গিনি বিষ্ণু তিনিই ক্রজ,  
 গিনি ক্রজ তিনিই জনার্দন, ইহা বুঝিয়া যে  
 পূজা করে, সে-ই পরম পদ লাভ করে ।  
 ইনিই সমস্ত জগতের সৃষ্টি করিতেছেন,  
 আর বিষ্ণু তাহা পালন করিতেছেন; এই  
 জন্ত সমস্ত জগৎকে ক্রজনায়গোস্তব বলিয়া  
 থাকে । অতএব হরের নিন্দা পরিত্যাগ  
 করিয়া, হরে সমাহিতচিত্ত হইয়া ব্রহ্মবাদী-  
 দিগের শরণ্য হরেরই আশ্রয় গ্রহণ কর ।  
 ১১—১১ । অনন্তর প্রজাপতি দক্ষ বিরিক্ষর  
 বাক্য শুনিয়া, গোপতি ভগবান্ কৃতিবাসের  
 শরণ লইলেন । আর যে সকল মহর্ষিরা  
 দেবমায়ামোহভরে শিবের নিন্দা করত দধৌচর  
 শাপায়িন্দ্র হইয়াছিলেন তাঁহারা সমস্ত তপো-  
 বল বিনষ্ট করিয়া কলিকালে বিশ্রকুলে জন্ম-  
 গ্রহণমাত্র করিলেন এবং কল্লাস্তপর্ধ্যস্ত কাল-  
 ধর্মবশে রোরবাদি নরকে পুনঃপুন পাত্যমান  
 হইতে থাকিবেন । পরে ব্রহ্মবাক্যে ও  
 পূৰ্বসংস্কারের মাহাত্ম্যে শাপমুক্ত হইয়া

পিতামহ ইতি পাঠান্তরম্

ব্রহ্মাণং জগতামীশমহাজাতাঃ স্বম্ভুবা ।  
 সমারাধ্য তপোযোগাদৌশানং ত্রিদশাধিপম্ ।  
 ভবিষ্যন্তি যথাপূৰ্বং শঙ্করস্ত প্রসাদতঃ ॥ ১৬ ॥  
 এতচ্ কথিতং সৰ্বং দক্ষযজ্ঞনিযুদনম্ ।  
 শৃণুধ্বং দক্ষপুত্রীণাং সৰ্বাসাধৈব সম্ভুতিম্ ॥ ১৭ ॥  
 ইতি ত্রিকোশ্রে মহাপুরাণে পূৰ্বভাগে দক্ষ-  
 যজ্ঞবিধংসো নাম পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রজাঃ সৃজেনি সন্দিগ্ধঃ পূৰ্বং দক্ষঃ স্বম্ভুবা ।  
 সসর্জ দেবান্ গন্ধকানুযীংশৈবানুরোরগান্ ॥ ১ ॥  
 যদাস্ত সৃজঃ পূৰ্বং ন বাবর্জস্ত তাঃ প্রজাঃ ।  
 তদা সসর্জ ভূতানি মৈথুনেনৈব ধর্মতঃ ॥ ২ ॥  
 অসিক্র্যাং জনয়ামাস বীরণস্ত প্রজাপতেঃ ।  
 সূতায়ান্ ধর্মযুক্তায়াং পুত্রাণাম্ সৎসকম্ ॥ ৩ ॥

সৃষ্টির সদৃশ কাস্তি লাভ করত ব্রহ্মার অমু-  
 মতিক্রমে ত্রিদশাধিপতি জগতের অধীশ্বর-  
 পরব্রহ্ম মহেশ্বরের আরাধনা করিয়া তাঁহারই  
 প্রসাদে আপনাদের পূর্বপদে প্রতিষ্ঠিত হই-  
 বেন । আপনাদিগকে দক্ষযজ্ঞ-নাশের সমস্ত  
 কথা এই বলিলাম, অতঃপর দক্ষতনয়াগণের  
 সম্ভাব্যবর্ণের কথা শ্রবণ করুন । ১২—১৭ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ১৫

ষোড়শ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—দক্ষ পূর্ব প্রজাসৃষ্টির  
 জন্ত ব্রহ্মাকর্ষক আদিষ্ট হইয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব,  
 ঋষি, অশুর ও সর্পের সৃষ্টি করিয়াছিলেন ।  
 সৃষ্টি করিতে করিতে যখন সেই সকল প্রজার  
 আর বৃদ্ধি হইল না, তখন ধর্মসম্বত মৈথুন-  
 ক্রিয়া দ্বারাই প্রজার সৃষ্টি করিতে লাগিলেন ।  
 তিনি বীরণনামক প্রজাপতির ধর্মনিরতা  
 অসিক্রীনারী কস্তার গর্ভে একসহস্র পুত্র উৎ

তেষু পুত্রেষু নষ্টেষু মায়া নারদস্ত তু ।

যষ্টিং দক্ষংহস্তং কস্তা বৈরিণ্যাং বৈ

প্রজাপতিঃ ॥ ৪

দদৌ স দশ ধর্মায় কস্তপায় ত্রয়োদশ ।

বিংশৎপুত্র চ সোমায় চত শ হৃষ্টেনেময়ে ॥ ৫

যে চৈব বহুপুত্রায় দে কৃশাখ্যে ধীমতে ।

দে চৈবাজিরসে তদ্বৎ তাসাং বক্ষ্যেহধ বিস্তরম্

মকুতভী বসুধামৌ লভা ভানুরকুতভী ।

সকল্যা চ মুহূর্তা চ সাধ্যা বিশ্বা চ ভামিনৌ ॥ ৭

ধর্মপা ত্র্যা দশ হেতাস্তাশাং পুত্রান্ নিবোধত ।

বিশ্বদেবাস্তা বিশ্বায়াং সাধ্যা সাধ্যানজৌজনং ॥ ৮

মকুতভ্যাং মকুতস্তো বসবোহষ্টৌ বসোঃ সূতাঃ

ভ্রানোস্ত ভানবশ্চৈব মুহূর্তাশ্চ মুহূর্তজাঃ ॥ ৯

লভাম্যশ্চাথ ঘোষো বৈ নাগবীথী তু যামিজা

পৃথিবীবিষয়ঃ সক্ষমকুত্যাংমজায়ত ।

সকল্যাশ্চ সকল্যো ধর্মপুত্রা দশ সূতাঃ ॥ ১০

যে অনেকবসুপ্রাণা দেবা জ্যোতিঃপুরোগমাঃ

পাদন করিয়াছিলেন। নারদেব মায়ায় সেই সকল পুত্র বিনষ্টে (বিবেকী) হইলে, দক্ষ-প্রজাপতি বীরণতনয়ার গর্ভে যষ্টিসংখ্যক কস্তা উৎপাদন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের মধ্যে দশটি ধর্মকে, তেরটি কস্তপকে, সাতাইশটি চন্দ্রকে, চারিটি অরিস্টেনেমিকে, দুইটি বহুপুত্রকে, দুইটি ধীমান কৃশাখকে, আর দুইটি ভানুরকে প্রদান করিয়াছিলেন। তাহা-  
নিগের বিস্তার বলিতেছি। মকুতভী, বসু, যামৌ, লভা, ভানু, অকুতভী, সকল্যা, মুহূর্তা, সাধ্যা এবং ভামিনৌ বিশ্বা এই দশ দক্ষকস্তা ধর্মের পত্নী ছিলেন; তাহাদের পুত্রের নাম প্রবণ করুন। বিশ্বার গর্ভে বিশ্বদেবগণ, সাধ্যার গর্ভে সাধ্যগণ, মকুতভীর গর্ভে মকুতদ্বগণ, বসুর গর্ভে অষ্টবসু, ভানুর গর্ভে ভানুগণ, মুহূর্তার গর্ভে মুহূর্তজগণ, লভার গর্ভে ঘোষ, যামীর গর্ভে নাগবীথী, অকুতভীর গর্ভে পৃথিবীর সমস্ত বিষয় এবং সকল্যার গর্ভে সকল জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন; ইহারা সকলেই ধর্মপুত্র

বসবোহষ্টৌ সমাখ্যাতান্তেবাং বক্ষ্যামি বিস্তরম্

আপো ঋবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোহনলঃ ॥

প্রত্যাশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোহষ্টৌ প্রকৌর্ভিতাঃ ।

আপস্ত পুত্রো বৈতণ্ড্যঃ শ্রমঃ শান্তো ধনিস্তথা

ঋবস্ত পুত্রো ভগবান্ কালো লোকপ্রকাশনঃ

সোমস্ত ভগবান্ বর্চা ধরস্ত দ্রবিশঃ সূতঃ ॥ ১৪

মনোজবোহনিলস্তাসীদবিজ্ঞাতগতিস্তথা ।

কুমারো অনলস্তাসীৎ সেনাপতিরিতি সূতঃ ॥ ১৫

দেবলো ভগবান্ যোগী প্রত্যাশস্তাবৎ সূতঃ ।

বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসস্ত শিল্লকর্ত্তা প্রজাপতিঃ ॥ ১৬

অদিতির্দিতির্দম্বস্তদ্রিষ্টো সুরসা ধসা ।

সুরভির্বিনতা চৈব ভাস্মা ক্রোধবশা ইরা ।

কক্ষ্মূর্নিশ্চ ধর্মজা তৎপুত্রান্ বৈ নিবোধত ॥ ১৭

অংশো ধাতা ভগবন্তী মিত্রোহধ বরুণোহর্ঘ্যমা

বিবশ্বান্ সবিতা পৃষা অংগমান্ বিষ্ণুরেব চ ॥ ১৮

তুযিতা নাম তে পূর্ক্বে চাক্ষুষস্তান্তরে মনোঃ ।

১--১০। যে সকল দেবতারা অনেক বসু-  
প্রাণ এবং জ্যোতিঃপুরোগম অষ্টবসু বলিয়া  
বিখ্যাত তাহাদের বিবরণ কহিতেছি। আপ,  
ঋব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যাশ এবং  
প্রভাস এই আটজন অষ্টবসু বলিয়া প্রসিদ্ধ।  
বৈতণ্ড্য, শ্রম, শান্ত, ও ধনি আপনার পুত্র;  
ভগবান্ লোকপ্রকাশন কাল, ঋবের পুত্র;  
ভগবান্ বর্চা সোমের পুত্র; ধরের পুত্র  
দ্রবিশ; মনোজব ও অবিজ্ঞাতগতি অনিলের  
পুত্র, সেনাপতি কুমার অনলের পুত্র;  
ভগবান্ যোগী দেবল প্রত্যাশের পুত্র এবং  
শিল্লকর্ত্তা প্রজাপতি বিশ্বকর্ম্মা প্রভাসের পুত্র।  
অদিতি, দিতি, দম্ব, অরিস্টা, সুরসা, ধসা,  
সুরভি, বিনতা ভাস্মা, ক্রোধবশা, ইরা, কক্ষ্ম,  
এবং ধর্মনিষ্ঠা মুনি, (ইহারাই কস্তপপত্নী  
দক্ষকস্তা); এক্ষণে ইহাদের পুত্রগণের  
নাম যথাক্রমে প্রবণ করুন। অংশ, ধাতা,  
ভগ, বন্তী, মিত্র, বরুণ, অর্ঘ্যমা, বিবশ্বান্,  
সবিতা, পৃষা, অংগমান এবং বিষ্ণু—এই ষাট  
দেবতা পূর্বকালে চাক্ষুষ মন্ত্রের অধিকার-সময়ে  
তুযিত দেবতা নামে বিখ্যাত ছিলেন।



বৈবস্বতেহস্ত্রে প্রাপ্তে আদিত্যাদিতে:

সূতা: । ১১

দ্বিতি: পুত্রত্বং লেভে কস্তপাদনগর্ভিতম্ ।  
হিরণ্যকশিপুং জ্যেষ্ঠং হিরণ্যাকং তথাহুজম্ । ২২  
হিরণ্যকশিপুর্দৈত্যো মহাবলপরাক্রম: ।  
আরাধ্য তপসা দেবং ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ।  
দৃষ্ট্বা লেভে বগান্ দিব্যান্ ভদ্রাণো বিবিধৈ:

স্তবৈ: । ২১

অথ তস্ত বলাদেবা: সস্র এব মহর্ষয়: ।  
বাধিতান্তাভিতা জগুর্দেবদেবং পিতামহম্ । ২২  
শরণ্যং শরণং দেবং শস্তুং সর্বজগন্ময়ম্ ।  
ব্রহ্মাণং লোককর্তারং ত্রাতারং পুরুষং পরম্ ।  
কূটস্থং জগতামেকং পুরাণং পুরুষোত্তমম্ । ২৩  
স যাচিতো দেববর্গৈর্মুনিভিষ্চ মুনীশ্বরৈ: ।  
সর্বদেবহিতার্থায় জগাম কমলাসন: । ২৪  
সংস্তু যমান: প্রণতৈশ্চুনিভৈরমরৈরপি ।  
কৌরোদশোত্তরং কুলং যত্রাস্তে হরীশ্বর: । ২৫  
দৃষ্ট্বা দেবং জগদ্ব্যোনিং বিষ্ণুং বিশ্বক্কুং শিবম্

পরে বৈবস্বত মন্থর অধিকার কাল উপস্থিত হইলে, ইহাঁরাই আদিত্যর পুত্র হইয়া এই ছাদশ আদিত্য নাম প্রাপ্ত হইলেন। কস্তপের ঔরসে ও দ্বিত্যর গর্ভে দুই বলগর্ভিত পুত্র জন্মিয়াছিল; জ্যেষ্ঠ হিরণ্যকশিপু ও কনিষ্ঠ হিরণ্যাক। ১১—২০। মহাবলপরাক্রম দৈত্য হিরণ্যকশিপু পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে তপস্তা-চার্য আরাধনা করিয়া এবং বিবিধ প্রকারে তাঁহার স্তুব করিয়া দিব্য বর লাভ করিয়াছিল। অনন্তর মহর্ষিগণ ও দেবগণ তাঁহার বলে পীড়িত ও তাড়িত হইয়া শরণ্য, ব্রহ্মাকর্তা, সর্বজগন্ময়, লোককর্তা, ত্রাতা, জগতের মধ্যে একমাত্র, কূটস্থ, পুরাণ পুরুষ, পুরুষোত্তম পিতামহের নিকটে গমন করিলেন। হে মুনীশ্বরগণ! কমলাসন ব্রহ্মা মুনিগণ ও দেবগণের প্রার্থিত হইয়া, সকল দেবতার হিতের জন্য কৌরোদসমুদ্রের উত্তর তীরে বৈশানে ভগবান্ হরি প্রণত মুনিগণকর্তৃক স্তুয়মান হইয়া রহিয়াছেন, সেইখানে গমন

ববন্দে চরণো মুক্তা কৃতাজলিতাযত । ২৬

ব্রহ্মোবাচ ।

ত্বং গতি: সর্বভূতানামনস্তোহস্তখিলাশ্রক: ।  
ব্যাপী সর্বামরবপুর্মহাযোগী সনাতন: । ২৭  
অমাত্মা সর্বভূতানাং প্রধানং প্রকৃত: পরা ।  
বৈরাগ্যার্থ্যান্নিরতো বাগভীতো নিরঞ্জন: । ২৮  
ত্বং কর্তা চৈব ভর্তা চ নিহস্তা চ সুরাধ্বাম্ ।  
ত্রাতুমহস্তনস্তেন ত্রাতাসি পরমেশ্বর: । ২৯  
ইথং স বিষ্ণুভগবান্ ব্রহ্মণা সম্প্রবোধিত: ।  
প্রোবাচোন্নিভ্রপদ্যাক: পীতবাসা: সুরান  
দ্বিজা: । ৩০

কিমর্থং সুমহাবীৰ্য্য: সম্প্রজাপতিকা: সুরা: ।  
ইমং দেশমহুপ্রাপ্তা: কিং বা কার্ধাংকরোমি ব:  
দেবা উচু: ।

হিরণ্যকশিপুর্নাম ব্রহ্মণো বরদর্পিত: ।  
বাধতে ভগবন দৈত্যো দেবান্ সর্বান  
সহর্ষিত: । ৩২

করিলেন। ব্রহ্মা জগদ্ব্যোনি বিশ্বক্কু বিষ্ণুকে দেখিয়া কৃতাজলি হইয়া মস্তকদ্বারা তাঁহার চরণ বন্দনা করিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, আপনিই সমস্ত ভূতের গতি, সমস্ত দেবতাই আপনার দেহরূপ, আপনি অনন্ত, অখিলাশ্রক মহাযোগী, সর্বব্যাপী এবং সনাতন। আপনি সর্বভূতের আত্মা, প্রধানপুরুষ, পরা প্রকৃতি, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্যে নিরত, বচনাভীত ও নিরঞ্জন। আপনিই জগতের কর্তা, ভর্তা ও দেবদেবীদিগের নিধনকর্তা। হে অনন্ত! হে ঈশ! আপনি পরমেশ্বর, আপনি রক্ষা করুন। ২১—২৯। হে দ্বিজগণ! ভগবান্ পীতাবর বিষ্ণু ব্রহ্মাকর্তৃক এইরূপে প্রবোধিত হইয়া কমললোচন উন্মীলন করিয়া দেবতাগণকে বলিলেন,—হে মহাবীৰ্য্য দেবগণ! তোমরা কি নির্মিত প্রজাপতিকে সন্নে লইয়া এ স্থানে আসিয়াছ? আমিই বা তোমাদের কি করিব? দেবতারা কহিলেন,—হে ভগবন! দৈত্য হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার বরে দর্পিত হইয়া সমস্ত দেবতা ও মহর্ষিগণকে উৎ-



অবধ্য: সর্বভূতানাং স্বাম্যুভে পুরুষোত্তমম্ ।  
 হস্তমর্হসি সর্বেষাং ত্রাতাসি স্বঃ জগন্ময় ॥ ৩৩  
 অহা তদৈবতৈরুক্তং স বিষ্ণুর্লোকভাবনঃ ।  
 বধায় দৈত্যমুখাস্ত সোহসৃজং পুরুষং স্বয়ম্ ॥ ৩৪  
 মেরুপর্বতবর্মণং ঘোররূপং ভয়ানকম্ ।  
 শঙ্খচক্রগদাপাণি তং প্রাহ গরুড়ধ্বজঃ ॥ ৩৫  
 হুয়া তং দৈত্যরাজানং হিরণ্যকশিপুং পুনঃ ।  
 ইমং দেশং সমাগন্তুং কিপ্রমর্হসি পৌরুষাৎ ॥ ৩৬  
 নিশম্য বৈকবং বাক্যং প্রণম্য পুরুষোত্তমম্ ।  
 মহাপুরুষমব্যক্তং যযৌ দৈত্যমহাপুরম্ ॥ ৩৭  
 বিষ্ণুকন ভৈরবং নাদং শঙ্খচক্রগদাধরঃ ।  
 আকৃষ্ণ গরুড়ং দেবো মহামেরুরিবাশ্রয়ঃ ॥ ৩৮  
 আকর্ণ্য দৈত্যপ্রবরা মহামেষ্বরবোপর্ম্য ।  
 লমঞ্চ চক্রিরে নাদং তথা দৈত্যপতেভ্যাম্ ॥ ৩৯  
 অনুরা উচুঃ ।

কশ্চিদাগচ্ছতি মহান্ পুরুষো দেবনোদিতঃ ।  
 বিষ্ণুকন ভৈরবং নাদং তং জানৌমো জনাৰ্দ্দনম্

পীড়িত করিতেছে । হে 'জগন্ময়' ! আপনি  
 ব্যতীত সকলেরই সে 'অবধ্য'; আপনি সকলের  
 হিতের জন্ত তাহার বিনাশ সাধন করিয়া  
 সকলের রক্ষা করুন । লোকভাবন ভগবান্  
 বিষ্ণু দেবতাদিগের এই সকল বাক্য শ্রবণ  
 করিয়া দৈত্যরাজের বধের জন্ত মেরুপর্বত-  
 তুল্যশরীর, শঙ্খচক্রগদাপাণি ঘোররূপ ভয়ঙ্কর  
 এক পুরুষের সৃষ্টি করিলেন এবং তাঁহাকে  
 বলিলেন,—নিজের পৌরুষে সেই দৈত্যরাজ  
 হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া পুনরায় নীত্ব এই  
 স্থানে আসিও । শঙ্খচক্রগদাধারী সেই পুরুষ  
 বিষ্ণুবাক্য শ্রবণ করিয়া অব্যক্ত মহাপুরুষ  
 পুরুষোত্তমকে প্রণাম করিয়া ভৈরবনাদ  
 ত্যাগ করিতে করিতে গরুড়ে আরোহণপূর্বক  
 দ্বিতীয় সূমেরুর স্থায় গমন করিতে লাগি-  
 লেন । দৈত্যপ্রবরেরা মহামেষ্বরগর্জনের স্থায়  
 সেই শব্দ শ্রবণ করত দৈত্যরাজের ভয়ে সেই-  
 রূপ শব্দ করিতে আরম্ভ করিল । অনুরেরা  
 কহিল,—দেবতারা কোন মহাপুরুষকে পাঠা-  
 ইয়াছেন, সে ভৈরব নাদ করিতে করিতে

ততঃ সহাস্রবরৈর্হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্ ।  
 সন্নৈকৈঃ সান্নিধৈঃ পূজৈঃ প্রহ্লাদাদিন্যস্তলা যযৌ ॥  
 দৃষ্ট্বা তং গরুড়াকুটং সূর্য্যাকোটীসমপ্রভম্ ।  
 পুরুষং পর্বতাকারং নারায়ণমিবাশ্রয়ম্ ।  
 হৃদ্রবুঃ কেচিদন্তোস্তমুচুঃ সন্তান্তলোচনাঃ ॥ ৪২  
 অয়ং স দেবো দেবানাং গোপ্তা নারায়ণো দ্বিপ্লব  
 অশ্র্যাকমব্যয়ো নূনং তৎসুভো বা সমাগতঃ ॥ ৪৩  
 ইত্যুক্তা শশ্রুবর্ণাণি সস্রজুঃ পুরুষায় তে ।  
 স তানি চাক্ষতো দেবো নাশয়ামাস লীলয়া ॥ ৪৪  
 তদা হিরণ্যকশিপোশ্চদ্বারঃ প্রধিতৌজসঃ ।  
 পূজা নারায়ণোকুতং যুযুধ্মেধনিশ্বনাঃ ॥ ৪৫  
 প্রহ্লাদশ্চানুহ্লাদশ্চ সংহ্রাদো হ্রাদ এব চ ॥ ৪৬  
 প্রহ্লাদঃ প্রাহিণোদ্রা ক্ষমহুহ্রাদোহথ বৈকবম্ ।  
 সংহ্রাদশ্চাপি কোমারমাগ্নেয়ং হ্রাদ এব চ ॥ ৪৭  
 তানি তং পুরুষং প্রাপ্য চতুর্ধাত্তাণি বৈকবম্ ।  
 ন শেকুচা'লভুং বিষ্ণুং বাসুদেবং যথাভবম্ ॥ ৪৮

আসিতেছে । আমাদের বোধ হয় সে জনা-  
 র্দ্দন । ৩০—৪০ । তদনন্তর হিরণ্যকশিপু বর্ষ-  
 পরিহিত গৃহীতাস্ত্র প্রহ্লাদাদি পূজগণ ও  
 দৈত্যশ্রেষ্ঠদ্বিগের সহিত স্বয়ং গমন করিল ।  
 সেই গরুড়াকুট কোটা সূর্যের স্থায় প্রদীপ্ত,  
 দ্বিতীয় নারায়ণসদৃশ পর্বতাকার পুরুষকে  
 দর্শন করিয়া কেহ কেহ পলায়ন করিল; কেহ  
 কেহ সস্রবনেজে পরস্পর বলিতে লাগিল,—  
 নিশ্চয় ইনি আমাদের গরুড় সেই দেবগণের  
 রক্ষাকর্ত্তা অব্যক্ত নারায়ণ, না হয়, তাঁহারই  
 পুত্র আগমন করিয়াছেন । দৈত্যগণ এই  
 কথা বলিয়া সেই পুরুষের প্রতি শর বর্ষণ  
 করিতে লাগিল । তিনিও অবলীলাক্রমে ও  
 অকতশরীরে সেই সকল অস্ত্র বিনাশ করিতে  
 লাগিলেন । তাহার পর প্রহ্লাদ, অনুহ্লাদ,  
 সংহ্রাদ ও হ্রাদ নামে হিরণ্যকশিপুর প্রতিভ-  
 তেজাঃ চারিপুত্র মেঘের স্থায় গর্জন করিতে  
 করিতে নারায়ণসমুৎপন্ন পুরুষের সহিত  
 যুদ্ধ করিতে লাগিল । প্রহ্লাদ অক্ষত্র,  
 অনুহ্লাদ বৈকবাস্ত্র, সংহ্রাদ কোমারাস্ত্র এবং  
 হ্রাদ আগ্নেয়াস্ত্র সকল ত্যাগ করিল । সেই

অধাসৌ চতুরঃ পুত্রান্ মহাবাহুৰ্হাকলঃ ।  
 প্রগৃহ্য পাদেশু কর্শ্চিক্বেপ চ ননাদ চ ॥ ৪১  
 বিমুক্তেন্থ পুত্রেশু হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্ ।  
 পাদেন ভাঙ্ক্যামাস বেগেনোরসি তং বলী ॥ ৪২  
 স তেন পীড়িতোহত্যাগং গরুতেন সহানুগঃ ।  
 অদৃষ্টঃ প্রযযৌ তুর্ণং যত্র নারায়ণঃ প্রভুঃ ॥ ৪৩  
 পত্ন্যা বিজ্ঞাপয়ামাস প্রব্রুন্তমখিলং তদা ।  
 সন্ধিস্তা মনসা দেবঃ সৰ্বজ্ঞানময়োহমলঃ ॥ ৪৪  
 নবস্তাৰ্দ্ধতল্লং কৃত্বা সিংহস্তাৰ্দ্ধতল্লং তদা ।  
 নৃসিংহবপুৰব্যগ্রো হিরণ্যকশিপোঃ পুরে ॥ ৪৫  
 আবির্ভূত্ব সহসা মোহয়ন্ দৈত্যদানবান্ ।  
 দংষ্ট্রাকরালো যোগাস্তা যুগান্তদহনোপমঃ ॥ ৪৬  
 সমাক্রহাঙ্কনঃ শক্তিং সৰ্বসংহারকারিকাম্ ।  
 তং তি নারায়ণোহনন্তো যথা মধ্যাহ্নে রবিঃ ॥  
 বৃষ্টা নৃসিংহঃ পুরুষঃ প্রহ্লাদঃ জ্যেষ্ঠপুত্রকম্ ।

চারি প্রকার অস্ত্র বিষ্ণুসমুদ্ভব বিষ্ণুতুল্য সেই  
 পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়াও কোন প্রকারে বিচা-  
 লিত করিতে পারিল না । অনন্তর ঐ মহা-  
 বাহু মহাবলী পুরুষ স্বহস্তে দৈত্যরাজের  
 চারিপুত্রের পাদাক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে  
 দূরে নিক্ষেপ করিলেন । তখনস্তর বলবান্  
 হিরণ্যকশিপু, নিজের পুত্রদিগকে দূরে  
 কেলিতে দেখিয়া, বেগে তাঁহার বক্ষে পদা-  
 ক্ষেপ করিল ৪১—৪২ । সেই পুরুষ দৈত্য-  
 রাজের প্রগরে অক্লান্ত পীড়িত হইয়া,  
 যেখানে প্রভু নারায়ণ আছেন, সেইখানে গরু-  
 তের সহিত অদৃষ্ট হইয়া সত্ত্বর গমন করিলেন ।  
 স্থানে গিয়া সমস্ত ঘটনা সৰ্বজ্ঞানময় নারা-  
 যণকে নিবেদন করিলে, অমল বিষ্ণু মনে মনে  
 চিন্তা করিয়া মনুষ্যের অর্দ্ধশরীর ও সিংহের  
 অর্দ্ধশরীর ধারণ করিয়া নৃসিংহমূর্তিতে অব্যগ্র-  
 ভাবে হিরণ্যকশিপুৰ সমক্ষে আবির্ভূত হই-  
 লেন । এবসের মধ্যভাগে সৰ্বসংহারকারিণী  
 স্বীয় শক্তি প্রাপ্ত হইলে, সূর্য যে প্রকার হন,  
 সেইরূপ সেই যোগাস্তা অনন্ত নারায়ণও  
 প্রলয়কালীন বাহুসদৃশ ও ভীষণদংষ্ট্র হইয়া  
 দৈত্য এবং দানবদিগকে বৃদ্ধ করিতে লাগি-

বধায় প্রেরয়ামাস নরসিংহস্ত সোহনুর ॥ ৪৬  
 ইমং নৃসিংহঃ পুরুষঃ পূৰ্ব্বশ্রাদ্ধনশক্তিকম্ ।  
 সত্বেব তেহনুজৈঃ সৰ্বৈর্নাশয়ান্ত ময়ৈরিতঃ ॥ ৪৭  
 স তন্নিয়োগাদনুরঃ প্রহ্লাদো বিষ্ণুমব্যয়ম্ ।  
 যুগুধে সৰ্ব্বযত্নেন নরসিংহেন নির্জিতঃ ॥ ৪৮  
 ততঃ সঙ্কোদিতো দৈত্যো হিরণ্যকস্তদানুজঃ  
 ধ্যাত্বা পশুপতেরস্ত্রং সমর্জ্জ চ ননাদ চ ॥ ৪৯  
 তস্ত দেবাধিদেবস্ত বিকোরামন্ততেজসঃ ।  
 ন হানিমকরোদস্ত্রং যথা দেবস্ত শূলিনঃ ॥ ৫০  
 দৃষ্ট্বা পরাহতস্ত্রং প্রহ্লাদো ভাগ্যগৌরবাৎ ।  
 মেনে সর্কাস্তকং দেবং বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ৫১  
 পশ্যন্ত্য সৰ্বশস্ত্রাণি সমুদ্ভুজেন চেতসা ।  
 ননাম শিরসা দেবং যোগিনাং হৃদয়েশ্বরম্ ॥ ৫২  
 ত্বা নারায়ণং স্তোত্রৈশ্চ গৃযজুঃসামসমুভৈঃ ।  
 নিবার্ধা পিতরং ভ্রাতৃম্ হিরণ্যাকং তদানুবীৎ

লেন । সেই অস্ত্র নরসিংহ হিরণ্যকশিপু নৃসিংহ-  
 পুরুষকে দর্শন করিয়া, তাঁহার বধের জন্য  
 জ্যেষ্ঠপুত্র প্রহ্লাদকে “এই নৃসিংহ পুরুষ পূৰ্ব্ব-  
 ব্যক্তি অপেক্ষা হীনবল, তুমি আমার বাক্যে  
 তোমার অমুজগণের সহিত গমন করিয়া  
 নীচ ইহাকে বিনাশ কর” বলিয়া প্রেরণ  
 করিল । অস্ত্র প্রহ্লাদ তাহার আদেশে সৰ্ব  
 প্রযত্নে অব্যয় বিষ্ণুর সহিত যুদ্ধ করিতে  
 লাগিল, কিন্তু তৎকর্তৃক নির্জিত হইল । তখন  
 দৈত্যপতি নিজের অমুজ হিরণ্যককে পাঠা-  
 ইয়া দিল, সে ধ্যান করিয়া পশুপত অস্ত্র  
 ক্ষেপণ করিল ও বার বার সিংহনাদ  
 করিতে লাগিল । সেই অস্ত্র যে প্রকার মহা-  
 দেবের হানি করে না, সেইরূপ দেবাদিদেব  
 অমিততেজাঃ বিষ্ণুরও কোন হানি উৎপাদন  
 করিতে পারিল না । ৪১—৫০ । প্রহ্লাদ অস্ত্র  
 সকল পরাহত হইতেছে দেখিয়া, নিজের  
 ভাগ্যগৌরববশতঃ তাঁহাকে সর্কাস্তক সনাতন  
 বাসুদেব বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং অস্ত্র-  
 সকল পরিত্যাগ করিয়া, সান্বিকচিত্তে যোগী-  
 দিগের হৃদয়েশ্বর বিষ্ণুকে প্রণাম করিলেন ।  
 তখন কৃষ্ণ ও সামবেদ-সমুদ্ভূত স্তব্ধাৎ

অয়ং নারায়ণোহনন্তঃ শাশ্বতো ভগবানজঃ ।  
 পুরাণং পুরুষো দেবো মহাযোগী জগন্ময়ঃ ॥ ৬৪  
 অয়ং ধাতা বিধাতা চ স্বয়ং জ্যোতির্নিরঞ্জনঃ ।  
 প্রধানং পুরুষং তব্ধং মূলপ্রকৃতিব্যাঘা ॥ ৬৫  
 ঈশ্বরঃ সর্বভূতানামন্তর্যামী ণাতিগঃ ।  
 গচ্ছন্মহেনঃ শরণং বিষ্ণুমবাক্তমচ্যুতম্ ॥ ৬৬  
 এবমুক্তে স্তম্ভস্কন্ধিঃ হিরণ্যকশিপুঃ স্বয়ম্ ।  
 প্রোবাচ পুত্রমত্যাগং যোহিতো বিষ্ণুমায়মা ॥ ৬৭  
 অয়ং সর্বাচ্চনা বধ্যো নৃসিংহোহল্পপরাক্রমঃ ।  
 সমাগতোহস্মদ্বনমিদানীং কালচোদিতঃ ॥ ৬৮  
 বিহন্ত পিতরং পুত্রো বচঃ প্রাহ মহামতিঃ ।  
 মা নিদেহেনমীশানং ভূতানামেকমব্যয়ম্ ॥ ৬৯  
 কথং দেবো মহাদেবঃ শাশ্বতঃ কালবর্জিতঃ ।  
 কালেন চত্বতে বিষ্ণুঃ কালান্বা কালরূপধৃক্ ॥ ৭০  
 ততঃ স্তবর্ণকশিপুঃ কালচোদিতঃ ।  
 নিবারিতোহপি পুত্রো যুযুধে হরিমব্যয়ম্ ॥ ৭১

সংরক্তনয়নোহনন্তো হিরণ্যনয়নাঃ জম্ব ।  
 নৈধিবিদারয়ামাস প্রহ্লাদৈব পতন্তঃ ॥ ৭২  
 হতে হিরণ্যকশিপো হিরণ্যাক্ষো মহাবলঃ ।  
 বিসৃজ্য পুত্রং প্রহ্লাদং দুজবে ভয়বিহ্বলঃ ॥ ৭৩  
 অল্পহৃদাদয়ঃ পুত্রা অস্ত্রে চ শতশোহস্ত্রয়াঃ ।  
 নৃসিংহদেহসমুত্থৈঃ সিংহৈর্নৈতা যমকয়ম্ ॥ ৭৪  
 ততঃ সংহত্য তজ্জগৎ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ।  
 স্বমেব পরমং রূপং যযোনীনারায়ণস্যয়ম্ ॥ ৭৫  
 গতে নারায়ণে দৈত্যৈঃ প্রহ্লাদোহস্ত্রসত্তপঃ ।  
 অভিষেকেন যুক্তেন হিরণ্যাক্ষমযোজয়ৎ ॥ ৭৬  
 স বাধয়ামাস সুরান রণে জিত্বা মুনীনপি ।  
 লঙ্কাকং মহাপুত্রং তপসারামা শঙ্করম্ ॥ ৭৭  
 দেবান্ জিত্বা সন্দেবেজান্ বক্রা চ ধরীমীমাম ।  
 নীত্বা রসাতলং চক্রে বেদান্ বৈ নিম্প্রভাঃ স্তথা  
 ততঃ সত্ত্বজ্ঞানো দেবো পরিমলমুখজিহ্বাঃ ।

নারায়ণের স্তব করিয়া পিতা, ভ্রাতা ও হিরণ্যাক্ষকে নিবারণ করত বলিতে লাগিলেন,—  
 ইনি স্নাতন, অনন্ত, অজ, পুরাণ পুরুষ, মহাযোগী, জগন্ময়, ভগবান বিষ্ণু; ইনিই ধাতা, বিধাতা, স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, নিরঞ্জন, প্রধান পুরুষ, জগতের মূলতত্ত্ব ও অব্যয় প্রকৃতি; ইনিই সমস্ত ভূতের ঈশ্বর ও অন্তর্যামী এবং ণাতীত; আপনারা এই অব্যক্ত অচ্যুত বিষ্ণুর শরণাপন্ন হউন। প্রহ্লাদ এই কথা বলিলে, স্তম্ভস্কন্ধি হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুমায়ায় অতিশয় যুদ্ধ হইয়া, পুত্রকে বলিতে লাগিল,—এই অল্পপরাক্রম নৃসিংহকে সর্বপ্রযত্নে বধ কর, এ কালপ্রেরিত হইয়াই আমাদের গৃহে আসিয়াছে। মহামতি পুত্র প্রহ্লাদ হস্ত করিতে করিতে পিতাকে বলিতে লাগিলেন,—ইহাকে নিন্দা করিবেন না, ইনি সর্বভূতের একমাত্র অধীশ্বর ও অব্যয়। ইনি শাশ্বত, মহাদেব, কালবর্জিত, কালান্বা ও কালরূপধৃক বিষ্ণু; কাল কি ইহাকে বিনাশ করিতে পারে? ৬১—৭০। তাহার পর ক্রোধে হিরণ্যকশিপু পুত্রকর্তৃক নিবারিত

হইয়াও, কালের নিদেশবশতঃ অব্যয় হরিব সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। ভগবান্ অনন্ত আরক্তনেত্র হইয়া, প্রহ্লাদের সমক্ষেই হিরণ্যকশিপুকে নখদ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিলেন। হিরণ্যকশিপু নিহত হইলে, মহাবল হিরণ্যাক্ষ ভয়ে বিহ্বল হইয়া শিশু প্রহ্লাদকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। অল্পহৃদাদি পুত্রগণও শত শত অল্পচরণ নৃসিংহের দেহনির্গত সিংহ দ্বারা যমালয়ে প্রেরিত হইল। তদনন্তর প্রভু নারায়ণ তরি সেই রূপ গোপন করিয়া নিজের নারায়ণনামক রূপ ধারণ করিলেন। নারায়ণ গমন করিলে, অস্ত্রশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ শাস্ত্রযুক্ত অভিষেক-ক্রিয়া দ্বারা হিরণ্যাক্ষকে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই হিরণ্যাক্ষও মুনিদিককে জয় করত দেবতাদিককে যুদ্ধক্ষেত্রে পীড়ন করিতে লাগিল। সে মহাদেবকে তপস্কারী আরাধনা করিয়া ষ্টি ক নামে এক মহাপুত্র লাভ করিয়াছিল। সে বাসবের সহিত সমস্ত দেবতাদিককে জয় করিয়া ও পৃথিবীকে বন্ধন করিয়া রসাতলে লইয়া গেল এবং দেব সকলের প্রভা মষ্ট করিল। তদনন্তর পিতামহ-

গন্ধা বিজ্ঞাপয়ামাসুর্বিষ্যবে হরিমন্দিরম্ ॥ ৭৯  
 স চিত্তমিচ্ছা বিশ্বাশ্চা তদ্বোধোপায়মব্যয়ঃ ।  
 সর্কদেবময়ঃ শুভ্রং বারাহং বপুর্বাদধে ॥ ৮০  
 গন্ধা হিরণ্যানয়নং হস্তা তং পুরুষোত্তমঃ ।  
 দংষ্ট্রদোকারয়ামাস কল্পাদৌ ধরণীমিমাং ॥ ৮১  
 তাক্ষা বারাহসংস্থানং সংস্থাপ্যৈবঃ অরুচিষঃ ।  
 স্বামেব প্রকৃতিং দিব্যাং যযৌ বিষ্ণুঃ পরং পদম্  
 তস্মিন হতেহমররিপৌ প্রহ্লাদৌ বিষ্ণুতৎপরঃ ।  
 অপালয়ৎ স্বকং রাজ্যং ভাবং তাক্ষা তদাসুরম্  
 ইমাজ্জ বিধিবদ্দেবান্ বিষ্ণোরারাদধেন রতঃ ।  
 নিঃসপত্তং সদা রাজ্যং তস্তাসীদ্বিষ্ণুবৈভবাৎ ॥  
 ততঃ কদাচিদাসুরো ব্রাহ্মণং গৃহমাগতম্ ।  
 তাপসং নার্কয়ামাস দেবানাকৈব মায়ায়া ॥ ৮৫  
 স তেন তাপসোহকার্যঃ মোহিতেনাবমানিতঃ ।  
 শশাপাসুররাজঃ তং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ৮৬

প্রমুখ দেবগণ শুক্লমুখে বিষ্ণুধামে গমন করিয়া  
 হরিকে সমস্ত নিবেদন করিলেন । তখন অব্যয়  
 বিশ্বাশ্চা নারায়ণ তাহার বোধোপায় চিন্তা করত  
 সর্কদেবময় শুভ্র বারাহ দেহ ধারণ করিলেন ।  
 পুরুষোত্তম বরাহরূপী বিষ্ণু গমন করিয়া  
 হিরণ্যাক্ষকে নিধন করত কল্পের আরম্ভ সময়ে  
 এই পৃথিবীকে নিজ দস্তে উদ্ধার করিয়া  
 ছিলেন । ভগবান্ এইরূপে অসুরদিগকে  
 বশে সংস্থাপন করিয়া, বরাহরূপ পরিত্যাগ  
 করত স্বীয় দিব্য প্রকৃতি পরমপদ প্রাপ্ত  
 হইলেন । সেই দেব-শক্তি হিরণ্যাক্ষ নিহত  
 হইলে প্রহ্লাদ আসুর ভাব পরিত্যাগ করত  
 বিষ্ণুতৎপর হইয়া নিজের রাজ্য পালন করিতে  
 লাগিলেন । তিনি বিষ্ণুর আরাধনে নিরত  
 হইয়া যথাবিধি দেবযজ্ঞ সকল সম্পাদন করিতে  
 লাগিলেন ; বিষ্ণুর প্রসাদে তাঁহার রাজ্য  
 সর্বথা অরাতিশূন্য হইয়া উঠিল । তদনন্তর  
 কোন সময়ে অসুর প্রহ্লাদ দেবগণের মায়ায়  
 বিভূত হইয়া, গৃহাগত কোন তপস্বী ব্রাহ্মণের  
 পূজা করেন নাই । তখন তাপস, মোহিত  
 দৈত্যপতিকর্তৃক এইরূপে অবমানিত হইয়া,  
 ক্ষেপারক্তনেত্র হইয়া উঠিলেন এবং এই

যত্বলং সমাশ্রিত্য ব্রাহ্মণানবমস্তসে ।  
 সা শক্তির্বৈকবী দিব্যা বিনাশং তে গমিষ্যতি  
 ইত্যুক্তা প্রযযৌ তূর্ণং প্রহ্লাদস্ত গৃহাদ্বিজঃ ।  
 সুমোহ রাজ্যসংসক্তঃ সোহপি শাপবলাত্ততঃ ॥  
 বাধয়ামাস বিশেষজ্ঞানং ন বিবেদ জনাৰ্দ্ধনম্ ।  
 পিতৃবধমল্পমৃত্যু ক্রোধঃ চক্রে হরিং প্রতি ॥ ৮৯  
 তযেঃ সমভবদ্ভুজং সুঘোরং রোমহর্ষণম্ ।  
 নারায়ণস্ত দেবস্ত প্রহ্লাদস্তামরুচিষঃ ॥ ৯০  
 কুত্বা স অমহদযুদ্ধং বিষ্ণুনা তেন নির্জিতঃ ।  
 পূর্বসংস্কারমাহাশ্র্যাৎ পরস্মিন্ পুরুষে হরৌ ।  
 সঞ্জাতং তস্ত বিজ্ঞানং শরণ্যং শরণং যযৌ ॥ ৯১  
 ততঃপ্রভাত দৈত্যৈস্ত্রোহনস্তাং ভক্তিযুদ্ধহন ।  
 নারায়ণে মহাযোগমবাপ পুরুষোত্তমে ॥ ৯২  
 হিরণ্যকশিপোঃ পুত্রে যোগসংসক্তচেতসি ।  
 অবাপ তদ্বাহজ্যমদ্ধকোহসুরপুঙ্গবঃ ॥ ৯৩  
 হিরণ্যনেত্রতনয়ঃ শস্ত্রোদৈহসমুত্তবঃ ।  
 মন্দরস্থানুমাং দেবীং চকমে পর্ততাশ্রজাম্ ॥ ৯৪

বলিয় শাপ দিলেন,—তুমি যাহার বলে  
 ব্রাহ্মণদিগকে অবমাননা করিতেছ, তোমার  
 সেই দিব্য বৈকবীশক্তি নষ্ট হইবে । বিজ  
 এই বলিয়া সত্তর প্রহ্লাদভবন হইতে বহির্গত  
 হইলেন ; তখন দৈত্যও শাপপ্রভাবে রাজ্য-  
 সক্ত হইয়া মুগ্ধ হইলেন । প্রহ্লাদ নারায়ণের  
 মাহাত্ম্য বুঝিতে না পারিয়া, বিজশ্রেষ্ঠদিগের  
 অবমাননা করিতে লাগিলেন এবং পিতার  
 বধের কথা শ্রবণ করিয়া নারায়ণের প্রতি  
 ক্রোধ প্রকাশ করিলেন । দেবদেবী প্রহ্লাদ  
 ও নারায়ণের ঘোরতর রোমহর্ষণ যুদ্ধ হইতে  
 লাগিল । ৮১—৯০ । প্রহ্লাদ ঘোরতর যুদ্ধের  
 পর ভগবানের নিকটে পরাজিত হইয়া পূর্ব-  
 সংস্কার-মাহাত্ম্যে প্রধান পুরুষ নারায়ণের  
 শরণাপন্ন হইলেন ; দৈত্যপতি প্রহ্লাদ  
 তাহার পর হইতে অনন্তভক্তি সহকারে  
 নারায়ণের সেবা করিতে লাগিলেন এবং  
 মহাযোগপদ্বারা সেই পুরুষোত্তমকেই প্রাপ্ত  
 হইলেন । হিরণ্যকশিপুর পুত্র যোগ অবলম্বন  
 করিলে, শিবের দেহসমুত্তব হিরণ্যাক্ষতনয়

পুরা দাক্ষবনে পুণ্যে মুনয়ো গৃহমেধিনঃ ।  
 ঈশ্বরানুগ্রহার্থ্য তপশ্চক্ৰঃ সহস্রশঃ ॥ ১৫  
 ততঃ কদাচিৎসহস্রী কালযোগেন দ্রুস্তরা ।  
 অনারুণিহিতীবোত্রা হ্রাসীদ্ধুতমিনাশিনী ॥ ১৬  
 সমেত্যা সর্কে মুনয়ো গৌতমঃ তপসাং নিধিম্ ।  
 অযাচস্ত কৃধাবিষ্টা আহারং প্রাণধারণম্ ॥ ১৭  
 স তেভ্যঃ প্রদদাবন্নঃ মৃষ্টং বহুভরং বৃধঃ ।  
 সর্কে বৃদ্ধজিরে বিপ্রা নির্কিঞ্চকেন চেতসা ॥ ১৮  
 গতে চ দ্বাদশে বর্ষে কল্যাস্ত ইব শঙ্করী ।  
 বভূব বৃষ্টির্মহতী যথাপূর্বমভূজ্জগৎ ॥ ১৯  
 ততঃ সর্কে মুনিবরাঃ সমামন্ত্র্য পরস্পরম্ ।  
 মহর্ষিঃ গৌতমঃ প্রোচূর্গচ্ছাম ইতি যোগতঃ ॥  
 ঈশ্বরানুগ্রহাংস চ তান কক্ষিৎ কালঃ যথানুধম্ ।  
 উমিতা মদগৃহেহবশ্চ গচ্ছধ্বমিতি পণ্ডিতাঃ ॥

অশ্রুশ্রেষ্ঠ অন্ধক সেই মহৎ রাজ্য প্রাপ্ত  
 হইয়াছিল। সে মন্দরপর্বতস্থিত ভগবতী  
 পার্বতী দেবীকে কামনা করিতে লাগিল।  
 পূর্বকালে সহস্র সহস্র গৃহমেধী মুন, পবিত্র  
 দেবদাক্ষবনে মহাদেবের সন্তোষসাধন জন্য  
 তপস্বী করিতেছিলেন। তদনন্তর কোন  
 সময়ে, সময়ধর্মক্রমে প্রচণ্ড, দ্রুস্তর, প্রজা-  
 নাশক অনারুণি হইয়াছিল। তখন মুন  
 সকল কৃধায় কাতর হইয়া তপোনিধি গৌত-  
 মের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং প্রাণ-  
 ধারণোপযোগী আহারের জন্য প্রার্থনা করি-  
 লেন। গৌতম সেই সকল মুনিকে নানা-  
 প্রকার পারিষ্কৃত অন্ন দিয়াছিলেন এবং তাঁহারা  
 সকলেই নির্ভয়চিত্তে তাহা ভোজন করিয়া-  
 ছিলেন। বল্লাস্তের ঋতু দ্বাদশ বৎসর গত  
 হইলে, সকলের কলাপপ্রদ অতি মহৎ বৃষ্টি  
 হইল এবং জগৎও পূর্বের ঋতু হইয়া  
 উঠিল। তদনন্তর মুনিগণ পরস্পর সম্ভাষণ  
 করিয়া মিলিত ভাবে যাইয়া মহর্ষি গৌতমকে  
 বলিলেন,—আমরা এখন চলিয়া যাই। গৌতম  
 তাঁহাদিগকে নিবারণ করত বলিতে লাগি-  
 লেন,—হে ঋণ্ডিতগণ! আপনারা আর  
 কিছুকাল আমার গৃহে স্থখে বাস করুন;

ততো মায়াময়ীং সৃষ্টা কৃষ্ণাং গাং সর্ক এব তে  
 সমীপং প্রাপয়ামানুর্গে তিমন্ত মহান্ননঃ ॥ ১০২  
 সৌহৃদ্বীক্য কৃপাবিষ্টস্তাত্ম সংরক্ষণোৎসুকঃ ।  
 গোষ্ঠে তাং বদ্ধয়ামাস স্পৃষ্টমাত্রা মমার সা ॥ ১০৩  
 স শোকেনাভিসম্প্লবঃ কার্য্যাকার্য্যং মহামুনিঃ ।  
 ন পশ্চতি স্য সহসা তমুধিঃ মুনয়োহক্ৰবন্ ॥ ১০৪  
 গোবধোয়ঃ দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাবৎ তব শরীরগা ।  
 তাবৎ তেহন্নং ন ভোক্তব্যং গচ্ছামো বয়মেব হি  
 তেন তেহনুমতাঃ সন্তো দেবদাক্ষবনং শুভম্ ।  
 জঘ্নুঃ পাপবশং নীতান্তপশ্চর্জুঃ যদা পুরা ॥ ১০৬  
 স তেষাং মায়য়া জাতাং গোবধ্যাং গৌতমো  
 মুনিঃ ।

কেনাপি হেতুনা জাহ্না শাপাপাতীব কোপতঃ ।  
 ভাবযাধবং ত্রয়ীবাহা মহাপাতকিভিঃ সমাঃ ।  
 বহুশস্তে তথা শাপাজ্জায়মানাঃ পুনঃপুনঃ ॥ ১০৮

পরে আপনারা অবশুই গমন করিবেন।  
 তদনন্তর তাঁহারা সকলে একটি মায়াময়ী  
 কৃষ্ণবর্ণা গাভীর সৃষ্টি করিয়া, মহাত্মা গৌতমের  
 নিকটে প্রেরণ করিলেন। গৌতম গাভীটিকে  
 দেখিয়া, কৃপাবিষ্ট হইয়া পালন করিতে সমুৎ-  
 সুক হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকে গোষ্ঠে  
 বদ্ধন করিতে যাইলে, স্পর্শ করিলামাত্রই  
 গাভী প্রাণ ত্যাগ করিল। মহামুনি সেই  
 শোকে সম্ভ্রান্ত হইয়া কার্য্যাকার্য্য কিছুই  
 বলিতে পারিলেন না। মুনিরা সহসা তাঁহাকে  
 বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই গোহত্যাপাপ  
 যতদিন তোমার শরীরে থাকিবে, ততদিন  
 তোমার অন্ন ভোজন করা উচিত নহে, অত-  
 এব আমরা চলিলাম। তখন সেই মুনিগণ  
 এইরূপে ছলপূর্বক গৌতমকে পাপী করিয়া  
 তাঁহার অন্নমতিগ্রহণপূর্বক পূর্বের ঋতু পবিত্র  
 দেবদাক্ষবনে তপস্বী করিতে গমন করিলেন।  
 গৌতম মুনি সেই গোহত্যাজনিত পাপকে  
 কোন কারণে তাহাদের মায়াসমুদ্ভব জানিতে  
 পারিয়া অতিশয় ক্রোধভরে তাহাদিগকে  
 শাপ দিলেন,—“রে পাপিষ্ঠগণ! তোরা মহা-  
 পাতকী, অতএব তোরা বৈদবিকৃত হইবি;

সর্বৈ সস্ত্রাণ্য দেবেশঃ শঙ্করঃ বিষ্ণুশ্চৈব ।  
 অশ্বত্থকোর্কিঃ স্তোত্রৈকচ্ছিতা ইব সর্বগৌ ।  
 দেবদেবৌ মহাদেবৌ ভক্তানাং মার্জিতানো ।  
 কামরূপ্য মহাযোগৌ পাপান্নশ্চাতুমর্হতঃ ॥১১০  
 তদা পার্শ্বস্থিতং বিষ্ণুং সস্ত্রৈক্য যুগভক্ষকঃ ।  
 কিমেতেষাং ভবেৎ কার্যং প্রাহ পুণ্যৈষিণামিতি  
 ততঃ স ভগবান্ বিষ্ণুঃ শরণ্যো ভক্তবৎসলঃ ।  
 গোপতিং প্রাহ বিপ্রেন্দ্রানালোক্য প্রণতান্ হরিঃ  
 ন বেদবাহে পুরুষে পুণ্যলেশোহপি শঙ্কর ।  
 সংগচ্ছতে মহাদেব ধর্ম্মো বেদাধিনির্ব্বভৌ ।  
 তথাপি ভক্তবাৎসল্যাদ্ভক্তিতব্য মহেশ্বর ।  
 অস্ত্রাভিঃ সর্ব এতৈবৈ গন্ত্যরো নরকানপি ।  
 তস্মাকি বেদবাহানাং রক্ষণার্থায় পাপিনাম্ ।  
 বিমোহনায় শাস্ত্রাণি করিষ্যামো যুগধ্বজ ॥১১৫  
 এবং সন্দোধিতো ক্রদ্রো মাধবেন মুরারিণা ।

আমার শাপে তোদের বার বার জন্ম পরি-  
 গ্রহ করিতে হইবে।” তখন গৌতমশাপগ্রস্ত,  
 উচ্ছিষ্টের স্তায় অপবিত্র মুনিগণ দেবাধিপতি  
 শঙ্কর ও অব্যয় বিষ্ণুকে লৌকিক স্তোত্রদ্বারা  
 স্তব করত বলিতে লাগিলেন,—আপনারা  
 মহাযোগী, স্বেচ্ছাক্রমে সর্বগামী এবং ভক্ত-  
 জনের আর্জিহর, আপনারা আমাদিগকে পাপ  
 হইতে মুক্ত করুন। তখন মহাদেব পার্শ্বস্থ  
 বিষ্ণুর প্রতি অবলোকন করিয়া বলিলেন,—  
 ইহারা পুণ্যোচ্ছ, ইহাদের কি গতি হইবে  
 বলুন। ১০১—১১১। তদনন্তর ভক্তবৎসল  
 শরণ্য ভগবান্ বিষ্ণু, বিপ্রেন্দ্রাদিগকে প্রণত  
 দেখিয়া, গোপতি শঙ্করকে বলিলেন,—হে  
 মহাদেব! যে সকল লোক বেদবহিষ্কৃত,  
 তাহাদের কিছুমাত্র পুণ্য থাকে না; যেহেতু  
 ধর্ম্ম বেদ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব  
 ইহারা নিশ্চয়ই নরকে গমন করিবে। তথাপি  
 হে মহাদেব! ভক্তের প্রতি বাৎসল্যবশতঃ  
 ইহাদিগকে আমাদের রক্ষা করা উচিত। হে

পাপাচারিগণের রক্ষণের জন্ত ও ইহাদিগকে  
 বিমোহিত করিবার জন্ত শাস্ত্র সকল রচনা

চকার মোহশাস্ত্রাণি কেশবোহপি শিবে রিতঃ ।  
 কাপালং নাকুলং বামং ভৈরবং পূর্ব্বপশ্চিমম্ ।  
 পঞ্চরাত্রং পাশুপতং তথাশাস্ত্রানি সহস্রশঃ ॥ ১১৭  
 সৃষ্ট। তানাহ নির্বেণাঃ কুর্কীণাঃ শাস্ত্রচোদিতম্  
 পতন্তো নরকে ঘোরৈ বহুন কল্লান্ পুনঃপুনঃ ।  
 জায়ন্তো মামুযে লোকে কৌণপাপচরাস্ততঃ ।  
 ঈশ্বরারাদনবলদগচ্ছধ্বং সুরুতাং গতিম্ ॥ ১১৯  
 বর্জধ্বং মৎপ্রসাদেন নাশ্তথা নিষ্কৃতিহি বঃ ।  
 এবমৌশ্বর-বিষ্ণুভ্যাং চোদিতান্তে মহেশ্বরঃ ।  
 আদেশং প্রত্যপদ্যন্ত শিবস্তানুপ্রবিষ্যতঃ ॥ ১২০  
 চক্রেস্তেহস্তানি শাস্ত্রাণি তত্র তত্র রতাঃ পুনঃ ।  
 শিষ্যানধ্যাপয়ামাসুর্দর্শয়িত্বা কলানি চ ॥ ১২১  
 মোহয়ন্ত ইমং লোকমবতীর্ঘ্য মহীতলে ।  
 চকার শঙ্করো ভিক্কাং হিতায়েষাং দ্বিজৈঃ সহ

করিব। ক্রদ্র, মুরারি মাধবকর্তৃক এইরূপে  
 সন্দোধিত হইলেন এবং কেশবও শিবের  
 প্ররোচনায় প্রণোদিত হইলেন; তাঁহারা  
 উভয়েই কাপাল, নাকুল, বাম, ভৈরব,  
 পূর্ব্বপশ্চিম, পঞ্চরাত্র ও পাশুপত এবং  
 অন্তান্ত সহস্র সহস্র মোহশাস্ত্র সকল রচনা  
 করিলেন। তাঁহারা ঐরূপ শাস্ত্র সকল সৃষ্টি  
 করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন,—তোমাদের  
 বেদ-বাহিষ্কৃত ও অনেক কল্প ধরিয়া মমুষ্য  
 জন্ম লাভ করত ঘোর নরকে পুনঃপুনঃ  
 নিপতিত হইবার সম্ভাবনা, অতএব শাস্ত্র-  
 নির্দিষ্ট কার্য্য করত আশ্রমাদির ঈশ্বরারাদনার  
 বলে কৌণপাপ হইয়া তোমরা স্ফুটি লাভ  
 কর; তোমরা আমার আদেশ অনুসারে চল,  
 নতুবা তোমাদের অপর কোন উপায়ে নিস্তার  
 হইবে না। দেবতাপরায়ণ মহর্ষিগণ শিব ও  
 বিষ্ণু কর্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া, তাঁহাদের  
 আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ১১২-১২০  
 তাঁহারা আবার সেই সকল শাস্ত্রনিরত থাকিয়া  
 অপরাপর শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন এবং  
 তাহার ফল দেখিয়া শিষ্যবর্গকে আশ্বাসন  
 করাইয়াছিলেন। ভগবান্ শঙ্কর বৃষ্টনিগ্রহের  
 জন্ত ভৈরবকে নিযুক্ত করিয়া, স্বয়ং ধরণীতলে



কপালমালাভরণঃ প্রেতভাবাৰ্ণৱঃ ।  
 বিমোহয়ন্তো বমিমাং জটামণ্ডলমণ্ডিতঃ ॥ ১২০  
 নিকিণা পার্শ্বভাং দেবীং বিকীর্যন্তঃ হ্রস্বসি ।  
 নিষোজ্য ভগবান্ কদ্রে ভৈরবং তুষ্টনিগ্রহে ।  
 দক্ষা নারায়ণে দেব্যা নন্দনং কুলনন্দনম্ ।  
 সংস্থাপ্য তত্র চ গগান্ দেবানি ল্পুরোগমান ।  
 প্রস্থিতে চ মহাদেবে বিষ্ণুর্বিধ চতুঃ স্বয়ম্  
 স্ত্রীকণ্ঠধারী নিয়তং সেবতে স্ম মনোহরীম্ ॥ ১২৬  
 ব্রহ্মা হতাশনঃ শক্ৰো যমোহন্তো সুবপুঙ্গবাঃ ।  
 সিবোবিরে মহাদেবীং স্ত্রীকণ্ঠং শোভনং গতাঃ  
 নন্দীশ্বরশ্চ ভগবান্ শস্তোরত্যন্তবল্লভঃ ।  
 দ্বারদেশে গণাধ্যক্ষো যথাপূর্বমাহিত ॥ ১২৮  
 এতশ্চিন্নস্তরে দৈত্যো অঙ্ককো নাম তদ্বৃতিঃ ।  
 আতুর্কামো গিরিজামাজগামাথ মন্দরম্ ॥ ১২৯  
 সম্প্রাপ্তমঙ্ককং দৃষ্ট্বা শঙ্করঃ কালৈভবঃ ।  
 স্তম্বেষদমেষায়া কালরূপধবো হরঃ ॥ ১৩০  
 তয়োঃ সমভবদ্যুকং সুঘোরং রোমচর্ষণম্ ।  
 শূলেনোরসি তং দৈতামাজঘান রূষস্বজঃ ॥ ১৩১

অবতীর্ণ হইয়া, কপালমালাভরণ, জটামণ্ডল-  
 মণ্ডিত ও প্রেতভাবাৰ্ণৱ হইয়া অখিল  
 ভুবনকে মোহিত করত ঐ বিপ্রদিগের হিতের  
 জন্ত বিজগণের সহিত ভিক্ষা করিয়াছিলেন ;  
 তৎকালে দেবী পার্শ্বভী ও তাঁহার কুলনন্দন  
 পুত্রকে অমিতভেজাঃ বিষ্ণুর আশ্রয়ে সমর্পণ  
 করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রপ্রস্থ দেবগণকে ও  
 প্রমখাদিগণসমূহকেও সেইখানেই রাখিয়া  
 গিয়াছিলেন । মহাদেব প্রস্থান করিলে পর,  
 স্বয়ং বিষ্ণু, ব্রহ্মা, অগ্নি, যম, ইন্দ্র ও অন্যান্য  
 দেবগণ রমণীয় স্ত্রীমূর্তি ধারণ করিয়া মহাদেবী  
 পার্শ্বভীর নিয়ত সেবা করিতে লাগিলেন ।  
 মহাদেবের অতিশয় প্রিয়পাত্র, গণাধ্যক্ষ  
 নন্দীশ্বর, পূর্বের স্তায় দ্বারদেশেই অবস্থান  
 করিতে লাগিলেন । এই সময়ে তদ্বৃতি অঙ্কক-  
 নামক দৈত্য গিরিজাকে হরণ করিবার মানসে  
 মন্দর পর্বতে আগমন করিল । আমন্ত্রা  
 কালরূপধারী শঙ্করমূর্তি কালভৈরব, অঙ্কককে  
 লম্বাগত দেখিয়া প্রবেশ করিতে নিষেধ করি-

ভতঃ সহস্রশো দৈত্যঃ সসজ্জাঙ্ককসংজ্ঞিতান্ ।  
 নন্দীশ্বরাদয়ো দৈত্যৈরঙ্ককৈরাভিমর্জিতাঃ ॥ ১৩২  
 ঘণ্টাকর্ণো মেঘনাদচণ্ডেণ চ চতুতাপনঃ ।  
 বিনায়কো মেঘবাহঃ সোমনন্দী চ বৈভ্রাতঃ ॥ ১৩৩  
 সর্বেহঙ্ককং দৈত্যবরং সম্প্রাপ্যাত্তিবলার্বিতাঃ ।  
 যুযুধঃ শূলশক্তিগিরিকূটপরবধৈঃ ॥ ১৩৪  
 ভ্রাম্যিহা তু হস্তাভ্যাং গৃহীত্বা চরণদ্বয়ে ।  
 দৈত্যোক্তেনাতিবাননা কিল্লান্তে শতযোজনম্  
 ততোহঙ্ককনিহতঃ যে শতশোহব সহস্রাঃ ।  
 কালসূর্য্যপ্রতীকশা ভৈরবকাভিহুজ্রবুঃ ॥ ১৩৬  
 হ হোত শকঃ স্তমহান বজ্রবাত্তভয়করঃ ।  
 যুযুধে ভৈরবো দেবঃ শূলমাদায ভীষণম্ ॥ ১৩৭  
 দৃষ্ট্বাঙ্ককানাং স্তবলং তুর্জয়ং নিজ্জিতো হরঃ ।  
 জগাম শরণং দেবং বাসুদেবমজং বিভূম্ ॥ ১৩৮

লেন । ১২১—১৩০ । তদনন্তর উভয়ের  
 ঘোরতর রোমহর্ষণ যুদ্ধ চইয়াছিল । তখন  
 কালভৈরব সেই দৈত্যের বক্ষঃস্থল শূলদ্বারা  
 বিদৌর্ণ করিলেন । তখন অঙ্কক দৈত্য,  
 অঙ্ককনামক সহস্র দৈত্যের সৃষ্টি করিল ;  
 তাহার নন্দীশ্বর প্রভৃতি দেবগণকে পরাজিত  
 করিল । ঘণ্টাকর্ণ, মেঘনাদ, চণ্ডেশ, চতুতাপন,  
 বিনায়ক, মেঘবাহ, সোমনন্দী ও বৈভ্রাত নামে  
 অতিবলশালী গণেরা শূল, শক্তি, পরশ ও দ্বি-  
 ধার খড়্গ লইয়া দৈত্যপতি অঙ্ককের সহিত  
 যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তখন অত্যন্ত বল-  
 শালী দৈত্যপতি তাহাদিগকে পা ধরিয়া হস্ত-  
 দ্বারা ঘুরাইতে ঘুরাইতে শতযোজন অন্তরে  
 ফেলিয়া দিল । অনন্তর অঙ্কককর্তৃক প্রলয়-  
 কালীন সূর্য্যসমভেজস্বী যে শত-সহস্র অঙ্কক  
 দৈত্য সৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার ভৈরবের  
 সহিত ভয়ানক যুদ্ধ করিতে লাগিল । তখন  
 চতুর্দিকে ভয়ঙ্কর উচ্চৈঃস্বরে হা হা !! এইমাত্র  
 শব্দ কেবল উচ্চারিত হইতে লাগিল । ভৈরব-  
 দেব ভীষণশূল লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।  
 চরমূর্তি ভৈরব অঙ্ককদিগের সৈন্ত তুর্জয়  
 দেখিয়া স্বয়ং নিজ্জিতপ্রায় হইয়া ভগবান্ বিভূ  
 অজ বাসুদেবের শরণাপন্ন হইলেন । অনন্তর



সোহনুজন্তগবান্ বিষ্ণুর্দেবীনাং শতযুগ্মম্ ।  
 দেবীপার্শ্বস্থিতো দেবো নিনাশায় সুরদ্বিষাম্ ॥৩৯  
 তদাক্ষকসহস্রস্ত দেবীভির্ঘমসাদনম্ ।  
 নীতং কেশবমাহাশ্চালীলৈর্ঘব রণাজিরে ॥১৪০  
 দৃষ্ট্বা পরাহতং সৈন্তম্ভকোহপি মহাসুরঃ ।  
 পরাশ্রুথো ঙ্গান্তস্মাদপলায়নমহাজবঃ ॥ ১৪১  
 ভূতঃ ক্রৌড়্যং মহাদেবঃ কৃত্বা দ্বাদশবার্ষিকীম্ ।  
 হিতায় ভক্তলোকানাং জগামাথ মন্দরম্ ॥১৪২  
 সম্প্রাপ্তমৌশ্বরং জ্ঞাত্বা সর্ব এব গণেশ্বরঃ ।  
 সমাগম্যোপাতিষ্ঠন্ত ভানুমন্তমিব দ্বিজাঃ ॥ ১৪৩  
 প্রাবিশু ভবনং পুণ্যমযুক্তানাং হরাসদম্ ।  
 দদর্শ নন্দিনং দেবং তৈরবং কেশবং শিবঃ ॥১৪৪  
 প্রণামপ্রবণং দেবং সোহনুগৃহাথ নন্দিনম্ ।  
 ক্রীতৈনং পূর্বমৌশানং কেশবং পরিষস্বজে ॥১৪৫  
 দৃষ্ট্বা দেবী মহাদেবং ক্রীতিবিস্ফারিতহৃৎকণা ।  
 ননাম শিরসা তস্ত পাদয়োঁরীশ্বরস্ত চ ॥ ১৪৬

দেবীপার্শ্বস্থিত ভগবান বিষ্ণু, অসুর-সংহারের  
 নিমিত্ত এবং শত উত্তম দেবীর সৃষ্টি করিলেন ।  
 তখন বিষ্ণু মাংসাত্ম্যে এই সকল দেবী অব-  
 লীলাক্রমে সমরাজনে অঙ্ককসহস্রকে যমালয়ে  
 প্রেরণ করিলেন । ১৩১—১৪০ । তখন মহা-  
 সুর অঙ্কক নিজ দৈত্যকে পরাজিত হইতে  
 দেখিয়া পরাশ্রুত হইয়া সেই সমরাজন হইতে  
 বেগে প্রস্থান করিল । তদনন্তর মহাদেব ভক্ত-  
 জনের হিতের জন্ত বারংবার কাল ক্রীড়া  
 করিয়া মন্দরপর্বতে আগমন করিলেন । হে  
 দ্বিজগণ! গণেশ্বরেরা সকলেই মহাদেব  
 আসিয়াছেন জানিতে পারিয়া ত্র্যাক্ষগণ যেমন  
 সর্ঘ্যে উপাসনা করেন, সেইরূপ তাঁহার  
 উপাসনা করিতে আগমন করিলেন । মহা-  
 দেব যোগবিগোন ব্যাক্তর তুষ্ণাপ্য পবিত্র  
 ভবনে প্রবেশ করিয়া তৈরব নন্দী ও কেশ-  
 বকে দেখিতে পাইলেন । অনন্তর তিনি  
 প্রথমে প্রণামপ্রবণ নন্দীকে প্রণয়পূর্বক সম্ভা-  
 য় করিয়া ক্রীতিপূর্বক নারায়ণকে আলিঙ্গন  
 করিলেন । ক্রীতিবিস্ফারিতলোচনে পার্শ্বভী  
 দেবী মহাদেবকে দেখিয়া তাঁহার চরণে

স্তবেদংজয়ং তৈশ্চ শঙ্করায়াথ শঙ্করঃ ।  
 তৈরবো বিষ্ণুমাংসাত্ম্যে প্রতীতঃ পার্শ্বগোহন্তবৎ  
 জ্ঞাত্বা তং বিজয়ং শত্বিক্রমং তে শবস্ত চ ।  
 সমান্তে ভগবানীশো দেব্যা সহ বরাসনে ॥১৪৮  
 ততো দেবগণাঃ সর্বো মরীচিপ্রমুখা দ্বিজাঃ  
 আজগ্মুর্মন্দরং দ্রষ্টুং দেবদেবং ত্রিলোচনম্ ॥১৪৯  
 যেন তদ্বিজিতং পূর্বং দেবীনাং শতযুগ্মম্ ।  
 সমাগতং দৈত্যসৈন্তমৌশদর্শনকাজ্জঘা ॥ ১৫০  
 দৃষ্ট্বা বরাসনাসীনং দেব্যা চন্দ্রাবভূষণম্ ।  
 প্রণেমুরাদ্রাদেব্যো গায়ন্তি স্মৃতিলালসাঃ ॥  
 প্রণেমুর্গিরিজাং দেবীং বামপার্শ্বে পিনাকিনাং ।  
 দেবাসনগতং দেবং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১৫২  
 দৃষ্ট্বা সিংহাসনাসীনং দেব্যা নারায়ণেন চ ।  
 প্রণম্য দেবমৌশানং পৃষ্ঠবত্যো বরাজনাঃ ॥ ১৫৩  
 কস্তা উচুঃ ।  
 কস্যং বিভ্রাজসে কাস্ত্যা কেয়ং বালা রবিপ্রভা

নিভের মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন  
 এবং শঙ্করকে জন্মে কথ্য নিবেদন করিলেন ।  
 তখন বিষ্ণুর মাংসাত্ম্যে তাঁহার শক্তরের যুগ্মান্তর  
 তৈরবও তাঁহার সমীপবর্তী হইলেন । মহা-  
 দেব নারায়ণের বিক্রম ও জয়ের কথা শ্রবণ  
 করিয়া, দেবীর সহিত বরাসনে উপবেশন  
 করিলেন । অনন্তর সমস্ত দেবতারা ও মরীচি-  
 প্রমুখ দ্বিজেরা দেবদেব ত্রিলোচনকে দেখিবার  
 নিমিত্ত মন্দরপর্বতে উপস্থিত হইলেন । যে  
 দেবসৈন্তরূপী একশত দেবী, পূর্বে সেই  
 দৈত্যসৈন্ত পরাজয় করিয়াছিলেন, তাঁহারাও  
 মহাদেবের দর্শনমানসে আগমন করিলেন ।  
 ১৪১—১৫০ । চন্দ্রভূষণ মহাদেব পার্শ্বভীর  
 সহিত বরাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন দেখিয়া,  
 দেবীগণ ভক্তিসহকারে তাঁহাকে প্রণাম করি-  
 লেন ও আগ্রহসহকারে গান করিতে লাগি-  
 লেন । মহাদেবের বামপার্শ্বস্থিত ভগবতী  
 গিরিজা এবং দেবাসনোপবিষ্ট ভগবান্ নারা-  
 যণকেও তাঁহারা প্রণাম করিলেন । বরাজনারা  
 দেবী ও নারায়ণের সহিত মহাদেবকে সিংহা-  
 সনে উপবিষ্ট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

কো বয়ঃ ভাতি বপুষা পঙ্কজায়তলোচনঃ ॥ ১৫  
 নিশম্য ভাসাং বচনং রুষেষ্বরবাহনঃ ।  
 ব্যাজহার মহাযোগী ভূতাপিত্তিরব্যয়ঃ ॥ ১৫৫  
 অহং নারায়ণো গৌরী জগন্মাতা সনাতনঃ ।  
 বিভক্ত্য সংস্থিতো দেবঃ স্বাত্মানং বহুধেশ্বরঃ ॥  
 ন মে বিদুঃ পরং তত্ত্বং দেব্যাশ্চ ন মর্হস্যঃ ।  
 একোহয়ং বেদে বিশ্বাত্মা ভবানী বিশ্বেশ্বর চ ॥  
 অহং হি নিঃস্পৃহঃ শাস্তঃ কেবলো নিম্পরিগ্রহঃ  
 মামেব কেশবং প্রাচীর্ণশ্রীং দেবীমধাশ্রিকাম ॥  
 এষ ধাতা বিধাতা চ কারণং কার্যমেব চ ।  
 কর্তা কারয়িতা বিশ্বভূক্তিমুক্তিকলপ্রদঃ ॥ ১৫৯  
 ভোক্তা পুমানপ্রমেয়ঃ সংহর্তা কালরূপধ্বক ।  
 স্রষ্টা পাতা বাসুদেবো বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখঃ ॥  
 কুটস্থো হৃদরো ব্যাপী যোগী নারায়ণোহব্যয়ঃ

আপনি কে ? কাঁহার কান্তির এত শোভা ?  
 আর সূর্যাসমপ্রভাশালিনী এই বালাই বা  
 কে ? এবং এই পদ্মায়তলোচন পুরুষই বা  
 কে ? যাহার শরীরের এত শোভা লক্ষিত  
 হইতেছে ? মহাযোগী, রুষেষ্বরবাহন, অব্যয়,  
 ভূতপতি তাঁহাদের বাক্য শ্রবণ করিয়া উত্তর  
 করিলেন—ইনি সনাতন নারায়ণ ও ইনি  
 জগন্মাতা গৌরী । ঈশ্বর নিজের আত্মাকে  
 অনেকরূপে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছেন । মহর্ষি-  
 গণ আমার এবং দেবীর পরমতত্ত্ব জানিতে  
 পারেন না ; কিন্তু আমি তাহা জানি আর  
 বিশ্বাত্মা বিশ্ব ও দেবী ভবানী তাহা অবগত  
 আছেন । আমি কেবল শাস্ত, নিঃস্পৃহ ও  
 নিম্পরিগ্রহ ; আর আমাকেই সকলে কেশব,  
 লক্ষ্মী অথবা অধিকা বলিয়া থাকে । এই  
 বিষ্ণুই ধাতা ও বিধাতা, কারণ এবং কার্য,  
 কর্তা এবং কারয়িতা ; ইনিই ভোগ ও মুক্তি-  
 কল প্রদান করেন । এই অপ্রমেয় পুরুষই  
 বিষয়ভোগ করিতেছেন, ইনিই কালরূপ  
 ধারণ করিয়া সংহার করিতেছেন এবং এই  
 বিশ্বাত্মা বিশ্বতোমুখ বাসুদেবই জগতের স্রষ্টা  
 ও পালনকর্তা ॥ ১৫১—১৬০ ॥ এই সর্ব-  
 ব্যাপী, মহাযোগী, অব্যয়নারায়ণই কুটস্থ ব্রহ্ম ;

তারকঃ পুরুষো হ্যাত্মা কেবলঃ পরমঃ পরম্ ॥  
 সৈষা মাহেশ্বরী গৌরী মম শক্তির্নিরঞ্জন ।  
 শাস্তা সত্যা সদানন্দা পরম্পদামিতী অতিঃ ॥  
 অস্তাং সর্বমিদং জাতমজৈব লয়মেয্যতি ।  
 এষৈব সর্বভূতানাং গতীনামুত্তমা গতিঃ ॥ ১৬৩  
 তয়াহং সঙ্গঃ দেব্যা কেবলো নিষ্কলঃ পরঃ ।  
 পশ্চাত্ম্যশেষমেবাহং পরমাত্মানমব্যয়ম্ ॥ ১৬৪  
 তস্মাদনাতিমদৈতৎ বিষ্ণুমাশ্রানিমৌশ্বরম্ ।  
 কমেব বিজানীথ ততো যাস্তথ নির্কৃতিম্ ॥  
 মন্তস্তে বিষ্ণুমব্যক্তমাশ্রানং ব্রহ্মযাষিতাঃ ।  
 যে ভিন্নদৃষ্ট্যা চেশানং পূজয়ন্তো ন মে প্রিয়াঃ  
 ধিযন্তি যে জগৎসৃতিং মোহিতা রৌরবাদিষু ।  
 পচ্যমানা ন মুচ্যন্তে কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ১৬৭  
 তস্মাদশেষভূতানাং রক্ষকো বিষ্ণুরব্যয়ঃ ।  
 যথাবদ্বিহ বিজ্ঞায় ধ্যেয়ঃ সৰ্বাপাদি প্রভুঃ ॥ ১৬৮  
 ঈশ্বর ভগবতো বাক্যং দেবাঃ সৰ্বৈ গণেশ্বরঃ

এই পুরুষই আত্মা ও তারনকর্তা এবং ইনিই  
 কেবলমাত্র পরমপদ । এই শাস্তা, সত্যা,  
 সদানন্দা মাহেশ্বরী গৌরীই আমার নিরঞ্জন  
 শক্তি ; বেদে ইহাকেই পরমপদ বলে । ইহা  
 হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে,  
 আবার ইহাতেই সমস্ত বিলীন হইবে ;  
 ইনিই সকল প্রাণীর যাবতীয় অবলম্বন মধ্যে  
 প্রধান অবলম্বন । আমি কলারহিত হইয়া  
 সেই দেবীর সতিত সঙ্গত হইয়া, অনন্ত অব্যয়  
 পরমেশ্বরকে দেখিতে পাই । অতএব অনাদি,  
 অদ্বৈত, ঈশ্বর, আত্মস্বরূপ বিষ্ণুকে একমাত্র  
 বলিয়াই জানিবে, তাহা হইলে ভোমাদের  
 নির্কৃতি হইবে । যাহারা ব্রহ্মযুক্ত, তাহারা  
 আমাকেই অব্যয় বিষ্ণু মনে করে ; যাহারা  
 ভিন্নদৃষ্টিতে মহাদেবের অধরাধনা করে,  
 তাহারা আমার প্রিয় হইতে পারে না ।  
 যাহারা মোহবশতঃ জগৎসৃতি পার্শ্বতীর  
 নিন্দা করে, তাহারা রৌরবাদি নরকে পচিতে  
 থাকে, শতকোটি কল্পেও মুক্ত হয় না ।  
 অতএব অব্যয় বিষ্ণুকে অশেষভূতের রক্ষক  
 জানিয়া, ইহলোকে সর্ববিধ আপদকালৈ

নেমুর্নায়ায়ণং দেবং দেবীকং হিমশৈলজাম্ ॥ ১৬৯  
 প্রার্থয়ামানুরীশানে ভক্তিং ভক্তজনপ্রিয়ে ।  
 ভবানীপাদযুগলে নারায়ণপদাযুজে ॥ ১৭০  
 ততো নারায়ণং দেবং গণেশা মাতরোহপি চ ।  
 ন পশ্যন্তি জগৎসৃষ্টিং তদন্তু হমিবাভবৎ ॥ ১৭১  
 তদন্তরে মহাদৈত্যো হৃদ্যকো মন্থধাক্ককঃ ।  
 যোষিতো গিরিজাং দেবীমাহর্ভুং গিরিমাযযৌ  
 অধানস্তবপুঃ ক্রীমান যোগী নারায়ণোহমলঃ ।  
 তত্রৈবাবিহুদৈত্যৈর্গুহ্য পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৭২  
 কুত্বাধ পার্শ্বে ভগবন্তমৌশো  
 যুদ্ধায় বিষ্ণুং গণদেবযুগৈঃ  
 শিলাদপুত্রো চ মাতৃকাভিঃ  
 সকলকজ্রোহপি জগাম দেবঃ ॥ ১৭৪  
 ত্রিশূলমাদায় কুশাঙ্ককম্বং  
 স দেবাদেবঃ প্রযযৌ পুরস্তাৎ ।  
 তমবযুস্তে গণরাজবর্ঘ্য  
 জগাম দেবোহপি সহস্রবাহুঃ ॥ ১৭৫

সেই প্রত্যেকেই ধ্যান করিবে । দেবতার ও  
 গণেশের সাক্ষাৎ এই ভগবানের বাক্য  
 শ্রবণ করিয়া মহাদেব, নারায়ণ ও ভগবতীকে  
 প্রণাম করিলেন এবং সকলেই ভক্তজনপ্রিয়  
 মহাদেবের ও ভবানীর চরণযুগলে এবং  
 নারায়ণের পাদপদ্মে ভক্তি প্রার্থনা করি-  
 লেন । ১৬৯—১৭০ । তদন্তর মাতৃগণ ও  
 গণদেবতাগণ, নারায়ণ ও জগৎসৃষ্টি  
 ভবানীকে আর দেখিতে পাইলেন না ; তখন  
 সমস্ত অদ্ভুত বোধ হইতে লাগিল । এই  
 অবসরে মনোহর দৈত্যপতি অদ্ভুত মোহিত  
 হইয়া গিরিজাদেবীকে হরণ করিতে সেই  
 পর্বতে আগমন করিল । অনন্তর অনন্তদেহ,  
 ক্রীমান, যোগী, নির্মল, পুরুষোত্তম নারায়ণ,  
 দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধার্থে সেই স্থানে আবি-  
 র্ভূত হইলেন । তখন ভগবান্ শঙ্কর, বিষ্ণুকে  
 নিজের পার্শ্বে রাখিয়া, মুখ্য মুখ্য গণদেবতা,  
 কালকুত্র, মুখ্য শিলাদপুত্র ও মাতৃকাগণের  
 সহিত যুদ্ধার্থে প্রস্থান করিলেন । দেবদেব  
 কুশাঙ্কপুত্র ত্রিশূল লইয়া অগ্রে প্রস্থান করি-

ররাজ মধ্যে ভগবান্ সুরাণাং  
 বিবাহনো বারিজপর্ণবর্ণঃ ।  
 তদা সুরোঃ শিখরাধিকৃ-  
 ত্তিলোকদৃষ্টিভগবানিবার্কঃ ॥ ১৭৬  
 জয়ন্নাদিভগবানমেঘো  
 হঃ সহস্রাকৃতিরাবিরাসীৎ ।  
 ত্রিশূলপার্ণিগগনে সুরোষঃ  
 পপাত দেবোপরি পুষ্পবৃষ্টিঃ ॥ ১৭৭  
 সমাগতং বীক্ষ্য গণেশরাজঃ  
 সমাবৃতং দৈত্যরিপুং গণেশৈঃ ।  
 যুযোধ শক্রেণ স মাতৃকাভি-  
 গণৈরশেষৈরমরপ্রধানৈঃ ॥ ১৭৮  
 বিজিত্য সর্বানপি বাহুবীর্ঘ্যং  
 স সংযুগে শত্রুরনন্তধামা ।  
 সমাযযৌ যত্র স কালকজ্রো  
 বিমানমাক্রুৎ বিহীনসহঃ ॥ ১৭৯

দৃষ্ট্বাক্ষকং সমায়াস্তং ভগবান্ গরুড়ধ্বজঃ ।  
 ব্যাজহার মহাদেবং ভৈরবং ভূতিভূষণম্ ॥ ১৮০

লেন; সেই সকল গণরাজশ্রেষ্ঠেরা এবং সহস্র-  
 বাহু বিষ্ণুদেব ও তাঁহার অনুগমন করিলেন ।  
 ভগবান্ ত্রিভুবনেন্ত্র হৃদ্য, সুরেশ্বরিধরে  
 আরোহণ করিলে, যেরূপ শোভা-বিস্তার  
 করেন, বারিজপর্ণবর্ণ গরুড়বাহন ভগবান্  
 বিষ্ণু ও দেবগণের মধ্যে থাকিয়া তদ্রূপ  
 শোভায় শোভিত হইয়াছিলেন । জয়শীল,  
 অনাদি, অমেয়, ত্রিশূলপাণি, ভগবান্ হর  
 হস্তার করিতে করিতে গগনমার্গে সহস্রাকৃতি  
 ধারণ করিলেন, তখন তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি  
 হইতে লাগিল । গণাধিপতিকে সমাগত  
 এবং মধুরিপুকে গণশ্রেষ্ঠদ্বারা পরিবৃত দেখিয়া,  
 অদ্ভুতদৈত্য ইন্দ্র, মাতৃকাগণ, প্রধান প্রধান  
 দেবতা ও গণদেবতার সহিত যুদ্ধ করিতে  
 লাগিল । অনন্তর সেই অদ্ভুত সকলকে বাহ-  
 বলে বিজিত করিয়া, যুদ্ধক্ষেত্রের যে স্থানে  
 অনন্তধামা শত্রু হর্ষনায়মান হইয়া কালকুত্রের  
 সহিত বিমানবরে আকৃত আছেন, তথায় গমন  
 করিল । ১৭৬—১৭৯ । ভগবান্ গরুড়ধ্বজ

ঐকমর্ষসংকৈত্যাশমদ্বকং লোককণ্টকম্ ।  
 ত্র্যমুত্রে ভগবন্ত শক্তো হস্তা নাত্তে হস্ত বিদ্যাতে  
 ঐং হর্ষা সর্বলোকানাং কালান্ধ্রা হৈবরী তম্ভঃ  
 ভূমতে বিবিধৈর্মৈত্রেবৈবিত্তিবিচকণৈঃ ॥ ১৮২  
 স বাসুদেবস্ত বচো নিশম্য ভগবান্ হরঃ ।  
 নিরাক্য বিষ্ণুং হননে দৈত্যৈশ্চ মতিং দধৌ  
 জগাম দেবভানীকং গণানাং হর্ষবর্ধনম্ ।  
 ভবন্তি ভৈরবঃ দেবমন্তরীক্ষচরা জনাঃ ॥ ১৮৪  
 জয়ানন্ত মহাদেব কালমূর্ত্তে সনাতন ।  
 ত্র্যমুগ্নিঃ সর্বভূতানামস্তিস্তিষ্ঠসি সর্বগঃ ॥ ১৮৫  
 ত্র্যমন্তকো লোককর্তা ঐং ধাতা হরিবব্যয়ঃ  
 ঐং ব্রহ্মা ঐং মহাদেবস্তং ধাম পরমং পদম্ ॥ ১৮৬  
 ওঙ্কারমূর্ত্তিধোগাত্মা ত্র্যমুগ্নে ত্রিলোচনঃ ।  
 মহাবিভূতিবিশেষে জয়ানন্ত জগৎপতে ॥ ১৮৭  
 ততঃ কালগিরিজ্যোত্সো গৃহীত্বাঙ্কমৌখরঃ ।

অঙ্ককে আসিতে দেখিয়া ভগবান্ ভূতিভূষণ  
 ভৈরব মহাদেবকে বলিলেন,—আপনি এই  
 লোককণ্টক দৈত্যপতি অঙ্ককে বিনাশ করুন,  
 আপনি ভিন্ন অঙ্গর কেহই ইহাকে বিনাশ  
 করিতে পারিবে না । আপনি সকল লোকের  
 কর্তা, কালান্ধ্রা এবং পরমব্রহ্মময়-দেহ ; বিচ-  
 কণ বেদবিদেরা বিবিধ মন্ত্রদ্বারা আপনারই  
 স্তব করিয়া থাকে । ভগবান্ হর, বাসুদেবের  
 সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে দর্শন করত  
 অঙ্ককানুরের বিনাশসাধনে ইচ্ছুক হইয়া-  
 ছিলেন । গণদিগের হর্ষবর্ধন দেবসৈন্ত যুদ্ধের  
 জন্ত গমন করিলেন তখন অন্তরীক্ষচরেরা  
 ভৈরবরূপী মহাদেবকে এইরূপ স্তব করিতে  
 লাগিল,—হে অনন্ত ! মহাদেব ! কালমূর্ত্তে !  
 সনাতন ! আপনি সর্বগামী ও অগ্নিস্বরূপ  
 হইয়া সকল ভূতের অন্তরে অবস্থান করিতে-  
 ছেন, আপনার জয়হউক । আপনি নিধন-  
 কর্তা, লোককর্তা, ধাতা ও অব্যয় হরি ;  
 আপনি ব্রহ্মা, আপনি মহাদেব, আপনিই  
 ভেজঃস্বরূপ ও পরমপদ ; আপনি ওঙ্কারমূর্ত্তি,  
 ষোগাত্মা, ত্র্যমুগ্নে, ত্রিলোচন, মহাবিভূতি ও  
 বিশেষ ; হে অনন্ত ! হে জগৎপতে ! আপনি

ত্রিশূলান্ধ্রবু বিস্তস্ত প্রাননর্ভ সত্যং গতিঃ ॥ ১৮৮  
 দৃষ্টীক্ষকং দেবগণাঃ শূলপ্রোভঃ পিতামহঃ ।  
 প্রণেমুরীধরং দেবং ভৈরবং ভবমোচনম্ ॥ ১৮৯  
 অম্ববন্ মুনয়ঃ সিদ্ধা জগদ্বর্গকর্ষকিররাঃ ।  
 অস্তরীক্ষেহম্পরঃসজ্জা নৃত্যাস্তি স্র মনোহরাঃ ।  
 সংস্থাপিতোহথ শূলান্ধ্রে সোহঙ্ককো দধ্বকিষিঃ  
 উৎপন্নাবিলবিজ্ঞানস্তষ্টাব পরমেশ্বরম্ ॥ ১৯১

অঙ্কক উবাচ ।

নমামি মুক্ধা ভগবন্তমেকঃ  
 সমাহিতা ঐং বিদুরীশতম্ভম্ ।  
 পুরাতনং পুণ্যমনন্তরূপং  
 কালং কবিং যোগবিদ্যোগহেতুম্ ॥ ১৯২  
 দংষ্ট্রাকরালং দিবি নৃত্যমানং  
 হতাশবক্রং জলনার্করূপম্ ।  
 সহস্রপাদাঃ কশিরোহতিমুক্তং  
 ভবন্তমেকং প্রণমামি কৃতম্ ॥ ১৯৩  
 জয়াদিদেবামরপুজিতাজ্যে  
 বিভাগহীনামলভস্বরূপ ।

জযুক্ত হউন । তদনন্তর সাধুদিগের শরণ্য  
 ঈশ্বর কালগিরিজ অঙ্ককে ত্রিশূলান্ধ্রে রাখিয়া  
 নৃত্য করিতে লাগিলেন । পিতামহ ও দেব-  
 গণ, অঙ্ককে শূলবিদ্ধ দেখিয়া, ভবমোচন  
 ঈশ্বর ভৈরবদেবকে প্রণাম করিলেন । মুনি  
 ও সিদ্ধগণ স্তব করিতে লাগিলেন, গন্ধর্ব্ব ও  
 কিন্নরেরা গান করিতে লাগিলেন এবং গগন-  
 মার্গে মনোহর অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে  
 লাগিল । ১৮০—১৯০ । সেই অঙ্ক ভগ-  
 বানের শূলান্ধ্রে সংস্থাপিত হওয়ায়, তাহার  
 পাপ সকল নষ্ট হইয়া গেল এবং তাহার সমস্ত  
 জ্ঞানের আবির্ভাব হওয়ায় সে পরমেশ্বরের  
 স্তব করিতে আরম্ভ করিল । অঙ্কক কহিল,  
 —সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তির ঐহাকে ঈশতম্ভ  
 বলিয়া জানেন, আমি সেই পুরাতন, পুণ্য-  
 স্বরূপ, অনন্তরূপ, কালস্বরূপ, কবি ও যোগ-  
 বিদ্যোগহেতু একমাত্র ভগবান্কে প্রণাম করি-  
 তেছি । দংষ্ট্রাকরাল, হতাশবক্র, জলনার্ক-  
 স্বরূপ, কবি ও সহস্রপাদাকশিরোমুক্ত, গগনে

ত্রয়্যিরেকো বহুধাভিপূজ্যো  
 বায়াদিত্তৈরৈরখিলাস্বরূপঃ ॥ ১৯৪  
 ত্র্যমেকমাতঃ পুরুষঃ পুরাণ-  
 মাদিত্যবর্ণঃ তমসঃ পরস্তাৎ ।  
 ত্র্যং পঞ্চসীদং পরিপাত্তজস্যঃ  
 ত্রয়স্তকো যোগিগণানুজুষ্ঠঃ ॥ ১৯৫  
 একোহস্তরাশ্বা বহুধা নিবিশ্তৌ  
 দেহেষু দেহাদি বিশেষযতীনঃ ।  
 ত্রয়্যাস্তত্বঃ পরমাত্মনঃ  
 ত্রয়স্তমাতঃ শিবমেব কেচিৎ ॥ ১৯৬  
 ত্রয়মকরং ত্রয়ং পরং পবিত্র-  
 মানন্দরূপং প্রণবাতিধানম্ ।  
 ত্রয়ীশ্বরো বেদবিদ্যাং প্রসিদ্ধঃ  
 ত্র্যয়স্ত্রুবোহশেষবিশেষযতীনঃ ॥ ১৯৭  
 ত্রয়িত্তরূপো বরুণোহগ্নিরূপো  
 হংসঃ প্রাণী মৃত্যুরস্তোহসি যজ্ঞঃ ।

নৃত্যপরায়ণ ক্রুররূপ একমাত্র আপনাকে  
 প্রণাম করিতেছি ! হে অমরপুজিতাজে,  
 বিভাগহীন, অমলতত্ত্বরূপ, আদিদেব !  
 আপনি জয়যুক্ত হউন ; আপনিই এক অদ্ভি-  
 তরূপ হইলেও বহুপ্রকারে পূজনীয় । বায়ু-  
 আদি ত্রয়ী মূর্তির বৈলক্ষণ্য থাকিলেও  
 আপনি অখিলাস্বরূপ । পণ্ডিতেরা আপনা-  
 কেই একমাত্র পুরাণ পুরুষ বলিয়া থাকেন,  
 আপনি আদিত্যবর্ণ ও তমোভগাতীত ;  
 আপনিই এই অখিল-সংসার দেখিতেছেন ও  
 তাহার রক্ষা করিতেছেন এবং আপনিই  
 তাহার সংহারকর্তা ও যোগিগণের আরাধ্য ।  
 আপনিই একমাত্র অস্তরাশ্বা, সকলের দেহে  
 বহুপ্রকারে নিবিষ্ট রহিয়াছেন, অথচ আপনার  
 নিজের কোন বিশেষ দেহাদি নাই ; আপ-  
 নিই আত্মত্ব ও পরমাত্মা এবং কেহ কেহ  
 আপনাকে শিব বলিয়া থাকেন । আপনিই  
 অকর ও পরম পবিত্র ত্রয়, আনন্দরূপ এবং  
 প্রণবাতিধান, আপনি ঈশ্বর, বেদবিৎশ্রেষ্ঠ  
 এবং অশেষবিশেষযতীন ত্র্যয়স্ত্রুব । বেদবিৎ  
 পণ্ডিতেরা ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, হংস, প্রাণ,

প্রজাপতির্ভগবানেকরূপো  
 নীলগ্রীবঃ স্তূয়সে বেদবিজ্ঞিঃ ॥ ১৯৮  
 নারায়ণস্তঃ জগতামনাতিঃ  
 পিতামহস্তঃ প্রপিতামহস্ত ।  
 বেদান্তস্ত্রয়োপনিষৎসু গীতঃ  
 সদাশিবস্তঃ পরমেশ্বরোহসি ॥ ১৯৯  
 নমঃ পরশ্মৈ তমসঃ পরস্তাৎ  
 পরাশ্বনে পঞ্চনবাস্করায় ।  
 ত্রিশক্ত্যতীতায় নিরঞ্জনায়  
 সহস্রশক্ত্যা সনসংস্থিতায় ॥ ২০০  
 ত্রিমূর্ত্যেহনস্তপরাশ্বমূর্তে  
 জগন্নিবাসায় জগন্ময়ায় ।  
 নমো জনানাং হৃদি সংস্থিতায়  
 কবীন্দ্রহারায় নমোহস্ত তুভ্যাম্ ॥ ২০১  
 মুনীন্দ্রসিদ্ধার্চিতপাদপদ্ম  
 ঐশ্বর্য্যধর্ম্মাসনসংস্থিতায় ।  
 নমঃ পরাস্তায় ভবোত্তরায়  
 সহস্রচক্রার্ক সহস্রমূর্তে ॥ ২০২  
 নমোহস্ত সোমায় সুমধামায়  
 নমোহস্ত দেবায় হিরণ্যবাহো ।

মৃত্যু, অস্ত, যজ্ঞ, প্রজাপতি, একরূপ, ভগবান  
 নীলগ্রীব ইত্যাদি নামে আপনার স্তব করিয়া  
 থাকেন । আপনি নারায়ণ, অনাদি, জগতের  
 পিতামহ এবং প্রপিতামহ, বেদান্তস্ত্রয় ও  
 উপনিষদ্ সকলে আপনিই গীত হন ; আপনি  
 সদাশিব এবং পরমেশ্বর । আপনি তমো-  
 ভগাতীত, পরমাত্মা, ত্রিশক্তির অতীত, নির-  
 ঞ্জন, চতুর্দশ-ভুবনাত্মক ও সহস্রশক্ত্যাসন-  
 সংস্থিত, আপনাকে প্রণাম ! ১৯১—২০০ ।  
 আপনি ত্রিমূর্তি, অনন্ত, পরমাত্মমূর্তি, জগন্নি-  
 বাস, জগন্ময় ও কবীন্দ্রহার, আপনি সকলের  
 হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন ; আপনাকে  
 প্রণাম । হে মুনীন্দ্রসিদ্ধার্চিতপাদপদ্ম ! হে  
 সহস্রচক্রার্ক ! হে সহস্রমূর্তে ! আপনি পরাস্ত,  
 ভবোত্তর ও ঐশ্বর্য্যধর্ম্মাসনসংস্থিত ; আপ-  
 নাকে প্রণাম । আপনি সৌম ও সুম্যম,  
 আপনাকে নমস্কার । আপনি হিরণ্যবাহ,

নমোহ'গ্ৰন্থাৰ্কবিলোচনায়

নমোহ'স্বকায়ঃ পতয়ে মূড়ায় ॥ ২০৩

নমোহ'স্ত গুহায় গুহাস্তরায়

বেদান্তবিজ্ঞানবিনিশ্চিতায় ।

ত্রিকালহীনামলধামধারে

নমো মহেশ্বায় নমঃ শিবায় ॥ ২০৪

এবং স্তবঃ স ভগবান্ শূলগ্ৰাদবত্যাৰ্ঘ্য তম্ ।

তুষ্টিঃ প্রোবাচ হস্তাভ্যাং স্পৃষ্ট্বা চ পরমেশ্বরঃ ॥

প্রীতোহহং সৰ্ব্বদা দৈত্য স্তবেনােনে সম্প্রতিম্

সম্প্রাপ্য গাণপত্যং যে সন্নিধানে সঙ্গং বস ।

অবোগাশ্চিন্নসন্দেহো দেবৈবপি সুপূজিতঃ ।

নন্দীশ্বরস্তাভ্যুচরঃ সৰ্ব্বভূতঃ বিবৰ্জিতঃ ॥ ২০৭

এবং ব্যাহৃতমাঞ্জে তু দেবদেবেন দেবতাঃ ।

গণেশ্বরঃ মহাদৈত্যমঙ্ককং দেবসন্নিধৌ ॥ ২০৮

সহস্রসূর্যাসম্ভাষং ত্রিনেত্রং চন্দ্রচিহ্নতম্ ।

নীলকণ্ঠঃ জটামৌলিঃ শূলাসক্তঃ মহাকরম্ ।

দৃষ্ট্বা তং তুষ্টবুর্দৈত্যামাশ্চর্য্যং পরমং গতঃ ।

উবাচ ভগবান্ বিকুর্দেবদেবঃ স্ময়ন্তি ব ॥ ২১০

আপনাকে নমস্কার। আপনি চন্দ্রসূর্য্যায়-  
নেত্র, অধিকাশক্তি মুক্ত; আপনাকে প্রণাম।  
আপনি গুহ, গুহাস্তর, বেদান্তবিজ্ঞানবিনিশ্চিত,  
আপনাকে প্রণাম করি। আপনি ত্রিকালহীন,  
অমলধাম, মহেশ ও শিব; আপনাকে  
প্রণাম। ভগবান্ অঙ্ককের এইরূপ স্তবে  
সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাকে শূলের অগ্র হইতে  
নামাইয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইতে বুলা-  
ইতে বলিলেন,—হে দৈত্য! আমি এক্ষণে  
তোমার এই স্তবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছি।  
এক্ষণে তুমি আমার গাণপত্য লাভ করিয়া  
সৰ্ব্বদা আমার নিকটে বাস কর। তুমি  
সৰ্ব্বভূতবিবৰ্জিত, অবোগ ও ছিন্নসন্দেহ  
হইয়া নন্দীশ্বরের অস্ত্রচর হও এবং দেবগণের  
পূজিত হও। মহাদেব এই প্রকার বলিলে,  
মহাদৈত্য অঙ্কক দেবতাগণের সমক্ষেই সহস্র-  
সূর্য্যাসম্ভাষ, ত্রিনেত্র, চন্দ্রচিহ্ন, নীলকণ্ঠ,  
জটামৌলি, শূলহস্ত, মহাভূজ গণেশ্বররূপে  
পরিণত হইল; তাহা দেখিয়া দেবতাগণ

স্থানে ভব মহাদেব প্রত্যয়ঃ পুরুষো মহান ।

নেকতে জাতিজান্ দোষান্ গৃহীতি চ গুণানপি

ইতীরিতোহথ ভৈরবো গণেশদেবপুত্রবঃ ।

সকেশবঃ সহান্বকো জগাম শঙ্করাভিকম্ ॥ ২১২

নিরীক্য দেবমাগতঃ স শঙ্করঃ সহান্বকম্ ।

সমাধবং সমাতৃকং জগাম নি , তিঃ হরঃ ॥ ২১৩

প্রগৃহ্য পাণিনেশ্বরো ত্রিণ্যলোচনান্বজম্ ।

জগাম যত্র শৈলজা-বিমানমৌশবলতা ॥ ২১৪

বিলোকা সা সমাগতঃ পতিঃ ভবান্তিহারিণম্ ।

উবাচ সাক্ষকং সুখং প্রসাদমঙ্ককং প্রতি ॥ ২১৫

অধান্বকো মহেশ্বরীঃ দদর্শ দেবপার্শ্বগাম্ ।

পপাত দণ্ডবৎ কিতৌ ননাম পাদপদ্ময়োঃ ॥ ২১৬

নমামি দেববল্লভামনাদিমজ্জিহ্বামিমাম্ ।

যতঃ প্রধানপুরুষো নিঃসৃষ্টি ষাঞ্চিলং জগৎ ॥ ২১৭

শার্চ্যাবিত্ত হইয়া তাহার প্রাণসা কারিতে  
লাগিলেন। তখন দেবদেব বিষ্ণু হাসিতে  
হাসিতে ভৈরবকে বলিলেন,—হে মহাদেব!  
একপ পুরুষোচিত প্রভূত মাহাত্ম্য স্বার্থই  
আপনার উপযুক্ত; যেহেতু আপনি আত্ম-  
লোকের দোষ গ্রহণ করেন না, কেবল  
গুণগ্রহণই করিয়া থাকেন। ২০১—১১১।  
গণদেবতাশ্রেষ্ঠ ভৈরব এইরূপ কথিত হইয়া,  
নারায়ণ, ও অঙ্ককের সহিত মহাদেবের  
নিকটে গমন করিলেন। নারায়ণ, অঙ্কক ও  
মাতৃকাগণের সহিত কানটৈজস্বকে আসিতে  
দেখিয়া মহাদেব সুস্থ হইয়াছিলেন। পরে  
মহাদেব ত্রিণ্যাক-ভনয়ের হস্ত ধারণ করিয়া  
শৈলকন্ডা পার্শ্বভী যে বিমানে অবস্থান  
করিতেছেন, তাহাকে তথায় লইয়া গেলেন।  
ভবভূতহারী স্বামীকে অঙ্ককের সহিত সমাগত  
দোষহা ভগবতী অঙ্ককের প্রতি অল্পগ্রহের  
কথা বলিয়াছিলেন। অনন্তর অঙ্কক, মহেশ-  
্বরীকে মহাদেবের পার্শ্ব আশ্রয় করিতে  
দেখিয়া, তাহাদের পাদপদ্মসন্নিধানে ধরনী-  
তলে এই বলিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম করিল,—  
বাহা হইতে প্রকৃতি ও পুরুষের উৎপত্তি  
হইয়াছে এবং যিনি সমস্ত জগৎকে সংহার

বিভাতি তা শিবাসনে শিবেন সাক্ষ্যবান্ ।  
 হিরণ্যয়েতিনির্ঘলে নমামি তাং হিমাভিজাম্ ।  
 বদন্তরাখিলং জগজ্জগন্তি যান্তি সজ্জম্ ।  
 নমামি যত্র তানুগামশেষভেদবর্জিতাম্ ॥২১  
 ন জায়তে ন হীমতে ন বর্ধতে চ তানুমান্ ।  
 নমামি তাং গুণাতিগাং গিরীশপুত্রকামিনাম্ ।  
 কমল দেবি শৈলজে কৃতং যয়া বিমোহিতম্ ।  
 সুরাসুরৈর্নমস্কৃতং নমামি তে পদাঙ্কজম্ ॥ ২২  
 ইখং ভগবতী দেবী ভক্তিনম্রেন পার্শ্বতী ।  
 সংস্রতা দৈত্যপতিনা পুত্রং জগৎসজ্জকম্ ।  
 ততঃ স মাতৃভিঃ সার্কং ভৈরবো ক্রদসন্তবঃ ।  
 জগামাহুজ্ঞয়া শস্তে : পাতালং পরমেস্বরঃ ॥২৩  
 যত্র সা ভামসী বিবেকমূর্তিঃ সংহারকারিকা ।  
 সমান্তে হরিরব্যক্তো নৃসিংহকৃতিরৌশ্বরঃ ॥২৪  
 ততোহনন্তাকৃতিঃ শম্ভুঃ শেখোণি অপুজিতঃ ।  
 কালগ্রিক্রমো ভগবান্ যুযোজ্ঞানমান্তনি ।

করিতেছেন, সেই অনাদি, অদ্বিকল্পা, শিব-  
 বজ্রতা পার্শ্বতীকে প্রণাম করি। অতি নির্ঘল  
 হিরণ্য শিবাসনে যিনি মহাদেবের সহিত  
 শোভা বিস্তার করিতেছেন, সেই হিমালয়-  
 কন্তা পার্শ্বতীকে প্রণাম করি। যিনিই এই  
 সমস্ত জগৎ এবং যাহা ব্যতিরেকে এই  
 সমস্ত জগৎ সংকল্পপ্রাপ্ত হইবে, আমি সেই  
 অশেষভেদবর্জিতা পার্শ্বতী উমাকে প্রণাম  
 করিতেছি।। হাহার জন্ম ও হ্রাস-বৃদ্ধি নাই,  
 সেই গুণাতীতা গিরীশকন্তাকে প্রণাম করি।  
 হে দেবি শৈলজে! আমি মোহিত হইয়া  
 এরূপ আচরণ করিয়াছি, আপনি আমার  
 অপরাধ ক্ষমা করুন; সুরাসুর-নমস্কৃত ভবদীয়  
 পাদপদ্মে আমি প্রণাম করিতেছি। দৈত্য-  
 পতি ভক্তিনম্র হইয়া এইরূপে পার্শ্বতীর  
 স্তব করিলে ভগবতী প্রসন্ন হইয়া, তাহাকে  
 নিজ পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন। তখন কাল-  
 ক্রদসমুদ্ভব পরমেস্বর ভৈরব মহাদেবের অঙ্ক-  
 মহিক্রমে মাতৃকাগণের সহিত পাতালে  
 গমন করিলেন—যেখানে সেই সংহারকারিকা  
 ভামসী নরসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া বিষ্ণু অব-

যুক্ততন্ত্র দেবস্ত সর্বা এবাধ মাতরঃ ।  
 বৃদ্ধিকিতা মহাদেবঃ প্রণম্যাহস্থিলোচনম্ ॥ ২৫  
 মাতর উচুঃ ।

বৃদ্ধিকিতা মহাদেব যমজ্জাতুমর্হসি ।  
 ত্রৈলোক্যং ভক্ষয়িষ্যামো নাতথা তৃপ্তিরস্তি নঃ  
 এতাবচ্ছক। বচনং মাতরো বিস্ময়সন্তবাঃ ।  
 ভক্ষয়াক্কিরে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥  
 ততঃ স ভৈরবো দেবো নৃসিংহবপুষং হরিম্ ।  
 দধৌ নারায়ণং দেবং প্রণম্য চ কৃতাজ্জনিঃ ।  
 উমেশচিহ্নিতং জ্ঞাত্বা কণাং প্রোহরত্বকরিঃ ।  
 বিজ্ঞাপয়ামাস চ তং ভক্ষয়ন্তীক মাতরঃ ।  
 নিবারয়াতু ত্রৈলোক্যং বদীয়া ভগবদ্বিভিঃ ।  
 সংস্রুতা বিষ্ণুনা দেব্যো নৃসিংহবপুষা পুনঃ ।  
 উপত্যক্তুর্মহাদেবং নরসিংহকৃতিং ততঃ ॥ ২৩  
 সংপ্রাপ্য সন্নিধিং বিবেকো সর্কসিংহারকারিকাঃ

স্থিত রহিয়াছেন। তদনন্তর অনন্তাকৃতি  
 ভগবান্ কালগ্রিক্রম, শেখদেব কর্তৃক পুজিত  
 হইয়া নিজের আত্মাকে পরমাত্মার সহিত  
 মিলিত করিয়াছিলেন। ভৈরব যোগে নী-  
 হইলে, সমস্ত মাতৃকাগণ ক্ষুধায় কাতর হইয়া  
 ত্রিলোচন মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলতে  
 লাগিলেন। মাতৃকাগণ কহিলেন, হে মহাদেব!  
 আমরা ক্ষুধায় কাতর, আপনি আজ্ঞা করুন,  
 আমরা সমস্ত ত্রৈলোক্যকেই ভক্ষণ করি;  
 নতুবা আমাদের পরিভাণ্ড হইবে না। বিষ্ণু  
 সমুদ্ভব মাতৃকাগণ এই বাক্য বলিয়া সমস্ত  
 সচরাচর ত্রৈলোক্যকে ভক্ষণ করিতে লাগি-  
 লেন। ২১২—২২৮। তদনন্তর সেই ভৈরবদেব  
 প্রণাম করত কৃতাজ্জনি হইয়া নরসিংহকৃতি  
 নারায়ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন। হরি  
 তাঁহার ধ্যান জ্ঞানিতে পরিয়া কণকালের  
 মধ্যেই তাঁহার অগ্রে প্রোহৃত হইলেন।  
 তখন ভৈরব, হরিকে নিবেদন করিলেন—  
 যে, হে ভগবন্! বদীয়া দেহসমুদ্ভা মাতৃকা-  
 গণ জগৎ ভক্ষণ করিতেছেন। তদনন্তর  
 নরসিংহমূর্তি নারায়ণ মাতৃকাগণকে স্মরণ  
 করিলেন, তাঁহারাত্তৎকালে নরসিংহমূর্তি



প্রদত্তঃ শক্তবে শক্তিঃ ভৈরবায়ান্তিতেজসে ।  
অপভ্রাত্তা জগৎস্থিতিঃ নৃসিংহমতিভৈরবম ।  
কর্ণাদেকত্বমাপন্নং শেবাধিক্যপি মাতরঃ ॥২৩৩  
ঢাঙ্গহার হৃষীকেশো হে ভক্তাঃ শূলপাণয়ে ।  
যে চ মাং সংস্রজ্যন্তীহ পালনীয়ঃ প্রযত্নতঃ ॥২৩৪  
মমৈব মূর্তিরতুলা সর্বসংহারকারিকা ।  
মহেশ্বরান্ধসমুতা ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়িনী ॥ ২৩৫  
অনন্তো ভগবান্ কালো দ্বিধাবস্থা মমৈব তু ।  
তামসৌ রাজসৌ মূর্তিদেবদেবশচতুষ্মুখঃ ॥ ২৩৬  
সৌহৃদং দেবো দুর্বার্থঃ কালো লোকপ্রকালনঃ  
ভক্ত্যগ্নিষ্যামি কল্লাস্তে রৌদ্রেণ নিধিলং জগৎ ॥  
এ সা বিমোহিনী মূর্তিরম নারায়ণাহুয়া ।  
পদোদ্ভিজ্জা জগৎ সর্বং সংস্থাপয়তি নিত্যদা ॥  
এ বিষ্ণুঃ পরমঃ ব্রহ্ম পরমাত্মা পরা গতিঃ ।  
মূলপ্রকৃতিরবাক্তা সদানন্দেতি কথ্যতে ॥ ২৩৯

দেবের সন্নিধান উপস্থিত হইলেন। সংহার-  
ত্রিণী মাতৃকাগণ বিষ্ণুর সন্নিধান উপস্থিত  
হইল। অমিততেজাঃ ভৈরবকে আপনাদের  
বিস্তৃত শক্তি প্রদান করিলেন। তখন মাতৃকা-  
গণ জগৎ প্রস্থিতকর্তা অতিভীষণ সন্ন্যাসিঃ  
সর্পরাজ অনন্তকে এক হইয়া যাইতে  
চলিলেন। তখন হৃষীকেশ শূলপাণিকে  
বলিলেন—যাহারা আমার ভক্ত এবং যাহারা  
আমাকে স্মরণ করে, তাহাদিগকে আমি  
ঈশ্বরপূর্বক রক্ষা করি। মহেশ্বরান্ধসমুতা  
ব্যসংহারকারিকা ভুক্তি-মুক্তিপ্রদায়িনী এই  
তুলা মূর্তি আমারই মূর্তি। ভগবান্ অনন্ত  
কালভৈরব আমারই দুই প্রকার অবস্থা-  
দমাত্র, ইহা আমারই তামসৌ মূর্তি, আর  
দেব চতুষ্মুখ আমার আর এক মূর্তি,  
এ রজোভগোৎপন্ন। এই লোকপ্রকাশন  
নাথ কালরূপ আমিই কল্লাস্তে রৌদ্রে-  
তেজে সমস্ত জগৎকে তপন করিব।  
স্বভগোদ্ভিজ্জা লোকবিমোহিনী যে আমার  
ত্রিণী মূর্তি আছে, তাহাই প্রতিনিয়ত  
জগৎকে পরিপালন করিতেছে। সেই  
ই পরমব্রহ্ম পরমাত্মা, পরা গতি, মূলপ্রকৃতি

ইত্যেবং বোধিতা দেবো বিষ্ণুনা বিষ্ণুমাতরঃ  
প্রপেদিরে মহাদেবঃ তমেব শরণং পরম ॥ ২৪০  
এতচ্চ কথিতং সর্বং মদ্বাক্তকনিমুদনম্ ।  
মাহাত্ম্যং দেবদেবশ্চ ভৈরবস্তামিতোজনঃ ॥২৪১  
ইতি জীকৌশ্যে মহাপুরাণে পূর্বভাগে দক্ষ-  
সুতাবংশকৌর্তনে ষোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬

সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অন্যকে নিগৃহীতে বৈ প্রজ্ঞানস্ত মহাত্মনঃ ।  
বিরোচনো নাম বলী বভূব নৃপাণিঃ সূতঃ ॥ ১  
দেবান্ জিত্বা স দেবেভ্যোন বহুনা ধ্যান মহাসুরঃ ।  
পালয়ামাস ধ্যেয়ৈ তৈলোক্যং সমুদারম্ ॥ ২  
তৈশ্চৈবঃ বর্তমানস্ত কদাচিৎক্ষিণুচোদিতঃ ।  
সনৎকুমারৌ ভগবান্ পুরং প্রাপ্য মহামুনিঃ ॥ ৩  
দৃষ্ট্বা সিংহাসনগতো ব্রহ্মপুত্রঃ মহাসুরঃ ।

অব্যক্ত ও সদানন্দ বলিয়া কথিত হন।  
বিষ্ণুসমুদ্ভূত মাতৃগণ বিষ্ণুকর্তৃক এইরূপে  
প্রবোধিত হইয়া, সেই মহাদেবেরই শরণ  
গ্রহণ করিলেন। আমি অন্তকবিনাশের সমু-  
দায় বিবরণ ও অমিততেজা ভৈরবের মাহা-  
ত্ম্যের কথা আপনাদের নিকটে সম্পূর্ণরূপে  
কৌর্তন করিলাম। ২২৯- ২৪১।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

সপ্তদশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন ;—অন্যকে নিগৃহীত হইলে, ~~অন্য~~  
মহাত্মা প্রজ্ঞাদের পুত্র, বলবান্ মহাপুর বিরো-  
চন রাজা হইয়াছিলেন এবং ইন্দ্রাদি সমস্ত  
দেবগণকে জয় করিয়া স্বয়ং ধর্ম্মানুসারে  
অনেক বৎসর পর্য্যন্ত এই সমুদায় জিত্বেন  
পালন করিয়াছিলেন। একদা কোন সময়ে  
মহামুনি সনৎকুমার বিষ্ণুর আদেশক্রমে  
এ অসুখমাজের পুরে আগমন করিলেন।

প্রহ্লাদমন্ত্রঃ বুদ্ধঃ প্রণম্যাহ পিতামহম্ ॥ ২৯ ॥  
বলিরবাচ ।

পিতামহ মগপ্রাজ্ঞ জায়ন্তেহংসুপেহধুনা ।  
কিসুংপাতা তবেং কার্যামন্মাকং কিংনিমিত্তকাঃ ।  
নিশম্য তন্ত বচনং চিরং ধ্যাত্বা মতানুরঃ ।  
নমস্তু ত্য হৃদ্যকেশমিহং বচনমব্রবীৎ ॥ ৩১ ॥  
প্রহ্লাদ উবাচ ।

যো যজ্ঞৈরিজ্যতে বিস্ময়ন্ত সৰ্বমিদং জগৎ ।  
দধারানুরূপার্থঃ মাতা তং ত্রিদিবোকসাম্ ॥ ৩২ ॥  
যস্মাদভিন্নং সকলং ভিদ্ভাতে যোহবিলাদপি ।  
স বাসুদেবো দেবানাং মাতৃদেহং সমাবিশৎ ॥  
ন যন্ত দেবা জানন্তি স্বরূপং পরমার্থতঃ ।  
স বিস্ময়দিত্তেদেহং শ্বেচ্ছয়ান্য সমাতি-  
যস্মান্তবন্তি ভূতানি যত্র সংস্র- ৥ ৩৭ ॥ ৩৪ ॥  
সোহবতীর্ণো মহাযোগী ॥ ৩৫ ॥  
ন বদ্য বিদ্যতে - ॥ পুরাণপুৰুষো হরিঃ ॥ ৩৬ ॥  
নামজাত্যাদিপরিব্রজন ।

সত্তামাজ্ঞারূপোহসৌ বিস্ময়জনন জায়তে ॥ ৩০ ॥  
যন্ত সা জগতাং মাতা শক্তিভক্ত্যধারিনী ।  
মায়া ভগবতী লক্ষ্মীঃ সোহবতীর্ণো জনার্দনঃ ॥  
যন্ত সা তামসী মূর্তিঃ শক্ত্যো রাজসী তম্বুঃ ।  
ব্রহ্মা সজ্জায়তে বিস্ময়শেটনৈকেন সৰ্বমুক্ ॥ ৩৮ ॥  
ইতি সাক্ষ্য গোবিন্দং ভক্তিন্মেঘে চেতস- ॥ ৩৯ ॥  
তমেব গচ্ছ শরণং ততো যাস্তসি - ॥ ৪০ ॥  
ততঃ প্রহ্লাদবচনাদ্ভলিট- ॥ ৪১ ॥  
জগাম শরণং বি- ॥ ৪২ ॥  
কালে - ॥ ৪৩ ॥  
মহাবিকুং দেবানাং হর্ষবর্জম্ ॥ ৪৪ ॥  
কন্তুপাটিনং দেবমাতাদিতিঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৫ ॥  
চতুর্ভুজং বিশালাকং ত্রীবৎসাক্তিবকসম্ ।  
নৌলমেঘপ্রতীকাশং ভ্রাজমানং শ্রিয়া বৃতম্ ॥ ৪৬ ॥  
উপতন্তুঃ সুরাঃ সর্কসিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ চারণাঃ ।  
উপেল্লমিল্লপ্রমুখা ব্রহ্মা চর্ষিগণৈর্নরতঃ ॥ ৪৭ ॥  
কৃতোপনয়নো বেদানদ্যোষ্ট ভগবান্ হরিঃ ।

করত ভয়বিহ্বল হইয়া পিতামহ বুদ্ধ অনুর  
প্রহ্লাদকে প্রণাম করিয়া সমস্ত নিকেন  
করিলেন । বলি কহিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ  
পিতামহ! এক্ষণে আমাদিগের পুরীতে কি  
নিমিত্ত ঘোর উৎপাত সকল উপস্থিত হই-  
তেছে এবং সেই জন্ত আমাদেরই বা কি করা  
উচিত? ২১—৩০। মহানুর প্রহ্লাদ বলির  
বাক্য শ্রবণপূর্বক বহুক্ষণ ধ্যান ও নারায়ণকে  
প্রণাম করিয়া এই কথা বলিলেন,—যজ্ঞে  
সাহার পূজা করা হয় এবং এই সমস্ত জগৎ  
সাহার সৃষ্টি, সেই নারায়ণকে অনুরনিধনের  
জন্ত দেবমাতা গর্ভে ধারণ করিয়াছেন ।  
মায়া হইতে সমস্ত অস্তিত্ব অথচ যিনি সমস্ত  
হইতে পৃথক সেই বাসুদেব দেবমাতার  
গর্ভে আশ্রয় করিয়াছেন । দেবতারাও  
পরমার্থতঃ সাহার স্বরূপ বুঝিতে পারেন না  
সেই বিষ্ণু স্ব-ইচ্ছায় সস্ত্রিতি অদিতির  
দেহে প্রবেশ করিয়াছেন । বাহ্য হইতে  
সমস্ত ভূতের সৃষ্টি হইয়াছে, আবার সমস্ত  
ভূত সাহাতেই বিলীন হইবে, সেই মহাযোগী  
পুরাণপুৰুষ যদি অবতীর্ণ হইয়াছেন, সাহাতে

নাম বা জাত্যাতির পরিব্রজন নাই, সেই  
সত্তামাত্র আশ্রুপী বিষ্ণু অংশরূপে জন্ম  
গ্রহণ করিলেন । তদুপাধিষ্টি জগন্মাতা  
ভগবতী লক্ষ্মী সাহার মায়া বা শক্তি, সেই  
জনার্দন অবতীর্ণ হইয়াছেন । সাহার তামসী  
মূর্তি শক্তর এবং রাজসী মূর্তি ব্রহ্মা, স্বয়ং  
সবমূর্ত্তধর সেই বিষ্ণুই এক অংশে জন্ম  
গ্রহণ করিতেছেন । ভক্তিন্মেঘে নারায়-  
ণকে এইরূপে ধ্যান করিয়া, তাঁহারই  
শরণ গ্রহণ কর, তাঁহা হইতেই নির্কৃতি লাভ  
করিলে । তদনন্তর বৈরোচনি বলি প্রহ্লাদের  
বাক্যে হরির শরণ গ্রহণ করিলেন এবং  
ধর্ম্মানুসারে বিশ্বরাজ্য পালন করিতে লাগি-  
লেন । ৩১—৪০। দেবমাতা অদিতি কন্তুপের  
ওরমে গর্ভধারণ করিয়া, যথাসময়ে দেবতা-  
দিগের হর্ষবিবর্জন, চতুর্ভুজ, বিশালাক, ত্রীবৎ-  
সাক্তিবকসঃ, নৌলমেঘসমপ্রভ, দৌণ্ডমান,  
ত্রিভুজ মহাবিকুকে প্রসব করিলেন । তখন  
ঋষিগণপরিবৃত্ত ব্রহ্মা ও ইন্দ্রাদি দেবগণ এবং  
সিদ্ধ, সাধ্য ও চারণেরা, উপেল্লমিল্লধানে  
আগমন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়া-

সদাচারঃ ভরদ্বাজাং ত্রিলোকায় প্রদর্শয়ন ॥ ৪৪  
এবং লৌকিকং মার্গং প্রদর্শয়তি স প্রভুঃ ।  
স যৎপ্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ৪৫  
ভক্তঃ কালেন মতিমান্ বলিবৈরোচনিঃ স্বয়ম্ ।  
যজ্ঞৈর্ধ্বজৈঃস্বয়ং বিষ্ণুর্ভজামাস সর্বগম্ ॥ ৪৬  
ব্রাহ্মণান্ পূজয়ামাস দত্তা বহুতরং ধনম্ ।  
ব্রহ্মর্ষয়ঃ সমাজগুর্ভজবাতঃ মহাশ্বতঃ ॥ ৪৭  
বিজ্ঞায় বিষ্ণুর্ভগবান্ ভরদ্বাজপ্রচোদিতঃ ।  
আত্মায় বামনং রূপং যজ্ঞদেশমখাগমৎ ॥ ৪৮  
কৃষ্ণাজিনোপবীতাক্রমাসাঢ়েন বিয়াজিতঃ ।  
ব্রাহ্মণো জটিলো বেদাহুদিগবান্ সূমহাহুতিঃ ॥  
সম্প্রাপ্যাস্থররাজস্ত সগৌপং ভিক্ষুকো হরিঃ ।  
স্বপাদৈবিমিতং (ক) দেশমযাচত বলিং ত্রিভিঃ ॥  
প্রক্ষাল্য চরণৌ বিষ্ণোর্বলির্ভাবসমবিতঃ ।

ছিলেন। তৎপরে ভগবান্ হরি, ত্রিভুবনের  
সকলকে সদাচার শিখাইবার জন্ত, যথাকালে  
উপনীত হইয়া ভরদ্বাজ মুনির নিকটে বেদ  
সমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। প্রভু এই-  
রূপেই সকলকে লৌকিক মার্গ সকল প্রদর্শন  
করিয়া থাকেন। তিনি যাঁহা করেন তাঁহাই  
প্রমাণ এবং লোকে তাঁহারই অনুকরণ করে।  
তদনন্তর কোন সময়ে মতিমান্ বৈরোচনি বলি  
স্বয়ং যজ্ঞ করিয়া, সর্বব্যাপী যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর  
অর্চনা করিয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞে তিনি  
ব্রাহ্মণদিগকে বহুতর ধন দিয়া পূজা করিতে  
জাগিলেন, তাহাতে ব্রহ্মর্ষগণ সকলেই মহাশ্বা  
বলির যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন। অন-  
ন্তর ভগবান্ বিষ্ণু, ভরদ্বাজের আদেশে বামন-  
রূপ ধারণ করিয়া, বলির যজ্ঞভূমিতে গমন  
করিলেন। তাঁহার সঙ্গে কৃষ্ণাজিনোপবীত  
এবং হস্তে পলাশদণ্ড শোভা পাইতে লাগিল।  
জটিল ও মহাহুতিসম্পন্ন ভগবান্ হরি বেদমন্ত্র  
গান করিতে করিতে ভিক্ষুবেশে অস্থর-  
রাজের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং নিজের  
পাদত্বয়পরিমিত স্থানমাত্র ভিক্ষা করিলেন।

আচাময়িত্বা ভৃঙ্গারমানায় স্বর্ণনির্মিতম্ ॥ ৪১  
দান্তে তথৈদং ভবতে পদত্বয়ং  
প্রীণাতু দেবো হরিরব্যয়াকৃতিঃ ।  
বিচিন্ত্য দেবস্ত করাগ্রপল্লবে  
নিপাতয়ামাস সুনীতলং জলম্ ॥ ৪২  
বিচক্রেমে পৃথিবীমেষ চৈত-  
মখাস্তরীক্ষঃ দিবমানিদেবঃ ।  
ব্যাপেতরাগং দিত্তিজৈঃস্বয়ং তং  
প্রবর্তুকাঃ শরণং প্রপন্নম্ ॥ ৪৩  
আক্রম্য লোকত্বয়ীশপাদঃ ১-  
প্রাজাপত্যাদব্রহ্মলোকং জগাম ॥  
প্রণেশ্বাদিত্যমুখাঃ সুরেশ্বা  
যে তত্র লোকে নিবসন্তি সিদ্ধাঃ ॥ ৪৪  
অধোপতন্তে ভগবান্নাদিঃ  
পিতামহস্তোষয়ামাস বিষ্ণুম্ ।  
ভিষ্মা তদগুপ্ত কপালমূৰ্ধঃ  
জগাম বারাবরণানি (খ) ভূয়ঃ ॥ ৪৫

৪১—৪০। ভক্তিসমবিত বলি রাজা, স্বর্ণময়  
ভৃঙ্গার লইয়া বিষ্ণুর পাদ প্রক্ষালন করিয়া  
দিলেন। পরে আচমনান্তর “আমি আপ-  
নাকে এই ত্রিপাদপরিমিত প্রদেশ দান করিব”  
বলিয়া, “অব্যয়াকৃতি ভগবান্ হরি প্রসন্ন  
হউন” এইরূপ চিন্তাপূরক ভগবানের করাগ্র-  
পল্লবে সুনীতল জল প্রক্ষেপ করিলেন।  
অনন্তর ভগবান্ আদদেব, সেই শরণাগত  
দৈত্যরাজকে ভোগা বিষয়ের প্রীতি কীর্ণা-  
রাগ করিবার মানসে, এই পৃথবী, অস্তরীক্ষ ও  
হ্যলোকে পাদাবক্ষেপ করিলেন। ভগবানের  
চরণ লোকত্বয়কে আক্রমণ করত প্রজাপতি-  
লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্যন্ত গমন করিল;  
আদিত্যপ্রমুখ দেবগণ ও সিদ্ধগণ, ঋতারা  
সেখানে বাস করিতেন, সকলেই তাঁহার  
চরণে প্রণাম করিলেন। অনন্তর ভগবান্  
অনাদি পিতামহ উপাসনাপূরক নারায়ণের  
সন্তোষবিধান করিতে লাগিলেন; তথাপি

(ক) ক্রমিক্রমিতি বা পাঠঃ

(খ) দিব্যভরণোহধেতি কচিৎ পাঠঃ

অখাণ্ডেন্দ্রাশিপাত নীতলঃ  
মহাজলঃ তৎ পুণ্য কৃতিত্ব কুটম্ ।  
প্রবর্তিতা চাপি সরিষয়া সা  
গন্ধেত্যাভা ব্রজাণা বোমসংস্থা ॥ ৫৬  
গম্বা মহাস্তঃ প্রকৃতিং ব্রজাযোনিং  
ব্রজাণমেকং পুরুষং বিশ্বযোনিম্ ।  
অতিষ্ঠদীপস্ত পদং তদবায়ং  
কুটী দেবাস্তত্র তত্র অবস্ত ॥ ৫৭  
আলোকা তৎ পুরুষং বিশ্বকায়ং  
মহান বলভক্তিযোগেন বিশ্বম্ ।  
ননাম নারায়ণমেকমবায়ং  
স্বভেতসা যঃ প্রণমস্ত বেষাঃ ॥ ৫৮  
ভমত্রবীভগবানাদিকর্তঃ  
কুটী পুনবামনো বাসুদেবঃ ।  
মমৈব দৈত্যবিপত্তেহুদেন্দ্র  
লোকত্রয়ং ভবতা ভাবদত্তম্ ॥ ৫৯  
প্রণম্য যুক্তা পুনরেব দৈত্যা  
নিপাতয়ামাস জলং করাগ্রে ।

সেই অণ্ডের উর্দ্ধকমাল ভেদ করত উগ্ৰ  
আবরণ-জলপর্ষাস্ত চলিয়া গেল। অনন্তর সেই  
অণ্ড ভিন্ন হওয়ায় পুণ্যজনকুটী সেই সুশীতল  
মহাজল নিগালিত হইল এবং সেই জল বোম-  
সংস্থ প্রবর্তিত হইলে, ব্রজা তাহাকেই সরি-  
ষয়া গঙ্গা বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।  
ভগবানের চরণ বিশ্বযোনি পুরুষাভিষেক ব্রজ-  
কুটী মহদাবরণ ও পরে ব্রজাযোনি প্রকৃতা-  
বরণ পর্যাস্ত ঘাইয়া অবস্থান করিল। সেট  
সেই স্থানান্তর দেবতারা সেই অবায়পদ-দর্শনে  
ভীহার স্তব করিতে লাগিলেন। বেষাবিৎ  
পতিভেরা একান্ত চিন্তে যে আশ্চিত্রীয় অবায়  
পুরুষ নারায়ণকে প্রণাম করিয়া থাকেন,  
মহান বল সেই পুরুষকে বিশ্বকায় বিশ্বরূপে  
দর্শন করিয়া ভক্তিযোগসঙ্কারে প্রণাম করি-  
লেন। ভগবান আদিকর্তা বাসুদেব পুনরায়  
বাধনকণ ধারণ করিয়া তাহাকে বলিলেন, —  
হে দৈত্যপতি! এই লোকত্রয় একেণ আমা-  
রই, তুমি ভক্তিপূর্বক আমাকে ইহা দান

দান্তে তবান্মনমনস্তথায়ৈ  
ত্রিবিক্রয়াম্যমিতবিক্রয়ায় ॥ ৬০  
প্রগৃহ্য সুনোরপি সস্ত্রানস্তঃ  
প্রহ্লাদসুনোরথ শম্বপাণিঃ ।  
জগাদ বস্ত্রং জগদস্তরাশ্বা  
পাতালমূলঃ প্রবেশেতি ভূয়ঃ ॥ ৬১  
সমাস্ততাং ভবতা তত্র নিতাং  
ভূক্ষা ভোগান দেবতানামলভান্ ।  
ধ্যায়স্ব মাং সততং ভক্তিযোগাৎ  
প্রবেক্ষ্যসে কল্পদাহে পুনর্ভাম্ ॥ ৬২

উক্রেবঃ দৈত্যানিঃতং তং বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমঃ ।  
পুৰন্দরায় ত্রৈলোকাঃ দদৌ জিহ্বাকরক্রমঃ ॥ ৬৩  
সংস্কারস্ত মহাযোগঃ সিদ্ধা দেবর্ষি করবঃ ।  
একো শক্ৰোহথ ভগবান কুস্মাদিত্যমরুদগণাঃ ॥  
কটৈত্তদভূতং কস্মৈ বিশ্ববামনরূপযুক্ ।  
পশুতামেব সমেষাঃ তত্রৈনাস্তবধীয়ত ॥ ৬৪

করিয়াছ। দৈত্যপতি পুনরায় মস্তক অবনত  
করিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,  
আপনি অনন্তরামা, ত্রিবিক্রম ও অনন্ত-  
বিক্রম, আমি আপনাকে আত্মসমর্পণ করি-  
লাম, এই বালিতে বালিতে ভীহার করা-  
পক্ষে পুনর্বার জল প্রদান করিলেন। ৫১—  
৬০। অনন্তর জগদস্তরাশ্বা শম্বপাণি, প্রহ্লাদ-  
পৌত্রের দান গ্রহণ করিয়া তাহাকে আবার  
বলিলেন,—তুমি পাতালমূলে প্রবেশ কর।  
তুমি সেখানে দেবগণের অলভ্য ভোগ-সুখ  
শাস্ত্রভব করত ভক্তিযোগ সহবারে সতত  
আমার ধ্যাননিরত হইয়া সর্বদা বাস কর।  
পরে কল্পাবসানে আবার আমাতেই প্রবেশ  
লাভ করবে। উক্রেম, জয়শীল, সত্যপরা-  
ক্রম বিষ্ণু, দৈত্যানিকে এই কথা বলিয়া  
ইন্দ্রকে ত্রৈলোকা দান করিলেন। ভগবান  
একো কদ ও আদিত্যপ্রমুগ দেবগণ এবং  
দেবর্ষি, সিদ্ধ ও কিরুরেরা মহাযোগী বাসু-  
দেবের স্তব করিতে লাগিলেন। বাধনকণ-  
ধারী বিষ্ণু, এই অদ্ভুত কার্য্য করিয়া সকলের  
সমক্ষেই সেই স্থানে অধিষ্ঠিত হইলেন।

সোহপি ভাবঃ শ্রীমান পাতালঃ প্রাপ

নোদিতঃ ।

প্রহ্লাদেনাপ্রববরৈবিকৃতভক্ত তৎপরঃ । ৬৬ ॥

অপূচ্ছবিষ্ণুমাহাত্ম্যং ভক্তিযোগমহুতমম্ ।

পূজাবিধানং প্রহ্লাদং তদাহান্ত চকার সঃ । ৬৭

অথ রথচরণাজ্ঞাপাণিঃ

সন্নিসিদ্ধলোচনমৌশমপ্রমেয়ম্ ।

শরণমুপযযৌ স ভাবযোগাৎ

প্রণয়গতিং প্রণিধায় কৰ্ম্মযোগম্ । ৬৮

এষ বঃ কথিতো বিপ্রা বামনস্ত পরাক্রমঃ ।

স দেবকাধ্যাপি সদা করোতি পুরুষোত্তমঃ । ৬৯

ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে পূর্বভাগে দশ-

মুতাবঃশাস্ত্রকীর্তনে ত্রিবিজ্ঞমচরিতঃ নাম

সপ্তদশোধ্যায়ঃ । ১৭ ॥

অষ্টাদশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বলেঃ পুত্রশতস্রাসীয়াবলপরাক্রমম্ ।

তেষাং প্রধানো দ্ব্যতিমান বাণো নাম মহাবলঃ

সোহতীব শত্রে ভক্তো রাজা রাজ্যমপালয়ৎ

ত্রৈলোক্যং বশমানীয়া বাধয়ামাস বাসবম্ । ২

ততঃ শক্রাদয়ো দেবা গচ্ছোচুঃ কৃষ্টিবাসসম্ ।

অদৌয়ো বাধতে হস্মান বাণো নাম মহানুরঃ । ৩

ব্যাহৃতো দৈবতৈঃ সর্ষৈর্দেবদেবো মহেশ্বরঃ ।

দদাহ বাণস্ত পুরঃ শরৈর্নৈকেন লীলয়া । ৪

দহয়ানে পুরে ভস্মিন বাণো ক্রয়ঃ ত্রিশূলিনম্

যযৌ শরণমীশানং গোপতিং নীললোহিতম্ । ৫

মূর্ছভাণায় তল্লিঙ্গং শান্তবঃ রাগবর্জিতঃ ।

নির্গত্য তু পুরাৎ তস্মাৎ তুটীব পরমেশ্বরম্ । ৬

সংভৱে ভগবানীশঃ শত্রুরো নীললোহিতঃ ।

গাণপত্যেন বাণং তং যোজয়ামাস ভাবতঃ । ৭

অষ্টাদশ অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন,—বলি রাজার মহাবল-  
পরাক্রম একশত পুত্র ছিল, দ্ব্যতিমান মহাবল  
বাণই তাহাদের প্রধান। শত্রুরের অতিশয়  
ভক্ত, বাণ রাজা রাজ্যপালনকালে ত্রিশূলবনকে  
স্ববশে আনয়ন করিয়া ইন্দ্রকেও শীড়ন করিয়া-  
ছিল। তদনন্তর ইন্দ্রাদি দেবগণ মহাদেয়ের  
নিকটে গমন করিয়া বলিলেন যে, আপনার  
ভক্ত মহানুর বাণ আমাদিগকে অতিশয়  
শীড়ন করিতেছে। দেবদেব মহেশ্বর, দেব-  
গণও তঁর এইরূপ কাণ্ডে হইয়া, অবলীলাক্রমে  
একটা শরণধারা বাণের পুরী দণ্ড করিয়া  
দিলেন। নিজের পুরী দণ্ড হইতেছে দেখিয়া  
বাণ রাজা, ত্রিশূলধারী গোপতি নীললোহিত  
ঈশানের শরণাপন্ন হইল এবং স্বয়ং রাগ-  
বর্জিত হইয়া লিঙ্গ মন্ডকে স্থাপনপূর্বক সেই  
পুরীর বাহিরে গমন করিয়া, মহাদেবের ভক্ত  
করিতে লাগিল। ভগবান পরমেশ্বর নীল-  
লোহিত শত্রু, বাণের ভবে সন্তুষ্ট হইয়া,  
তাহাকে দেহভরে নিজের গাণপত্য পদে

বিকৃতংপর দৈত্যপতি শ্রীমান বলি, প্রহ্লা-  
দের অমুমতি লইয়া অনুরোক্তগণের সহিত  
পাতালে গমন করিলেন। তৎকালে বলি  
রাজা প্রহ্লাদকে উত্তম ভক্তিযোগ, বিষ্ণু-  
মাহাত্ম্য ও পূজাবিধান শ্রদ্ধাসা করিলেন।  
প্রহ্লাদ যেরূপ বলিলেন, তিনিও তদনুরূপ  
করিতে লাগিলেন। অনন্তর বলি রাজা  
প্রণয়গতি কৰ্ম্মযোগ প্রণিধান করিয়া, ভক্তি-  
সংকারে চক্রোজ্ঞাপাণি, পদ্মনেত্র, অপ্রমেয়,  
ভগবান বিষ্ণুরই আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হে  
বিপ্রগণ! আমি আপনাদের নিকটে বামনের  
পরাক্রম কীর্তন করিলাম; সেই পুরুষোত্তম  
নারায়ণ সর্বদাই দেবকার্য্য সকল সমাধা  
করিতেছেন। ৬১—৬৯।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । ১৭ ।

ଅଧିବକ ନନୋଃ ପୁତ୍ରାନ୍ତାରାନ୍ୟାନ୍ତାତିତୀୟାଃ ।  
 ତାରନ୍ତଥା ଧବରନ୍ତ କମିନଃ ଧବରନ୍ତଥା ।  
 ଶର୍ତ୍ତାହୁର୍ବ୍ୟବର୍ତ୍ତା ଚ ପ୍ରାଧ୍ୟାନ୍ତେନ ପ୍ରକୃତିତାଃ ॥ ୮  
 ଭୂରସାୟାଃ ସହସ୍ର ଶର୍ମାମଭବାଦ୍ଭଜାଃ ।  
 ଅନେକଶିରସାଃ ତତ୍ତ୍ୱ ଶ୍ରେୟାଣାଃ ମହାଶୟାମ୍ ॥ ୯  
 ଅଗ୍ନିଷ୍ଠା ଜନସାୟାମ୍ ଗନ୍ଧର୍ବୀଣାଃ ସହସ୍ରକମ୍ ।  
 ଅନନ୍ତାନ୍ତା ମହାନାଗାଃ କାଢ଼ବେଶାଃ ପ୍ରକୃତିତାଃ ॥  
 ତାମ୍ରା ଚ ଜନସାୟାମ୍ ଷଟ୍ କନ୍ତା ବିଜ୍ରପୁତ୍ରବାଃ ।  
 ଚକ୍ରୀଃ ଶ୍ରେଣୀକ ତାମ୍ରୀକ ମୁଦ୍ରୀବୀଃ ଗୁପ୍ତିକାଃ ତଚ୍ଚିମ୍ ।  
 ଗାନ୍ଧର୍ବୀ ଜନସାୟାମ୍ ମୁରତିର୍ମହିଷୀନ୍ତଥା ।  
 ଇହା ବୁଦ୍ଧତାବନ୍ନୀ-ତୁଳଜାତୀୟାଃ ଶର୍ମାଃ ॥ ୧୦  
 ଧନା ବୈ ଶବ୍ଦ-ରକ୍ତାଂଶି ସୁନିରମ୍ପମନ୍ତଥା ।  
 ରକ୍ତୋଗମଃ କ୍ରୋଧବଶା ଜନସାୟାମ୍ ସନ୍ତପାଃ ॥ ୧୧  
 ବିନତାୟାଃ ପୁତ୍ରୋ ଯୋ ପ୍ରାଧ୍ୟାନ୍ତୋ ଗରୁଡ଼ାକ୍ରମୋ  
 ତତ୍ତ୍ୱୋଽଂଶ ଗରୁଡ଼ୋ ଧୀମାନ୍ ତପନ୍ତଥା ମୁଦ୍ରଚରମ୍ ।  
 ପ୍ରସାଦାଞ୍ଜୁଳିନଃ ପ୍ରାଣ୍ଡୋ ବାହନନ୍ତଃ ହରେଃ ଅସ୍ତମ୍ ।  
 ଆମାୟା ତପସା ଦେବଃ ମହାଦେବଃ ତଥାକ୍ରମଃ ।

ସଂଯୋଜିତ କରିଲେ । ଏହିରୂପ ନୟନ ପୁତ୍ରଗଣ  
 ତାହାଦିଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୀଷଣ ହେଉଥିଲେ, ତାହାଦେଇ  
 ଯଥା ତାର, ଧବର, କମିନ, ଧବର, ଶର୍ତ୍ତାହୁ ଏବଂ  
 ବୁଦ୍ଧବର୍ତ୍ତାହି ପ୍ରାଧାନ ବାରିଆ ପରିଗଣିତ । ହେ  
 ବିଜ୍ରଗଣ ! ଭୂରସାର ଗର୍ଭେ ମହାନ୍ତା, ଅନେକ-  
 ମନ୍ତକ ଶ୍ରେୟାଣାଃ ସହସ୍ର ଗନ୍ଧର୍ବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିଲେ ।  
 ଅଗ୍ନିଷ୍ଠାର ଗର୍ଭେ ସହସ୍ର ଶର୍ମାଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥା-  
 ଥିଲେ । ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅନନ୍ତାଦି ମହାନାଗେରା କଞ୍ଚୁର  
 ସନ୍ତାନ । ୧—୧୦ । ହେ ବିଜ୍ରଗଣ ! ଚକ୍ରୀ,  
 ଶ୍ରେଣୀ, ତାମ୍ରୀ, ମୁଦ୍ରୀବୀ, ଗୁପ୍ତିକା ଏବଂ ତଚ୍ଚିମ୍  
 ନାମେ ଛଅଟି କନ୍ତାକେ ତାମ୍ରା ପ୍ରସବ କରିଥା-  
 ଥିଲେ । ଗାନ୍ଧୀ ଓ ମହିଷାସୁରକେ ମୁଦ୍ରାତି  
 ପ୍ରସବ କରିଥାହିଲେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧ, ଲତା, ବନ୍ନୀ ଓ  
 ତୁଳଜାତି ସମସ୍ତ ଇହା ହେତେ ଉତ୍ପନ୍ନ । ହେ  
 ସନ୍ତମ ସୁନିଗମ ! ଧନା ଶବ୍ଦ-ରକ୍ତୋଗମକେ, ସୁନି  
 ଅମ୍ପରାଦିଗକେ ଏବଂ କ୍ରୋଧବଶା ରାକ୍ତସଗମକେ  
 ପ୍ରସବ କରିଥାହିଲେ । ବିନତାର ଗର୍ଭେ ଗରୁଡ଼  
 ଓ ଅକ୍ରମ ନାମେ ପ୍ରାଧ୍ୟାନ୍ତ ହେଉ ପୁତ୍ର ଜାୟିଥାହିଲେ ।  
 ତାହାର ଯଥା ଧୀମାନ୍ ଗରୁଡ଼ ମୁଦ୍ରଚର ତପନ୍ତା  
 କରିଥା ମହାଦେବେଇ ପ୍ରାଣ୍ଡେ ନରାୟଣେଇ ବାସନ୍

ସାରଥ୍ୟେ କରନ୍ତିତଃ ପୂର୍ବଃ ପ୍ରୀତେନାର୍କତ୍ତ ଧବୁରା ॥ ୧୧  
 ଏତେ କଞ୍ଚୁରମାୟାମାଃ କୃତିତାଃ ହାପୁଜନମାଃ ।  
 ବୈବସ୍ବତେହନ୍ତରେ ହସ୍ମିନ୍ ମୁଦ୍ରତାଃ ପାପନାଶନାଃ ।  
 ମନ୍ତବିଂଶତାଃ ପ୍ରୋକ୍ତାଃ ସୋମପତ୍ରାଂଶୁତାଃ  
 ଅଗ୍ନିଷ୍ଠିନେମିମନ୍ତ୍ରୀନାମପତ୍ରାଣାଃ ହନେକଃ ॥ ୧୨  
 ବହୁପୁତ୍ରାଂଶୁ ବିହସ୍ବତସ୍ବାରୋ ବୈଦ୍ୟତାଃ ସ୍ବତାଃ ।  
 ତତ୍ତ୍ୱଦ୍ଭିରସଃ ପୁତ୍ରା ଶ୍ବସରୋ ବ୍ରହ୍ମସଂକ୍ରତାଃ ॥ ୧୩  
 କୁଶାବନ୍ତ ତୁ ଦେବର୍ଷେର୍ଦେବଃ ପ୍ରହରଣଃ ମୁତଃ ।  
 ଏତେ ଯୁଗସହସ୍ରାନ୍ତେ ଜାୟନ୍ତେ ପୁତ୍ରେବ ହି ।  
 ମହନ୍ତରେଷୁ ନିୟତଃ ତୁଲ୍ୟାକାର୍ଯ୍ୟୋଃ ସ୍ବନାମତିଃ ॥ ୧୪  
 ଇତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣେ ମହାପୁରାଣେ ପୂର୍ବତାମ୍ବୁଜ-  
 ମୁତାବଂଶାଦ୍ଧକୃଷ୍ଣନଂ ନାମାଷ୍ଟାଦଶୋଧ୍ୟାୟଃ ।

ହେଉଥିଲେ ଏବଂ ଅକ୍ରମ ଓ ତପନ୍ତାଦିମା ମହା-  
 ଦେବେଇ ଆରାଧନା କରିଲେ, ମହେଶ୍ବର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଆ  
 ତାହାକେ ମୁଦ୍ରାତର ସାରଥ୍ୟେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥାହିଲେ ।  
 ହେ ସୁନିଗମ ! ଏହି ବୈବସ୍ବତ କଲେ ଏହି ସକଳ  
 ହାବର ଓ ଜନ୍ମକଞ୍ଚୁର-ମାୟାଦିଗେଇ ବିବରଣ  
 କୃଷ୍ଣନ କରିଥାୟ, ଇହା ଅବନ କରିଲେ ପାପନାଶ  
 ହୟ । ହେ ମୁଦ୍ରତ ସୁନିଗମ ! ମନ୍ତବିଂଶତି ଚନ୍ଦ୍ର-  
 ପତ୍ରୀର ମନ୍ତବିଂଶତି ପୁତ୍ର ଏବଂ ଅଗ୍ନିଷ୍ଠିନେମି  
 ଚାରି ପତ୍ରୀର ଅନେକଗୁଣି ସନ୍ତାନ । ବିହାନ୍  
 ବହୁପୁତ୍ରେଇ ଚାରିଟି ପୁତ୍ର ; ତାହାର ବୈଦ୍ୟତା ନାମେ  
 ଅତିହିତ । ବ୍ରହ୍ମସଂକ୍ରତ ଶ୍ବସିଗମ ଅଜ୍ଞିରାର  
 ପୁତ୍ର । ଦେବର୍ଷି କୁଶାବନ୍ତେ ପ୍ରହରଣନାମକ ଏକଟି  
 ପୁତ୍ର । ଯୁଗସହସ୍ରାନ୍ତେ ମହନ୍ତରକାଳେ ଇହା  
 ସକଳେଇ ଆପନାଦେଇ ତୁଲ୍ୟାକାର୍ଯ୍ୟାଦିମାରେ ଏ  
 ନାମ ଧାରଣପୂର୍ବକ ନିଧତ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥା  
 ଥାକେନ । ୧୧—୧୪ ।

ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ସମାପ୍ତ ॥ ୧୫ ॥

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এতাঃপান্য পুত্রাঃ প্রজাস্তানকারণাঃ ।  
কন্তনঃ পুত্রকামন্ত চচার সূমহৎ তপঃ ॥ ১  
তন্তৈবং তপতোহত্যর্থং প্রাক্তুতো সূতাবিমো  
বৎসরশ্চাগিতশ্চৈব ভাবুভো ব্রহ্মবাদিনো ॥ ২  
বৎসরশ্চৈবো জজ্ঞে রৈত্যাশ্চ সূমহাশ্রমাঃ ।  
রৈত্যাশ্চ জজ্ঞিরে শূদ্রাঃ পুত্র্য দ্যুতিমতাংবরাঃ ॥  
চ্যবনস্ত সূতা তর্ধ্যা নৈঋবস্ত মহাশ্রমঃ ।  
সূমেধা জনস্রামাস পুত্রান্ বৈ কুণ্ডপাশ্বিনিঃ ॥ ৪  
অসিতশ্চৈকপর্ণায়াং ব্রহ্মণ্যঃ সমপদ্যত ।  
নায়া বৈ দেবলঃ পুত্রো যোগাচার্যো মহাতপাঃ  
শাণ্ডিল্যোহপ্যপন্নঃ ক্রীমান্ সর্ষতর্ষাঃ বিচ্ছৃতিঃ ।  
প্রসাদাৎ পার্শ্বতীপন্ত যোগমুত্তমমাপ্তবান্ ॥ ৬  
শাণ্ডিল্যো নৈঋবো রৈত্যাশ্রমঃ পক্ষাশ্রমঃ

কান্তপাঃ

নব প্রকৃতয়ো বিপ্রাঃ পুণ্ডরীক বদামি বঃ ॥ ৭

উনবিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত কহিলেন,—কন্তপশুনি, প্রজাবিস্তৃতির  
জন্ত এই সকল পুত্র উৎপাদন করিয়া, আবার  
পুত্রলাভেচ্ছায় ঘোর তপস্বী করিতে লাগি-  
লেন । এইরূপ ঘোর তপস্বী করিতে করিতে  
ভাঁহার বৎসর ও অসিত নামে দুই ব্রহ্মবাদী  
পুত্র প্রাক্তুত হইয়াছিল । বৎসর হইতে  
সূমহাশ্রমাঃ রৈত্যা ও নৈঋব জন্ম গ্রহণ করি-  
লেন । রৈত্যাশ্রম দ্যুতিমৎশ্রেষ্ঠ শূদ্রনামক পুত্র  
সকল জন্মিয়াছিল । মহাত্মা নৈঋবের ভাৰ্যা  
চ্যবনকন্তা সূমেধা কুণ্ডপাশ্বী পুত্র সকল প্রসব  
করিয়াছিলেন । অসিতের পত্নী একপর্ণার  
গর্ভে মহাতপাঃ যোগাচার্য্য দেবল এবং সর্ষ-  
তর্ষাঃ বিচ্ছৃতি ক্রীমান্ শাণ্ডিল্য—এইদুই পুত্র  
জন্মিয়াছিল । শাণ্ডিল্য পার্শ্বতীপতির অন্ত-  
প্রহে উত্তম যোগ লাভ করিয়াছিলেন ।  
শাণ্ডিল্য, নৈঋব ও রৈত্যা এই তিনজন  
কন্তপশুনি । এক্ষণে পুণ্ডরীক বদামি বঃ ॥ ৭

তুণবিন্দোঃ সূতা বিপ্রা নায়া ছিলবিলা সূতা  
পুণ্ডরীকায় তু রাজবিন্দোঃ কন্তাঃ প্রত্যপাশ্বিনী  
ঋষিঃ ইলবিলা নামে এক কন্তা ছিল, রাজবি  
তাহাকে পুণ্ডরীকায় হস্তে দান করেন ।  
ভাঁহার গর্ভে ইলবিলা বিপ্রবা ঋষি উৎপন্ন  
হইয়াছিলেন । এই বিপ্রবার পুণ্ডরীকায়,  
বাকা, কৈকসী ও দেববর্ণিনী নামে রূপ-  
লাবণ্যবতী পৌলস্ত্যকুলবর্জিকা চারিটি পত্নী  
ছিল ; এক্ষণে তাহাদের পুত্রের কথা অবশ  
করুন । ১—০ । দেববর্ণিনী বৈশ্রবণ নামে  
একটি সর্ষজ্যোষ্ঠ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ।  
কৈকসী রাজসাম্বিনীতি রাবণকে প্রসব করিয়া-  
ছিলেন এবং ভাঁহার গর্ভে বিপ্রবাসুনির কৃতকর্ণ  
ও বিভাষণ নামে আরও দুই পুত্র এবং  
সূর্ণগণা নামে এক কন্তা হইয়াছিল ।  
পুণ্ডরীকায় গর্ভে মহোদর, প্রহস্ত, মহাপার্ব  
এবং ধর এই চারি পুত্র এবং কুন্তীনসী নামে  
এক কন্তা হইয়াছিল । বাকার গর্ভে ত্রিশিরা  
দুষণ ও মহাবল বিদ্যাজিহ্বা নামে পুত্র  
জন্মিয়াছিল । রাবণাধি এই দশজনই পুণ্ডরীক-  
কুলসমুত কুরকর্ণনিরত রাজস ; উহার

নয়জন প্রধান বিপ্রের কথা আগনাদের  
নিকটে বলিতেছি । হে বিপ্রগণ ! তুণবিন্দু  
ঋষির ইলবিলা নামে এক কন্তা ছিল, রাজবি  
তাহাকে পুণ্ডরীকায় হস্তে দান করেন ।  
ভাঁহার গর্ভে ইলবিলা বিপ্রবা ঋষি উৎপন্ন  
হইয়াছিলেন । এই বিপ্রবার পুণ্ডরীকায়,  
বাকা, কৈকসী ও দেববর্ণিনী নামে রূপ-  
লাবণ্যবতী পৌলস্ত্যকুলবর্জিকা চারিটি পত্নী  
ছিল ; এক্ষণে তাহাদের পুত্রের কথা অবশ  
করুন । ১—০ । দেববর্ণিনী বৈশ্রবণ নামে  
একটি সর্ষজ্যোষ্ঠ পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ।  
কৈকসী রাজসাম্বিনীতি রাবণকে প্রসব করিয়া-  
ছিলেন এবং ভাঁহার গর্ভে বিপ্রবাসুনির কৃতকর্ণ  
ও বিভাষণ নামে আরও দুই পুত্র এবং  
সূর্ণগণা নামে এক কন্তা হইয়াছিল ।  
পুণ্ডরীকায় গর্ভে মহোদর, প্রহস্ত, মহাপার্ব  
এবং ধর এই চারি পুত্র এবং কুন্তীনসী নামে  
এক কন্তা হইয়াছিল । বাকার গর্ভে ত্রিশিরা  
দুষণ ও মহাবল বিদ্যাজিহ্বা নামে পুত্র  
জন্মিয়াছিল । রাবণাধি এই দশজনই পুণ্ডরীক-  
কুলসমুত কুরকর্ণনিরত রাজস ; উহার



## কৃষ্ণপুৰাণ ।

ভূতাঃ পিশাচা ঋকশ্চ শূকরা হস্তিনস্তথা ।  
 অনপত্যঃ ক্রতুভ্যনি শ্মৃতো বৈবস্বতেহস্তরে ।  
 মরীচেঃ কস্তপঃ পুত্রঃ স্বয়মেব প্রজাপতিঃ ॥ ১৬  
 ভৃগোরখাতবচ্ছুরো দৈত্যচাৰ্য্যো মহাতপাঃ ।  
 স্বাধ্যায়যোগনিরন্তো হরভক্তো মহাত্মাভিঃ ॥ ১৭  
 অজ্ঞে পুত্রে হস্তবহ্নিঃ সৌদৰ্য্যাস্ত নৈকবঃ ।  
 কণাশ্চ তু বিপ্রর্ষেযু ত্যাগ্যমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১৮  
 স তস্তাঃ জনয়ামাস স্বস্ত্যাত্রেয়ান্ মহোজসঃ ।  
 বেদবেদাঙ্গনিরন্তান্তপসা হতকিৰিযান ॥ ১৯  
 নারদস্ত বসিষ্ঠায় দদৌ দেবীমকল্পতীম্ ।  
 উৰ্দ্ধরেতাং তত্ৰৈব শাপাদকশ্চ নারদঃ ॥ ২০  
 হর্য্যবেষু তু নষ্টেষু মায়ায়া নারদস্ত তু ।  
 শশাং নারদঃ দক্ষঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ॥ ২১  
 স্বশায়ম সূতাঃ সৰ্কে ভবতা ম যয়া বিজ ।  
 কথং নীতাস্বশেষেণ নিরপত্যো ভবিষ্যসি ॥ ২২  
 অকল্পত্যাঃ বসিষ্ঠস্ত শাক্ত্রযুৎপাদয় সূতম্ ।

সকলেই স্ত্রীষণ, ক্রতুভক্ত ও উৎকৃষ্ট তপো-  
 লবঙ্গসম্পন্ন । যুগ, ব্যাল, দংশী, ভূত, পিশাচ,  
 ঋক, শূকর ও হস্তী, ইহাও সকলেই পুলহের  
 পুত্র । সেই বৈবস্বত মম্বর অধিকারকালে  
 ক্রতু অনপত্য ছিলেন । স্বয়ং প্রজাপতি  
 কস্তপই মরীচির পুত্র । মহাতপাঃ স্বাধ্যায়-  
 যোগনিরন্ত হরভক্ত মহাত্মাভি দৈত্যচাৰ্য্য  
 ও ক্রতু পুত্র । আমরা শুনিয়াছি যে,  
 অজ্ঞি পুত্র বহ্নি এবং তাঁহার সহোদর কণাশ-  
 পুত্র নৈকব স্তুতাচার্য্য গর্ভে জন্মিয়াছেন । সেই  
 অশ্বিনুনি তাঁহার গর্ভে বেদবেদাঙ্গনিরন্ত  
 তপোদক্ষকিষর মহাবলসম্পন্ন স্বস্ত্যাত্রেয়-  
 ষিগকেও উৎপাদন করিয়াছিলেন । নারদ  
 দক্ষের শাপে উৰ্দ্ধরেতা ছিলেন, তিনি, দেবী  
 অকল্পতীকে বসিষ্ঠকে দান করিয়াছিলেন ।  
 নারদের মায়ায় হর্য্যবনামক পুত্রগণ বিনষ্ট  
 হইলে, দক্ষ ক্রোধসংরক্তনেত্র হইয়া নারদকে  
 এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে,  
 হে বিজ ! যেমন তুমি নিজের মায়াবলে  
 আমার পুত্রদিগকে বিনষ্ট করিলে, তেমনি  
 তুমিও একেবারে নিরপত্য হইবে ।

শক্ৰেঃ পরাশরঃ জীমান্ সৰ্গজতপতাং বরঃ ॥ ২৩  
 আরাধ্য দেবদেবেশমীশানং ত্রিপুরাস্তকম্ ।  
 লেভে তপ্রতিমং পুত্রং কৃষ্ণবৈশ্যায়নং প্রভুয় ॥ ২৪  
 বৈশ্যায়নাচ্ছুরো জজ্ঞে ভগবানেব শক্ৰঃ ।  
 অংশাংশেনাবতীৰ্য্যোৰ্কাং অংশাপ পরমং পদম্  
 শুকস্তান্তাতবন পুত্রাঃ পঞ্চাত্তস্তপশ্বিনঃ ।  
 ভূরিষবাঃ প্রভুঃ শভুঃ কৃষ্ণো গৌরশ্চ পঞ্চমঃ ।  
 কস্তা কীৰ্ত্তিমতী তৈব যোগমাতা ধৃতত্ৰতা ।  
 এতেহজিৎবংশাঃ কথিতা ব্রহ্মণা ব্রহ্মবাদিনাম্ ।  
 অত উৰ্দ্ধং নিবোধস্বং কস্তাপাদ্ভসস্তাহম্ ॥ ২৭  
 ইতি জীকোশ্মে মহাপুরাণে পুৰ্ব্বভাগে ঋষি-  
 বংশকৌন্তনঃ নার্মৈকোনাংবংশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৯ ॥

১১—২২ । বসিষ্ঠ, অকল্পতীর গর্ভে শক্তি  
 নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ।  
 শক্তির পুত্র জীমান্ পরাশর সৰ্গজ ও তপা-  
 শ্রেষ্ঠ । ইনি দেবদেব ত্রিপুরাস্তক মহাদেবের  
 আরাধনা করিয়া অপ্রতিম প্রভু কৃষ্ণ বৈশা-  
 নকে পুত্র লাভ করিয়াছিলেন । ভগবান  
 শক্ৰই বৈশ্যায়ন হইতে শুক নামে জন্ম গ্রহণ  
 করিয়াছিলেন । অংশাংশরূপে পৃথিবীতে  
 অবতীর্ণ হইয়া তিনি স্বীয় পরম পদ লাভ  
 করিয়াছিলেন । শুকের ভূরিষবা, প্রভু,  
 শভু, কৃষ্ণ ও গৌর নামে অতিশয় তপোনিরন্ত  
 পাচটি পুত্র এবং কীৰ্ত্তিমতী, যোগমাতা ও  
 ধৃতত্ৰতা নামে তিনটি কস্তা হইয়াছিল । ব্রহ্মা  
 ব্রহ্মবাদীগের নিকটে এই সকল অজিৎ-  
 নীতিগের বিবরণ বলিয়াছিলেন । অতঃপর  
 কস্তাপের ঔরসে কজিয়সস্তাগণের উৎপত্তি-  
 বিবরণ শ্রবণ করুন । ২১—২৭ ।

উনিবংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অদিতিঃ সূর্যবে পুত্রমাদিত্যঃ কণ্ঠপং প্রভুম্ ।  
তত্ৰাদিত্যস্ত চৈবাসৌভাগ্যাদিত্য চতুর্দশম্ ॥ ১  
সংজ্ঞা রাজ্ঞী প্রভা চ্ছায়া পুত্রাঃ স্তাসাং নিবোধত  
সংজ্ঞা দ্বাদ্বী তু সূর্যে সূর্য্যান্নম্নম্নম্নম্ ॥ ২  
যমঞ্চ যমুনাকৈব রাজ্ঞী রেবন্তমেব চ ।  
প্রভা প্রভাতমাদিত্যচ্ছায়া সাবর্ণিমাশ্রজম্ ॥ ৩  
শনিঞ্চ তপতীকৈব বিষ্টিকৈব যথাক্রমম্ ।  
মনোহ প্রথমস্তাসন নব পুত্রাশ্চ তৎসমাঃ ॥ ৪  
ইক্ষাকুশ্চ নাতাগে ধৃষ্টে শর্ঘ্যাহিরেব চ ।  
নরিস্যস্তচ নভগো হরিস্তে ককৃষস্তথা ॥ ৫  
পুষ্পশ্চ মণতেজা নৈবতে শক্রসাম্ভাভাঃ ।  
ইলা জ্যোষ্ঠা বরিষ্ঠা চ সোমবংশং ব্যবহৃষৎ ॥ ৬  
বৃধস্ত গম্ভা ভবনং সোমপুত্রেন সঙ্গতা ।  
অসূত সোমজাদেবী পুরুববস্তুম্ ॥ ৭  
পিতৃণাং তুষ্টিকর্তারং বৃধাদিতি তি নঃ ক্রতম্ ।

বিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—প্রভু আদিত্য অদিতির  
গর্ভে ও কণ্ঠপের ঔরসে ভ্রম প্রাণ করিয়া-  
ছিলেন । সংজ্ঞা, রাজ্ঞী, প্রভা ও চ্ছায়া নামে  
তাঁহার চারিটা ভাৰ্য্যা ছিল, এক্ষণে তাঁহা-  
দিগের পুত্রগণের নাম শ্রবণ করুন । যষ্টকল্প  
সংজ্ঞার গর্ভে সূর্যের সর্বোত্তম পুত্র মনু  
( বৈবস্বত ) জন্মিয়াছিলেন, রাজ্ঞীর গর্ভে যম,  
যমুনা ও বেবন্ত এবং চ্ছায়ার গর্ভে যথাক্রমে  
সাবর্ণি, শনি, তপতী ও বিষ্টি এবং প্রভার  
গর্ভে একমাত্র প্রভাত জন্মিয়াছিলেন । প্রথম  
( বৈবস্বত ) মনু তদন্তগোপেত ইন্দ্রপ্রতিম  
যে নম্রী পুত্র হয়, তাহাদের নাম ইক্ষাকু,  
নাতাগ, ধৃষ্ট, শর্ঘ্যাহি, নরিস্যস্ত নভগ, হরিস্তে,  
ককৃষ এবং মণতেজা পুষ্প । মনুর  
কল্প ইলা হইতে চন্দ্রবংশের বিস্তার হইয়া-  
ছিল; ওনিয়াছ, এই বরিষ্ঠা রমণী চন্দ্রপুত্র  
বৃষের সহিত সঙ্গত হওয়ায় তাঁহার ঔরসে  
পিতৃগণের তুষ্টিজনক পুরুষ বা নায়ে, ইহার এক

প্রাপ্য পুত্রঃ সূর্যমলঃ সূর্য্য ইতি বিখ্যতঃ ।

ইলা পুত্রজ্ঞঃ লেভে পুনঃ দ্বীষমবিন্দত ।

উৎকলঞ্চ গয়কৈব বিনতঞ্চ তথৈব চ ॥ ১

সর্কে তেহপ্রতিগপ্রথাঃ প্রণয়াঃ কমলোভববা ।

ইক্ষাকোচ্চাতবদ্বীরো বিকৃক্ৰির্নাম পার্শ্বিবাঃ ॥

জ্যোষ্ঠপুত্রঃ স তন্তাসৌদ্রশ পঞ্চ চ তৎসূতাঃ ।

তেষাং জ্যোষ্ঠঃ ককৃৎছোহভূৎকাকৃৎছ

সুযোধনঃ ।

সুযোধনাং পৃথুঃ ক্রীমান বিশ্বকশ্চ পুথোঃ সূতঃ

বিশ্বকাদার্ককো ধীমান যুবনাশ্চ তৎসূতঃ ॥ ১২

স গোবর্ধনমুপ্রাপ্য যুবনাশ্চ প্রতাপবান্ ।

দৃষ্টো নো গোতমঃ বিপ্রঃ তপস্তমলপ্রভম্ ॥ ১৩

প্রণয়া দণ্ডবভূমো পুত্রকামো মহীপতিঃ ।

অপৃচ্ছৎ কশ্মণ্য কেন ধার্ম্মিকঃ প্রাপ্নুয়াৎ সূতম্

গোতম উবাচ ।

আরাধা পুরুষং পুরুষং নারায়ণমনাময়ম্ ।

অনাদিনিধনং দেবং ধার্ম্মিকং প্রাপ্নুয়াৎ সূতম্

উত্তম পুত্র জন্মিয়াছিল । ইলা পুরুষ বা নায়ে

নির্ভাল পুত্র লাভ করিয়া সূর্য্য নামে বিখ্যাত

হন । তাঁহার তিন পুত্র হইয়াছিল । পরে

আবার তিনি দ্বীষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । উৎ-

কল, গয় ও বিনত নামে সূর্য্যের তিন পুত্র

হয়, এই সকল পুত্রই অপ্রতিম ও ব্রহ্মপরাধন

ছিলেন । বীর পার্শ্বি বিকৃক ইক্ষাকুর

জ্যোষ্ঠ পুত্র, তাঁহার আবার পনেরটা পুত্র,

ককৃৎছই তাহাদিগের জ্যোষ্ঠ । সুযোধন

ককৃৎছের পুত্র ক্রীমান পৃথু পৃথুর পুত্র

বিশ্বক । বিশ্বকের পুত্র ধীমান আর্জক

আর্জকের পুত্রের নাম যুবনাশ । ১—১২ ।

মহীপতি প্রতাপবান্ যুবনাশ পুত্রাভিলাষী

হইয়া গোবর্ধনকোর্থে গমন করত অনলপ্রভ

তপঃপরাধন বিপ্র গোতমকে দর্শনপূর্ব্বক

তাঁহার সমক্ষে ধরনীতলে দণ্ডবৎ প্রণাম

করত জিজ্ঞাসা করিলেন,—“কেন কশ্মণ্যরা

ধার্ম্মিক পুত্রলাভ করিতে পারা যায় ?

গোতম কহিলেন,—অনাদিনিধন অনাময়

আদিপুরুষ দেব নারায়ণের আরাধনা করিলে

যত পুত্রঃ স্বয়ং ব্রহ্মা পৌত্রঃ স্ত্রীললোহিতঃ ।  
 তদানিচ্ছকমীশানমারাদ্যাগ্নোতি সংসৃতম্ ॥ ১৬  
 ন যত ভগবান্ ব্রহ্মা প্রভাবঃ বেত্তি ভবতঃ ।  
 তদারাদ্য হৃষীকেশঃ প্রাপুয়াদ্ধার্মিকং সূতম্ ॥ ১৭  
 ন গোতমবচঃ ক্রদা যুবনাথো মহৌপতিঃ ।  
 আরাদয়দ্ হৃষীকেশঃ বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ১৮  
 তত পুত্রোহতবীরঃ আবন্তিরিতি বিজ্ঞতঃ ।  
 নির্মিতা যেন আবন্তিগৌড়দেশে মহাপুরী ॥ ১৯  
 তস্মাক্ত বৃহদধোহতুং তস্মাৎ কুবলয়াধকঃ ।  
 ধুকুমারঃ সমভবদ্ধুকুং হৃষা মহাসুৰম্ ॥ ২০  
 ধুকুমারস্ত তনয়ান্নয়ঃ প্রোক্তা বিজ্ঞোক্তয়াঃ ।  
 দৃঢ়াশ্চৈব দণ্ডাধঃ কপিলাশ্চতুর্থৈব চ ॥ ২১  
 দৃঢ়াশ্চ প্রমোদন্ত হৃষ্যশ্চ স্ফটিকঃ ।  
 হৃষ্যশ্চ নিকুন্তন্ত নিকুন্তাৎ সংহতাস্থকঃ ॥ ২২  
 কৃশাশ্চোৎকরাশ্চ সংহতাস্থা বৈ সূতো ।  
 যুবনাথোৎকরাশ্চ শত্রুতুলাবলো যুধ ॥ ২৩

ধার্মিক পুত্র লাভ করা যায়। স্বয়ং ব্রহ্মা  
 ষীতার পুত্র এবং নীললোহিত ষীতার পৌত্র,  
 সেই আদি কৃষ্ণ ঈশানের আরাধনা করিলে  
 লোকে সংপুত্র লাভ করে। ভগবান্  
 ব্রহ্মাও প্রকৃতরূপে ষীতার মাহাত্ম্য বৃত্তিতে  
 পারেন না, সেই হৃষীকেশের আরাধনা  
 করিলে, লোকে ধার্মিক পুত্র লাভ করে।  
 মহৌপতি যুবনাথ গোতমের বাধ্য অবল  
 করত, সনাতন হৃষীকেশ বাসুদেবের আরা-  
 ধনা করিয়া আবন্তি নামে বিখ্যাত এক বীর  
 পুত্র লাভ করেন, তিনিই গোড়দেশে আবন্তি  
 নামে এক মহাপুরী নির্মাণ করিয়া গিয়াছেন।  
 আবন্তি হইতে বৃহদধের উৎপত্তি হয় এবং  
 বৃহদধের পুত্র কুবলয়াধ। তিনি ধুকুনায়া  
 এক মহাসুরকে বধ করিয়া ধুকুমার বলিয়া  
 প্রসিদ্ধ হন। ১৩—২। হে বিজ্ঞোক্তয়  
 সকল! ধুকুমারের তিন পুত্র;—দৃঢ়াশ দণ্ডাধ  
 ও কপিলাশ। দৃঢ়াশের পুত্র প্রমোদ, প্রমো-  
 দেয় পুত্র হৃষ্যশ, হৃষ্যশের পুত্র নিকুন্ত,  
 নিকুন্তের পুত্র সংহতাস্থ। সংহতাস্থের  
 কৃশাশ ও অকরাশ নামে দুই পুত্র; তাহার

কৃশা তু বাকীগিহিষ্মবীণাং বৈ প্রসাদতঃ ।  
 লেতে অপ্রতিমং পুত্রং বিকৃতভ্রমহৃতমম্ ॥ ২৪  
 মাহাতারঃ মহাপ্রোক্তঃ সৰ্ব্বশত্রুভূতাং বধম্ ।  
 মাহাতুঃ পুরুকুৎসোহতুদ্বয়ীশ্চ বীৰ্য্যবান ॥ ২৫  
 মুচুকুন্দশ্চ পুণ্যাত্মা সৰ্বে শত্রুসমা যুধি ।  
 অশ্বরীষস্ত দাঘাদে যুবনাথোহপরঃ স্মৃতঃ ॥ ২৬  
 হরিতো যুবনাথস্ত হরিতস্তৎসুতোহতবৎ ।  
 পুরুকুৎসস্ত দাঘাদন্নন্দস্মার্মহাযশাঃ ॥ ২৭  
 নর্মদায়াং সমুৎপন্নঃ সজ্জতিস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ।  
 বিষ্ণুবৃদ্ধঃ সূতস্তস্ত অনরণ্যোহভবততঃ ॥ ২৮  
 বৃহদধোহনরণ্যস্ত হৃষ্যশ্চতৎসুতোহতবৎ ।  
 সোহতীব ধার্মিকো রাজা কর্দ্দমস্ত প্রজাপতেঃ ।  
 প্রসাদাদ্ধার্মিকং পুত্রং লেতে সূর্য্যপরাধনম্ ॥ ২৯  
 স তু সূর্য্যঃ সমভ্যর্চ্য রাজা বসুমনাঃ সতম্ ।  
 লেতে অপ্রতিমং পুত্রং ত্রিধ্বানমারন্দমম্ ॥ ৩০

মধ্যে অকরাশের যুবনাথ নামে এক পুত্র  
 হইয়াছিল, তিনি যুদ্ধে ইন্দ্রসম তেজস্বী  
 ছিলেন। এই যুবনাথ বাকীগী যাগ করিয়া  
 ঋষিদিগের প্রসাদে সৰ্ব্বশত্রুভূতা অপ্রতিম  
 বিকৃতভ্রম শত্রুভূত্রেষ্ঠ মহাপ্রোক্ত মাহাতা  
 নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। পুরুকুৎস  
 অশ্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে মাহাতার তিন পুত্র  
 হইয়াছিল, ইহারা সকলেই যুদ্ধে ইন্দ্রের তুল্য  
 তেজস্বী ছিলেন; তাহার মধ্যে অশ্বরীষের  
 যুবনাথ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। তিনি  
 পুরুকুৎস যুবনাথ নহেন। এই যুবনাথের  
 পুত্র হরিত, হরিতের পুত্র হরিত। নর্ম-  
 দার গর্ভে পুরুকুৎস রাজার ত্রসদস্মা  
 নামে এক মহাযশা পুত্র জন্মিয়াছিল; এই  
 ত্রসদস্মার সজ্জতি নামে এক পুত্র হইয়াছিল।  
 সজ্জতির পুত্র বিষ্ণুবৃদ্ধ, বিষ্ণুবৃদ্ধের পুত্রের নাম  
 অনরণ্য। অনরণ্যের পুত্রের নাম বৃহদধ,  
 বৃহদধের পুত্র হৃষ্যশ। তিনি কর্দ্দমপ্রজা-  
 পতির অভ্রগ্রহে সূর্য্যপরাধন এক ধার্মিক  
 পুত্রলাভ করিয়াছিলেন, তাহার নাম বসুমনা;  
 এই বসুমনা আবার সূর্য্যের আরাধনা করিয়া  
 ত্রিধ্বা নামে এক শত্রুদমনকারী অপ্রতিম

অযজ্ঞচ্চাশ্রমেধেন শক্রন জিহ্বা দ্বিজোক্তমাঃ ।

আধ্যায়বান্ দানশীলান্তিতকৃষ্ণতৎপরঃ ॥ ৩১

অযজ্ঞ সমাধুযুক্তবাটং মহাশ্রমঃ ।

বসিষ্ঠ-কণ্ঠমুখা দেবোচ্চৈশ্বর্যপূরোগমাঃ ॥ ৩২

তান প্রণম্য মহারাজঃ পশ্চচ্চ বিনম্রাষিতঃ ।

সমাণা বিধিবদযজ্ঞঃ বাসষ্ঠাদীন দ্বিজোক্তমান।  
বসুমনা উবাচ ।

কিং হি শ্রেয়স্করতরং লোকেহস্মিন ত্রাক্ষণধতাঃ

যজ্ঞস্তপো বা সন্ন্যাসো ক্রতুঃ সৈ সৰ্ববোধিনঃ ॥ ৩৪  
বসিষ্ঠ উবাচ ।

অধীত্য বেদান্ বিধিবৎসু তাত্শেচাৎপাদ্যযত্নতঃ

ইষ্টা যজ্ঞেশ্বরং যজ্ঞৈর্গচ্ছেদনমথ আবান্ ॥ ৩৫  
পুলস্ত্য উবাচ ।

আরাধা তপসা দেবঃ যোগিনঃ পরমেশ্বরম্ ।

প্রব্রজেদ্বিধিবদযজ্ঞে রষ্ট্রং পূৰ্ণঃ সুবোধমানা ॥ ৩৬  
পুলহ উবাচ ।

যমাত্তরেকং পুরুষং পুৰাণং পরমেশ্বরম্ ।

পুত্র লাভ করেন । ২১ - ৩০ : হে দ্বিজো-  
ক্তম সকল ! ধর্ম্মতৎপর তিতিক্ষু দানশীল  
আধ্যায়বান্ রাজা বসুমনা শক্রসজ্জ জয়  
করত অশ্রমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন, বসিষ্ঠ ও  
কণ্ঠপ প্রভৃতি ঋষিগণ এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ  
সেই মহাশ্রম যজ্ঞে আগমন করিয়াছিলেন ।  
মহারাজ তাঁহাদিগকে দেখিয়া সবিম্বয়ে  
প্রণাম করিলেন এবং যথাবিধি যজ্ঞ সমাপ্ত  
করিয়া বিনীতভাবে বাসষ্ঠাদি দ্বিজোক্তম-  
দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে বিপ্রপুত্রব-  
গণ ! আপনারা সৰ্ব্বজ্ঞ ; আমি আপনা-  
দিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইহলোকে যজ্ঞ,  
তপস্যা ও সন্ন্যাসের মধ্যে কোনটা শ্রেয়ঃ ?  
বসিষ্ঠ কহিলেন,—বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ন ও  
যজ্ঞসহকারে সংপূজ্যোৎপাদন করিয়া এবং  
যজ্ঞদ্বারা যজ্ঞেশ্বরের আরাধনা করিয়া সমা-  
হিতাচিন্তে বনগমন করাই শ্রেয়ঃ । পুলস্ত্য  
কহিলেন,—প্রথমে যজ্ঞদ্বারা দেবগণের  
আরাধনা করত মহাযোগী পরমেশ্বরকে  
তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিয়া যথাবিধানে

তমারাধ্য সহস্রাংস্তং তপসা যোক্ষ্যামুগ্ধাং ॥ ৩৭

জমদগ্নিকবাচ ।

অজ্ঞা বিশ্বস্ত কৰ্ত্তা যো জগদ্বীজঃ সনাতনঃ ।

অন্তর্ধামী চ কৃতানাং স দেবস্তপসেজ্যতে ॥ ৩৮  
বিখ্যামিত্র উবাচ ।

যোহগ্নিঃ সৰ্ব্বাত্মকোহনন্তঃ স্বয়মু বিশ্বতোমুখঃ ।

স ক্রতুস্তপনোগ্রাণ পূজাতে নেতরৈর্নথৈঃ ॥ ৩৯  
ভরদ্বাজ উবাচ ।

যো যজ্ঞৈরিজ্যতে দেবো বাসুদেবঃ সনাতনঃ

স সৰ্বদেবততনুঃ পূজাতে পরমেশ্বরঃ ॥ ৪০  
অত্রিকবাচ ।

যতঃ সৰ্ব্বমিদং জাতং যন্তাপত্যং প্রজাপতিঃ ।

তপঃ সূমহদাশ্রয় পূজাতে স মহেশ্বরঃ ॥ ৪১  
গৌতম উবাচ ।

যতঃ প্রধানপুরুষো যন্ত শক্তিরিদং জগৎ ।

স দেবদেবস্তপসা পূজনীয়ঃ সনাতনঃ ॥ ৪২

প্রব্রজ্যা গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ । পুলহ  
কহিলেন,—যাহাকে একমাত্র পুরাণ পুরুষ  
ও পরমেশ্বর বলা যায়, তপস্যা দ্বারা  
সেই সহস্রাংস্তর আরাধনা করিলেই যোক্ষ  
লাভ হয় । জমদগ্নি কহিলেন,—যিনি জগ-  
ন্তের বীজ ও সৰ্ব্বভূতের অন্তর্ধামী এবং  
বিশ্বের কৰ্ত্তা, সেই অজ সনাতন বিষ্ণুকেই  
তপস্যা দ্বারা আরাধনা করা উচিত । বিখ্যামিত্র  
কহিলেন,—যিনি অগ্নি স্বরূপ, সৰ্ব্বাত্মক, অনন্ত  
বিশ্বতোমুখ ও স্বয়মু, সেই ক্রতুকে কেবল উগ্র  
তপস্যা দ্বারা আরাধনা করিবে, যজ্ঞাদির আব-  
শ্যক কি ? ভরদ্বাজ কহিলেন,—সকল যজ্ঞে  
যে সনাতন বাসুদেবের পূজা করা হয়, সেই  
সৰ্বদেবতকর্ত্তৃক পরমেশ্বরেরই পূজা করিবে ।  
৩১—৪০ । অত্র কহিলেন—যাহা হইতে  
এই সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছে এবং প্রজাপতি  
ব্রহ্মাও বাহার পুত্র, সেই মহেশ্বরেরই কেবল  
মাত্র ষোরতর তপস্যা করিবে । গৌতম  
কহিলেন,—যাহা হইতে প্রভৃতি ও পুরুষ  
উৎপন্ন হইয়াছে এবং এই সমস্ত জগৎ বাহার  
শক্তি, তপস্যা দ্বারা সেই সনাতন দেবদেবই

কল্পপ উবাচ ।

সংস্রবনো দেবঃ সাকী শত্ৰুঃ প্রজাপতিঃ ।

প্রসীদতি মহাযোগী পুজিতস্তপসা পরঃ ॥ ৪০

ক্রতুৰুবাচ ।

প্রাপ্তাধ্যয়নযজ্ঞস্ত লকপুত্রস্ত তেব হি ।

নাস্তরেণ তপঃ কামচক্ষুঃ শাস্ত্রম্ দৃশ্যতে ॥ ৪৪

ইত্যাকণ্য স রাজার্বস্তান্ প্রণম্য তহুধীঃ ।

বিসর্জয়িত্বা সম্পূজা ত্রিধ্বানমথাত্রবীং ॥ ৪৫

আরাধয়িত্বো তপসা দেবমেকাঙ্করাহুযম্ ।

প্রাণং বৃহন্তং পুরুষমাদিত্যাস্তরসংস্থতম্ ॥ ৪৬

বৃহৎ ধর্মরতো নিত্যং পালয়েৎ দতলিতং ।

চাতুর্ভুজ্যসাম্যযুক্তমশেষং ক্রিতিমণ্ডলম্ ॥ ৪৭

এবমুক্তাঃ স তদ্রাজ্যং নিধায়া ততবে নৃপঃ ।

জগামারণ্যমনঘস্তপস্তপ্তমহুতমম্ ॥ ৪৮

হিমবচ্ছত্রে রম্যো দেবদাক্ষবনাশ্রয়ে ।

কন্দমূলকলাহারৈরুৎপন্নৈবযজ্ঞং সুরান ॥ ৪৯

সংবৎসরশতং সাগ্রাং তপোনিধুং ক্রিতিমম্ ।

পূজিত হইবেন। কল্পপ কহিলেন,—‘যিনি  
পরদেবত’, সহস্রোক্ত, কণ্ঠসাকী, মহাযোগী  
এ প্রজাপতি, সেই শত্ৰুই তপস্তা’দ্বারা পুজিত  
হইলে প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ক্রতু কহিলেন,  
অধীতবেদ, সমাপ্তযজ্ঞ ও লকপুত্র ব্যক্তির  
পক্ষে তপশ্চরণ তিন্ন অপর কোন ধর্মই শাস্ত্রে  
দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজার্ব বসুমতা,  
এই সমস্ত অবগ করিয়া নিরতিশয় হুষ্টিচিহ্ন  
হইলেন এবং অধিগণের যথাবিধানে পূজা  
করিয়া, তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন, পরে পুত্র  
ত্রিধ্বাকে বলিতে লাগিলেন,—‘আমি সূর্য্য-  
মণ্ডলসংস্থত, জগতের প্রাণস্বরূপ, এক অক্ষর  
বৃহৎ পুরুষ দেবতাকে তপস্তা’দ্বারা আরাধনা  
করিব। তুমি অ-লস ও ধর্মরত হইয়া চাতু-  
র্ভুজ্যসাম্যযুক্ত এই অশেষ ক্রিতিমণ্ডলকে পালন  
কর। সেই অনঘ নৃপ এই কথা বলিয়া  
পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া, অহুতম তপশ্চর-  
ণের নিমিত্ত অরণ্যে গমন করিলেন। তিনি  
হিমালয়-শিখরস্থ রমণীয় দেবদাক্ষবনে অবস্থান  
করিয়া উৎসাহজাত কন্দমূল কল আহার

জজাপ মনসা দেবীঃ সাবিজীঃ বেদমাতরম্ ॥ ৫০

তস্মৈবং জপতো দেবঃ স্বধৃতুঃ পরমেশ্বরঃ ।

হিরণ্যগর্ভো বিশ্বাত্মা তং দেশমগমৎ স্বয়ম্ ॥ ৫১

দৃষ্ট্বা দেবং সমায়াস্তং ব্রজাণং বিশ্বতোমুখম্ ।

ননাম শিরসা তস্ত পাদদোর্নাম কীর্তয়ন্ ॥ ৫২

নমো’ দেবাধিদেবায় ব্রজাণে পরমাত্মনে ।

হিরণ্যমূর্তয়ে তুভ্যং সহস্রাঙ্কায় বেদসে ॥ ৫৩

নমো ধাত্রে বিশ্বাত্রে চ নমো দেবাত্মমূর্তয়ে ।

সাত্বাত্ম্যোগাভিগম্যায় নমস্তে জ্ঞানমূর্তয়ে ॥ ৫৪

নমস্কিমূর্তয়ে তুভ্যং স্রষ্ট্রে সর্বার্গবেদিনে ।

পুরুষায় পুরাণায় যোগিনায় শুক্রে বনমঃ ॥ ৫৫

ততঃ প্রসন্নো ভগবান্ বিরিক্ষো বিশ্বভাবনঃ ।

বরং বরয় ভদ্রং তে বরদোহস্মীত্যভাবত ॥ ৫৬

রাজোবাচ ।

জপেৎ দেবদেবেশ গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।

করিয়া দেবতাদিগের আরাধনা করিতে  
লাগিলেন। তপোদক্ষ-কিষ্মি রাজা বসুমতা  
এইরূপে মনে মনে বেদমাতা গায়ত্রী জপ  
করিতে লাগিলেন। এইরূপে সহস্র একশত  
সংবৎসর অতীত হইলে হিরণ্যগর্ভ বিশ্বাত্মা  
পরমেশ্বর স্বধৃতু ব্রজা স্বয়ং সেই স্থানে আগমন  
করিলেন। ৪১—৫১। বিশ্বতোমুখ ব্রজাকে  
আগমন করিতে দেখিয়া, রাজা বসুমতা স্বীয়  
নাম কীর্তন করত ভূমির উপরে তাঁহাকে  
দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন,—  
আপনি দেবাদিদেব, পরমাত্মা, হিরণ্যমূর্তি,  
সহস্রাঙ্ক, বেদা ও ব্রজা, আপনাকে প্রণাম।  
হে দেব। আপনি জ্ঞানমূর্তি, ধাতা, বিধাতা,  
সাত্বাত্ম্যোগাভিগম্য এবং দেবাত্মমূর্তি; আপ-  
নাকে প্রণাম। আপনি ত্রি, ত্রি, স্রষ্টা, সর্বার্গ-  
বেদী, পুরাণ-পুরুষ ও যোগীদিগের শুক;  
আপনাকে প্রণাম। তদনন্তর ভগবান্ বিশ্ব-  
বিভাবন বিরিক্ষি প্রসন্ন হইয়া বলিলেন,—  
আমি তোমাকে বর দিব, তোমার মঙ্গলকরক  
বর প্রার্থনা কর। রাজা বলিলেন,—‘হে দেব-  
দেবেশ। আমি আরও একশত ঐসর কাল

ভূয়ো বর্ষণতঃ সাগ্রঃ ভাবদায়ুর্ভবেন্নম ॥ ৫৭  
 বাচমিত্যাহ বিশ্বাত্মা সমালোক্য নরাধিপম্ ।  
 স্পৃষ্টা করাভ্যাং স্প্রীতস্ত্রৈবাস্তবধীযত ॥ ৫৮  
 সোহপি লব্ধবরঃ শ্রীমান্ জজ্ঞাপাতিপ্রসন্নধীঃ ।  
 শাস্ত্রসিবনস্নায়ী কন্দমূলকলাশনঃ ॥ ৫৯  
 তৎসম্পূর্ণে বর্ষণতঃ ভগবানুগ্রাদৌধিতিঃ ।  
 প্রাহুর্নাসীমহাযোগী ভানোর্নগুণমধাগঃ ॥ ৬০  
 তং স্পৃষ্টা বেদবপুঃ মণ্ডলস্থং সনাতনম্ ।  
 স্বয়মুদয়নাদ্যন্তঃ ব্রহ্মাণং বিশ্বায় গতঃ ॥ ৬১  
 তুষ্টাব বৈদিকৈর্মহৈঃ সানিগ্রা চ বিশেষতঃ ।  
 কণাদপশ্চৎ পুরুষং তমেব পরমেশ্বরম্ ॥ ৬২  
 চতুর্মুখং জটামোলিমষ্টুং ত্রিলোচনম্ ।  
 চন্দ্রাবয়বলক্ষ্মণং নরনারীহরং চরম্ ॥ ৬৩  
 ভাসয়ন্তঃ জগৎ কৃৎসং নীলকণ্ঠঃ স্বশ্রিত্তিঃ ।  
 রক্তাবধরঃ রক্তং রক্তমালায়ুগ্লেপনম্ ॥ ৬৪  
 তদ্বাবভাবিতো স্পৃষ্ট সঙ্ভাবেন পরেন হি ॥

বেদমাতা গায়ত্রী জপ করিব; সে পর্যন্ত  
 আমার যেন আয়ু কাল বিদ্যমান থাকে ।  
 বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা রাজাকে দেখিয়া, স্তম্ভমুখে  
 তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া “তথাচ্ছ” বলিয়াই  
 অস্বহিত হইলেন । অতি প্রসন্নবুদ্ধি শ্রীমান্  
 বসুমনাও বর লাভ করিয়া, ত্রিসন্ধান্নায়ী ও  
 কন্দ-মূল-কলাহারী হইয়া শাস্ত্রমুখে কেবল  
 জপ করিতে লাগিলেন । এইরূপে সেই এক  
 শত বৎসর গত হইলে, স্বর্যামণ্ডল মধ্যগত  
 মহাযোগী ভগবান্ উগ্রদৌধিতি তাঁহার  
 সমক্ষে প্রাহুর্ভূত হইলেন । ৫২—৬০ । রাজা,  
 সেই স্বর্যামণ্ডলস্থ, বেদবপুঃ সনাতন, আন্যস্ত  
 বিহীন, স্বয়মু ব্রহ্মাকে দর্শন করিয়া বিশ্বায়পন্ন  
 হইলেন এবং বৈদিক মন্ত্রসমূহ ও গায়ত্রীদ্বারা  
 তাঁহার স্তব করিলেন । কণকালের মধ্যেই  
 সেই পরমেশ্বর পুরুষকে দেখিলেন যে, তিনি  
 চতুর্মুখ, জটামোলি, অষ্টহস্ত, ত্রিলোচন  
 চন্দ্রাবয়বচিহ্ন, রক্তাবধর, রক্তবর্ণ, রক্ত-  
 মালায়ুগ্লেপন, নীলকণ্ঠ, নরনারীদেহ, মহা-  
 দেবরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তিনিই  
 নিজের দেহরশ্মিদ্বারা সমস্ত জগৎকে

ননাম শিরসা কদ্রং সাবিজ্ঞাত্যেচন চৈব হি ॥ ৬৫  
 নমস্তে নীলকণ্ঠায় ভূত্বতে পরমেশ্বরে ।  
 জয়ীমঘায় কদ্রায় কালরূপায় হেভবে ॥ ৬৬  
 তদা প্রাহ মহাদেবো রাজানং শ্রীভূতমানসঃ ।  
 ইমানি মে রহস্ত্যানি নামানি শৃণু চানঘ ॥ ৬৭  
 সর্ববেদেষু গীতানি সংসারশমনানি তু ।  
 নমস্কুরুষ নৃপতে প্রতির্মাঃ সততং তুচিঃ ॥ ৬৮  
 অধ্যায়ঃ শতকজীঘঃ যজুঃ সাংসারমুক্তম্ ।  
 জপস্বানন্তচেতস্কো ময়্যাসক্তমনা নৃপ ॥ ৬৯  
 ব্রহ্মচারী মিহাগারো ভাস্মনিষ্ঠঃ সমাহিতঃ ।  
 জপেদামরণাক্রদ্রং স যাতি পরমং পদম্ ॥ ৭০  
 ইত্যুক্তা ভগবান্ কদ্রো ভক্তানুগ্রহকাম্যমা ।  
 পুনঃ সংবৎসরশতং রাজে হ্যমুরকল্পয়ৎ ॥ ৭১  
 দহাশ্ম তৎ পরং জ্ঞানং বৈরাগ্যং পরমেশ্বরঃ  
 কণাদহৃদধে কদ্রস্তম্ভুঃ স্মিবাভবৎ ॥ ৭২

আলোকিত করিতেছেন । রাজা তখন  
 তদ্বাবাদীকৃতচিত্ত হইয়া প্রকৃষ্ট অম-  
 রাগভরে, গায়ত্রী উচ্চারণপূর্বক কদ্রদেবকে  
 প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার স্তব করিতে  
 লাগিলেন,—আপনি নীলকণ্ঠ, ভাস্মান্ পর-  
 মেশ্বর, জয়ীমঘ, কালরূপ, জগতের হেতু ও স্বয়ং  
 কদ্র; আপনাকে প্রণাম করি । তখন মহা-  
 দেব রাজার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত হইয়া বলিলেন,  
 —হে চানঘ নৃপতে! শ্রবণ কর । তুচি হইয়া  
 সর্ববেদপ্রণীত সংসারনাশক এই মহীয় রহস্ত  
 নাম সকল উচ্চারণ করিয়া সর্বদা আমাকে  
 প্রণিপাত করিবে । হে নৃপ! অনন্তমনা ও  
 মদ’প’তচিত্ত হইয়া যজুর্বেদের সার শতকজীঘ  
 অধ্যায় উচ্চারণ করিয়া সর্বদা জপ কর । যে  
 ব্যক্তি, ব্রহ্মচারী মিহাগারো ভাস্মনিষ্ঠ ও  
 সমাহিতচিত্ত হইয়া মরণকাল পর্যন্ত উহা জপ  
 করে, সে পরমপদ লাভ করে । ভগবান্ কদ্র  
 এই কথা বলিয়া অনুগ্রহকামনার পুনর্বার  
 রাজার একশত বৎসরকাল আয়ুঃকল্পনা করি-  
 লেন । পরমেশ্বর কদ্র ইহাকে সেই পদম্ জ্ঞান  
 ও বৈরাগ্য দান করিয়া কণকালের মধ্যেই

রাজ্যপি তপসা ক্রমঃ জজ্ঞাপানভমানসঃ ।

তস্মচ্ছরজিগবনঃ শাস্ত্রা শাস্ত্রঃ সমাহিতঃ ॥৭৩

জপতন্তু নৃপতে: পূর্ণে বর্ষতে পুনঃ ।

যোগপ্রসুতিরতবৎ কালো কালপরং পদম্ ॥৭৪

বিবেশৈতৎসেদসারং স্থানং বৈ পরমেষ্টিনঃ ।

ভানোঃ স মণ্ডলং শুভ্রং ততো যাতো মহেশ্বরম্

যঃ পদং—মণ্ডলং—নিঃশব্দং ॥৭৫

সর্বপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মনুষ্যতে ॥ ৭৬

ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে পূর্বভাগে রাজ-

বংশকীর্তনে বিংশোধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

একবিংশোধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ত্রিধবা রাজপুত্রস্তৎশ্রেণ পালয়নম্ ॥

তস্ত পুত্রোহন্তব্রিহদাংস্রাক্ষণ ইতি স্মৃতঃ ॥১

অন্তর্হিত হইলেন ; তখন ইহা আশ্রয় ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে লাগিল । রাজাও তস্ম-  
লিপ্তকলেবর, ত্রিসন্ধাশ্রয়ী, শাস্ত্র, সমাহিতচিত্ত ও অনন্তমনা হইয়া, তপোনিরত থাকিয়া শত-  
কজিয়েব জপ করিতে লাগিলেন । রাজার সেইরূপ জপ করিতে আবার একশত বৎসর পূর্ণ হইলে, তাঁহার আবারও যোগে প্রবৃত্তি হইতে লাগিল । তদনন্তর রাজা, পরমেশী শ্রুত্বৈব মণ্ডলমধ্যস্থ বেদসার শুভ্রবর্ণ কালপর পরমপণ প্রাপ্ত হইলেন, পরে মহেশ্বর লাভ করিলেন । যে ব্যক্তি বসুমনা রাজার এই উত্তম চরিত পাঠ করেন, বা শ্রবণ করেন, তিনি সর্বপাপপ্রমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে পূজিত হন । ৬১—৭৬ ।

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—রাজপুত্র ত্রিধবা ধর্ম্মাঙ্ক-  
সারে এই পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন ।  
তাঁহার ত্রয়াক্ষণ নামে এক বিদ্বান্ পুত্র হইয়া

তস্ত সত্যব্রতো নাম কু্যারোহত্মহাবলঃ ।

ভার্য্য। সত্যবনা নাম হরিশ্চন্দ্রমজীজনং ॥ ২

হরিশ্চন্দ্রস্ত পুত্রোহভূজোহিতো নাম বীর্ঘ্যবান্

হরিতো রোহিতস্তাধ ধুঙ্কুস্ত অতোহন্তবৎ ॥৩

বিজয়শ্চ অদেবশ্চ ধুঙ্কুপুত্রো বভূবতুঃ ।

বিজয়স্তান্তবৎ পুত্রঃ কাককো নাম বীর্ঘ্যবান্ ॥৪

কাককস্ত বৃকঃ পুত্রস্তাষাছরজারত ।

সগরস্তস্ত পুত্রোহভূজাজা পরমধার্ম্মিকঃ ॥ ৫

যে ভার্য্যে সগরস্তাপি প্রভা ভাহুমতী তথা ।

ভাভ্যামাষাধিতো বহিঃ প্রদদৌ বরমুত্তমম্ ॥৬

একং ভাহুমতী পুত্রমগুহাদসমঞ্জসম্ ।

প্রভা যষ্টিসহস্রস্ত পুত্রাণাং জগৃহে শুভা ॥ ৭

অসমঞ্জসপুত্রোহভূদন্তমান নাম পার্শ্বিণঃ ।

তস্ত পুত্রো দিলীপস্ত দিলীপাত্তু ভগীরথঃ ॥ ৮

যেন ভাগীরথী পঙ্গা তপঃ কুদ্যবতারিতা ।

প্রসাদাদেবদেবস্ত মহাদেবস্ত ধীমতঃ ॥ ৯

ভগীরথস্ত তপসা দেবঃ প্রীতমনা হরঃ ।

বতার শিরসা গজাং সোমাস্তে সোমভূষণঃ ॥১০

ছিল । তাঁহার সত্যব্রত নামে এক মহাবল-  
সম্পন্ন পুত্র হইয়াছিল, সত্যবনার গর্ভে  
সত্যব্রতের হরিশ্চন্দ্র নামে পুত্র হয় । হরি-  
শ্চন্দ্রের পুত্র বীর্ঘ্যবান্ রোহিত, রোহিতের  
পুত্র হরিত; হরিতের পুত্র ধুঙ্কু । ধুঙ্কুর  
বিজয় ও বাসুদেব নামে দুই পুত্র হয়;  
বিজয়ের পুত্র বীর্ঘ্যবান্ কাকক, কাককের পুত্র  
বৃক, বৃকের পুত্র বাহু, বাহুর পুত্র পরমধার্ম্মিক  
রাজা সগর । সগর রাজার প্রভা ও ভাহু-  
মতী নামে দুই পত্নী ছিল; তাঁহারা উভয়েই  
অগ্নিদেবের আরাধনা করায়, অগ্নি প্রসন্ন হইয়া  
ভাহুমতীকে অসমঞ্জা নামে এক পুত্র এবং  
প্রভাকে যষ্টি সহস্র পুত্র হইবার বর প্রদান  
করেন । পার্শ্বিণ অন্তমান্ অসমঞ্জার পুত্র,  
তাঁহার পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র ভগীরথ,  
এই ভগীরথই তপস্তা করিয়া ধীমান্ দেবদেব  
মহাদেবের প্রসাদে গজাকে আনয়ন করিয়া-  
ছিলেন । চন্দ্রভূষণ হর, ভগীরথের তপস্তার  
সম্পত্তি হইয়া, গজাকে নিজের মস্তক দ্বারা চন্দ্রের



ভগীরথস্তুতশ্চাপি ঋতো নাম বভূব হ ।  
 নাভাগন্তু দাশ্যাদঃ সিন্ধুরীপন্ততোহভবৎ ॥১১  
 অমৃতায়ুঃ স্তুতশ্চ ঋতুপর্ণো মহাবলঃ ।  
 ঋতুপর্ণস্ত পুত্রোহতুং সুদাসো নাম ধার্মিকঃ ॥  
 সৌদাসন্তু তনয়ঃ খ্যাতঃ কল্যাণপাদকঃ ।  
 বশিষ্ঠস্ত মহাতেজাঃ ক্ষেত্রে কল্যাণপাদকে ॥১৫  
 অশ্বকং জনয়ামাস তমিচ্ছাকুকুলধ্বজম্ ।  
 অশ্বকস্তোৎকল্যাস্ত নকুলো নাম পার্শ্বিকঃ ॥১৪  
 স হি রামভয়াদ্রাজা বনং প্রাপ স্তুতখিতঃ ।  
 দধৎ স নারীকবচং তস্মাচ্ছতরথোহভবৎ ॥১৫  
 তস্মাদিলিবিঃ শ্রীমান্ বৃদ্ধশ্রী চ তৎসুতঃ ।  
 তস্মাদিবসন্তস্মাৎ খট্টাক ইতি বিখ্যতঃ ॥ ১৬  
 দীর্ঘবাহুঃ স্তুতশ্চাদ্রবুস্তস্মাদজায়ত ।  
 রঘোরজঃ সমুৎপন্নো রাজা দশরথস্ততঃ ॥ ১৭

উপরিভাগে ধারণ করিয়াছিলেন । ১-১০। ভগী-  
 রথের পুত্র ঋত, ঋতের পুত্র নাভাগ, তাঁহার  
 পুত্র সিন্ধুরীপ, সিন্ধুরীপের পুত্র অমৃতায়ু; অমু-  
 তায়ুর পুত্র মহাবল ঋতুপর্ণ; এই ঋতুপর্ণের  
 সুদাস নামে এক পরম ধার্মিক পণ্ডিত পুত্র  
 হইয়াছিল। সুদাসের পুত্র সৌদাস, ইনিই  
 কল্যাণপাদ নামে প্রসিদ্ধ। মহাতেজা বশিষ্ঠ  
 কল্যাণপাদ রাজার ক্ষেত্রে ইচ্ছাকুকুলধ্বজ  
 অশ্বক নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়া-  
 ছিলেন, উৎকলার গর্ভে অশ্বকেব নকুল  
 নামে এক পুত্র হইয়াছিল। সেই রাজা  
 পরন্তরামের ভয়ে নিরন্তর ভুঞ্চিত হইয়া বনে  
 গমন করিয়াছিলেন এবং নারীকবচ \* ধারণ  
 করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দশরথ। দশ-  
 রথের পুত্র শ্রীমান্ ইলিবি, তাঁহার পুত্র বৃহ-  
 দ্ধশ্রী, বৃহদ্ধশ্রীর পুত্র বিশ্বসহ, বিশ্বসহের পুত্র  
 খট্টাক, খট্টাকের পুত্র দীর্ঘবাহু, দীর্ঘবাহুর

রামো দাশরথিবোরো ধর্মজ্যো লোকবিশ্রুতঃ ।  
 ভরতো লক্ষ্মণশ্চৈব শত্রুঘ্নশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৮  
 সর্কো শত্রুসমা যুদ্ধে তিক্তভক্তিসমম্বিতাঃ ।  
 যজ্ঞে রাবণনাশার্থং বিষ্ণুরংশেন বিবভূক ॥ ১৯  
 রামস্ত তার্থা স্তুতগা জনকস্তাত্মজা সূতা ।  
 সীতা ত্রিলোক্যবিখ্যাতা নীলোদার্যাভগাষিতা ॥  
 তপসা তোষিতা দেবী জনকেন গিরীশ্রজা ।  
 প্রাঘচ্ছজ্ঞানকৌ সীতাং রামমেবাশ্রিতাং পতিম্  
 শ্রীহৃৎ ভগবানীশত্রিশূলী নীললোহিতঃ ।  
 প্রদদৌ শত্রুনাশার্থং জনকাস্তুতং ধনুঃ ॥ ২২  
 স রাজা জনকো ধীমান্ দাতৃকামঃ স্তুতামিমাং  
 অঘোষদমিত্রয়ো লোকেহস্মিন বিজগৃহবাঃ ॥  
 ইদং ধনুঃ সমাদাতুং যঃ শকোতি জগত্ত্রয়ে ।  
 দেবো বা দানবো বাপি স সীতাং কুমরীতি  
 বিজায়ামো বলবান্ জনকস্ত গৃহং প্রভুঃ ॥

পুত্র রঘু, রঘুর পুত্র অজ, অজের পুত্র রাজা  
 দশরথ। ভুবনবিখ্যাত ধার্মিক বীর রামচন্দ্র  
 ভরত লক্ষ্মণ ও মহাবল শত্রুঘ্ন এই চারিজন  
 দশরথের পুত্র, ইহারা সকলেই যুদ্ধে ইন্দ্রসদৃশ  
 এবং বিকৃতভক্তিসমম্বিত। বিবভূক বিষ্ণুই  
 রাবণবধের জন্য অংশ দ্বারা রামাদিক্রমে অব-  
 তীর্ণ হইয়াছিলেন। ভগবতী পার্শ্বতী, জনক-  
 রাজার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে এক  
 রূপলাবণ্যবতী নীলোদার্যাভগাষিতা ত্রিভুবন-  
 বিখ্যাতা কন্যা প্রদান করিয়াছিলেন; ইনিই  
 জনকাত্মজা জানকী সীতা, রামচন্দ্রকে ইনি  
 পতিরূপে বরণ করিয়াছিলেন। ১১—২১।  
 ত্রিশূলী নীললোহিত ভগবান্ পার্শ্বতীপতি।  
 সন্তুষ্ট হইয়া জনকরাজাকে শত্রুনাশের নিমিত্ত  
 এক অদ্ভুত ধনুক প্রদান করিয়াছিলেন।  
 হে বিজগৃহবগন। অমিত্রয় ধীমান্ জনক  
 রাজা এই কন্যা সম্প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে  
 জগতে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, ত্রিগ-  
 তের মধ্যে কি দেবতা, কি দানব, যে কোন  
 ব্যক্তি এই ধনু গ্ৰহণোজনা দ্বারা যথার্থ  
 ব্যবহার করিতে পারিবে, সে-ই সীতাকে  
 লাভ করিবে। বলবান্ প্রভু রাম ইহা

\* নারীরূপ কবচ। “নিঃক্ষেত্রেহস্মিন  
 স্নাতলে ক্রিয়মাণে স্ত্রীতিবিবস্তাতিঃ পরিবার্য  
 রক্ষিতঃ।” ততস্তঃ নারীকবচমুদাহরতি।  
 (বিশ্বপুরাণ, ৪ অংশ, ৪ অঃ) বিশ্বপুরাণে  
 অশ্বকপুত্রের নাম মূলক।

ভজ্যামাস চান্দায় গচ্ছাসৌ লীলৈব হি । ২৫  
উষবাহাধ তাত কতাত পার্শ্বভৌমিব শকরঃ ।  
রামঃ পরমধর্ম্মাশ্রা সেনামিব চ যথুথঃ । ২৬  
ভক্তো বহু ভিধে কালে রাজা দশরথঃ স্বয়ম্ ।  
রামং জ্যেষ্ঠপুত্রং বীরং রাজানং কঠমারভত ২৭  
ভক্তাধ পত্নী পুত্রগা কৈকেয়ী চাক্রহাসিনী ।  
নিবারণামাস প্রতিং প্রাহ স্ত্রীস্তুমানসা ২৮  
যৎপুত্রং ভরতং বীরং রাজানং বর্জুর্মহঃ ।  
পূর্ষমেব বরো যস্মাদভ্যক্তো মে ভবতানঘ ২৯  
স তস্তা বচনং শ্রুত্বা রাজা হৃৎখিতমানসঃ ।  
বাচমিত্যত্র বীরা কাত্য তথা রামোহপি ধর্ম্মাবৎ ।  
প্রণম্যাপি পিতুঃ পানো লক্ষ্মণেন সগচ্ছাতঃ ।  
যযৌ বনং সপত্নীদঃ কুত্বা সময়মাহুতপন ৩১  
সংবৎসরাণাং চত্বারি দশ চৈব মহাপদঃ ।  
উবাস তত্র ভগবান লক্ষ্মণেন সহ চতুঃ ৩২

কদাচিৎসত্যোহরণ্যে রাবণো নাম রাক্ষ : ।  
পরিভ্রাজকবেশেন সীতাং হৃদ্বা যযৌ পুরীষা ৩৩  
অদৃষ্টো লক্ষ্মণো রামঃ সীতামাকুলতেজস্রিমে ।  
হৃৎখণ্ডোকাভিসম্ভ্রান্তৌ বভূবুর্বারদমৌ ৩৪  
ততঃ কদাচিত্ কপিণা সুগ্রীবেন বিজ্যোতমাঃ ।  
বানরৈরপ্যভূৎ সখ্যং রামস্তাক্রিষ্টবর্ষণঃ ৩৫  
সুগ্রীবস্তাহুগো বীরো হনুমান্ নামঃ বানরঃ ।  
বায়ুপুত্রো মহাতেজা রামস্তাসৌ প্রিয়ঃ সদা ৩৬  
স কুত্বা পরমং ধৈর্য্যং রামায় কু হনিশ্চয়ঃ ।  
আনয়িষ্যামি তাত সীতাং মৃত্যুজ্ঞা বিচচার হ ৩৭  
মহী সাগরপথ্যস্তাং সীতাংশনতৎপরঃ ।  
জগাম বাবণপুরী কতাত সাগরসংস্থিতাম্ ৩৮  
তত্রাপি নিজ্জনে দেশে বৃক্ষমূলে ত্রিচশ্রিতাম্ ।  
অপশুদবলাং সীতাং রাক্ষসীভিঃ সমারতমা ৩৯  
অশ্রুপূর্ণেকণাঃ হৃদ্যাঃ সংস্রবস্তামানন্দিতাম্ ।

জানিতে পারিয়া জনকভবনে গমন করত  
অনলীলাক্রমে সেই ধনুক তুলিয়াই ভাঙ্গিয়া  
ফেলিলেন। অনন্ত পরমধর্ম্মাশ্রা রামের সহিত  
—শকরের পার্শ্বভৌম স্তায় এবং যত্নবানের  
দেবসেনার স্তায় সেই কতাব পাণিগ্রহণ কার্য্য  
সম্পন্ন হইল। তদনন্তর বহুদিবস গত হইলে  
রাজা দশরথ আপনাব জ্যেষ্ঠ পুত্র বীর রাম-  
সঙ্গে রাজা কঁদবার মানস করিলেন।  
তৎকালে দশরথের প্রি তমা পত্নী চাক্রহাসিনী  
কৈকেয়ী নিরতিশয় স্ত্রীমের সহিত রাজাকে  
নিবারণ করত বলিতে লাগিলেন,—ও  
অনঘ! আপনি আমার পুত্র ভরতকে রাজা  
করুন, যেহেতু আপনি পূর্বে আমাকে বর  
দিয়াছিলেন। রাজা দশরথ কৈকেয়ীর বাক্য  
শ্রবণে হৃৎখিতচিত্তে “তাহাই হইবে” বলি-  
লেন এবং ধর্ম্মাশ্রা রামও তাহাই স্বীকার  
করিলেন। ২২—৩০। সংযতমনাঃ রামচন্দ্র,  
তৎকালে পিতার চরণ-বন্দন করিয়া লক্ষ্মণ ও  
পত্নী সীতার সহিত সমগ্র-বদ্ধ হইয়া বনে  
গমন করিলেন। মধ্যবনসম্পন্ন ভগবান  
রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতার সমভিব্যাহারে  
ধাকিয়া অরণ্যমাসেই চতুর্দশ বৎসর অতি-

বাহিত কাঁদয়া ছিলেন। ইহাদিগের বনবাস-  
কালে এক দিবস রাক্ষস রাবণ ভিক্ষুকবেশে  
আগমন করিয়া, সীতাকে হরণ করিয়া নিজের  
পুরীতে লইয়া গেল। শত্রুদমদকারী রাম  
এবং লক্ষ্মণ সীতাকে দেখিতে না পাইয়া  
অতিশয় ব্যাকুলিতেন্দ্রিয় ও হৃৎখণ্ডোকাভি-  
সম্ভ্রান্ত হইয়া উঠিলেন। অন্তর কোন  
সময়ে অক্রিষ্টবর্ষা রামচন্দ্রের বাপ সুগ্রীব  
ও বানরগণের সহিত সখ্য জন্মিল। হে  
বিজ্যোতগণ! সুগ্রীবের অনুগত বায়ুপুত্র  
মহাতেজা হনুমান নামক বানর, সহত  
রামের নিরতিশয় প্রেমপাত্র হইয়া উঠিলেন।  
সেই হনুমান রামচন্দ্রের নিকটে সীতার  
আনয়নে প্রতিজ্ঞ করিয়া, নিরতিশয় ধৈর্য্যের  
সহিত সীতার দর্শনে তৎপর হইয়া সাগরাস্তা  
মধ্যবচরণ করিতে করিতে, সাগরমধ্যবর্তী  
রাবণের পুরী লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।  
সেখানে গিয়া দেখিতে পাইলেন যে, মনো-  
রমা অমলা অনিন্দিতা ত্রিচশ্রিতা সীতা  
এক নিজ্জনপ্রদেশে বৃক্ষমূলে বসিয়া রহিয়া-  
ছেন এবং ইন্দীবরস্তাম রামকে ও জিতেন্দ্রিয়  
লক্ষ্মণকে স্মরণ করিতে করিতে অবিজ্ঞাত

রামমন্দীবরস্তামং লক্ষণকাঞ্চনং ॥ ৪০  
 নিবেদয়িত্বা চান্নানং সীতার রহসি প্রভুঃ ।  
 অসংশয়ায় প্রদত্ত বস্ত্রে রামাঙ্গুলীয়কম্ ॥ ৪১  
 দৃষ্ট্বাঙ্গুলীয়কং সীতা পত্ন্যঃ পরমশোভনম্ ।  
 মেনে সমাগতঃ রামঃ স্ত্রীতিবিস্মৃতিভেদেন ॥ ৪২  
 সমাস্তান্ত তদা সীতাং দৃষ্ট্বা রামস্তা চাশ্চিকম্ ।  
 নয়িম্যে ত্বাং মহাবাহুযুক্তা রামং যযৌ পুনঃ ॥ ৪৩  
 নিবেদয়িত্বা রামায় সীতা দর্শনযাচ্ছবান্ ।  
 তত্শৌ রামেণ পুরাতো লক্ষণেন চ পূজিতঃ ॥ ৪৪  
 ততঃ স রামো বলবান্ সার্কঃ হনুমতা সযম্ ।  
 লক্ষণেন চ যুদ্ধায় বুদ্ধিঃ চতুরাঃ চৈব ॥ ৪৫  
 কথ্যে বানরশতৈর্লক্ষ্যমাণং মহোদধেঃ ।  
 সেতুং পরমধর্ম্মাচ্ছা রাবণং হতবান্ প্রভুঃ ॥ ৪৬  
 সপত্নীকং হি সমুত্তং সত্রাত্মকমবিন্দমঃ ।  
 আনয়ামাস তাং সীতাং বায়ুপুত্রসগম্বান ॥ ৪৭

সেতুমধ্যে মহাদেবমীশানং কৃতিবাসিনম্ ।  
 স্থাপয়ামাস লিঙ্গং পূজয়ামাস রাঘবঃ ॥ ৪৮  
 তন্ত দেবো মহাদেবঃ পার্কীত্যা সহ শঙ্করঃ ।  
 প্রত্যক্ষমেব ভগবান্ দত্তবান্ বরমুত্তমম্ ॥ ৪৯  
 যে ত্বা স্থাপিতং লিঙ্গং দ্রক্ষ্যন্তীতঃ বিজাতরঃ  
 মহাপাতকসংযুক্তান্তেমাং পাপং বিনষ্ট্যতি ॥  
 অস্তানি চৈব পাপানি স্নাতস্তাত্ত্ব মহোদধৌ ।  
 দর্শনাদেব লিঙ্গস্তা নাশং যাস্তি ন সংশয়ঃ ॥  
 যাবৎ স্থাস্তিস্তি গিরয়ো যাবদেয়া চ মেদিনী ।  
 যাবৎ সেতুস্ত ভাবচ্চ স্থাস্ত্যাত্ত্ব তিরোহিতঃ ॥  
 স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধং সর্বং ভবতু চাক্ষরম্ ।  
 স্মরণাদেব লিঙ্গস্তা দিনপাপং প্রপত্ততি ॥ ৫০  
 ইতু ক্কা ভগবান্ শত্ৰুঃ পরিলজ্জা তু রাঘবম্ ।  
 সনন্দৌ সগণৌ ক্রুদন্তৌ বানস্তরধীয়ত ॥ ৫১

অক্ষবর্ষণ করিতেছেন, আর রাক্ষসীগণ  
 তাঁহাকে পরিবেষ্টিত করিয়া রহিয়াছে ।  
 ৩১—৪০ । প্রভু হনুমান্ নিজ্জনে সীতার  
 নিকটে আশ্রয়প্রার্থনা দিয়া, সীতার মনে বিশ্বা-  
 সোৎপাদনের নিমিত্ত তাঁহাকে রামচন্দ্রের  
 একটা অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলেন । পত্নির  
 পরম রমণীয় অঙ্গুরীয়ক দর্শন করিয়া সীতার  
 নয়ন-যুগল আনন্দ-বিফারিত হইয়া উঠিল  
 এবং মনে করিতে লাগিলেন যে, রামচন্দ্র  
 অচিরে আগমন করিবেন । তখন হনুমান,  
 “রামচন্দ্রের নিকটে গমন করিয়া স্বয়ং প্রভুকে  
 এখানে আনয়ন করিব” সীতাকে এইরূপ  
 আশ্বাস প্রদান করিয়া পুনরায় রামচন্দ্রের  
 নিকটে গমন করিলেন । জিতেন্দ্রিয় হনুমান  
 রামসমীপে গমন করিয়া সীতা দর্শনবুদ্ধান্ত  
 নিবেদন করিলেন ; রাম ও লক্ষণ তাঁহার  
 যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন । তদনন্তর  
 বলবান্ রাম লক্ষণ ও হনুমানকে সঙ্গে লইয়া  
 রাক্ষসের সহিত যুদ্ধ করিতে মনঃস্থ করিয়া-  
 ছিলেন । অনন্তর পরমধর্ম্মাচ্ছা শত্রুদমন-  
 কারী প্রভু রামচন্দ্র বায়ুপুত্রের সাহায্যে শত  
 শত বানরদ্বারা লক্ষ্যমাণে সমুদ্রোপরি সেতু

নিৰ্ম্মাণ করিয়া লক্ষ্য গমন করিয়াছিলেন  
 এবং পত্নীগণসহ অবস্থিত রাবণকে পুত্র  
 ও ভ্রাতা প্রভৃতির সহিত নিধন করত  
 সীতাকে আনয়ন করিয়াছিলেন । রাম  
 সেতু মধ্যে কৃতিবাস প্রভু ইশানের এক  
 লিঙ্গ স্থাপন করিয়া স্বয়ং তাঁহার পূজা করিয়া-  
 ছিলেন । ভগবান্ মহাদেব শঙ্কর, পার্কীতীর  
 সহিত তাঁহাব সমক্ষে আগমন করিয়া এই  
 উত্তম বর প্রদান করিয়াছিলেন যে, “যে সকল  
 বিজাতি আপনার স্থাপিত এই লিঙ্গ দর্শন  
 করবে, তাহারা মহাপাতকসংযুক্ত হইলেও  
 তাহাদের সেই পাপ বিনষ্ট হইবে, তাহারা এই  
 সমুদ্রে স্নান করিয়া লিঙ্গমূর্ত্ত দর্শন করিলে  
 অন্তান্ত সকল পাপই বিনষ্ট হইবে, তাহাতে  
 আর কোন সন্দেহ নাই । যে কাল পর্যন্ত  
 গিরিসমূহ অবস্থান করিবে, যে পর্যন্ত  
 পৃথিবী থাকিবে এবং যে পর্যন্ত এই  
 সেতু বর্তমান থাকিবে, আমিও তৎকাল  
 পর্যন্ত এই স্থানে প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকিব ।  
 এখানে স্নান, দান, তপস্বা, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি  
 সকল কার্যই অক্ষয় হইবে এবং এই ভিক্ষুর  
 স্মরণ করিলে, দিবসরূপ পাপ বিনষ্ট হইবে” ।  
 ৪১—৫০ । ভগবান্ কদ এই কথা বলিয়া

রামোহপি পালয়াম'স রাজ্যং ধর্মপরায়ণঃ ।  
 অতিথিক্তো মহাতেজা ভরতেন মহাবলঃ ॥ ৫৫  
 বিশেষাদ্ভ্রাক্ষণান্ সর্কান পূজয়ামাস চেশ্বরম্ ।  
 যজ্ঞেন যজ্ঞহস্তারমণমেধেন শঙ্করম্ ॥ ৫৬  
 রামস্ত তনয়ো জ্ঞে কুশ ইত্যতিবিজ্ঞতঃ ।  
 লবশ্চ তুমহাভাগঃ সর্কতদ্বার্থবিৎ সুবীঃ ॥ ৫৭  
 অতিথিত কুশজ্ঞে নিষধস্তৎসুতোহভবৎ ।  
 নলশ্চ নিষধস্তাসৌরভাস্তস্মাদজায়ত ॥ ৫৮  
 নভসঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ ক্ষেমধন্য তু তৎসুতঃ ।  
 তস্য পুত্রোহভবদ্বীরো দেবানীকঃ প্রতাপবান  
 অহীনশস্ত্র সূতো মহশ্বাস্তৎসুতোহভবৎ ।  
 তস্মাক্স্রাবলোকস্ত তারাপীড়শ্চ তৎসুতঃ ॥ ৬০  
 তারাপীড়াক্স্রগিরিভানুচিস্তস্ততোহভবৎ ।  
 ক্ষতায়ুরভবৎ তস্মাদেতে চেক্ষাকুবংশজাঃ ॥ ৬১  
 সর্কো প্রাচ্যন্তঃ প্রোক্তাঃ সমাসেন দ্বিজোক্তমাঃ

রামচন্দ্রকে আলিঙ্গনকরত নন্দী ও গাংদেবতা-  
 দিগের সহিত সেই স্থানেই বসি হই-  
 লেন। মহাতেজা মহাবলসম্পন্ন ধর্মপরায়ণ  
 রাম, ভরতকর্তৃক রাজ্যে অতিথিক্ত হইয়া  
 রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। তিনি অশ্বমেধ  
 যজ্ঞ করিয়া দক্ষযজ্ঞহস্তা ঈশ্বর শঙ্করের  
 এবং বিশেষতঃ ভ্রাক্ষণদিগের পূজা করিয়া-  
 ছিলেন। রামচন্দ্রের সর্কতদ্বার্থবিদ, তুমহা-  
 ভাগ ও পণ্ডিত লব এবং কুশ নামে তই পুত্র  
 হইয়াছিল। কুশের পুত্র অতিথি, অতিথির  
 পুত্র নিষধ, নিষধের পুত্র নল এবং নলের পুত্র  
 নভা। নভার পুত্র পুণ্ডরীকাক্ষ, পুণ্ডরী-  
 কাক্ষের পুত্র ক্ষেমধন্য। বীর ও প্রতাপ-  
 বান দেবানীক নামে ক্ষেমধন্যর এক পুত্র  
 হইয়াছিল। দেবানীকের পুত্র অহীনশ,  
 তাঁহার পুত্র মহশ্বান, মহশ্বানের পুত্র চন্দ্রাব-  
 লোক, চন্দ্রাবলোকের পুত্র তারাপীড়, তারা-  
 পীড়ের পুত্র চন্দ্রগিরি, চন্দ্রগিরির পুত্র ভানু-  
 চিস্ত এবং ভানুচিস্তের পুত্র ক্ষতায়ু; ইঁহারা  
 সকলেই ইক্ষাকুবংশমুদ্রব। তে দ্বিজোক্তম-  
 গণ। আমি সংক্ষেপে প্রধান প্রধান ইক্ষাকু-  
 বংশীয়দিগের নাম কীৰ্ত্তন করিলাম। যে

য ইমং পুণ্ডরীকাক্ষমক্ষাকোর্বংশমুদ্রম্ ।  
 সর্কপাপবিনিস্কৃতো দেবলোকে মহীয়তে ॥ ৬২  
 ইতি ত্রীকোশ্মে মহাপুরাণে পূর্বভাগে  
 সূর্য্যবংশে ইক্ষাকুবংশকথনং নানৈক-  
 বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২১ ॥

### দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ঈলঃ পুরুষবাশ্চাথ রাজা রাজ্যমপালয়ৎ ।  
 তস্য পুত্রা বভূবুঃ ষড়্ভ্রসমভেজসঃ ॥ ১  
 আয়ুর্মাশুরমাযুশ্চ বিশ্বায়ুশ্চৈব বীর্ঘাবান্ ।  
 শতায়ুশ্চ ক্ষতায়ুশ্চ দিব্যাশ্চৈবোক্ষীশুতাঃ ॥ ২  
 আয়বস্তনয়া বীর্য্যঃ পটেক্বাসন্ মহোজসঃ ।  
 যভানুতনয়ায়াং বৈ প্রভায়া'মতি নঃ ক্ষতম্ ॥ ৩  
 নভসঃ প্রথমস্তেষাং দ্বয়জ্ঞো লোকবিজ্ঞতঃ ।  
 নভস্য তু দায়াদাঃ পঞ্চেক্স্রোপমভেজসঃ ।  
 উৎপন্নঃ পিতৃকস্তায়াং বিরজায়াং মহাবলঃ ॥ ৪

ব্যক্তি এই উত্তম ইক্ষাকুবংশ-বর্ণন করে, সে  
 সর্কপাপবিনিস্কৃত হইয়া দেবলোকে বাস  
 করে ॥ ৫৪—৬২ ।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

### দ্বাবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অনন্তর ইলার পুত্র পুরু-  
 রবা রাজ্য পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার  
 ইল-সমভেজসী ছয়টি দিব্য পুত্র উক্ষীীর  
 গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিল; তাহাদের নাম  
 আয়, মাযু, অমাযু, বীর্ঘাবান, বিশ্বায়ু,  
 শতায়ু এবং ক্ষতায়ু। মহোজা আয়ুর রাহকস্তা  
 প্রভার গর্ভে পাটী বীর পুত্র উৎপন্ন হইয়া-  
 ছিল; শুনিয়াছ, লোকপ্রসিদ্ধ ধর্মজ্ঞ নভসই  
 তাহাদের জ্যেষ্ঠ। পিতৃকস্তা বিরজার গর্ভে  
 নভসের পঁচুটি ইলসমভেজসী মহাবলসম্পন্ন  
 পুত্র জন্মিয়াছিল। তাহাদের নাম যাত,

যতির্ঘাতিঃ সংঘাতিরাতিঃ পঞ্চমোহনকঃ ।  
 তেষাং যঘাতিঃ পঞ্চানাং মহাবলপরাক্রমঃ ॥ ৫  
 দেবযানীমুখনসঃ সূতাং ভার্যামবাপ সঃ ।  
 শশ্বিষ্ঠামানুরৌক্যেব তনয়াং বৃষপর্কণঃ ॥ ৬  
 যত্নক তুর্কসুর্কৈব দেবযানী ব্যজায়ত ।  
 অক্ষকামুখ পুরুষ শশ্বিষ্ঠা চাপ্যজীজনৎ ॥ ৭  
 সোহত্যধিকদতিক্রম্য জ্যেষ্ঠং যত্নমনিদিতম্ ।  
 পুরুমেব কনীয়াংসং পিতুর্বচনপালকম্ ॥ ৮  
 দিশি দক্ষিণপূর্বস্তাং তুর্কসুং পূত্রমাদিশৎ ।  
 দক্ষিণাপরমো রাজা যত্নং শ্রেষ্ঠং স্ত্রযোজয়ৎ ॥ ৯  
 প্রতীচ্যামুত্তরাধিক্রম্য অস্তাক্ষমকল্পয়ৎ ।  
 তৈরিয়ং পৃথিবী সর্বা ধর্ম্যতঃ পরিপালিতা ॥ ১০  
 রাজাপি দারসহিতো বনং প্রাপ মহাযশাঃ ।  
 যদোরণ্যভবন্ পুত্রাঃ পঞ্চ দেবসুতোপমাঃ ॥ ১১  
 সহস্রজিৎ তথা শ্রেষ্ঠঃ ক্রোষ্টুনীলো জিনো রঘুঃ  
 সহস্রজিৎ সূতন্তৎসুতজিহ্মাম পার্শ্ববঃ ॥ ১২

সূতাঃ শতজিতোহপ্যাসংগ্রহঃ পরমধার্মিকঃ ।  
 হৈহয়শ্চ হয়শ্চৈব রাজা বেণুহয়শ্চ যঃ ॥ ১৩  
 হৈহয়শ্চাত্তবৎ পুত্রো ধর্ম্য ইত্যতিবিজ্ঞাতঃ ।  
 তস্য পুত্রোহন্তবর্ষপ্রা ধর্ম্যনেত্রঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৪  
 ধর্ম্যনেত্রস্ত কীর্ত্তিঃ সজিতস্তৎসুতোহন্তবৎ ।  
 মহিম্যান সজিতস্তাকৃত্তদ্রশ্যেন্যস্তদধয়ঃ ॥ ১৫  
 ভদ্রশ্রেণ্যস্ত দায়াদো দুর্ম্মদো নাম পার্শ্ববঃ ।  
 দুর্ম্মদস্ত সূতো ধীমানক্ককো নাম বীর্ষাবান্ ॥ ১৬  
 অক্ষকস্ত তু দায়াদাস্তদারো লোকসম্ভতাঃ ।  
 কৃতবীর্ষাঃ কৃত্যগ্নিশ্চ কৃতবর্ষা তথৈব চ ॥ ১৭  
 কৃতোজাশ্চ চতুর্গোহভূৎ কার্ত্তবীর্ষাস্তর্ষাজুনঃ ।  
 সহস্রবঃ কৃত্যতিমান্ ধর্ম্মবেদবিদাঃ বরঃ ॥ ১৮  
 তস্য রাঘোহন্তবন্মতুর্জামদগ্নৌ জনাধিনঃ ।  
 তস্য পুত্রশতাশ্চাসন্ পঞ্চ তত্র মহারথাঃ ॥ ১৯  
 কৃত্যগ্না বলিনঃ শূরা ধর্ম্মাস্তানো মনষিনঃ ।  
 শশ্চ শূরসেনশ্চ কৃষ্ণো ধৃকস্তথৈব চ ।  
 জম্ববজশ্চ বলবান নায়ায়নপরো নৃপঃ ॥ ২০

যঘাতি সংঘাতি, অঘাতি এবং অশ্বক । তাহা-  
 দেয় মধ্যে যঘাতিই মহাবলপরাক্রমসম্পন্ন  
 ছিলেন । তিনি শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানী ও  
 বৃষপর্ক। অনুরের কন্যা শশ্বিষ্ঠা, এই দুইজনকে  
 বিবাহ করিয়াছিলেন । দেবযানীর গর্ভে যত্ন  
 ও তুর্কসুর জন্ম হয় এবং শশ্বিষ্ঠার গর্ভে ক্রতু,  
 অক্ষ ও পুরুষ জন্ম হয় । যঘাতি, অনিন্দিত  
 জ্যেষ্ঠ পুত্র যত্নকে অতিক্রম করিয় পিতৃব্যাক্য-  
 পালন-নিরত সর্বকনিষ্ঠ পুত্র পুরুকে সার্বভৌম  
 রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন । রাজা  
 যঘাতি জ্যেষ্ঠ পুত্র যত্নকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে,  
 তুর্কসুকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, ক্রতুকে পশ্চিম  
 দিকে এবং অক্ষকে উত্তরদিকে আধিপত্যে  
 স্থাপন করিয়াছিলেন । তাঁহাদিগের কর্ত্ত্বক  
 এই সমগ্র পৃথিবী ধর্ম্মাস্ত্রসারে পরিপালিত  
 হইয়াছিল । ১—১০ । মহাযশা রাজা পুত্র-  
 গণকে এইরূপ রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া  
 যথাকালে ভার্য্যার সহিত বনে গমন করিলেন ।  
 যত্ন সহস্রজিৎ, শ্রেষ্ঠ, ক্রোষ্টু, নীল, জিন ও  
 রঘু নামে দেবজনয় সপ্তশ পাঁচটি পুত্র হইয়া-  
 ছিল । সহস্রজিতের শতজিৎ নামে এক পুত্র

হইয়াছিল । রাজা শতজিতের হৈহয়, হয় ও  
 বেণুহয় নামক পরম ধার্মিক তিনটি পুত্র জন্মিয়া-  
 ছিল । হে বিজগৎ ! তাহাদের মধ্যে রাজা  
 হৈহয়ের ধর্ম্ম নামে এক বিখ্যাত পুত্র হইয়া-  
 ছিল এবং রাজা ধর্ম্মেরও ধর্ম্মনেত্র নামে  
 প্রতাপবান্ এক পুত্র হইয়াছিল । ধর্ম্ম-নেত্রের  
 পুত্র কীর্ত্তি, কীর্ত্তির পুত্র সজিত, সজিতের পুত্র  
 মহিম্যান, মহিম্যনের পুত্র ভদ্রশ্রেণা, ভদ্র-  
 শ্রেণ্যের পুত্র রাজা দুর্ম্মদ, দুর্ম্মদের পুত্র ধীমান  
 ও বীর্ষাবান্ অক্ষক । অক্ষকের কৃতবীর্ষা  
 কৃত্যগ্নি কৃতবর্ষা ও কৃতোজা নামে চারি জন  
 লোকপূজিত পুত্র হইয়াছিল । তাহাদের মধ্যে  
 রাজা কৃতবীর্ষের কার্ত্তবীর্ষাজুন নামে কৃত্য-  
 মান্ ধর্ম্মবিশিষ্ট ও সহস্র বাহুসম্পন্ন এক পুত্র  
 জন্মিয়াছিল ; ভগবান্ জামদগ্ন্য পরমরামের  
 হস্তে এই অর্জুন নিহত হইয়াছিলেন । কার্ত্ত-  
 বীর্ষাজুনের বহু শত পুত্র হইয়াছিল । তাহার  
 মধ্যে শূর শূরসেন কৃষ্ণ ধৃক ও জম্ববজ নামে  
 পাঁচ পুত্র মহারথ কৃত্য বলবান্ শূর ধার্মিক  
 ও মনস্বী ছিলেন । তন্মধ্যে কনিষ্ঠ বলবান্

শ্রুতেনান্যঃ পূৰ্বে চত্বারঃ প্রথিতৌজসঃ ।

কৃত্তজ্ঞা মহাত্মানঃ পূজয়ন্তি অ শক্ৰম্ ॥ ২১

জয়ধ্বজ মতিমান দেবং নারায়ণং হরিম্ ।

জগাম শরণং বিষ্ণুং দৈবতং ধৰ্ম্মতৎপরঃ ॥ ২২

ভয়চুরিতরে পুত্রা নায়ে ধৰ্ম্মন্তবানঘ ।

ঈশ্বরায়াদনঃ পিতাম্বাকর্মিহি জ্ঞাতঃ ॥ ২৩

তানব্রবীমহাতেজা ছেষ ধৰ্ম্মঃ পথো মম ।

বিকোপশেন শুভ্রা রাজানো যম্মহৌতরে ॥ ২৪

রাজ্যং পালয়িতাবশং ভগবান পুরুষোত্তমঃ ।

পূজনীয়ে যাতা বিষ্ণুঃ পালকো জগতাং হরিঃ

সাবিকী রাজসৌ চৈব তামসৌ চ স্বপ্নমঃ ।

ত্রিশ্রুত মূর্তয়ঃ প্রোক্তাঃ সৃষ্টিস্থিতাশ্চহরঃ ॥ ২৫

স্বাক্ষা ভগবান বিষ্ণুঃ সংস্থাপয়তি সন্নদা ।

স্বজ্ঞে ব্রহ্মা রজ্জে মূর্তিঃ সংহরেৎ তামসৌ হরঃ

তন্মায়মীপতীনাং রাজাং পালয়তামিদম ।

জয়ধ্বজ নুপতি নারায়ণপরায়ণ ছি লন এবং শূর শ্রুতেন হতুতি প্রথিতৌজস মহাত্মা জ্যেষ্ঠ চারিজন কদ্র ভক্তি-নিরত হইয়া মহাদেবের আরাধনা করিতেন। ১১—২১। মতিমান ধৰ্ম্মপরায়ণ জয়ধ্বজ ভগবান নারায়ণ হরির শরণাপন্ন হইল একদা কার্ত্তবীৰ্য্যার্জুন-পুত্র শুরাদি চাঁ. ভ্রাতা তাঁহে বলিতে লাগিলেন,—হে অ.ঘ। একপ ধৰ্ম্ম ভোমার পক্ষে বিচিত্র নহে, কারণ আমরা শুনিয়াছি যে, আমাদের পিতা মহাদেবের আরাধনা করিতেন। মহাতেজা জয়ধ্বজ উত্তর করিলেন যে, ইহাই আমার পরমধৰ্ম্ম। যখন বিষ্ণুই জগতের পালনকর্ত্তা ও পৃথিবীর সকল রাজাই তাঁহার অংশসমুচ্চ, তখন রাজ্যপালনকারী রাজার পক্ষে বিষ্ণুর পূজা করাই অবশ্য বিধেয়। জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের জন্ত স্বয়ম্ভু ভগবানের সাবিকী রাজসৌ ও তামসী এই ত্রিবিধ মূর্ত্তি হইয়াছে। তাঁহার মধ্যে সম্বন্ধণাবলদী ভগবান বিষ্ণুই নিরন্তর জগতের পালন করেন, বজ্রোণাবলদী ব্রহ্মা তাঁহার সৃষ্টি করেন এবং তমোণাবলদী মহাদেবই তাঁহার সংহার করেন।

আরাধ্যো ভগবান বিষ্ণুঃ কেশবঃ কেশিমর্দনঃ ।

নিশম্য তন্ত বচনং ভ্রাতরৌহস্তে মনসিনঃ ।

প্রোচুঃ সংহারকো কদ্রঃ পূজনীয়ে মুমুকুতিঃ ॥ ২২

অয়ং হি ভগবান কদ্রঃ সৰ্বং জগদ্বিদং শিবঃ ।

তমোণ্ডণং সমাশ্রিত্য কল্লান্তে সংহরেৎ প্রভুঃ ।

যা সা ঘোরঃ স্যামুর্জিতস্ত তেজোময়ী পরা ।

সংহরেদ্বিদ্যায়া পুংসং সংসারং শূলভূৎ তয়া ॥ ৩১

তত্তন্তানব্রবীজাজা বিচিন্ত্যাসৌ জয়ধ্বজঃ ।

সকেন যুচ্যতে জন্তুঃ সস্বাক্ষা ভগবান হরিঃ ॥ ৩২

অমুচুভ্রাতরৌ কদ্রঃ সেবিতঃ সাবিকৈর্জ্ঞানৈঃ ।

মোচয়েৎ সর্বসংযুক্তঃ পূজয়েচ্চ ততো হরম্ ॥ ৩৩

অখাব্রবীজাজপুত্রঃ প্রহসন্ বৈ জয়ধ্বজঃ ।

স্বধর্ম্মো যুক্তয়ে পরা নান্তো মুনিভিক্রম্যতে ॥ ৩৪

তথা চ বৈকবীং শক্তিং নৃপাণাং দধতাং সদা ।

এই জন্ত রাজ্যপালনে নিযুক্ত রাজসুগণের পক্ষে ভগবান কেশিমর্দন কেশব বিষ্ণুরই অর্চনা করা কর্তব্য। তদীয় মনসী ভ্রাতৃগণ তহার বাক্য শুনিয়া উত্তর করিলেন যে, মুক্তিলাভেচ্ছু পুরুষের পক্ষে সংহারকারক কদ্রের পূজা করাই উচিত; যেহেতু সমস্ত জগৎ শিবময় এবং সেই ভগবান কদ্রই তমোণ্ডনের প্রভাবে ঘোরতর তেজোময়ী পরমা বিদ্যা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কল্লান্তে প্রথমেই সমস্ত জগতেম সংসার করিয়া থাকেন। ২২—৩১। তদন্তর রাজা জয়ধ্বজ চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন যে, সম্বন্ধের প্রভাবেই জীবগণের মুক্তি হইয়া থাকে ও ভগবান হরিই সেই সম্বন্ধণময়। তদীয় ভ্রাতৃগণ উত্তর করিলেন,—লোকে সাবিকভাবে কদ্রের পূজা করিলে, মহাদেব স্বয়ং সর্বসংযুক্ত হইয়া তাহাদের মুক্তিদান করেন; অতএব ভ্রাতারই পূজা করা উচিত। অনন্তর রাজপুত্র জয়ধ্বজ হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন যে, সমুদ্রের কেবল স্বর্গেই মূর্ত্তি হওয়া থাকে এবং তাহা ভিন্ন মুক্তিলাভের আর কোন পথ নির্দিষ্ট নাই, ইহাই মুনিরা বলিয়া থাকেন। আর রাজগণেও বৈকবীশক্তি নিভিত রহিয়াছে, তখন

আরাধনং পরো ধর্মো মুরারিরমিতোজসঃ ৩৫  
তমব্রবীজাজপুত্রঃ কৃকো মতিমতাংবরঃ ।  
যদর্জুনোহমজ্জনকঃ স ধর্ম্যং কৃতবানিতি ॥ ৩৬  
এবং বিবাদে বিত্ততে শূরসেনোহব্রবীষচঃ ।  
প্রমাণমুযয়ো হস্ত ক্রয়ন্তে যৎ তথৈব তৎ ॥ ৩৭  
ততস্তে রাজশার্দূলাঃ পপ্রচ্ছব্রজ্বাদিনঃ ।  
গম্বা সর্কো সুংরকঃ সপ্তযীনাং তদাশ্রমম্ ॥ ৩৮  
ভানক্রবন্তে নুনয়ো বশিষ্ঠাদ্যা যথার্থচঃ ।  
যা যন্তাভিমতা পুংসঃ সা তি তৈস্তেব দেবতা ॥ ৩৯  
কিন্তু কার্যাবিশেষেণ পূজিতা চেষ্টেদা নৃণাম্ ।  
বিশেষাৎ সর্কদা নাং নিয়মো হস্তথা নৃণাঃ ॥ ৪০  
নৃপাণাং দেবতং বিষ্ণুস্তথৈব চ পু  
বিশ্রাণামগ্নিরাতিত্যা ব্রহ্মা চৈব । নাকল্পক্ ॥ ৪১  
দেবানাং দেবতং বিষ্ণুর্দানবানাং ত্রিশূলভূৎ ।  
গন্ধারীণাং তথা সোমো যক্ষাণামাপ কথ্যতৈ ॥

বিদ্যাধরাণাং বাগ্দেরৌ সিদ্ধানাং ভগবান্ হরিঃ  
রক্ষসাং শকরো ক্রুঃ বিন্নরাণাঞ্চ পার্বতী ॥ ৪৩  
ঋষীণাং ভগবান্ ব্রহ্মা মহাদেবত্রিশূলভূৎ ।  
মাত্তা জীণামুমা দেবী তথা বিষ্ণুশতাক্ষরাঃ ৪৪  
গৃহস্থানাঞ্চ সর্কো সূত্রাক্ষ বৈ ব্রহ্মচারিণাম্ ।  
বৈখানসানাংমর্কঃ স্তাদ্যতীনাঞ্চ মহেশ্বরঃ ॥ ৪৫  
কুতানাং ভগবান্ ক্রুঃ কুমাণ্ডানাং বিনায়কঃ ।  
সর্কোনাং ভগবান্ ব্রহ্মা দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ ॥  
ইত্যেবং ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং দেবে হত্যভ্যবিত্ত  
তস্মাক্ত্বংধ্বজো নুনং বিষ্ণুরাধনম্ ইতি ॥ ৪৭  
কিন্তু ক্রুদেণ তাদাত্ম্যবুকা পূজ্যো হরিনরৈঃ ।  
অন্তথা নৃপতেঃ শক্রান্ ন হরিঃ সংহরেদ্যতঃ ৪৮  
তান্ পুনর্যাব তে জগ্মুঃ পুরীং পরমশোভনাম্  
পালয়াক্ষত্রঃ পৃথ্বীং জিত্বা সর্কান্ নিপুন্ রণে  
ততঃ কদার্চিহ্নপ্রেস্তা বিদেহো নাম দানবঃ ।  
ভীষণঃ সসসহানাং পুরীং তেবাং সমাযযৌ ৪৯

অমিতহেজা মুরারির আরাধনা করাই তাঁহা-  
দের পরম ধর্ম্য । তখন বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র  
কৃক উত্তর করিলেন যে, আমাদের পিতা  
অর্জুন যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন,  
তাঁহাই আমাদের ধর্ম্ম । এইরূপ বিবাদ  
উপস্থিত হইলে, শূরসেন বলিলেন যে, ঋষি-  
গণই এ বিষয়ে আমাদের প্রমাণ্য, তাঁহারা  
যাহা বলিবেন, তাঁহাই ঠিক । তদনন্তর সেই  
সকল ব্রহ্মবাদী রাজপুত্রবেরা অভিষয় উৎ-  
সাহিত হইয়া সপ্তবিগণের আশ্রমে গমনপূর্বক  
তাঁহাদিগকে সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলেন । তখন  
সেই বশিষ্ঠাদি মুনিগণ রাজাদিগকে এই যথার্থ  
কথা বলিতে লাগিলেন,—হে নৃপগণ ! যে  
দেবতা যাহার অভিষক্ত, সেই দেবতাই  
তাঁহার উপাস্ত এবং কার্যাবিশেষে তাঁহাদের  
পূজা করিলে তাঁহারা সকলকেই অতীষ্ট প্রদান  
করিয়া থাকেন ; কিন্তু কার্যাবিশেষ ব্যতীত  
মন্ত্রযোয় পক্ষে সকল সময়ে এ নিয়ম বিহিত  
নহে । ৩২—৪০ । বিষ্ণু ও পুরুন্দর রাজা-  
দিগের দেবতা ; অগ্নি আদিত্য, ব্রহ্মা ও ক্রু  
ব্রাহ্মণদিগের উপাস্ত এবং বিষ্ণু দেবগণের,  
মহাদেব দানবগণের, চন্দ্র, যক্ষ ও গন্ধর্ভগণের

উপাস্ত দেবতা । সরস্বতী বিদ্যাধরদিগের,  
ভগবান্ হরি সিদ্ধগণের, ভগবান্ ক্রু রক্ষো-  
গণের ও পার্বতী বিন্নরগণের দেবতা এবং  
ভগবান্ ব্রহ্মা ও ত্রিশূলধারী মহাদেব ঋষি-  
গণের উপাস্ত । ডমাদেবী জীজাতির মাত্তা ।  
দেইরূপ বিষ্ণু, মহেশ্বর ও তাক্ষর গৃহস্থদিগের,  
ব্রহ্ম ব্রহ্মচারিগণের, সূর্য্য বানপ্রস্থ, অধীর,  
মহেশ্বর ঋষিদিগের, ভগবান্ ক্রু ক্রু-  
গণের, বিনায়ক কুমাণ্ডগণের এবং ভগবান্  
দেবদেব প্রজাপতি সমস্ত লোকের মাত্তা ও  
আরাধ্যদেবতা ; ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ং এইরূপই  
বলিয়াছেন ; অতএব জন্মধ্বজের পক্ষে নিশ্চয়  
বিষ্ণুর আরাধনা করাই কর্তব্য । মন্ত্রযোয় পক্ষে  
অভেদ-বুদ্ধিতে ক্রুদের সাহিত হরির পূজা  
করা উচিত, তাঁহা না করিলে ভগবান্ হরি  
রাজাদিগের শক্রনাশ করেন না । অনন্তর  
নরপাতগণ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিয়া,  
আপনাদিগের পরম রমণীয় পুরে গমন করি-  
লেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শক্রসমূহ জয় করিয়া  
পৃথিবী পালন করিতে লাগিলেন । ৪১—৪২ ।  
হে বিজ্ঞেয়গণ ! অনন্তর কোন সময়ে সর্ক-



কষ্টাকালো দীপ্তায়া যুগান্তদহনোপমঃ ।  
 প্লমাদায় স্বর্ঘ্যাতং নানয়ন বৈ দিশো দশ ॥৫১  
 তন্মাদবর্ণাশ্রুত্যান্তত্বে যে নিবসন্তি তে ।  
 তত্ৰাকুজীবিতবৃত্তে চক্ষুর্ভয়বিহ্বলাঃ ॥ ৫২  
 ততঃ সর্বে নুসংযতাঃ কার্ত্তবীৰ্য্যাক্সজাতদা (ক)  
 শূরসেনাদয় পঞ্চ রাজানন্ত মহাবলাঃ ।  
 যুগ্ময় কৃতসংযতা বিদেহভূতদ্রুতয়ঃ ॥ ৫৩  
 শূরোদ্রস্ত্র প্রাহিণোদ্রোজঃ শূরসেনস্ত বাকুণম্  
 প্রাজাপত্যং তথা কৃকো বায়ব্যঃ ধৃষ্ট এব চ ॥৫৪  
 জয়ধ্বজচ কোবেরমৈশ্রমায়েষমেব চ ।  
 তজ্জয়ামান শূলেন তাত্তস্থানি স দানবঃ ॥ ৫৫  
 ততঃ কৃকো মহাবীৰ্য্যো গদামাদায় ভীষণাম্ ।

প্রাপিতদ্রুত, ভীষণদংষ্ট্র, প্রদীপ্তদেহ এবং  
 প্রলয়কালীন বহিসদৃশ বিদেহ নামে এক  
 দানব স্বর্ঘ্যসমপ্রভ শূল হস্তে করিয়া, বিকট-  
 রবে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করত সেই রাজা-  
 দিগের পৃথীতে আগমন করিয়াছিল। তৎ-  
 কালে সে স্থলে যে সকল লোক বাস করিত,  
 তন্মধ্যে কতকগুলি সেই শর অবগে ভয়-  
 বিহ্বল হইয়া জীবন পরিত্যাগ করিল, আর  
 কতকগুলি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন  
 করিল। অনন্তর তচ্ছূনতনয় মহাবলসম্পন্ন  
 শূরসেনাদি পঞ্চ ভূপাল যুদ্ধার্থে উদ্যোগী ও  
 সজ্জিত হইয়া সেই বিদেহের অভিমুখে গমন  
 করিয়াছিলেন। শূর রোদ্রাস্ত্র, শূরসেন বাকুণাস্ত্র,  
 কৃক প্রাজাপত্য অস্ত্র ও ধৃষ্ট বায়ব্য অস্ত্র  
 নিক্ষেপ করিলেন এবং জয়ধ্বজ কোবের,  
 ঐশ্র ও আয়েয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; কিন্তু  
 সেই দানব ঐ সমুদায় অস্ত্র শূল দ্বারা ভাঙ্গিয়া  
 ফেলিতে লাগিল। অনন্তর মহাবীৰ্য্য কৃক  
 ভীষণ গদা লইয়া তৎকণাৎ কিপ্রবেগে

( ক ) ইতঃ পরঃ—

কুখুদানবঃ শক্তি-গরিকুটাসি-মুদগারৈঃ ।  
 তান সর্কান দানবো বিপ্রাঃ শূলেন প্রহসন্তি ব ।  
 বারয়ামাস ঘোরায়া কল্লাস্তে ভৈরবো যথা ।

ইতি সার্কো মোকোহধিকো বহু দৃষ্টতে ।

শৃষ্টমাজেণ তরসা চিক্কেপ চ ননাদ চ ॥ ৫৬  
 সম্ভ্রাপ্য সা গদান্তোরো বিদেহস্ত শিলোপমম্  
 ন দানবং চালয়িতুং শশাকান্তকসন্তিতম্ ॥ ৫৭  
 চক্ষুবৃন্তে ভয়প্রস্তা দৃষ্টা তস্তাতিপৌকষম্ ।  
 জয়ধ্বজ মতিমান্ সম্মার জগজ পতিম্ ॥৫৮  
 বিকুং জয়িকুং লোকাদিমপ্রমেয়মনাময়ম্ ।  
 জাতারং পুরুষং পূর্বক জীপতিং পীতবাসসম্ ।  
 ততঃ প্রোদ্রস্ত্রচক্রং স্বর্ঘ্যাবুতসমপ্রভম্ ।  
 আদেশাভানুদেবস্ত তক্তাশ্রগ্রহকারণাৎ ॥ ৬০  
 জগ্রাহ জগতাং যোনিং শূদ্রা নারায়ণঃ নৃপঃ ।  
 প্রাহিণোষ্টৈ বিদেহায় দানবেভ্যে যথা হরিঃ ।  
 সম্ভ্রাপ্য তস্ত ঘোরস্ত কঙ্কদেশং সূদর্শনম্ ।  
 পৃথিব্যাং পাত্ৰয়ামাস শিরোহস্তিশিখরাকৃতি ।  
 তদ্বি চক্রং পুণ্য বিকুস্তপসারাদ্যা শক্তরম্ ।  
 যস্মাদবাপ তৎ তস্মাদসুরাণাং বিনাশকম্ ॥ ৬৩

তাহার প্রতি নিক্ষেপ করিয়া আনন্দধ্বনি  
 করিতে লাগিলেন; কিন্তু সেই গদা বিদেহের  
 শিলাসদৃশ বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়াও কালা-  
 ন্তকসদৃশ সেই দানবকে বিচলিত করিতে  
 পারিল না। তখন সকলেই তাহার অতি  
 পৌকষ দর্শন করিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন;  
 কিন্তু মতিমান্ জয়ধ্বজ জগৎপতি, জয়শীল,  
 লোকাদি, অপ্রমেয়, অনাময়, জাতা, পুরাণ-  
 পুরুষ, পীতাবর, জীপতি বিকুকে স্মরণ  
 করিতে লাগিলেন। ৫০—৫২। অনন্তর  
 তক্তবৎসল ভগবান্ বাসুদেবের আদেশে  
 অযুত স্বর্ঘ্যসমপ্রভ চক্র রাজার সমক্ষে প্রো-  
 ঙ্গিত হইল। রাজা জগদযোনি নারায়ণকে  
 স্মরণ করিয়া সেই চক্র গ্রহণ করিলেন এবং  
 নারায়ণ যেরূপ দানবগণের প্রতি নিক্ষেপ  
 করেন, তরূপ রাজাও বিদেহের প্রতি সেই  
 চক্র নিক্ষেপ করিলেন। সেই সূদর্শন-  
 চক্র সেই ঘোরাকৃতি দানবের কঙ্কল হইয়াই  
 তাহার পর্বতশিখরাকৃতি মস্তককে কুমিতলে  
 পাতিত করিল। পূর্বকালে বিকু মহাদেবকে  
 তপস্তা দ্বারা আরাধনা করিয়া অদুর-বিনাশের  
 নিমিত্ত লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া সেই চক্র

তস্মিন্ হতে দেবরিণৌ শৃবাণ্য ভাতরো নৃপাঃ  
সমাধুঃ পুরীঃ রমাঃ ভাতরচাপ্যপূজয়ন ॥ ৬৪  
জয়জগাম ভগবান্ জয়ধ্বজপরাক্রমম্ ।  
কার্তবীৰ্য্যসুতঃ জষ্টুং বিশ্বামিত্রো মণামুনিঃ ॥ ৬৫  
তমাগতমথো দৃষ্ট্বা রাজা সম্ভাস্তগোচনঃ ।  
সমাবেষ্ঠাসনে রম্যে পূজয়ামাস ভাবতঃ ॥ ৬৬  
উবাচ ভগবান্ ঘোরঃ প্রসাদাস্তবতোহনুরঃ ।  
নিপাতিতো ময়া সোহং বিদেহো দানবেশ্বরঃ ॥  
অধাক্যাচ্ছিন্নসন্দেহো বিষ্ণুঃ সত্যপরাক্রমম্ ।  
প্রপন্নঃ শরণং তেন প্রসাদো মে কৃতঃ শুভঃ ॥ ৬৮  
যজ্যামি পরমেশানং বিষ্ণুং পদ্মদলেক্ষণম্ ।  
কথং কেন বিধানেন সম্পূজ্যে হরিরীশ্বরঃ ॥ ৬৯  
কোহং নারায়ণো দেবঃ কিস্ত্রভাবচ্চ সূত্রত ।  
সৰ্বমেতন্মামাচক্ষ পরং কোতুহলং হি মে ॥ ৭০  
বিশ্বামিত্র উবাচ ।

যতঃ প্রবৃতির্ভূতানাং যাস্মিন্ সৰ্বং যতো জগৎ

অনুরকুলবিনাশে অপ্রতিহত । সেই দেব-  
রিণু নিহত হইলে শৃগাদি ভাতৃ . ন সকলে  
আপনাদের পরম রমণীয় পুরীতে আগমন  
করিলেন এবং আপনাদের ভ্রাতা জয়ধ্বজ  
রাজাকে বিবিধরূপে সম্মানিত করিলেন ।  
মহামুনি, বিশ্বামিত্র জয়ধ্বজ রাজার পরাক্রম  
তিনিয়া, সেই কার্তবীৰ্য্যতনয়কে দেখিবার  
নিমিত্ত সেখানে আগমন করিলেন ।  
রাজা তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া সসম্মানে  
রমণীয় আসনে বসাইয়া ভক্তিভাবে তাঁহার  
'জা' করিলেন এবং কহিলেন,—হে ভগ-  
বন আপনার প্রসাদেই আমি ভয়ঙ্কর  
অনুর . 'দহ' নামক দানবেশ্বরকে নিহত  
করিয়াছি ; ৬৮ পনার বাক্যেই আমি অপগত-  
সন্দেহ হইয়া সত্য . 'ক্রম বিষ্ণুর 'শরণ গ্রহণ  
করিয়াছিলাম, সেই জ . ই ভগবান্ আমার  
প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন । ৬৫ সূত্রত । আমি  
পদ্মলাশলোচন পরমেশ বিষ্ণু, কিরূপে  
আরাধনা করিব এবং কিরূপ বিধানেই বা  
সেই হরির পূজা করিতে হয় ? এই ভগবান  
নারায়ণের স্বরূপ কি এবং ইহার প্রভাবই বা

স বিষ্ণুঃ সৰ্বভূতাত্মা তমাবিত্য বিবৃঢ়্যতে ॥ ৭১  
যমক্ষরাৎ পরন্তরাৎ পরং প্রাহত্ব হাশ্রয়ম্ ।  
আনন্দং পরমং ব্যোমং স বৈ নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥ ৭২  
নিভ্যোদিতো নির্ঝিকল্পো নিত্যানন্দো নিরঞ্জনঃ  
চতুর্ভূতধরো বিষ্ণুরবাহঃ প্রোচ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৭৩  
পরমাত্মা পরং ধাম পরং ব্যোম পরং পদম্ ।  
ত্রিপাদমক্ষরং ব্রহ্ম তমাহরক্ষবাদিনঃ ॥ ৭৪  
স বাসুদেবো বিশ্বাত্মা যোগাত্মা পুরুষোত্তমঃ ।  
যন্তাংশসন্তবো ব্রহ্মা ক্রদ্রোহপি পরমেশ্বরঃ ॥ ৭৫  
স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ পুংসাং পুরুষোত্তমঃ ।  
ক্রদ্রস্তাং পরা মূর্ত্তিরিত্যারাধো (ক) ন চান্তথা  
এতাবত্ৰ ভগবান্ বিশ্বামিত্রো মণাতপাঃ ।

কিরূপ ? এই সমস্ত আমাকে বলুন । এ  
সকল শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় কোতু-  
হল জন্মিয়াছে । ৬০—৭০ । বিশ্বামিত্র কহি-  
লেন,—যাহা হইতে সমস্ত ভূত উৎপন্ন হই-  
য়াছে, সকল পদার্থই যাহাতে নিহিত রহিয়াছে  
ও জগন্মণ্ডল যাহা হইতেই হইয়াছে, তিনিই  
সৰ্বভূতাত্মা বিষ্ণু ; লোকে তাঁহাকে অবলম্বন  
করিয়াই মুক্তি লাভ করে । যাহাকে তত্ত্ব-  
বিদগণ পরমতর ব্রহ্ম অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং  
জ্ঞানাত্ম, পরমানন্দময় ও ব্যোম-স্বরূপ বলিয়া  
ধাকেন, তিনিই নারায়ণ । যিনি নিভ্যোদিত,  
নির্ঝিকল্প নিত্যানন্দ ও নিরঞ্জন এবং যিনি  
চতুর্ভূতধর হইয়াও স্বয়ং অব্যাহ, তিনিই বিষ্ণু ।  
তিনিই পরমাত্মা পরমতেজঃস্বরূপ, পরমাকাম্বর  
ও পরম পদ ; ব্রহ্মবাদী ঋষিরা তাঁহাকে  
ত্রিপাদ অক্ষর ব্রহ্ম বলিয়া ধাকেন । তিনিই  
বিশ্বাত্মা যোগাত্মা পুরুষোত্তম বাসুদেব ;  
স্বয়ং ব্রহ্ম ও পরমেশ্বর ক্রদ্র তাঁহারই অংশ-  
সমুত । লোকে আপনাদের বর্ণ ও আশ্রম  
ধর্ম্মানুসারে এই পুরুষোত্তমের পূজা করিয়া  
ধাকে । ক্রদ্রের পরমমূর্ত্তি জানিয়াই তাঁহার  
পূজা করা উচিত, তাহার অন্তথা নাই । ভগ-

(ক) অকামাদ্রতভাবেন সমারাধ্য ইতি  
কচিত্ পাঠঃ ।

শূরাদৈঃ পুজিতো বিপ্রো জগামাধ স্বমাক্ষমম্ ।  
 অথ শূরানয়ে! দেবমযজন্ত মনোহরম্ ।  
 যজ্ঞেন যজ্ঞগম্য তং নিকামা ক্রুদ্রমব্যয়ম্ ॥ ৭৮  
 তান্ বশিষ্ঠ ভগবান যাজ্ঞয়ামাস ধর্মবিৎ ।  
 গোতমোহগস্তিরজিচ্চ সর্বে ক্রুদ্রপরায়ণা ৭৯  
 বিশ্বামিত্র ভগবান্ জয়ধ্বজমবিনন্দমম্ ।  
 যাজ্ঞয়ামাস ভূতাদিমাাদিদেবং জনার্দনম্ । ৮০  
 জয়ধ্বজোহপি তং বিষ্ণুং ক্রুদ্রস্ত পরমাং তমুম্  
 ইতোবং স হৃদা বুদ্ধা যত্নোচ্চরদ্যুতম্ ॥ ৮১  
 তস্ত যজ্ঞে মহাযোগী সাক্ষাৎ দেবঃ স্বয়ং হরিঃ ।  
 আবিরাসীৎ স ভগবাঃ স্তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ৮২  
 য ইমং শৃণ্বান্নিত্যং জয়ধ্বজপরাক্রমম্ ।  
 সর্বপাপবিনশ্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥  
 ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে পূর্বভাগে সোম-  
 বংশানুকর্তনে দাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

বান্ মহাতপা বিশ্বামিত্র এই পর্যন্ত বলিয়া  
 শূরাদি নরপতিগণের পূজাগ্রহণপূর্বক নিজের  
 আশ্রমে গমন করিলেন। অনন্তর শূরাদি  
 নরপতিগণ যজ্ঞ দ্বারা নিকামভাবে অব্যয়, যজ্ঞ-  
 গম্য, মনোহর ক্রুদ্রের আরাধনা করিলেন।  
 ধর্মপরায়ণ ভগবান্ বশিষ্ঠ এবং ক্রুদ্রপরায়ণ  
 গোতম, অগস্তি ও অত্রিযুনি ইহাদের যজ্ঞ  
 করিয়াছিলেন। ভগবান্ বিশ্বামিত্রও অরি-  
 ন্দম জয়ধ্বজ রাজাকে ভূতাদি আদিদেব  
 জনার্দনের যজ্ঞ করাইয়াছিলেন। জয়ধ্বজ  
 রাজাও অচ্যুত বিষ্ণুকে ক্রুদ্রের পরম মূর্তি  
 জ্ঞান করিয়া যত্নপূর্বক তাঁহার পূজা  
 করিয়াছিলেন। তাঁহার যজ্ঞে ভগবান্ মহা-  
 যোগী সাক্ষাৎ হরি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া-  
 ছিলেন; তখন যেন তাহা অদ্ভুত হইয়া  
 উঠিল। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই জয়ধ্বজ-  
 পরাক্রম শ্রবণ করেন, তাঁহার সমস্ত পাপ  
 বিনষ্ট হয় ও দেহান্তে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন  
 করেন। ৭১—৮৩।

দাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

জয়ধ্বজস্ত পুত্রোহভূৎ তালজজ্ঞ ইতি স্মৃতঃ ।  
 শতং পুত্রান্ তস্তাসন্ তালজজ্ঞা ইতি স্মৃতাঃ  
 তেষাং জ্যেষ্ঠো মহাবীৰ্য্যো

বীতিহোত্রোহভবনুপঃ

বৃষপ্রভৃতশস্যে যাদবাঃ পুণ্যধার্মণঃ ॥ ২  
 র্যো বংশকরন্তেষাং তস্ত পুত্রোহভবনুপঃ ।  
 মধোঃ পুত্রশতস্বাসীদ্রুষণস্তস্ত বংশধাক্ ॥ ৩  
 বীতিহোত্রস্তশস্য প বিজ্ঞতোহনন্ত ইত্যতঃ ।  
 তুর্জয়স্তস্ত পুত্রোহভূৎ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ৪  
 তস্ত ভাষ্য রূপবতী গুণৈঃ সর্বৈরলঙ্কতা ।  
 পতিব্রতাসীৎ পতিনা স্বধর্মপরিপালিকা ॥ ৫  
 স কদাচিন্নরাজঃ কালিন্দীতীরসংস্থিতাম্ ।  
 অপশুতুর্জনীং দেবীং গায়ন্ত্রীং মধুরস্রাম্ ॥ ৬  
 ততঃ কামাহতমনাস্তৎসমীপমুপেত্য বৈ ।  
 প্রোবাচ স্মৃচিং কালং দেবি রত্নং ময়ার্হস ॥ ৭

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—জয়ধ্বজ রাজার তাল-  
 জজ্ঞ নামে এক পুত্র হইয়াছিল। তাল-  
 জজ্ঞের একশত পুত্র; তাহারও সকলে  
 তালজজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। তাহাদের মধ্যে  
 জ্যেষ্ঠ মহাতেজাঃ বীতিহোত্র রাজা হইয়া  
 ছিলেন। বৃষ প্রভৃতি পুণ্যধর্মী অঃ যে  
 সকল যাদব ছিলেন, তাহাদের মধ্যে বৃষই  
 বংশধরক। তাহার মধুর নাম এক পুত্র  
 হইয়াছিল। মধুর এক শত পুত্র; তাহার  
 মধ্যে বৃষই মধুর বংশধরক। বীতিহোত্রের  
 পুত্র বিজ্ঞত, বিজ্ঞতের পুত্র অনন্ত, অনন্তের  
 পুত্র সর্বশাস্ত্রবিশারদ তুর্জয়; তাহার ভাষ্য  
 আভরণ রূপবতী, স্বধর্মনিরতা, সর্বগুণে  
 অলঙ্কতা এবং পতিব্রতা ছিলেন। একদা  
 মহারাজ তুর্জয় কালিন্দীতীরে দেবী উর্জনীকে  
 মধুরস্রের গান করিতে দেখিয়া তাহার নিকটে  
 গমন করিয়া বলিলেন,—“দেবী! আমার  
 সন্তান তোমাকে দীর্ঘকাল বিহার করিতে

স। দেবী নৃপতিঃ দৃষ্টা রূপলাবণ্যসংযুক্তম্ ।  
 রেমে তেন চিরং কালং কামদেবমিবাশ্রয়ম্ ॥ ৮  
 কালং প্রবৃদ্ধো রাজাসাবরুণীঃ প্রাহ শোভনাম্  
 গমিষ্যামি পুরীং রম্যাং হস্তান্তী সাত্ত্বীকৃতঃ ॥ ৯  
 ন হেতেনোপভোগেন ভবতো রাজানুন্দর ।  
 প্রীতিঃ সজায়তে মতঃ স্বাতব্যঃ বৎসরং পুনঃ  
 তামববৌং স বতিমান্ গতা শীঘ্রতরং পুরীম্ ।  
 আগমিষ্যামি ভূয়োহত্র ভূয়োহমুজাতুমর্হসি ॥ ১১  
 তমববৌং সা স্তুভগা তথা কুরু বিশাম্পতে ।  
 নাস্ত্যাপ্সরসা ভাবদ্বন্দ্বব্যং ভবতা পুনঃ ॥ ১২  
 ওমিত্যুক্তা যযৌ তুণং পুণ্ড্রীং পরমশোভনাম্ ।  
 গতা পতিব্রতাং পত্নীং দৃষ্টা ভীতোহভবমুখঃ ॥  
 সশ্ৰোক্ষ্য সা গুণবতী ভাৰ্গ্যা তস্ত পতিব্রতা ।  
 ভীতঃ প্রসন্নয়া প্রাহ বাচা শীনপয়োধরা ॥ ১৪  
 স্বামিন্ কিমত্র ভবতো ভীতিরদ্য প্রবর্ততে ।

হইবে। উরুশী রাজাকে রূপলাবণ্যসংযুক্ত  
 ও দ্বিতীয় কন্দর্পের স্তায় দেখিয়া দীর্ঘকাল  
 রাজার সহিত বিহার করিতে লাগিলেন।  
 দীর্ঘকালের পর রাজার চৈতন্ত্যোদয় হইল,  
 তখন পরম শোভনা উরুশীকে তিনি বলিলেন,  
 —আমি নিজের রমণীয় পুরীতে গমন করিব।  
 তখন উরুশী হাসিতে হাসিতে উত্তর করিল,  
 —হে রাজানুন্দর! আপনার এই উপভোগে  
 আমি পরিতৃপ্ত হই নাই, আর এক বৎসর  
 আমার সহিত আপনার অবস্থান করিতে  
 হইবে। ১—১০। তখন বৃদ্ধিমান্ রাজা  
 বলিলেন,—আমি নিজ পুরীতে গমন করিয়া  
 আবার এখানে শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিব,  
 অতএব আমাকে যাইতে অনুমতি কর।  
 স্তুভগা উরুশী প্রত্যুত্তর করিল,—হে নৃপতে!  
 তবে তাহাই করুন, কিন্তু আপনি অপর  
 কোন অঙ্গরার সহিত রমণ করিবেন না।  
 রাজা তাহাই স্বীকার করিয়া পরমশোভন  
 পুরীতে গমন করিলেন এবং তথায় যাইয়া  
 নিজের পতিব্রতা পত্নীকে দেখিয়া অতিশয়  
 ভীত হইয়া উঠিলেন। তদীয় শীনপয়োধরা  
 গুণবতী পতিব্রতা ভাৰ্গ্যা, তাঁহাকে ভয়কিম্বল

ভদ্রকৃষ্ণি মে যথাতত্বং ন রাজাঃ কীর্তয়ে দ্বিধম্  
 স তস্তা বাক্যমাকর্ণ্য লজ্জাবনতমানসঃ ।  
 নোবাচ কিঞ্চিন্নৃপতিজ্ঞানদৃষ্ট্যা বিবেক সা ॥ ১৩  
 ন ভেদব্যং ত্বরা রাজন্ কাৰ্ঘ্যং পাপবিশোধনবা  
 ভীতে স্বয়ি মহারাজ রাষ্ট্রং হে নাশযোযাতি ॥ ১৭  
 ততঃ স রাজা হ্যুতিমান্ নির্গত্য তু পুরাং ততঃ  
 গতা কথাশ্রমং পুণ্যং দৃষ্টা তত্র যথাশ্রুনিব ॥ ১৮  
 নিশম্য কথবদনাং প্রাশস্তিভুবিধিঃ শুভম্ ।  
 জগাম হিমবৎপৃষ্ঠং সমুদ্ভিক্ত মহাবলঃ ॥ ১৯  
 সৌহৃদ্যং পথি রাজেন্দ্রো গঙ্ঘকীর্তনম্ ।  
 ভ্রাজমানঃ শ্রিয়া বোয়ি ভূষিতঃ দিব্যমালায়া ॥  
 বাক্য মালামমিত্রয়ঃ সম্মারাপ্সরসাং বরাম্ ।  
 উরুশীঃ তাং মনশ্চক্রে তস্তা এবেষমর্হতি ॥ ২১

দেখিয়া প্রসন্নবাক্যে কহিতে লাগিলেন,—হে  
 স্বামিন্। আজ কিজন্য আপনার এরূপ  
 ভয়ের উদ্দেশ্য হইতেছে, তাহা আমাকে  
 যথার্থরূপে বলুন। এরূপ ভয় রাজাদের  
 পক্ষে যশস্কর নহে। রাজা তাঁহার বাক্য  
 শুনিয়া লজ্জায় অবনত হইলেন, কিছুই উত্তর  
 করিতে পারিলেন না; কিন্তু তদীয় পত্নী  
 জ্ঞানচক্রে সমস্তই দেখিতে পাইয়া বলিতে  
 লাগিলেন,—হে মহারাজ। আপনি ভয় করি-  
 বেন না, যাহাতে পাপধ্বংস হয়, এমন কাৰ্য্য  
 করুন; আপনি ভয়ে কাতর হইলে আপনার  
 সমস্ত রাজ্য নষ্ট হইবে। অনন্তর সেই হ্যুতি-  
 মান্ মহাবলসম্পন্ন নরাধিপতি রাজপুত্রী  
 হইতে নির্গত হইয়া, মহামুনি কথের আশ্রমে  
 গমনপূর্বক তাঁহার দর্শন লাভ করিলেন এবং  
 তাঁহার মুখে শুভ প্রাশস্তিভুবিধি শ্রবণ করিয়া  
 হিমালয়-শিখরোদ্দেশে গমন করিলেন। রাজা  
 যাইতে যাইতে পথিমধ্যে আকাশমার্গে  
 দিবা মালায় বিভূষিত ও পরমসৌন্দর্য্যশালী  
 এক গঙ্ঘকীরাজকে দেখিতে পাইলেন।  
 ১১—২০। সেই মালা দর্শনে শক্বেবিজয়ী  
 সেই রাজার অঙ্গরঃশ্রেষ্ঠা উরুশীকে স্মরণ  
 হইল; “এই মালা উরুশীরই যথার্থ উপযুক্ত”  
 তিনি ইহা মনে করিতে লাগিলেন। তখন-

সোহভীব কারুকো রাজা গন্ধর্বেণাথ তেন হি  
চকার স্মহদুগুং মালামাদাতুদ্যতঃ ॥ ২২  
বিজিত্য সমরে মালাং গৃহীত্বা কুর্জয়ো দ্বিজাঃ  
জগাম ভামপ্ৰবসং কালিন্দীং দ্রষ্টুমানরাং ॥ ২৩  
অদৃষ্টাপ্রবসং তত্র কামবাণাতিশীড়িতঃ ।  
বভ্রাম সকলাং পৃথ্বীং সপ্তদ্বীপসমবিতাম ॥ ২৪  
আক্রম্য হিমবৎপার্শ্বকুর্কীদর্শনোৎসুকঃ ।  
জগাম শৈবপ্রবরং হেমকূটমিতি ক্রতম্ ॥ ২৫  
তত্র তত্রাপ্রয়োবধা দৃষ্ট্বা তং সিংহবিক্রমম্ ।  
কামঃ সন্দধিরে ঘোরং ভূষিতং চিত্রমালায়া ॥ ২৬  
সংস্রব্রুর্কুর্কীবাণাং তস্তাং সংস্কৃতমানসঃ ।  
ন পশ্যতি স্য তাঃ সর্কী গিরেঃ শৃঙ্গাণি  
জগ্মিবান ॥ ২৭  
তত্রাপ্যপ্রবসং বিদ্যামদৃষ্ট্বা কামশীড়িতঃ ।  
দেবলোকং মহামেকং যযৌ দেবপরাক্রমঃ ॥ ২৮

স্বয়ং অতিশয় কামপরবশ রাজা সেই মালা  
গ্রহণ করিবার জন্য গন্ধর্বের সহিত তুমুল  
যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। হে দ্বিজগণ! রাজা  
কুর্জয় সমরে গন্ধর্বকে পরাজয় করিয়া মালা  
লইয়া উর্কীকে দর্শন করিবার জন্য ব্যগ্র-  
ভাবে কালিন্দীতীরে গমন করিলেন। কাম-  
শরাভিষীড়িত রাজা সেখানে উর্কীকে  
দেখিতে না পাইয়া সপ্তদ্বীপা সমগ্র পৃথিবী  
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; পরে উর্কী-দর্শ-  
নার্থ নিতান্ত সন্মুৎসুক হইয়া হিমালয়ের পার্শ্ব  
দিয়া পর্বতশ্রেষ্ঠ হেমকূটে গমন করিলেন।  
সেখানেও অপরঃপ্রাধানারা, রমণীয় মালায়  
পরিশোভিত সিংহবিক্রম সেই রাজাকে  
দেখিয়া অতিশয় কামপরবশ হইয়াছিল।  
উর্কীসমর্পণচিহ্ন রাজা “অন্ত কোন অপর-  
র সহিত রমণ করিবেন না” উর্কী এই  
বাক্য শ্রবণ করত সেই অপরোগণকে দেখি-  
লেন না এবং তথা হইতে তিনি পর্বতশৃঙ্গ  
সকলে গমন করিলেন। দেবপরাক্রম রাজা  
সেখানেও উর্কীকে দেখিতে না পাইয়া  
কামশীড়িত হইয়া দেবতাদিগের নিবাসভূমি  
মহামেকতে গমন করিলেন। স্ববাহুবল-

স তত্র মানসং নাম সন্নৈল্ললোকাবিক্রতম্ ।  
ভেজে শৃঙ্গমতিক্রম্য স্ববাহুবলতাবিতঃ ॥ ২৯  
স তস্ত তীরে স্তুতগাং চরন্তীমতিলালসাম্ ।  
দৃষ্টবাননবদ্যাকীং তন্তৈশ্চ মালাং দদৌ পুনঃ ॥ ৩০  
স মালায়া তদা দেবীং ভূষিতাং প্রেক্ষ্য মোহিতঃ  
স্বমে কৃতার্থমাত্মনং জানানঃ সূচিরং তয়া ॥ ৩১  
অখৌর্কী রাজবর্থাং রতাশ্চে বাক্যমববৌৎ ।  
কিং কৃতং ভবতা বীর পুরীঃ গতা তদা নৃপ ॥ ৩২  
স তন্তৈ সর্কমাচষ্ট পশ্যাৎ স্বং সন্মুদীরিতম্ ।  
কথন্ত দর্শনকৈব মালাপকরণং তথা ॥ ৩৩  
ক্রদ্য তদব্যাহতং তেন গচ্ছেত্যাহ হিতৈষিনী  
শাপং দাস্তাত তে কথো মমাপি ভবতঃ শ্রিয়া  
তয়াসকুন্মহা রাজঃ প্রোক্তোহপি মদমোহিতঃ ।  
ন তত্যাঞ্জাথ তৎপার্শ্বং তত্র স স্তম্ভমানসঃ ॥ ৩৪  
তদৌর্কী কামরূপা রাক্ষে স্বং রূপমুৎকটম্ ।

ভাবিত রাজা সেই শৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া  
ভুবনবিক্রম তত্রস্থ মানস নামক সরোবর প্রাপ্ত  
হইলেন এবং সেই সরোবরতীরে পরম-  
রমণীয়া অনবদ্যাকী স্তুতগা উর্কীকে বিচরণ  
করিতে দেখিয়া, তাহাকে সেই মালা প্রদান  
করিলেন। ২১—৩০। রাজা উর্কীকে  
মালায় শোভিত দেখিয়া আপনাকে কৃতার্থ  
মনে করিলেন এবং কামমোহিত হইয়া তাহার  
সহিত দীর্ঘকাল বিহার করিতে লাগিলেন।  
একদা উর্কী রতাবসানে নৃপতিবরকে কহিল,  
—হে বীর নৃপ! আপনি তৎকালে, নগরে  
গমন করিয়া কি করিয়াছিলেন? রাজা  
তাহাকে নিজ পত্নীর কথিত কথা, কথনুনির  
দর্শন ও মালাহরণের বিবরণ সমস্ত জ্ঞাপন  
বরিলেন। হিতৈষিনী উর্কী রাজার এই  
বাক্য শুনিয়া বলিল,—হে রাজন! আপনি  
নীজ গমন করুন; তাহা না হইলে, কথনুনি  
আপনাকে শাপ দিবেন এবং আপনার মহি-  
ষীও আমাকে শাপ প্রদান করিবেন। উর্কী  
রাজাকে অনেকবার নিবেদন করিলেও মহা-  
রাজ কুর্জয় ভগ্নাভিহিত ও মদমোহিত হওয়ায়  
তাহার সংসর্গ ত্যাগ করিতে পারিলেন না।

সুরোমশঃ পিজলাকঃ দর্শয়ামাস সর্বদা ॥ ৩৬  
তস্তাঃ বিরক্তচেতসঃ সূত্বা কথ্যভিত্ত্যবিতম্ ।  
ধিহ্যামিতি বিনিশ্চিত্য তপঃ কৰ্ত্তুং সমারভৎ ॥ ৩৭  
সংবৎসরদ্বাদশকং কন্দমূলকলাশনঃ ।  
ভূয় এব দ্বাদশকং বাগ্ভক্ষোহভবননৃপঃ ॥ ৩৮  
গত্বা কথং ত্রমং ভীত্যা তস্মৈ সর্বং জ্ঞবেদয়ৎ ।  
বাসং পরস্যা ভূয়স্তপোযোগমব্রুতমম্ ॥ ৩৯  
বীক্য তং রাজশার্দূলং প্রসন্নো ভগবানুবিঃ ।  
কৰ্ত্তুকাশো হি নিন্দাজং তস্তাঘমিদমব্রবীৎ ॥ ৪০  
কথ উবাচ ।

গচ্ছ বারানসীং দিব্যামৌষধাধ্যুষিতাং পুরীম্ ।  
আস্তে মোচয়িতুং লোকং তত্র দেবো মহেশ্বরঃ  
শ্রাদ্ধা সন্তর্প্য বিধিবদগচ্ছায়াং দেবতাঃ পিতৃন ।  
দৃষ্ট্বা বিশ্বেশ্বরং লিঙ্গং কিস্বিয়ান্মোক্যসে কণাৎ  
প্রণম্য শিরসা কণ্ঠমব্রুজাপ্য চ হৃজ্জয়ঃ ।  
ধারাগস্তাং হরং দৃষ্ট্বা পাপমুক্তোহভবৎ ততঃ ॥

তখন কামরূপা উর্বশী রাজাকে আপনার  
সুরোমশ পিজলাক উৎকট রূপ নিরন্তর  
দেখাইতে আরম্ভ করিল। তদনন্তর রাজা  
উর্বশীর উপরে বিরক্তচেতাঃ হইয়া, মহামুনি  
কথের বাক্য শ্রবণপূর্বক আপনার কার্যে  
ধিকার প্রদান করত উপস্থিত করিতে আরম্ভ  
করিলেন। রাজা দ্বাদশবর্ষ কন্দ-মূল-কলা  
ভক্ষণ করিয়া রহিলেন। পরে আশ্রিত দ্বাদশ-  
বর্ষকাল কেবল বায়ুভক্ষণ করিয়া রহিলেন।  
তদনন্তর সত্যে কণ্ঠমুনির আশ্রমে গমন করিয়া  
পুনরায় অপরঃসংসর্গ ও উত্তম তপস্তার কথা  
সমস্তই মহামুনিকে নিবেদন করিলেন।  
৩১—৩৯। ভগবান্ কথ রাজশার্দূলকে  
দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার পাপের  
বীজ বিনষ্ট করিবার মানসে তাঁহাকে এইরূপ  
বলিতে লাগিলেন,—তুমি মহাদেবের অধ্যু-  
ষিত রমণীয় পুরী বারানসীতে গমন কর;  
সেখানে ভগবান্ মহেশ্বর সমস্ত লোকের পাপ  
মোচন করিবার জন্ত অবস্থিত রহিয়াছেন।  
তুমি যথাবিধানে গচ্ছায়া শ্রাদ্ধ করিয়া দেবতা ও  
পিতৃলোকের তর্পণ করিবে, পরে বিশ্বেশ্বর-

জগায় পুরীঃ শুভ্রাং পালয়ামাস মেদিনীম্ ।  
যাজয়ামাস তং কথো যাচিতে শুণয়া মুনিঃ ॥ ৪৪  
তস্ত পুত্রোহথ মতিমান্ সুপ্রতীক ইতি স্মৃতঃ ।  
বভূব জাতমাত্রং তং রাজানমুপতস্থিরে ॥ ৪৫  
উর্বশীশ্চ মহাবীৰ্যাঃ সন্ত দেবনুতোপমাঃ ।  
কস্তা জগৃহিরে সর্বা গন্ধর্ব্যা দয়িতা বিজাঃ ॥ ৪৬  
এষ বঃ কথিতঃ সম্যক্ সহস্রজিত উত্তমঃ ।  
বংশঃ পাপহরো নৃনাং ক্রোড়োরপি নিবোধত ॥  
ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুনাণে পূর্বভাগে সোম-  
বংশানুকৌর্ভুনে সহস্রজিৎ-শবর্ণনঃ নাম  
ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

লিঙ্গ-দর্শন করিবে; তাহা হইলে সকল পাপ  
হইতে কণকালের মধ্যে মুক্ত হইতে পারিবে।  
তদনন্তর রাজা হৃজ্জয় কথকে প্রণাম করিয়া  
তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণপূর্বক বারানসী গমন  
করিলেন এবং তথায় মহাদেব-দর্শন করিয়া  
পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তৎপরে  
নিজের শুভ্রা পুরীতে গমন করিয়া পৃথিবী  
পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রাধ-  
ন্য মহামুনি কথ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে  
যজ্ঞ করাইলেন। তাঁহার সুপ্রতীকে নামে  
এক বুদ্ধিমান পুত্র হইয়াছিল, সেই সুপ্র-  
তীক জগায়ামাত্রই প্রজাগণ রাজা বলিয়া  
তাঁহার উপাসনা করিয়াছিল। হে বিজগণ!  
উর্বশীর গাত্রে রাজার দেবসদৃশ ও মহাবীৰ্য্য-  
সম্পন্ন সাত পুত্র হইয়াছিল, তাহারা সকলেই  
গন্ধর্বকস্তার পানিগ্রহণ করিয়াছিল। সহস্রজিৎ  
রাজার উত্তম বংশের বিবরণ আপনাদিগের  
সমক্ষে সম্যকরূপে এই কৌতুহল করিলাম;  
ইহা শ্রবণ করিলে মনুষ্যের পাপ বিনষ্ট হয়।  
এক্ষণে ক্রোড়ী রাজার বংশের বিবরণ শ্রবণ  
করুন। ৪০—৪৭।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

## চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

ক্রোড়োরেকোহভবৎ পুত্রো বৃজিনীবানিতি

ঋতঃ ।

তস্ম পুত্রোহভবৎ খ্যাতিঃ কুশিকস্তৎসুতোহ-

ভবৎ ॥ ১

কুশিকানভবৎ পুত্রো নান্না চিত্ররথো বলৌ ।

অথ চৈত্ররথিলোকে শশবিন্দুরিতি স্মৃঃ ॥ ২

তস্ম পুত্রঃ পৃথুষা রাজাভূকর্ম্মতৎপরঃ ।

পৃথুকর্ম্মা চ তৎপুত্রস্তস্মাৎ পৃথুক্রয়োহভবৎ ॥ ৩

পৃথুকীর্তিঃ ক্রুৎ তস্মাৎ পৃথুদানঃ সুতোহভবৎ ।

পৃথুশ্রবাস্তস্ম পুত্রস্তস্মাসৌ পৃথুসন্তমঃ ॥ ৪

উশনা তস্ম পুত্রোহভূচ্ছিত্তেবুস্তৎসুতে হভবৎ

তস্মাৎ কক্ককবচঃ পরারুতঃ তৎসুতঃ ॥ ৫

পরারুতসুতো জজ্ঞে জ্যামঘো লোকবিক্রমঃ ।

তস্মাৎবিদভঃ সজ্ঞে বিদভাৎ ক্রথকৌশিকৌ ।

লোমপাদস্ততীয়স্ত বক্রস্তস্মাজো নৃপঃ ॥ ৬

ধৃতিস্তস্মাভবৎ পুত্রঃ খেতস্তস্যাপ্যভূৎ স্মৃঃ ।

খেতস্ত পুত্রো বলবান্ নান্না বিশ্বসহঃ স্মৃতঃ ॥

## চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন :—ক্রোড়ু রাজার বৃজিনী-  
বান নামে এক পুত্র হইয়াছিল, বৃজিনীবা-  
ন পুত্র খ্যাতি, খ্যাতির পুত্র কুশিক, কুশিকের  
পুত্র বলবান চিত্ররথ, চিত্ররথের পুত্র শশবিন্দু,  
শশবিন্দুর পুত্র ধর্ম্মরত রাজা পৃথুষা, তাঁহার  
পুত্র পৃথুকর্ম্মা, পৃথুকর্ম্মার পুত্র পৃথুক্রম। পৃথু-  
ক্রমের পুত্র পৃথুকীর্তি, পৃথুকীর্তির পুত্র পৃথু-  
দান, পৃথুদানের পুত্র পৃথুশ্রব, পৃথুশ্রবার পুত্র  
পৃথুসন্তম, পৃথুসন্তমের পুত্র উশনা, উশনার  
পুত্র শিত্তেবু, শিত্তেবুর পুত্র কক্ককবচ, কক্ক-  
কবচের পুত্র পরারুত, পরারুতের পুত্র ভুবন-  
বিখ্যাত জ্যামঘ। জ্যামঘের পুত্র বিদভ,  
বিদভের ক্রথ, কৌশিক ও লোমপাদ নামে  
তিন পুত্র, তাঁহাদের মধ্যে ততীয় লোম-  
পাদের পুত্র বক্র, বক্রের পুত্র ধৃতি, ধৃতির পুত্র  
খেত, খেতের পুত্র বলবান্ বিশ্বসহ, বিশ্ব-

তস্ম পুত্রো মহাবীর্ষঃ প্রজাবান্ কৌশিকস্তঃ  
অভূৎ তস্ম সুতো ধীমান্ স্তমস্তচ হতো নলঃ  
কৌশিকস্ত স্তমস্তচৈশ্চৈদ্যাস্তস্মাভবন্ সুতাঃ ।  
তেষাং প্রধানো দ্যুতিমান্ বপুশ্চাস্তৎ ॥

সুতোহভবৎ ॥ ২

বপুশতো বৃহন্থেধাঃ শ্রীদেবস্তৎসুতোহভবৎ ।

তস্ম বীতরথো বিপ্রা ক্রতুভক্তো মহাবলঃ ॥ ১০

ক্রথস্মাপাভবৎ কৃষ্ণধৃষ্টিস্তস্মাভবৎ সুতঃ ।

ধৃষ্টেনাধৃতিকৎপন্নো দশাহস্তৎসুতো বিজাঃ ॥ ১১

দশাহপুত্রো বোমা স্মাজীমুতৎসুতোহভবৎ

তস্ম ভৌমরথঃ পুত্রস্তস্মান্নবরথঃ স্মৃঃ ॥ ১২

দানধর্ম্মরতো নিত্যঃ সত্যলীলপরায়ণঃ ।

অথ ভৈমরথিবীরো বিকৃতিঃ পরবীরহা ॥ ১৩

কদাচিন্নৃগয়াৎ যাতো দৃষ্টৌ রাক্ষসমুজ্জতম্ ।

হুদ্রাব মহতাবিষ্টৌ তয়েন মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ১৪

অথবাবত সংক্ৰুদ্ধো রাক্ষসস্তঃ মহাবলঃ ।

তর্ঘ্যোধনোহগ্নিসঙ্কাশঃ শ্লাসক্তমহাকরঃ ॥ ১৫

রাজা নবরথো ভীতো নাতিদূরাদবস্থিতম্ ।

সহের পুত্র মহাবীর্ষা, মহাবীর্ষের পুত্র প্রজা-  
বান্ কৌশিক, কৌশিকের পুত্র ধীমান্  
স্তমস্ত, স্তমস্তর পুত্র নল। ( বিদভতনয় )

কৌশিকের পুত্রের নাম চৌদি, তাঁহার চৈদ্য

প্রভৃতি নামে অনেক পুত্র হইয়াছিল, দ্যুতি-

মানই তাহাদের মধ্যে প্রধান; এই দ্যুতি-

মানের বপুশান নামে এক পুত্র হইয়াছিল।

বপুশানের পুত্র বৃহন্থেধা, বৃহন্থেধার পুত্র

শ্রীদেব, শ্রীদেবের পুত্র মহাবল ক্রতুভক্ত

বীতরথ। ১—১০। হে বিজগণ! ( বিদভা-

জ ) ক্রথের পুত্র কৃষ্ণ, কৃষ্ণের পুত্র ধৃষ্টি,

ধৃষ্টির পুত্র নাধৃতি, নাধৃতির পুত্র দশাহ, দশা-

হের পুত্র বোমা, বোমার পুত্র জীমুত,

জীমুতের পুত্র ভৌমরথ, ভৌমরথের পুত্র

নবরথ। হে মুনিপুঙ্গবগণ! এই ভৌমরথ-

তনয় নিরন্তর দান-ধর্ম্মে রত, লীলবান্, সত্যনিষ্ঠ,

বীর ও পরবীরস্বতা ছিলেন। তিনি একদা

বিকৃত অবস্থায় মৃগয়ায় গমনপূর্ব্বক এক রাক্ষস

মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আতশয় ভয়বিমুগ্ধ হইয়া



অপভ্রং পরমং স্থানং সরস্বত্যাঃ স্নুগোপিতম্ ।  
স তেষেগেন মহত্ৰা সন্ত্ৰাপ্য মতিমান্ নৃপঃ ।  
ববন্দে শিরসা দৃষ্টা সাক্ষাদ্দেবীং সরস্বতীম্ ॥ ১৭  
তুষ্টাব বাগ্ভিৰিষ্টাভিৰ্বজ্জলিৰমিত্ৰজিৎ ।  
পপাত দণ্ডবজ্জমো দ্ব্যমহঃ শরণং গতঃ ॥ ২৮  
নমস্ত্যামি মহাদেবীং সাক্ষাদ্দেবীং সরস্বতীম্ ।  
বাগ্গেবতামনাদ্যস্তামৌশ্বরীং ব্রহ্মচারিণীম্ ॥ ১৯  
নমস্তে জগতাং যোনিং যোগিনীং পরমাং

কলাম্ ।

হিরণ্যগৰ্ভসমুদ্ভূতাং ত্রিনেত্রাং চন্দ্রশেখরাম্ ॥ ২০  
নমস্তে পরমানন্দাং চিংকলাং ব্রহ্মরূপিণীম্ ।  
পাহি মাং পরমেশানি ভীতং শরণমাগতম্ ॥ ২১  
এতস্মিন্নস্তরে ক্রুদ্ধো রাজানং রাক্ষসেশ্বরঃ ।  
হন্তুং সমাগতঃ স্থানং যত্র দেবী সরস্বতী ॥ ২২

পলায়ন করিলেন ; পরন্তু সেই মহাবল অগ্নি-  
সদৃশ শূলাসজ্জবাহু দূৰ্য্যোধন রাক্ষসও কুপিত  
হইয়া তাঁহার অনুগমন করিল। ভয়াকুলিত-  
চিত্ত রাজা নবরথ, অনতিদূৰে অবস্থিত  
স্নুগোপিত এক পরমরমণীয় সরস্বতীনিকেতন  
দর্শন করিলেন। বুদ্ধিমান ও অমিত্রয় রাজা  
প্রচণ্ডবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সাক্ষাৎ  
সরস্বতী দেবীকে দর্শন করিয়া, অবনীতলে  
দণ্ডবৎ প্রণাম করত বদ্ধাজলি হইয়া অভীষ্ট-  
বাক্যে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন এবং  
বলিলেন,—একপে আমি আপনার শরণ  
গ্রহণ করিলাম। সাক্ষাৎ মহাদেবী, আদ্যন্ত  
বিহীন্য, ব্রহ্মচারিণী, ঐশ্বরী, বাগ্গেবতা দেবী  
সরস্বতীকে আমি প্রণাম করিতেছি। যিনি  
জগতের যোনি, যোগিনী, পরমা কালম্বরূপা  
হিরণ্যগৰ্ভতনয়া, ত্রিনেত্রা ও চন্দ্রশেখরা, সেই  
সরস্বতীকে প্রণাম করি। হে দেবি। আপনি  
পরমানন্দা, চিংকলা, ব্রহ্মরূপীণী, আমি আপ-  
নাকে প্রণাম করিতে ছিঃ হে পরমেশানি !  
আমি ভীত এবং আপনার শরণাগত, আপনি  
আমাকে রক্ষা করুন। ১১—২১। ইত্য-  
বসরে সেই বলগর্ভিত রাক্ষসেশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া  
যেখানে ত্রিলোকজননী সরস্বতী দেবী অব-

সমুদ্যম্য তথা শূলং প্রবিষ্টৌ বলগর্ভিতঃ ।  
ত্রিলোকমাতুর্হি স্থানং শশাঙ্কাদিত্যসন্নিভম্ ॥ ২৩  
তদন্তরে মধুজুং যুগাস্তাদিত্যসন্নিভম্ ।  
শূলেনেংরসি নির্ভীক্য পাতয়ামাস তং ভূবি ॥ ২৪  
গচ্ছেত্যাঃ মহারাজ ন স্বাহব্যাং তথা পুনঃ ।  
ইদানীং নির্ভয়কৃৎ স্থানেহস্মিন্ রাক্ষসো হতঃ  
ততঃ প্রণম্য হৃষ্টোহ্য রাজা নবরথঃ পরাম্ ।  
পুতৌ জগাম বিপ্রেন্দ্রাঃ পুন্সবপুৰোপমাম্ ॥ ২৬  
স্থাপয়ামাস দেবেনীং তত্র ভক্তিসমম্বিতঃ ।  
ঐজে চ বিনিধৈর্ঘ্যৈজৈর্হোমৈর্দেবীং সরস্বতীম্ ॥  
তস্তা চাসীদশরথঃ পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ ।  
দেব্যা ভক্তো মহাতেজাঃ শকুনিস্তস্ত চান্বজঃ ॥  
তস্মাৎ করন্তঃ স্তুতো দেববাতোহভবৎ ততঃ  
ঐজে স চাপ্রমেধেন দেবদত্তশ্চ তৎসুতঃ ॥ ২৯  
মধুস্তস্ত তু দাঘাদস্তস্মাৎ কুরুজায়ত ।

স্থান করিতেছিলেন, ত্রিলোকজননী দেবীর  
সেই শশাঙ্কাদিত্যসন্নিভ স্থানে রাজাকে  
বিনাশ করিবার জন্য শূল উত্তোলন করত  
প্রবেশ করিল। এমন সময়ে যুগাস্তাদিত্য-  
সন্নিভ কোন মধু জুত আসিয়া শূল  
দ্বারা সেই রাজার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া  
তাহাকে ভূতলে নিক্ষেপ করিল এবং  
রাজাকে কহিতে লাগিল,—হে মহারাজ !  
আপনার শত্রু রাক্ষস এখানে হত হইয়াছে,  
একপে আপনি নির্ভয়ে আপন আশ্রয়ে সশ্রম  
প্রস্থান করুন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! তদনন্তর  
রাজা নবরথ প্রকৃষ্টচৈত্রে দেবীকে প্রণাম করিয়া  
পুন্সবপুৰোপমা অপুতৌতে প্রস্থান করিলেন  
এবং সেখানে সরস্বতী দেবীকে স্থাপন  
করিয়া, প্রগাঢ় ভক্তিসহকারে নানাবিধ  
যজ্ঞ ও হোমাদি দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিতে  
লাগিলেন। নবরথের পরমধার্মিক মহাতেজা  
দশরথ নামে এক পুত্র ছিল, তিনিও সরস্বতী  
দেবীর অতিশয় ভক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার  
পুত্রের নাম শকুনি। শকুনির পুত্র করন্ত,  
করন্তের পুত্র দেবরাত, ইনি স্বয়ং অবশেষে  
বধ করিয়াছিলেন ; ইহার দেবদত্ত নামে

ପୁତ୍ରବନ୍ଧୁତ୍ବ ତତ୍ତ୍ୱ ମୁଦ୍ରାୟା ଚାହୁଁରେବ ଚ । ୩୦  
 ଅନୋକ୍ତ ପୁତ୍ରକୁଂସୋଽହୁତଂ ତତ୍ତ୍ୱ ଚ ଚିକ୍ଷତାକ୍  
 ଅଧ୍ୟାତ୍ମୋଃ ସଦ୍ଭାବୋ ନାମ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତଃ ପ୍ରତାପବାନ୍  
 ମହାତ୍ମା ନାନିରତୋ ଧର୍ମହର୍ଷେନ ବିଦାଂବରଃ ।  
 ନ ନାରଦଃ ସ୍ତବ୍ଧଚରାସ୍ତୁ ନେବାର୍ଚ୍ଚନେ ରତଃ । ୩୧  
 ଶାସ୍ତ୍ରଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତମାସ କୁଣ୍ଡଗୋଳାଦିତ୍ତିଃ କ୍ରତୁଃ ।  
 ତତ୍ତ୍ୱ ନାହା ତୁ ବିଦ୍ୟାତଃ ସାଂସ୍ତାନାକ୍ ଶୋଭନଃ ॥  
 ପ୍ରବର୍ତ୍ତତେ ମହତ୍ତାତ୍ମାଃ କୁଣ୍ଡାଦୀନାଃ ହିତାବହଃ ।  
 ସାଂସ୍ତତତ୍ତ୍ୱ ମୁଦ୍ରୋଽହତ୍ତ୍ୱଃ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରବିଶାରଦଃ । ୩୪  
 ପୁଣ୍ୟାମ୍ଳୋକୋ ମହାରାଜସ୍ତେନ ବୈ ତଂ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତଃ ।  
 ସାଂସ୍ତାନାଂ ସର୍ବସମ୍ପରାନ୍ କୌଶଲ୍ୟା ଅସ୍ତ୍ରବେ ଅତାନ୍  
 ଅଦ୍ଭୁତଃ ବୈ ମହାତୋଜଃ ସ୍ୱାକ୍ଷଃ ଦେବାସୁଧଃ ନୃମ୍ ।  
 ଜ୍ୟୋତିଃ ତତ୍ତ୍ୱମାନାଧ୍ୟାୟଃ ଧର୍ମହର୍ଷେନ ବିଦାଂବରଃ ॥ ୩୬  
 ତେଷାଂ ଦେବାସୁଧୋ ରାଜ ଚ ଚାର ପରମଃ ତପଃ ।  
 ପୁତ୍ରଃ ସର୍ବଶୃଙ୍ଖୋପେତୋ ମମ ଭୃଷାଦିତ୍ତ ପ୍ରଭୁଃ ॥ ୩୭

ଏକ ପୁତ୍ର ହେଉଥିଲା । ଦେବଦତ୍ତେର ମଧୁ ନାମକ  
 ଏକଟି ପୁତ୍ର, ଡାହାଣ ପୁତ୍ର କୁଳ, କୁଳ ମୁଦ୍ରାୟା  
 ଓ ଅହ ନାମେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ହେଉଥିଲା । ୨୨—୩୦ ।  
 ଅହର ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରକୁଂସ, ପୁତ୍ରକୁଂସେର ପୁତ୍ର ଅଂତ,  
 ଅଂତର ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତ ପ୍ରତାପବାନ୍ ମହାତ୍ମା ନାନିଲ  
 ଧର୍ମହର୍ଷେନ ବିଦାଂବେଷ୍ଟ ସଦ୍ଭାବ ନାମେ ଏକ ପୁତ୍ର ହେଉ-  
 ଥିଲା । ଇନି ନାରଦେର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ଭଗବାନ  
 ବାସୁଦେବେର ଅର୍ଚ୍ଚନାୟ ରତ ହେଉଥିଲେ ଏବଂ  
 କୁଣ୍ଡ ଗୋଳାଦିର \* ପାଠ୍ୟ ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ  
 କରିଯାଇଥିଲେ । ଡାହାଣ ମତାବଳୀଦିଗେ  
 କଲ୍ୟାଣକର ଓ କୁଣ୍ଡ ଗୋଳାଦିର ହିତାବହ ଶ୍ରୀନାମ  
 ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓ ସୁତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ଉଦବୀଧି ପ୍ରଚଳିତ ହେତେ  
 ଲାଗିଲା । ତତ୍ତ୍ୱପୁତ୍ର ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରବିଶାରଦ ପୁଣ୍ୟାମ୍ଳୋକ  
 ମହାରାଜ ସାଂସ୍ତତ ଓ ସେହି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳନ କରାଉ-  
 ଥିଲେ । କୌଶଲ୍ୟା ଗର୍ଭେ ସାଂସ୍ତତ ରାଜା  
 ଧର୍ମହର୍ଷେନ ବିଦାଂବେଷ୍ଟ ଭଜମାନ, ଅଦ୍ଭୁତ, ମହାତୋଜ,  
 ସ୍ୱାକ୍ଷ ଓ ରାଜା ଦେବାସୁଧ ଏହି ପାଠ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମି-  
 ଥିଲା । ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ ଦେବାସୁଧ ରାଜା ସର୍ବ-  
 ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପୁତ୍ର ଲାଭେର ନିମିତ୍ତ ଅହଙ୍କର ତପଃ ।

\* ସଦ୍ଭାବୀ ଶ୍ରୀ ଗର୍ଭଜାତ ଜୀବଜ ପୁତ୍ରେର ନାମ  
 କୁଣ୍ଡ । ବିଷ୍ଣୁବୀର ଜୀବଜ ସନ୍ତାନେର ନାମ ଗୋଳକ ।

ତତ୍ତ୍ୱ ବଜ୍ରାବିତ୍ତି ଧ୍ୟାତଃ ପୁଣ୍ୟାମ୍ଳୋକୋଽହତବନ୍ଧୁଃ  
 ସାଂସ୍ତ୍ରୀକୋ ରୂପସମ୍ପରାନ୍ତସ୍ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରତଃ ସଦା ॥ ୩୮  
 ଭଜମାନାଃ ତ୍ରିସଂ ଦିବ୍ୟାଂ ଭଜମାନାଦିଜ୍ଞାତ୍ରେ ।  
 ତେଷାଂ ପ୍ରଧାନୋ ବିଦ୍ୟାତୋ ନିମିଃ କୃତ୍ତ୍ୱ ଏବ ଚ  
 ମହାତୋଜକୁଳେ ଜାତା ତୋଜା ବୈମାତୃକାନ୍ତଧା ।  
 ସ୍ୱକ୍ଷେଃ ଅମିତ୍ରୋ ବଳବାନନଂ ମତ୍ରଃ ଶିନିସ୍ତଧା ॥ ୪୦  
 ଅନମିତ୍ରାଦଭୃଗିରୋ ନିସ୍ତତ୍ତ୍ୱ ଶୌ ବଭୁବତ୍ତ୍ୱଃ ।  
 ପ୍ରସେନଃ ମହାଭାଗଃ ସତ୍ରାଜିରାମ ଚୋକ୍ତମଃ ॥ ୪୧  
 ଅନମିତ୍ରାଦ୍ଧିନେର୍ଜ୍ଜ୍ଞେ କାନିଷ୍ଠାଦ୍ଭବିକ୍ଷିନ୍ନନନାଂ ।  
 ସତ୍ୟବାକ୍ ସତ୍ୟସମ୍ପରାଃ ସତ୍ୟକୃତଂ ଅତୋଽହତବଂ ॥  
 ସାତ୍ୟକିର୍ଯୁଧାମନଃ ତତ୍ତ୍ୱାସଂଜ୍ଞୋଽହତବଂ ଅତଃ ।  
 କୁମ୍ଭାନ୍ତଃ ଅତୋ ଧୌମାନ୍ତଃ ପୁତ୍ରୋ ସୁଗନ୍ଧରଃ ॥ ୪୩  
 ମାତ୍ରାଂ ସ୍ୱାକ୍ଷଃ ଅତୋ ଜଜ୍ଞେ ସ୍ୱକ୍ଷେର୍ବେ ସହନନନଃ ।  
 ଜଜ୍ଞାତେ ତନୟୋ ସ୍ୱକ୍ଷେଃ ସ୍ୱକ୍ଷିକ୍ଷିତକୃତଃ ॥ ୪୪

କରିଯାଇଥିଲେ । ଡାହାଣ ବଜ୍ର ନାମେ ପୁଣ୍ୟ-  
 ଶ୍ରୀକ, ସାଂସ୍ତ୍ରୀକ, ରୂପଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସର୍ବଦା  
 ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନେ ରତ ପୁତ୍ର ହେଉଥିଲା । ଭଜମାନେ  
 ଅନେକଶ୍ରୀ ପରମ-ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟସମ୍ପରା ପୁତ୍ର ହେଉ-  
 ଥିଲା; ନିମି ଏବଂ କୃତ୍ତ୍ୱ ଓ ତାହାଦେର ମଧ୍ୟେ  
 ପ୍ରଧାନ । ମହାତୋଜେର ବଂଶେ ସ୍ତୃତିକାବ-  
 ପୁରାଣବାସୀ \* ଭୋଜଗଣ ଜନ୍ମିଥିଲେ । ସ୍ୱାକ୍ଷ  
 ବଳବାନ ଅମିତ୍ର, ଅନମିତ୍ର ଓ ଶିନି ନାମେ  
 ତିନି ପୁତ୍ର ହେଉଥିଲା । ୩୮—୪୦ । ଅନମିତ୍ରେ  
 ପୁତ୍ର ନିସ୍ତ, ନିସ୍ତେର ପ୍ରସେନ ଏବଂ ସତ୍ରାଜିଂ ନାମେ  
 ଦୁଇ ମହାଭାଗ ଓ ଉକ୍ତମ ପୁତ୍ର ହେଉଥିଲା । ସ୍ୱାକ୍ଷ  
 ପୁତ୍ର ଅନମିତ୍ରେର କାନିଷ୍ଠ ଶିନିର ଔରସେ ସତ୍ୟ-  
 ପରାୟଣ ସତ୍ୟବାକ୍ ସତ୍ୟକ ନାମେ ଏକ ପୁତ୍ର ହେଉ-  
 ଥିଲା, ସତ୍ୟକେର ପୁତ୍ର ଯୁଧାମାନ, ଇନି ସତ୍ୟକେର  
 ପୁତ୍ର ବାଲିଆ ସାତ୍ୟକ ନାମେ ଓ କଥିତ ହେଉ-  
 ଥାକେନ । ଯୁଧାମାନେର ପୁତ୍ର ଅସଜ୍ଞ, ଅସଜ୍ଞେର  
 ପୁତ୍ର ଧୌମାନ କୁମ୍ଭ, କୁମ୍ଭେର ପୁତ୍ର ସୁଗନ୍ଧର । ମାତ୍ରା  
 ଗର୍ଭେ ସାଦବଗଣେର ସ୍ୱାକ୍ଷ ( ପୁତ୍ର ) ନାମେ ସ୍ୱାକ୍ଷ

\* “ବୈମାତୃକାନ୍ତଧା” ହାନୀୟ “ବୈ ସାଂସ୍ତ୍ରୀକା-  
 ବତା” ପାଠେର ଅଭିପ୍ରାୟ । “ସ୍ତୃତିକାବତଂ ନାମ  
 ପୁରଂ ତତ୍ତ୍ୱ ସ୍ଥିତା ନୃପା ସାଂସ୍ତ୍ରୀକାବତାଃ” ଇତି  
 ଜିହ୍ୱାସ୍ଥାୟୀ ।

বককঃ কাশিরাজস্ত সূতাঃ ভাধ্যামবিস্কৃত ।  
 স্ত্যামজনয়ং পুত্রমজ্ঞয়ং নাম ধার্মিকম্ ॥ ৪৫  
 পমজুঃ তথা মজুমন্তে চ বহবঃ সূতাঃ ।  
 অকরস্ত সূতঃ পুত্রো দেববানিতি বিস্কৃতঃ ॥ ৪৬  
 পদেবন্ত দেবাক্ষা তমোক্ষিবপ্রমাধিনো ।  
 স্কৃতস্তাতবৎ পুত্রঃ পুথুবিপুথুরেয় চ ॥ ৪৭  
 স্বগ্রীৱঃ সুবাহন্ত সুপার্বকগবেষণো ।  
 স্কৃতকাং কান্তহৃহিতা লেভে চ চতুরঃ সূতান্ ॥  
 কুরং ভজমানঞ্চ শমীকং বলগর্জিতম্ ।  
 কুরস্ত সূতো বৃকিরু কেষু তনয়োহভবৎ ॥ ৪৯  
 কপোতরোমা বিখ্যাতস্তস্ত পুত্রো বিলোমকঃ ।  
 তস্তাগীং তুহুরুসখা বিধান পুত্রস্তমঃ কিল ॥ ৫০  
 তমস্তাপ্যভবৎ পুত্রস্তদেবানকহৃদুভিঃ ॥ ৫০  
 স গোবর্দ্ধনমাসাদ্য ততাপ বিপুলঃ তপঃ ।  
 বরং তস্মৈ দদৌ দেবো ব্রহ্মালোকমহেশ্বরঃ ॥ ৫১  
 বংশস্ত চাক্ষরাং কীর্ত্তিং জ্ঞানযোগং তথোত্তমম্

ভরোরপ্যধিকং বিজ্ঞাঃ কামরূপিস্বমেব চ ॥ ৫২  
 স লজ্জা বরমব্যগো বরেন্যাদ্রুযবাহনাং ।  
 পুত্রমাস গানেন স্বাপুং ত্রিংশপুজিতম্ ॥ ৫৩  
 তস্ত গানরতস্তাথ ভগবানধিকাপতিঃ ।  
 কস্তারত্বং দদৌ দেবো তুর্লভং ত্রিদশৈশ্বর্যম্ ॥ ৫৪  
 তথা স সঙ্গতো রাজা গানযোগমহুত্তমম্ ।  
 অশিক্ষয়দমিত্রয়ঃ প্রিয়াঃ তাং ভ্রাতুলোচনাম্ ॥ ৫৫  
 তস্তামুৎপাদয়ামাস স্তুভজং নাম শোভনম্ ।  
 রূপলাবণ্যসম্পন্নং দ্বীমতীমিতি কস্তকাম্ ॥ ৫৬  
 ততস্তং জননী পুত্রং বাল্যে বয়সি শোভনম্ ।  
 শিক্ষয়ামাস বিধিবদগানবিদ্যাঞ্চ কস্তকাম্ ॥ ৫৭  
 কতোপনয়নো বেদানধীত্য বিধিবদগুরোঃ ।  
 উষবাহন্তজাং কস্তাং গন্ধর্বাণাম্ মানসীম্ ॥ ৫৮  
 তস্তামুৎপাদয়ামাস পঞ্চ পুত্রানহুত- ন্ ।  
 বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞান গানশাস্ত্রবিশা-দ ন ॥ ৫৯  
 পুত্রৈঃ পৌত্রৈঃ সপত্নীকো রাজা গানবিশারদঃ ॥

এক পুত্র হইয়াছিল, ঐ বৃকির ( পুথির ) পুত্র  
 বকক এবং চিত্রক । বকক কাশিরাজের  
 কস্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার  
 গর্ভে ধর্মপরায়ণ অকুর, উপমজু, মজু, নামক  
 পুত্র এবং অস্তান্ত অনেক পুত্র উৎপাদন করিয়া-  
 ছিলেন । অকুরের দেববান এবং দেবস্বভাব  
 উপদেব নামে প্রসিদ্ধ দুই পুত্র হইয়াছিল ।  
 তাহাদেরও বিশ্ব ও প্রমাথী নামে দুই পুত্র হই-  
 য়াছিল । চিত্রকের পুথু, বিপুথু, অশ্বগ্রীব, সুবাহু,  
 সুপার্বক এবং গবেষণ নামে ছয় পুত্র হইয়া-  
 ছিল । কান্তপহিতার গর্ভে অন্ধকের কুর,  
 ভজমান, শমীক এবং বলগর্জিত নামে চারি  
 পুত্র হইয়াছিল । কুরের পুত্র বৃকি ( বৃষ্ট ) ।  
 তাঁহার পুত্র বিখ্যাত কপোতরোমা, কপোত-  
 রোমার পুত্র বিলোমক ; বিধান তম বিলো-  
 মকের পুত্র, তিনি তুহুরুসখা । তমের পুত্র  
 আনকহৃদুভি ( ইনি চন্দ্রনোদকহৃদুভি,  
 নামেও প্রসিদ্ধ ) । ৪১—৫০ । হে বিজ্ঞগণ !  
 সেই আনকহৃদুভি গোবর্দ্ধন পর্বতে গমন  
 করিয়া বিপুল তপস্তা করিয়াছিলেন এবং  
 লোকমহেশ্বর ব্রহ্মা তাঁহাকে বংশের অক্ষয়

কীর্ত্তি, গুরু অপেক্ষাও সমধিক উত্তম জ্ঞান-  
 যোগ এবং কামরূপিতাপ্রাপ্তি এই কয়েকটি  
 বর দিয়াছিলেন । অব্যগ্র রাজা এইরূপ বর  
 লাভ করিয়া পুনর্বার বরগীষ বুযবাহনের নিকট  
 বর লাভেচ্ছায় গান দ্বারা ত্রিংশপুজিত মহা-  
 দেবের আরাধনা করিতে লাগিলেন । অনন্তর  
 ভগবান্ অধিকাপতি গাননিরত সেই রাজাকে  
 দেবগণেরও তুর্লভ এক কস্তারত্ব দান করি-  
 লেন । শক্রদমনকারী সেই রাজা আনক-  
 হৃদুভি সেই কস্তার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন  
 এবং সেই ভ্রাতুলোচনা স্বীয় প্রিয়াকে উত্তম  
 গানযোগ শিক্ষা দিয়াছিলেন । তাঁহার গর্ভে  
 শোভন নামে এক স্তুভজ পুত্র এবং দ্বীমতী  
 নামে এক রূপলাবণ্যসম্পন্ন কস্তা হইয়াছিল ।  
 তাহাদের জননী তাহাদিগকে বাল্যকালেই  
 যথানিয়মে গানবিদ্যা শিক্ষাইয়াছিলেন ।  
 উপনয়নের পর গুরুর নিকটে যথাবিধানে  
 বেদাধ্যয়ন করিয়া সেই শোভন-রাজা গন্ধর্ব-  
 দিগের মানসী কস্তাকে বিবাহ করেন এবং  
 তাহার গর্ভে পাঁচটি গানবিদ্যাশিষ্যদত্ত ও  
 বীণাবাদনতত্ত্বজ্ঞ উত্তম পুত্র উৎপাদন করেন ।

পুজয়ামাস গাণেন দেবং ত্রিপুরনাশনম্ । ৬.  
 ভ্রীমতীঃ চাকসর্ষাদীঃ ত্রিমিবায়তলোচনাম্ ।  
 সুবাহনামা গন্ধর্ব্বভামাদায় যযৌ পুরীম্ । ৬১  
 তন্ত্রামপ্যভবন পুত্রা গন্ধর্ব্বস্ত স্তুতেজসঃ ।  
 সুবেণঃ-বেণ-সুগ্রীব-স্তুভোজ-নরবাহনাঃ । ৬২  
 অখাসীদভিজিৎ পুত্রচন্দনোদকহৃদুভেঃ ।  
 পুনর্ব্বনুশ্চাভিজিতঃ সধুভবাহকন্ততঃ । ৬৩  
 আহকন্তোগ্রসেনশ্চ দেবকশ্চ দ্বিজোত্তমাঃ ।  
 দেবকশ্চ স্তুতা বীর্য্য জজিরে ত্রিদশোপমাঃ ।  
 দেববাহুপদেবশ্চ স্তুদেবো দেবরক্তিতঃ । ৬৪  
 ভেবাৎ অসারঃ সপ্তাসন বস্তুদেবায় তা দদৌ ।  
 ধৃতদেবোপদেবা চ তথাশ্চ দেবরক্তিতা । ৬৫  
 জীদেবা শান্তিদেবা চ সহদেবা চ সুরত্যা ।  
 দেবকী চাপি তাসান্ত বরিষ্ঠাভুৎ সুমধ্যমা । ৬৬  
 উগ্রসেনশ্চ পুত্রোহুদ্র্যোগ্রোধঃ কংস এব চ ।  
 সূতুমী রাষ্ট্রপালশ্চ তুষ্টিমান শঙ্করেব চ । ৬৭

গানবিশারদ রাজা আনকহৃদুভি জী, পুত্র  
 এবং পৌত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া কেবল  
 গান দ্বারাই ত্রিপুরারির আরাধনা করিতে  
 লাগিলেন । ৫১—৬০ । একদা সুবাহ  
 নামে এক গন্ধর্ব্ব, আয়তনেত্রা চাকসর্ষাদী  
 সাক্ষাৎ পদ্মাসদৃশী কন্তা ভ্রীমতীকে লইয়া  
 নিজের পুরীতে প্রস্থান করিয়াছিল এবং  
 তাহার গর্ভে ঐ স্তুভেজা গন্ধর্ব্বের সুষেণ,  
 বেণ, সুগ্রীব, স্তুভোজ এবং নরবাহন নামে  
 পাঁচ পুত্র হইয়াছিল । অনন্তর চন্দনোদক-  
 হৃদু'ত্তর অভিজিৎ নামে এক পুত্র হইয়াছিল  
 অভিজিতের পুত্র পুনর্ব্বনু, পুনর্ব্বনুর পুত্র  
 আহক, আহকের পুত্র লগ্রসেন এবং দেবক ।  
 দেববান, উপদেব, স্তুদেব এবং দেবরক্তিত  
 এই কয়েকটি দেবসদৃশ বীরপুত্র দেবকের  
 জন্মিয়াছিল । ইহাদিগের যে সাতটি ভগিনী  
 ছিল, তাহাদের নাম—ধৃতদেবা উপদেবা  
 দেবরক্তিতা, জীদেবা, শান্তিদেবা, সহদেবা ও  
 দেবকী । ইহাদিগের মধ্যে সুমধ্যমা দেবকীই  
 সকলের বরিষ্ঠা ও সুরত্যা ছিলেন । বস্তুদেবের  
 হৃদে ইহাদের সকলকেই সমর্পণ করা হইয়া-

ভজমানাদভুৎ পুত্রঃ প্রখ্যাতোহসৌ বিদূরথঃ ।  
 তন্ত শুরঃ সমিস্ত্র্য্যং প্রতিব্রজশ্চ তৎপুতঃ । ৬৮  
 স্বয়ভোজন্ততন্ত্র্য্যাদিকঃ শক্রতাপনঃ ।  
 কৃতবর্ষ্য্যধ তৎপুত্রো দেবলভৎপুতঃ স্তুতঃ ।  
 স শুরন্তৎপুত্রো ধীমান বস্তুদেবোহুৎ তৎপুতঃ  
 বস্তুদেবায়ম্ভাবাহুবাস্তুদেবো জগদুৎকঃ ।  
 বভূব দেবকীপুত্রো দেবৈরভ্যর্থিতো হরিঃ । ৭০  
 রোহিণী চ মহাভাগা বস্তুদেবশ্চ শোভনা ।  
 অস্তুত পত্নী সধর্ব্বং রামং জ্যেষ্ঠং হল্যুধম্ । ৭১  
 স এব পরমাত্মাসৌ বাস্তুদেবো জগন্ময়ঃ ।  
 হল্যুধঃ স্বয়ং সাক্ষাচ্ছয়ঃ সধর্ব্বণঃ প্রভুঃ । ৭২  
 ভৃগুশপচ্ছলেনৈব মানয়ন মাভুযীং তন্ময় ।  
 বভূব তন্ত্র্য্যং দেবক্য্যং রোহিণ্যামপি মাধবঃ । ৭৩  
 উমাদেহঃসদুতা যোগনিদ্রা চ কৌশিকী ।  
 নিরোগাঃবাস্তুদেবশ্চ যশোদাতনয়া ভুভুৎ । ৭৪  
 যে চ তে বস্তুদেবশ্চ বাস্তুদেবাগ্রজাঃ স্তুতাঃ ।  
 প্রাগেব কংসন্তান সর্ষান জঘান মুনিসত্তমাঃ ।

ছিল । স্ত্রোগ্রোধ, কংস, সূতুমি, রাষ্ট্রপাল,  
 তুষ্টিমান এবং শঙ্কু এই ছয় জন উগ্রসেনের  
 পুত্র । (সহতনন্দন) ভজমানের পুত্র প্রখ্যাত  
 বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র শুর, শুরের পুত্র সমি,  
 সমির পুত্র প্রতিব্রজ, প্রতিব্রজের পুত্র স্বয়-  
 ভোজ, স্বয়ভোজের পুত্র শক্রতাপন হৃদিক,  
 হৃদিকের পুত্র কৃতবর্ষ্য্য, কৃতবর্ষ্য্যর পুত্র দেবল,  
 দেবলের পুত্র শুর এবং তৎপুত্র ধীমান  
 বস্তুদেব । বস্তুদেবের পুত্র মহাবাহু জগদুৎক  
 বাস্তুদেব । ইনি দেবগণের প্রার্থনায় দেবকীর  
 গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন, ইনিই স্বয়ং হরি ।  
 ৬১—৭০ । হে মহাভাগ মুনীগণ ! বস্তুদেবের  
 পরমশোভনা রোহিণীনারী পত্নী জ্যেষ্ঠ হল্যুধ  
 সধর্ব্বণ রামকে প্রসব করিয়াছিলেন । ইনিই  
 পরমাত্মা বাস্তুদেব, জগন্ময়, হল্যুধ সাক্ষাৎ  
 স্বয়ং শেষ এ ং প্রভু সধর্ব্বণ । স্বয়ং-লক্ষী-  
 পতি, ভৃগুনির শাপে মাভুয-দেহ ধারণ করত  
 দেবকী এবং রোহিণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ  
 করিয়াছিলেন । বাস্তুদেবের আদেশে উমা-  
 দেহসমুভবা যোগনিদ্রা কৌশিকী যশোদার

সুযেগশ্চ তথোদ্যাপির্ভদ্রসেনো মহাবলঃ ।  
 ঋজুদাসো ভদ্রদাসঃ কীর্তিমানপি পূজিতঃ ॥১৬  
 হতৈর্ধেতেষু সর্বেষু বোহিণী বাসুদেবকঃ ।  
 অসুত রামঃ লোকেশঃ বলভদ্রঃ হলান্বয়ম্ ॥ ১৭  
 জাহ্নবী নাম দেবনামাদিমাশ্চান্মচ্যুতম্ ।  
 অসুত দেবকৌ কৃষ্ণঃ জীবৎসাক্তবক্ষসম্ ॥ ১৮  
 বেবতী নাম রামস্ত ভাৰ্য্যাসীৎ সুগুণাবিতা ।  
 তস্তামুৎপাদয়ামাস পুত্রৌ বো নিশঠৌগুরুকৌ ॥১৯  
 যোভূত শ্রীসক্তশ্চাপি কৃষ্ণস্তাক্রিষ্টকর্ণকঃ ।  
 বভূবুশ্চাজ্জাতান্ন শতশোহথ সহস্রকঃ ॥ ২০  
 চাক্ৰদেবকঃ সুচাক্ৰশ্চ চাক্ৰবেশো যশোধরঃ ।  
 চাক্ৰজবালচাক্ৰযশাঃ প্রহর্যঃ শম্ভু এব চ ॥ ২১  
 কল্লিণ্যাং বাসুদেবস্ত মহাবলপরাক্রমাঃ ।  
 বিশিষ্টাঃ সৰ্বপুত্রাণাং সনাতনুরিমে সূতাঃ ॥২২  
 তান্ দৃষ্ট্বা তনয়ান্ বীরান্ শৌক্লিণেশান্  
 জনার্দনাৎ ।

গর্ভে জন্মিয়াছিলেন ! হে মুনিসত্তমগণ ! সুযেগ  
 উদ্যাপি, ভদ্রসেন, মহাবল, ঋজুদাস, ভদ্রদাস  
 এবং পূজিত কীর্তিমান্ নামে যে সকল  
 বাসুদেবতনয়গণ ভগবানের জন্মের পূর্বে  
 জন্মিয়াছিল, কংস তাহাদের সকলকেই বিনষ্ট  
 করিয়াছিল। ইহারা বিনষ্ট হইলে রোহিণীর  
 গর্ভে বাসুদেবের পুত্র লোকাধিপতি হলান্বয়  
 রাম বলভদ্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বলরাম  
 জন্মিলে পর, দেবকী দেবগণের আশ্রয়রূপ,  
 আদি, অচ্যুত, জীবৎসাক্তবক্ষাঃ শ্রীকৃষ্ণকে  
 প্রসব করিয়াছিলেন। বলরামের সুগুণা-  
 বিতা পত্নী বেবতীর গর্ভে নিশঠ এবং উগুরু  
 নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। অক্রিষ্টকর্ণা  
 কৃষ্ণের যোভূত সহস্র শ্রী ছিল, ঐ সকল শ্রীর  
 গর্ভে ভগবানের শত শত সহস্র সহস্র পুত্র  
 হইয়াছিল। ১১—২০। চাক্ৰদেব, সুচাক্ৰ,  
 চাক্ৰবেশ, যশোধর, চাক্ৰজবা চাক্ৰযশা,  
 প্রহর্য এবং শম্ভু নামে প্রসিদ্ধ এই কয়েকটি  
 বিশিষ্ট এবং মহাবল-পরাক্রমশালী পুত্র  
 কল্লিণীর গর্ভে জন্মিয়াছিল। এই কয়জনই  
 বাসুদেবের যাবতীর তনয়ের মধ্যে প্রধান

জাহ্নবত্যা বীং কৃষ্ণং ভাৰ্য্যাম্ তস্ত সূচিশিভা ।  
 মম যঃ পুণ্ডরীকাক বিশিষ্টগুণবন্তরম্ ।  
 সুরেশসম্মিতং পুত্রং দেহি দানবসুন্দন ॥ ২৩  
 জাহ্নবত্যা বচঃ শ্রদ্ধা জগন্নাথঃ স্বয়ং হরিঃ ।  
 সমায়েতে তপঃ কৰ্ত্তুঃ তপোনিধিরিরিকমঃ ॥ ২৪  
 তজ্জগুধ্বং মুনিশ্রেষ্ঠা যথাসৌ দেবকীসুতঃ ।  
 দৃষ্ট্বা লেভে সূতং কন্ডং তথু। তীৰ্থং মহৎ তপঃ  
 ইতি ত্রীকোশ্বে মহাপুবাণে পূৰ্ব্বভাগে  
 সোমবংশে যজবংশাঙ্ককীৰ্ত্তনে  
 চতুর্কিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

### পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

মথ দেবো হৃষীকেশো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ  
 ততাপ ঘোরং পুত্রার্থং নিধানং তপসস্তপঃ ॥ ১  
 স্বেচ্ছাপাবতীর্ণোহসৌ কৃতকৃত্যোহপি বিশ্বদুঃ  
 ছিলেন। বাসুদেবের পত্নী শুচিশিভা জাহ্ন-  
 বতী, কল্লিণীর গর্ভজাত সেই সকল পুত্রকে  
 দেখিয়া ভগবান্কে বলিলেন,—হে পুণ্ডরী-  
 কাক দানবসুন্দন হরি। আপনি বিশিষ্ট গুণ-  
 যুত শিবভূগ্য এক পুত্র আমাকে প্রদান  
 করুন। তপোনিধি অরিন্দম স্বয়ং জগন্নাথ  
 হরি, জাহ্নবতীর বাক্য শ্রবণ করিয়া তপস্ব  
 করিতে আরম্ভ করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠগণ  
 সেই দেবকীসুন্দন মহৎ এবং তীর্থ তপস্ব  
 দ্বারা মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়া ঘেরণে  
 মহাদেবকে পূজালাভ করিয়াছিলেন, তাহারা  
 আপনারা শ্রবণ করুন। ১—২৪।

চতুর্কিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

### পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অনন্তর ভগবান্ পুরুষো-  
 ত্তম বিশ্বদুঃ তপোনিধি হৃষীকেশ, পুত্রলাভের  
 নিমিত্ত ঘোর তপস্বা করিতে লাগিলেন।

চতোর ষাটনো মূলং বোধয়ন পরমেশ্বরম্ । ২  
জগাম যোগিভিক্ষুঃ নানাপকিসমাকুলম্ ।  
আশ্রমভূষণোর্বৈ যুগীশ্বরা মহাশ্বনঃ । ৩  
পতত্রিরাজমারুতঃ সুপর্ণমতিভৈজসম্ ।  
শম্ভুচক্রগদাধারিণী জীবৎসকুললক্ষণঃ । ৪  
নানাক্রমলতাকীর্ণং নানাপুষ্পোপশোভিতম্ ।  
ঋষীণামাশ্রমৈজুঃ বেদঘোষনিদিতম্ । ৫  
সিংহকশরভাকীর্ণং শার্দূলগজসংযুতম্ ।  
বিমলস্বাহুপানীয়েঃ সরোভিক্ষপশোভিতম্ । ৬  
আরামৈর্কিবিধৈজুঃ দেবভায়তনৈঃ শুভৈঃ ।  
ঋষিভিক্ষুগুহৈশ্চ মহামুনিগণৈস্তথা । ৭  
বেদাধ্যয়নসম্পন্নৈঃ সেবিতকারিহোজিভিঃ ।  
যোগিভিক্ষুণ্যনিরতৈর্নাসাপ্রস্তুলোচনৈঃ । ৮  
উপেতং সর্ষভঃ পুণ্যং জ্ঞানিভিস্তদ্বর্শিতঃ ।  
নদৌত্তিরতিতো জুহুঃ জাপকৈব্রহ্মবাদিভিঃ । ৯

তিনি সর্ষভা কৃতকৃত্য হইলেন ও স্ব-ইচ্ছায় কুম-  
ণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং নিজের  
স্বাস্থ্য মূলস্বরূপ পরমেশ্বরকে স্থাপন করিবার  
দৃষ্টে তপস্যা করিয়াছিলেন । শম্ভুচক্রগদা-  
ধারি জীবৎসকুললক্ষণাঃ ভগবান্ কৃষ্ণ, অতি-  
ভজ্য পক্ষিরাজ গরুড়ের উপরে আরো-  
হ করিয়া, মহাশ্বা যুগীশ্বর উপমহ্যর নানা  
কিসমাকীর্ণ যোগিজনেসেবিত আশ্রমে গমন  
করিয়াছিলেন । মহামুনির সেই আশ্রম নানা-  
ধ বৃক্ষলতায় আকীর্ণ এবং নানাভাতীয়  
পুষ্পে পরিশোভিত ছিল । তথায় বহুসংখ্যক  
মুনিদিগের আশ্রম বিদ্যমান ছিল ; নিরন্তর  
বেদগানের প্রতিধ্বনি হইতেছিল, সর্ষভা  
সিংহ, ঋক্ষ, শরভ, শার্দূল, গজ প্রভৃতি  
দ্বারণ্য পশু সকল বিচরণ করিতেছিল ;  
বেমল ও স্বাহ পানীয়যুক্ত সরোবর সকল  
শান্ত পাইতেছিল ; নানাবিধ আরাম ও  
বিবিধ পবিজ দেবমন্দির সকল বিরাজিত  
হল ; বেদাধ্যয়নসম্পন্ন ও অগ্নিহোত্রপরায়ণ  
নৈক ঋষি, ঋষিগুহ ও মহামুনিগণ নাসাং  
ঐতিহাসপূর্বক পরমাশ্রম ধ্যানে নিমগ্ন  
হইয়াসেখানে অবস্থান করিতেছিলেন ;

সেবিতং ভাপসৈঃ পুণ্যৈরীশাধনভংগটৈঃ ।  
প্রশান্তৈঃ সত্যসক্লৈর্নিঃশোকৈর্নিকপজ্রৈঃ । ১০  
ভস্মাবলভসক্লৈক ক্রজ্জাপ্যপরাধৈঃ ।  
মুণ্ডিতৈর্জটিলৈঃ শুভৈস্তথাশ্রিতৈশ্চ শিখাজটৈঃ ।  
সেবিতং ভাপসৈনিভাং জ্ঞানিভিব্রহ্মবাদিভিঃ ।  
ভজ্যশ্রমবরে রম্যে সিদ্ধাশ্রমবিকৃষিতে ।  
গদা ভগবতী নিভাং বহুভ্যোবাধনাশিনী । ১২  
স ভজ বীক্য বিখাশ্চা ভাপসান্ বীতকল্মষান্ ।  
প্রণামেনাথ বচসা পূজয়ামাস মাধবঃ । ১৩  
তং তে দৃষ্ট্বা জগদ্ব্যোনিং শম্ভুচক্রগদাধরম্ ।  
প্রণেমুর্ভক্তিসংযুক্তা যোগিনাং পরমং শুকম্ । ১৪  
স্বস্তি বৈদিকৈর্নৈঃ কৃষাং হৃদি সনাতনম্ ।  
প্রোচুরস্তোত্রমব্যক্তাদিদেবং মহামুনিম্ । ১৫  
অয়ং স ভগবানেকঃ সাকী নারায়ণঃ পরঃ ।  
আগচ্ছতাতুনা দেবঃ প্রধানেপুত্রমঃ স্বয়ম্ । ১৬

চতুর্দিকে তদ্বদশী জ্ঞানী ও ব্রহ্মবাদী ভাপক  
সকল অবস্থান করিতেছিলেন ; সেই পবিজ  
আশ্রমের চতুর্দিকে নদীসকল প্রবাহিত  
হইতেছিল ; পবিজ প্রশান্ত সত্যসক্ল শোক-  
রহিত নিকপজ্রব শুভচিত্ত জ্ঞানী ও ব্রহ্মবাদী  
ভাপসেরা সর্ষভে ভস্ম লেপন করিয়া কেহ  
বা ক্রজের জপে নিমগ্ন ছিলেন, কেহ বা  
মহাদেবের আরাধনা করিতেছিলেন ; তাঁহা-  
দের মধ্যে কেহ বা মুণ্ডিতমস্তক, কাহারও  
বা মস্তকে জটা এবং কেহ বা কেবল শিখা-  
জট । ১-১১ । সেই সিদ্ধাশ্রম-সমাকীর্ণ  
রমণীয় আশ্রমে পাপনাশিনী ভগবতী গদা  
সর্ষভা প্রবাহিত হইতেছেন । অনন্তর বিখাশ্চা  
মাধব, তজ্জ্ব নিম্পাপ ভাপসদিগকে দেখিয়া  
প্রণাম এবং বাক্যদ্বারা তাঁহাদিগের পূজা  
করিয়াছিলেন । তাঁহারাও সেই জগদ্ব্যোনি  
শম্ভুচক্রগদাধারী, যোগিগণের পরম শুক,  
নারায়ণকে দর্শন করিয়া ভক্তিসহকারে প্রণাম  
করিলেন এবং অব্যক্ত মহামুনি আদিত্য  
হৃদি সনাতনকে বৈদিক মন্ত্রদ্বারা স্তুত  
করিতে আরম্ভ করত পরস্পর বলিতে  
লাগিলেন,—ইনিই সেই করুণাকী অধি-

অমমেবাব্যঃ স্রষ্টা সংহর্তা চৈব রক্ষকঃ ।  
 অমর্তো যুর্জমান ভূত্বা যুনীন্ দ্রষ্টুমিহাগতঃ ॥ ১৭  
 এব ধাতা বিধাতা চ সমাগচ্ছতি সর্বগঃ ।  
 অনাদিরক্ষয়োহনন্তো মহাভূতো মহেশ্বরঃ ॥ ১৮  
 ক্রম্বা বৃদ্ধা হরিস্তেযাং বচাসি বচনাতিগাঃ ।  
 যযৌ স তুৰ্যং গোবিন্দঃ স্থানং তন্ত মহাত্মনঃ ॥ ১৯  
 উপম্পৃষ্ঠাথ ভাবেন তীৰ্থে তীৰ্থে স যাদবঃ ।  
 চকার দেবকীমুদেবমিপি তৃত্তপর্ণম ॥ ২০  
 নদীনাং তীরসংস্থানি স্থাপিতানি যুনীশ্বরেঃ ।  
 লিঙ্গানি পূজয়ামাস যন্তোরমিতভেজসঃ ॥ ২১  
 দৃষ্ট্বা দৃষ্ট্বা সমাগন্তং তত্র তত্র জনাৰ্দ্দনম্ ।  
 পূজয়াক্রুরে পুণৈরকর্তৈস্তত্রিবাসিনঃ ॥ ২২  
 সমীক্য বাসুদেবং তং শাক্ষশাসিধারিণম্ ।  
 তস্থিরে নিশ্চলাঃ সৰ্বে শুভাক্রঃ তত্রিবাসিনঃ ।  
 যানি তজাক্রকৃৎনাং মানসানি জনাৰ্দ্দনম্ ।

তীয় স্বয়ং প্রধান পুরুষ পরমাত্মা নারায়ণ  
 আগমন করিতেছেন ; ইনিই জগতের স্রষ্টা,  
 সংহর্তা এবং পালনকর্তা ও অব্যয় ; ইহার  
 কোন যুর্জি নাই, অথচ একপে যুর্জিপরিত্রহ  
 করিয়া যুনিগণকে দেখিবার নিমিত্ত আগমন  
 করিতেছেন ; ইনিই ধাতা, বিধাতা, সর্বগামী,  
 অনাদি, অক্ষয়, অনন্ত, মহাভূত ও মহেশ্বর ।  
 বচনাভীত গোবিন্দ হরি, ঐশ্বর্যের বাক্য  
 সকল শ্রবণ করিয়া এবং বৃত্তিতে পারিয়া সেই  
 মহাত্মার স্থানে শীঘ্র গমন করিলেন । দেবকী-  
 তনয় যাদব তক্তিসহকারে, প্রত্যেক তীৰ্থেই  
 আচমন করিয়া দেবতা ঋষি ও পিতৃগণের  
 তর্পণ করিয়াছিলেন এবং নদী সকলের তীরে  
 যুনীশ্বরগণের স্থাপিত অমিতভেজাঃ মহা-  
 দেবের লিঙ্গসকলের পূজা করিয়াছিলেন ।  
 ১২—২১ । জনাৰ্দ্দন শিবলিঙ্গ সকল দর্শন  
 করিতে করিতে আসিতেছেন দেখিয়া, তজস্ব  
 সকলে অকৃত ও পুষ্পধারা তাঁহার পূজা  
 করিলেন এবং শাক্ষ শাসিধারী ও শুভাক্র  
 বাসুদেবকে দেখিয়া সকলেই নিশ্চল হইয়া  
 দণ্ডায়মান রহিলেন । ঐহাদের যন জনাৰ্দ্দনে  
 আরোহণ করিতে উদ্যুক্ত ছিল, তাঁহাদের

দৃষ্ট্বা সমাগিতাসন্ ন নিজামতি চাক্রতঃ ॥ ২৩  
 অথাবগাহ গজায়াং কৃদ্ধা দেববিত্তপর্ণম্ ।  
 আদায় পুষ্পবর্ষাণি যুনীশ্বরাবিশদগৃহম্ ॥ ২৪  
 দৃষ্ট্বা তং যোগিনাং শ্রেষ্ঠং তন্মোক্ষলিভবিত্রম্  
 জটাচীরধরং শান্তং ননাম শিরসা যুনিম্ ॥ ২৫  
 আলোক্য কৃষ্ণমায়াস্তং পূজয়ামাস তত্ববিৎ ।  
 আসনে বাসয়ামাস যোগিনাং প্রথমাতিথিম্ ।  
 উবাচ বচসাং যোনিং জানীমঃ পরমং পদম্ ।  
 বিষ্ণুমব্যক্তসংস্থানং শিষ্যতাবেন সংস্থিতম্ ॥ ২৬  
 স্বাগতং তে হৃষীকেশ সকলানি তপাসি নঃ ।  
 যৎ সাক্ষাদেব বিধাতা মদোহং বিষ্ণুরাগতঃ ।  
 স্বাং ন পশুন্তি যুনয়ো যতস্তোহপীহ যোগিনঃ ।  
 তাদৃশস্তাত্ত ভবতঃ কিমাগমনকারণম্ ॥ ৩০  
 ক্রোধোপমত্তোত্তমাক্যং ভগবান্ দেবকীমুতঃ ।  
 ব্যাজহার মহাযোগী প্রসন্নঃ প্রণিপত্য তম্ ॥ ৩১

সেই যন জনাৰ্দ্দনকে দর্শন করিয়া কেবলমাত্র  
 সমাধিস্থ হইয়া রহিল—দেহ হইতে আর  
 নিজান্ত হইল না । তদনন্তর ত্রীকণ গজায়  
 অবগাহনপূর্বক দেবতা ও ঋষিগণের তর্পণ  
 সমাধা করিয়া উত্তম উত্তম পুষ্প লইয়া যুনী-  
 শ্বরের গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং সেই  
 তন্মোক্ষলিভ-কলেবর জঘাধারী শান্ত যোগি-  
 শ্রেষ্ঠ উপমহ্মা যুনিকে দর্শন করিয়া মন্তক  
 অবনত করত প্রণাম করিলেন । তত্ববিৎ যুনি  
 উপমহ্মা, কৃষ্ণকে আসিতে দোষিয়া তাঁহার  
 পূজা করিলেন এবং যোগিগণের প্রথমাতিথি  
 সেই হরিকে আসনে উপবেশন করাইলেন ;  
 পরে শিষ্যতাবে উপস্থিত, বাক্যের উৎপত্তি-  
 নিদান, অব্যক্তসংস্থান বিষ্ণুকে বলিতে  
 লাগিলেন,—হে হৃষীকেশ ! আপনার স্বাগত ?  
 আমরা আপনাকে পরম পদ বলিয়া জানি-  
 য়াছি ; আজ আমাদের সমুদায় তপস্তা সকল  
 হইল, যেহেতু সাক্ষাৎ বিধাতা বিষ্ণু আমাদের  
 গৃহে আগমন করিয়াছেন । অতি যত্নে  
 যুনিগণ আপনাকে ইহলোকে দেখিতে পায়  
 না ; এবং বিধ আপনার এখানে আসিবার  
 কারণ কি ? ১২—৩০ । মহাযোগী দেবকী-



। ৮ ।

ভগবান্ জমিচ্ছামি গিরীশং কৃতিবাসসম্ ।  
সম্মাণো ভবতঃ স্থানং ভগবদ্বর্শনোৎসুকঃ ।  
কথং স ভগবানীশো দৃষ্টো যোগবিদ্যাং বরঃ ।  
প্রচারিণে কৃতাং জন্ম্যামি তমুমাপতিম্ । ৩৩  
প্রত্যাহ ভগবান্ভক্তো দৃষ্টতে পরমেশ্বরঃ ।  
ভক্ত্যবোধেণ তপসা তং কুরুষেহ সংযতঃ ।  
ইহেশ্বরং দেবদেবং মুনীন্দ্রা ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
ধ্যানভ্যাসাদয়ন্ত্যনং যোগিনস্তাপসাস্ত য়ে । ৩৪  
ইহ দেবঃ সপত্নীকো ভগবান্ বৃষভধ্বজঃ ।  
কৌতুকে বিবীধৈর্ভূতৈর্যোগিগিতিঃ পরিবারিতঃ ।  
ইহাশ্রমে পুরা কত্র তপস্তপ্তা স্মদাকরণম্ ।  
লোভে মহেশ্বরাদযোগং বাশিষ্ঠো ভগবানুবিঃ ।  
ইহৈব ভগবান্ ব্যাসঃ কুরুষেপায়নঃ স্বয়ম্ ।  
কৃষ্টা তং পরমেশানং লক্ষবান্ জানমৈশ্বরম্ । ৩৮

লক্ষন ভগবান্ উপমহ্যার বাক্য শ্রবণ করিয়া  
প্রণাম করত সেই প্রসন্ন স্থানবরকে কহিতে  
লাগিলেন,—হে ভগবন! আমি কৃতিবাসা  
মহাদেবকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি, তাঁহার  
দর্শনের জন্য উৎসুক হইয়া আপনায় নিকটে  
আসিয়াছি । হে যোগবিজ্ঞেষ্ঠ! কিরূপে সেই  
ভগবান্ মহেশ্বরের দর্শন হইবে এবং আমি  
কোথায় সেই উমাপতির নীচ দর্শন লাভ  
করিব? ভগবান্ উপমহ্য এইরূপ ক'থিত  
হইয়া বলিলেন,—ভক্তি এবং উগ্র তপস্তা  
হইয়াই মহেশ্বরকে দেখিতে পাওয়া যায়, অত-  
এখানে সংযত হইয়া তপস্তা কর । এই-  
খানেই ব্রহ্মবাদী মুনীন্দ্রগণ এবং যোগী ও  
মহাত্মা তাপসেরা দেবদেব মহাদেবের ধ্যান  
আরাধনা করিতেছেন । ভগবান্ বৃষভধ্বজ  
বিবিধ ভূত ও যোগিগণে পরিবৃত্ত হইয়া এই-  
খানেই পত্নীর সহিত ক্রীড়া করিতেছেন ।  
লক্ষবান্ বশিষ্ঠাশি পূর্বে এই আশ্রমেই  
নিবসিত স্মদাকরণ তপস্তা করিয়া মহেশ্বরের  
নিকটে যোগ লাভ করিয়াছিলেন । কুরু-  
পায়ন ভগবান্ ব্যাস এইখানেই স্বয়ং  
মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়া পরমাত্মজান

ইহাশ্রমপট্টে রম্যে তপস্তপ্তা কপদিনঃ ।  
অবিন্দন পুত্রকান্ কত্রাং স্বরম্যে ভক্তিসংযুতাঃ  
ইহৈব দেবতাঃ সর্বাঃ কালাতীত্যা মহেশ্বরম্ ।  
দৃষ্টবন্ত্যা হরং জীঘন্ নির্ভয়া নিবৃতিং যদাঃ ।  
ইহারাধ্য মহাদেবং সাবর্ণিক্তপতাং বরঃ ।  
লক্ষবান্ পরমং যোগং গ্রন্থকারব্রহ্মসম্ । ৪১  
প্রবর্তমায়াস শুভাং কৃতাং বৈ সংহিতাং দ্বিজাঃ  
পৌরাণিকৌ সুপুণ্যার্থাং সচ্ছিব্যোবু দ্বিজোত্তমাঃ  
ইহৈব সংহিতাং দৃষ্টা কাপেদঃ শাংশপায়নঃ ।  
মহাদেবং চকারেমাং পৌরাণীং তন্নিয়োগন্তঃ ৪৩  
বাদশৈব সহস্রাণি শ্লোকানান্ পুরুষোত্তম ।  
ইহ প্রবর্তিতা পুণ্যা অষ্টসাহস্রিকোত্তরা । ৪৪  
বায়বীয়োত্তরং নাম পুরাণং বেদসম্মিতম্ ।  
ইহৈব খ্যাপিতং শিষ্টৈঃ শাংশপায়নভাবিতম্ ।  
যাজ্ঞবল্ক্যে মহাযোগী দৃষ্টা তপসা হরম্ ।

লাভ করিয়াছিলেন । ভক্তি-সংযুক্ত পতি-  
তেরা এই রমণীয় আশ্রমেই অবস্থানপূর্বক  
মহাদেবের তপস্তা করিয়া কপদীর প্রসাদে  
পুত্র সকল লাভ করিয়াছিলেন । হে জীঘন্!  
দেবতাসকল কালতয়ে ভীত হইয়া এইখানেই  
মহাদেবের দর্শন লাভ করিয়াছিলেন এবং  
নির্ভরচিত্ত হইয়া শান্তি লাভ করিয়াছিলেন ।  
৩১—৪০ । হে দ্বিজোত্তমগণ! তপস্বীশ্রেষ্ঠ  
সাবর্ণি এইখানেই মহাদেবের আরাধনা করিয়া  
পরমযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও সর্বোত্তম  
গ্রন্থকর্তা হইয়াছিলেন এবং সুপুণ্যের নিমিত্ত  
পবিত্র পৌরাণিক সংহিতা-শাস্ত্র রচনা  
করিয়া সচ্ছিব্য মতো প্রচারিত করিয়াছিলেন ।  
কাপেয় শাংশপায়ন এইখানেই মহাদেবের  
আরাধনাপূর্বক তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহার  
আদেশে পবিত্র পৌরাণী সংহিতা প্রচার  
করিয়াছিলেন । হে পুরুষোত্তম! তাহার পূর্ব-  
ভাগে বাদশ সহস্রশ্লোক ও উত্তরভাগে  
অষ্টসহস্র শ্লোক আছে এবং তদীয় শিষ্যগণ  
সেই শাংশপায়ন-ভাবিত বেদসম্মিত বায়বী-  
য়োত্তর নামক পুরাণ প্রচার করিয়াছিলেন ।  
এইখানেই মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য তপস্তা দ্বারা

চকার তন্নিয়োগেন যোগশাস্ত্রমহত্তমম্ । ৪৬  
 ইহৈব তৃত্বা পূৰ্ণং তৃত্বাপূৰ্ণং মহাতপঃ ।  
 তজ্জ্ঞো মহেশ্বরঃ পূজ্যো লকো যোগবিদ্যাংবরঃ ॥  
 তদ্বাদিতৈব দেবেশ তপস্তপ্তা স্মৃশ্চরম্ ।  
 তদ্বৈমর্হসি বিশেষমুগ্রং ভীমং কপর্দিনম্ ॥ ৪৮  
 এবমুক্তা দদৌ জ্ঞানমুপমম্বার্যহানিঃ ।  
 ব্রহ্মং পাতপতং যোগং কৃষ্ণাক্রিষ্টকর্ষণে ॥ ৪৯  
 স তেন মুনিবর্ষণে ব্যাক্ততো মধুসূদনঃ ।  
 তদ্বৈব তপসা দেবং ক্রতুমার্য ধরং প্রভুঃ ॥ ৫০  
 তদ্বৈবমূলিতসর্গাকো মুক্তো বকলসংযুতঃ ।  
 জপাপ ক্রতুমনিশং শিবৈকাহিতমানসঃ ॥ ৫১  
 ততো বহুতিথে কালে সোমং সোমার্দ্ধভূষণঃ ।  
 অদৃষ্টত মহাদেবো ব্যোমি দেব্যা মহেশ্বরঃ ॥ ৫২  
 কিরীটিনং গদিনং চিত্রমালাং  
 পিনাকিনং শূলিনং দেবদেবম্ ।

মহাদেবের দর্শন লাভ করত তদীয় আদেশে  
 সর্কোৎকৃষ্ট যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া-  
 ছিলেন। পূর্বে তৃত্বমুনি এইখানেই অপূর্ণ  
 প্রচণ্ড তপস্তা করিয়া, মহাদেবের প্রসাদে  
 যোগবিদ্যগণের শ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্য্যকে পুজুরূপে  
 লাভ করিয়াছিলেন। অতএব হে দেবেশ !  
 এইখানেই স্মৃশ্চর তপস্তা করিয়া বিশ্বনাথ  
 উগ্র ভীম কপর্দীর দর্শন করিতে পারিবেন।  
 মহামুনি উপমহ্মা এই কথা বলিয়া অক্লিষ্টকর্ষা  
 ঐক্যকে পাতপত ব্রত এবং যোগ দান  
 করিলেন। প্রভু মধুসূদন মুনীশ্রেষ্ঠকর্তৃক  
 এইরূপ কথিত হইয়া সেখানেই মহাদেবের  
 তপস্তা করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তদ্ব-  
 লিঙ্গকলেবর, মুণ্ডী ও বকলধারী হইয়া  
 দিবানিশি শিবর্পিত-চিত্তে কেবল ক্রতুকে  
 জপ করিতে লাগিলেন। ৪১—৫১। তদন-  
 তর দীর্ঘকাল গত হইলে, একদা সোমার্দ্ধ-  
 ভূষণ ভগবতীর সহিত ভগবান্ মহেশ্বর  
 আকাশপথে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। তখন  
 নারায়ণ পার্শ্বভীর সমভিযাঘারে এবং বিধ-  
 কপধারী দেবদেব মহাদেবকে দর্শন করি-  
 লেন,—ভাঁহার মস্তকে করীট, কণ্ঠে বিচিত্র

শার্দূলচর্ম্মাঘরসংযুতাকং  
 দেব্যা মহাদেবমসৌ দদর্শ ॥ ৫৩  
 প্রভুং পুরাণং পুরুষং পুরস্তাৎ  
 সনাতনং যোগিনবীণিতারম্ ।  
 অণোরগীমাংসমনস্তশক্তিং  
 প্রাণেশ্বরং শঙ্কুমসৌ দদর্শ ॥ ৫৪  
 পরম্বাসক্তকরং ত্রিনেত্রং  
 নৃংসিহচর্ম্মারূততমগাজম্ ।  
 সমুদগিরন্তং প্রণবং বৃহত্তং  
 সহস্রসূর্য্যপ্রতিমং দদর্শ ॥ ৫৫  
 ন যন্ত দেবা ন পিতামহোহপি  
 নেত্রো-ন চারির্করূপো ন মৃত্যুঃ ।  
 প্রভাবমদ্যাপি বদন্তি ক্রতুং  
 তমাদিদেবং পুরতো দদর্শ ॥ ৫৬  
 তদাষপশুদিগরিশস্ত বামে  
 শাস্ত্রানমব্যাক্তমনস্তরূপম্ ।  
 ভবন্তমীশং বহুভির্কচোত্তিঃ  
 শাস্ত্রাসিচক্রাষিতহস্তমাদ্যম্ ॥ ৫৭

মালা, হস্তে গদা ত্রিশূল ও পিনাক শোভা  
 পাইতেছে এবং ভাঁহার অঙ্গ ব্যাস্তচর্ম্মা  
 আবৃত রহিয়াছে। সেই পুরাণপুরুষ,  
 যোগিগণের ঈশ্বর, স্মৃশ্চর হইতেও স্মৃশ্চর,  
 প্রাণেশ্বর, সনাতন, প্রভু মহেশ্বরকে ঐক্য  
 সমুদেই দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন  
 যে, জিলোচনের হস্তে পরম্বাষ বিরাজ করি-  
 তেছে এবং ভাঁহার তদ্বলিঙ্গ গাজ নৃংসিহ-  
 চর্ম্মাধারা আবৃত রহিয়াছে, স্বয়ং মহান প্রণব  
 উচ্চারণ করিতেছেন ও ভাঁহার দক্ষ হইতে  
 সহস্রসূর্য্যের জ্যোতিঃ নির্গত হইতেছে। কি  
 দেবগণ, কি পিতামহ, কি ইন্দ্র, কি অতি,  
 কি বরুণ, কি যম, আজ পর্যন্ত বাহার মাহাত্ম্য  
 বলিতে পারেন নাই, সেই দেবদেব ক্রতুকে  
 তিনি আপনার সমক্ষে দেখিতে পাইলেন।  
 তখনই আবার মহাদেবের বামপার্শ্বে আপনার  
 বৈকুণ্ঠী মূর্ত্তি দর্শন করিলেন; সেই অব্যাক্ত  
 অনন্তরূপ আদি পুরুষ বিষ্ণুর মূর্ত্তি নানাবিধ  
 বাক্যবাদ্য মহাদেবের স্তব করিতেছেন এবং

কৃতাজলিঃ দক্ষিণতঃ সুরেশঃ  
 হংসাধিকৃতঃ পুরুষঃ নন্দর্শ ।  
 ভবানমীশস্ত পরঃ প্রভাবঃ  
 পিতামহঃ লোকগুরুঃ দিব্যিষ্ঠম্ । ৫৮  
 গণেশ্বরানর্কসহস্রকল্পান্  
 নন্দীশ্বরাদীনমিতপ্রভাবান্ ।  
 ত্রিলোকভক্ত্যুঃ পুরুতোহবগম্য  
 কুমারমগ্নিপ্রতিমং বিশাখম্ । ৫৯  
 মরীচিমজ্জিঃ পুলহঃ পুলস্ত্যঃ  
 প্রাচেতসঃ দক্ষমধ্যপি কথম্ ।  
 পরাশরঃ তৎপুত্রস্তো বশিষ্ঠঃ  
 স্বায়ম্ভুবঞ্চাপি মনুঃ নন্দর্শ । ৬০  
 তুষ্ঠাব মত্রেয়মরপ্রধানঃ  
 বজ্রাজলির্বিষ্ণুকদারবৃদ্ধিঃ ।  
 প্রণম্য দেব্যা গিরিশং স্বপত্ন্য  
 স্বায়ম্ভুখান্মনসৌ বিচিস্ত্য । ৬১ ।  
 ত্রীকৃক উবাচ ।

নমোহস্ত তে শাস্ত সর্বযোনে  
 ব্রহ্মাধিপঃ স্বাম্যয়ো বদান্ত ।

উাহার হস্তে শঙ্খ, অসি ও সুদর্শনচক্র শোভা  
 পাইতেছে। মহেশ্বরের দক্ষিণপাশে অস্ত  
 এক পুরুষকে দেখিতে পাইলেন, তিনি স্বয়ং  
 লোকগুরু, দিব্যিষ্ঠ, সুরেশ্বর, পিতামহ;  
 তিনিও হংসে আরোহণ করিয়া কৃতাজলিপুটে  
 মহাদেবের পরম প্রভাব স্তব করিতেছেন।  
 দেখিলেন যে, ত্রিলোকগুরু মহাদেবের সম্মুখে  
 সহস্রসুখ্যসমপ্রভ অমিতপ্রভাব নন্দীশ্বরাদি  
 গুণদেবতাগণ এবং অগ্নিসদৃশ বিশাখ কুমার  
 কার্তিকেয় অবস্থান করিতেছেন। আরও  
 দেখিলেন যে, মহাদেবের সমক্ষে মরীচি, অজি,  
 পুলহ, পুলস্ত্য, প্রাচেতস দক্ষ, কথ, পরাশর,  
 বশিষ্ঠ ও স্বায়ম্ভুবমনু, সকলেই বিদ্যমান  
 রহিয়াছেন। তখন উদারবৃদ্ধি বাসুদেব  
 কৃতাজলি হইয়া সেই অমর-প্রধানের স্তব  
 করিলেন এবং গিরিশ ও গোবীকে প্রণাম  
 করিয়া আপনার শক্ত্যুসারে নিজ মনে  
 পুরস্কার-চিন্তা করিয়া স্তব করিতে আরম্ভ

তপন্ত সর্বত্র রজস্কমন্ত  
 স্বামেব সর্বং প্রবদন্ত সন্তঃ । ৬২  
 ত্বং ব্রহ্মা হরিরথ বিশ্বোনিরগ্নিঃ  
 সংহর্তা দিনকরমণ্ডলাধিবাসঃ ।  
 প্রাণস্বং হতবহবাসবাদিতেদ-  
 স্বামেকং শরণমুপৈমি দেবমীশম্ । ৬৩  
 সাংখ্যাত্ম্যং ত্রিগুণমথাহরেকরূপং  
 যোগাত্ম্যং সত্তত্তত্ত্বপাসতে হৃদিহম্ ।  
 বেদাধ্যামতিদধতীহ রুদ্রমীভ্যঃ  
 স্বামেকং শরণমুপৈমি দেবমীশম্ । ৬৪  
 ত্বংপাদে কুসুমমধ্যপি পত্রমেকং  
 দদাসৌ ভবতি বিমুক্তবিশ্ববন্ধঃ ।  
 সর্কাসং প্রগুদতি সিদ্ধ যোগিজুষ্টং  
 সূত্বা তে পদযুগলং ভবৎপ্রসাদাৎ । ৬৫  
 যস্তাশেষবিভাগহীনমমলং হৃদ্যন্তরাগমিতং,  
 তত্বং জ্যোতিরনন্তমেকমচলং সহঃ পরং সর্বগম্

করিলেন । ৫১—৬১ । ত্রীকৃক বলিলেন,—  
 হে শাস্ত সর্বযোনে! আপনাকে প্রণাম  
 করি, ঋষিগণ বলেন, আপনিই ব্রহ্মাধিপতি  
 এবং সাধুগণ আপনাকেই সন্ত, রজঃ, তমঃ  
 ও তপঃ বলিয়া বর্ণনা করেন। আপনিই  
 ব্রহ্মা, আপনিই বিশ্বোনি হরি, আপনিই অগ্নি,  
 আপনিই সংহারকর্তা এবং আপনিই সূর্য্য-  
 মণ্ডলের মধ্যে অবস্থান করেন। হে প্রভো!  
 আপনিই প্রাণ, আপনিই অগ্নি ও ইন্দ্রাদি-  
 ভেদে লোকপাল এবং আপনিই ঈশ, আমি  
 একমাত্র আপনারই শরণগ্রহণ করিতেছি।  
 সাংখ্যেরা আপনাকে একরূপ এবং ত্রিগুণ  
 বলিয়া থাকেন। যোগিগণ সত্তত আপনাকে  
 হৃদয়ে রাখিয়া ধ্যান করেন এবং বেদসকল  
 আপনাকে পূজনীয় রুদ্র বলিয়া উল্লেখ করেন,  
 আমি একমাত্র আপনারই শরণাগত হইলাম।  
 যে আপনার চরণে একটী পুষ্প অথবা পত্র  
 দেয়, সেই ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়;  
 সিদ্ধ ও যোগিগণের সেবিত আপনার  
 চরণযুগল স্মরণ করিলে আপনার প্রসাদেই  
 সমস্ত পাপ বিমুক্ত হয়। বাহার একমাত্র

তানং প্রাহরনাদিমধ্যানিধনং স্বাদিকং জায়তে নমো তৈরননাধায় দেবাহুগতলিঙ্গিনে ।  
 নিত্যং স্বাহুপৈমিসত্যবিত্তকং বিবেকরং তং শিবম্ । কুমারভববে তুভ্যং দেবদেবায় তে নমঃ ॥ ৭৪ ॥  
 ও নমো নীলকণ্ঠায় ত্রিনেত্রায় চ রংহসে । নমো যজ্ঞাধিপত্যয়ে নমস্তে ব্রহ্মচারিণে ।  
 মহাদেবায় তে নিত্যমীশানায় নমো নমঃ ॥ ৬৭ ॥ যুগাধ্যায় মহতে ব্রহ্মাধিপত্যয়ে নমঃ ॥ ৭৫ ॥  
 নমঃ পিনাকিনে তুভ্যং নমো যুগায় দণ্ডিনে । নমো হংসায় বিশ্বায় মোহনায় নমো নমঃ ।  
 নমস্তে বহুহস্তায় দ্বিধনায় কপর্দিনে ॥ ৬৮ ॥ যোগিনে যোগগম্যায় যোগমায় তে নমঃ ॥ ৭৬ ॥  
 নমো তৈরবনাধায় কালরূপায় দণ্ডীনে । নমস্তে প্রাণপালায় ষষ্ঠানাদপ্রিয়ায় চ ।  
 নাগযজ্ঞোপবীতায় নমস্তে বহ্নিরেতসে ॥ ৬৯ ॥ কপালিনে নমস্ত্যং জ্যোতিষায় পত্যয়ে নমঃ ॥  
 নমোহন্ত তে গিরীশায় স্বাহাকারায় তে নমঃ । নমো নমো নমস্ত্যং ত্বয় এব নমো নমঃ ।  
 নমো যুক্তাট্টহাসায় ভীমায় চ নমো নমঃ ॥ ৭০ ॥ মহাঃ সর্গাঙ্গনা কামান্ প্রপচ্ছ পরমেশ্বর ॥ ৭৮ ॥  
 নমস্তে কামনাশায় নমঃ কালপ্রথাধিনে । হৃত উবাচ ।  
 নমো তৈরববেশায় হরায় চ নিষঙ্গিণে ॥ ৭১ ॥ এবং হি তুভ্যং দেবেশমাভিষ্টায় স মাধবঃ ।  
 নমোহন্ত তে দ্রাব্যকার্য নমস্তে কুন্তিবাসসে । পপাত পাদয়োর্বিপ্ৰা দেবদেব্যোঃ স দণ্ডবৎ ৭৯  
 নমোহস্বিকাধিপত্যয়ে পশূনাং পত্যয়ে নমঃ ॥ ৭২ ॥ উখাপ্য ভগবান্ সোমঃ কৃকং কেশিনিহননম্ ।  
 নমস্তে ব্যোমরূপায় ব্যোমাধিপত্যয়ে নমঃ । বভাসে মধুং বাক্যং মেঘগজীৱনিধনঃ ॥ ৮০ ॥  
 নরনারীশীরাঃ সাংখ্যযোগপ্রবর্তিনে ॥ ৭৩ ॥ কিমর্থং পুণ্ডরীকাক তপ্যতে ভবতা তপঃ ।  
 ত্বমেব দাতা সর্কেষাং কামানাং কামিনামিহ ॥

জ্যোতিঃ ; যিনি অশেষ বিভাগরহিত; নির্মল,  
 স্বপ্নের অন্তরাবস্থিত, তত্ত্বপ্রকাশক, অচল,  
 সত্য, সর্বোত্তম ও সর্বগামী ; যিনি অনাদি-  
 মধ্য-নিধন স্বানরূপ এবং সমস্ত জগৎ যাহা  
 হইতে উৎপন্ন হইয়াছে ; আমি সেই সত্য-  
 বিত্তব বিবেকের শিবকে প্রতিনিয়ত আশ্রয়  
 করি । হে দেব । আপনি নীলকণ্ঠ, ত্রিনেত্র,  
 রংহঃ, ঈশান ও মহাদেব ; আপনাকে বার  
 বার প্রণাম করিতেছি । আপনি পিনাকী,  
 যুগী, দণ্ডী, বহুহস্ত, দ্বিধন ও কপর্দী ;  
 আপনাকে নমস্কার । আপনি তৈরবনাধ,  
 কালরূপ, দণ্ডী, নাগযজ্ঞোপবীতধারী ও বহ্নি-  
 রেতা ; আপনাকে নমস্কার । আপনি গিরিশ,  
 স্বাহাকার, যুক্তাট্টহাস এবং ভীম, আপনাকে  
 প্রণাম করি । আপনি কামনাশক, কাল-  
 প্রমাণী, তৈরববেশ ও নিষঙ্গী হর ; আপ-  
 নাকে নমস্কার । আপনি ত্রিলোচন, কুন্তিবাসা,  
 অস্বিকাধিপতি ও পশুপতি ; আপনাকে  
 নমস্কার । আপনি ব্যোমরূপ, ব্যোমাধিপতি,  
 নরনারীদেহ এবং সাংখ্যযোগের প্রবর্তিতা ;  
 আপনাকে আমি প্রণাম করি ॥ ৬২—৭৩ ॥

আপনি তৈরবনাধ, দেবাহুগতলিঙ্গী, কুমারভব  
 ও দেবদেব ; আপনাকে নমস্কার । আপনি  
 যজ্ঞাধিপতি, ব্রহ্মচারী, মহান্ যুগাধ্য ও  
 ব্রহ্মাধিপতি ; আপনাকে প্রণাম । আপনি হংস,  
 বিশ্বমোহন, যোগী, যোগগম্য ও যোগময় ;  
 আপনাকে প্রণাম । আপনি প্রাণপাল, ষষ্ঠা-  
 নাদপ্রিয়, কপালী ও জ্যোতিষপতি ; আপ-  
 নাকে প্রণাম । হে পরমেশ্বর । আমি  
 আপনাকে প্রণাম করিতেছি ; আমি বার  
 বার আপনাকে প্রণাম করিতেছি ; আপনি  
 সর্বপ্রাণের আমার অতীষ্ট সিদ্ধ করুন । হৃত  
 কহিতে লাগিলেন,—হে বিপ্রগণ ! ভগবান্,  
 মাধব এইরূপ ভক্তিসহকারে দেবদেবের  
 স্তব করিয়া দেবদেবীর চরণে দণ্ডবৎ  
 পতিত হইলেন । তখন ভগবান্ শিব,  
 কেশিহস্তা নারায়ণকে তুলিয়া মেঘ-  
 গজীৱন্যে এবং মধুযাক্যে বলিতে লাগি-  
 লেন,—হে পুণ্ডরীকাক ! আপনি কি ভক্ত  
 তপস্তা করিতেছেন ? ইহলোকে আপনিই

হং হি সা পরমা মূর্তিৰ্ভম নারায়ণাহুয়া ।

ম বিনা হ্যং জগৎ সৰ্বং বিদ্যতে পুরুষোত্তম ।

বেথ নারায়ণানন্তমাত্মানং পরমেশ্বরম্ ।

মহাদেবং মহাযোগং যেন যোগেন কেশব ॥৮৩

অহা তদ্বচনং কৃষ্ণঃ প্রহসন্ বৈ বৃষধ্বজম্ ।

উবাচাখীক্য বিবেশং দেবীঞ্চ হিমশৈলজাম্ ॥

জাতং হি ভবতা সৰ্বং যেন যোগেন শঙ্কর ।

ইচ্ছাম্যাস্মসং পুত্রং বৃহত্তং দেহি শঙ্কর ॥৮৫

তথাহিত্যাহ বিখ্যাতা প্রহুটমনসা হরঃ ।

দেবীমালোক্য গিরিজাং কেশবং পরিব্রজ্যে ॥

ততঃ সা জগতাং মাতা শঙ্করার্দ্ধশরীরিনী ।

ব্যাজহার হৃষীকেশং দেবী হিমগিরীস্তজা ॥৮৭

অহং জানে ভবানন্ত নিশ্চলাং সৰ্বদাচ্যুত ।

অনন্তামীশ্বরে ভক্তিমান্তপি চ কেশব ॥৮৮

হং হি নারায়ণঃ সাক্ষাৎ সৰ্ব্বাত্মা পুরুষোত্তমঃ ।

প্রার্থিতে দৈবতৈঃ পূৰ্ণং সজ্ঞাতো দেবকৌশুভঃ

পশু স্বমাত্মনামানমানং মম সম্প্রতি ।

নাবয়োৰ্কিন্দ্যতে ভেদ একং পশুন্তি সূরয়ঃ ॥৯০

ইমানিহ বরানিষ্টান্ মন্তো গৃহীষ্য কেশব ।

সৰ্বজ্ঞত্বং তথৈবৈধ্যং জ্ঞানং তৎ পারমেশ্বরম্ ।

ঈশ্বরে নিশ্চলাং ভক্তিমান্তপি পরং বলম্ ॥৯১

এবমুক্তস্তথা কৃষ্ণো মহাদেব্য্য জনাৰ্দ্দনঃ ।

আশিষঃ দ্বিসাগৃহাদেবোহপ্যাহ মহেশ্বরঃ ॥

প্রগৃহ্য কৃষ্ণং ভগবানধেশঃ

করেণ দেব্য্য সহ দেবদেবঃ ।

সম্পূজ্যমানো মূনিভঃ সুরৈশ্চ-

র্জ্জগাম কৈলাসগিরিং গিরীশঃ ॥৯৩

ইতি শ্রীকোর্মে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বভাগে সোম-

বংশে যদ্বংশাশ্বকীৰ্ত্তনে শ্রীকৃষ্ণতপশ্চরণঃ

নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

সকলকামিগণের প্রার্থনা সিদ্ধি করেন । হে পুরুষোত্তম ! আপনিই আমার নারায়ণনারী পরমা মূর্তি, আপনা ব্যতীরেকে সমস্ত বিশ্ব প্রনষ্ট হইয়া যায়; হে নারায়ণ কেশব ! আপনি স্বীয় যোগে আপনাকেই অনন্ত পরমেশ্বর মহাযোগ মহাদেব বলিয়া জানিতেছেন । ৭৪-৮৩ । কৃষ্ণ তাঁহার বাক্য শুনিয়া দেবী হিমশৈলজা এবং বিবেশ্বরকে দর্শন করিয়া সহাস্তমুখে বৃষধ্বজকে বলিতে লাগিলেন,—হে শঙ্কর ! আপনি আত্মযোগবলে সমস্ত জানিতে পারিয়াছেন; হে শঙ্কর ! আমি আপনার তুল্য ও আপনার ভক্ত একটী পুত্র কামনা করিতেছি । তখন বিখ্যাতা হর “তথাহি” এই কথা কহিলেন এবং প্রহুটমনে গিরিজাদেবীকে দেখিয়া কেশবকে আলম্বন করিলেন । তদনন্তর জগদ্বাতা শঙ্করার্দ্ধশরীরিনী দেবী হিমালয়-ভনয়া হৃষীকেশকে বলিতে লাগিলেন,—হে অনন্ত অচ্যুত কেশব ! পরমাত্মার প্রতি এবং মহেশ্বরের প্রতি আপনার যে আত্মা এবং অনন্তপরায়ণা ভক্তি রহিয়াছে তাহা আমি জানি; আপনিই সাক্ষাৎ সৰ্ব্বাত্মা

পুরুষোত্তম নারায়ণ, পূর্বে দেবগণের প্রার্থনায় কেবল দেবকীর পুত্র হইয়াছেন মাত্র । এক্ষণে আপনি আপনার আত্মা ও আমার আত্মাকে দেখুন, আমাদের উভয়ের কোন ভেদ নাই; পণ্ডিতেরা আমাদের উভয়কে একই দেখিয়া থাকেন । হে কেশব ! আপনি এক্ষণে আমার নিকট হইতে সৰ্ব্বজ্ঞত্ব, ঈশ্বর্য, পারমেশ্বর জ্ঞান, ঈশ্বরে নিশ্চলা ভক্তি এবং আপনার সর্বোত্তম বল, এই কয়েকটী ইষ্ট বর গ্রহণ করুন ৮৪-৯০ । জনাৰ্দ্দন কৃষ্ণ মহাদেবীকর্তৃক এইরূপ কথিত হইয়া আপনার মস্তকে আশীর্বাদসকল গ্রহণ করিলেন এবং মহেশ্বরও আশীর্বাদ্য বলিতে লাগিলেন । অনন্তর ভগবান্ ঈশ্বর দেবদেব গিরিশ, দেবগণ ও মূনিগণকর্তৃক পূজ্যমান হইয়া এবং হস্তধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণকে গ্রহণ করত (সঙ্গে লইয়া) দেবীর সহিত কৈলাসপর্বতে গমন করিলেন । ৯১-৯৩ ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ষড়বিংশোহধ্যায়ঃ ।

নৃত উবাচ ।

প্রবিশ্ত মেকশিখরং কৈলাসং কনকপ্রভম্ ।  
 বরান ভগবান্ সোমঃ কেশবেন মহেশ্বরঃ ॥ ১  
 অপর্যন্তে মহাত্মানং কৈলাসগিরিবাসিনঃ ।  
 পূজয়াৎক্রিযে কৃষ্ণং দেবং নারায়ণং প্রভুম্ ॥ ২  
 চতুর্বাহুদারাকং কালমেঘসমপ্রভম্ ।  
 কিরীটিনং শাঙ্গপানিং জীবৎসাক্তিবন্ধনম্ ॥ ৩  
 দীর্ঘবাহুং বিশালাকং পীতবাসসমচ্যুতম্ ।  
 বদনমুরসা মালাং বৈজয়ন্তীমন্তুতমাম্ ॥ ৪  
 ভ্রাজমানং শ্রিয়া দেব্যা যুবানমতিকোমলম্ ।  
 পদ্মাভিহ্রং পদ্মনয়নং সন্মিতং সদগতিপ্রদম্ ॥ ৫  
 কদাচিত্ত তত্র লীলার্থং দেবকীনন্দবর্ধনঃ ।  
 ভ্রাজমানঃ শ্রিয়া কৃষ্ণচচার গিরিকন্দরে ॥ ৬  
 গজর্ষাপ্রসঙ্গং মুখ্যো নাগকন্তাশ্চ কৃৎসনশঃ ।  
 সিদ্ধা যক্ষাশ্চ গজর্ষা দেবাস্তাঞ্চ জগন্ময়ম্ ॥ ৭  
 দৃষ্ট্বাশ্চর্য্যং পরং গতা হর্ষাত্ত্বংলুপ্তলোচনাঃ ।

ষড়বিংশ অধ্যায় ।

নৃত কহিলেন ;—ভগবান্ মহেশ্বর কনক-  
 প্রভ মেকশিখর কৈলাসে প্রবেশ করিয়া দেবী  
 ভগবতী ও কেশবের সহিত ক্রীড়া করিতে  
 লাগিলেন । কৈলাসপর্বতবাসিগণ চতুর্বাহু  
 উদারাক, কালমেঘসমপ্রভ কিরীটী শাঙ্গ-  
 পানি জীবৎসাক্তিবন্ধনঃ দীর্ঘবাহু বিশাল-  
 নেত্র পীতবাসাঃ অচ্যুত, বন্ধনহলে অমুতম  
 বৈজয়ন্তী-মালাধারী, রমণীয় শোভায় সুশো-  
 ভিত, অতিকোমল, যুবা, পদ্মাভিহ্র, পদ্মনয়ন,  
 সন্মিত, সদগতিপ্রদ, প্রভু নারায়ণ মহাত্মা  
 কৃষ্ণকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পূজা করিয়া-  
 ছিলেন । সৌন্দর্য্যে সুশোভিত দেবকীনন্দ-  
 বর্ধন ভগবান্ কৃষ্ণ একদিন তথায় লীলা  
 করিবার নিমিত্ত গিরিকন্দরে ভ্রমণ করিতে-  
 ছিলেন, এমন সময়ে সিদ্ধ, যক্ষ, গজর্ষ  
 দেবগণ এবং নাগকন্তা ও প্রধান প্রধান  
 অপরী ও গজর্ষগণের বহু—সকলেই জগ-  
 ন্নয়কে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ললোচন হইল এবং

মুগ্ধঃ পুষ্পবর্ণাণি তন্ত মূর্ধ্নি মহাত্মনঃ ॥ ৮  
 গজর্ষকন্তকা দিব্যান্তরঙ্গমপরসো বরাঃ ।  
 দৃষ্ট্বা চকমিরে কৃষ্ণং শ্রুতবস্ত্রবিকৃষণাঃ ॥ ৯  
 কাশ্চিদগায়ান্ত বিবিধং গানং গীতবিশারদাঃ ।  
 সম্প্রেক্ষ্য দেবকৌমুদ্যং সুন্দরং কামমোহিতাঃ ।  
 কাশ্চিদভূষণবর্ঘ্যাণি স্বানাদাদায় সাদরম্ ।  
 ভূষণাৎক্রিযে কৃষ্ণং কামিন্তো লোকভূষণম্ ॥ ১০  
 কাশ্চিদভূষণবর্ঘ্যানি সমাদায় ভদ্রকৃতঃ ।  
 স্বাত্মানং ভূষণামানুঃ স্বাত্মকৈরপি মাধবম্ ॥ ১১  
 কাচিদাগত্য কৃষ্ণশ্চ সমীপং কামমোহিতা ।  
 চুচুষ বদনান্তোজং হরৈর্মুগ্ধমুগেকণা ॥ ১২  
 প্রগৃহ্য কাচিপোষাবন্দং করেণ ভবনং বন্ধম্ ।  
 প্রাপয়ামাস লোকাধিপং মাধবা তন্ত মোহিতা ॥

নিরতিশয় আশ্চর্য্যাবিত হইয়া ভগবানের  
 মস্তকে পুষ্পগুটি করিতে লাগিল । স্বর্গীয়  
 গজর্ষকন্তারা এবং উত্তম উত্তম অপরীরা  
 সকলেই জীকৃষ্ণকে দেখিয়া বিগলিত-বস্ত্র ও  
 বিগলিত-ভূষণ হইয়া গেল এবং সকলেই  
 মনে মনে তাঁহাকে কামনা করিতে লাগিল ।  
 কোন কোন গীতচতুরা কামিনী সুন্দর দেবকী-  
 নন্দনকে দেখিয়া কামমোহিত হইয়া বিবিধ-  
 প্রকার গান করিতে লাগিল । ১—১০ ।  
 বিলাসবহলা কোন রমণী তাঁহার সম্মুখে নৃত্য  
 করিতে লাগিল এবং কেহ কেহ তাঁহার  
 সন্মিত বদন দর্শন করিয়া তাঁহার বদনভূষা  
 পান করিল । কোন কোন কামিনী নিজের  
 অঙ্গ হইতে ভাল ভাল ভূষণ উন্মোচন করিয়া  
 লোকভূষণ কৃষ্ণকে সাদরে ভূষিত করিতে  
 লাগিল । অপর কোন কোন রমণী তাঁহার  
 অঙ্গ হইতে ভাল ভাল অলঙ্কার উন্মোচন  
 করিয়া আপনাদের অঙ্গসকল অলঙ্কৃত করিতে  
 লাগিল এবং আপনাদের ভূষণধারণা মাধবকে  
 অলঙ্কৃত করিতে লাগিল । মুগ্ধমুগেন্দ্র  
 অপর কোন কামিনী কামমোহিত হইয়া  
 কৃষ্ণের নিকটে আসিয়া হরির মুখপায়ে চুষন  
 করিতে লাগিল । কোন কামিনী তাঁহার  
 মাধব মুগ্ধ হইয়া লোকাধিপ মোহিনীর হস্ত

ভাসাং স ভগবান্ কৃষ্ণঃ কামান্ কমললোচনঃ।  
বহুনি কৃষ্ণা রূপানি পূৰ্ণায়ামানীলয়া ॥ ১৬  
এবং বৈ সূচিরং কালং দেবদেবপুত্রে হরিঃ।  
রেমে নারায়ণঃ শ্রীমান্ মায়ায়া মোহয়ন্ জগৎ।  
গতে বহুভিধে কালে দ্বারবত্যা নিবাসিনঃ।  
বহুবুবিবলা ভীতা গোবিন্দবিরহে জনাঃ ॥ ১৮  
ততঃ সূপর্ণো বলবান্ পূৰ্ণমেব বিসর্জিতঃ।  
স কৃষ্ণঃ মার্গমাণস্ত হিমবন্তঃ যযৌ গিরিম্ ॥ ১৯  
অদৃষ্টা তত্র গোবিন্দং প্রণম্য শিরসা স্মনম্।  
আজগামোপমন্ত্য তং পুরীং দ্বারবতী পুনঃ ২০  
তদন্তরে মহাদৈত্য্য রাক্ষসশ্চাতিভীষণাঃ।  
আজগুর্ধারকাং শুভ্রাঃ ভীষণন্তঃ সহস্রশঃ ॥ ২১  
স তান্ সূপর্ণো বলবান্ কৃষ্ণতূলাপরাক্রমঃ।  
হৃষ্য যুদ্ধেন মহতা রক্ষাতি স পুরীং শুভাম্ ॥ ২২  
এতন্মিন্নেব কালে তু নারদো ভগবানুবিঃ।  
দৃষ্ট্বা কৈলাসশিখরে কৃষ্ণং দ্বারবতীং গতঃ ॥ ২

ধারণ করিয়া আপনার ভবনে লইয়া গেল।  
ভগবান্ কমললোচন কৃষ্ণ বহুবিধ রূপ  
ধারণ করিয়া সেই কামিনীগণের কামনা  
অবলীলাক্রমে পরিপূর্ণ করিতে লাগিলেন।  
শ্রীমান্ নারায়ণ হরি মহাদেবের পুরে দীর্ঘকাল  
অবস্থিতি করিয়া নিজের মায়াবলে সমস্ত  
জগৎকে মুগ্ধ করত এইরূপ আনন্দ উপভোগ  
করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বহুকাল গত  
হইলে দ্বারকানিবাসিগণ সকলেই গোবিন্দের  
বিরহে অতিমাত্র ভীত ও বিকলচিত্ত হইয়া  
উঠিল। বলবান্ গরুড় ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের  
অধেষণে প্রেরিত হইয়াছিলেন; তিনি  
ভীতাকে অধেষণ করিতে করিতে হিমালয়  
পর্বতে গমন করিলেন এবং তথায় শ্রীকৃষ্ণকে  
দেখিতে না পাইয়া মহামুনি উপমন্ত্যাকে  
প্রণাম করিয়া পুনরায় দ্বারকায় আগমন  
করিলেন। ১১—২০। এই অংশের সহস্র  
সহস্র অতিভীষণ রাক্ষস ও মহাদৈত্যগণ  
ভয় দেখাইবার জন্য শুভ্রা দ্বারকায় আগমন  
করিতে লাগিল। কৃষ্ণতূলাপরাক্রম বলবান্  
সূপর্ণ তাহাদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়া পবিত্র

তে দৃষ্ট্বা নারদমুখিং সর্বকৈ তত্র নিবাসিনঃ।  
প্রোচুর্নারায়ণো নাথঃ কুজান্তে ভগবান্ হরিঃ।  
স তান্নুবাচ ভগবান্ কৈলাসশিখরে হরিঃ।  
রমতোহস্য মহাযোগী তং দৃষ্ট্বাহমিহাগতঃ ॥ ২৫  
ততোপজ্ঞাত্য বচনং সূপর্ণঃ পততাং বরঃ।  
জগামাকাশগো বিপ্রাঃ কৈলাসং গিরিসুতম্।  
দর্শ্য দেবকীন্দ্রং ভবনে রত্নভিতে।  
বরাসনস্থং গোবিন্দং দেবদেবান্তিকে হরিম্ ॥ ২৭  
উপাস্তমানমমরৈর্দিব্যস্ত্রীভিঃ সমস্ততঃ।  
মহাদেবগণৈঃ সিন্ধৈর্ধোগিভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ২৮  
প্রণম্য দণ্ডবদুমৌ সূপর্ণঃ শঙ্করঃ শিবম্।  
নিবেদয়ামাস হরিং প্রবৃত্তং দ্বারকাপুরে ॥ ২৯  
ততঃ প্রণম্য শিরসা শঙ্করঃ নীললোহিতম্।  
আজগাম পুরীং কৃষ্ণঃ সৌম্যজাতো হরেন তু

দ্বারকাপুরী রক্ষা করিতে লাগিলেন। ভগবান্  
নারদ ঋষি এই সময়ে কৈলাসশিখরে  
শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া দ্বারকায় গমন  
করিলেন। দ্বারকাবাসী সকলেই নারদ  
ঋষিকে দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে, প্রভু  
ভগবান্ নারায়ণ হরি এক্ষণে কোথায়  
আছেন? ভগবান্ নারদ তাহাদিগকে বলি-  
লেন,—মহাযোগী হরি এখন কৈলাসশিখরে  
জ্যোতা করিতেছেন, আমি তাঁহাকে দর্শন  
করিয়া এখানে আগমন করিয়াছি। হে বিপ্র-  
গণ! পতঞ্জিরাজ সূপর্ণ তাঁহার বাক্য শুনিয়া  
আকাশপথে পর্বতশ্রেষ্ঠ কৈলাসে গমন  
করিলে এবং সেখানে দেখিতে পাইলেন  
যে, রত্নমণ্ডিত ভবনে দেবদেব মহাদেবের  
পার্শ্বে দিব্য আসনের উপরে ভগবান্  
দেবকীন্দ্রন গোবিন্দ বসিয়া রহিয়াছেন,  
আর চতুর্দিকে সিদ্ধ, যে গী, গণদেবতা,  
দেববৃন্দ ও দিব্যস্ত্রীগণ তাঁহার উপাসনা  
করিতেছেন। অনন্তর সূপর্ণ শঙ্কর শিবকে  
দণ্ডবৎ ভূমিহলে প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে  
দ্বারকার বিবরণ নিবেদন করিলেন। তদনন্তর  
কৃষ্ণ নীললোহিত শঙ্করকে প্রণাম করিয়া,  
তাঁহার আজ্ঞা লইয়া আপনার পুরীতে গমন



আকঙ্ক কল্পপুতঃ ক্রীর্ণৈরতিপুজিতঃ ।  
বচোভিরমৃতান্বাদৈর্দানিতো মধুসূদনঃ ॥ ৩১  
বীক্য ষাণ্ডমমিত্রয়ং গন্ধর্বাঙ্গরসানং বরাঃ ।  
অম্বগচ্ছন মহাযোগং শম্ভচক্ৰগদাধরম্ ॥ ৩২  
বিসর্জয়িত্বা বিশ্বাত্মা সর্বা এবাঙ্গনা হরিঃ ।  
যথৌ স তুর্ণং গোবিন্দো দিগ্‌য়াংচারাবতৌপূরীম্  
গতে দেবেহসুররিণৌ ন কামিত্যো মুনীশ্বরঃ ।  
নিশেব চন্দ্রকিত্তা বিনা তেন চকাশিরে ॥ ৩৪  
ক্ষমা পৌরজনাস্তুর্ণং কৃষ্ণাগমনমুত্তমম্ ।  
মণ্ডয়াঞ্চক্রে দিব্যাং পুরীং চারবতৌ শুভাম্  
পতাকাতিবিশালাভিধ্বজৈরন্তর্কহিকুটৈঃ ।  
মালাদ্বিভিঃ পুরীং রম্যাং ভূষয়াঞ্চক্রে জনাঃ  
অবাদমস্ত বিদিশান্ বাদিজান্ মধুরম্মনান্ ।  
শম্ভান্ সহস্রশো দধুবীণাবাদান্ বিতেনিরে ॥

প্রবিশ্বমায়ে গোবিন্দে পুরীং চারবতৌ শুভাম্  
অগামন মধুরং গানং ত্রিমো যৌবনশোভিতাঃ  
দৃষ্ট্বা ননুভূরীশানং হিতাঃ প্রসাদমূর্ছিত্বা ।  
মুগ্ধচুঃ পুষ্পবর্ণাণি বস্ত্রদেবসুতোপরি ॥ ৩৩  
প্রবিশ্ব ভবনং কৃষ্ণানীর্কাদভিবর্জিতঃ ।  
বরাগনে মহাযোগী ভাতি দেবীভিরবিতঃ ॥ ৪০  
সুরম্যে মণ্ডপে শুভ্রে শম্ভাদৈঃ পরিবারিতঃ ।  
আম্বজৈরতিতো মুঠৈঃ ত্রোসহস্রৈশ্চ সংযুতঃ ।  
তত্রাগনবরে রম্যে জাহবত্যা মহাচ্যুতঃ ।  
জাজতে চোময়া দেবো যথা দেব্যা সমবিতঃ ॥  
আজগমুর্দেবগন্ধর্বা জষ্টুঃ লোকাদিমব্যয়ম্ ।  
মহর্ষয় পূর্বজাতা মাকণ্ডেয়াদিশো দ্বিজাঃ ॥ ৪৩  
ততঃ স ভগবান কৃষ্ণো মার্কণ্ডেয়ঃ সমাগতম্ ।  
ননামোখায় শিরসা শ্বাসনঞ্চ দদৌ হরিঃ ॥ ৪৪

করিলেন। ১১—৩০। মধুসূদন গন্ধকের  
উপর আরোহণ করিলে পর কামিনীগণ,  
ভাঁহার পূজা করিতে লাগিল এবং অমৃত-  
রমান বাক্যদ্বারা ভাঁহার সম্মান করিতে  
লাগিল। অমিত্রয় মহাযোগী শম্ভ-চক্ৰ-গদা-  
ধারী ভগবান্ চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া  
উত্তম উত্তম অপরা-কন্ডারা ও গন্ধর্ব-  
কন্ডারা ভাঁহার অঙ্গগমন করিতে লাগিল।  
বিশ্বাত্মা গোবিন্দ হরি সেই সমস্ত কামিনী-  
দিগকে বিদায় দিয়া সত্তর দিব্যপুণী দ্বারকায়  
গমন করিলেন। হে মুনীশ্বরগণ! চন্দ্র  
অন্তর্মিত হইলে যেদ্রপ নিশার শোভা বিনষ্ট  
হইয়া থাকে, মুগ্ধাণি গমন করিলে ভাঁহার  
বিরহে তত্রত্য কামিনীগণও তজ্রপ স্নানভা-  
বাপন্ন হইয়াছিল। পুরবাসী লোকেরা  
ক্রীকৃষ্ণের শুভাগমনবার্তা অবগণ করিয়া  
আপনাদের পবিত্র ও দিব্য পুরী চার-  
বতীকে সুশোভিত করিতে লাগিল। তত্রত্য  
লোকেরা পুরীর অভ্যন্তরে ও বাহিরে  
ধ্বজা ও পতাকাসকল বিস্তৃত করিতে লাগিল,  
পুষ্পমালাদ্বারা সেই রমণীয় চারকাকে অল-  
ঙ্কৃত করিতে লাগিল; নগরমধ্যে মধুরম্মনি  
বিবিধ বাদ্যসকল বাজাইতে লাগিল এবং

চতুর্দিকে সহস্র সহস্র শম্ভ ও বীণার ধ্বনি  
করিতে লাগিল। ভগবান্ গোবিন্দ পবিত্র  
পুরী চারকায় প্রবেশ করিলে পর, যৌবন-  
শোভিতা রমণীগণ মধুরম্মরে গান করিতে  
লাগিল। প্রসাদ-শৃঙ্খল কামিনীগণ ভগ-  
বান্কে দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে  
লাগিল এবং ভাঁহার মস্তকে পুষ্পবর্ণ  
করিতে লাগিল। মহাযোগী কৃষ্ণ সকলের  
আনীর্কাদে অভিবর্জিত হইয়া ভবনে প্রবেশ  
করত শম্ভাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া সুরম্য  
শুভ্র মণ্ডপে বরাগনে দেবী সকলের সহিত  
বসিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন এবং ভাঁহার  
প্রধান প্রধান শম্ভাদি পুত্রগণ ও উত্তম উত্তম  
সহস্র সহস্র রমণী ভাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া  
রহিলেন। ৩১—৪১। দেবী উমার সহিত  
উপবেশন করিলে মহাদেবের যেরূপ শোভা  
হইয়া থাকে, সেই রমণীয় আসনে জাহ-  
বতীর সহিত উপবেশন করিতে নারায়ণেরও  
তজ্রপ শোভা হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ!  
দেব, গন্ধর্ব ও ত্র্যক্ষণ্যেষ্ঠ মার্কণ্ডেয়াদি ঋষি-  
গণ অব্যয় লোকাদি হরিকে দর্শন করিবার  
নিমিত্ত আগমন করিলেন। অনন্তর ভগবান্  
হরি মার্কণ্ডেয়কে সমাগত দেখিয়া আপনায়

সম্প্রজ্ঞা তানুবিগণান্ প্রণামেন সহায়গঃ ।  
 বিসর্জয়ামাস হরির্দেবী তদাভবাহুতান ॥ ৪৫  
 তদা-মধ্যাহ্নসময়ে দেবদেবী স্বয়ং হরিঃ ।  
 নাতঃ শুক্রাংসরো ভাস্করপতিষ্ঠন কৃতাজলিঃ ॥ ৪৬  
 জ্ঞাপ জাপাং বিধিবৎ প্রেক্ষমাণো দিবাকবম্  
 তপ্যামাস দেবেশো দেবান্ পিতৃগণান মুনীন  
 প্রবিশ্ব দেবভবনং মার্কণ্ডেয়েন চৈব হি ।  
 পূজয়ামাস লিঙ্গং ভূতেশং ভূতীভূষণম্ ॥ ৪৮  
 সমাপ্য নিয়মং সর্বং নিয়ন্তা স স্বয়ং নৃণাম্ ।  
 ভোক্তা হি মুনিবরং ভ্রাক্ষণান্ভিপূজ্য চ ॥ ৯  
 কৃত্যস্বযোগং বিপ্রেক্ষ্য মার্কণ্ডেয়েন চাচ্যতঃ ।  
 কথং পৌরাণিকীং পুণ্যাং চক্রে পুত্রাদিভিবর্তঃ  
 অথ তৎ সর্বমখিলং দৃষ্ট্বা কৰ্ম্ম মহামুনিঃ ।  
 মার্কণ্ডেয়ো হসন্ কৃকং বভাষে মধুবৎ বচঃ ॥ ৫১

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

কঃ সমারাধ্যতে দেবো ভবতা কৰ্ম্মভিঃ তুৈতঃ  
 ক্রাহি ত্বং কৰ্ম্মভিঃ পূজ্যো যে গিমাং ধ্যেয় এব চ-  
 'তং হি তৎ পরমং ব্রহ্ম নির্বাণমমলং পদম্ ।  
 'ভারাবতরণ থ্যি জা'হা বৃকিকুলে প্রভুঃ ॥ ৫৩  
 তমববৌমহাবাহুঃ কৃকো ব্রহ্মনিঃ ব : ।  
 শ্বশমেব পুত্রাণাং সৰ্ব্বেষাং প্রহসন্তি ॥ ৫৪  
 ত্রীতগব মুবাচ ।  
 ভবতা কৰ্ম্মভিঃ সর্বং তথ্যমেব ন সংশয়ঃ ।  
 তথাপি দেবমৌশানং পূজয়ামি সনাতনম্ ॥ ৫৫  
 ন মে বিপ্রান্তি কর্তব্যং নানবাণ্ডং কথঞ্চন ।  
 পূজয়ামি তথাপীণং জানন্ বৈ পরমং শিবম্ ॥ ৫৬  
 ন বৈ পশ্যন্তি তং দেবং মায়া যোহিতা জনাঃ  
 ততঃশ্চৈবান্মনা মূলং জাপদন পূজয়ামি তম্ ॥ ৫৭  
 ন চ লিঙ্গার্চনাং পুণ্যং লোকে দুর্গতিনাশনম্

মন্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন এবং-  
 মহর্ষিকে আপনার আশন প্রদান করিলেন ।  
 ভগবান্ হরি আপনার অমুচরগণের সহিত  
 সেই সকল ঋষিদিগের পূজা করিয়া তাঁহাদের  
 বাহিত বস্ত্র প্রদানপূর্বক আপন আপন  
 আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন । তদনন্তর নারায়ণ  
 মধ্যাহ্নসময়ে স্নান করিয়া শুক্রাংসর পরিধান-  
 পূর্বক কৃতাজলি হইয়া ভাস্কর উপস্থান করিতে  
 লাগিলেন ; দেবেশ নারায়ণ, স্বর্ঘ্য দর্শন  
 করিতে করিতে যথাবিধানে জপ সমাপ্ত করি-  
 লেন । তৎপরে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের  
 তপ্পণ সমাধান করিলেন এবং মার্কণ্ডেয়ের  
 সহিত দেবভবনে প্রবেশ করিয়া লিঙ্গ ভূতি-  
 ভূষণ ভূতনাথের পূজা করিলেন । হে  
 বিপ্রেক্ষসকল ! অনন্তর সকল মনুষ্যের নিয়ন্তা  
 সেই হরি আপনার সমস্ত নিয়ম সমাপন করিয়া  
 ভ্রাক্ষণদিগের পূজা করিলেন এবং মহর্ষি  
 মার্কণ্ডেয়কে ভোজন করাইয়া, আশ্বযোগ  
 সমাপনপূর্বক পুত্রাদিচার্য পরিবৃত্ত হইয়া,  
 মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের সহিত পৌরাণিকী পবিত্র  
 কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর  
 মহামুনি মার্কণ্ডেয় এই সমস্ত দেখিয়া হাসিতে  
 হাসিতে মধুর বাক্য ত্রীতগকে বলিতে ।

আরম্ভ করিলেন । ৪২—৫১ । মার্কণ্ডেয় কহি-  
 লেন—যাবতীয় লোকে কৰ্ম্মদ্বারা আপনারই  
 পূজা করিয়া থাকে এবং যোগীগণ আপনারই  
 ধ্যান করে, কিন্তু আপনি পুণ্যকৰ্ম্মদ্বারা কোন্  
 দেবতার আরাধনা করিতেছেন, তাহা  
 আমাকে বলুন । আপনিই সেই পরমব্রহ্ম ও  
 নির্বাণস্বরূপ অমলপদ, আপনিই ভারাব-  
 তরণের নিমন্ত বৃকিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া-  
 ছেন । ব্রহ্মবিদ্র মহাবাহু কৃক অবলম্বনস্বরূপ  
 পুত্রগণের সমক্ষেই হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে  
 বলিতে লাগিলেন,—আপনি যাঁহা যাঁহা  
 বলিলেন, সে সমস্তই সত্য, সন্দেহ নাই ;  
 তথাপি আমি সনাতন মহেশ্বরের পূজা করি-  
 তেছি । হে বিপ্র ! আমার কিছুই কর্তব্য  
 নাই, এবং আমার প্রার্থ্যিতব্যও কিছুই নাই,  
 তথাপি সমস্ত জানিয়াও আমি পরম শিব  
 মহেশ্বরেরই পূজা করিতেছি । লোকে কাম-  
 মোহিত হইয়া মোহবশতঃ সেই দেবাদি-  
 দেবকে দেখিতে পায় না, সেই হেতু মহা-  
 দেবই আমার মূল, ইহা জানাইবার নিমিত্তই  
 আমি তাঁহার পূজা করিতেছি । শিবলিঙ্গ  
 পূজা করা অপেক্ষা লোকমধ্যে আর পুণ্যকর

তথা লিঙ্গে হিতাইবাং লোকানাং পূজাং হি বম্  
 বোহং তল্লিকমিত্যাহবেদবানবিনো জনাঃ ।  
 ততোহহমাত্মনোশানং পূজয়াম্যস্মিনেব তু ॥৫১  
 তস্মৈব পরমা মূর্তিস্তমস্বেহং ন সংশয়ঃ ।  
 নাবয়োবিদ্যাতে ভেদো বেদেষেবং বিনিশ্চয়ঃ ।  
 এষ দেবো মহাদেবঃ সঙ্গা সংসারভৌকিতঃ ।  
 ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ বন্দ্যশ্চ জ্যেষ্ঠা লিঙ্গে মহেশ্বরঃ  
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।  
 কিং তল্লিকং সুরশ্রেষ্ঠ লিঙ্গে সম্পূজ্যতে চ বঃ  
 ক্রহি কৃষ্ণ বিশালাক্ষ গহনং হেতত্তমম ॥৫২  
 শ্রীভগবানুবাচ ।  
 অব্যক্তং লিঙ্গমিত্যাহরানন্দং জ্যোতিরক্ষরম্ ।  
 বেদা মহেশ্বরং দেবমার্জলিঙ্গমবায়ম্ ॥৫৩  
 পুরা চৈকাকর্ণবে ঘোরে নষ্টে স্বাবরজ্জন্মে ।  
 প্রবোধ র্থং ব্রহ্মণো 'ম প্রাক্তু' মহাশিবঃ ॥

নাই এবং দুর্গতি-খণ্ডনেরও অপর কোন  
 উপায় নাই ; অতএব এই সমস্ত লোকের  
 হিতের জন্য লিঙ্গে শিবের পূজা করিবে ।  
 বেদতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা অমাকেই সেই শিবলিঙ্গ  
 বলিয়া থাকেন, অতএব আমিই স্বয়ং আপ-  
 নাতে মহাদেবের পূজা করিতেছি । আমিই  
 সেই শিবের পরমা মূর্তি এবং আমিই শিবময়,  
 আমাদের উভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই,  
 বেদে ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে । অতএব  
 সংসারভৌক লোকেরা সর্বদাই লিঙ্গে সেই  
 দেবদেব মহেশ্বরের ধ্যান, পূজা ও বন্দনা  
 করিবে । ৫২—৫১ । মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—  
 হে সুরশ্রেষ্ঠ বিশালাক্ষ কৃষ্ণ ! সেই লিঙ্গ কি  
 পদার্থ এবং লিঙ্গে কাহারই বা পূজা করিতে  
 হয় ? এই গভীর ও উৎকৃষ্ট বিষয়টা আমাকে  
 বলিয়া দিন । ভগবান্ কহিলেন,—লিঙ্গ,  
 অব্যক্ত আনন্দস্বরূপ জ্যোতির্ময় এবং  
 অক্ষর ; বেদে মহেশ্বরই অব্যয় ও লিঙ্গরূপী  
 দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছেন । পূর্বকালে  
 ঘোর একাকর্ণব সময়ে স্বাবর-জন্ম বলুণ্ড  
 হইলে পর, ব্রহ্মার এবং আমার প্রবোধের  
 নিমিত্ত মহাশিব প্রাক্তুত হইয়াছিলেন ।

তস্মাৎ কালীং সমারভ্য ব্রহ্মা চাহং সত্বেব হি  
 পূজয়ামো মহাদেবং লোকানাং হিতকাব্যসাঃ ।  
 মার্কণ্ডেয় উবাচ ।  
 কথং লিঙ্গমতুং পূৰ্ণমেশ্বরং পরমং পদম্ ।  
 প্রবোধার্থং স্বয়ং কৃষ্ণ বক্তুমহঁসি সাস্ত্রতম্ ॥ ৫৪  
 শ্রীভগবানুবাচ ।  
 আসীদেকাকর্ণবং ঘোরমবিভাগং তমোময়ম্ ।  
 মধ্যো চৈকাকর্ণবে তস্মিন্হৃদয়চক্রগদাধরঃ ॥ ৫৭  
 সহস্রশীর্ষা কুণ্ডাহং সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।  
 সহস্রবাহুঃ পুরুষঃ শয়িতোহহং সনাতনঃ ॥৬০  
 এতাস্মিন্নন্তরে দূবে পশ্যামি স্মারিতপ্রভম্ ।  
 কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশং ভ্রাজমানং শ্রীমদ্বতম্ ॥৬১  
 চতুর্কক্ৰঃ মহাযোগঃ পুরুষঃ কারণঃ প্রভুম্ ।  
 কৃষ্ণাজিনধরঃ দেবমৃগৃযকুঃসামভিঃ স্ততম্ ॥ ৭০  
 নিমেষমাত্রেণ স মাং প্রাপ্তে' যোগবিদ্যাংবরঃ  
 ব্য জহর স্বয়ং ব্রহ্মা স্ময়মানো মহাত্ম্যতিঃ ॥৭১  
 কথং কুতো বা কিঞ্চিৎ তিষ্ঠসে বদ মে প্রভো

সেই অবধি ব্রহ্মা এবং আমি সমস্ত লোকের  
 হিতের নিমিত্ত সর্বদাই মহাদেবের পূজা  
 করিয়া থাকি । মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে  
 কৃষ্ণ ! পূর্বে আপনাদের প্রবোধের জন্য কি  
 প্রকারে পরমপদ ঐশ্বর লিঙ্গ উৎপন্ন হইয়া-  
 ছিল, তাহাই এক্ষণে বলুন । ভগবান্ কহি-  
 লেন,—পূর্বে যখন ঘোর অবিভক্ত তমোময়  
 একাকর্ণ ছিল, তখন আমি সেই একাকর্ণের  
 মধ্যে শব্দ-চক্র-গদাধারী, সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ,  
 সহস্রচরণ, সহস্রবাহু, সনাতন পুরুষ হইয়া  
 শয়ন করিয়া ছিলাম । এমন সময়ে দূরে  
 অমিততেজাঃ কোটিসূর্য্যপ্রতীকাশ, সৌন্দর্য্য-  
 সম্পন্ন, দীপ্তবিশিষ্ট, চতুর্কক্ৰ, মহাযোগী,  
 জগতের কারণ, কৃষ্ণাজিনধর, শব্দ যকুঃ সাম  
 মন্ত্র দ্বারা আভিষ্টুত ও বিভূ আদিপুরুষকে  
 দেখিতে পাইলাম । ৬২—৭০ । সেই যোগ-  
 বিদ্বদ মহাত্ম্যতি স্বয়ং ব্রহ্মা নিমেষমাত্রেণ  
 মধ্যে আমার নিকটে আগমন করিলেন এবং  
 বিস্মিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—হে  
 প্রভো ! আপনি কে ? কোথা হইতে আসিয়া-

অহং কৰ্তা হি লোকানাং স্বয়ম্ প্রপিতামহঃ ।  
 এবমুক্তস্তদা তেন ব্রহ্মণাহবাবাচ হ ।  
 অহং কৰ্তাশ্চি লোকানাং সংহৰ্তা চ পুনঃপুনঃ  
 এবং বিবাদে বিততে মায়ায় পরমেষ্ঠিনঃ ।  
 প্রবোধার্থং পরং লিঙ্গং প্রাক্তুৰ্তং শিবাস্তকম্ ।  
 কালানলসমপ্রথ্যং জালামালাসমাকুলম্ ।  
 কয়বুদ্ধিবিশিষ্টমাদিমধ্যান্তবৰ্জিতম্ ॥ ৭৫  
 ততো মায়াং ভগবানধো গচ্ছ ত্বয়াণ্ড বৈ ।  
 অন্তমন্ত বিজানীব উৰ্দ্ধং গচ্ছেম ইত্যজঃ ॥ ৭৬  
 তদাণ্ড সমস্তং কৃত্বা গতাবুৰ্দ্ধমধস্ত তৌ ।  
 পিতামহোহপ্যহং নাস্ত্যজাতবন্তৌ সমেত্য তৌ  
 ততো বিশ্বময়াপন্নৌ ভীতৌ দেবস্ত শূলিনঃ ।  
 ম'য়য়া মোচিতৌ তস্ত ধ্যায়ন্তৌ বিশ্বমীশ্বরম্ ॥ ৭৮  
 জাতবন্তৌ মহানাদমোক্তারং পরমং পদম্ ।  
 তং প্রাজ্জালপুটৌ ভূত'শজুঃ তুষ্টিবতুঃ পরম্ ॥ ৭৯

ছেন ? এবং এখানেই বা কি নিমিত্ত রহিয়া-  
 ছেন ? আমি জগতের কৰ্তা স্বয়ম্ প্রপিতা-  
 মহ । তখন আমি সেই ব্রহ্মাকর্তৃক এইরূপ  
 কথিত হইয়া তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলাম যে,  
 আমিই এই জগৎকে পুনঃপুনঃ সৃজন করি-  
 তেছি । পরমেষ্ঠীর মায়ায় আমাদের এই  
 প্রকার বিবাদ আরম্ভ হইলে, আমাদের  
 প্রবোধের জন্য এক কালানলসমপ্রথ, জালা-  
 মালা-সমাকুল, কয়-বুদ্ধি-রহিত আদি-মধ্যান্ত-  
 বৰ্জিত, শিবাস্তক পরলিঙ্গ প্রাক্তুৰ্ত হইলেন ।  
 অন্তর ভগবান্ অজ ব্রহ্মা আমাকে বলি-  
 লেন,—আপনি শীঘ্র ইহার নিয়মপ্রদেশে গমন  
 করুন এবং আমি ইহার উৰ্দ্ধদেশে যাই,  
 আমরা দুইজনে ইহার অন্ত জানিব । অন্তর  
 পিতামহ এবং আমি নিয়ম করিয়া সেই  
 লিঙ্গের উৰ্দ্ধে ও অধোভাগে গমন করিলাম,  
 কিন্তু কেহই তাঁহার অন্ত জানিতে পারিলাম  
 না । অন্তর শূলধারী মহাদেবের মায়ায় মুগ্ধ  
 হইয়া ব্রহ্মবিকৃষ্টী আমরা ভীত ও বিশ্বয়া-  
 বিষ্ট হইলাম এবং সমস্তই ঈশ্বরময়-ধ্যান  
 করিতে করিতে পরমপদ মহানাদ ওক্তার শব্দ  
 শ্রবণ করিতে লাগিলাম ; পরে কৃতাজলিপটে

অনাদিমূলসংসাররোগবৈদ্যায় শব্দবে ।  
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূৰ্ত্তয়ে ॥ ৮০  
 প্রলয়ার্ণবসংস্থায় প্রলয়োদ্ধতিহেতবে ।  
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূৰ্ত্তয়ে ॥ ৮১  
 জালামালাবৃত্তাকায় জগনন্তরূপণে ।  
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূৰ্ত্তয়ে ॥ ৮২  
 আদিমধ্যান্তহীনায় স্বভাবামলদীপ্তয়ে ।  
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূৰ্ত্তয়ে ॥ ৮৩  
 মহাদেবায় মহতে জ্যোতিষেহনন্তহেতবে ।  
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূৰ্ত্তয়ে ॥ ৮৪  
 প্রধানপুরুষেশায় বোয়াক্রপায় বেধসে ।  
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূৰ্ত্তয়ে ॥ ৮৫  
 নির্বিকারায় সত্যায় নিত্যায় তুল্যতেজসে ।  
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূৰ্ত্তয়ে ॥ ৮৬  
 বেদান্তসাররূপায় কালরূপায় ধীমতে ।  
 নমঃ শিবায় শান্তায় ব্রহ্মণে লিঙ্গমূৰ্ত্তয়ে ॥ ৮৭  
 এবং সংস্কৃতমস্ত ব্যক্তো কৃত্বা মহেশ্বরঃ ।

সেই পরম শব্দ মধ্য দঃবর স্তব করিতে লাগি-  
 লাম । ব্রহ্ম এবং বিষ্ণু বলিলেন,—অনাদি-  
 মূল সংসাররোগবৈদ্য শান্ত লিঙ্গমূৰ্ত্তি ব্রহ্মা  
 শব্দ মহেশ্বরকে নমস্কার । ৭১—৮০ । এই  
 প্রলয়ার্ণবসংস্থিত প্রলয়োদ্ধতিহেতু লিঙ্গমূৰ্ত্তি  
 ব্রহ্ম শান্ত শিবকে নমস্কার । এই জালামালা-  
 বৃত্তাক জগনন্তরূপী লিঙ্গমূৰ্ত্তি ব্রহ্মময় শান্ত  
 শিবকে নমস্কার । যিনি আদিমধ্যান্তহীন  
 স্বভাবতঃ অমলদীপ্তি ও লিঙ্গমূৰ্ত্তি সেই ব্রহ্মময়  
 শান্ত শিবকে নমস্কার । যিনি মহৎ জ্যোতি-  
 ষ্ময় মহাতেজাঃ মহাদেব ও লিঙ্গমূৰ্ত্তি, সেই  
 ব্রহ্মময় শান্ত শিবকে নমস্কার করি । প্রধান-  
 পুরুষেশ্বর বোয়াক্রপ বিধাতা ধীহার লিঙ্গ-  
 মূৰ্ত্তি, সেই ব্রহ্মময় শান্ত শিবকে নমস্কার ।  
 যিনি নির্বিকার সত্য নিত্য ও তুল্যতেজাঃ,  
 সেই লিঙ্গমূৰ্ত্তি ব্রহ্মময় শিবকে প্রণাম । যিনি  
 বেদান্ত-সাররূপ, কালরূপ ও ধীমান, সেই  
 ব্রহ্মময় শান্ত লিঙ্গমূৰ্ত্তি মহেশ্বরকে প্রণাম ।  
 ব্রহ্মা এবং নিম্ন ১০৮০ মহাদেবের স্তব

ভাতি দেবো মহাযোগী স্বর্ধ্যাকোটিলমপ্রভঃ ॥ ৮৮ ॥  
বক্রকোটিলমপ্রভঃ প্রসমান ইবাধরম্ ।  
সহস্রহস্তচরণঃ স্বর্ধ্যাসোমারিলোচনঃ ॥ ৮৯ ॥  
পিনাকপানির্ভগবান্ কৃষ্ণিবাসাঙ্গিশূলধক ।  
ব্যালঘজোপবীতশ্চ মেঘহৃদুভিনিম্বনঃ ॥ ৯০ ॥  
অধোবাচ মহাদেবঃ প্রীতোহহং সুরসন্তমো ।  
পশুতং মাং মহাদেবঃ ত্বয়ং সর্বং প্রমুচ্যতাম্ ।  
যুবাং প্রসুতো গাত্রেভ্যো মম পূর্বং সনাতনো  
অহং মে দক্ষিণে পার্শ্বে ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।  
বামপার্শ্বে চ মে বিষ্ণুঃ পালকো হৃদয়ে হরঃ ।  
প্রীতোহহং যুবয়োঃ সম্যগহং দাদ্মি যথেষ্পি ১ম্ ।  
এবমুক্তাধ মাং দেবো মহাদেবঃ স্বয়ং শিবঃ ।  
আলিঙ্গ্য দেবং ব্রহ্মাণং প্রসাদাভিমুখোহভবৎ

করিলে পর, মহাদেব তাহাদের সমক্ষে আবি-  
র্ভূত হইলেন। তখন সেই মহাযোগী কোটী  
স্বর্ঘ্যের প্রভা ধারণ করিলেন এবং সহস্র-  
কোটী মুখধারা যেন আকাশমণ্ডলকে গ্রাস  
করিতেই উদ্ভূত হইলেন। তাঁহার সহস্র  
হস্ত, সহস্র চরণ, চন্দ্র স্বর্ধ্য ও অগ্নিই তাঁহার  
নেত্রজিতম্, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম, হস্তে ত্রিশূল  
ও পিনাক ধনুঃ, গলদেশে ব্যালঘজোপবীত  
এবং তাঁহার শর মেঘনির্ঘোষ অথবা হৃদুভি-  
ধ্বনির স্তায় গভীর। ৮১—৯০। অনন্তর  
মহাদেব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে বলিলেন,—হে  
সুরসন্তমেরা! আমি তোমাদের উপরে প্রসন্ন  
হইয়াছি, তোমরা আর ভয় করিও না, দেখ  
আমি মহাদেব। পূর্বে তোমরা আমারই  
দেহ হইতে উৎপন্ন হইয়াছ, তোমরা সনা-  
তন; এই লোকপিতামহ ব্রহ্মা আমার দক্ষিণ-  
পার্শ্বে রহিয়াছেন এবং আমার বামপার্শ্বে  
পালনকর্তা বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন, আর  
আমার হৃদয়মধ্যে হর বিরাজ করিতেছেন;  
আমি তোমাদের প্রতি সম্যক প্রসন্ন হই-  
য়াছি, এক্ষণে তোমাদের যথাভিলাষিত বর  
প্রদান করিব। মহাদেব স্বয়ং এইরূপ  
বলিয়া বিষ্ণুরূপী আমাকে এবং ব্রহ্মাকে  
আলিঙ্গন করিলেন এবং আমাদের উভয়কে

ভক্তঃ প্রহৃষ্টমনসো প্রণিপত্য মহেশ্বরম্  
উচুতুঃ প্রেক্ষ্য তদ্বক্রং নারায়ণপিতামহো ॥ ৯১ ॥  
যদি প্রীতিঃ সমুৎপন্না যদি দেবেণ বরশ্চ নো ।  
ভক্তির্ভবতু নো নিক্যং যদি দেব মহেশ্বরে ॥ ৯২ ॥  
ততঃ স ভগবানীশঃ প্রহসন্ পরমেশ্বরঃ ।  
উবাচ মাং মহাদেবঃ প্রীঃ প্রীতেন চেতসা ॥ ৯৩ ॥  
দেবদেব উবাচ ।  
প্রলয়স্থিতিসর্গাণাং কর্তা স্বঃ ধরণীপতে ।  
বৎস বৎস হরে বিশ্বং পালয়ৈতচ্চরাচরম্ ॥ ৯৪ ॥  
ত্রিধা ভিন্নোহস্ম্যহং বিষ্ণো ব্রহ্মবিষ্ণুহরাখ্যয়া ।  
সর্গক্ষালয়ভূগৈর্নির্ভণোহপি নিরঞ্জনঃ ॥ ৯৫ ॥  
সম্মে হং তাজ ভো বিষ্ণো পালয়ৈনং পিতামহম্  
ভবিষ্যত্যেব ভগবাংস্তব পুত্রঃ সনাতনঃ ॥ ১০০ ॥  
অঃঞ্চ ভবতো বক্রাং কল্লান্তে ঘোররূপধক্ ।  
শূলপাণির্ভবিষ্যামি ক্রোধজন্তব পুত্রকঃ ॥ ১০১ ॥  
এমুক্ত মহাদেবো ব্রহ্মাণং যুনিসন্তম ।

বর দিতে উদাত্ত হইলেন। অনন্তর নারা-  
য়ণরূপী আমি ও পিতামহ সন্তুষ্টচিত্তে মহা-  
দেবকে প্রণিপাত করিয়া কহিলাম, হে দেব!  
যদি আমাদের প্রতি আপনার প্রীতি জন্মিয়া  
থাকে এবং আমাদের পক্ষে বর দেওয়া যদি  
আপনার অভিমত হয়, তবে আমাদের পক্ষে  
এই বর দিন, যেন আপনার প্রতি আমাদের  
চিরকাল ভক্তি থাকে। অনন্তর ভগবান্  
মহেশ্বর আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া, হাসিতে  
হাসিতে প্রসন্নমনে বলিতে লাগিলেন,—হে  
বৎস ধরণীপতে হরে! তুমিই সৃষ্টি-স্থিতি-  
প্রলয়ের কর্তা, তুমিই এই চরাচর বিশ্ব পালন  
করিয়া থাক। হে বিষ্ণো! আমি নিরঞ্জন ও  
নির্ভণ, তথাপি সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের জন্ত ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু ও শিব নামে ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছি।  
হে বিষ্ণো! তুমি নিজের মোহ পরিত্যাগ  
কর এই পিতামহ ব্রহ্মাকে পালন কর; এই  
সনাতন ভগবান্‌ই তোমার পুত্র হইবেন।  
৯০—১০০। আমিও তোমার ক্রোধজ  
পুত্ররূপে কল্লান্তে ঘোররূপধারী ও পিনাক-  
পাণি হইয়া তোমার মুখ হইতে নিক্রান্ত

অনুগ্রহ চ মাং দেবভ্যৈবাস্তরধীয়ত ॥ ১০২

ততঃ প্রভৃতি লোকেষু লিঙ্গার্চা সুপ্রতিষ্ঠিতা

লিঙ্গং তন্নয়নাদ্ ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমং বপুঃ ॥ ১০৩

এতন্নিবৃত্ত মাহাত্ম্যং ভাবিতং তে ময়ানঘ ।

এতন্ বুধ্যস্তি যোগজ্ঞা ন দেবা ন চ দানবঃ ॥

এতান্ পরমং জ্ঞানবব্যক্তং শিবসংজ্ঞিতম্ ।

যেন স্পন্দমাস্ত্যং তৎ পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুঃ ॥ ১০৪

ভস্মৈ ভগবতে নিত্যং নমস্কারং প্রকুর্ষ্যহে ।

মহাদেবায় দেবায় দেবদেবায় ভূজিগে ॥ ১০৫

নমো বেদরহস্যায় নীলকণ্ঠায় বৈ নমঃ ।

বিত্তীর্ণায় শান্তায় স্থানবে যোগিনে নমঃ ॥

ব্রহ্মণে বামদেবায় জিনেজায় মহীমসে ।

শঙ্করায় মহেশ্বায় গিরীশায় শিবায চ ॥ ১০৬

নমস্কৃৎ সততং ধ্যাম্য চ মহেশ্বরম্ ।

সংসারসাগরাদম্মাদচিরাচ্ছক্লিষ্যতি ॥ ১০৭

এবং স বাসুদেবেন ব্যাক্ততো মূনিপুংগবঃ ।

জগাম মনসা দেবমৌশানং বিব্রতঃসুখম্ ॥ ১১০

প্রণম্য শিরসা কৃষ্ণম্নুজাতো মহামুনিঃ ।

জগাম চোপ্পিতং দেশং দেবদেবন্ত শূলিনঃ ॥ ১১১

য ইদং আব্রোহিত্যং লিঙ্গাধ্যায়মব্রুতম্ ।

শৃণুয়াৎ পঠেৎ প সৰ্বপাটৈঃ প্রমুগ্যতে ॥ ১১২

অত্রা সকদপি হেতুং তপশ্চরণমুত্তমম্ ।

বাসুদেবন্ত বিপ্রোক্তাঃ পাপং মুকুতি মানবঃ ॥

জপেছাহরহর্নিত্যং ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।

এবমাহ মহাযোগী কৃষ্ণবৈশ্যায়নঃ প্রভুঃ ॥ ১১৪

ইতি ত্রীকোশ্বে মগাপুণ্যে পুস্তভাগে সোম-

বংশে যদ্বংশানুক্রীতনে কৃষ্ণতপস্তায়াং লিঙ্গা-

বিভাবো নাম ষড়্বংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

হইল। ত্রীকোশ কহিলেন,—হে মুনিসত্তম  
মার্কণ্ডেয়! এইরূপ কহিয়াই মহেশ্বর, ব্রহ্মা  
ও আমার প্রাতি অনুগ্রহ দেখাইয়া সেই-  
খানেই অন্তর্হিত হইলেন। হে ব্রহ্মন্!  
সেই অবধিই লোকে শিবলিঙ্গের আরাধনা  
প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; প্রলয়ের কারণ বলিয়াই  
লোকে মহাদেবকে ‘লিঙ্গ’ বলে, সেই  
লিঙ্গই ব্রহ্মের পরম শরীর। হে অনঘ!  
শিবলিঙ্গের যেকোন মাহাত্ম্য, তাহা আমি  
আপনাকে বলিলাম; ঐহারা যোগজ্ঞ, তাঁহা-  
রাই ইহা বুঝিতে পারিবেন, অপর দেবতা কি  
দানব কেহই ইহা বুঝিতে সক্ষম হইবে না।  
ইহাই শিবনামক অব্যক্ত পরমজ্ঞান, এই  
জ্ঞান-শিক্ষা করিলেই লোকে জ্ঞানচক্ষুঃ দ্বারা  
চিত্তার অগোচর স্পন্দ পদার্থসকল দেখিতে  
পায়। আমি এই জ্ঞান সেই ভগবান মহে-  
শ্বরকে প্রতিদিন নমস্কার করি। তিনিই মহা-  
দেব দেব-দেব ভূদ্বী; তিনিই বেদের রহস্য,  
নীলকণ্ঠ, বিত্তীর্ণ, শান্ত, স্থাগু এবং যোগী;  
তাঁহাকে নমস্কার। তিনিই ব্রহ্মা, বামদেব,  
জিনেজ, মহীমান, শঙ্কর, মহেশ, গিরীশ এবং  
শিব, তাঁহাকে নমস্কার। সতত সেই মহে-

শ্বরকে নমস্কার করুন, তাঁহারই ধ্যান করুন;  
তাহা হইলে অচিরেই এই সংসারসাগর  
হইতে উদ্ধার লাভ করিবেন। সেই মুনীশ্রেষ্ঠ  
মার্কণ্ডেয়, বাসুদেবকর্তৃক এইরূপ কথিত  
হইয়া বিব্রতোমুখ মহাশেবের প্রাতিই আপনার  
চিত্ত সমর্পণ করিলেন। তখন মহামুনি,  
কৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া তাহার অনুমতি গ্রহণ-  
করত দেবদেবের অভীষ্ট স্থানে গমন করি-  
লেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন এই অনুত্তম  
লিঙ্গাধ্যায় অপরকে শ্রবণ করায় কিম্বা নিজে  
শ্রবণ করে অথবা পাঠ করে, সে সর্বাধিক  
পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। হে বিপ্রোক্তগণ!  
মহাযোগী প্রভু কৃষ্ণবৈশ্যায়ন বলিয়াছেন যে,  
বাসুদেবের এই উত্তম তপশ্চরণ-বৃত্তান্ত বে  
একবারমাত্র শ্রবণ করে, তাহার সকল পাপ  
বিনষ্ট হয় এবং যে ব্যক্তি প্রতিদিন ইহা জপ  
করে সে ব্রহ্মলোকে বাস করে ॥ ১০১—১১৪ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥



সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ততো লক্শ্যঃ কৃষ্ণো জাম্ববত্যাং মহেশ্বরাৎ ।  
অজীজনম্‌হান্নানং শাশ্বমাশ্রয়তমম্ ॥ ১  
প্রচ্যুতস্ত হতুং পুত্রো হনিকৃদ্ধো মহাবলঃ ।  
তাবুভৌ গুণসম্পন্নৌ কৃষ্ণশৈবাপরে তন্ ॥ ২  
হত্বা চ কংসং নরকমন্ত্যাংশ্চ শতশোহনুরান্ ।  
বিজিত্য লীলয়া শক্রং জিত্বা বাণং মহাসুরম্  
স্থাপয়িত্বা জগৎ কুংসং লোকে ধন্থ্যাংশ্চ

শাশ্বতান্ ।

চক্রে নারায়ণো গন্তং স্বস্থানং বুদ্ধিমুত্তমম্ ॥ ৪  
এতান্নরন্তরে বিপ্রা ভূধাদ্যাঃ কৃষ্ণমীশ্বরম্ ।  
আজগুর্ধারকাং ভ্রষ্টুং কৃতকার্ধ্যং সনাতনম্ ॥ ৫  
স তাহুবাচ বিশ্বাত্মা প্রণিপত্যাতিপূজ্য চ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সূত কহিলেন,—তদনন্তর কৃষ্ণ মহেশ্বরের  
বরে জাম্ববতীর গর্ভে শাশ্ব নামে এক মহাত্মা  
ও উত্তম পুত্র উৎপাদন করিলেন । ত্রীকৃষ্ণ-  
তনয় প্রচ্যুতের অনিকৃদ্ধ নামে এক মহাবল  
পুত্র হইয়াছিল । শাশ্ব ও অনিকৃদ্ধ উভয়েই  
গুণসম্পন্ন এবং উভয়েই যেন কৃষ্ণের অপর  
এক এক মূর্তি । নারায়ণ হরি কংস নরক  
ও অন্তান্ত শত শত অসুরের সংহার সাধন-  
পূর্বক অবলীলাক্রমে শক্র ও মহাসুর বাণকে  
জয় করিয়া, সমস্ত জগতের উদ্ধার সাধন করত  
সংসারে সনাতনধর্ম্য সংস্থাপন করিলেন ;  
পরে আপনার স্বস্থানে যাইবার জন্ত মানস  
করিলেন । হে বিশ্বগণ ! ভগবান্ কৃষ্ণ  
আপনার কার্যসমস্ত পরিসমাপ্ত করিয়াছেন,  
এমন সময়ে তুচ্ছ প্রভৃতি মহর্ষিগণ সেই সনা-  
তনকে দর্শন করিবার নিমিত্ত দ্বারকায় আগ-  
মন করিলেন । ধীমান্ বলরামের সহিত ঋষি-  
গণ আপনাদের আসনে উপবেশন করিলে,  
বিশ্বাত্মা নারায়ণ ভীষ্মদিগকে প্রণিপাত ও

আসনেবুপবিষ্টান্ বৈ সহ ব্রাহ্মেণ ধীমতা ॥ ৬  
গমিষ্যামি পরং স্থানং স্বকীয়ং বিবুসংজিতম্ ।  
কৃতানি সর্বকার্যানি প্রসীদধ্বং মুনীশ্বরাঃ ॥ ৭  
ইদং কলিযুগং ঘোরং সন্ত্রাস্তমধুনা ওতম্ ।  
ভবিষ্যন্তি জনাঃ সর্বে হান্মিন পাপানুবর্তিনঃ ।  
প্রবর্তয়ধ্বং বিজ্ঞানমজ্ঞানঞ্চ হিতাবধম্ ।  
যেনেমে কলিকৈঃ পাপৈর্ঘৃচ্যন্তে হি বিজ্ঞোক্তয়া  
যে মাং জনাঃ সংশ্রস্তি কলৌ সতৃপি প্রভুঃ  
তেষাং নশ্চতি তৎ পাপং ভক্তানাং

পুরুষোত্তমে ॥ ১০

যেহর্চগমিষ্যন্তি মাং ভক্ত্যা নিত্যং কলিযুগে  
বিজ্ঞাঃ ।

বিধিনা বেদদৃষ্টেন তে গমিষ্যন্তি তৎপদম্ ॥ ১১  
যে ব্রাহ্মণা বংশজাতা যুস্মাকং বৈ সহস্রশঃ ।  
তেষাং নারায়ণে ভক্তির্ভবিষ্যতি কলৌ যুগে  
পর্যাপরতরং যান্তি নারায়ণপর্য জনাঃ ।  
ন তে তত্র গমিষ্যন্তি যে দ্বিমস্ত মহেশ্বরম্ ॥ ১৩

পূজা করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে মুনীশ্বর-  
গণ ! এক্ষণে আমি আপনার বিবু নামক  
পরমস্থানে গমন করিব, আমি আমার কর্তব্য  
কার্য সমস্তই শেষ করিয়াছি ; আপনারা  
আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । এক্ষণে ঘোর  
অশুভ কলিযুগ উপস্থিত হইয়াছে ; এ সময়ে  
সকলেই পাপে নিরত হইবে ; হে বিজ্ঞোক্তম-  
সকল ! যাহাতে সকলে কলির পাপ হইতে  
প্রমুক্ত হয়, সেজন্ত আপনারা অজ্ঞ-লোকের  
হিতাবহ বিজ্ঞানদায়ক শাস্ত্রসকল প্রচার করুন ।  
হে বিশ্বগণ ! কলিকালে যে ব্যক্তি আমাকে  
একবারমাত্র প্রভু বলিয়া স্মরণ করে, সেই  
ভক্তের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয় এবং কলিযুগে  
পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে গমন করিয়া বেদোক্ত-  
বিধানে যে আমার পূজা করিবে, সেই  
আমাকে প্রাপ্ত হইবে । ১—১১ । আপনাদের  
বংশে যে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ  
করিবেন, কলিকালে তাঁহাদের নারায়ণে ভক্তি  
হইবে । নারায়ণপরায়ণ লোকেরাই পরাৎ-  
পর ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, যাঁহারা মহেশ্বরের



ধ্যানং যোগস্তপস্তপ্তং জ্ঞানং যজ্ঞাদিকো বিধিঃ  
তেষাং বিনশ্যতি কিপ্রং যে নিলম্ভি মহেশ্বরম্  
যো যাং সমর্চয়ৈব্রত্যাংকাস্তং ভাবমাস্তিতঃ ।  
বিনিদ্রন দেবমীশানং স যাতি নরকাযুতম্ ॥ ১৫  
তস্মাৎ সম্পরিহর্তব্য। নিদ্রা পতপতেষি জাঃ ।  
কর্মণা বনসা বাচ। মন্ত্ৰৈষ্যপি যত্নতঃ ॥ ১৬  
যে চ দক্ষাধ্বরে শস্তা দধীচেন বিজোক্তমাঃ ।  
তবিষ্যতি কলৌ ভক্তৈঃ পরিহার্যাঃ প্রথিততঃ ১৭  
বিষন্তো দেবমীশানং যুগ্মাকং বংশসন্তবাঃ ।  
শস্তাশ্চ গোতমেনোর্ব্যাং ন সন্তায়া

বিজোক্তমৈঃ ॥ ১৮

এবমুক্তাশ্চ কৃষ্ণেন সর্কে তে বৈ মহর্ষধঃ ।  
ওমিত্তাক্ষা যযুস্তুর্ণং স্থানি স্থানানি সত্তমাঃ ॥ ১৯  
ততো নারায়ণঃ কৃষ্ণো লোলয়ৈব জগন্ময়ঃ ।  
সংহৃত্য স্বকুলং সর্কং যযৌ তৎ পরমং পদম্ ॥  
ইত্যেব বঃ সমাসেন রাজ্ঞাঃ বংশঃ সূকীর্তনঃ

নিদ্রা করে, তাহার। তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না ।  
ঐহারা মহেশ্বরের নিদ্রা করে, তাহাদের ধ্যান  
যোগ, তপস্তা, জ্ঞান ও যজ্ঞাদি সমস্তই আস্ত  
বিনষ্ট হয় । যে ব্যক্তি একান্ত ভক্তিসহকারে  
প্রতিদিন আমার পূজা করে, অথচ মহেশ্বরের  
নিদ্রা করে, তাহাকে অনেক প্রকার নরকে  
গমন করিতে হয় । হে বিজগণ ! অতএব  
সবদে কায়মনোবাক্যে আমার ভক্তগণের  
ও পতপতির নিদ্র্য পরিত্যাগ করিবে ।  
দক্ষযজ্ঞকালে শিবের নিদ্রা করায়, দধীচ মুনির  
শাপে যে সকল ব্রাহ্মণ কালকালে আপনাদের  
বংশে সমুৎপন্ন হইবে, আর গোতম মুনির  
শাপেও যাহারা অবনীতে জন্মগ্রহণ করিবে,  
ভক্ত ব্রাহ্মণোক্তমেবা তাহাদের সকলকেই  
যদ্ব সহকারে পরিত্যাগ করিবেন ; তাহারা  
ব্রাহ্মণের সন্তায়া নহে । হে সন্তমগণ !  
কৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, সেই মহর্ষিগণ “যে  
আজ্ঞা” এই মাত্র বলিয়া লীড় আপনাদের  
আলয়ে প্রস্থান করিলেন । তদনন্তর জগন্ময়  
নারায়ণ কৃষ্ণ অবলীলাক্রমে আপনার সমস্ত-  
কুল সংহার করিয়া সেই পরমপদ

ন শক্যো বিস্তরাবকুং কিং কুঃ শ্রোতুমিচ্ছথ  
যঃ পঠেচ্ছগুয়াধাপি বংশানান্ কথনং শুভম্ ।  
সর্কপাপবিনিমূক্তঃ সর্গলোকে মহীষতে ॥ ২২  
ইতি জীকোর্থে মহাপুরাণে পূর্বভাগে রাজ-  
বংশানুকীর্ণনং নাম সপ্তবিংশো-  
হধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কৃতং ত্রেতা আপরশ্চ কলিশ্চেতি চতুর্গম্ ।  
এষাং প্রভাবং সূতাদ্য কথয়স্ব সমাসতঃ ॥ ১  
সূত উবাচ ।  
গতে নারায়ণে কৃষ্ণে স্বমেব পরমং পদম্ ।  
পার্শ্বঃ পরমধর্ম্মাশ্চ পার্শ্বঃ শক্ততাপনঃ ॥ ২  
কুহা চৈবোত্তরবিধিং শোকেন মহতাবৃতঃ ।  
অপস্তম্য পথি গচ্ছন্তঃ কৃষ্ণদৈপায়নং যুনিম্ ॥ ৩

হইলেন । আমি সংক্ষেপে আপনাদের  
নিকটে এই রাজবংশ কীর্তন করিলাম, আমি  
আর বিস্তৃতরূপে বলিতে পারিব না ; আপ-  
নার। আর কি শুনিতে ইচ্ছা করেন ? যিনি  
এই পবিত্র বংশকথন পাঠ করেন বা শ্রবণ  
করেন তাঁহার সকল পাপ বিনষ্ট হয় এবং  
তিনি স্বর্গে বাস করেন । ১২—২২ ।

সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিতে লাগিলেন ;—হে সূত !  
সত্য, ত্রেতা, আপর ও কলি এই চারিটি যুগ ;  
অথবা এই চারি যুগের মাহাত্ম্য সংক্ষেপে  
কীর্তন কর । সূত কহিলেন,—নারায়ণ কৃষ্ণ  
আপনার পরমপদ প্রাপ্ত হইলে, শক্ততাপন  
পরমধর্ম্মাশ্চ পার্শ্ব অর্জুন, তাঁহার উত্তরবিধি  
সমাপন করিলেন এবং তাঁহার শোকে নিভাস্ত  
অবীর হইয়া উঠিলেন । একদিন ব্রহ্মবানী

শিষ্যঃ প্রশিষ্যরতিতঃ সংবৃতং ব্রহ্মবাদিনম্ ।  
পাত দণ্ডবহুমৌ ত্যক্তা শোকং তদাৰ্জুনঃ ॥ ৪  
উবাচ পঞ্চমপ্রীত্যা কস্মাদেতান্নাহামতে ।  
শুনোঃ গচ্ছসি কিপ্রং কংবা দেশং প্রতি

প্রত্যো ॥ ৫

দন্দর্শনার্থে ভবতঃ শোকো মে বিপুলো গতঃ  
ইদানীং মম যৎ কাৰ্য্যং ক্রুহি পদ্মদলেক্ষণ ॥ ৬  
চমুবাচ মহাযোগী কৃষ্ণদৈপায়নঃ স্বধম্ ।  
উপবিষ্ট নদীতীরে শিষ্যঃ পরিবৃত্তো যুনিঃ ॥ ৭  
ব্যাস উবাচ ।

ইদং কলিযুগং ঘোরং সস্ত্রাণ্ডং পাণ্ডুনন্দন ।  
জ্ঞো গচ্ছামি দেবস্ত পুরীং বারানসীং ভভান  
অস্মিন কলিযুগে ঘোরে লোকাঃ পাপানুবর্তিনঃ  
ভবিষ্যন্তি মহাবাহো বর্ণাশ্রমবিবর্জিতাঃ ॥ ৮  
যান্তং পশ্যামি জন্তুনাং মুক্কা বারানসীং পুরীম্  
দগ্নপাপোপশমনং প্রায়শ্চিত্তং কলৌ যুগে ॥ ৯

কৃতং ত্রৈতা ষাপরম্ সর্বেষেভেবু তে নরাঃ ।  
ভবিষ্যন্তি মহাশ্বানো ধার্মিক সত্যবাদিনঃ ॥ ১০  
অং হি লোকেষু বিখ্যাতো ধৃতিমান্ জনবৎসলঃ  
পালয়াদ্য পরং ধর্ম্মং স্বকীয়ং বুঢ়্যসে তয়াং ॥ ১১  
এবমুক্তো ভগবতা পার্থঃ পরপুরুষম্ ।  
পৃষ্টবান্ প্রণিপত্যাসৌ যুগধর্ম্মান্ বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥  
তস্মৈ প্রোবাচ সকলং যুনিঃ সত্যবতীশুভঃ ।  
প্রণম্য দেবমীশানং যুগধর্ম্মান্ সনাতনান্ ॥ ১৪  
ব্যাস উবাচ ।

বক্ষ্যামি তে সমাসেন যুগধর্ম্মান্ নরেশ্বর ।  
ন শক্যতে ময়া রাজন্ বিস্তরেণাতি ভাবিতুন্ ॥ ১৫  
আদ্যং কৃতযুগং প্রোক্তং ততস্ত্রেতাযুগং বৃধেঃ  
তৃতীয়ং ষাপরং পার্থ চতুর্থং কলিকচ্যতে ॥ ১৬  
ধ্যানং তপঃ কৃতযুগে ত্রৈতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে ।  
ষাপরে যজ্ঞমেবাহর্দানমেকং কলৌ যুগে ॥ ১৭  
ত্রয়ো কৃতযুগে দেবস্ত্রেতায়াং ভগবান্ রবিঃ ।

কৃষ্ণদৈপায়ন যুনিকে শিষ্য-প্রশিষ্য-সংবৃত  
হইয়া পশ্চিমদ্ব্যে গমন করিতে দেখিয়া অর্জুন  
শোক-সংবরণপূর্বক দণ্ডবৎ ভূমিতে পতিত  
হইলেন এবং অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাঁহাকে  
বলিতে লাগিলেন,—হে প্রত্যো মহাশুনে!  
আপনি কোন্ দেশ হইতে আগমন করিলেন  
এবং এক্ষণে কোথায় বা গমন করিতেছেন?  
হে পদ্মদলেক্ষণ! আপনাকে দর্শন করিয়া  
আমার বিপুল শোকের অপগম হইয়াছে,  
এক্ষণে আমার কি করা উচিত, তাহাই  
আমাকে বলুন। মহাযোগী কৃষ্ণদৈপায়ন যুনি  
শিষ্যসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া নদীতীরে উপবেশন-  
পূর্বক অর্জুনকে বলিতে লাগিলেন,—হে  
পাণ্ডুনন্দন! এক্ষণে ঘোর কলিকাল উপস্থিত  
হইয়াছে, এজন্ত আমি মহাদেবের পবিত্রপুরী  
বারানসীধামে গমন করিতেছি। হে মহা-  
বাহো! এই ঘোর কলিযুগে লোকে পাপানু-  
বর্তী ও বর্ণাশ্রমবিহীন হইবে। কলিযুগে  
দেহীদিগের পক্ষে বারানসী ভিন্ন অপর  
কোন প্রায়শ্চিত্ত দেখিতে পাই না—যাহাতে  
তাঁহাদের সকল পাপ বিনষ্ট হয়। (কলি-

কালে যাহারা বারানসীতে বাস করিবে,  
সত্য, ত্রৈতা ও ষাপরযুগে সেই সকল মনুষ্যই  
মহাশ্বা, ধার্মিক এবং সত্যবাদী হইবে।  
তুমি পৃথিবীর মধ্যে ধৈর্য্যশীল ও লোকপ্রিয়  
বলিয়া প্রসিদ্ধ; এ সময়ে তুমি নিজের পরম  
ধর্ম্ম প্রতিপালন কর, তাহা হইলেই সংসারের  
ভয় হইতে মুক্তি লাভ করিবে। ১—১২। হে  
বিজ্ঞোক্তমসকল! ভগবান্ ব্যাসদেব এইরূপ  
বলিলে, পরপুরুষ অর্জুন তাঁহাকে প্রণিপাত  
করিয়া যুগধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।  
সত্যবতীশুভন দেবদেব ঈশানকে প্রণাম  
করিয়া অর্জুনের সমক্ষে সনাতন যুগধর্ম্মসকল  
কৌতুহল করিতে লাগিলেন। ব্যাস কহিলেন,  
—হে নরেশ্বর! তোমাকে যুগধর্ম্মের কথা  
অতি সংক্ষেপে বলিব, হে রাজন্! আমি  
সবিস্তার সমুদায় বলিতে পারিব না। পতি-  
তেরা বলেন, প্রথমে সত্যযুগ, তাহার পর  
ত্রৈতাযুগ, তৃতীয় ষাপর ও চতুর্থ কলিযুগ।  
সত্যযুগে ধ্যান এবং তপস্বী, ত্রৈতাযুগে  
কেবল জ্ঞান, ষাপরে যজ্ঞ, কলিযুগে একমাত্র  
দানই মোক্ষের কারণ। সত্যযুগের দেবতা

ঘাপরে নৈবতং বিষ্ণুঃ কলৌ দেবো মহেশ্বরঃ  
ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথা সূর্য্যঃ সৰ্ব্ব এব কলাবশি ।  
পূজ্যস্তে ভগবান্ ক্রতুচতুষ্পাদি পিনাকধ্বক্ । ১১  
আদ্যো ক্রতুযুগে ধর্ম্মচতুষ্পাদঃ প্রকীর্তিতঃ ।  
ত্রৈতায়ুগে ত্রিপাদঃ স্তাদ্বিপাদো ঘাপরে হিতঃ  
ত্ৰিপাদহীনস্তযো তু সত্তামাজ্জৈব তিষ্ঠতি ২০  
কৃতে তু মিত্থনোৎপত্তিস্বস্তিঃ সাক্ষাদলোলুপা ।  
প্রজাতৃপ্তাঃ সদা সর্বাঃ সমানন্দাশ্চ ভোগিনঃ ।  
অধমোত্তমতা নাসাং নির্বিশেষাঃ পুরঞ্জয় ।  
তুলামায়ুঃ সুখঃ রূপং তাসাং তস্মিন কৃতে যুগে  
বিশৌকাঃ সম্ববহুলা একান্তবহুলাস্তথা ।  
ধ্যাননিষ্ঠান্তপোনিষ্ঠা মহাদেবপরায়ণাঃ । ২৩  
তা বৈ নিকামচারিণ্যো নিত্যং যুদিতমানসাঃ ।  
পর্কতোদধিবাসিন্তো হনিকেতাঃ পরস্তপ । ২৪

ব্রহ্মা, ত্রৈতায়ুগের দেবতা ভগবান্ রবি,  
ঘাপরযুগের দেবতা বিষ্ণু এবং কলিযুগের  
দেবতা মহেশ্বর; ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ও সূর্য্য  
ইহারাও কলিকালের উপাস্ত, কিন্তু পিনাক-  
পাদি ভগবান্ ক্রতু চারিযুগেই পূজিত  
হইতেছেন। আদ্য সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ,  
ত্রৈতায়ুগে ত্রিপাদ, ঘাপরযুগে দ্বিপাদ এবং  
কলিযুগে ত্রিপাদবিহীন কেবল সত্তামাজ্জ-  
বশিষ্ট। ১১—২০। হে পুরঞ্জয় অর্জুন!  
সত্যযুগে সকলেরই উৎপত্তি মিত্থন (স্বী পুরুষ  
একত্র) হইত; লোকে কেহ কাহারও আচ-  
রণ দেখিয়া লোভের বশীভূত হইত না; সকল  
প্রজাই সর্বদা সন্তুষ্ট ও সানন্দচিত্তে সুখ-  
ভোগ করিত। সে সময়ে কেহ উত্তম, কেহ  
অধম, এরূপ পার্থক্য ছিল না, সকলেই তুলা-  
রূপ সুখভোগ করিত; আয়ুঃ ও রূপ সকলেরই  
সমান ছিল। হে পরস্তপ! সত্যকালে সক-  
লেই শোকরহিত, সম্ববহুল ও নির্জনপ্রিয়  
ছিল; সেই কালে সকলেই ধ্যানে ও তপ-  
স্যায় মগ্ন থাকিত এবং সকলেই মহাদেবের  
আরাধনা করিত; সে সময়ে কাহারও বাস-  
হান নির্দিষ্ট ছিল না, সকলেই পর্কতে বা  
সুদ্রতীরে বাস করিত; সকলেই নিকাম

রসোজাস কালযোগাৎ ত্রৈতায়ুগে নভতি  
বিজাঃ ।  
তস্তাই সিদ্ধৌ প্রনষ্টায়ামতা সিদ্ধিরবর্তত । ২৫  
অপাং সৌখ্যে প্রতিহতে তদা মেঘাচ্চনা তু বৈ  
মেঘেভ্যঃ স্তনমিত্বুভাঃ প্রবৃত্তং বৃষ্টিমর্জ্জনম্ । ২৬  
সকদেব তয়া বৃষ্ট্যা সংযুক্তে পৃথিবীতলে ।  
প্রাহুরাসংস্তথা তাসাং বৃক্ষা বৈ গৃহসংজিতাঃ ।  
সর্বাঃ প্রতাপযোগাত্ত তাসাং তেভ্যঃ প্রজায়তে  
বর্তয়ন্তি স তেভ্যস্তাস্মৈতায়ুগমুখে প্রজাঃ । ২৮  
ততঃ কালেন মৃতা তাসামেব বিপর্যয়াৎ ।  
রাগলোভাশ্চকো ভাবস্তদা হ্যকস্মিকোহভবৎ  
বিপর্যয়েণ তাসান্ত তেন তৎকালভাবিতাঃ ।  
প্রগচ্ছন্তি ততঃ সর্বে বৃক্ষান্তে গৃহসংজিতাঃ । ৩০  
ততস্তেষু প্রনষ্টেষু বিভ্রান্তা মৈথুনোত্তবাঃ ।  
অভিধ্যায়ন্তি তাং সিদ্ধিং সত্যভিধ্যায়িনস্তদা

আচরণ করিত এবং সর্বদা সন্তুষ্টমনে কাল-  
যাপন করিত! হে বিজগণ! পরে ত্রৈতায়ুগে  
কালধর্ম্মানুসারে পূর্বের রসোজাস সমস্তই  
বিনষ্ট হইল। সে সকল সুখভোগ বিলুপ্ত  
হইলে পর, লোকে অন্তবিধ সুখভোগের  
অধিকারী হইয়াছিল। সে সময়ে অনায়াসে  
জলপ্রাপ্তির ব্যাঘাত হওয়ায় সশব্দ মেঘ  
হইতে বৃষ্টিধারাপাতের প্রথম সৃষ্টি হইল। সেই  
বৃষ্টিধারা ধরণীতলে একবার মাত্র পতিত হও-  
য়ায় প্রজাদিগের গৃহরূপ বৃক্ষ সকল আবি-  
র্ভূত হইতে লাগিল; ত্রৈতায়ুগের আরম্ভ  
সময়ে সেই সকল বৃক্ষই প্রজাদিগের সর্ব  
প্রকার উপযোগিতা নিরূপ করিত, এমন  
কি, প্রজাগণ তাহাদের বলে আপনাদের  
জীবিকা নিরূপ করিত। অনন্তর দীর্ঘকাল  
গত হইলে পর প্রজাদিগের ব্যতিক্রম দোষে  
অকস্মাৎ তাহাদিগের মধ্যে রাগ ও লোভের  
আবির্ভাব হইতে লাগিল। প্রজাদিগের সেই  
ব্যতিক্রম দোষে তৎকালে গৃহ নামক সমস্ত  
বৃক্ষই বিনষ্ট হইয়া গেল। ২১—৩০। তদ-  
নন্তর সেই বৃক্ষ সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইলে,  
মৈথুনোত্তব প্রজারা সত্যযুগের কথা শ্রবণ



পিতামহনিরোগেন হৃদোক পৃথিবীঃ পৃথুঃ ॥ ৪৫  
 ততস্তা জগৎ: সৰ্বা হৃদোকঃ ক্রোধমুর্চ্ছিতাঃ  
 অশ্রুদারধনান্যাস্ত বলাৎ কালসলেন চ (ক)  
 মর্যাদায়াঃ প্রতিষ্ঠার্থং জ্যৈষ্ঠহস্তগবানজঃ ।  
 সসৰ্জ কজিয়ান্ ব্রহ্মা ব্রাহ্মণানাং হিতায় বৈ  
 বর্ণাশ্রমব্যবস্থাস্ত জ্যৈষ্ঠায়াং কৃতবান্ প্রভুঃ ।  
 ব্রহ্মপ্রবর্তনকৈব পশুহিংসাবিবর্জিতম্ ॥ ৪৮  
 ষাপরেহপাথ বিদ্যাতে মতিভেদাৎ সদা নৃণাম্ ।  
 রাগো লোভস্তথা যুদ্ধং তদ্বানাম্ বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৪৯  
 একো বেসচ্চতুশ্চাঙ্গদ্বিধা বিহ বিভাব্যভে ।  
 বেদব্যাসচ্চতুর্ক ৫ বাস্ততে ষাপরাদিষু ॥ ৫  
 ঋষিপুত্রৈঃ পুনর্কেনা ভিন্যস্তে দৃষ্টিবিস্তমৈঃ ।  
 মন্ত্রব্রাহ্মণবিভাসৈঃ স্ববর্ণবিপর্ধ্যমৈঃ ॥ ৫১

করিতে লাগিল। তাহাদিগের এইরূপ বিপ-  
 রীত আচরণে ওগদি সকল পৃথিবীর মধ্যে  
 প্রবেশ করিল। তৎপরে পৃথু ব্রহ্মার  
 আদেশে পৃথিবীকে দোহন করিয়াছিলেন।  
 অনন্তর প্রজাগণ আপনাদের পত্নী ও ধনাদি  
 প্রাপ্ত হইল এবং সকলেই ক্রোধমুর্চ্ছিত হইয়া  
 কালমাতাছায়া পরস্পর অক্রমণ করিতে  
 লাগিল। তগবান্ ব্রহ্মা এই সমস্ত জানিতে  
 পারিয়া সকলের মর্যাদারক্ষা ও ব্রাহ্মণগণের  
 মঙ্গলসাধন কবিবার নিমিত্ত ক্রোধগণের সৃষ্টি  
 করিলেন। আই তগবান্ জ্যৈষ্ঠযুগে বর্ণা-  
 শ্রমের ব্যবস্থা এবং পশু-হিংসাবিহীন যাগাদি  
 প্রবর্তন করিয়াছিলেন। ষাপরযুগে মানব-  
 গণের বুদ্ধিভেদ-বশতঃ (মল্লয়া-সমাজে)  
 সৰ্বদা রাগ, লোভ, যুদ্ধ ও স্বরূপার্থের অনি-  
 শ্চয় এই সকল হয়। এই কালে চতু-  
 শ্চাঙ্গ বেদ ভিন ভাগে বিভক্ত হইয়াছিল,  
 পরে ষাপর যুগে বেদব্যাস তাহাকে চারি-  
 ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ৪১—৫০।  
 হৃদয়শী ঋষিপুত্রেরা আবার বেদকে মন্ত্র-  
 ব্রাহ্মণাদির বিভাস এবং স্বর ও বর্ণের ব্যতি-

সংহিতা ঋগ্বেদজুঃসারঃ সংহতস্তে ক্ষতবিত্তিঃ ।  
 সামান্তোক্তাবনা চৈব দৃষ্টিভেদৈঃ কচিং কচিং ।  
 ব্রাহ্মণঃ কল্পসূত্রানি ব্রহ্মপ্রবচনানি চ ।  
 ইতিহাসপুৰাণানি ধর্মশাস্ত্রানি সুব্রত ॥ ৫৩  
 অবৃষ্টির্মরণকৈব তথৈব ব্যাখ্যাপনজবাঃ ।  
 বায়নঃকার্যট হুঃখনির্কেনো জায়তে নৃণাম্ ।  
 নির্কেনোজায়তে তেষাং ক্ষুধমোকবিচারণা ।  
 বিচারণাচ্চ বৈরাগ্যাং বৈরাগ্যাংদোষমর্শনম্ ॥ ৫৫  
 দোষাণাং মর্শনাচ্চৈব ষাপরে জ্ঞানসম্ভবঃ ।  
 এষা ব্রহ্মমোয়ুক্তা বুদ্ধিকৈ ষাপরে বিভাঃ ॥ ৫৬  
 আদ্যে কতে তু ধর্মোহস্তি স জ্যৈষ্ঠায়াঃ  
 প্রবর্ততে ।

ষাপরে ব্যাকুলোভম্ প্রণততি কলৌ যুগে ॥ ৫৭  
 ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে পুরুভাগে যুগ-  
 ধর্মাস্তকীর্তনেছষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

ক্রমদ্বারা পৃথক পৃথক অংশে বিভক্ত করিতে  
 লাগিলেন। পরে শাস্ত্রজ্ঞানবান্ ঋষিগণ  
 আপনাদের জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য অনুসারে  
 কোন কোন স্থলে সামান্ত অংশ রচনা করিয়া  
 ঋক্, যজুঃ ও সামের সংহিতা সকল সঙ্কলন  
 করিলেন। হে সুব্রত! পরে ঋষিগণ ব্রাহ্মণ,  
 কল্পসূত্র, ব্রহ্মা, প্রবচন, ইতিহাস, পুৰাণ ও  
 ধর্মশাস্ত্র সকল রচনা করিয়াছিলেন। হে দ্বিজ-  
 গণ! এই সময়ে ষাপরযুগে অবৃষ্টি, মরণ এবং  
 রোগের উপদ্রব ঘটিতে আরম্ভ হইল; তখন  
 লোকের শারীরিক, মানসিক এবং বাচনিক  
 দৃঃখে অতিশয় অনুতাপ উপস্থিত হইল। এই-  
 রূপ অনুতাপ হওয়াতে, তাহারা কি উপায়ে  
 আপনাদের দৃঃখ দূর হইবে, তাহাই বিচার  
 করিতে লাগিল; এইরূপ বিচার ক্রমাতাই  
 তাহাদের বিবেক জন্মিল; বিবেকের উদয়  
 হওয়াতে তাহারা আপনাদের দোষ দেখিতে  
 পাইল এবং এইরূপ দোষ মর্শনেই ষাপরে  
 জ্ঞানের উদয় হইল, ইহাই ষাপরযুগের ব্রহ্ম-  
 স্তমোময়ী বৃত্তি। আদ্য সত্যযুগে যে ধর্ম ছিল  
 তাহাই জ্যৈষ্ঠ বর্তমান ছিল। ষাপরে সেই

(ক) অনুব্রাহ্ম দানবাদ্যাস্ত বলাৎকারবলেন  
 বিত্তি কচিং পাঠঃ ।

একোনিবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ভিষ্যে মারামহ্মাক বধৈঃ তপশ্চিহ্নাম ।  
সাধয়ন্তি নরা নিত্যং তমসা ব্যাকুলীকৃতাঃ ॥ ১ ॥  
কলৌ প্রমারকো রোগঃ সততং ক্লমৎ তথা ।  
অনাবৃষ্টিভয়ং ঘোরং দেশানাক বিপর্যয়ঃ ॥ ২ ॥  
অধাশ্মিক নিরাহারো মহাকোশালতেজসঃ ।  
অনৃতং ক্রবতে লুকাস্তিষ্যে জাতাঃ সূহৃন্ত্যজাঃ  
হ্রিষ্টৈর্হরধীতৈশ্চ হ্রাচাটৈর্হরাগমৈঃ ।  
বিপ্রাণাং কৰ্মদোষৈশ্চ প্রজানাং জায়তে ভয়ম্  
নাধীয়েতে তদা বেদান্ ন যজন্তি বিজাতয়ঃ ।  
যজন্তি যজ্ঞান্ বেদাশ্চ পঠন্তে চান্নবুদ্ধয়ঃ ॥ ৫ ॥  
শূদ্রাণাং মন্ত্রযোগৈশ্চ সম্বন্ধো ব্রাহ্মণৈঃ সহ ।  
ভবিষ্যন্তি কলৌ তস্মিন্হয়নাসনতোজরৈঃ ॥ ৬ ॥

ধর্ম ব্যাকুলিত হইয়া কলিযুগে বিনাশ প্রাপ্ত  
হইতেছে । ৫১—৫৭ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

বেদব্যাস কহিলেন,—কলিকালে মনুষ্য  
সকল ভ্রমোত্তপে আবৃত থাকে । তাহার  
ক্লেশের কপটতা, অসুখ ও তপশ্চিহ্ন করিয়া  
কলিকালে মারাত্মক রোগের সঞ্চার  
হয় এবং সর্বদা ক্লমৎ, ঘোর-অনাবৃষ্টি-ভয় ও  
দশবিধ এই সকল ঘটিয়া থাকে । এ কালে  
কলৌ অধাশ্মিক, খাদ্যাখাদ্য-বিচারহীন,  
হাকোষী, অন্নতেজাঃ, মিথ্যাবাদী, লুন্ড ও  
হুপ্রজাঃ হয় এবং ব্রাহ্মণদিগের হ্রতীষ্ট,  
মধ্যম, হ্রাচাটতা ও হ্রুপদেশ প্রভৃতি  
দোষে কেবল লোকের ভয় হইয়া থাকে ।  
। সময় কোন বিজ্ঞাতিই যজ্ঞ বা বেদাধ্যয়ন  
করেনা, বাহারা অন্নবুদ্ধি তাহারাই যজ্ঞ ও  
বিদ্যাধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হয় । কলিকালে  
ব্রাহ্মণদিগের, শূত্রের সহিত একত্র শয়ন, উপ-  
শয়ন, কোজন ও মন্ত্রলংঘ্যোগ দ্বারা পরস্পর

রাজানঃ শূদ্রভূমিষ্ঠা ব্রাহ্মণান্ বাধয়ন্তি চ ।  
ক্রণহত্যা বীরহত্যা প্রজায়েত নরেশ্বরে ॥ ৭ ॥  
স্নানং হোমং জপং দানং দেবতানাং তথার্চনম্  
তথাক্রান্তি চ কৰ্ম্মাণি ন কুর্যন্তি বিজাতয়ঃ ॥ ৮ ॥  
বিনিন্দান্তি মহাদেবং ব্রাহ্মণান্ পুরুষোত্তমম্ ।  
আর্যধর্ম্মশাস্ত্রাণি পুরাণানি কলৌ যুগে ॥ ৯ ॥  
কুর্যন্ত্যবেদদৃষ্টানি কৰ্ম্মাণি বিবিধানি চ ।  
স্বধর্ম্মে তু কচির্বেব ব্রাহ্মণানাং প্রজায়তে ॥ ১০ ॥  
কুলীলচর্যা পাষণ্ডৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সমাবৃতাঃ ।  
বহুধাচনকা লোকা ভবিষ্যন্তি পরস্পরম্ ॥ ১১ ॥  
অটশূলা জনপদাঃ শিবশূলাশ্চতুশ্চাঃ ।  
প্রমদাঃ কেশশূলাশ্চ ভবিষ্যন্তি কলৌ যুগে ॥ ১২ ॥  
গুরুদস্তাজিতাকাস্চ যুগাঃ কাষায়বাসসঃ ।  
শূদ্রা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি যুগান্তে সন্মুখস্বিতে ॥ ১৩ ॥  
শস্ত্রচৌর্য ভবিষ্যন্তি তথা চেলাভিমর্ষিণঃ ।  
চৌরচৌর্যাস্চ হর্ভারো হর্ভুহন্তা তথাপরঃ ॥ ১৪ ॥

সম্বন্ধ করিয়া থাকে । রাজারা শূদ্রভূমিষ্ঠ এবং  
ব্রাহ্মণের পীড়াদায়ক হয় । রাজাদিগের মধ্যে  
ক্রণহত্যা ও বীরহত্যা ঘটিয়া থাকে । কলি-  
যুগে বিজ্ঞাতিগণ তীর্থস্নান, হোম, জপ, দান,  
দেবারাধনা এবং অস্ত্রাস্ত্র (কর্তব্য) কর্ণের  
অমুষ্ঠান করে না এবং বেদ, ধর্ম্মশাস্ত্র, পুরাণ,  
ব্রাহ্মণ ও পুরুষোত্তম মহাদেবের নিন্দা  
করে । তাহার নানাবিধ বেদবিকল্প কর্ণের  
অমুষ্ঠান করিয়া থাকে । ব্রাহ্মণদিগের প্রায়শঃ  
স্বধর্ম্মে অমুদ্রাগ থাকে না । ১—১০ ।  
লোকে হ্রাচাট, পাষণ্ডগণের সহিত সম-  
বেত হইয়া অসদাচরণের অমুষ্ঠান করে  
এবং সকলে পরস্পর বহু লোকের নিকট  
প্রবর্তন করে । কলিযুগে জনপদে প্রাসাদো-  
পরি গৃহে শূল বিদ্ধ থাকিবে, চতু-  
শ্চাথে শিবশূল থাকিবে এবং রমণীগণের  
কেশশূল অর্থাৎ মোহশলাকাসকল বিদ্ধ  
থাকিবে । কলিকাল উপস্থিত হইলে গুরু-  
দস্ত, অজিতনেত্র, যুগ ও কাষায়বস্ত্রধারী  
শূত্রেরাই ধর্ম্মাচরণ করিবে । অনেকে শস্ত্র-  
চৌর ও বস্ত্রাণধারী হইবে এবং এক চৌর



দুঃখগ্রস্থতান্নান্নদেহোৎসাদঃ সন্নোগতা ।  
 অধর্ম্যান্তিনিবেশিতং তমোবৃত্তং কলৌ স্মৃতম্ ।  
 কাষায়িণোহথ নিগ্রহাস্তথা কাপালিকাশ্চ যে ।  
 বেদবিক্রয়িণশ্চাত্তে ভীর্থবিক্রয়িণঃ পরে ॥ ১৬  
 আসনস্থান্ দ্বিজান্ দৃষ্ট্বা চালয়ন্ত্যন্নবুদ্ধাঃ ।  
 তাক্ষয়ন্তি দ্বিজেন্দ্রাশ্চ শূদ্রা রাজোপজীবিনঃ ।  
 উচ্চাসনস্থাঃ শূদ্রাশ্চ দ্বিজমধ্যে পরস্তপ ।  
 দ্বিজাশ্রয়করো রাজা কলৌ কালবলেন তু ॥ ১৮  
 পুটৈশ্চ ভূষণৈশ্চৈব তথাত্তৈর্মললৈর্দ্বিজাঃ ।  
 শূদ্রান্ পরিচরন্ত্যন্ন-জাতভাগ্যবলাধিতাঃ ॥ ১৯  
 ন প্রেক্ষন্তেহর্চিতাশ্চাপি শূদ্রা দ্বিজবরান্ নৃপ ।  
 সেবাবসরমালোক্য ধারে তিষ্ঠন্তি চ দ্বিজাঃ ॥ ২০  
 বাহনস্থান্ সমাবৃত্ত্য শূদ্রান্ শূদ্রোপজীবিনঃ ।

নিকট হইতে অপর চোর অপহরণ করিবে ;  
 সেই অপহরণকারীকে অপর চোর আসিয়া  
 প্রহার করিবে । দুঃখবাহুল্য, অম্মায়ু, দেহাব-  
 সাদ, রোগভোগ, অধর্ম্মান্তিনিবেশ ও  
 পাপাচ্ছন্ন এই সকল কলিকালে ঘটিতে  
 থাকে । এ সময়ে কেহ শাস্ত্রাধ্যয়ন না করি-  
 যাই কাষায়বস্ত্র পরিধান করে, কেহ বা  
 ( কাপালিক হয় বা ) নরকপাল হস্তে করিয়া  
 বিচরণ করে, কেহ বা বেদবিক্রয় করে, কেহ  
 বা ভীর্থবিক্রয় করিয়া থাকে । অন্নবুদ্ধি লোকেরা  
 ব্রাহ্মণদিগকে উৎকৃষ্ট আসনোপবিষ্ট  
 দেখিলে চালনা করিয়া থাকে এবং শূদ্র রাজ-  
 কর্মচারীরাও দ্বিজেন্দ্রগণকে তাড়না করে ।  
 হে পরস্তপ অর্জুন ! কলিকালে শূদ্রেরাই  
 দ্বিজের মধ্যে উচ্চাসন অধিকার করিয়া থাকে  
 এবং কালধর্ম্মানুসারে রাজারাও ব্রাহ্মণের  
 মান রক্ষা করে না । তন্নজ্ঞত, অন্নভাগ্য ও  
 অন্নবলাধিত দ্বিজগণ পুন্স, ভূষণ ও অস্ত্রস্ত  
 মল-দ্রব্যাদি শূদ্রের পরিচর্যা করে । হে  
 নৃপ ! পূজা করিলেও শূদ্রেরা ব্রাহ্মণদিগের  
 প্রতি কটাক্ষপাত করে না, তথাপি ব্রাহ্মণেরা  
 আপনাদের সেবাবসর দেখিবার নিমিত্ত শূদ্রের  
 ধারে দণ্ডায়মান থাকে । ১১—২০ । কলি-  
 কালে শূদ্রোপজীবী ব্রাহ্মণেরা, বাহনাক্র

সেবান্তে ব্রাহ্মণান্তাঃস্ত ভবন্তি ভূতিভিঃ কলৌ  
 অধ্যাপয়ন্তি তৈব বেদান্ শূদ্রান্ শূদ্রোপজীবিনঃ  
 এবং নিক্ষেপকানধান্ নাস্তিক্যাং ঘোরম্বাধিতাঃ  
 তপোযজ্ঞকলান্যস্ত বিক্রেতারো দ্বিজোত্তমাঃ ।  
 যতয়শ্চ ভবিষ্যন্তি শতশোহথ-সহস্রশঃ ॥ ২৩  
 না-যন্তঃ স্বকং ধর্ম্মং নাধিগচ্ছন্তি তৎপদম্ ।  
 গায়ন্তি লোকিকৈর্গানৈর্দৈবতানি নরাধিপ ॥ ২৪  
 বামাঃ পাণ্ডপতাচারান্তথা বৈ পাণ্ডরাজিকাঃ ।  
 ভবিষ্যন্তি কলৌ তন্তিন্ ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়াস্তথা  
 জ্ঞানো কর্ম্মণ্যপগতে লোকে নিক্রিয়তাং গতে  
 কীট-মূষিক-সর্পাশ্চ ধর্ম্মবিষ্যন্তি মাহুমান্ ॥ ২৬  
 কুর্শাস্ত চাবতারানি ব্রাহ্মণানাং কুলেষু বৈ ।  
 দধীচোপনির্দ্দম্বাঃ পুরা দক্ষাধ্বরে দ্বিজাঃ ॥ ২৭  
 নিন্দন্তি চ মহাদেবঃ তমসাবিষ্টচেতসঃ ।  
 নৃথা ধর্ম্মং চরিষ্যন্তি কলৌ তস্মিন্ বৃণাস্তিমে ।  
 যে চাত্তে শাপনির্দ্দম্বা গৌতমস্ত মহাত্মনঃ ।

শূদ্রের চতুর্দিকে দাঁড়াইয়া ভূতি পাঠ করে  
 এবং তাহাদের সেবা করিতে থাকে । ব্রাহ্মণ-  
 গণ এইরূপ বেদবর্হিভূত আচরণ করিয়া ঘোর  
 নাস্তিক্যভাব অবলম্বন করে এবং কোন  
 কোন ব্রাহ্মণ শূদ্র রজীবী হইয়া শূদ্রকে বেদ  
 অধ্যয়ন করায় । দ্বিজোত্তমেরা আপনাদের  
 তপস্তা ও যজ্ঞের কল অপরকে বিক্রয় করে ।  
 হে নরাধিপ ! শত সহস্র লোকে আপনাদের  
 ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া যতিব্রত অবলম্বন করে, কিন্তু  
 ব্রাহ্মণদ লাভ করিতে পারে না ; সকলেই  
 লৌকিক গান গাহিয়া দেবতার স্তব করে ।  
 কালকালে ব্রাহ্মণ ও কত্রিয় সকলেই বামা-  
 চারী, পাণ্ডপতাচারী ও পাণ্ডরাজিক হইবে ।  
 জ্ঞান ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম বিনষ্ট হইলে এবং  
 সকল মনুষ্য ক্রিয়ালুপ্ত হইলে কীট, মূষিক  
 এবং সর্পেণাও মনুষ্যকে আক্রমণ করিবে ।  
 হে দ্বিজগণ ! পূর্বে দক্ষযজ্ঞকালে দধীচ-  
 যুনি যে সকল ব্রাহ্মণকে শাপ দিয়াছিলেন  
 তাহারিও অস্তিম-কলিযুগে ব্রাহ্মণবৃন্দে  
 অবতীর্ণ হইবে এবং অজ্ঞান, ব্রূচৈত ধাকিয়া  
 মহাদেবের নিন্দা করিবে ও নৃথা ধর্ম্মের



সকল ভেদবতার্য্যান্তি ব্রাহ্মণীভ্যাম্ যোনিষু ॥২০॥  
বিনিমিত্ত্বং কবীকেশং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মবানিনঃ ।  
বেদবাহুভ্যচাচারা কুরাচারা বুধাশ্রমাঃ ॥ ৩০  
মোহয়ন্তি জানান্ সর্কান্ দর্শয়িত্বা কলানি চ ।  
ভমসাবিষ্টমনসো বৈভালভ্রতিকারমাঃ ॥ ৩১  
কলৌ কল্পে মহাদেবোলোকানামীশ্বরঃ পরঃ ।  
ভদ্রেব সাধয়েনুগাং (১) দেবতানাং দৈবতম্  
করিষ্যত্যবতার্য্যাপ শক্তরো নীললোহিতঃ ।  
শ্রোতব্রাহ্মণৈর্ভক্তাঃ ভক্তানাং হিতকাম্যরা ॥৩৩  
উপদেশ্যতি ভক্তানাং শিষ্যাণাং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্  
সর্ববেদান্তসারং হি ধর্ম্মান্ বেদনির্দর্শিতান্ ॥ ৩৪

অন্তর্ধান করিবে । যাহারা গৌতম যে সকল  
ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মণদিগকে শাপ প্রদান করিয়া-  
ছিলেন, তাহারাও কুরাচার ও আশ্রমবিহীন  
হইয়া আপনাদের ব্রাহ্মণ-যোনিতে জন্মগ্রহণ  
করত নারায়ণের নিন্দা করিবে এবং বৈভাল-  
ভ্রম ধারণ করিয়া ভ্রমোপহতচিত্তে  
বহির্ভূত কার্য্যের অন্তর্ধান করিবে ও সে  
কার্য্যে আপনাদের সকলতা দেখাইয়া সমস্ত  
লোককে যুদ্ধ করিবে ॥ ২১—৩১ ॥ কলিকালে  
মহাদেব কল্প মনুষ্যের প্রধান (উপাস্ত)  
দেবতা; অতএব কলিতে দেবতা ও  
মনুষ্যের আরাধ্য, সেই দেবতারই সাধনা  
করিবে । নীললোহিত শক্তর ভক্তের মঙ্গলের  
প্রতি অবতীর্ণ হইবেন এবং শ্রোত ও ব্রাহ্ম-  
ণের প্রতিষ্ঠার জন্য শিষ্যদিগকে সকল  
মহাদেবের সার ব্রহ্মজ্ঞান ও বেদনির্দীপ্তি

(১) ন দেবতা ভবেনুগামিতি পাঠান্তরং  
চং ।

\* কল কথা,—বিভাল যেমন মুষিকাদি  
সো করিবার জন্য ধ্যাননিষ্ট হয় ও বিনীত-  
বে অবস্থান করে, বৈভালভ্রতিকেরও ধর্ম্ম-  
বিশেষ ॥

কলী সদা লুপ্তহায়েকো লোকদত্তকঃ ।

মালভ্যতিকো জ্যোয়ো হিংস্রঃ সর্কান্তিসককঃ  
ইতি মন্ত্রঃ ।

যে তং প্রীতা নিবেবন্তে যেন কেনোপচারতঃ ।  
বিজিত্য কলিকান্ দোষান্ যান্তি তে পরম-  
পদম্ ॥ ৩৫

অনার্য্যসেন সুমহৎ পুণ্যমাপ্নোতি মানবঃ ।  
অনেকদোষহৃষ্টস্ত কলৈরেকো মহান্ গুণঃ ॥৩৬  
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন প্রাপ্য মাহেশ্বরং যুগম্ ।  
বিশেষাদব্রাহ্মণো কল্পমীশানং শরণং ব্রজেৎ ॥  
যে নমন্তি বিরূপাক্ষমীশানং কৃতিবাসসম্ ।  
প্রসন্নচেতসো কল্পং তে যান্তি পরমং পদম্ ॥৩৭  
যথা কল্পনমক্ষারঃ সর্বকামফলো দ্রবঃ ।  
অস্তদেবনমক্ষারান্ন তৎ কলমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৩৮  
এবংবিধে কলিযুগে দোষণ্যামেব শোধনম্ ।  
মহাদেবনমক্ষারো ধ্যানং দানামতি কৃতিঃ ॥৩৯  
তস্মাদবীশ্বরানন্ত্যাক্ষ্য দেবং মহেশ্বরম্ ।  
সম্যগ্নৈরুপাক্ষং যদীচ্ছৎ পরমং পদম্ ॥৪০  
নার্চয়ন্তীহ যে কল্পং শিবঃ ত্রিদশবন্দিতম্ ।

ধর্ম্ম সকল উপদেশ দিবেন । যাহারা  
প্রসন্নচিত্তে যে কোন উপচার দ্বারা তাঁহার  
সেবা করে, তাহারা কলির পাপ হইতে  
বিমুক্ত হইয়া পরমপদ প্রাপ্ত হয় । অনেক  
দোষযুক্ত কলির এই একটি প্রধান গুণ  
যে, মনুষ্য মহাদেবের পূজা করিয়াই প্রচুর  
পুণ্য লাভ করিতে পারে । অতএব সকলেই  
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা মাহেশ্বর যুগে অর্থাৎ  
কলিকালে সর্বপ্রথমে মহাদেবেরই শরণ  
গ্রহণ করিবে । যাহারা প্রসন্নচিত্তে বিরূপাক্ষ  
ব্যাক্ষপরিহিত কেশান কল্পের নমস্কার করে,  
তাহারা পরম পদ লাভ করে । কল্পদেবকে  
নমস্কার করিলে যেমন সকল মনোভীষ্ট সিদ্ধ  
হয়, অপর দেবতাকে নমস্কার করিলে সেরূপ  
ফল লাভ হয় না । এইরূপ কলিকালে সকল  
দোষ প্রক্ষালন করিবার এই একমাত্র উপায়  
যে, মহাদেবের নমস্কার, দান ও ধ্যান ইহাই  
শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে । ৩২—৪০ ॥ অতএব  
লোকে যদি পরমপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করে  
তবে অস্তান্ত দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া  
যেন কেবল বিরূপাক্ষ মহেশ্বরকে আশ্রয়

ভেবাং দানং তপো যজ্ঞো বৃধা জীবিতমেব চ ।  
 নমো ক্রতায় মহতে দেবদেবায় শূলিনে ।  
 ত্র্যম্বকায় ত্রিনেত্রায় যোগিনাং শুরবে নমঃ ॥ ৪৩  
 নমোহস্ত দেবদেবায় মহাদেবায় বেধসে ।  
 শত্ৰবে স্থাপবে নিত্যং শিবায় পরমেষ্ঠিনে ॥ ৪৪  
 নমঃ সোমায় ক্রতায় মহাগ্রাসায় হেতবে ।  
 প্রপদ্যেহং বিরূপাক্ষ শরণ্যং ব্রহ্মচারিনম্ ॥ ৪৫  
 মহাদেবং মহাযোগীশানকাঙ্ক্ষিকাপতিম্ ।  
 যোগিনাং যোগদাতারং যোগমায়াসমাবৃত্তম্ ॥ ৪৬  
 যোগিনাং গুরুমাচার্য্যং যোগগম্যং পিনাকিনম্  
 সংসারনাশকং ক্রতুং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মণোহধিপম্ ॥  
 শাস্তং সৰ্বগং শান্তং ব্রহ্মণ্যং ব্রাহ্মণপ্রিয়ম্ ।  
 কপর্দিনং কলামূর্ত্তিমমূর্ত্তিমমরেশ্বরম্ ॥ ৪৮  
 একমূর্ত্তিং মহামূর্ত্তিং বেদবেদ্যাং দিবস্পতিম্ ।

করে। যাহারা ইহলোকে ত্রিদশপূজিত মহা-  
 দেবের আরাধনা করে না, তাহাদের দান  
 তপস্তা, যজ্ঞ ও জীবন সমস্তই বৃথা। হে দেব-  
 দেব! তুমি ক্রতু, তুমি শূলী, তুমি ত্র্যম্বক, তুমি  
 ত্রিনেত্র ও তুমি যোগগণের গুরু; তোমাকে  
 নমস্কার। হে দেবদেব! তুমি মহাদেব,  
 তুমি মেধা, তুমি শত্ৰু, তুমি স্থাপু, তুমি পর-  
 মেষ্ঠী ও তুমি সপাশিব; তোমাকে নমস্কার।  
 হে দেব! তুমি চন্দ্র, তুমি ক্রতু, তুমি  
 মহাগ্রাসী, তুমি জগতের হেতু, তুমি বিরূপাক্ষ,  
 জগতের শরণ্য ও ব্রহ্মচারী; আমি তোমা-  
 কেই আশ্রয় করিতেছি। হে ঈশান,  
 মহেশ্বর! তুমি মহাযোগী, তুমি অধিকাপতি,  
 তুমি যোগীদিগকে যোগদান করিয়া থাক;  
 আবার স্বয়ং যোগমায়ায় সমাবৃত্ত থাক; হে  
 ক্রতু! তুমিই যোগীদিগের গুরু ও আচার্য্য,  
 তুমি যোগগম্য ও পিনাকী, তুমিই সংসার-  
 নাশক ক্রতু, আবার ব্রহ্মার অধিপতি, হে  
 ব্রহ্মন! তোমাকে নমস্কার করি। হে দেব!  
 তুমি শাস্ত, শান্ত, ব্রহ্মণ্য ও ব্রাহ্মণপ্রিয়;  
 হে নাথ! তুমি সৰ্ব্বত্র গমন করিতে পার,  
 তোমার নাম কপর্দী, তুমি কলামূর্ত্তি, তুমি  
 অমূর্ত্তি, তুমি অমরপতি; তোমাকে নমস্কার।

নীলকণ্ঠঃ বিশ্বমূর্ত্তিং ব্যাপিনং বিশ্বরেতসম্ ॥ ৪  
 কালারিং কালদহনং কামদং কামনাশম্ ।  
 নমস্তে গিরিশং দেবং চন্দ্রাবয়বভূষণম্ ॥ ৫-  
 বিলোহিতং লেলিহানমাদিত্যং পরমেষ্ঠিনম্ ।  
 উগ্রং পশুপতিং ভীমং ভাস্করং তমসং পদ্ম ॥ ৫  
 ইত্যেহল্লক্ষণং প্রোক্তং যুগানাম্ বৈ সমাসতঃ ।  
 অতীতানাগতানাং বৈ ধাবনমন্তরকক্ষম্ ॥ ৫২-  
 মনন্তরেণ চৈকেন সৰ্ব্বাণ্যেবান্তরাণি বৈ ।  
 ব্যাখ্যাভানি ন সন্দেহঃ কল্পঃ কল্পেন চৈব ত্রিঃ  
 মনন্তরেণ চৈতেষু অতীতানাগতেষু বৈ ।  
 তুল্যাভিমানিনঃ সৰ্ব্বে নামকপৈৰ্ভবন্ত্যত ॥ ৫৪  
 এবমুক্তো ভগবতা কিরীটী বেতবাহনঃ ।  
 বভার পরমাং ভক্তিমীশানেব্যভিচারিণীম্ ॥ ৫৫  
 নমস্কার তমুযিঃ কৃকধৈপারনং প্রভুম্ ।

হে দেব! তুমি একমূর্ত্তি, তুমি মহামূর্ত্তি,  
 তুমি বেদবেদ্য, তুমি স্বর্গের অধিপতি, তুমি  
 নীলকণ্ঠ ও বিশ্বমূর্ত্তি, তুমি সৰ্ব্বব্যাপী ও  
 বিশ্বরেতা, তোমাকে নমস্কার। আমি সেই  
 প্রলয়ান্বিতরূপ, কালদহন, কামনাশক, কামদ,  
 চন্দ্রাবয়বভূষণ মহাদেব গিরিশকে নমস্কার  
 করিতেছি। হে দেব! তুমি ভাস্কর, ভীম,  
 উগ্র ও পশুপতি, হে ভয়োৎপাতীত! আমি  
 তোমাকে নমস্কার করি; আমি সেই বিলো-  
 হিত, লেলিহান, পরমেষ্ঠী, আদিত্য মহেশ্বরকে  
 আবার নমস্কার করি। হে অর্জুন! পূর্বে  
 পর্যন্ত মনন্তর কালের ক্ষয় না হইতেছে, সে  
 পর্যন্ত অতীত ও অনাগত সকল যুগেরই  
 লক্ষণ সংক্ষেপে বলিলাম। এক মনন্তর  
 কখন দ্বারা অস্তান্ত সকল মনন্তরের কথাই  
 বলা হইল এবং এক কল্পদ্বারা অস্তান্ত কল্পের  
 কথাও বলা হইল, তাহাতে আর সন্দেহ  
 নাই। হে অর্জুন! অতীত এবং অনাগত  
 সকল মনন্তরেই সকলে আপনাদের তুল্যরূপ  
 নাম ধারণ করিয়া আবার তুল্যরূপ কার্য্যেরই  
 অকুটান করিবে। বেতবাহন কিরীটী  
 ভগবান্ বেদব্যাস কর্তৃক এইরূপ কথিত  
 হইয়া মহাদেবের প্রতি অশ্লিত ভক্তিভার

সর্বজ্ঞ সর্বকর্তার সাক্ষাৎ ব্যবহৃতম্ । ৫১  
তদুবাচ পুনর্যাসঃ পার্থঃ পরপুরুষম্ ।  
সত্যাতঃ স্তুতভাষ্যাকং সম্প্রদ প্রণতঃ মুনিঃ ।  
যতোহস্তমুগ্ধহীতোহসি স্বাদৃশোহস্তো ন  
বিদ্যতে ।  
জৈলোক্যে শক্রে নুনং ভক্তঃ পরপুরুষম্ । ৫২  
দৃষ্টবানসি তং দেবং বিশ্বাকং বিশ্বতোমুখম্ ।  
প্রত্যক্ষমেব সর্বেষাং ক্রদ্রং সর্বজগন্ময়ম্ । ৫৩  
জ্ঞানং তদৈশ্বরং দিব্যং যথাবদ্বিচিতং ত্বয়া ।  
স্বয়মেব হৃষীকেশঃ প্রীত্যোবাচ সনাতনঃ । ৫৪  
গচ্ছ গচ্ছ স্বকং স্থানং ন শোকং কর্তুমহসি ।  
ব্রজস্ব পরয়া ভক্ত্যা শরণ্যশরণং শিবম্ । ৫৫  
এবমুক্তা স ভগবানমুগ্ধহীতুনঃ প্রভুঃ ।  
জগাম শক্ৰপুত্রং সমারাময়িতুং ভবম্ । ৫৬  
পাতবেমোহপি ভষাক্যাং সম্প্রাপ্য শরণং শিবম্

অবলম্বন করিলেন এবং সর্বজ্ঞ, সর্বকর্তা ও  
সাক্ষাৎ বিষ্ণুর স্তায় অবস্থিত, সেই প্রভু  
কৃষ্ণদৈশ্বপায়ন ঋষিকে প্রণাম করিলেন ।  
বেদব্যাস মুনি, প্রণত পরপুরুষ অর্জুনের  
গাঙ্গে আপনার পবিত্র হস্ত বুলাইয়া আবার  
বলিলেন,—হে পরপুরুষ! এক্ষণে আমি  
তোমাকে ধৃত ও অমুগ্ধহীত বোধ করি-  
তেছি; জিজ্ঞাসনের মধ্যে অপর কেহই  
তোমার স্তায় মহাদেবের ভক্ত নাই ।  
তুমি সেই বিশ্বাক বিশ্বতোমুখ সর্বজগন্ময়  
মহাদেবকে সকলের সমক্ষে দর্শন করিয়াছ ;  
তুমি তাঁহার দিব্য ঐশ-জ্ঞান সম্যক্রূপে  
জানিয়াছ—যাহা সনাতন হৃষীকেশ স্বয়ং  
প্রীতিপূর্বক তোমাকে বলিয়াছিলেন ।  
হে অর্জুন! তুমি আপনার আবাসে গমন  
কর, আর শোক করিও না; এক্ষণে প্রগাঢ়-  
ভক্তি সহকারে সকলের শরণ্য শিবের শরণ  
গ্রহণ কর । সেই ভগবান প্রভু বেদব্যাস,  
এই কথা বলিয়া এবং অর্জুনের প্রতি  
বিশেষ দৃষ্টি দেখাইয়া শিবের আরাধনা  
করিবার নিমিত্ত বারানসীধামে গমন করি-  
লেন । অর্জুনও তাঁহার উপদেশে মহাদেবকে

সন্তজ্য সর্বকর্ত্তানি জাহা তৎপরমোহস্তবৎ । ৫৭  
নার্জুনেন সমঃ শতোভক্ত্যা ভূতো ভবিষ্যতি ।  
মুক্তা সত্যবতীহুতঃ কৃকং বা দেবকীহুতম্ । ৫৮  
তস্মৈ ভগবতে নিভ্যাং নমঃ শান্তায় ধীমতে ।  
পারাপর্যায় মুনয়ে ব্যাসায়ামিতভেজসে । ৫৯  
কৃষ্ণদৈশ্বপায়নঃ সাক্ষাৎকৃষ্ণেব সনাতনঃ ।  
কো হস্তস্তবতো ক্রদ্রং বেত্তি তং পরমেশ্বরম্ ।  
নমস্করুধ্বং তুমিঃ কৃকং সত্যবতীহুতম্ ।  
পারাপর্যায় মহাজ্ঞানং যোগিনং বিষ্ণুমব্যয়ম্ । ৬০  
এবমুক্তান্ত মুনয়ঃ সর্ব এব সমাহিতাঃ ।  
প্রণেমুস্তঃ মহাজ্ঞানং ব্যাসং সত্যবতীহুতম্ । ৬১  
ইতি শ্রীকৌশ্যে মহাপুরাণে পূর্বভাগে ব্যাস-  
অর্জুনসংবাদে যুগধর্ম্মে একোনত্রিংশো-  
ধ্যায়ঃ । ৩১ ।

সমাশ্রয় করিয়া অস্তান্ত কার্য পরিচর্যাগ  
করত কেবল ভগ্নত হইয়া রহিলেন । পৃথিবীর  
মধ্যে সত্যবতীনন্দন এবং দেবকী-নন্দন  
ভিন্ন অপর কেহই অর্জুনের স্তায় ভক্ত  
হইতে পারে নাই এবং আর পরেও হইবে  
না । হুত বলিলেন,—শান্ত ধীমান অমিত-  
ভেজাঃ পরাশরতনয়, ভগবান বেদব্যাস  
মুনিকে নিয়ত প্রণাম করি । কৃষ্ণদৈশ্বপায়ন  
সাক্ষাৎ সনাতন বিষ্ণু, তিনি ভিন্ন অপর  
কোন ব্যক্তি পরমেশ্বর ক্রদ্রের প্রকৃত তত্ত্ব  
জানিতে পারিয়াছে? হে মুনিগণ! আপনারা  
সেই পরাশরতনয়, মহাত্মা, যোগী, অব্যয় বিষ্ণু,  
সত্যবতীপুত্র ঋষি কৃককে প্রণাম করুন ।  
তখন সেই মুনিগণ হুতকর্ত্তক এই  
প্রকার কথিত হইয়া, সমাহিতচিত্তে মহাত্মা  
সত্যবতীপুত্র বেদব্যাসকে প্রণাম করি-  
লেন । ৫২—৬১ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২২৯

## ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

প্রাপ্য বারানসীং দিব্যাং কৃষ্ণদৈবপায়নো মুনিঃ ।  
কিমকারীয়াহাবুদ্ধিঃ শ্রোতুং কৌতূহলং হি নঃ ॥ ১  
স্মৃত উবাচ ।

প্রাপ্য বারানসীং দিব্যামুপস্পৃক্ত মহামুনিঃ ।  
পূজয়ামাস জাহব্যাং দেবং বিবেকঃ শিবম্ ॥ ২  
ভ্রমাগতং মুনিং দৃষ্ট্বা তত্র যে নিবসন্তি বৈ ।  
পূজয়াক্রিরে ব্যাসং যুগেযো মুনিপুঙ্গবম্ ॥ ৩  
পুত্রজুঃ প্রণতাঃ সর্বে কথ্যং পাপপ্রণাশিনীম্ ।  
মহাদেবপ্রয়াং পুণ্যং মোক্ষধর্ম্মান্ সনাতনান্ ॥  
স চাপি কথয়ামাস সর্বজ্ঞো ভগবানুচিঃ ।  
মাহাত্ম্যং দেবদেবন্ত ধর্ম্মান্ বেদনির্দর্শিতান্ ॥ ৫  
ভেষ্যং মধ্যে মুনীশ্রাণাং ব্যাসশিষ্যো মহামুনিঃ  
পৃষ্ঠবান্ জৈমিনিব্যাং গুঢ়মর্থং সনাতনম্ ॥ ৬  
জৈমিনিকুবাচ ।

ভগবন্ সংশয়কৈকং ছেদুমর্হসি সর্ববিৎ ।  
ন বিদ্যতে হবিদিতং ভবতা পরমর্ষিণা ॥ ৭

## ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

ঋষিগণ কহিলেন,—মহাবুদ্ধি কৃষ্ণদৈবপায়ন  
মুনি দিব্য বারানসীতে গমন করিয়া কি  
করিলেন, তাহাই শুনিতে আমাদের কৌতূ-  
হল হইতেছে । স্মৃত কহিলেন,—মহামুনি  
বারানসীতে গমন করিয়া গঙ্গাজলে আশ্রম  
করিয়া বিবেকর মহাদেবের পূজা করিলেন ।  
সেখানে যে সকল মুনিগণ বাস করিতেন,  
সকলেই মুনিপুঙ্গব বেদব্যাসকে সমাগত  
দেখিয়া তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন এবং  
সকলেই প্রণত হইয়া পবিত্র পাপনাশক শিব-  
কথা—সনাতন মোক্ষ-ধর্ম্মের বখা জিজ্ঞাসা  
করিলেন । সর্বজ্ঞ ভগবান্ ঋষিও দেবদেবের  
মাহাত্ম্য এবং বেদ-নির্দৃষ্ট ধর্ম্মসকল বলি-  
লেন । সেই সকল মুনীশ্রাণের মধ্যে  
ব্যাসশিষ্য মহামুনি জৈমিনি ব্যাসদেবকে  
ধর্ম্মের সনাতন ও গুঢ় অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন ।  
জৈমিনি কহিলেন, হে ভগবন্ । আপনি

কেচিক্যানং প্রশংসন্তি ধর্ম্মমেকাপরে জনাঃ ।  
অন্তে সাংখ্যং তথা যোগং তপশ্চান্তে মর্হষভ ॥ ৮  
ব্রহ্মর্ষ্যমর্থোমোনমাত্ত প্রাহর্মর্হষঃ ।  
অহিংসাং সত্যমপান্তে সন্ন্যাসমপরে বিহুঃ ॥ ৯  
কেচিদ্রাং প্রশংসান্ত দানমধ্যমং তথা ।  
তীর্থযাত্রাং তথা কেচিন্তে চৈশ্রবণিপ্রম ॥ ১০  
কিমেষাঞ্চ ভবেচ্ছুঃ প্রকৃত মুনিপুঙ্গব ।  
যদি বা বিদ্যতেহৈশান্তদুহং তদ্বক্ষুমর্হসি ॥ ১১  
জ্ঞাত্বা স জৈমিনেবাক্যং কৃষ্ণদৈবপায়নো মুনিঃ ।  
প্রাহ গন্তীরয়া বাচা প্রশংস্য বৃষকেতনম্ ॥ ১২  
ব্যাস উবচ ।

সাধু সাধু মহাভাগ যৎ পৃষ্ঠং ভবতা মূনে ।  
বক্ষ্যে শুভতমাদুহং শৃণুত্ব মর্হষঃ ॥ ১৩  
ঈশ্বরেণ পুরা প্রোক্তং জ্ঞানমেতৎ সনাতনম্ ।

পরমর্ষি ও সর্বজ্ঞ, আপনার কিছুই অজ্ঞাত  
নাই; আপনি একটি সন্দেহ দূর করিয়া  
দিউন । হে মুনিপুঙ্গব! কোন কোন মহর্ষি  
কেবল ধ্যানেরই প্রশংসা করিয়া থাকেন,  
কেহ বা ধর্ম্মের প্রশংসা করেন, কেহ বা  
সাধ্ব্য ও যৌগের প্রশংসা করেন, আবার  
কোন মহর্ষি কেবল তপস্কারই প্রশংসা  
করেন । কেহ বলেন, ব্রহ্মর্ষ্যই শ্রেয়ঃ;  
কেহ বলেন, মোনই শ্রেয়ঃ; কেহ বলেন,  
অহিংসাই শ্রেয়ঃ; আবার কেহ বলেন,  
সন্ন্যাসই শ্রেয়ঃ । কেহ দয়ার প্রশংসা করেন,  
কেহ বা দান ও অধ্যয়নের প্রশংসা করেন;  
কেহ বলেন, তীর্থযাত্রাই শ্রেয়ঃ এবং কেহ বা  
বলেন, ইশ্রবণ-নিগ্রহই শ্রেয়ঃ । ইহার মধ্যে  
কোনটী শ্রেয়ঃ, তাহা বলুন; আর যদি অন্য  
কিছু শুভ কথা বক্তব্য থাকে, তবে তাহাও  
বলুন । ১—১১ । কৃষ্ণদৈবপায়ন মুনি,  
জৈমিনির বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃষকেতন  
মহাদেবকে প্রশংসা করত গন্তীর বাক্যে  
বলিলেন,—হে মহাভাগ মূনে! আমি যাহা  
জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা বড়ই সুন্দর বিষয়;  
আমি সেই শুভতম অপেক্ষাও শুভ বিষয়  
বলিতেছি, অস্তান্ত মহর্ষিগণও শ্রবণ করুন

গুণমধ্যাক্ষরিতঃ । সনিতঃ স্তম্ভনশিতঃ ॥ ১৪  
নাভ্যধানে দাক্ষ্যঃ নাভ্যে পরমেষ্ঠিনঃ ।  
নাভ্যেবিত্ত্বেষে দেবঃ জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ॥ ১৫  
যেকশ্চে পুণ্য দেবযোশানং ত্রিপুরবিষম ।  
দেবাসনগতা দেবী মহাদেবমপৃচ্ছত ॥ ১৬  
শ্রীদেবাসাচ ।

দেবদেব মহাদেব তত্ত্বানামার্জনাশন ।  
কথং ত্বাং পুরুষো দেবমচিরাদেব পশুতি ॥ ১৭  
সাংখ্যযোগসুপো ধ্যানং কৰ্ম্মযোগশ্চ বৈদিকঃ ।  
অয়াসবহুলাস্তাহর্যনি চান্তানি শব্দর ॥ ১৮  
যেন বিভ্রান্তচিত্তানাং বিজ্ঞানাং যোগিনামপি ।  
দৃষ্টো হি ভগবান্ স্তম্ভঃ সৰ্ব্বেষামপি দেহিনাম্ ॥ ১৯  
এতৎকৃতমং জ্ঞানং গুঢ়ং ব্রহ্মাদিসেবিতম্ ।  
হিতায় সর্পিত্ত্বানাং ক্রটি কামাননাশন ॥ ২০  
ঈশ্বর উবাচ ।  
অবাচ্যমেতদগুঢ়ার্থং জ্ঞানমজৈবত্বিকৃতম্ ।

পূর্বকালে মহেশ্বরই এই সনাতন জ্ঞান ব্যাখ্যা  
করিয়াছিলেন; যাঁহারা স্তম্ভদশী, তাঁহারা  
এই জ্ঞানের সেবা করিয়া থাকেন, আর  
যাঁহারা মুখ, তাঁহারা ইহার প্রতি বিষেষ  
প্রকাশ কর। যাঁহারা পরমেশ্বরের ভক্ত  
নহেন, যাঁহারা শ্রদ্ধাবিহীন এবং যাঁহারা  
সেবার বৃত্তিতে অক্ষম, সেই সকল মনুষ্যকে  
এই জ্ঞানোত্তর জ্ঞান দেওয়া বিহিত নহে ।  
পূর্বকালে স্তম্ভ-পরমেশ্বর শিখরে পার্বতী,  
মহাদেবের সহিত একাসনে বসিয়া ত্রিপুরারিকে  
এই জ্ঞানের বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ।  
শ্রীদেবী কহিলেন—হে দেবদেব মহাদেব !  
আপনি তত্ত্বাদগকে দুঃখ যোজন করিয়া  
থাকেন, লোকে আচরে কি উপায়ে আপনাকে  
দেখিতে পায়? হে শব্দর! সাংখ্যযোগ, তপস্যা,  
ধ্যান, বৈদিক কৰ্ম্মযোগ এবং অস্তান্ত সকল  
কার্য বহু আয়াসসাধ্য; বিজ্ঞ-যোগজেরাও  
এই সকলের অন্তর্ধান করিয়া বিভ্রান্তচিত্তে  
আপনার দর্শন লাভ করে, আপনিও সকল  
জীবের অভ্যাস; হে বায়াননাশন ।  
ব্রহ্মাদি-সেবিত এতৎগুঢ়ং কৃতমং জ্ঞানং

বক্ষ্যে তব বখাতবঃ যজ্ঞতঃ পরমর্ষিতঃ ॥ ২১  
পবঃ শুভমং ক্ষেত্রং মম বারানসী পুরী ।  
সৰ্বেষামেব ত্বতানাং সংসারার্ণবতারিণী ॥ ২২  
তস্মিন্ ভক্তা মহাদেবি মনীরঃ ব্রতমাহিতাঃ ।  
নিবসন্তি মহাত্মানঃ পরং নিশ্চয়মাহিতাঃ ॥ ২৩  
উত্তমং সৰ্ব্বভীর্ণানাং স্থানানামুত্তমকং যৎ ।  
জ্ঞানানামুত্তমং জ্ঞানমবিমুক্তং পরং মম ॥ ২৪  
স্থানান্তরে পবিত্রাণি তীর্থান্ভারতনানি চ ।  
অশানে সংস্থিতান্তেব দিবি ভূমিগতানি চ ॥ ২৫  
ভূলোকে নৈব সংলগ্নমন্তরীক্ষে মমালয়ম্ ।  
অবিমুক্তা ন পশুন্তি মুক্তা পশুন্তি চেতনা ॥ ২৬  
অশানমেতদ্বিখ্যাতমবিমুক্তমিতি স্মৃতম্ ।  
কালো ভূহা জগদিদং সংহরাম্যত্র সুনরি ॥ ২৭

একপে সকল ভক্তের হিতের জন্য বলিয়া  
দিউন। ১২—২০ ঈশ্বর কহিলেন,—এই  
গুঢ়-সংযুক্ত জ্ঞান অজ্ঞলোকের বুদ্ধিগম্য  
নহে এবং ইহা সকলের নিকটেও বলিবার  
নহে; তবে পরমর্ষণ যেরূপ বলিয়াছেন,  
আমিও ঠিক সেইরূপ তোমার নিকটে  
বলিতেছি। আমার পুরী বারানসী অতিশয়  
শুভমং ক্ষেত্র, ইহা সকল প্রাণীকেই সংসার-  
সাগর হইতে উদ্ধার করে। হে মহাদেব !  
মহাত্মা ভক্তগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা সহকারে মনীর  
ব্রত অবলম্বন করিয়া সেইখানে বাস করি-  
তেছে। আমার কানী সকল তীর্থের মধ্যে  
উত্তম, সকল স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সকল  
জ্ঞানের মধ্যে উত্তম জ্ঞানরূপ; কি স্থান-  
ান্তরে, কি অশানে, কি শব্দে, কি ভূমিতে  
যে সকল পবিত্র ও প্রশস্ত তীর্থ বিদ্যমান  
আছে, সে সমস্তই এখানে আছে। আমার  
নিকটন বারানসী কিত্তির সহিত সংলগ্ন  
নহে, অন্তরীক্ষে অবস্থান করিতেছে;  
যাঁহারা মুক্ত হইয়াছে, তাঁহারা ইহা  
দেখিতে পায়, আর যাঁহারা মুক্ত হয় নাই,  
তাঁহারা ইহা দেখিতে পায় না। হে সুনরি ।  
এই কানী ‘অশান’ বলিয়া বিখ্যাত, আমি  
কালরূপ ধারণ করিয়া এইখানে থাকিয়াই

দেবীকং সৰ্বভুতানাং স্থানং প্রিয়তমং যম ।  
 মন্ত্ৰাচ্চ যত্র গচ্ছতি যামেব প্রাবিশতি তে ৷২৮  
 নৃত্যং ভক্ত্যং হৃতকেষ্টং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ ।  
 ধ্যানমধ্যম্ননং জ্ঞানং সৰ্বং তদ্রাক্ষসং তবেৎ ৷২৯  
 জন্মান্তরসহস্রেষু যৎ পাপং পূৰ্বসঞ্চিতম্ ।  
 অবিশুদ্ধে প্রবিষ্টস্ত তৎ পূৰ্বং ব্রজতি কয়ম্ ৷৩০  
 ব্রাহ্মণাঃ কজ্জিয়া বৈভাঃ শূদ্রা যে বর্ণসঙ্করাঃ ।  
 ত্রিযো রেষ্টাশ্চ যে চাণ্ডে সন্ধীর্ণাঃ পাপঘোনয়ঃ  
 কীট্যাঃ পিশীলিকাশ্চৈব যে চাণ্ডে যুগপক্ষিণঃ ।  
 কালেন নিধনং প্রাপ্তা অবিশুদ্ধে বরাননে ৷৩১  
 চন্দ্রার্দ্ধমৌলদ্রাক্ষা মহাব্রহ্মবতবাহনাঃ ।  
 শিবো যম পুরে দেবি জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ৷৩২  
 নাবিশুদ্ধে যুতঃ কশ্চিন্নরকং যাতি কিমিহী ।  
 ঈশগাহুগৃহীতা হি সৰ্বৈ যান্তি পরাং গতিম্ ৷৩৩  
 মোক্ষং সুহৃৎকৃতং জ্ঞাত্বা সংসারকাতিভীষণম্ ।

সমস্ত জগৎ সংহার করিয়া থাকি। হে দেবি! সকল গোপনীয় স্থানের মধ্যে আমার এই স্থানই আমার প্রিয়তম; কিন্তু আমার ভক্তেরা যেখানে থাকুক না কেন, সেইখানেই আমাকে প্রাপ্ত হয়। দান, জপ, হোম, হস্ত, তপস্তা, ধ্যান, অধ্যয়ন, জ্ঞান এবং অন্যান্য কার্য্য যাহা এখানে করা যায়, সে সমস্তই অকর্য্য হয়। ২১—২২। পূর্বে সহস্র সহস্র জন্মে যে পাপ সঞ্চিত হইয়াছে, অবিশুদ্ধ-কেন্দ্রে প্রবেশ করার পূর্বেই সে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। হে দেবি বরাননে। ব্রাহ্মণ, কজ্জিয়, বৈভা, শূদ্র, বর্ণ-সঙ্কর, ত্রী, রেষ্ট, পাপসমুদ্ভব সন্ধীর্ণজাতি, কীট, পিশীলিকা, যুগ, পক্ষী এবং অন্যান্য সকল জন্তু, যাহারা কালবশে কালীতে নিধন-প্রাপ্ত হয়, তাহারা সকলেই চন্দ্রার্দ্ধমৌলি, জিনেত্র ও মহাব্রহ্মবতবাহন হইয়া আমার শিব-পুরীতে অবস্থান করে। কালীতে মৃত্যু হইলে কোন পাতকীকেই নরকে বাইতে হয় না; সকলেই মহাদেবের অহুগ্রেহে উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিয়া থাকে। সংসার অতিশয় ভীষণ এবং মোক্ষও বড় দুর্লভ জানিয়া

লোকের দ্বারা আপনার চরণদ্বয় ভগ্ন করিয়া কালীতেই অবস্থান করিবে। হে পরমেশ্বর! যে ব্যক্তি তপস্তাদ্বারা পবিত্র হইয়াছে, কিন্তু অন্য স্থানে মৃত্যু হইলে তাহার পক্ষেও সংসার হইতে মুক্তলাভ করা দুর্লভ হইয়া উঠে। হে শৈলেন্দ্রনন্দিনি! এখানে আমার প্রসাদেই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়, মুখেরা আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া তাহা দেখিতে পায় না। যাহারা মৃত ও অজ্ঞানে আবৃত, তাহারা কালী দর্শন করিতে পারে না, সুতরাং বিষ্টা-মুক্ত-তক্ষেত্র মধ্যে বার বার প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। হে দেবি! যে ব্যক্তি শত-শত বিঘ্ন দ্বারা উষ্মজিত হইয়াও একবার বারানসীতে প্রবেশ করে, সে পরম ধামে গমন করে; সেখানে গিয়া আর তাহাকে শোক ভোগ করিতে হয় না। সে সেই জন্ম-মৃত্যু-জরারহিত পবিত্র ত্রিলোকে গমন করে—যেখানে গমন করিলে আর কখনও মরিতে হয় না; তাহাই মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণের একমাত্র গতি। গতিভেদে ইহা প্রাপ্ত হইলে, আপনাদিগকে কৃতকৃত্য মনে করিয়া থাকেন। ৩০—৪০। কালীতে যে রূপ উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারা যায়—দান, তপস্তা, যজ্ঞ ও ব্রহ্মবিদ্যা

প্রাপ্যতে গতিকংকটী যাবিস্মৃক্তে তু লভ্যতে  
নানাবর্ণা বিবর্ণাশ্চ চণ্ডালাদ্যাঃ স্তুতপিতাঃ ॥৪২  
কিশিবেঃ পূর্ণদেহা যে প্রকট্টৈস্তাপকৈস্তথা ।  
ভেষজং পরমং ভেষ্যমবিস্মৃক্তং বিদ্যুর্বাধাঃ ॥৪৩  
অবিস্মৃক্তং পরং জ্ঞানমবিস্মৃক্তং পরং পদম্ ।  
অবিস্মৃক্তং পরং তত্ত্বমবিস্মৃক্তং পরং শিষ্যম্ ॥৪৪  
কুহা বৈ নৈষ্ঠিকৌ নীক্যমবিস্মৃক্তে বসন্তি যে ।  
ভেষ্যং তৎ পরমং জ্ঞানং দদামাস্তে পরং পদম্  
প্রয়াগং নৈমিষং পুণ্যং ত্রীশৈলোদ্বহ তিমালয়ঃ ।  
কেদারং ভদ্রকর্ণকং গয়া পুষ্করমেব চ ॥ ৪৬  
কুরুক্ষেত্রং কুড্রকোটীর্নর্মদা হাটকেবরম্ ।  
শালগ্রামঞ্চ কুজায়ং কোকামুখমুত্তমম্ ॥ ৪৭  
প্রভাসং বিজয়েশানং গোকর্ণং শঙ্কুকর্ণকম্ ।  
এতানি পুণ্যস্থানানি ত্রৈলোক্যে বিজ্ঞতানি চ  
ন যান্তস্তি পবং মোক্ষং বারানস্তাং যথা যুতাঃ ।  
চোরগস্তাং বিশেষণ গঙ্গা ত্রিপথগামিনী ।  
প্রবিষ্টা নাশয়েৎ পাপং জন্মান্তরশচৈতঃ কৃতম্ ॥

৩৩ বারো সেরূপ গতি লাভ করিতে পারা যায়  
না। নানাবর্ণের মনুষ্য এবং বর্ণবিহীন  
স্থণিত চণ্ডালাদি, যাহাদিগের দেহ আধ্যা-  
ত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিভৌতিক হুংথে  
এবং নানাবিধ পাপে পূর্ণ হইয়াছে, পণ্ডিতের  
বলেন, কালীই তাহাদিগের পক্ষে পরম  
ঐশ্বর্য-রূপ। কালীই পরম জ্ঞান, কালীই  
পরমপদ, কালীই পরম তত্ত্ব, কালীই পরম  
শিবস্বরূপ। যাহারা নৈষ্ঠিকী নীক্য সমাধা  
করিয়া কালীতে বাস করে, আমি তাহাদিগকে  
পরম জ্ঞান এবং অস্তে পরম পদ দান করি।  
কালীতে মরিলে যেরূপ পরম মোক্ষ লাভ  
করে, প্রয়াগ, পবিত্র নৈমিষারণ্য, ত্রীশৈল,  
তিমালয়, কেদার, ভদ্রকর্ণ, গয়া, পুষ্কর,  
কুরুক্ষেত্র, কুড্রকোটী, নর্মদা, হাটকেবর,  
শালগ্রাম, কুজায়, অমৃতম কোকামুখ, প্রভাস,  
বিজয়েশান, গোকর্ণ বা শঙ্কুকর্ণ এই সকল  
ত্রিভুবনাবধ্যাত পুণ্যস্থানেও সেরূপ হয় না।  
বিশেষতঃ ত্রিপথগামিনী গঙ্গা বারানসীতে  
প্রবেশ করিয়াছেন, তিনি মনুষ্যের শত

অস্ত্রস্থলতা গঙ্গা প্রাক্ত দান, জপ  
এতানি সর্বমেবৈতবারানস্তাং সুহৃদভ্যম্ ॥৫০  
যজ্ঞে তু জুহুয়ামি ত্যং দদাত্যর্চয়তেহপরান্ ।  
বারুভকশ্চ সততং বারানস্তাং স্মৃতি নরঃ ॥৫১  
যদি পাপো যদি শঠো যদি চাধার্ম্মিকো নরঃ ।  
বারানসীং সমাসাদ্য পুনাতি স কুলজয়ম্ ॥ ৫২  
বারানস্তাং মহাদেবং যে ভবন্ত্যর্চয়ন্ত চ ।  
সর্গশাপিনির্গুণান্তে বিজেষ্য গণেশ্বরঃ ॥৫৩  
অস্ত্র যোগাজ্জ্ঞানাদা সন্ন্যাসাশ্রয়ান্ততঃ ।  
পাপ্যতে তৎ পুং জ্ঞানং সহস্রৈশ্চৈব জন্মানাং  
যে ভক্তা দেবদেবেশে বারানস্তাং বসন্তি তৈ  
তে বিন্দন্তি পরং মোক্ষমেকেনৈব তু জন্মনা ॥৫৪  
যত্র যোগস্তথা জ্ঞানং মুক্তিরেকেনৈব জন্মনা ।  
অবিস্মৃক্তং সমাসাদ্য নাস্তদাচ্ছে তপোবনম্ ॥

জন্মের পাপ বিনষ্ট করেন। অস্ত্র  
ভীর্ষে গঙ্গা স্তম্ভত এবং প্রাক্ত, দান, জপ ও  
এত স্তম্ভত; কিন্তু এইত্রতাদি সমস্তই  
কালীতে সুহৃদভ্য অর্থাৎ বহুভাগ্য ব্যতীত  
কালীতে গঙ্গাশ্রমাদি পুণ্যকর্ম ঘটয়া  
উঠে না ॥৫১—৫০। কালীতে প্রতি-  
দিন বাগ করিবে, প্রতিদিন হোম করিবে  
ও প্রতিদিন দেবতার অর্চনা করিবে এবং  
সতত বারুভক হইয়া কালীতে অবস্থান  
করিবে। মনুষ্য যদি পাপী, শঠ ও অধার্ম্মিক  
হয়, তাহা হইলেও সে বারানসী আগমন  
করিলে আপনার তিনকুল পবিত্র করে।  
যাহারা কালীতে মহাদেবের স্তব করেন এবং  
তাঁহার অর্চনা করেন, তাঁহারা সর্বপাপ  
হইতে বিমুক্ত হন এবং গণেশ্বর হইয়া থাকেন  
জানিবে। অস্ত্র যোগ, জ্ঞান, সন্ন্যাস অথবা  
অস্ত্র উপায় করিলে সহস্র সহস্র জন্মে যে  
পরম পদবী লাভ করিতে সমর্থ হয়, বারান-  
সীতে যাহারা দেবদেবেশের ভক্ত হইয়া বাস  
করেন তাঁহারা একজন্মেই সেই পরমমোক্ষ  
লাভ করিয়া থাকেন। যেখানে এক জন্মেই  
যোগ, জ্ঞান এবং মুক্তি এ সমস্তই হইয়া  
থাকে, সেই বারানসী পরিত্যাগ করিয়া কাহারও



যতো মরা ন মুক্তং তদবিমুক্তমিতি স্মৃতম্ ।  
তদেব ততঃ তদানামেতদ্বিজ্ঞায় মুচ্যতে ॥ ৫৭  
জানদ্যাননিবিষ্টানাং পরমানন্দমিচ্ছতাং ।  
যা গতিবিধিতা তু ক সানিমুক্তে যতন্ত তু ॥ ৫৮  
যানি কান্তবিমুক্তানি দৈবৈবকৃতানি নিত্যকঃ ।  
পুত্রী বারাগসী তেভ্যঃ হানোতোহপ্যধিকা

ততা ॥ ৫৯

বজ্র সাক্ষাৎসঙ্গদেবো দেহান্তে অয়মীশ্বরঃ ।  
ব্যচেষ্টে তারকং ব্রহ্ম তদৈব দ্বিমুক্তকম্ ॥ ৬০  
যৎ তৎ পরতরং তদবিমুক্তমিতি স্মৃতম্ ।  
একেন জয়না দেবি বারাগস্তাং তদাপ্যতে  
জয়ন্যো নাতিমধ্যে চ হৃদয়েহপি চ মুখনি ।  
কথাবিমুক্তমাদিত্যে বারাগস্তাং ব্যাবাহৃতম্ ॥ ৬১  
করণায়ত্তথা চান্তা মধ্যে বারাগসী পুরী ।  
তদৈব সংহিতং ততঃ নিত্যমেবাবিমুক্তকম্ ॥

অন্ত তপোবনে যাওয়া কর্তব্য নহে । কানী  
ধাম আনাকর্ষক পরিত্যক্ত হয় না বলিয়াই  
ইহার নাম অবিমুক্ত হইয়াছে । ইহাই  
গোপনীয় পদার্থের মধ্যে অতি গোপনীয় ;  
যে ইহা বুঝিতে পারে, সে-ই মুক্তিলাভ  
করিতে পারে । হে সূক্ত ! বাহারা জ্ঞান ও  
তপস্তায় নিষ্ঠাবান হইয়া পরমানন্দ লাভ  
করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে যে গতি  
বিহিত হইয়াছে, অবিমুক্তকে ত্রে মৃত ব্যক্তির  
পক্ষেও তাহাই বিহিত হইয়াছে । সর্ব সময়ে  
দেবগণের অপরিত্যক্ত যে সকল স্থান কথিত  
হইয়াছে, বারাগসী পুরী তাহাদের সকলের  
অপেক্ষা সমধিক মঙ্গলদাতা । এখানে স্বয়ং  
দেব সাক্ষাৎ মহাদেব দেহাবসানসময়ে  
স্বয়ং-ব্রহ্ম নাম ও অবিমুক্তক মন্ত্র জ্ঞান  
রান । হে দেবি ! অবিমুক্ত নামে যে পরতর-  
ক কথিত হইয়াছে, তাহাই এই বারাগসীতে  
ক জন্মে পাওয়া যায় । জন্মধ্যে, নাতিমধ্যে  
পরে, যন্তকে এবং আদিত্যলোকে যেরূপ  
বিমুক্ত অবস্থান করিতেছেন, কানীকে,  
ইরূপ অবিমুক্ত অবস্থান করিতেছেন । বরণা  
কর্তৃক অতি এই হই নীর মধ্যে বারাগসীপুরী

বারাগস্তাঃ পরং স্থানং ন তুতং ন তবিষ্যতি ।  
যথা নারায়ণাদেবো মহাদেবাদিবেশ্বরঃ ॥ ৬২  
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সৰ্বকোরগরাকসাঃ ।  
উপালভে মাং সন্ততং দেবদেবঃ পিতামহঃ ॥ ৬৩  
মহাপাতকিনো যে চ যে তেভ্যঃ পাপকৃতমাঃ ।  
বারাগসীং সমাসাঙ্ক্য তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥  
তস্মান্মুহূর্ণ্মিতো বসেচ্চামরণান্তিকম্ ।  
বারাগস্তাং মহাদেবি জ্ঞানং লব্ধ্বা বিমুচ্যতে ॥  
কিন্তু বিয়। তবিষ্যন্তি পাপোপহৃতচেতসাম্ ।  
ততো নৈব চরেৎ পাপং কায়েন মনসা গিরা ॥  
ব্যাস উবাচ ॥ ১৪.৪.৫

এতদ্রহস্যং বেদানাং পুৰাণানাং বিজ্ঞোক্তমাঃ ।  
অবিমুক্তব্রহ্ম জ্ঞানং ন কিঞ্চিৎশ্রেয়ী তৎপরম্ ॥  
দেবতানঃস্বর্গাণাঞ্চ শৃণুতাং পরমেষ্টিনাম্ ॥  
দেবৈঃ দেবেন কথিতং সর্বপাপবিমাননম্ ॥ ১৫

অবস্থান করিতেছে এবং সেই বারাগসীতে  
অবিমুক্তক নামক তত্ত্ব নিষত অবস্থান  
করিতেছেন । ৫১—৬০ । যেমন নারায়ণ  
অপেক্ষা প্রধান দেবতা এবং মহাদেব মহেশ্বর  
অপেক্ষা ঈশ্বর আর কেহ ঐষ্ট নাই সেইরূপ  
বারাগসী অপেক্ষা আর প্রধান স্থান নাই  
এবং পরেও আর হইবে না । সেখানে  
দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস, উরগ ও দৈব-  
দেব পিতামহ সর্বদা আমার উপসনা করেন ।  
বাহারা মহাপাতকী এবং বাহারা তাহাদের  
অপেক্ষাও অধিক পাপাচারী, তাহারাও  
বারাগসীতে গমন করিয়া পরম গতি লাভ  
করে । হে মহাদেবি ! অতএব ব্রহ্ম ব্যক্তি  
মরণ কাল পর্যন্ত সর্বদা বারাগসীতে বাস  
করিবে, তাহা হইলেই সে জ্ঞান লাভ করিয়া  
মুক্ত হইবে । কানীতে থাকিয়া বাহার মন  
পাপঘরা উপহৃত হইবে, তাহার অনেক বিয়  
হইবে ; অতএব সেখানে কায়মনোবাক্যে  
পাপাশ্রয়ান করিবে না । ব্যাস কহিলেন,—  
হে বিজ্ঞোক্তমগণ ! ইহাই বেদ পুৰাণ  
সকলের রহস্যজ্ঞান ; বারাগসী-আশ্রয়-  
কান অপেক্ষা ঐষ্ট স্থান আর কিছুই

যথা নারায়ণঃ শ্রেষ্ঠো দেবানাং পুরুষোত্তমঃ ।

যথেষ্টরাণাং গিরিশঃ কাশ্যনাতীকতমুত্তমঃ । ৭১

যৈঃ সমারাধিতো রুদ্রঃ পূর্বস্মিন্নেব জগন্নি ।

তে বিন্ধ্যস্তি পরং ক্ষেত্রমবিমুক্তং শ্রিবালিম্ । ৭২

কলিকণ্ঠবসন্ততা বেদামুপহতা মতিঃ ।

ন তেষাং বাকিত্বং শক্যাং স্থানং তৎ পরমেষ্ঠিনঃ ৭৩

যে স্মরন্তি সদ্ধা কালং বিন্ধ্যস্তি চ পুরৌমিষাম্ ।

তেষাং বিন্ধ্যস্তি কিপ্রমিতামুত্র চ পাতকম্ ৭৪

যানি চেষ প্রকুর্কন্তি পাতকানি কৃতালয়াঃ ।

নাশয়েৎ তানি সর্কানি দেবঃ কালতমুঃ শিবঃ ৭৫

আগচ্ছতামিদং স্থানং সেবিতুং মোক্ষ-

কাজ্জিগাম্ ।

যুতানাং বৈ পুনর্জন্ম ন ভূয়ো ভবসাগরে ৭৬

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নে বারাপস্তাং বসেস৩ঃ ।

যোগী বাপাখবায়োগী পাপী বা পুণ্যকৃতমঃ ৭৭

জানি না । পরমেষ্ঠী স্ববিগণ এবং দেব-

গণের সমক্ষে মহাদেব পার্শ্বতীকে এই

সর্বপাপবিনাশক কথা বলিয়াছিলেন । ৬৪ ৭০।

যেমন পুরুষোত্তম নারায়ণ সকল দেবতার

মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রুদ্রগণের মধ্যে যেমন

মহেশ্বর শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ বারাপসী সকল

স্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । যে পুরুষেরে রুদ্রের

আরাধনা করিয়াছে, সে-ই পবিত্র, শিবালয়,

বিমুক্ত নামক ক্ষেত্র লাভ করিয়া থাকে ।

গের মতি কলিকণ্ঠর দ্বারা উপহৃত

হে, তাহার। সেই পরমেষ্ঠীর স্থান দেখিতে

সক্ষম হইয়া না । তাহার। এই পুরৌজাত ৭৪

এবং সর্কদা মহাকালকে স্মরণ করে, তাহাদের

ইহলোকের ও পরলোকের সমস্ত পাপ ক্ষীণ

বিনষ্ট হয় । তাহার। এখানে বাস করিয়া

(অজ্ঞান-বশতঃ) যে কোন প্রকার পাপ

করে, মহাকাল মহেশ্বর তাহাদের সে সমস্ত

পাপ বিনাশ করেন । তাহার। সংসারে বা

বার আগমন করিতেছে অথচ মুক্তির

আকাঙ্ক্ষা করিতেছে, তাহাদেরই এই স্থানের

সেবা করা উচিত ; এখানে বৃত্ত হইলে

ভবসাগরে আর কখনও মগ্ন হইবে না ।

ন লৌকবচনাং শিবে, ন চৈব ভক্তবাক্যতঃ ।

মতিক্রম্যঙ্গীতা তাদবিমুক্তগতিং প্রতি । ৭৮

হৃত উবাচ ।

এবমুক্তাঃ ভগবান্ ব্যাসো বেদবিশাঃ স্বয়ং ।

সৈব শিষ্যপ্রবর্তৈর্বারাপস্তাং চচার হ ৭৯

ইতি ত্রীকোণে মহাপুরাণে পূর্বভাগে বার-

পসৌমহাশ্রোত্রিং শোভ্যাক্ষ ৩০

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

হৃত উবাচ ।

স শিষ্যঃ সংব্রতো ধীমান্ ভক্তর্ষেপারনো মুনি

জগাম বিপুলং লিঙ্গমোক্তারং মুক্তিদায়কম্ ৮০

তজ্জাভ্যর্চ্য মহাদেবং শিষ্যঃ সহ মহামুনিঃ ।

প্রোবাচ তন্ত মহাত্মাঃ সুনীমাং তাবিতা-

স্বনাম্ ৮১

ইদং তদ্বিমলং লিঙ্গমোক্তারং নাম শোভনম্

অতএব কি পাপী, কি পুণ্যশীল, কি যোগী

কি অযোগী, সকলেই সর্বপ্রযত্নে বারাপসীকে

পূজা করিবে । লোকের বাক্যে, শিষ্যাতার

বাক্যে, অথবা ভক্তের বাক্যে, কখনই বারাপসী-

গমনের ইচ্ছার ব্যতিক্রম করিবে না । হৃত

কহিলেন,—একবিষয় ভগবান্ ব্যাসদেব এই

কথা বলিয়া প্রধান প্রধান শিষ্যের সম্মতি

ব্যাখ্যারে বারাপসীতে ভ্রমণ করিতে

লাগিলেন । ৭১-৭২। ১৬০

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩০ ।

একত্রিংশ অধ্যায় ।

হৃত কহিলেন—ধীমান্ ভক্ত বৈশাম্বর

মুনি শিষ্যসমূহে পরিবেষ্টিত হইয়া মুক্তিদায়ক

ওক্তারনামক বৃহৎ শিবলিঙ্গের নিকটে গমন

করিলেন । মুক্তমুনি ব্যাস শিষ্যগণের সহিত

সমবেশ হইয়া তথায় মহাদেবের পূজা

করিলেন এবং তাবিতাস্তা মুনিদিগের সমবেশ

স্বৰ্গমৰ্গমাৰ্গেণ মৃত্যুতে সৰ্বপাপকৈঃ ৷ ৫  
এতৎ তৎ পরমং জ্ঞানং পঞ্চায়তনমুত্তমম্ ।  
অৰ্চিতং মূৰ্ত্তিনিৰ্ভাং বারাগস্তাং বিমোক্ষকম্  
অত্র সাক্ষান্নহাদেবঃ পঞ্চায়তনবিগ্রহঃ ।  
সমুদ্রে ভগবান্ ক্রোধো জন্তুনাং মণিবৰ্গকঃ ৷ ৬  
বস্ত্ৰং পাতপত্ৰং জ্ঞানং পঞ্চাৰ্ণমিতি কথ্যতে  
ভদ্রেভ্যমিমাংসং লিঙ্গমোক্ত্যে সমবস্থিতম্ ৷ ৭  
শাস্তাতীতা পরা শাস্তিৰ্বিদ্যা চৈব যথাক্রমঃ  
প্রতিষ্ঠা চ নিবৃত্তিঃ পঞ্চাৰ্ণং লিঙ্গমৈশ্বর্যম্ ।  
পঞ্চানামপি দেবানাং ব্রহ্মাদীনাং যদাশ্রয়ম্ ।  
ওক্তারবোধিতং লিঙ্গং পঞ্চায়তনমুচ্যতে ৷ ৮  
সংস্মরেদৈশ্বর্যং লিঙ্গং পঞ্চায়তনমব্যয়ম্ ।  
দেহেন্দ্রে তৎ পরং জ্যোতিৰ্জ্ঞানকং বিশতে

অনং ৷

স্বৰ্গমৰ্গমাৰ্গেণ মৃত্যুতে সৰ্বপাপকৈঃ ৷ ৫

সেই শিবলিঙ্গের মাঠাওয়া বলিতে লাগিলেন  
যে, ইগাই সেই পবিত্র ওক্তার নামক শোভন  
লিঙ্গ, ইহাইই স্বৰ্গ করিলে লোক সৰ্বপাপ  
হইতে মুক্তলাভ করে। ইনিই সেই পরম  
জ্ঞানস্বরূপ উত্তম পঞ্চায়তন লিঙ্গ, মূৰ্ত্তিগণ  
প্রতিদিন বারাগসীতে ইহাইই অর্চনা করিয়া  
থাকেন এবং ইনিই মুক্তি দান করিয়া  
থাকেন। এখানেই সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাদেব  
ক্রোধ, পঞ্চায়তন বিগ্রহ ধারণ করিয়া জীড়া  
করিতেছেন এবং জন্তুদিগকে মুক্তি দান  
করিতেছেন। পাতপত্ৰ জ্ঞানস্বরূপ পঞ্চাৰ্ণ-  
ময় যে লিঙ্গ কথিত হইয়াছে, ইনিই সেই বিমল  
লিঙ্গ, এই ওক্তারলিঙ্গেই সেই পঞ্চাৰ্ণ পাত  
পত্ৰ জ্ঞান নিহিত। শাস্তাতীতা, পরা শাস্তি,  
বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা এবং নিবৃত্তি এই পঞ্চাৰ্ণ  
যথাক্রমে এই লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা  
পঞ্চায়তন নামে প্রসিদ্ধ। আর ব্রহ্মাদি পঞ্চ-  
দেবতার আশ্রয় বলিয়াও এই ওক্তারবোধিত  
লিঙ্গ পঞ্চায়তন নামে কথিত হইয়াছে। যে  
ব্যক্তি অগ্নয় পঞ্চায়তন নামক ঈশ্বর লিঙ্গকে  
স্মরণ করেন, তিনি দেহান্তে আনন্দময় পরম  
জ্যোতিতে প্রবেশ লাভ করেন। পূর্বে

উপাস্ত দেবযীশানং প্রাপ্তবক্তঃ পরং পদম্ ৷ ১০  
মৎস্তোদঘাণ্ডটে পুণ্যং স্থানং গুহ্যতমং ততম্  
গোচর্মমাজ্ঞং বিপ্রোক্তা ওক্তারেশ্বরমুত্তমম্ ৷ ১১  
কৃতিবাসেশ্বরং লিঙ্গং মধ্যমেশ্বরমুত্তমম্ ।  
বিশেষ্বরং তথোক্ত্যে কপদীশ্বরমুত্তমম্ ৷ ১২  
এতানি গুহ্যলিঙ্গানি বারাগস্তাং দ্বিজোত্তমাঃ ।  
ন কশ্চিৎকিঞ্চ জাতানি বিনা শঙ্কোরনুগ্রহাৎ ৷ ১৩  
একমুক্তা যথো কৃষ্ণঃ পারাশর্য্যো মহামুনিঃ ।  
কৃতিবাসেশ্বরং লিঙ্গং ত্রৈলোক্যং দেবস্ত শুলিনঃ ৷ ১৪  
সমভ্যর্চ্য তথা শিবৈর্বারাগস্তাং কৃতিবাসকঃ ।  
কথ্যমাংসং বিপ্রোক্তো ভগবান্ ব্রহ্মবিস্তমঃ ৷ ১৫  
অস্মিন্ স্থানে পুরা দৈত্যো হস্তী কুহা  
ভবান্তিকম্ ।

ব্রাহ্মগান্ হস্তমায়াতো যেষ্যন্ত নিত্যমুপাসতে ।  
তেষাং লিঙ্গান্নহাদেবঃ প্রাতঃসাতীং ত্রিলোচনঃ

দেববিগণ, সিদ্ধগণ ও ব্রহ্মবিগণ এইখানে  
মহাদেবের পূজা করিয়া পরমপদ লাভ  
করিয়াছেন। ১—১০। হে বিপ্রোত্তমগণ!  
মৎস্তোদঘাণ্ডরী তটে পবিত্র, গুহ্যতম, মঙ্গলময়,  
উত্তম, গোচর্মমাজ্ঞ ওক্তারেশ্বর লিঙ্গ। হে  
দ্বিজোত্তমগণ! কৃতিবাসেশ্বর লিঙ্গ, মধ্য-  
মেশ্বর উত্তম লিঙ্গ, বিশেষ্বর লিঙ্গ, ওক্তার  
লিঙ্গ ও উত্তম কপদীশ্বর লিঙ্গ, এই গুলিই  
বারাগসীর মধ্যে গুহ্যলিঙ্গ; মহাদেবের  
অনুগ্রহ ব্যতিরেকে কেহ এ সমস্ত জানিতে  
পারে না। সূচ্য করিলেন,—পর শর-তনয়  
মহামুনি কৃষ্ণবৈশ্যন এই কথা বলিয়া  
মহাদেবের কৃতিবাসেশ্বর লিঙ্গ দর্শন  
করিতে প্রস্থান করিলেন। ব্রহ্মবিস্তম ভগ-  
বান্ বেদব্যাস শিষ্যগণের সহিত সমবেত  
হইয়া সেই লিঙ্গের পূজা করত ব্রাহ্ম-  
দিগকে কৃতিবাসেশ্বরের মাহাত্ম্যের কথা  
বলিতে লাগিলেন,—পূর্বে এই স্থানে যে  
সকল ব্রাহ্মগণেরা প্রতিদিন শিবের আরাধনা  
করিতেন, তাঁহাদিগকে বধ করিবার  
নিমিত্ত হস্তীর আকারধারী এক দৈত্য এই  
শিবলিঙ্গের নিকটে আগমন করিয়াছিলেন।

ঐক্যপাৰ্শ্ব বিজ্ঞেষ্ঠা তত্ত্বানাং তত্ত্ববৎসলঃ ১১৭  
কৃত্য গজাকৃতং দৈত্যং শূলেনাবলম্ব্য ধরঃ ।  
বাসন্তস্মাকরোং কৃত্যং কৃতিবাসেশ্বরততঃ ১১৮  
অত্র সিদ্ধিং পরাং প্রাপ্তা মুনয়ো মুনিপুঙ্গবাঃ ।  
তেনৈব চ শরীরেণ প্রাপ্তান্তং পরমং পদম্ ১১৯  
বিদ্যা বিদ্যেশ্বর কৃত্যঃ শিবা যে চ প্রকৌ-

র্তিতঃ ।

কৃতিবাসেশ্বরঃ সিদ্ধং নিত্যমাবৃত্য সংস্থিতাঃ ।  
জাহ্না কলিমুগং ঘোরমধর্মবহলং জনাঃ ।  
কৃতিবাসং ন মুকুন্তি কৃতার্থান্তে ন সংশয়ঃ ১২১  
জয়াস্তরসহশ্রৈশ্চ মোক্ষোহন্তপ্রাপ্যতে ন বা ।  
একেন জয়ন মোক্ষঃ কৃতিবাসে তু লভ্যতে ।  
অলয়ঃ সর্বসিদ্ধৌনামেতৎ স্থানং বদন্তি হি ।  
গোপিতং দেবদেবেন মহাদেবেন শঙ্কনা ১২৩

হে বিজ্ঞেষ্ঠগণ । তখন তত্ত্ববৎসল ত্রিভুজ  
মহাদেব সেই সমস্ত উক্তদিগকে রক্ষা  
করিবার নিমিত্ত সেই শিবলক্ষ হইতে  
প্রাক্তর্জিত হইয়াছিলেন । মহাদেব সেই  
গজাকৃত দৈত্যকে অবলম্ব্য সহকারে শূল  
দ্বারা আহত করিয়া, তাহার চর্ম্মকে আপনার  
বস্ত্র করিয়াছিলেন বলিয়া ইহাঁর নাম কৃতি-  
বাসেশ্বর হইয়াছে । তে মুনোঃ । এইখানে  
মুনিপুঙ্গবেরা পরমা সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ;  
তাঁহারা এই ভৌতিক দেহ ত্যাগি সেই পরম  
পদ লাভ করিয়াছিলেন । বিদ্যা বিদ্যেশ্বর  
কৃত্য এবং শিব বলিয়া ইহাঁর কথিত হইয়া-  
ছেন, তাঁহারা সর্বদা এই কৃতিবাসেশ্বর  
লিঙ্গকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন ১১১-১২০ ।  
এই অধর্ম্মবহল ঘোর কলিমুগ উপ-  
স্থিত জানিয়া যাঁহারা কৃতিবাসেশ্বরকে  
পরিভ্যাগ করে না, তাঁহারা যে সিদ্ধিমনোরথ  
হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । অস্ত  
স্থানে লোকে সহস্র জন্মেও মুক্তি লাভ  
করিতে পারে কি না সন্দেহ ; কিন্তু এই  
কৃতিবাসেশ্বরের স্থানে এক জন্মেই মুক্তি  
লাভ করিতে পারে । পণ্ডিতেরা বলেন,  
এই স্থানই সর্বসিদ্ধির আলয়, দেবদেব

যুগে যুগে হুত দান্তা ত্রাক্ষণা বেদপারিগাঃ ।  
উপাসতে মহাদেবং জপন্তি শতকাজিঘম্ ১২৪  
অবাস্ত সততং দেবং মহাদেবং জিঘ্রকম্ ।  
ধ্যায়ন্তো হৃদয়ে নিত্যং স্থাপুং সর্বোত্তমং শিবম্  
গায়ন্তি সিজ্জাঃ কিল সীতকানি  
বারাণসীং যে নিবসন্তি বিপ্রাঃ ।  
ভেষামথৈকেন ভবেন মুক্তি-  
র্ধে কৃতিবাসং শরণং প্রণমাঃ ১২৬  
সম্প্রাপ্য লোকৈ জগতামভৌতং  
সুহৃৎসু বিপ্রকুলেষু জয় ।  
ধানং সমাদায় জপন্তি কৃত্রং  
ধ্যায়ন্তি চিন্তে যতয়ো মহেশম্ ১২৭  
অদ্রাঘ্যস্ত প্রভুমৌশিতারং  
বারাণসীমধ্যগতা মুনীশ্রাঃ ।  
যজ্ঞান্ত যজ্ঞৈরভিসিদ্ধীনাঃ  
অবাস্ত কৃত্রং প্রণমন্ত শঙ্কম্ ১২৮  
নমো ভবাম্যমলভাবধায়ে  
স্থাপুং প্রপদ্যে গিরিশং পুরাণম্ ।

মহাদেবকর্তৃক সকলের সমক্ষে গোপন করিয়া  
রাখিয়াছেন জিতেন্দ্রিয় বেদপারিগ ত্রাক্ষ-  
ণরা সকল যুগেই এখানে মহাদেবের উপাসনা  
করে ও শতকাজিঘম জপ করে এবং সর্বো-  
ত্তম স্থাপু শিবকে প্রাত্নান্তে আপনাদের  
হৃদয়ে মথ্যে ধ্যান করিয়া সেই ত্রিভুজ  
দেবদেব মহাদেবের স্তব করে । হে বিজ্ঞগণ !  
সিদ্ধলোকেরা এই বলিয়া গন করিয়া থাকে  
যে, যে সকল লোক বারাণসীতে বস করে  
এবং যাঁহারা কৃতিবাসেশ্বরের শরণ গ্রহণ  
করে, তাঁহাদের এক জন্মেই মুক্তি লাভ হয় ।  
পুণ্ডরীর মধ্যে ত্রিভুবনবাহিত সুহৃৎসু বিপ্র-  
কুলে জয়গ্রহণ করিয়া, যতিরা এখানে চিন্তের  
একাগ্রতা সমাধান করত কৃত্রম জপ করেন  
এবং হৃদয়ের মধ্যে মহাদেবের ধ্যান করেন ।  
বারাণসী-মধ্যগত মুনীশ্রা প্রভু ঈশ্বরেরই  
আরাধনা করেন, সেই শঙ্ক কৃত্রকেই স্তব  
করেন এবং তাঁহাকেই প্রণাম করেন । আমি  
সেই অমলধামা ভবকে প্রণাম করিতেছি

স্বামী কজং হৃদয়ে নিবিষ্টঃ

জানে মহাদেবমনেকরূপম্ ॥ ২০

ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে পূর্বভাগে বারা-  
ণসীমাহাত্ম্যে একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ষাতিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

সমাস্তাষা মুনীন্ ধীমান্ দেবদেবন্ত শূলিনঃ ।

জগাম লিঙ্গং হস্তে কপদৌষরমব্যয়ম্ ॥ ১

স্বাস্থ্য তত্র বিধানেন তর্পয়িত্বা পিতৃন বিজাঃ

পিণ্ডাচমোচনে তীর্থে পূজয়ামাস শূলিনম্ ॥ ২

ভক্ত্যর্চ্যমপশুংস্তে মুনয়ো গুরুণা সহ ।

মেনিরে ক্ষেত্রমাহাত্ম্যং প্রণেমুর্গিরিশং হরম্ ॥ ৩

কশিদন্ত্যাগমং তুর্ণং শাঙ্গীলো ঘোররূপধ্বক্ ।

মুগীমেকাং ভকতিভূং কপদৌষরসন্তমম্ ॥ ৪

এবং সেই পুরাণপুরুষ স্বাপু গি রশকে আশ্রয়  
করিতেছি, আর সেই হৃদয়নিবিষ্ট কদ্রকে  
স্বরণ করিতেছি; আমি জানি যে, তিনি  
মহাদেব ও অনেকরূপধারী ॥ ২১—২২ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১

ষাতিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন;—ধীমান্ বেদব্যাস মুন-  
গপকে এইরূপে সম্ভাষণ করিয়া দেবদেব  
শূলীর অব্যয় কপদৌষর লিঙ্গ দর্শন করিতে  
গমন কহিলেন! হে বিজগণ! সেখানে  
পিণ্ডাচমোচন তীর্থে স্নান করিয়া যথাবিধানে  
পিতৃলোকের তর্পণ সমাধা করিয়া মহাদেবের  
পূজা করিলেন। হে বিজগণ! গুরু সহিত  
অবস্থিত মুনীগণ, সেখানে এক আশ্রয়  
ব্যাপার দর্শন করিলেন এবং তাহা স্থানের  
মাহাত্ম্য, ইহা বুঝিতে পারিয়া গিরিশ হরকে  
প্রণাম করিলেন। সেই উত্তম কপদৌষরের  
নিকটে এক তীষণ শাঙ্গীল একটি মুগীকে

ভজ সা ভীতহৃদয়া কৃদা কৃদা প্রদক্ষিণম্ ।

ধাবমানা অসম্ভ্রান্তা ব্যাজন্ত বশমাগতা ॥ ৫

তাং বিদ্যা নৈখন্তৌক্যৈঃ শাঙ্গীলৈঃ সুমহাবলঃ ।

জগাম চাশ্রয়জনং স দৃষ্টা তান্ মুনীশ্বরান্ ॥ ৬

মৃতমাজা চ সা বালা কপদাশাগ্রতো মূগী ।

অদৃষ্টত মহাজালা ব্যোমি সূর্য্যসমপ্রভা ॥ ৭

ত্রিনেত্রা নীলকণ্ঠা চ শশাঙ্কান্তি চশেখরা ।

বৃষাধিকৃতা পুরুষৈস্তাদৃশৈরেব সংযুতা ॥ ৮

পুষ্পবৃষ্টিং বিমুক্তান্তি খেচরাস্তস্ত মূর্ধনি ।

গণেশ্বরঃ স্বয়ং ভূত্বা ন দৃষ্টন্তৎকণাং ততঃ ॥ ৯

দৃষ্টে দদাশ্চর্য্যবৎ জৈমিনিপ্রমথাস্তদা ।

কপদৌষরমাহাত্ম্যং পপ্রচ্ছুভকমচ্যুতম্ ॥ ১০

তেষাং প্রোবাচ ভগবান্ দেবাগ্রে চোপ-

বিষ্টে সঃ ।

কপদৌষর মাহাত্ম্যং প্রণম্য বৃষভধ্বজম্ ॥ ১১

ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত অতিসত্বর বেগে  
আগমন করিল। তখন ভীতহৃদয়া মুগী  
অতিশয় ব্যাগ্রতা সহ ইতস্ততঃ দৌড়িতে  
দৌড়িতে মহাদেবকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল,  
কিন্তু শেষে ব্যাজ্রের হস্তেই পতিত হইল।  
মহাবল শাঙ্গীল স্তৌক্য নথকারী মুগীকে বিদীপ  
করিয়া মুনিদিগের প্রাতি কটাক্ষপাত করিয়া  
অস্ত্র বনে গমন করিল। সেই বালা হরিনী  
কপদৌষরের সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিয়াই,  
আকাশমার্গে বৃষাধিকৃত শশাঙ্কান্তিমস্তক,  
নীলকণ্ঠা ও ত্রিনেত্ররূপে পরিণত হইল। তখন  
সে মহাতেজস্বন্য ও সূর্য্যের স্যং প্রভাবিশিষ্টা  
হইয়া উঠিল এবং তাদৃশরূপধারী পুরুষেরা  
তাহার সাহিত্য সমবেত হইতে লাগিল।  
তাহার পর সেই মুহূর্ত্তেই সে স্বয়ং গণেশ্বর  
হইয়া উঠিল। গগনবিহারী পুরুষেরা তাহার  
মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল; পরে আর  
তাহাকে দেখিতে পাওয়া গেল না। তখন  
জৈমিনিপ্রমথ মুনিগণ এই পরম চর্য্য দর্শন  
করিয়া গুরু বেদব্যাসকে কপদৌষরের মাহাত্ম্য  
জিজ্ঞাসা করিলেন। ১—১০। ভগবান্ বেদ-  
ব্যাস কপদৌষরের সম্মুখে উপবিষ্ট হইয়া

ইদং দেবস্ত তন্নিবং কপদৌষরমুত্তমম্ ।  
 স্মৃভোবাশেষপাপৌষং কিপ্রমস্ত বিনশ্চতি ॥১২  
 কামক্ৰোধাদয়ো দোষা বারাগস্তাং নিবাসিনঃ  
 বিপ্রাঃ সৰ্ব্বৈ বিনশ্চন্তি কপদৌষরপূজনাং ॥১৩  
 তন্মাত্রং সঠৈব দ্রষ্টব্যং কপদৌষরমুত্তমম্ ।  
 পূজিতব্যং প্রযত্নেন স্তোতব্যং বৈদিকৈঃ স্তবৈঃ  
 ধ্যায়তামত্র নিয়তং যোগিনাং শাস্ত্ৰচেষ্টসাম্ ।  
 জায়তে যোগসিদ্ধিচ্চ ব্রহ্মাসেন ন সংশয়ঃ ॥১৪  
 ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি বিনশ্চন্ত্যস্ত পুত্রনাং ।  
 পিশাচমোচনে কুণ্ডে স্নাতস্তাত্র সমীপতঃ ॥ ১৬  
 অগ্নিন্ ক্বেত্রে পুরা বিপ্রান্তপন্থী শংসিতব্রতঃ  
 শত্কৰ্ণ ইতি খ্যাতঃ পূজয়ামাস শূলিনম্ ॥ ১৭  
 জজ্ঞাপ ক্রতুধনিশং প্রণবং ক্রতুপণিগম্ ।  
 পুষ্পধূপাদিত্তঃ স্তোত্রৈর্নমস্কারৈঃ প্রদক্ষিণৈঃ ॥

উবাচ তত্র যোগীশ্বা কৃষা দীকান্ত নৈটিকীম্ ।  
 কদাচিৎকালং প্রেতং পশ্যতি স্ম কৃষাবিতৰ্ণী  
 অস্থিচৰ্ম্মপিন্ধাকং নিবসন্তং বৃহস্পতিঃ ।  
 তং দৃষ্ট্বা স মুনিষেষ্ঠঃ কৃপয়া পরয়া বৃতঃ ॥ ২০  
 প্রোবাচ কো ভবান্ কস্মাদেশাদেশমিমাং গতঃ  
 তস্মৈ পিশাচঃ কৃষয়া পীড়্যমানোহব্রবীষতঃ ॥২১  
 পূৰ্ণজন্মভং বিপ্রো ধন-ধাত্তসমবিত্তঃ ।  
 পুত্র-পৌত্রাদিত্তিৰ্ভুক্তঃ কুটুম্বভরণোৎসুকঃ ॥২২  
 ন পূজিতা ময়া দেবা গাবোহপ্যতিথয়ন্তথা ।  
 ন কদাচিৎ কৃতং পুণ্যমঙ্গং বান্ধমেব বা ॥ ২৩  
 একদা ভগবান্ ক্রত্বো গোরুবেশ্বরবাহনঃ ।  
 বিবেশরো বারাগস্তাং দৃষ্টঃ স্পৃষ্টো নমস্কৃতঃ ॥২৪  
 তদা চিরেণ কালেন পঞ্চমমহাগতঃ ।  
 ন দৃষ্টং তদুয়া ঘোরং যমস্ত বদনং মুনৈঃ ॥ ২৫  
 ঈদৃশীং যোনিমাশ্রয়ঃ পৈশাচীঃ কৃষাদিত্তিঃ ।

বৃষভধ্বজকে প্রণাম করিয়া মুনিগণের সমক্ষে  
 তাঁহার মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিতে আরম্ভ করি-  
 লেন,—ইহাই দেবদেব মহাদেবের উত্তম  
 কপদৌষর লিঙ্গ; যে ইহাকে স্মরণ করে,  
 তাহার সমস্ত পাপরাশি লীভ্বই বিনষ্ট হয়। হে  
 বিপ্রগণ! বারাগসীতে বাস করিয়া কপদৌ-  
 ষরের পূজা করিলে মনুষ্যের কাম-ক্রোধাদি  
 সমস্ত দোষ তিরোহিত হয়। অতএব সৰ্ব্বদা  
 উত্তম কপদৌষরকে দর্শন করিবে, যতপূৰ্ব্বক  
 তাঁহার পূজা করিবে ও বৈদিক স্তোত্রধারা  
 তাঁহার স্তব করিবে। যে সকল যোগী শাস্ত্র-  
 চিন্তে প্রতিনিয়ত ইহার ধ্যানে নিমগ্ন থাকে,  
 ছয় মাসেই তাহাদিগের যোগসিদ্ধি হয়,  
 তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ইহার সমীপ-  
 বর্তী পিশাচমোচন কুণ্ডে স্নান করিলে এবং  
 ইহার পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যা দি বাবতীয়  
 পাপ বিনষ্ট হইয়া থাকে। হে বিপ্রগণ!  
 পূৰ্বে এই ক্বেত্রে শত্কৰ্ণ নামে এক শংসিত-  
 ব্রত তপস্বী মহাদেবের পূজা করিতেন। সেই  
 যোগীশ্বা, নৈটিকী দীক্য গ্রহণ করিয়া এই-  
 খানেই বাস করিতেন; স্তোত্র, নমস্কার,  
 প্রদক্ষিণ ও পুষ্পধূপাদি দ্বারা তাঁহার আরাধনা  
 করিতেন, এবং দিব্যারাজি ক্রতুর প্রণবময়

জপ করিতেন। একদিন তিনি দেখিতে পাই-  
 লেন, এক প্রেত কৃষায় কাতর হইয়া বার-  
 বার নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে আগমন  
 করিতেছে, তাঁহার হৃদয় চক্ষু অস্থি ও চৰ্ম্মের  
 মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে। সেই মুনি-  
 ষেষ্ঠ তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় কৃপাশ্রবণ  
 হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—তুমি কে? কোন্  
 স্থান ভইতে এখানে আসিয়াছ? ১১—২০।  
 সেই পিশাচ কৃষায় কাতর হইয়া তাঁহাকে  
 বলিতে লাগিল,—আমি পূৰ্ণজন্মে ধন-  
 ধাত্তযুক্ত ও পুত্র-পৌত্রাদি-সমবিত্ত এক ব্রাহ্মণ  
 ছিলাম এবং সৰ্ব্বদা কুটুম্ববর্গের ভরণপোষণে  
 সন্মুখ থাকিতাম; আমি দেবতা, যেনু ও  
 অতিথির পূজা করি নাই। আর কখনও  
 সামান্ত বা অধিক পুণ্যকার্যও করিতে পারি  
 নাই। একদা আমি বারাগসীতে বৃষভ-  
 বাহন ভগবান্ বিবেশ্বর ক্রতুকে দেখিয়া-  
 ছিলাম, তাঁহাকে দেখিয়া আমি নমস্কার করি-  
 লাম এবং তাঁহাকে স্পর্শও করিলাম। হে  
 মুনৈঃ। তাহার অনেক দিন পরে আমার মৃত্যু  
 হইয়াছে, কিন্তু আমি যমের ভয়ঙ্কর মুখ দর্শন  
 করি নাই। একদা এই পৈশাচী যোনি

পিপাসয়া পরিকণ্ঠে ন জানামি হিতাহিতম্ ।

স্বদিককিং সমুদ্বর্ত্তুং পানং পশ্যসি প্রভো ।

কুর্কয তং নমস্ত ত্যং ত্বামহং শরণং গতঃ ॥ ২৭

ইত্যাভ্যক্তঃ শঙ্ককর্ণে হৃৎ পিশাচমিদমব্রবীৎ ।

স্বাদৃশো ন হি গোচ্রে কহম্মিন্ বিদ্যাতে

পুণ্যকৃতমঃ ॥ ২৮

স্বং ত্বয়া ভগবান্ পূৰ্ণং দৃষ্টো বিবেকধরঃ শিবঃ ।

সংস্পৃষ্টো বন্দিতো ভূয়ঃ কোহস্তস্বৎসদৃশো

ভূবিঃ ।

ভেন কৰ্ম্মবিপাকেন দেশমেতং সমাগতঃ ॥ ২৯

জ্ঞানং কুর্কয শীঘ্রং ত্বমাশ্রমন্ কুণ্ডে সমাধিতঃ ।

যেনেমাং কুণ্ডসিতাং যোনিং কিপ্রমেব প্রাপ্যন্তসি

স এবমুক্তো মুনির্না পিশাচো

দয়াবতা দেববরং ত্রিনেত্রম্ ।

শ্রুত্বা কপদীশ্বরমোশিতারং

চক্রে সমাধায় মনে হবগাহম্ ॥ ৩১

প্রাপ্ত হইয়াছি এবং ক্ষুধায় পীড়িত ও পিপাসায় ক্রান্ত হইতেছি, আর হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না । তে প্রভো! আপনাকে প্রণাম করিতেছি, আমি আপনাকেই শরণাপন্ন হইলাম ; যদি কোন উপায় থাকে, তবে আমাকে উদ্ধার করুন । অনন্তর শঙ্ককর্ণ এই প্রকার কথিত হইয়া পিশাচকে বলিলেন,—ইহলোকে তোমা অপেক্ষা পুণ্যানীল আর কেহই নাই, যেহেতু তুমি ভগবান বিবেকধর শিবকে পূর্বে দর্শন করিয়াছ, তাঁহার বন্দনা করিয়াছ, তাঁহাকে স্পর্শও করিয়াছ,—অগতে তোমার তুল্য আর কেহই নাই । সেই কর্ম্মের ফলেই তুমি এখানে আগমন করিয়াছ । এক্ষণে সমাহিতচিত্তে শীঘ্র এই কুণ্ডে স্নান কর, তাহা হইলেই তুমি এই কুণ্ডসিত যোনি শীঘ্র পরিত্যাগ করিতে পারিবে । ২১—৩০ । সেই পিশাচ, দয়ালু স্বানকর্ত্তৃক এই প্রণাম কথিত হইয়া ত্রিনেত্র দেবদেব ঈশতা কপদীশ্বরের শরণা করিয়া তাঁহার প্রতি মনোনিবেশপূর্বক স্নান করিল ।

তদাবগাহান্নুনিসন্নিধানেন

মমার দিব্যাভরণশোণপন্নঃ ।

অদৃষ্টতর্কপ্রতিমে ত্রিমাণে

শশাঙ্কচছাঙ্কিতচাক্ষুর্মৌলিঃ ॥ ৩২

বিভাতি কল্পৈঃকল্পিতো দিব্যৈঃ

সমানুভো যোগিভিরশ্রমেতৈঃ ।

স্বালম্বিলাদিতিরেষ দেবো

যথোদয়ে ভানুরশেষদেবঃ ॥ ৩৩

অবাস্ত সিদ্ধা দিব্য দেবসজ্জা

নৃত্যন্তি দিব্যাপ্সরসোহভিরামাঃ ।

মুক্তান্ত যুষ্টিং কুশুমা লম্বিতাং

গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-কিন্নরাদ্যাঃ ॥ ৩৪

সংকুণ্ডমাণোহথ মুনীশ্রমসজ্জৈ-

রবাণ্য বোধং ভগবৎপ্রসাদাৎ ।

সমাবিশ্রম্যন্তমবেশমগ্ৰ্যঃ

জৌয়ময়ং যত্র বিভাতি কল্পঃ ॥ ৩৫

দৃষ্টাবিস্মকঃ স পিশাচভূতঃ

মুনিঃ প্রকৃষ্টো মনসা মহেশম্ ।

অবগাহনের পর সেই পিশাচ মুনিসন্নিধানেই প্রাণ ত্যাগ করিলে তখনই তাহাকে স্বর্গপ্রতিম বিমানে দিব্যাভরণশোভিত ও চন্দ্ররেখাঙ্কিত-মৌলিরূপে দেখা যাইতে লাগিল । উদয়কালে অশেষদেব স্বর্গ্য, বালখিলা মুনীগণদ্বারা পরিবৃত্ত হইলে যেরূপ শোভা পান, স্বর্গস্থিত কল্পগণ ও অশ্রমেয় যোগীগণদ্বারা পরিবৃত্ত হওয়াতে সেই পিশাচেরও সেইরূপ শোভা হইয়াছিল । স্বর্গে দেববৃন্দ ও সিদ্ধগণ তাহার স্তব করিতে লাগিল, মনোরম দিব্য অঙ্গারায় নৃত্য করিতে লাগিল এবং গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও কিন্নররা তাহার উপরে ভ্রমরসংমিশ্র পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল । অনন্তর মুনীশ্রমগণ এইরূপে স্তব করিলে, সেই পিশাচ ভগবানের প্রসাদে পরমাত্মবোধ লাভ করিয়া সর্বপ্রধান জৌয়ময় মণ্ডলে প্রবেশ করিল—যেখানে ভগবান কল্প বিরাজ করিতেছেন । সেই মুনি, ভূতগোচর পিশাচকে মুক্ত হইতে দেখিয়া পুলকিত হইয়া



বিচিত্র্য ক্রমঃ কবিমেবমগ্র্য  
প্রণম্য তুষ্টাব কপদিনঃ ভম্ । ৩৬  
শঙ্কর উবাচ ।  
নমামি নিত্যং পরতঃ পরস্তাদ্-  
গোপ্তারমেকং পুরুষং পুরাণম্ ।  
অজামি যোগেশ্বরমৌশিতার-  
মাদিত্যমগ্নং কলিলাধিকৃতম্ ৩৭  
ত্বে অক্ষপারঃ হৃদি সান্নিবিষ্টঃ  
হিরণ্যঃ যোগিনমাদিহীনম্ ।  
অজামি ক্রমঃ শরণং দিবিত্তং  
মহামুনিঃ অক্ষময়ং পবিত্রম্ । ৩৮  
সহস্রপাদাঙ্কশিরোহতিযুক্তঃ  
সহস্রবাহুঃ ভয়সঃ পরস্তাৎ ।  
ত্বে অক্ষপারঃ প্রণমামি শত্ৰুঃ  
হিরণ্যগর্ভাবিপিতিং ত্রিনেত্রম্ । ৩৯  
যতঃ প্রসূতর্জগতো বিনাশো  
যেনাহুতং সকাশদং শিবেন ।

তং অক্ষপারঃ ভগবত্তমোশঃ  
প্রণম্য নিত্যং শরণং প্রণম্যে । ৪০  
অলিঙ্গ্যালোকবিহীনরূপং  
স্বয়ম্ভুং চিত্তপ্রতিমৈকরূপম্ ।  
তং অক্ষপারঃ পরমেশ্বরং ত্বে  
নমস্করিয়ে ন যতোহস্তদাস্ত । ৪১  
যং যোগিনন্ত্য ক্রমবীজযোগা-  
লক্ । সমাধিং পরমায়ুত্বতঃ ।  
পশুতি দেবঃ প্রণতোহস্মি নিত্যং  
তদ্বক্ষপারঃ ভবতঃ স্বরূপম্ । ৪২  
ন যত্র নামানি বিশেষত্বাণ্ড-  
র্ন তাদৃশে ভিত্তাত যৎস্বরূপম্ ।  
তং অক্ষপারঃ প্রণতোহস্মি নিত্যং  
স্ব.ভুং ত্বে শরণং প্রণম্যে । ৪৩  
যৎস্বদ বেদান্তরতা বদেহং  
সব্রহ্মবজ্ঞানমভেদমেকম্ ।

মনে মনে অগ্র্য কবি ক্রম মন্থকে চক্ষু  
করিতে লাগিলেন এবং সেই কপলীশ্বরকে  
প্রণাম করিয়া তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ।  
শঙ্কর কহিলেন,—যিনি প্রধান হইতেও  
প্রধানতম ও একমাত্র গোপ্তা, সেই পুরাণ-  
পুরুষকে নিয়ত প্রণাম করি; আমি সেই  
ঈশিতা যোগেশ্বরকেই আশ্রয় করিতেছি;  
তিনি আদিত্য অগ্নি ও কলিলাধিকৃত । হে  
দেব ! তুমি অক্ষপার ও সকলের হৃদয়ে সান্নি-  
বিষ্ট রাহিয়াছ; তুমি হিরণ্য, যোগী ও আদি-  
রহিত; আমি তোমারই আশ্রয় গ্রহণ করি-  
তেছি । হে ক্রম ! তুমি সকলের শরণ্য ও  
স্বর্গস্থ মহামুনি; তুমি অক্ষময় ও পবিত্র;  
আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম । হে দেব !  
তোমার সহস্র চরণ, সহস্র নেত্র, সহস্র মস্তক  
এবং সহস্র বাহু, তুমি ত্রয়োক্তগের অস্ত্রাণ,  
অক্ষপার, হিরণ্যগর্ভাধিপতি ও ত্রিনেত্র; হে  
দেব ! আমি তোমাকে সাক্ষাৎ করি  
বাহ্য হইতে এই জগৎ প্রসূত হইয়াছে, বাহ্য  
হইতে এই জগৎ ধ্বংস হইয়াছে এবং যে

শিব এই সমস্ত পদার্থ একত্র সঞ্চিত করিয়া-  
ছেন, আমি সেই অক্ষপার ভগবান্ মহেশ্বরকে  
প্রণিপাত করিয়া তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করি-  
তেছি; তিনিই জগৎের শরণ্য এবং নিত্য ।  
৩১—৪০ । হে ক্রম ! তুমি অলিঙ্গ, আলোক-  
বিহীনরূপ স্বয়ম্ভু, চিত্তপ্রতিম ও একমাত্র  
ক্রম, আমি তোমাকে নমস্কার করিতেছি;  
যেহেতু তোমার পর আর কিছুই নাই, তুমি  
অক্ষপার ও পরমেশ্বর । যোগীগণ চিত্তের  
একাত্রতা সমাধানপূর্বক সবীজযোগ পরি-  
ত্যাগ করিয়া বাহ্যকে দর্শন করেন এবং  
তৎকালে পরমাত্মত্ব হইয়া উঠেন, হে দেব !  
আমি আপনার সেই অক্ষপাররূপকে নিয়ত  
প্রণাম করি । বাটার নাম নাই, বাটার বিশেষ-  
ত্বান্ত্রুথ নাই এবং বাটার স্বরূপও নাই,  
তাদৃশ অক্ষপার শিবকে আমি নিত্য প্রণাম  
করি এবং সেই শরণ্য স্বয়ম্ভু মহেশ্বরের শরণ  
গ্রহণ করি । বাটার বৈদিকজ্ঞানানন্ত, তাঁহার  
আপনাকে দেহাবহীন, অভেদরূপ, একমাত্র  
ও অক্ষাবজ্ঞানযুক্ত দেখিতে পান এবং আপ-

পশ্চত্যানেকং ভবতঃ স্বরূপং  
ভদ্রব্রহ্মপারং প্রণতোহস্মি নিত্যম্ । ৪৪  
বতঃ প্রধামং পুরুষঃ পুরাণো  
বিবর্ততে যঃ প্রণমতি দেবাঃ ।  
নমামি তং জ্যোতিষি সন্নিবিষ্টং  
কালং বৃহত্তং ভবতঃ স্বরূপম্ । ৪৫  
ব্রজামি নিত্যং শরণং মহেশং  
হৃদাং প্রপদ্যে গিরিশং পুরাণম্ ।  
শিবং প্রপদ্যে হরমিন্দুমৌলিঃ  
পিনাকিনং স্বাং শরণং ব্রজামি । ৪৬  
অবৈবং শঙ্কুর্গোহসৌ ভগবন্তং কপর্দিনম্ ।  
পশ্যত দণ্ডযজুমৌ প্রোক্তরন প্রণবং শিবম্ । ৪৭  
তৎকথাং পরমং লিঙ্গং প্রাক্তুর্ভূতং শিবাঙ্ককম্  
জ্ঞানমানন্দমবৈতং কোটিকালং যেন্নিতম্ । ৪৮  
শঙ্কুর্গোহস্ব যুক্তাঙ্গা ধর্ম্মাঙ্গা সর্বগোহমলঃ ।  
নিলিজো বিষলে লিঙ্গে তদন্তুতমিবাভবৎ । ৪৯  
এতদ্রশ্মমাখ্যাতং মহাঙ্কক কপর্দিনঃ ।

নার নানাবিধ স্বরূপেরও উপলব্ধি করিতে পারেন ; হে দেব ! আপনি ব্রহ্মপার, আপনাকে নিত্য প্রণাম করিতেছি । ঐহা হইতে প্রকৃতি ও পুরাণপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছেন এবং দেবতারা ঐহাকে প্রণাম করেন, সেই জ্যোতির্নিব বস্তু, বৃহৎ ও কালান্বিত আপনার স্বরূপকে নমস্কার করি । হে দেব ! আপনি নিত্য, শরণ্য, মহেশ, হৃদা পুরাণ ও গিরিশ ; আমি আপনাকে আশ্রয় করিতেছি । হে দেব ! আপনি হর, শিব ও পিনাকী ; আপনার মস্তকে চক্রকলা বিরাজ করিতেছে ; আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি । সেই শঙ্কুর্গ, ভগবান্ কপর্দীশ্বরকে এইরূপে স্তব করিতে করিতে এবং শিবপ্রণব উচ্চারণ করিতে করিতে ভূমিতলে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন । তৎকথাং এত অবৈত জ্ঞানময়, আনন্দস্বরূপ, কোটিকালারসদৃশ শিবাঙ্কক পরম লিঙ্গ প্রাক্তুর্ভূত হইয়াছিল ; তখন ধর্ম্মাঙ্গা সর্বগামী, অমল শঙ্কুর্গ প্রাণত্যাগ করিয়া সেই বিষল লিঙ্গে লীন হইলেন, সে সমস্তই

ন কশ্চিৎশেষি ভমসা বিধানপাড্য বৃহতি । ৬০  
য ইমাং শৃণুয়ান্নিত্যং কথ্যং পাপপ্রণাশিনীম্ ।  
ভক্তঃ পাপবিমুক্তাঙ্গা কল্পসামীপ্যামুদ্রাৎ । ৬১  
পাঠেচ্চ সহত্যং তদ্বো ব্রহ্মপারং মহান্তবম্ ।  
প্রাক্তুর্ভূতসময়ে স যোগং প্রাপুয়ান্নরঃ । ৬২  
ইহৈব নিত্যং বৎস্তামো দেবদেবং কপর্দিনম্ ।  
ব্রহ্মায়ঃ সত্যতং দেবং পূজয়ামস্তিলোচনম্ । ৬৩  
ইতু্যাক্তা ভগবান্ ব্যাসঃ শিষ্যৈঃ সহ মহাত্ম্যতিঃ  
উবাস তত্র যুক্তাঙ্গা পূজয়ন্ বৈ কপর্দিনম্ । ৬৪  
ইতি জীকৌশ্বে মহাপুবাণে পূর্বভাগে বারান-  
শসৌমাহাঙ্কো দ্বাত্রিংশোহধ্যায়ঃ । ৩২ ।

এক অভূত ব্যাপার হইয়া উঠিল । কপর্দী-  
শ্বরের এই গোপনীয় মহাঙ্ক্য বলিলাম ;  
তমোক্তনের বলে কেহই ইহা বুঝিতে পারে  
না, এমন কি ইহা বুঝিতে ঐহা বিধান  
ব্যক্তিরও মোহ উপস্থিত হয় । যে ব্যক্তি  
প্রতিদিন এই পাপনাশিনী কথা শ্রবণ করেন,  
তিনি সঙ্গপাপবিমুক্ত হইয়া মহাদেবের সামীপ্য  
লাভ করেন ! যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে ও  
মধ্যাহ্নসময়ে পাবত্র হইয়া প্রতিদিন এই ব্রহ্ম-  
পার মহাঙ্ক্য পাঠ করেন, তিনি যোগ লাভ  
করিয়া থাকেন । ‘এইখানেই দেবদেব কপর্দী-  
শ্বরের নিকটে সর্বদা অবস্থান করিব এবং  
সর্বদা তাঁহাকে দর্শন করিব, আর সর্বদা  
তাঁহারই পূজা করিব ।’ যুক্তাঙ্গা মহাত্ম্যতি  
ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা বলিয়া শিষ্য-  
গণের সাহিত সেইখানে অবস্থান করিলেন  
এবং কপর্দীশ্বরের পূজা করিতে লাগি-  
লেন । ৪১—৫৪ ।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩২ ।

ত্রয়সিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

উষিষ্য তত্র ভগবান্ কপদীশান্তিকে পুনঃ ।  
যযৌ দ্রষ্টুং মধ্যমেধং বহুবর্ষগণান্ প্রভুঃ ॥ ১  
তত্র মন্দাকিনীং পুণ্যাম্বিসম্ভ্রমিষেবিতাম্ ।  
নদীং বিমলপানীয়াং দৃষ্ট্বা হৃষ্টোহভবমুনিঃ ॥ ২  
স তামবাধ্য মুনিভিঃ সহ বৈশ্যায়নঃ প্রভুঃ ।  
চকার ভাবপুত্ৰাচ্চ স্নানং স্নানবিধানবিৎ ॥ ৩  
সম্পূর্ণ্য বিধিবদেবানুষ্টান পিতৃগণাংস্তথা ।  
পূজয়ামাস লোকাগ্নিং পুষ্পৈর্নানাবিধৈর্ভবম্ ॥ ৪  
প্রবিষ্টা শিষ্যপ্রবরৈঃ সাক্ষং সত্যবতীশ্রুতঃ ।  
মধ্যমেধমীশানমর্চয়ামাস শূলিনম্ ॥ ৫  
ততঃ পাতপতাঃ শাস্তা ভাস্মাকুলিতবিগ্রহাঃ ।  
দ্রষ্টুং সমাগতা রজ্রং মধ্যমেধমীশ্বরম্ ॥ ৬  
ওকারাসক্তমনসো বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ।  
জটিলো মুণ্ডিতাশ্চাপি শুক্লযজ্ঞোপবীতিনঃ ॥ ৭  
কৌশীনবসনাঃ কেচিদপরে চাপ্যবাসসঃ ।

ত্রয়সিংশ অধ্যায়ঃ ।

স্মৃত কহিলেন,—ভগবান্ প্রভু বেদব্যাস  
কপদীশ্বরের নিকটে অনেক দিন বসবাস  
করিয়া মধ্যমেধর লিঙ্গ দর্শন করিতে গমন  
করিলেন । সেখানে সেই মহামুনি নির্মল-  
সলিলা, ঋষিগণসেবিতা, পবিজ্ঞা, মন্দাকিনীকে  
দর্শন করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছিলেন ।  
ভাবপুত্ৰাচ্চ স্নানবিধানজ্ঞ বৈশ্যায়ন মুনি  
মন্দাকিনী দর্শন করত ঋষিগণের সহিত  
সমবেত হইয়া সেখানে স্নান করিলেন ।  
ঋষ্যবিধানে দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ  
সমাধা করিয়া নানাবিধ পুষ্পদ্বারা লোকাগ্নি  
মহেশ্বরের পূজা করিলেন । সত্যবতীনন্দন  
শিষ্যসমূহে সমবেত হইয়া মধ্যমেধ দেবের  
মন্দিরে প্রবেশপূর্বক শূলী মহেশ্বরের পূজা  
করিলেন । তদনন্তর শাস্ত তস্মালিঙ্গ-কলেবর  
পাতপতেরা ভগবান্ মধ্যমেধর দেবকে দর্শন  
করিতে আগমন করিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে  
কেহ জটীধারী, কেহ মুণ্ডিতমস্তক ; কেহ

ব্রহ্মচর্য্যরতাঃ শাস্তা দান্তা বৈ জ্ঞানতৎপরঃ ॥ ৮  
দৃষ্ট্বা বৈশ্যায়নং বিজ্ঞাঃ শিষ্যৈঃ পরিবৃত্তং ব্রুণিষ  
পুত্রমিষ্টা যথাভ্যর্থমিদং বচনমব্রুবন্ ॥ ৯  
কো ভবান্ কৃত আরাভঃ সহ শিষ্টৈর্বার্হবানুনে ।  
প্রোচুঃ পৈলাদয়ঃ শিষ্যান্তানুষ্টান ব্রহ্মভাবিতান্  
অয়ং সত্যবতীশ্রুতঃ কৃষ্ণবৈশ্যায়নঃ প্রভুঃ ।  
ব্যাগঃ স্বয়ং হৃষীকেশো যেন বেদাঃ পৃথক্কৃতাঃ  
যন্ত দেবো মহাদেবঃ সাক্ষাদেব পিনাকধুক্ ।  
অংশাংশেনাতবৎ পুত্রো নারী শুক ইতি প্রভুঃ  
যো বৈ সাক্ষান্নহাদেবং সর্বভাবেন শঙ্করম্ ।  
প্রপন্নঃ পরমা ভক্ত্যা যন্ত তজ্জ্ঞানমৈশ্বরম্ ॥ ১০  
ততঃ পাতপতাঃ সর্কে তে চ হৃষ্টতনুকায়াঃ ।  
উচুব্যগ্রমনসো ব্যাসং সত্যবতীশ্রুতম্ ॥ ১১  
ভগবন্ ভবতা জাতং বিজ্ঞানং পরমেষ্ঠিনঃ ।  
প্রদাদাদেবদেবন্ত যন্তম্মাহেশ্বরং পরম্ ॥ ১২

কৌশীন-পরিহিত কেহ দিগম্বর ; কিন্তু সক-  
লেই ওকারাসক্তচিত্ত, বেদাধ্যয়ননিরত, শুক-  
যজ্ঞোপবীতধারী, ব্রহ্মচর্য্যনিরত, শাস্ত, দান্ত  
এবং জ্ঞাননিষ্ঠ । হে বিজ্ঞগণ ! তাঁহারা শিষ্য-  
সমূহে পরিবৃত্ত বৈশ্যায়ন মুনিকে দেখিয়া ঋষ্য-  
বিধানে তাঁহার পূজা করিলেন এবং এই  
কথা বলিতে লাগিলেন,—হে মহামুনে !  
আপনি কে ? কোথা হইতে শিষ্যগণের সহিত  
আগমন করিলেন ? তখন পৈলাদি শিষ্যগণ  
সেই সকল ব্রহ্মভাবিত ঋষিদিগকে বলিতে  
আরম্ভ করিলেন,—যিনি চারিবেদ পৃথক্  
করিয়াছেন, সাক্ষাৎ দেবদেব পিনাকপাণি  
মহেশ্বর শুক নাম ধারণ করিয়া অংশব্রূপে  
ঐহার পুত্র হইয়া জন্মিয়াছেন, যিনি প্রকৃষ্ট  
ভক্তিসহকারে, সর্কাস্বরাগের সহিত স্বয়ং  
মহাদেব শঙ্করকে আশ্রয় করিয়াছেন এবং  
ঐহার সেই ঐশ্বরজ্ঞান রহিয়াছে, ইনিই সেই  
সত্যবতীনন্দন স্বয়ং হৃষীকেশ প্রভু কৃষ্ণ-  
বৈশ্যায়ন বেদব্যাস । ১—১০ । অনন্তর সেই  
সকল পাতপতেরা আনন্দে পুলকিত হইয়া  
অব্যগ্রচিত্ত সত্যবতীশ্রুতর ব্যাসদেবকে বলি-  
লেন,—হে ভগবন্ ! আপনি পরমেশ্বর দেব

ভবান্যাকমবাগ্রঃ রহস্তঃ শুভমুত্তমম্ ।

কিপ্রঃ পশ্চেম তং দেবং ক্রহা ভগবতো মুখাৎ  
বিস্তৃজ্যিস্বা তাহিযান্ মুমন্তপ্রমুখাংস্তথা ।

প্রোবাচ তৎপরং জ্ঞানং যোগভেদা

যোগবিস্তমঃ ॥ ১৬

তৎকর্ণাদেব বিমলং সমুত্তং জ্যোতিকৃতমম্ ।

লীনাভ্যেব তে বিপ্রা কণাদন্তবীয়ত ॥ ১৮

ভুতঃ শিষ্যান্ সমাহুয় ভগবান্ ব্রহ্মবিস্তমঃ ।

প্রোবাচ মধ্যমেশস্ত মহান্নাং পৈলপূর্বকান্ ॥ ১৯

অগ্নিন্ স্থানে স্বয়ং দেবো দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ

রমতে ভগবান্ নিত্যং কুট্টর্য পরিবারিতঃ ।

অত্র পুংসং হৃদীকেশো বিবাহা দেবকৌশুতঃ ।

উবাস বৎসরঃ কৃকঃ সদা পাণ্ডপটৈর্হৃদঃ ॥ ২১

ভাস্মাকুলিতপর্কাকো ক্রুদ্র রাধ-তৎপরঃ (ক) ।

আরাধয়ন্ হরিঃ শত্ৰু ক্রহা পাণ্ডপতং ব্রহ্ম ॥ ২২

ভুতং তে বহবঃ শিষ্যা ব্রহ্মচর্যপরায়াঃ ।

লকা ভবচনাঙ্জ্ঞানং দৃষ্টবন্তো মহেশ্বরম্ ॥ ২৩

ভুতং দেবো মহাদেবঃ প্রত্যক্ষঃ নীললোহিতঃ

দর্শো কৃকস্ত ভগবান্ বরদো বরমুত্তমম্ ॥ ২৪

যেহর্চয়িস্বাতি গোবিন্দ মন্ত্রজা বিধিপূর্বকম্ ।

হেযাং তদৈশ্বরং জ্ঞানমুৎপত্ত্যতি জগন্ময় ॥ ২৫

হৃদীশোহর্চয়িতব্যস্ত ধ্যাতিব্যো মৎপরৈর্জ্ঞৈঃ ।

ভবিষ্যসি ন সন্দেহো মৎপ্রসাদাদ্ বিজ্ঞাতিভিঃ

যে চ জ্ঞাত্যস্তি দেবেশং স্নাত্বা দেবং পিনাকিনম্

ব্রহ্মহত্যাডিকং পাপং তেষামাশু বিনশ্ততি ॥ ২৭

প্রাণাংস্ত্যজ্যস্ত যে বিপ্রাঃ পাপকর্ম্মরতা অপি ।

তে যাতি পরমং স্থানং নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ২৮

দন্তান্ত খলু যে বিপ্রা মন্দাকিন্তাং কৃতোদকাঃ

অর্চয়ন্ত মহাদেবং মধ্যমেশ্বরমুত্তমম্ ॥ ২৯

স্নানং দানং তপঃ আদ্রাং পিতৃনির্কণপঞ্চিহ ।

দেবের প্রসাদে যে পরম মহেশ্বর বিজ্ঞান

জানিতে পারিয়াছেন, সেই অবাগ্র শুভম

উত্তম রহস্ত আমাদিগকে বলুন; আপনার

মুখে অবগ করিলে, আমরা শীঘ্র সেই দেব-

দেবকে দর্শন করিতে পারিব । তখন যোগ-

বিস্তম বেদব্যাস, সুমন্তপ্রমুখ শিষ্যদিগকে

বিদায় দিয়া সেই সকল যে গিগণের নিকটে

সেই পরমজ্ঞান কীর্তন করিলেন । তৎকর্ণাৎ

এক উত্তম বিমলজ্যোতিঃ সমুৎপন্ন হইল এবং

সেই সকল ব্রাহ্মণগণ তাহাতেই লীন হইয়া

গেলেন; পরে কণকালের মধ্যেই সেই

জ্যোতিঃ অস্তিত হইল । তৎনস্তর ব্রহ্ম

বিস্তম বেদব্যাস পৈলপ্রমুখ শিষ্যদিগকে

আহ্বান করিয়া মধ্যমেশ্বরের মহান্না বালিতে

লাগিলেন,—স্বয়ং মহাদেব ক্রুদ্র পার্কটী ও

গণদেবতাদিগের সহিত সমবেত হইয়া প্রতি

দিন এই স্থানে জীড়া করে- ১৪—২০ ।

পূর্বে দেবকীতনয় বিপ্র আ হৃদীকেশ কৃক,

পাণ্ডপতব্রত অবলম্বন করিয়া, ভাস্মলগ্ন-

কলেবর ও ক্রুদ্রাধনতৎপর থাকিয়া পাণ্ড-

পর্দাগের সহিত সমবেত হইয়া মহাদেবের

পূজা করিবার জন্য এই স্থানে একবৎসর

কাল বাস করিয়াছিলেন । ব্রহ্মচর্যানিরত

তদীয় অনেক শিষ্য, তাঁহার বাক্যে জ্ঞান

লাভ করিয়া মহেশ্বরকে দর্শন করিয়াছিল ।

ভগবান্ নীললোহিত বরদ মহাদেব প্রত্যক্ষ

হইয়া ত্রীকৃষ্ণকে এই উত্তম বর প্রদান করিয়া-

ছিলেন,—হে জগন্ময় গোবিন্দ ! আমার যে

সকল ভক্ত বিধিপূর্বক আরাধনা করিবে,

তাঁহাদিগের সেই ঐশ্বর-জ্ঞান উৎপন্ন হইবে ।

আপনিই ঐশ্বর, আমার ভক্ত বিজ্ঞাতিগণ

যে আমার প্রসাদে অবশ্য আপনার পূজা

করিবে ও আপনার ধ্যান করিবে, তাহাতে

আর সন্দেহ নাই । বাঁহারা স্নান করিয়া

পিনাকপাণি মহেশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁহা-

দিগের ব্রহ্মহত্যা দি পাপ শীঘ্র বিনষ্ট

হয় । হে ব্রহ্মগণ ! পাপকর্ম্মনিরত ব্যক্তি-

গণ যদি এখানে প্রাণ ত্যাগ করে, তবে

তাঁহারাও পরম স্থান লাভ করিয়া থাকে,

তাঁহার ভক্ত কোন বিচার করিবার আবশ্যক

নাই । হে বিপ্রগণ ! বাঁহারা মন্দাকিনীতে

স্নান করিয়া উত্তম মধ্যমেশ্বরের পূজা করেন,

( ক ) ক্রুদ্র রাধনতৎপর গতি পাঠান্তরম্ ।

একৈকশঃ কৃতং বিপ্রাঃ পুনাভ্যাসস্তমঃ কুলম্ ।  
সন্নিকৃত্যম্পৃশ্য রাহগ্রাস্ত দিবাকরে ।  
যং কলং লভতে মর্ত্যস্তম্যাদশভগ্নবিশ্ব ॥ ৩১  
এবমুক্তা মহাযোগী মধ্যমেখান্তিকে প্রভুঃ ।  
উবাস স্মৃতিরং কালং পূজয়ন্ বৈ মহেশ্বরম্ ॥ ৩২  
ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে পূর্বভাগে বারা-  
ণসীমাধায়ে ত্রয়স্বিশোধনোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

চতুস্ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

ততঃ সর্বাণি শুধানি তীর্থান্ভাষতনানি চ ।  
অগাম ভগবান্ ব্যাসো জৈমিনিপ্রমুখৈবরতঃ ।  
প্রবাগং পরমং তীর্থং প্রয়াগাদিকং শুভম্ ।  
বিষ্ণুরূপং তথা তীর্থং কালতীর্থমুত্তমম্ ॥ ২  
আকাশাখ্যং মহাতীর্থং তীর্থকৈবার্বভং পরম্ ।

ভাগবাই ধন্ত । হে বিপ্রগণ! এখানে  
জ্ঞান, দান, তপস্বী, ব্রাহ্ম ও পিণ্ডদানাদি,  
ইহাদের মধ্যে যে কোনটির আচরণ করে,  
তাহাতেই সপ্তমকুল পর্যন্ত পবিত্র হয়। সূর্য্য  
রাহগ্রস্ত লইলে সন্নিকটীতে জ্ঞান করিলে যে  
ফল হয়, এখানে জ্ঞান করিয়া লোক তাহার  
দশভাগ ফল লাভ করে। মহাযোগী ব্যাসদেব  
এই কথা বলিয়া মধ্যমেখরের পূজা করিতে  
লাগিলেন এবং তাহার নিকটে দীর্ঘকাল  
অবস্থান করিলেন ॥ ২১—৩২ ॥

ত্রয়স্বিশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় ।

তদনন্তর ভগবান্ বেদব্যাস, জৈমিনিপ্রমুখ  
শিষ্যগণের সহিত সমবেত হইয়া শুভ ও  
প্রশস্ত সমস্ত তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। হে  
বিপ্রগণ! তিনি যে সকল তীর্থে গমন করিয়া-  
ছিলেন, তাহাদের নাম যথা,— পরম তীর্থ  
প্রয়াগ, প্রয়াগ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ও শুভ বিষ্ণু-

বল্লীক মহাতীর্থ, গৌরীতীর্থমুত্তমম্ ॥ ৩  
প্রাজাপত্যং তথা তীর্থং স্বর্গদ্বারং তথৈব চ ।  
জম্বুকেশ্বরমিত্যুক্তং চন্দ্রাখ্য তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৪  
গয়াতীর্থং মহাতীর্থং তীর্থকৈব মহানদী ।  
নারায়ণং পরং তীর্থং বায়ু তীর্থমুত্তমম্ ॥ ৫  
জ্ঞানতীর্থং পরং তীর্থং বারাহং তীর্থমুত্তমম্ ।  
যমতীর্থং মহাপুণ্যং তীর্থং সংবর্তকং পরম্ ॥ ৬  
অগ্নিতীর্থং দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ কালকেশ্বরমুত্তমম্ ।  
নাগতীর্থং সোমতীর্থং সূর্য্যতীর্থং তথৈব চ ॥ ৭  
পর্ব্বতাখ্যং মহাপুণ্যং মণিকর্ণমুত্তমম্ ।  
ঘটোৎকচং তীর্থবরং শ্রীতীর্থঞ্চ পিতামহম্ ॥ ৮  
গঙ্গাতীর্থঞ্চ দেবীশং যযাতিতীর্থমুত্তমম্ ।  
কাপিলতীর্থং সোমেশং ব্রহ্মতীর্থমুত্তমম্ ॥ ৯  
যত্র লিঙ্গং পুণ্যনীয় স্নাতুং ব্রহ্মা যদা গতঃ ।  
তদানীং স্থাপয়ামাস বিষ্ণুস্তল্লিঙ্গমৈশ্বরম্ ॥ ১০  
ততঃ স্নাত্বা সমাগত্য ব্রহ্মা প্রোবাচ তং হরিম্  
ময়ানীতমিদং লিঙ্গং কস্ম্যৎ স্থাপিতবানসি ॥ ১১  
তমাং বিষ্ণুস্তোহপি কুত্র তাক্তদৃঢ়া যতঃ ।

রূপতীর্থ, মুত্তম কালতীর্থ, আকাশাখ্য মহা-  
তীর্থ, প্রধান ঋষভতীর্থ, বল্লীক মহাতীর্থ,  
অমুত্তম গৌরীতীর্থ, প্রাজাপত্য তীর্থ, স্বর্গ-  
দ্বার তীর্থ, জম্বুকেশ্বর, চন্দ্রাখ্য উত্তম তীর্থ,  
গয়াতীর্থ, মহাতীর্থ, মহানদীতীর্থ, প্রধান নারা-  
য়ণতীর্থ, অমুত্তম বায়ুতীর্থ, জ্ঞানতীর্থ, অতিশয়  
গোপনীয় ও শ্রেষ্ঠ বারাহতীর্থ, মহাপুণ্য যম-  
তীর্থ, পরম তীর্থ সংবর্তক, অগ্নিতীর্থ, উত্তম  
কালকেশ্বরতীর্থ, নাগতীর্থ, সোমতীর্থ, সূর্য্যতীর্থ,  
মহাপুণ্য পর্ব্বত তীর্থ, উত্তম মণিকর্ণ তীর্থ,  
ভার্বর ঘটোৎকচতীর্থ, শ্রীতীর্থ, পিতামহতীর্থ,  
গঙ্গাতীর্থ, দেবীশতীর্থ, উত্তম যযাতিতীর্থ,  
কাপিলতীর্থ, সোমেশতীর্থ এবং ব্রহ্মতীর্থ।  
এই ব্রহ্মতীর্থে পূর্বে ব্রহ্মা শিবাক্ষ আনয়ন  
করিয়া জ্ঞান করিতে গমন করিলে, বিষ্ণু সেই  
শিবলিঙ্গের স্থাপনা করিয়াছিলেন; জ্ঞানের  
পর আগমন করিয়া ব্রহ্মা হরিকে জিজ্ঞাসা  
করিলেন, এই লিঙ্গ আমি আনয়ন করিয়াছি,  
তুমি কিজন্ম স্থাপন করিলে? বিষ্ণু কাহলেন,

ভাস্মাং প্রতিষ্ঠিতং লিঙ্গং নান্য তব তবিত্যতি  
 কৃতেশ্বরং তথা তীর্থং তীর্থং ধর্মসমুৎপদম্ ।  
 গজব্রতীর্থং সুভতং বাহুসং তীর্থসমুৎপদম্ ॥ ১৩  
 লৌকাসিকং হোমতীর্থং চন্দ্রতীর্থং বিজ্ঞোক্তমাঃ ।  
 চিত্রাক্ষদেবরং পুণ্যং পুণ্যং বিদ্যাধরেবরম্ ॥ ১৪  
 কেন্দ্রতীর্থং গুণ্যং কালজরমমুৎপদম্ ।  
 সারস্বতং প্রভাসক ভদ্রকর্ণং তথা শুভম্ ॥ ১৫  
 লৌকিকাখ্যং মহাতীর্থং তীর্থকৈব হিমালয়ম্ ।  
 হিরণ্যগর্ভং গোপ্রথ্যং তীর্থকৈব বৃন্দাবনম্ ॥ ১৬  
 উপশান্তং শিবকৈব ব্যাঘ্রেবরমমুৎপদম্  
 ত্রিলোচনং মহাতীর্থং লোলার্ককোত্তরাঙ্কম্ ।  
 কপালমোচনং তীর্থং ব্রহ্মহত্যাভিনাশনম্ ।  
 চক্রেবরং মহাপুণ্যমানন্দপুরমুৎপদম্ ॥ ১৮  
 এবমাদীনি তীর্থানি প্রাধান্ত্যং কথিতানি তু ।  
 ন শক্যং বিস্তরাঙ্ককুঃ তীর্থসংখ্যাং বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥  
 তেষু সর্বেষু তীর্থেষু স্নাত্বাভ্যর্চ্য কপদিনম্ ।  
 উপোষ্য তত্র তজ্জাসৌ পারাশর্যো মহামুনিঃ ॥

কজের প্রতি আপনার অপেক্ষায় আমার তক্তি  
 প্রগাঢ় বলিয়া আমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, তথাপি  
 এই লিঙ্গ আপনার নামেই প্রসিদ্ধি লাভ  
 করিবে ১৩—১২। তৎপরে কৃতেশ্বরতীর্থ, ধর্মসমু-  
 ত্ততীর্থ, গজব্রতীর্থ, সুভততীর্থ, উত্তম বাহুসং  
 তীর্থ, লৌকাসিক সোমতীর্থ, চন্দ্রতীর্থ, পুণ্য  
 চিত্রাক্ষদেবর তীর্থ পুণ্যদায়ক বিদ্যাধরেবর-  
 তীর্থ, কেন্দ্রতীর্থ, উগ্রতীর্থ, অমুত্তম কালজর,  
 সারস্বত, প্রভাস, ভদ্রকর্ণ, লৌকিকাখ্য মহা-  
 তীর্থ, হিমালয় তীর্থ, হিরণ্যগর্ভ, গোপ্রথ্য,  
 বৃন্দাবন, উপশান্ত, শিব, অমুত্তম ব্যাঘ্রেবর,  
 মহাতীর্থ ত্রিলোচন, লোলার্ক, উত্তরাঙ্ক,  
 কপালমোচননামক ব্রহ্মহত্যাভিনাশক তীর্থ  
 মহাপুণ্য শক্রেবর, উত্তম আনন্দপুর এবং  
 অন্যান্য তীর্থে গমন করিয়াছিলেন। হে  
 বিজ্ঞোক্তম সকল! সকল তীর্থের সংখ্যা সবি-  
 স্তরে বলিতে সক্ষম নহি, একমাত্র প্রধানতঃ এই  
 সকল তীর্থের নাম উল্লেখ করিলাম। পরাশর  
 তনয় মহামুনি বেদব্যাস উপবাস করিয়া সেই  
 সকল তীর্থে স্নান করিয়াছিলেন ও মহাদেবের

তর্পণিষ্য। পিতৃন দেবান্ কৃৎস্না পিতৃপ্রদানকম্ ।  
 জগাম পুনরেবাপি যত্র বিবেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ২১  
 স্নাত্বাভ্যর্চ্য মহালিঙ্গং শিবেয়াঃ সহ মহামুনিঃ ।  
 উপাচ শিষ্যান্ ধর্ম্মাচ্চা যথেষ্টং গজমর্হধ ॥ ২২  
 তে প্রণম্য মহাত্মানং জম্বুঃ পৈলাদয়ো বিজ্ঞাঃ ।  
 বাসক তত্র নিয়তো বারাগস্তাং চকার সঃ ॥ ২৩  
 শাস্তো দাস্তদ্বিবরণঃ স্নাত্বাভ্যর্চ্য পিনাকিনম্ ।  
 তৈক্যাকারো বিত্তদ্ধায়া ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ ॥ ২৪  
 কদাচিত্ত তত্র বসতা ব্যাঘ্রোন্মিততেজসা ।  
 ভ্রমমাগেন ভিক্ষা বৈ নৈব লভা বিজ্ঞোক্তমাঃ ॥  
 ততঃ ক্রোধাবৃত্ততত্ত্বম্বরাণামিহ বাসিনাম্ ।  
 বিস্ময়ং স্রজামি সর্কেষাং যেন সিদ্ধির্হি হীয়তে ॥  
 তৎকণ ৭ সা মহাদেবৌ শকরাঙ্কশরীরিণী ।  
 প্রাজ্ঞরাসৌ স্বয়ং প্রীত্যা বেগং কৃৎস্না তু মাংসবম  
 ভো ভো ব্যাস মহাবুদ্ধে শপ্তব্য ন ত্বয়া পুরী  
 গৃহাণ ভিক্ষাং মস্তম্বমুৎক্রেবং প্রদদৌ শিবা ॥ ২৮  
 উপাচ চ মহাদেবৌ ক্রোধনস্বঃ যতো যুনে।

পূজা করিয়াছিলেন এবং দেবগণ ও পিতৃ-  
 লোকের তর্পণ ও পিতৃদানাদি করিয়া যেখানে  
 বিবেশ্বর শিব অবস্থান করিয়াছেন, সেই  
 স্থানেই পুনরায় গমন করিলেন। ধর্ম্মাচ্চা  
 মহামুনি ব্যাস শিষ্যগণের সঙ্গিত মিলিত হইয়া  
 স্নান ও সেই মহালিঙ্গের পূজা করিয়া শিষ্য-  
 দিগকে বলিলেন,—তোমরা এক্ষণে আপন  
 আপন ইচ্ছানুসারে গমন করিতে পার।  
 ১৩—২২। পৈলাদি ব্রাহ্মণগণ সেই মহাত্মা  
 বেদব্যাসকে প্রণাম করিয়া গমন করিলেন  
 এবং ভগবান্ বেদব্যাস, বারাগসীতেই  
 নিয়ত অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি  
 শাস্ত, জিতেন্দ্রিয়, বিত্তদ্ধায়া ও ব্রহ্মচর্য্য-  
 পরায়ণ থাকিয়া ত্রিসঙ্খ্যায় স্নান করিতে  
 ও মহাদেবের আরাধনা করিতেন এবং  
 স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া আহার করিতেন। হে  
 বিজ্ঞোক্তমগণ! অমিততেজাঃ বেদব্যাস  
 কাম্বিতে অবস্থান-কালে একদিন ভ্রমণ  
 করিতে করিতে ভিক্ষা পাইলেন না, তখন  
 ক্রোধপূর্ণ হেবে কহিতে লাগিলেন,—বাছা

## পূর্বভাগ ।

ইহ ক্ষেত্রে ন বক্তব্যঃ কৃতয়োহসি যতঃ সদা  
এবমুক্তঃ স ভগবান্ ব্যাসঃ জাহ্নবা পৰাং শিবান্  
উবাচ প্রপতো ত্বা ত্বা চ প্রবরৈঃ ভবৈঃ ॥ ৩০

চতুর্দশামধ্যস্তম্যাং প্রবেশং দেহি শকরি ।  
এবমাত্ম্যজ্ঞায় দেবী চান্তরধীয়ত ॥ ৩১  
এবং স ভগবান্ ব্যাসো মণ্ডযোগী পুরাতনঃ ।  
জাহ্নবা কেন্দ্রগণান্ সর্গান্ স্থিতস্তম্যথ পার্শ্বতঃ  
এবং ব্যাসং স্থিতং জাহ্নবা কেন্দ্রং সেবন্তি  
পাণ্ডিতাঃ ।

তস্মাৎ সর্গপ্রযত্নেন বারাগস্তাং বসেন্নরঃ ॥ ৩৩  
স্মৃত উবাচ ।

ম পঠেদবিমুক্তস্ত মাহাত্ম্যং শৃণুয়াদথ ।

এখানকার সমস্ত অধিবাসী মানবের বিয় হু  
ও তাহাদের সিদ্ধির হানি হু, তাহাই আমি  
করিব । তখনই শকরের অর্দ্ধশরীরিণী মহাদেবী  
মহুয্যবেশে প্রাক্তর্ভূতা হইয়া, প্রীতিপূর্বক  
বলিলেন,—হে মহাবুদ্ধে ব্যাস ! তুমি এই  
পুরীকে শাপ প্রদান করিও না, তুমি আমার  
নিকট ভিক্ষা গ্রহণ কর । ভগবতী এই কথা  
বলিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দান করিলেন এবং  
কহিলেন,—হে মুনে ! তুমি বড় কোপন-  
শতাব, তুমি এই বারাগসীক্ষেত্রে বাস করিও  
না, কারণ তুমি সর্গদা কৃত্য । ভগবান্ বেদ-  
ব্যাস এইরূপ কথিত হইয়া ধ্যানধারা তাঁহাকে  
পরমা মতেশ্বরী জানিয়া প্রণত হইয়া প্রকৃষ্টরূপে  
তাঁহার স্তুব করিয়া বলিতে লাগিলেন,—হে  
শকরি ! চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতে আমাকে  
বারাগসী-প্রবেশের অমুমতি প্রদান করুন ।  
ভগবতীও “তথাত্” বলিয়া অন্তর্হিতা হই-  
লেন । মহাযোগী পুরাতন পুরুষ ভগবান্  
বেদব্যাস, কানীক্ষেত্রে সমস্ত জ্ঞান অবগত  
হইয়া, তাহার একপার্শ্বে অবস্থিতি করিতে  
লাগিলেন । ব্যাস বারাগসীতে অবস্থান  
করিয়াছিলেন বলিয়াই, পণ্ডিতেরা কানী-  
ক্ষেত্রে সেবা করিয়া থাকেন ; অতএব  
মহুয্যধায়েই সর্গপ্রযত্নে বারাগসীতে অবস্থান  
করিবে । হুত কহিলেন,—যে ব্যক্তি কানী

আবয়েক বিজ্ঞানাত্মান্ স যতি পরমাং গতিম্  
জাহ্নবে বা দৈবিকো কার্যো রাজ্যাবহনি বা  
বিজাঃ ।

নদীনাটকৈব তীরেষু দেবতারতনেষু চ ॥ ৩৪  
স্নাত্বা সমাহিতমনাঃ কামক্রোধবিবর্জিতাঃ ।  
অপেন্দ্রশং নমস্তু ত্য স যতি পরমাং গতিম্ ॥ ৩৫

ইতি ত্রীকোশ্রে মহাপুরাণে পূর্বভাগে বারা-  
ণসী-মাহাত্ম্যং নাম চতুস্ত্রিংশো-  
হধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

## পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রবয় উচুঃ ।

মাগন্যমাবিমুক্তস্ত যথাবৎ সমুদীরিতম্ ।  
ইদানীঞ্চ প্রয়াগস্ত মাহাত্ম্যং জাহ্নব স্মৃতত ॥ ১  
যানি তীর্থানি তত্রৈব বিজ্ঞতানি মণ্ডান্তি বৈ ।  
ইদানীং কথ্যমান্যাকং হুত সর্গার্থবিদ্বত্বান ॥ ২

মাহাত্ম্য অবগণ করে অথবা শ্রবণ পাঠ করে,  
কিংবা শাস্ত্র ব্রাহ্মণগণকে অবগণ করায়, সে  
পরম গতি লাভ করে । হে বিজ্ঞগণ ! স্নানান্তে  
সমাহিতচিত্ত ও কাম ক্রোধবিবর্জিত হইয়া  
জাহ্নবকালে, দৈবকার্যে, রাজ্যকালে, দিবে,  
নদীতীরে বা দেবমন্দিরে বসিয়া, মহেশ্বরকে  
প্রণামপূর্বক যে ব্যক্তি কানী মাহাত্ম্য পাঠ  
করে সে প্রকৃষ্ট গতি লাভ করে । ২৩—৩৬ ।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

শ্রবণ কহিতে লাগিলেন—হে স্মৃত  
হুত ! তুমি কানীক্ষেত্রে মাহাত্ম্য যথাবৎ-  
রূপে কহিয়াছ, এক্ষণে প্রয়াগের মাহাত্ম্য  
কীৰ্ত্তন কর । হে হুত ! তুমি সর্গার্থবিদ্ব,  
অতএব প্রয়াগে যে সকল বিখ্যাত মহাতী  
বিদ্যমান আছে, তাহাদিগের কথা আমাদে



মৃত উবাচ ।

শুশ্রূষমুখ্যঃ সৰ্বৈ বিস্তয়েণ জীবামি বঃ ।  
প্রয়াগস্ত চ মাহাত্ম্যং যত্র দেবঃ পিতামহঃ ॥ ৩  
মার্কণ্ডেয়েন কথিতং কোস্তেয়ায় মহাত্মনে ।  
যথা বুধিষ্টিবায়ৈতৎ তদ্বাক্যে ভবতামকম্ ॥ ৪  
নিহত্য কোরবান্ সৰ্বান ভ্রাতৃভিঃ সহ পার্শ্বিণঃ  
শৌকেন মহতাবিষ্টৌ মুমোহ স বুধিষ্টিঃ ॥ ৫  
অচিরেণাথ কালেন মার্কণ্ডেয়ো মহাতপুঃ ।  
সম্প্রাপ্তো হস্তিনপুরং রাজধারে স তিষ্ঠত ॥ ৬  
হারপালোহপি তং দৃষ্ট্বা রাজঃ কথিতবান্  
জ্ঞতম্ ।

মার্কণ্ডেয়ো ব্রূহ্মজুহুসামান্তে দ্বাধ্যসৌ মুনিঃ ॥  
অরিতো বর্ষপুত্রস্ত হারমন্ত্যভ্য সত্বঃ ॥  
হারমন্ত্যগত স্তব আগত্য তে মহামুনে ॥ ৮  
অন্য মে সকলং জ্ঞায় অন্য মে তারিতং কুলম্  
অন্য মে পিতরাজ্ঞাস্তু তুষ্টৌ সদা মুনে ॥ ৯

সমক্ষে কীৰ্ত্তন কর। মৃত কহিলেন,—  
যেখানে পিতামহ ব্রহ্মা বিরাজ করিতেছেন,  
সেই প্রয়াগক্ষেত্রেব মাহাত্ম্য বিস্তররূপে  
বলিতেছি অথবা করুন। মার্কণ্ডেয় মুনি  
মহাত্মা কুতূহলনয় বুধিষ্টিরকে তাহা যেক্রপ  
বলিয়াছিলেন, আমিও আপনাদের সমক্ষে  
তদ্রূপই বলিতেছি। মহাত্মা রাজা বুধিষ্টির  
ভ্রাতৃগণের সহক সমবেশ হইয়া সমস্ত  
কোরবাদগকে বিনাশ করিয়া অশ্রয় শাস্ত্র-  
কুল হইয়াছিলেন। অনন্তর মহাতপা মার্ক-  
ণ্ডেয়-মুনি অচিরকালের মধ্যেই হস্তিনাপুরে  
আগমন করিলেন এবং রাজধারে উপস্থিত  
হইলেন। হারপাল তাঁহাকে সমাগত দেখি-  
য়াই রাজাকে সহর নিবেদন করিল যে, মার্ক-  
ণ্ডেয় মুনি আপনাকে দর্শন করিবার অভি-  
লাষে আসিয়াছেন এবং হারদেশে দণ্ডারমান  
রহিয়াছেন। বর্ষপুত্র বুধিষ্টির শীঘ্র হারদেশে  
আসিয়া হারদেশাবাসিত মুনিকে বলিতে  
লাগিলেন,—হে মহামুনে! আপনার শুভা-  
গমন হউক, আজ আমার জন্ম সকল হইল,  
আজ আমার কুলের উদ্ধার হইল এবং আজ

সিংহাসনমুপস্থাপ্য পাদশোচাৰ্চনাদিভিঃ ।

বুধিষ্টিরো মহাত্মোহি পূজয়াত তং মুনিম্ ॥ ১০  
মার্কণ্ডেয়স্ত সংপৃষ্টঃ প্রোবাচ স বুধিষ্টিরম্ ।  
কিমৰ্থং বৃহসে বিঘ্ন সৰ্বং জ্ঞাত্বাহমাগতঃ ॥ ১১  
ততো বুধিষ্টিরো রাজা প্রণম্য শিরসাত্মনৈঃ ।  
কথয়ত্ব সমাসেন যেন মুচে চাক্ষিষৈঃ ॥ ১২  
নিহত্য বহবো যুদ্ধে পুংসো নিরপরাধিনঃ ।  
অস্মাভিঃ কোরবৈঃ সার্কৈঃ প্রসঙ্গান্মনিসত্তম ॥  
যেন হিংসাসমুদ্ভূতাজ্ঞাস্তরকৃতাদপি ।  
মুচ্যেয় পাতকাদন্য তদ্বান্ বজ্রমুর্হি ॥ ১৪  
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

শুশ্রূ রাজন্ মহাভাগ যন্মাং পুচ্ছসি ভারত ।  
প্রয়াগগমনং শ্রেষ্ঠং নরানাং পাপনাশনম্ ॥ ১৫  
তত্র দেবে মর্গাদেবে ক্রীড়া বিদ্যামবেশ্বরঃ ।

আমার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইলেন; যেহেতু  
আপনি আমার প্রতি পরিতুষ্ট হইয়াছেন।  
বুধিষ্টি মহাত্মা মার্কণ্ডেয় মুনিকে সিংহাসনে  
বসাইয়া পাদপ্রক্ষালন ও অর্চনাদি দ্বারা  
তাঁহার পূজা করিলেন ॥ ১—১০ ॥ বুধিষ্টির  
মুনিকে কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে, মুনি  
রাজাকে কহিলেন,—হে বিঘ্ন! আপনি  
কিজন্য মোহ করিতেছেন? আমি জন্মভূত  
জানিয়াছি, তাই আপনার নিকটে আগমন  
করিয়াছি। তদনন্তর রাজা বুধিষ্টির মস্তক  
অবনত করিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্বক বলি-  
লেন,—আমি যে উপায়ে পাপ হইতে নিষ্করি-  
লাভ করিতে পারি, তাহাই সংক্ষেপে বলুন।  
হে মুনিসত্তম! আমরা যুদ্ধের প্রাক্ক্রমে অনেক  
নিরপরাধ মানব ও কোরবাদগকে বিনাশ  
করিয়াছি। যেক্রপে আমরা ঐহিক হিংসা-  
সমুদ্ভূত ও জ্ঞাস্তরকৃত পাপ হইতে মুক্ত হইতে  
পারি, আজ তাহাই আমাকে বলুন। মার্ক-  
ণ্ডেয় কহিলেন,—হে মহাভাগ রাজন্ ভারত।  
আপনি আমাকে ষাণ জিজ্ঞাসা করিলেন,  
তাহার উত্তর এই যে, মজ্জবোয় পক্ষে প্রয়াগ-  
ক্ষেত্রে গমনই শ্রেষ্ঠ; সেখানে গমন করিলে  
মজ্জবোয় সকল পাপ বিনষ্ট হয়, যেহে

সমাস্তে ভগবান্ ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুঃ সহ দৈবতৈঃ ॥ ১৬

যুষ্টিরি উবাচ ।

ভগবন্ শ্রোতু মচ্ছাম প্রয়াগগমনে কলম্ ।

মৃত্যুনাং কা গংস্তত্র স্নাতান্যৈকৈব কিং কলম্

যে বসন্তি প্রয়াগে তু ক্রাৎ স্নাত্বা তৎ কলম্

ভবতো বিদিতং হেতুং তন্মৈ ক্রাহি নমোহস্ত তে  
মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

কথয়িষ্যামি তে বৎস প্রয়াগস্নানজং কলম্ ।

পুরা মহর্ষিতঃ সম্যক্ কথ্যমানং ময়া শ্রুতম্ ॥ ১৭

এতং প্রজাপতেঃ ক্ষেত্রং ত্রিষু লোকেষু বিষ্ণুতম্

অত্র স্নাত্বা দিবং যাস্তি যে মৃত্যুস্তেহপুনর্ভবাঃ ॥

তত্র ব্রহ্মাদি দেবা রক্ষাং কুর্মান্তি সঙ্গত্যাঃ ।

বহুসন্তানি তীর্থানি সর্বপাপহানি তু ॥ ২১

কাথিতুং নেহ শক্যামি বহুবর্ষং তৈরপি ।

সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যামি প্রয়াগস্তেহ কীর্তনম্ ॥ ২২

মহেশ্বর মহাদেব-কুন্ড ভগবান্ স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সমস্ত দেবগণের সহিত সেখানে অবস্থান করিতেছেন। যুষ্টিরি কহিলেন,—হে ভগবন্! প্রয়াগযাত্রার কল কি, তাহা শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আর যাহারা সেখানে মরে, তাহাদের কিরূপ গতি হয়? এবং সেখানে যাহারা স্নান করে ও বাস করে, তাহাদেরই বা কি কল হয়? সে সকলও আমাকে বলুন। হে দেব! আপনি এ সমস্তই বিদিত আছেন এবং আমিও আপনার নিকটে প্রণত, অতএব আপনি এগুলি আমার কাছে বলুন। মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—হে বৎস! প্রয়াগস্নানের কল তোমাকে বলিতেছি। পূর্বে মহর্ষিগণের মুখে শ্রবণ করিয়াছি যে, ইহাই ত্রিজগতের মধ্যে প্রজাপতির ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানে স্নান করিলে লোকে স্বর্গে গমন করে এবং যাহারা এখানে প্রাণত্যাগ করে, তাহারা আর জন্মপরিগ্রহ করে না। ১১—১২। সেখানে ব্রহ্মাদি দেবগণ সকলে সমবেত হইয়া অস্ত্রাস্ত্র সর্বপাপ-প্রণাশক বহুবিধ তীর্থের রক্ষা করিতেছে। বহুশত বৎসরেও প্রয়াগের সমগ্র মাহাত্ম্য কীর্তন

যষ্টির্ভ্রমঃসহস্রাণি যানি রক্ষন্তি জাহুবীম্ ।

যমুনাং রক্ষন্তি সপা সবিভা সপ্তবাহনঃ ॥ ২৬

প্রয়াগে তু বিশেষেণ স্বয়ং বসন্তি বাসবঃ ।

মণ্ডলং রক্ষন্তি চারঃ সৰ্বদৈবৈশ্চ সান্বিতম্ ॥ ২৭

স্রোতঃ রক্ষতে নিত্যং শূলপাণির্মহেশ্বরঃ ।

স্থানং রক্ষন্তি বৈ দেবাঃ সর্বপাপহরং ততম্ ।

স্বকর্ম্মণা বৃতা লোকা নৈব গচ্ছন্তি তৎপদম্ ॥ ২৮

স্বল্পমল্লতরং পাপং যন্ত চান্তি নরাধিপ ॥ ২৯

প্রয়াগং অরমাণস্ত সর্বমায়ান্তি সংকলম্ ।

দর্শনাং তস্ত তীর্থস্ত নামসঙ্কীর্ণনাদপি ॥ ২৭

মৃত্যুনাং সন্তানানাং নরঃ পাপাং প্রমুচ্যতে ।

পঞ্চ কুণ্ডানি রাজৈস্ত্র যেষাং মধ্যে তু জাহুবী ॥

প্রয়াগং বিশতঃ পুংসঃ পাপং নশ্রুতি তৎকলাং

যোজনানাং সহস্রেষু গজাং স্রাতো যো নরঃ ॥

করিতে সক্ষম হইব না, এজন্য সংক্ষেপে প্রয়াগের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতেছি। প্রয়াগের পরিমাণ যষ্টিসংখ্য ধনুঃ। তথায় গজা ও যমুনা বিদ্যমান। সপ্তবাহন সবিভা তাহা রক্ষা করিতেছেন। বিশেষতঃ প্রয়াগক্ষেত্রে স্বয়ং ইন্দ্র বাস করিয়া থাকেন এবং হরি সকল দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া মণ্ডল রক্ষা করিতেছেন। শূলপাণি মহেশ্বর স্রোতঃ-পাদপের নিত্য রক্ষা করিতেছেন এবং সকল দেবতারা সেই পবিত্র ও সর্বপাপহর স্থানের রক্ষা করিতেছেন। হে রাজন্! সকল লোকই নিজ নিজ পাপকর্ম্মে আবৃত থাকায় সেই প্রয়াগে যাইতে পারে না। যাহার অল্প-মাত্র পাপ আছে, সেও যদি প্রয়াগতীর্থের স্মরণ করে, তবে তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। সেই তীর্থ দর্শন করিলে বা তাহার নাম সঙ্কীর্ণ করিলে এবং গায়ে তাহার যুতিক লেপন করিলেও মনুষ্য সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! প্রয়াগে পাঁচটি কুণ্ড আছে; জাহুবী তাহাদিগের মধ্যেই অবস্থিত। মানব যখন প্রয়াগে প্রবেশ করে, তৎকলাং তাহার সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়। যে ব্যক্তি সহস্রযোজন দূরে

অপি ব্রহ্মতর্ক্যাসৌ লভতে পরমাং গতিম্ ।  
কীৰ্ত্তনামুচ্যতে পাশাদৃষ্ট্য। ভজ্যপি পশ্চতি ॥৩০  
ভাষণস্পৃষ্ট রাজেন্দ্র অরলোকে মহীয়তে ।  
ব্যাধিতো যদি বা দীনঃ ক্লেশো বাপি

ভবেন্নরঃ । ( ক )

গঙ্গায়মুন্যাসাদ্য ভ্যাজেৎ প্রাণান্ প্রযত্নতঃ ।  
ঈশ তীক্ষ্ণভতে কামান্ বদন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥৩২  
দীপ্তকাক্ষনবর্ণৈর্ভবিমানৈর্ভানুবার্ণিভিঃ ।  
সর্বরত্নময়ৈর্দীর্ঘ্যাবানান্ধজমা কুলৈঃ ॥ ৩৩  
বরাজনাসমাকীর্ণৈর্ষোদতে শুভলক্ষণঃ ।  
গীতবাদিজনির্ঘে যৈঃ প্রসুপ্তঃ প্রতিবুধ্যতে ॥৩৪  
যাবন্ন অরতে জন্ম তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে ।  
তস্মাৎ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টঃ কীণকর্ষ্য নরোত্তমঃ ।  
হিরণ্যরত্নসম্পূর্ণে সমৃদ্ধ জায়তে কুলে ।  
তদেব অরতে তীর্থঃ স্বর্গাৎ তত্র গচ্ছতি ॥৩৬

ধাকিরাও গঙ্গাকে অরণ্য করে, সে ব্রহ্মতর্ক্য।  
হইলেও সঙ্গতি লাভ করে। গঙ্গার নাম  
কীৰ্ত্তন করিলে লোকে পাপ হইতে বিমুক্ত  
হয়, আর গঙ্গা দর্শন করিলে মনুষ্যের মঙ্গল  
হয়। ২১—৩০। তে রাজেন্দ্র! যে ব্যক্তি  
গঙ্গায় স্নান করে, সে অরলোকে পূজিত হয়।  
মুনিপুঙ্গবেরা বলেন যে, ব্যাধিত, দীন  
অথবা ক্লেশ ব্যক্তিও যদি গঙ্গা-যমুনার  
সঙ্গমস্থলে প্রযত্নে প্রাণত্যাগ করে, তবে  
সর্বপ্রকার অভ্যুতী লাভ করে এবং প্রদীপ্ত-  
সুবর্ণসদৃশ, স্বর্ঘ্যের স্থায় সমুজ্জল, নানা ধ্বজ-  
সমাকুল ও বরাজনাসমাকীর্ণ শুভলক্ষণ  
বিমানে আরোহণ করিয়া সুখানুভব করে;  
আর সেই ব্যক্তি সুপ্ত হইলে গীতবাদিজনি  
দ্বারা প্রতিবোধিত হয়। যে পর্য্যন্ত জন্ম  
অরণ্য না করে, সে পর্য্যন্ত স্বর্গে পূজিত হয়।  
সেই মনুষ্যের কর্মকল কয় হইলে স্বর্গ হইতে  
বিচ্যুত হইয়া হিরণ্যরত্নসম্পূর্ণ সমৃদ্ধ কুলে জন্ম-  
গ্রহণ করে এবং আবার সেই তীর্থেই অরণ্য

(ক) ইতঃ পরং—পিতৃগাং তারককৈব  
সর্বপাপপ্রণাশনম্ । যঃ প্রয়াগে কৃতো বাস  
উত্তীর্ণো ভবসাগরম্ ॥৩৬কোহমমধিক্যঃ কচিৎ

দেশে বা যদিবারণ্যে বিদেশে যদি বা গৃহে ।  
প্রয়াগং অরমাণস্ত যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ।  
অক্ষমোকমবাগ্নোতি বদন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ ।  
সর্বকামকলা বৃক্ষা মহৌ যত্র হিরণ্যমী ॥ ৩৮  
ঋষয়ো মুনয়ঃ সিদ্ধান্তত্র লোকে স গচ্ছতি ।  
শ্রীসহস্রাকুলে রম্যো মন্দাকিনীতটে শুভে ॥৩৯  
মোদতে মুনিভিঃ সার্কঃ স্নুতেনেহ কর্মণা ।  
সিদ্ধচারণগচ্ছকৈঃ পূজ্যতে দেবদানবৈঃ ॥ ৪০  
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জম্বুদ্বীপপতির্ভবেৎ ।  
ততঃ শুভানি কর্ম্মণি চিন্তয়ানঃ পুনঃপুনঃ ॥ ৪১  
শুণবান্ বিত্তসম্পন্নো ভবভীত্যমুত্তমঃ ।  
কর্ম্মণা মনসা বাচা সত্যে ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥৪২  
গঙ্গা-যমুনয়োর্বধ্যো যন্ত গ্রামঃ (ক) প্রতীচ্ছতি  
সুবর্ণমথ মুক্তাং বা তর্জিবাত্তৎ পরিগ্রহম্ ॥ ৪৩  
স্বকাৰ্য্যে পিতৃকাৰ্য্যে বা দেবভাত্যর্চনেনৈপি বা

করে, আর তাহার কলে সেই তীর্থেই গমন  
করে। মুনিপুঙ্গবেরা বলেন, দেশেই হউক,  
বিদেশেই হউক, গৃহেই হউক, আর অরণ্যেই  
হউক, যে ব্যক্তি প্রয়াগক্ষেত্র অরণ্য করিতে  
করিতে প্রাণত্যাগ করে, সে অক্ষলোকে  
গমন করে এবং যেখানকার মহোত্তল হিরণ্য  
ও বৃক্ষসকল সর্বকামপ্রদ, যেখানে মুনি ঋষি  
ও সিদ্ধলোক সকল অবস্থান করিতেছেন,  
সেই লোকে গমন করে। আর আপনার  
স্মৃকৃত কর্ম্মকলে দেব, দানব, সিদ্ধ, চারণ ও  
গন্ধর্ব্ব দ্বারা পূজিত হইয়া, শ্রী-সহস্রসমাকীর্ণ  
পবিত্র রমণীয় মন্দাকিনীতটে স্নানগণের সহিত  
ক্রীড়া করে। ৩১—৪০। তদনন্তর স্বর্গ  
হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া জম্বুদ্বীপের অধিপতি  
হয় এবং পুনঃপুনঃ সৎকার্য্যের চিন্তা করিতে  
করিতে কায়মনোবাক্য সহকারে সত্যধর্ম্মে  
নিষ্ঠাবান, ধর্ম্মসম্পন্ন ও শুণবান হইয়া থাকে।  
যে ব্যক্তি স্বকাৰ্য্যে, পিতৃকাৰ্য্যে অথবা  
দেবভাত্যর্চনাকালে গঙ্গাযমুনাসঙ্গমের মধ্যে  
সুবর্ণ, সুমি, মুক্তা অথবা অপর কোন

( ক ) প্রাসমিত বা পাঠঃ ।

নিফলং তন্ত তৎ তীর্থং যাবৎ তক্ষনমবুতে ॥৪৪  
অকৃতীর্থে ন গৃহীয়াৎ পুণ্যোদ্যানতনেষু চ ।  
নিমিত্তেষু চ সর্কেষু মপ্তমন্তো বিজ্ঞো ভবেৎ ॥  
কপিলাং পাটনাং ধেমুং যন্ত কৃকাং প্রযচ্ছতি ।  
স্বর্ণশূকীং রোণ্যমুখাং চৈলকটীং পরশ্বিনীম ॥৪৬  
তন্তা যাবন্তি লোমানি সন্তি গাত্রেষু সন্তম ।  
তাবৎসহস্রাণি ক্রতুলোকে মহীয়তে ॥ ৪৭  
ইতি ত্রীকোণ্যে মহাপুরাণে পূর্বভাগে প্রয়াগ-  
মাহাত্ম্যে পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫

### ষট্ ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

কথয়িষ্যামি তে বৎস তীর্থযাত্রাবিধিক্রমম্ ।  
আর্ষণে তু বিধানেন যথাদৃষ্টং যথাক্রমম্ ॥ ১  
প্রয়াগতীর্থযাত্রাধী যঃ প্রযাতি নরঃ কচিৎ ।

ঈবা প্রতিগ্রহ করে এবং যে পর্য্যন্ত সেই  
ধন ভোগ করে, সে কাল পর্য্যন্ত তাহার  
তীর্থকৃত্য সমস্তই নিফল হয় । অতএব  
তীর্থে ও পবিত্রস্থানে দান গ্রহণ করিবে  
না; সুতরাং ভ্রাজনগণ সর্ববিধ প্রয়োজন-  
স্থলেই সাবহিত থাকিবে । হে সন্তম !  
যে ব্যক্তি এখানে পাটলবর্ণা কপিলা অথবা  
কৃষ্ণবর্ণা পরাশ্বিনী ধেমুর শূক স্বর্ণে এবং খুর  
রোণ্যে সজ্জিত করিয়া ও গলদেশে চেলবস্ত্র  
ধারি আবৃত করিয়া দান করে, সেই ধেমুর  
গাত্রের যে পরিমিত রোম থাকে, সে ব্যক্তি  
সেই পরিমাণে সহস্র সহস্রবর্ষ ক্রতুলোকে বাস  
করে । ৪১—৪৭ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

### ষট্ ত্রিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে বৎস যুধিষ্ঠির !  
আর্ষবিধানানুসারে যেরূপ তীর্থযাত্রার বিধি  
দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি, তাহা তোমাকে  
বলিব । যদি কোন মানব, কখন প্রয়াগতীর্থ-

বলীবর্দং সমারুঢ়ঃ শৃগু তন্তাপি যৎ কলম্ ॥ ২  
নরকে বসতে ঘোরৈ সমাঃ কলশতাবৃতম্ ।  
ততো নিবর্তিতো ঘোরো গবাং ক্রোধঃ  
সুপারুণঃ ।  
সলিলক ন গৃহ্যন্ত পিতরন্তস্ত দেহিনঃ ॥ ৩  
ঐশ্বর্য্যামোভমোহাষা গচ্ছেন যানেন যো নরঃ  
নিফলং তন্ত তৎ তীর্থং তস্মাদ্ যানং বিশ্বর্জ্যয়েৎ  
গজা-যমুনায়োর্বধো যন্ত কন্তাং প্রযচ্ছতি ।  
আর্ষণে তু বিধানেন যথাবিত্তবিস্তরম্ ॥ ৫  
ন স পশ্চতি তং ঘোরং নরকং ভেন কর্শ্ণা ।  
উত্তরান্ স কুরুন গহা মোদতে কালমব্যয়ম্ ॥ ৬  
বটমূলং সমাশ্রিতা যন্ত প্রাণান্ পরিত্যাগেৎ ॥  
স্বর্গলোকানতিক্রম্য ক্রতুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৭  
যত্র ব্রহ্মাদি দেবা দিশশ্চ দিশীশ্বর্য্যঃ ।  
লোকপালাশ্চ পিতরঃ সর্বে তে লোকসংহিতাঃ

যাত্রার অভিপ্রায়ে বুঝে আরোহণ করিয়া  
গমন করে, তাহার যে কল (তাঁহা) গুন ।  
দশসহস্রাধিক-শত কল পরিমিত বৎসর সে  
ঘোর নরকে বাস করে, তৎপরে মর্ত্যে  
ভ্রমগ্রহণ করিলে পর, তাহার প্রতি গো-  
দিগের ভীষণ ও দাক্ষন্য ক্রোধ উৎপন্ন  
হয়; পিতৃলোক সেই ব্যক্তির (প্রদত্ত)  
সলিল গ্রহণ করেন না । ঐশ্বর্য্যের আধিক্য  
অথবা লোভ-মোহপ্রযুক্ত যে মানব  
যান-আরোহণ (তীর্থে) গমন করে,  
তাহার সেই তীর্থযাত্রা বিফল হয়, অতএব  
(তীর্থযাত্রায়) যান পরিত্যাগ করিবে ।  
যিনি গজা-যমুনার সঙ্গমস্থলে আর্ষ-বিধানা-  
নুসারে বিত্তবাহুরূপ কন্তাসম্প্রদান করেন,  
সেই কর্শ্বদ্বারা তাঁহাকে ঘোর নরক দেখিতে  
হয় না; তিনি উত্তরকুরুবর্ষে গমন করিয়া,  
অনন্ত আমোদে কাল যাপন করেন । যিনি  
(প্রয়াগস্থ) বটমূল আশ্রয় করিয়া জীবন  
ভাগ করেন, তিনি পুরলোক অভিক্রম  
করিয়া ক্রতুলোক প্রাপ্ত হন । যেখানে  
ব্রহ্মাদি দেবগণ, দিশীশ্বরদিগের সহিত দিক্-  
সমূহ, লোকপাল-সমুদয়, পিতৃলোকসংহিত

সনৎকুমারপ্রবৃথাস্থা ব্রহ্মর্ষয়োহপরে ।  
 নাগাঃ সুপর্ণাঃ সিন্ধাশ্চ তথা নিত্যং সমাসতে ।  
 বহিষ্ঠ ভগবানাস্তে প্রজাপতিপুরস্কৃতঃ ॥ ১০  
 গঙ্গাযমুনগোবিন্দো পৃথিব্যা জঘনং স্মৃতম্ ।  
 প্রয়াগং রাজশার্দূল জিহ্ব লোকেষু বিজ্ঞতম্ ॥  
 ভ্রাতৃভিষেকং যঃ কুর্ধ্যাৎ সঙ্গমে শংসিত্ত্রয়ঃ ।  
 তুল্যং কলম্বাপ্রোতি রাজস্বয়ামেধযোগে ॥ ১১  
 ন যাতুবচনাৎ তাত ন লোকবচনাদপি ।  
 যতিক্ষেত্রমণীয়া তে প্রয়াগগমনং প্রতি ॥ ১২  
 যষ্টিতীর্থসহস্রাণি যষ্টিকোটাস্থাপনাঃ ।  
 তেষাং সান্নিধ্যমত্রৈব তীর্থানাং কুরুনন্দন ॥ ১৩  
 যা গতির্যোগযুক্তস্ত সন্ন্যস্তস্ত (ক) মনৌষণঃ ।  
 সা গতিস্ত্যজতঃ প্রাণান গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ॥ ১৪  
 ন তে জীবন্তি লোকেহস্মিন যত্র তত্র যুধিষ্ঠির ।  
 যে প্রয়াগং ন পশ্য গুপ্তিস্থি লোকেষু বরিত্তাঃ

এবং দৃষ্টা তু তৎ তীর্থং প্রয়াগং পরমং পদম্ ।  
 মৃত্যুতে সর্বপাপেভ্যঃ শশাঙ্ক ইব রাজহা ॥ ১০  
 কহলাশ্বতরো নাগো যমুনাঙ্গকিণে তটে ।  
 তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মুগ্ধতে সর্বপাতকৈঃ ॥ ১১  
 তত্র গঙ্গা নরঃ স্থানং মণাদেবস্ত ধীমতঃ ।  
 সমস্তান্তারয়েৎ পুমান্ দণ্ডাতীতান্ দশাবরান্  
 কুর্ধ্যাভিষেকস্ত নরঃ শোহম্মেধকলং লভেৎ ॥  
 স্বর্গলোকম্বাপ্রোতি যাবদাভুতসংগ্রবম্ ॥ ১২  
 পূর্বপার্শ্বে তু গঙ্গায়াস্ত্রৈলোক্যে খ্যাতিমান্ নৃপ  
 অশটঃ সর্বসামুদ্রঃ প্রতিষ্ঠানঞ্চ বিজ্ঞতম্ ॥ ২০  
 ব্রহ্মচারী জিতক্রোধঃ স্নাত্বা যদি তিষ্ঠাত ।  
 সর্বপ পবিত্রকাত্মা শোহম্মেধকলং লভেৎ ॥ ২১  
 উত্তরেণ প্রাণতীর্থে ভাগীরথ্যাক্ষ সব্যতঃ ।  
 হংসপ্রপতনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতম্ ॥ ২২  
 অশ্বমেধকলং তত্র স্মৃম্যমাত্র তু জায়তে ।  
 যাবচ্চক্ৰশ্চ সূর্য্যশ্চ হাবৎ স্বর্গে মলীয়তে ॥ ২৩

পিতৃগণ, সনৎকুমার প্রভৃতি ঋষিগণ এবং  
 অন্যান্য ব্রহ্মর্ষি, নাগ, সুপর্ণ ও সিন্ধ সকল  
 নিত্য অধিষ্ঠান করেন, ভগবান্ বিষ্ণু প্রজা-  
 পতিকে অগ্রে করিয়া যেখানে অবস্থান  
 করিতেছেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সেই গঙ্গা-যমুনা-  
 সঙ্গমস্থানে অবস্থিত জিহ্ববন-বিখ্যাত প্রয়াগ  
 পৃথিবীর জঘন স্বরূপে কীর্তিত হইয়া  
 থাকেন। যিনি নিয়মপূর্ব্বক সেই গঙ্গা-  
 যমুনাসঙ্গমে স্নান করেন, তিনি রাজস্বয় ও  
 অশ্বমেধ যজ্ঞের তুল্য কল লাভ করেন।  
 ১—১১। হে তাত! কি জননীর বাক্যে,  
 কি অস্ত্র লোকের কথায়, তুমি প্রয়াগ-  
 গমনের ইচ্ছার ব্যতিক্রম করিবে না। হে  
 কুরুনন্দন! এই প্রয়াগে যষ্টিসহস্র ও  
 যষ্টিকোটি তীর্থের সান্নিধ্য আছে; পরমাস্ব-  
 ধ্যানৈকনিরত সন্ন্যাসীর যে গতি লাভ হইয়া  
 থাকে, গঙ্গা-যমুনাসঙ্গমে যাহারা প্রাণত্যাগ  
 করেন, তাহারাও সেই গতি প্রাপ্ত হন। হে  
 যুধিষ্ঠির! যেখানে সেখানে অবস্থিত জীবগণ  
 জীবিতই নহে; যাহারা প্রয়াগকে লাভ করিতে

না পারেন, তাহারা তিন লোকেই বঞ্চিত হয়।  
 এই প্রকার পরম স্থান প্রয়াগ তীর্থ অবলোকন  
 করিলে রাজহারা প্রাপ্ত হইতে চন্দ্ৰের স্থায়, সর্ব-  
 পাপ হইতে মুক্তি লাভ করে। যমুনার দক্ষিণ  
 তীরে কহলা ও অশ্বতর নামে নাগদ্বয় অধিষ্ঠান  
 করেন, সেখানে স্নান-পান করিলে সর্বপাতক  
 হইতে বিমুক্ত হয়। জ্ঞানের আধার মণা-  
 দেবের সেই স্থানে গমন করিলে (মানব)  
 উদ্ধতন দশ পুরুষ ও অশ্বস্তন দশ পুরুষকে  
 দ্রাণ করিতে সক্ষম হয়। মানব সেখানে  
 স্নান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের কল লাভ করে  
 ও প্রভয় পর্ধ্যন্ত স্বর্গ ভোগ করে। হে  
 নৃপ! গঙ্গার পূর্ব্বতীরে জিহ্ববনপ্রসিদ্ধ,  
 সর্বসামুদ্রনামক গহ্বর ও প্রতিষ্ঠান নগরী  
 আছে; ব্রহ্মচারী ও জিতক্রোধ ব্যক্তি  
 যদি (সেখানে) তিন রাজি বাস করেন,  
 তাহা হইলে আত্মাকে সর্ব পাপ হইতে বিমুক্ত  
 করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের কল লাভ করিতে  
 সক্ষম হন। ১২—২১। প্রতিষ্ঠানের উত্তরে  
 ভাগীরথীর সব্যপার্শ্বে হংসপ্রপতন নামে জিহ্ব-  
 বনবিখ্যাত তীর্থ; উহার স্মরণমাত্রে অশ্বমেধ

(ক) সবস্তুভেতি কচিং পাঠঃ।

উর্ধ্বশীপুলিনে রম্যে বিপুলে হংসপাগুরে ।  
 পরিভ্রাণতি যঃ প্রাণান্ শৃণু তন্তাপি যৎ কলম  
 যষ্টিবর্ষসহস্রাণি যষ্টিবর্ষতানি চ ।  
 আন্তে স পিতৃভিঃ সার্কং স্বর্গলোকে নরাধিপ ।  
 অথ সন্ধ্যাবটে রম্যে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।  
 নরঃ শুচিরূপাসৌত ব্রহ্মলোকমবাগ্নুযাৎ ॥ ২৬  
 কোটি তীর্থং সমাসাদ্য যন্ত প্রাণান্ পরিভ্রাজেৎ  
 কোটিবর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২৭  
 যত্র গঙ্গা মহাভাগা বহুতীর্থতপোবনা ।  
 সিদ্ধং ক্ষেত্রং হি তজ্জন্মে নাত্র কার্য্য বিচারণ  
 কিংহী তারয়তে মর্ত্যান্ নাগাংস্তারয়তেহপ্যধঃ  
 দিবী তারয়তে দেবাংস্তেন ত্রিপথগা স্মৃতা ॥ ২৮  
 যাবদহীনি গঙ্গায়াং তিষ্ঠন্তি পুরুষস্ত তু ।  
 তাবদ্বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৩০  
 তীর্থানাং পরমং তীর্থং নদীনাং পরমা নদী ।  
 যোক্ষদা সর্মহুতানাং মহাপাতকিনামপি ॥ ৩১

যজ্ঞের কল ক্ষয়ে ও যত দিন চন্দ্র সূর্য্য থাকি-  
 বেন, ততদিন স্বর্গলোকে পূজা লাভ হয় ।  
 রমণীয় উর্ধ্বশীপুলিনে সুবিশাল হংসপাগুর কেন্দ্রে  
 যিনিপ্রাণ পরিভ্রাণ করেন, তাঁহার যে কল  
 হয় ওন ; হে রাজন্ ! তিনি যষ্টিবর্ষসহস্র এবং  
 যষ্টিবর্ষত বর্ষ পিতৃলোকের সহিত স্বর্গলোকে  
 বাস করেন । অনন্তর রমণীয় সন্ধ্যাবটে ব্রহ্ম-  
 চারী, সংযতচিত্ত এবং পবিত্র হইয়া যদি উপা-  
 সনা করে, ( তাহা হইলে ) ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত  
 হয় । যিনি কোটিতীর্থে উপাস্ত হইয়া প্রাণ  
 পরিভ্রাণ করেন, তিনি কোটিসহস্রবর্ষ কাল  
 স্বর্গলোক বাস করেন । যেখানে বহুতীর্থ ও  
 তপোবনশালিনী ভগবতী গঙ্গা অবস্থিত  
 করিতেছেন, উহাকেই সিদ্ধক্ষেত্র বলিয়া  
 জানিবে, এ বিষয়ে আর কোন বিতর্ক করিবে  
 না । ভূমণ্ডলে মর্ত্যবাসীদিগকে, পাতালে  
 নাগলোককে এবং সুরলোকে দেবতাদিগকে  
 পরিভ্রাণ করেন বলিয়া গঙ্গার ত্রিপথগা নাম  
 হইয়াছে । যাবৎকাল পুরুষের অস্থি গঙ্গাতে  
 অবস্থান করে, তত সহস্রবর্ষ স্বর্গলোকে বাস  
 হয় । ২২—৩০ । তীর্থগণের মধ্যে পরম তীর্থ,

সর্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু হর্লতা ।  
 গঙ্গাধারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥ ৩২  
 সর্বেষামেব ভূতানাং পাপোপহতচেতসাম্ ।  
 গতিমেষেবমানানাং নাস্তি গঙ্গাসমা গতিঃ ॥ ৩৩  
 পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্ ।  
 মহেশ্বরাং পরিভ্রষ্টা সর্বপাপহবা শুভা ॥ ৩৪  
 ক্রতে তু নৈমিষং তীর্থং ত্রেতায়াং পুরুষং বরম্  
 ষাণ্ময়ে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গা বিশিষ্যতে ॥  
 গঙ্গামেব নিষেবন্তে প্রয়াগে তু বিশেষতঃ ।  
 নাস্ত্যং কলিযুগে রৌদ্রে ভেবজং ব্রূপ বিদ্যতে  
 অকামো বা সকামো বা গঙ্গায়াং যো বিপদ্যতে  
 স মৃতো জায়তে স্বর্গে নরকঞ্চ ন পশতি ॥ ৩৭  
 ইতি ত্রীকোণ্ঠে মহাপুরাণে পূর্বভাগে প্রয়াগ-  
 মাহাত্ম্যে ষট্টিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

নদীগণের মধ্যে ত্রৈষ্ঠা নদী গঙ্গা, সমুদয় মহা-  
 পাতকী জীবকেই মুক্তি প্রদান করেন । গঙ্গা  
 সর্বত্র সুলভা হইলেও হরিদ্বার প্রয়াগ ও  
 গঙ্গাসাগর এই তিন স্থানে অতিশয় হর্লতা ।  
 পাপাক্রান্তচিত্ত গতি-অবেষণকারী সমুদয়  
 প্রাণীরই গঙ্গার স্তায় মুক্তিলাভের উপায় আর  
 নাই । সমুদয় পবিত্র পদার্থ হইতেও পবিত্রা,  
 সমুদয় মঙ্গলকারী জব্য অপেক্ষা ও মঙ্গলকারিণী  
 শুভদায়িনী গঙ্গা, মহেশ্বরের জটা হইতে  
 অবতীর্ণা হইয়াছেন । সত্যযুগে নৈামবারণ্যই  
 তীর্থগণের মধ্যে প্রধান, ত্রেতাযুগে পুরুষ  
 তীর্থ ত্রৈষ্ঠ, ষাণ্ময়ুগে কুরুক্ষেত্রই প্রশংসনীয়  
 এবং কলিযুগে ( একমাত্র ) গঙ্গাই সর্বশ্রেষ্ঠ ।  
 সর্বত্রই গঙ্গার সেবা করিবে, বিশেষতঃ  
 প্রয়াগতীর্থে গঙ্গাকে সেবা করিবেই । হে  
 রাজন্ ! ভয়ঙ্কর কলিযুগে ( ভবরোগের )  
 অস্ত ঔষধ নাই । অনিচ্ছাসম্বন্ধেই হটক  
 অথবা কামনাবৃদ্ধ হইয়াই হটক, গঙ্গাতে  
 যাহার জীবনত্যাগ হয়, তিনি মরণানন্তর স্বর্গে  
 গমন করেন, তাঁহাকে আর নরক দর্শন  
 করিতে হয় না । ৩১—৩৭ ।

ষট্টিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

যষ্টিতীর্থসংস্রাণি যষ্টিতীর্থনতানি চ ।

মাঘমাসে গমিষ্যন্তি গজাঘমুনসঙ্গমে ॥ ১

গবাং শতসংস্রস্ত সম্যঙ্গন্তস্ত যৎ কলম্ ।

প্রয়াগে মাঘমাসে তু ভ্রাতৃং স্নাতস্ত তৎ কলম্

গজাঘমুনয়োর্বৈধো করীষাগ্নিক সাধয়েৎ ।

অহীনাভো হরোগচ্চ পঞ্চোস্ত্রিয়সমবিতঃ ॥ ৩

যাবন্তি রোমকূপাণি তস্ত গাজেষু ভূমিপ ।

ভাবদ্বর্ষসংস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ৪

ভূতঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো জঘুদ্বীপপতির্ভবেৎ ।

ভূক্কা স বিপুলান ভোগাংস্তৎ তীর্থং

ভজতে পুনঃ ॥ ৫

জলপ্রবেশঃ যঃ কুর্ঘ্যাৎ সঙ্গমে লোকবিষ্কতে ।

ব্রাহ্মগ্রস্তো যথা সোমো বিমুক্তঃ সর্বপাতকৈঃ ॥ ৬

সৌমলোকমবাপ্নোতি সোমেন সহ মোদতে ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন—হে যুধিষ্ঠির ! যষ্টি-  
সংস্র এবং যষ্টিপত তীর্থ মাঘ মাসে গজাঘমু-  
নার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে গমন করেন । শত  
সংস্র গাভী যথাবিধি দান করিলে তাহার যে  
কল হয়, মাঘ মাসে প্রয়াগে তিন দিবস তখন  
জান করিলেও সেই কল লাভ হইয়া  
থাকে । যিনি মাঘমাসে গজা-ঘমুনার সঙ্গম-  
স্থলে জনগণের শ্রীত নিবারণার্থ করীষাগ্নি  
(ঘুটের আগুন) প্রজ্জ্বলিত করেন, তিনি  
সর্গব্যয়বিস্তৃক, নীরোগ এবং পঞ্চোস্ত্রযুক্ত  
হন । হে রাজন্ ! তাহার শরীরে যত রোমকূপ  
আছে, তত সংস্রবর্ষ তিনি স্বর্গলোকে পূজিত  
হন । অনন্তর স্বর্গ হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়া  
জঘুদ্বীপের অধিপতি হন এবং বিবিধ  
ভোগ্যবস্ত উপভোগ করিয়া পুনরায় সেই  
তীর্থ লাভ করেন । যিনি ভুবনপ্রসিদ্ধ গজা-  
ঘমুনার সঙ্গম-স্থলে জলে প্রবেশ করেন,  
তিনি ব্রাহ্ম গ্রাস হইতে বিমুক্ত চন্দ্রেয় স্নায়,  
সর্ববিধ পাতক হইতে মুক্তি লাভ করেন

যষ্টিবর্ষসংস্রাণি যষ্টিবর্ষনতানি চ ॥ ১

স্বর্গঃ শতলোকেহসৌ মুনিগন্ধর্বসেবিতঃ ।

ভতো ভ্রষ্টো রাজেন্দ্র সম্যঙ্গে জায়তে কুলে ॥

অধঃশিরাস্ত যো ধারামূর্দ্ধপাদঃ পিবেন্নরঃ ।

শতবর্ষসংস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥ ২

তস্মাদ্ভ্রষ্টো রাজেন্দ্র অগ্নিহোত্ৰী ভবেন্নরঃ ।

ভূক্কাথ বিপুলান ভোগাংস্তৎ তীর্থং ভজতে

পুনঃ ॥ ১০

যঃ শরীরং বিকর্ষিত্বা শকুনিভ্যঃ প্রযচ্ছতি ।

বিহকৈকপভুক্তস্ত শূণ্ তস্তাপি যৎ কলম্ ॥ ১১

শতং বর্ষসংস্রাণাং সৌমলোকে মহীয়তে ।

ভতস্তস্মাৎ পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি ধার্মিকঃ ॥ ১২

ভগবান্ রূপসম্পন্নো বিদ্বান্ প্রিয়বাক্যবান্ ।

ভূক্কা তু বিপুলান্ ভোগাংস্তৎ তীর্থং

ভজতে পুনঃ ॥

উত্তরে যমুনাভীরে প্রয়াগস্থ চ দক্ষিণে ।

ঋণপ্রমোচনং নাম তীর্থস্ত পরমং স্মৃতম্ ॥ ১৪

এবং চন্দ্রলোকে, গমন করিয়া যষ্টিসংস্র ও  
যষ্টিপত বর্ষ চন্দ্রেয় সহিত আমোদে যাপন  
করেন । অনন্তর তিনি তথা হইতে মুনি-  
গন্ধর্ব-পরিসেবিত ইন্দ্রলোকে আগমন করেন,  
পুনরায় সেই স্থান হইতে বিচ্যুত হইয়া সমুদ্র-  
কূলে জন্মগ্রহণ করেন । ১—৮ । যিনি  
অধোমন্তক এবং উর্দ্ধপাদ হইয়া জলধারা পান  
করেন, তিনি শতসংস্র বর্ষ স্বর্গলোকে পূজিত  
হন । হে রাজেন্দ্র ! অনন্তর স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া  
অগ্নিহোত্ৰী হন ; তদন্তে বিপুল ভোগ্য বস্ত  
উপভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থসেবার  
নিরত হন । যিনি ( আপন ) শরীর কর্তন  
করিয়া পক্ষীদিগকে প্রদান করেন, বিহকমগণ  
কর্তৃক উপভুক্ত সেই ব্যক্তির কলের বিষয়  
শ্রবণ কর । তিনি শতসংস্র বর্ষ চন্দ্রলোকে  
পূজিত হন, অনন্তর সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট  
হইয়া ধর্মশীল ভগবান্ সৌন্দর্য্যশালী, বিদ্বান্,  
প্রিয়ভাষী রাজা হন । তদনন্তর প্রচুর ভোগ্য-  
উপভোগ করিয়া পুনরায় সেই তীর্থ সেবা  
করেন । যমুনার উত্তরে প্রয়াগের দক্ষিণে



একরাত্রোষিতঃ স্নানং ঋণাং তত্র প্রমুচ্যতে ।  
স্বর্গলোকমবাপ্নোতি অনুশন্ত সঙ্গা ভবেৎ ॥১৫  
ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে পূর্বভাগে প্রয়াগ-  
মহাশ্মে সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭

### অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

তপনস্ত স্তুতা দেবী ত্রিষু লোকেষু বিজ্ঞতা ।  
সমাগতা মহাভাগা যমুনা যত্র নিয়গা ॥ ১  
যেনৈব নিঃসৃত্য গঙ্গা তেনৈব যমুনা গতা ।  
যোজনানাং সহস্ৰেষু কীর্তনাং পাপনাশিনী ॥২  
তত্র স্নানং চ পীঠং চ যমুনায়াং যুগ্ধতির ।  
সর্বপাপবিনিমুক্তঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৩  
প্রপাদ্যন্ত্যজতি যন্তত্র স যাক্তি পরমাং গতিম্ ।  
অগ্নিতীর্থমতি খ্যাতং যমুনাধিকিণে তটে ॥৪  
পশ্চিমে ধর্মরাজস্ত তীর্থস্থানরকং স্মৃতম্ ।

ঋণপ্রমোচন-নামক পরমতীর্থে। বিষয় কথিত  
আছে। সেখানে এক রাত্রি বাসপুত্রিক  
স্নান করিলে ঋণত্রয় হইতে মুক্তি লাভ করে  
এবং স্বর্গলোকে গমন করে ও সর্বপাপ  
হইয়া থাকে। ১—১৫ ।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

### অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে কৃষ্ণাতনয় ।  
সূর্য্যভূতি। ত্রিগোক-প্রাসঙ্গ্য ভগবতী যমুনা  
তরঙ্গরূপে এখানে সমাগত হইয়াছেন। যে  
পথে গঙ্গা নিঃসৃত্য হইয়াছেন, যমুনাও সেই  
পথে গমন করিতেছেন, সহস্র যোজন হইতে  
ঋতাহর নামোচ্চারণে পাপরাশি বিনষ্ট হয়,  
হে যুগ্ধতির। সেই যমুনা স্নান-পান করিলে  
সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া সপ্তম কুল  
পধ্যস্ত পবিত্র করে। যমুনার দক্ষিণ ভাগে  
বিখ্যাত অগ্নিতীর্থ, যিনি সেখানে জীবন  
পরিভ্রমণ করেন, তিনি পরমগতি লাভ

তত্র স্নানং দিবং যাক্তি যে মৃত্যুস্তেহপুনর্ভবাঃ ॥৬  
কুরুপক্ষে চতুর্দশাং স্নানং সত্তর্প্য বৈ ভক্তিঃ ।  
ধর্মরাজং মহাপাশৈর্মুচ্যতে নাজ সংশয়ঃ ॥ ৭  
দশ তীর্থসহস্রাণি দশ কোট্যন্তধাপরাঃ ।  
প্রয়াগসংস্থিতানি স্মারৈবমাহর্ননৌষিণঃ ॥ ৮  
তিষ্যঃ কোট্যোহর্নকোটিশ্চ তীর্থানাং

বায়ুত্রয়ীং ।

দ্বিবি ভুব্যস্তরীক্ষে চ তৎ সর্বং জাহবী স্তুতা  
যত্র গঙ্গা মহাভাগা স দেশস্তৎ তপোবনম্ ।  
সিদ্ধক্ষেত্রস্ত তত্র জেয়ং গঙ্গাতীরং সমাপ্তিতম্ ॥৯  
যত্র দেবো মহাদেবো মাধবেন মহেশ্বরঃ ।  
আন্তে দেবেশ্বরো নিত্যং তৎ তীর্থং তৎ

তপোবনম্ ॥ ১০

ইদং সত্যং দ্বিজাতীনাং সাধুনাং সমুদ্রস্ত চ ।  
মুহুরাক্ষ জপেৎ কর্ণে শিষ্যস্তাভুগতস্ত চ ॥ ১১

করেন। যমুনার পশ্চিমভাগে ধর্মরাজের  
অনরক-নামক তীর্থের বিষয় বর্ণিত আছে;  
সেখানে অবগাহন করিয়া স্বর্গে আরোহণ  
করে; যে সেখানে জীবন ত্যাগ করে, তাহার  
পুনর্জন্ম হয় না। কুরুপক্ষের চতুর্দশ  
তিথিতে স্নান করত পবিত্র হইয়া যিনি ধর্ম-  
রাজের উদ্দেশে তর্পণ করেন, তিনি সর্বপাপ  
হইতে মুক্তি লাভ করেন, এ বিষয়ে সংশয়  
নাই। দশসহস্র তীর্থ ও অপর দশকোটি  
তীর্থ প্রয়াগে অবস্থান করেন, জানিগণ  
এইরূপ বলিয়া থাকেন। স্বর্গ ভূমণ্ডল ও  
অন্তরীক্ষ এই তিন স্থানে সার্বত্রিকোটি  
তীর্থ অস্থান করিতেছেন, কিন্তু এক জাহ-  
বী সেই সর্বতীর্থময়ী, বায়ু ইহা বলিয়াছেন।  
যেখানে ভগবতী গঙ্গা অবস্থিতা সেই দেশই  
প্রকৃত দেশ, সেইস্থানই তপোবন এবং সেই-  
স্থানই সিদ্ধক্ষেত্র। যেখানে দীপ্তলীল দেবাদি-  
দেব মহেশ্বর মহাদেব লক্ষ্যপতির সহিত নিত্য  
অবস্থান করেন, সেই গঙ্গাতীরই তীর্থ এবং  
তাহাই তপোবন ১১—১০। এই সত্যবিষয়ী  
ব্রাহ্মণ্যগিরি, সাধুদিগের, নিজ পুত্রের এবং  
বহুবর্গের ও অভুগত শিষ্যের কর্ণে প্রদান

ইদং ধৰ্মমিদং স্বৰ্গমিদং মেধ্যমিদং শুভম্ ।

ইদং পুণ্যমিদং রমাং পাবনং ধৰ্মমুত্তমম্ ॥ ১২

মহর্ষীণামিদং শুভং সৰ্বপাপপ্রমোচনম্ ।

তজ্জাৰীণ্য জিজ্ঞাস্থ্যায়ং শিষ্টমুদ্বিগতম্ ॥ ১৩

যশেচনং শৃণুয়ান্নিত্যং তীৰ্থং পুণ্যং সদা তুচ্ছং ।

জাতিশ্রয়ং লভতে নাকপৃষ্ঠে চ মোদতে ॥ ১৪

প্রাপ্যন্তে তানি তীৰ্থানি সন্তিঃ শিষ্টাঃ স্মৃদর্শিতাঃ ।

স্নাহি তীৰ্থেবু কোদব্য মা চ বক্রমহির্ভব ॥ ১৫

এবমুক্তা স ভগবান্ মার্কণ্ডেয়া মহামুনিঃ ।

তীৰ্থানি কথয়ামাস পৃথিব্যাং যানি কানিচিৎ ॥ ১৬

কুসুমদ্বাদিসংস্থানং গ্রহাণাং জ্যোতিষাং স্থিতিম্

পৃষ্ঠে প্রোবাচ সকলমুক্তাং প্রযযৌ মুনিঃ ॥ ১৭

সুত উবাচ ।

য এবং কল্যায়ন্য শৃণোতি পঠতেহধবা ।

মুচ্যতে সৰ্বপাপৈশ্চ ক্রতুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৮

ইতি জীকোশ্ৰে মহ পুরাণে পূৰ্ব্বভাগে প্রয়াগ-

মাংশ্চোহষ্টোত্ৰশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৮ ॥

করিবে। এই কথাই ধৰ্ম্ম, ইহাই স্বৰ্গকলজনক এবং ইহাই পবিত্র; ইহাই মঙ্গলপ্রদ, ইহাই পুণ্য, ইহাই রমণীয় এবং ইহাই পবিত্রকারী উত্তম ধৰ্ম্ম। এই গঙ্গাতীরই মহর্ষিগণের অতি গোপনীয় এবং পাপনাশকারী। এখানে ব্রাহ্মণ বেদপাঠ করিয়া পবিত্র লাভ করেন। যিনি প্রত্যহ তুচ্ছ ইহা পুণ্যতীৰ্থের বিষয় শ্রবণ করেন, তিনি জাতিশ্রয় (পূৰ্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবার ক্রমতঃ) লাভ করেন এবং স্বৰ্গে আমোদে কালযাপন করেন। শিষ্টমার্গপ্রদর্শক সাধুগণই সেই সকল তীৰ্থে গমন করেন। সুতরাং হে কুৰুবংশধর! তুমি সেই সকল তীৰ্থে স্নান কর, বিপন্নোত্তবুদ্ধি হইও না। এই কথা বলিয়াই সেই ভগবান্ মহর্ষি মার্কণ্ডেয় পৃথিবীতে যে কত তীৰ্থ আছে, তাহা বর্ণনা করিলেন। মুনি (রাজাকঙ্ক) জিজ্ঞাসিত হইয়া পৃথিবী, সমুদ্র পর্বতাদির সংস্থান এবং ত জ্যোতিষমণ্ডলীর অবস্থিতি সকল

একোদশাধিকশোহধ্যায়ঃ ।

এবমুক্তা স্তনয়ো নৈমিষীয়া মহামুনিম্ ।

পল্লভুক্রতং সুতং পৃথিব্যাদিবিনির্গমম্ ॥ ১

অথয় উচুঃ ।

কথিতো ভবতা সুত সর্গঃ শ্রায়ভুবঃ শুভঃ ।

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামস্মিলোকস্তান্ত মণ্ডলম্ ॥ ২

যাবন্তঃ সাগরদ্বীপান্তথা বর্ষানি পর্বতাঃ ।

বনানি সরিতঃ সূর্যো গ্রহাণাং স্থিতিরেষ চ ॥ ৩

যদাধারমিদং সৰ্বং যেযাং পৃথ্বী পুরা স্থিতম্ ।

নৃপাণাং তৎ সমাসেন সুত বক্রমিহাইসি ॥ ৪

সুত উবাচ ।

বক্যে দেবাধিদেবায় বিষ্ণবে প্রভবিকবে ।

নমস্কৃত্য প্রমেয়ায় যত্নতঃ তেন ধীমতা ॥ ৫

বলিয়া প্রস্থান করিলেন। সুত বলিলেন—

যিনি প্রত্যয়ে (শয্যা হইতে) উঠিয়া ইহা

শ্রবণ করেন অথবা পাঠ করেন, তিনি সৰ্ব-

পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ক্রতুলোকে গমন

করেন। ১১—১৮।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচত্রিংশ অধ্যায় ।

নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ এইরূপে উক্ত হইবার পর মহামুনি সুতকে পৃথিব্যাতির নিৰ্ণয়ের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঋষিরা বলিলেন,—হে সুত! আপনি শ্রায়ভুব মন্ডল স্থতির বিষয় বর্ণনা করিয়াছেন, ইদানীং এই ত্রিলোকমণ্ডলের বিষয় শ্রবণ করিতে বাহা করি। সাগর, দ্বীপ, বর্ষ, পর্বত, অরণ্য ও নদী যতগুলি আছে, সূর্য ও গ্রহগণের অবস্থিতি, ইহার সকলে যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে এবং পুরাকালে এই পৃথিবী যে সকল নৃপতির অধিকারে ছিল, হে সুত! ইদানীং আপনি সেই সমুদায় বলুন। সুত বলিলেন,— দেবাঃ দেব প্রভাবশালী যাতমান্ অপ্রমেয়-তণবিশিষ্ট ভগবান্ বিষ্ণু যাহা বলিয়াছেন,

স্বয়ম্ভুবস্তাস্ত্র মনোঃ প্রাণিতো যঃ প্রিয়ব্রতঃ ।  
 পুষ্করস্তাত্ত্ববন পুত্রঃ প্রজাপতিসমা দশ ॥ ৬  
 অগ্নিগ্ন্যবাহুস্ত বপুষ্মান্ হ্যাহিমাংস্তথা ।  
 মেধা মেধাতিথির্ভব্যঃ সর্বনঃ পুত্র এব চ ॥ ৭  
 জ্যোতিষ্মান্ দশমন্তেষাং মহাবলপরাক্রমঃ ।  
 ধার্মিকো দাননিরতঃ সর্বভূতানুকম্পকঃ ॥ ৮  
 মেধাগ্নিবাহুপুত্রাস্ত্র ত্রয়ো যোগপরায়ণাঃ ।  
 জাতিষ্মরা মহাভাগা ন রাজ্যে দধিরে মতিম্ ।  
 প্রিয়ব্রতোহত্য্যধিকৃষ্টে সপ্তদ্বীপেষু সপ্ত তান্ ।  
 জম্বুদ্বীপেশ্বরং পুত্রমাগ্নীধ্রুৱকরোননূপঃ ॥ ১০  
 প্রক্ষদ্বীপেশ্বরশ্চৈব তেন মেধাতিথিঃ কৃতঃ ।  
 শাল্মলীশং বপুষন্তং নরেন্দ্রমাত্মজিত্বান ॥ ১১  
 জ্যোতিষন্তং কুশদ্বীপে রাজানং কৃতবান্ প্রভুঃ  
 দ্ব্যতিমন্তক রাজানং ক্রৌঞ্চদ্বীপে সমাদিশং ॥ ১২  
 শাকদ্বীপেশ্বঃ কাপি ভবাং চক্রে প্রিয়ব্রতঃ ।  
 পুষ্করাধিপতিং চক্রে সর্বং প্রজাপতিঃ ॥ ১৩

পুষ্করেশ্বরস্তাশ্চাপি মহাবীতঃ স্তুতোহুভবৎ ।  
 ধাতকিষ্টৈব যাবেতৌ পুত্রৌ পুত্রবতাং বরৌ  
 মহাবীতং স্তুতং বর্ষং তন্ত স্তাং তু মহামনঃ ।  
 নান্য বৈ ধাতকেষ্ট্যপি ধাতকীধণ্ডুচাতে ॥ ১৪  
 শাকদ্বীপেশ্বরস্তাপি ভব্যস্তাপ্যভবন স্তুতঃ ।  
 জলদশ্চ কুমারশ্চ স্কু-ারো মণীচকঃ ॥ ১৫  
 কুশোত্তরোহধ মোদাকিঃ সপ্তমঃ স্তান্নাহুক্রমঃ ।  
 জলদঃ জলদস্তাধ বর্ষং প্রথমমুচ্যতে ॥ ১৬  
 কুমারস্ত তু কোমারং তৃতীয়ং স্কুমারঞ্চম্ ।  
 মাণীচকং চতুর্থকং পঞ্চমকং কুশোত্তরম্ ॥ ১৭  
 মোদাকং ষষ্ঠ মত্যাভ্যং সপ্তমস্ত মহাক্রমম্ ।  
 ক্রৌঞ্চদ্বীপেশ্বরস্তাপি স্তুতা দ্ব্যতিমতোহুভবন  
 কুশলঃ প্রথমন্তেষাং দ্বিতীয়স্ত মনোহরঃ ।  
 উকৃষ্ট ভীষ্মঃ সম্প্রোক্তশ্চতুর্থঃ শিবরঃ স্তুতঃ ॥ ১৮  
 অন্ধকারো মুনীশ্চৈব হনুতিশ্চৈব সপ্তমঃ ।  
 তেষাং শ্রনামভির্দেবঃ ক্রৌঞ্চদ্বীপাশ্রয়াঃ শুভাঃ

আমি তাঁহাকে প্রাণিপাত করিয়া তাহাই বর্ণনা  
 করিব। স্বয়ম্ভুব মহার প্রিয়ব্রত নামক যে  
 পুত্রের বিষয় পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার প্রজা-  
 পতিসদৃশ দশ পুত্র জন্মিয়াছিল;—আগ্নীধ্রু,  
 অগ্নিবাহু, বপুষ্মান্ হ্যাহিমান্, মেধা, মেধাতিথি,  
 জব্য, সর্বন, পুত্র এবং মহাবলপরাক্রমঃ  
 জ্যোতিষ্মান্ তাঁহাদিগের দশম; তিনি ধার্মিক  
 দানশীল ও সর্বজীবে দয়াবান্ ছিলেন।  
 মহাভাগ মেধা, অগ্নিবাহু ও পুত্র ইহঁরা  
 তিনজনে যোগপরায়ণ এবং জাতিষ্মর ছিলেন;  
 রাজ্যে তাঁহাদের মন অক্লান্ত হইল না।  
 প্রিয়ব্রত (অবশিষ্ট) সাত পুত্রকে সপ্ত-  
 দ্বীপে অভিষেক করিলেন। রাজা আগ্নীধ্রুকে  
 জম্বুদ্বীপের অধীশ্বর করিলেন। ১—১০।  
 তিনি মেধাতিথিকে প্রক্ষদ্বীপের অধীশ্বর ও  
 বপুষ্মানকে শাল্মলীদ্বীপের অধীশ্বর করিয়া  
 রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। প্রভু প্রিয়ব্রত  
 জ্যোতিষ্মানকে কুশদ্বীপে রাজা করিলেন।  
 দ্ব্যতিষ্মানকে ক্রৌঞ্চদ্বীপের রাজপদে অভি-  
 ষিক্ত হইবার আদেশ দিলেন। প্রিয়ব্রত  
 কুশলকে শাকদ্বীপের অধীশ্বর করিলেন ও

রাজা সর্বনকে পুষ্করদ্বীপের অধীশ্বরপদে  
 সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। ঐ পুষ্করেশ্বর  
 (সর্বন) চইতে মহাবীত এবং ধাতকি এই  
 পুত্রদ্বয় জন্মিয়াছিল; তাহারা উভয়েই  
 পুত্রানন্দগের শ্রেষ্ঠ। মহাত্মা মহা-  
 বীতের বর্ষ মহাবীতবর্ষ নামে এবং  
 ধাতকির বর্ষ ধাতকিধণ্ডু নামে উক্ত হইয়া  
 থাকে। শাকদ্বীপের অধীশ্বর ভব্যের সাত  
 পুত্র হইয়াছিল, যথা,—জলদ, কুমার, স্কুমার,  
 মণীচক, কুশোত্তর, মোদাক এবং মহাক্রম।  
 প্রথম জলদের জলদ বর্ষ, কুমারের কোমার  
 বর্ষ, তৃতীয় স্কুমারের স্কুমার বর্ষ, চতুর্থ  
 মণীচকের মাণীচক বর্ষ, পঞ্চম কুশোত্তরের  
 কুশোত্তর বর্ষ, ষষ্ঠ মোদাকের মোদাক বর্ষ এবং  
 সপ্তম মহাক্রমের মহাক্রম বর্ষ কাঞ্চত আছে।  
 ক্রৌঞ্চদ্বীপের অধীশ্বর দ্ব্যতিষ্মানের যে পুত্র  
 সকল জন্মিয়াছিল, কুশল তাহাদের প্রথম,  
 দ্বিতীয় মনোহর, তৃতীয় উকৃ, চতুর্থ শিবর,  
 (পঞ্চম) অন্ধকার, (ষষ্ঠ) মুনী এবং সপ্তম  
 হনুত। তাঁহাদের স্ব স্ব নামে প্রসিদ্ধ  
 ক্রৌঞ্চদ্বীপের দেশ (বর্ষ) সকল শোভা প্রাপ্ত।

জ্যোতিষ্মতঃ কুশদীপে সন্তোবাসন মনোজসঃ  
 উভেদো বেণুমানৈশ্বর্যবরথো লখনো ধৃতিঃ ॥ ২২  
 যতঃ প্রত্যাকরশ্চাপি সপ্তমঃ কপিলঃ স্মৃতঃ ।  
 অনামচিহ্নিতশ্চাত্ত তথা বর্ষাণি স্মৃত্যতঃ ॥ ২৩  
 জ্যেষ্ঠানি চ তথাভেষু দীপেষেতানি ন্যাতঃ ।  
 শাল্মলীদীপনাথস্ত স্তুতাস্তাসন বপুস্মতঃ ॥ ২৪  
 শ্বেতশ্চ হরিতশ্চৈব জীমূতো রোহিতস্তথা ।  
 বৈত্য়াতো মানসশ্চৈব সপ্তমঃ স্পৃষ্টতো মতঃ ॥ ২৫  
 প্রকদীপেশ্বরস্তাপি সপ্ত মেধাতিথিঃ স্তুতঃ ।  
 জ্যেষ্ঠঃ শান্তভয়ন্তেষাং শিশিরস্ত স্পৃষ্টোদয়ঃ ॥ ২৬  
 অনন্দশ্চ শিবশ্চৈব ক্ষেমশ্চ ক্রবস্তথা ।  
 প্রকদীপাদিশু জ্যেষ্ঠা শাকদীপান্তিকম চ ॥ ২৭  
 বর্ণাশ্রমবিভাগেন স্বধর্মো মুক্তয়ে মতঃ ।  
 জম্বুদীপেশ্বরস্তাপি পুত্রাশ্চানন মহাবলাঃ ॥ ২৮  
 আগ্নীধ্রস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্তন্যামানি নিবোধত ।  
 নাভিঃ কিস্পুকৃষশ্চৈব তথা হরিরিলাবৃতঃ ॥ ২৯  
 রম্যো হিরণ্যশ্চ কুরুভদ্র শ্বঃ কেতুমালকঃ ।

ধাকে। ১১—২১। কুশদীপের অধীশ্বর  
 জ্যোতিষ্মানের মহাতেজস্বী সাতটি পুত্র  
 জন্মিয়াছিল, যথা ;—উভেদ, বেণুমান,  
 অশ্বরথ, লখন, ধৃতি, প্রত্যাকর ও সপ্তম  
 কপিল। হে স্মৃতত ঋষিগণ! তাঁহাদের স্ব স্ব  
 নামে প্রসিদ্ধ বর্ষ সকল এই দীপে  
 বর্তমান আছে। এইরূপ অজ্ঞাত দীপের বর্ষ  
 সকলও জানিবেন। শাল্মলীদীপের অধীশ্বর  
 বপুস্মানের যে পুত্র সকল জন্মিয়াছিল,  
 তাঁহাদের নাম যথা ;—শ্বেত, হরিতা জীমূত,  
 রোহিত, বৈত্য়াত, মানস এবং সপ্তম স্পৃষ্টত।  
 প্রকদীপের অধীশ্বর মেধাতিথির সপ্ত পুত্র,  
 তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ শান্তভয়। পরে শিশির,  
 স্পৃষ্টোদয়, অনন্দ, শিব, ক্ষেমক ও ক্রব।  
 প্রকদীপ প্রভৃতি দীপে ও শাকদীপের সমীপে  
 বর্ণাশ্রমবিভাগানুসারে মুক্তির নিমিত্ত ধর্ম  
 কথিত হইয়াছে। জম্বুদীপের অধীশ্বর  
 আগ্নীধ্রের মহাবলশালী নয় পুত্র জন্মিয়াছিল।  
 হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তাঁহাদের নাম অবগ  
 ককন। কিস্পুকৃষ, হরি, ইলাবৃত,

জম্বুদীপেশ্বরো রাজা স চাগ্নীধ্রো মহামতিঃ ॥ ৩০  
 বিভজ্য নবধা ভেত্যো যথাভ্যাস দদৌ পুত্রঃ ।  
 নাভেস্ত দক্ষিণং বর্ষং হিমাঙ্কুরং প্রদদৌ পিতা ॥  
 হেমকুটং ততো বর্ষং দদৌ কিস্পুকৃষায় সঃ ।  
 তৃতীয়ং নৈমধ্যং বর্ষং হরয়ে দত্তবান্ পিতা ॥ ৩২  
 ইলাবৃতায় প্রদদৌ মেরুমধ্যমিলাবৃতম্ ।  
 নীলাচলাশ্রয়ং বর্ষং রম্যায় প্রদদৌ পিতা ॥ ৩৩  
 শ্বেতং যদুত্তরং বর্ষং পিত্রা দত্তং হিরণ্যতে ।  
 যদুত্তরং শৃঙ্গবতো বর্ষং তৎ কুরবে দদৌ ॥ ৩৪  
 মেরোঃ পূর্বেণ যদ্বর্ষং ভদ্রাশ্বায় স্তবেদয়ৎ ।  
 গন্ধমাদনবর্ষস্ত কেতুমালায় দত্তবান্ ॥ ৩৫  
 বর্ষেষেভেষু তান্ পুত্রানভ্যধিকররাধিণিঃ ।  
 সংসারাসারিত্যং জাত্বা তপস্তপ্তং বনং গতাঃ ॥  
 হিমাঙ্কুরস্ত যন্তৈতন্নাতৈরাসৌমহাশ্বনঃ ।  
 তদ্বর্ষভোহভবৎ পুত্রো মরুদেব্যামহাদ্র্যতিঃ

রমা, হিরণ্যান, কুরু, ভদ্রাশ্ব ও কেতুমাল।  
 জম্বুদীপের অধীশ্বর মহামতি রাজা আগ্নীধ্র  
 জম্বুদীপকে জায়ানুসারে নয়ভাগে বিভক্ত  
 করিয়া, সেই সকল পুত্রকে অর্পণ করিয়া-  
 ছিলেন। পিতা নাভিকে দক্ষিণদিক  
 হিমবর্ষ প্রদান করিয়াছিলেন। ২২-৩১।  
 অনন্তর তিনি কিস্পুকৃষকে হেমকুট বর্ষ  
 প্রদান করিয়াছিলেন। পিতা, হরকে তৃতীয়  
 নৈমধ্য বর্ষ দান করিলেন। পিতা আগ্নীধ্র  
 ইলাবৃতকে সূমেরু-মধ্যস্থ ইলাবৃত বর্ষ ও  
 রম্যকে নীলগরিষ্ঠিত নীলাচল বর্ষ (রম্যক  
 বর্ষ) প্রদান করিয়াছিলেন। পিতা  
 হিরণ্যকে উত্তরদিক অবস্থিত শ্বেতবর্ষ  
 আর কুরুকে শৃঙ্গবান্ পর্বতের উত্তরভাগস্থ  
 উত্তরকুরুবর্ষ প্রদান করিলেন। সূমেরু  
 পর্বতভাগস্থ বর্ষ ভদ্রাশ্বকে প্রদান করিলেন  
 এবং গন্ধমাদন বর্ষ কেতুমালকে দান  
 করিলেন। রাজা এই সকল বর্ষে সেই পুত্র-  
 দিগকে আভিষিক্ত করিলেন এবং সংসারের  
 অসারতা পরিজ্ঞাত হইয়া তপশ্চরণের নিমিত্ত  
 বনগমন করিলেন। যে ২৫, ২৬। নাভির হিম-  
 বর্ষ ছিল, তাঁহার মহিষী মরুদেবীর গর্ভে স্বপুত্র

ঋতভিঃ পুত্রভিঃ পুত্রভিঃ ।  
সোহতিবিচার্যতঃ পুত্রঃ ভরতঃ পৃথিবীপতিঃ । ৩৮  
বানপ্রস্থানম্ গতা তপস্তপে যথাবিধি ।  
তপস্য কৰ্ণিতোহত্যর্থঃ কৃশো ধমনিগতঃ ।  
জ্ঞানযোগরতো ভূম্য মহাপাতপতোহ ভবৎ ।  
সুমতির্ভরতস্তাপি পুত্রঃ পরমধার্মিকঃ । ৪০  
সুমতেভৈজসস্তান্নাদিত্যায়ো ব্যজায়ত ।  
পরমেষ্ঠী সূতস্তান্নাং প্রতীহারস্তনয়ঃ । ৪১  
প্রতিহর্ষেতি বিখ্যাত উৎপন্নস্তাত চান্সজঃ ।  
ভবন্তান্নাধোদগীৰ্হঃ প্রজ্ঞাবিস্তংসুতোহভবৎ  
পৃথুস্ততস্ততো নক্তো নক্তস্তাপি গয়ঃ সূতঃ ।  
নরো গয়স্ত তনয়স্তাত পুত্রো বিরাজতুৎ । ৪৩  
তস্ত পুত্রো মহাবীৰ্য্যো ধীমান্স্তান্নাদজায়ত ।  
মহাস্তোহপি ততস্তাতুচ্ছৌবনস্তংসুতোহভবৎ  
ঋষ্টা ঋষ্ট বিরজো রজস্তান্নাদতুৎ সূতঃ ।

নামে এক মহাকাণ্ডিবিংশতি পুত্র জন্ম গ্রহণ  
করিয়াছিল । ঋতভ হইতে শতপুত্রের অগ্রজ  
মহাবীৰ ভরত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই  
পৃথিবীপতি ঋতভ, ভরতনামা তনয়কে  
রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া, বানপ্রস্থ আশ্রম  
অবলম্বনপূর্বক যথাবিধি তপস্রপণে প্রবৃত্ত  
হইলেন । অনন্তর নিরন্তর অতিশয় তপস্রার  
ফলে এই রাজা নিভাস্ত কৃশ এবং  
জ্ঞানযোগে নিরত হইয়া, মহাপাতপত  
হইলেন । এই ভরতের সূমতি নামে এক  
পরম ধার্মিক পুত্র জন্মিয়াছিল ৩২—৪০ ।  
সূমতির ভৈজস নামে এক পুত্র জন্মে, তাঁহার  
ইন্দ্রহ্য নামে তনয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল,  
ইন্দ্রহ্যের পুত্র পরমেষ্ঠী, তাহার পুত্র  
প্রতীহার । তাহার প্রতিহর্ষা নামে বিখ্যাত  
পুত্র উৎপন্ন হইল । তাহার পুত্র ভব, ভব  
হইতে উদগীধের জন্ম হয় এবং উদগীধের  
প্রজ্ঞাবি নামে তনয় জন্মিয়াছিল । তাহা  
হইতে পৃথু, পৃথু হইতে নক্ত, নক্তের পুত্র গয়  
এবং গয়ের বিরাজি নামে পুত্র জন্মিয়াছিল ।  
তাহার পুত্র মহাবীৰ্য্য, মহাবীৰ্য্যের পুত্র ধীমান,  
তাহার পুত্র মহাস্ত, মহাস্তের শৌবন নামে

শতজিৎখন্ডিতঃ তস্ত জন্মে পুত্রভতঃ দ্বিজাঃ । ৪৪  
তেষাং প্রধানো বলবান্ বিশ্বজ্যোতিরিতি  
সূতঃ ।  
আরাধ্য দেবঃ ব্রহ্মাণঃ কেমকঃ নাম পার্বিব  
অনুত পুত্রঃ ধার্মিকঃ মহাবাহুর্মরিকমম্ । ৪৬  
এতে পুত্রস্তাদ্রাজানো মহাসব্ধা মহৌজসঃ ।  
এষাং বংশপ্রসূতেভ্য ভুজেন্দ্রং পৃথিবী পুত্রা । ৪৭  
ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে পূর্বভাগে ভুবন-  
কোষবিম্বাসে একোনচছারিংশো-  
হধ্যায়ঃ । ৩৯ ।

### চছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি সংক্ষেপেণ দ্বিজোত্তমাঃ  
ত্রৈলোক্যস্তান্ মানঃ বো ন শক্যঃ বিস্তরেণ তু

পুত্র জন্মিয়াছিল । তাহার পুত্র ঋষ্টা, ঋষ্টার  
পুত্র বিরজ, তাহার রজনামা পুত্র হইয়াছিল ।  
সেই রজের শতজিৎ নামে পুত্র জন্মে । হে  
দ্বিজগণ ! সেই শতজিতের শত পুত্র জন্মিয়া-  
ছিল; তাহাদের মধ্যে বিশ্বজ্যোতিঃ সর্বাধিক  
প্রধান ও বিক্রমশালী বলিয়া কথিত । ব্রহ্মাকে  
আরাধনা করিয়া ( তাহার বরে ) ঐ বিশ্ব-  
জ্যোতির পৃথিবীর অধীশ্বর, ধার্মিক, মহাবাহু  
ও শক্ততাপন কেমক নামে পুত্র লাভ হইয়া-  
ছিল । পুরাকালে এই মহাসব্দ এবং মহা-  
ভৈজসী নরপতিগণ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন ।  
ইহাদের বংশসমুৎপত্ত রাজগণই-পূর্বে এই  
পৃথিবী ভোগ করিয়াছিলেন । ৪১—৪৭ ।

উনচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ৩৯ ।

### চছারিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ !  
অতঃপর সংক্ষেপেই ত্রিভুবনের পরিমাণ  
বর্ণনা করিব; সুবিস্তৃতরূপে বলিবার সাধ্য

ভূর্লোকোহং ভুবর্লোকঃ স্বর্লোকোহং মহত্ত্বা  
জনসংগচ্চ সত্যক লোকান্তগোক্তবা মতঃ ॥ ২  
সূর্য্যচন্দ্রমসৌর্য্যবৎ কিরণৈরবভাসতে ।  
ভাবকুলোক অখ্যাতঃ পুরাণে দ্বিজপুত্রবাঃ ॥ ৩  
যাবৎপ্রমাণো ভূর্লোকো বিস্তরাৎ পরিমণ্ডলাৎ  
ভুবর্লোকোহপি তাবৎ স্তান্য়গুলাস্তাকরন্ত তু  
উর্দ্ধং যন্মণ্ডলং ব্যোমি এবো যাবদব্যবস্থিতঃ ।  
স্বর্লোকঃ স সমাখ্যাতস্তত্র ব্যোমেষু নেময়ঃ ॥ ৪  
আবহঃ প্রবহশ্চৈব তত্রৈবানুবহঃ পুনঃ ।  
সংবহো বিবহশ্চৈব তদূর্দ্ধং স্তাৎ পরাবহঃ ॥ ৬  
তথা পরিবহশ্চৌর্দ্ধং ব্যোমৌর্ধ্বং সপ্ত নেময়ঃ ।  
ভূমের্ষোজনলকে তু ভানোর্ষৈ মণ্ডলং স্থিতম্ ।  
লকে দ্বিবাকরস্তাপি মণ্ডলং শশিনঃ স্মৃতম্ ।  
নক্ষত্রমণ্ডলং কুৎসং তন্নক্ষত্র প্রকাশতে ॥ ৮  
দ্বিলকে হস্তরে বিপ্রা বুধো নক্ষত্রমণ্ডলাৎ ।  
তাবৎপ্রমাণভাগে তু বৃহস্তাপ্যশনা স্থিতঃ ॥ ৯  
অজারকোহপি শুক্রস্ত তৎপ্রমাণে ব্যবস্থিতঃ ॥

নাই। (প্রকৃতি-প্রসূত) অণু হইতেই  
ভুলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জন-  
লোক, তপোলোক ও সত্যলোক উৎপন্ন  
হইয়াছে। সূর্য্য এবং চন্দ্রের রশ্মিজালে  
বতদূর উদ্ভাসিত হয়, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ!  
ততদূরই ভুলোক বলিয়া পুরাণে বর্ণিত  
আছে। সূর্য্যের বিস্তৃত পরিমণ্ডল হইতে  
ভুলোক যত পরিমাণ ভাস্করমণ্ডল হইতে  
ভুবর্লোকও তত পরিমাণ দূরে অবস্থিত।  
গগনমার্গে উর্দ্ধভাগে যথায় এব বর্তমান, সেই  
পর্য্যন্তই স্বর্গলোকের সীমা; সেখানেই (শুভ)  
বায়ুচক্র বিদ্যমান। আবহ, প্রবহ, অনুবহ,  
সংবহ, বিবহ, পরাবহ এবং পরিবহ বায়ু যথা-  
ক্রমে উর্দ্ধ উর্দ্ধভাগে অবস্থিত, বায়ুর এই  
সাতটা চক্র। ভূমির লক্ষ যোজন উর্দ্ধে  
সৌরমণ্ডল অবস্থিত। সূর্য্যমণ্ডল হইতে লক্ষ  
যোজন উর্দ্ধে চন্দ্রমণ্ডল, তাহা হইতে লক্ষ-  
যোজন উর্দ্ধে সমুদয় নক্ষত্রমণ্ডল প্রকাশিত  
আছে। হে বিপ্রগণ! নক্ষত্রমণ্ডল হইতে  
দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে বৃহমণ্ডল, তাহা হইতে

লক্ষযয়েন ভৌমস্ত স্থিতো দেবপুরোহিতঃ ॥ ১০  
সৌরদ্বিলক্ষেণ ভরোজ্জ্বলামথ মণ্ডলাৎ ।  
সপ্তর্ধ্বমণ্ডলং তন্মাত্রলক্ষমাত্র প্রকাশতে ॥ ১১  
স্বর্বাণাং মণ্ডলাদূর্দ্ধং লক্ষমাত্রাশ্রিতো ধ্রুবঃ ।  
মেধোভূতঃ সমস্তস্ত জ্যোতিশ্চক্রস্ত বৈ ধ্রুবঃ ।  
তত্র ধর্ম্মঃ স ভগবান্ বিকূর্ণারাদ্রণঃ স্থিতঃ ॥ ১২  
নবযো জনসাত্তসো বিকৃত্তঃ সবিভূঃ স্মৃতঃ ।  
ত্রিগুণস্তস্ত বিস্তারো মণ্ডলস্ত প্রমাণতঃ ॥ ১৩  
দ্বিগুণঃ সূর্য্যবিস্তারাবিস্তারঃ শশিনঃ স্মৃতঃ ।  
তুল্যস্তয়োস্ত স্বর্ভানুভূত্বাধস্তাৎ প্রসর্পতি ॥  
উদ্ধৃণ্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ ।  
স্বর্ভানোক্ত বৃহৎ স্ব'নং তৃতীয়ঃ যৎ তমোময়ম্  
চন্দ্রস্ত যোড়শো ভাগো ভার্গবস্ত বিধীয়তে ।  
ভার্গবাৎ পাদদ্বীনো বিজ্ঞেয়ো বৈ বৃহস্পতিঃ ॥  
বৃহস্পতেঃ পাদদ্বীনো ভৌমসৌর্য্যবৃত্তো স্মৃতো  
বিস্তারায়ণ্ডলাট্টৈব পাদদ্বীনস্তয়োবৃধঃ ॥ ১৭

দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে শুক্রমণ্ডল। ভৌম  
মণ্ডলও শুক্র হইতে তত পরিমাণ অন্তরে অব-  
স্থিত। মঙ্গলমণ্ডল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে  
বৃহস্পতিমণ্ডল বর্তমান। ১—১০। বৃহস্পতি  
মণ্ডল হইতে দ্বিলক্ষ যোজন অন্তরে সপ্তর্ধ্ব-  
মণ্ডল শোভা পাইতেছে। সপ্তর্ধ্বমণ্ডল হইতে  
লক্ষযোজন উর্দ্ধে এব অবস্থিত, এব  
সমুদয় জ্যোতিঃচক্রের কেন্দ্রস্বরূপ, সেখানে  
বিশ্বব্যাপী ভগবান্ নারায়ণ ধর্ম্ম অবস্থান  
করিতেছেন। নয়সহস্রযোজন সূর্য্যের  
বিকৃত্ত (ব্যাস), বিকৃত্তের তিনগুণ পরিমাণে  
মণ্ডলের পরিমাণ। সূর্য্যের বিস্তার হইতে  
চন্দ্রের বিস্তার দ্বিগুণ। চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডলের  
তুল্য রাহু ও গুল উহাদের নিয়ে প্রসর্পণ করে।  
পৃথিবীচ্ছায়ায় অবলম্বন করিয়া মণ্ডলাকারে  
নির্ম্মিত রাহুর তৃতীয় যে বৃহৎস্থান, উহা অক্ষ-  
কায়ময়। চন্দ্রের বিস্তারের যোড়শ ভাগের  
একভাগ শুক্রের বিস্তার, শুক্র হইতে চতু-  
র্থাংশহীন বৃহস্পতির বিস্তার, বৃহস্পতি অপেক্ষা  
শশি এবং মঙ্গলের বিস্তার এক চতুর্থাংশ  
হীন। উক্ত উভয় গ্রহের বিস্তার হইতে



একচত্রাবিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

স যথোহধিষ্ঠিতো দেবৈরাধিতৈ মুনিস্তিস্থথা ।  
গতর্কৈরপ্সরোভিচ্চ গ্রামণীসর্প-রাকসৈঃ । ১  
ধাতার্যামা চ মিত্রশ্চ বরুণঃ শক্র এব চ ।  
বিবস্বানথ পুষা চ পর্যাক্ষশ্চাংগুরেব চ । ২  
ভগবন্তী চ বিষ্ণুশ্চ দাদশৈতে দিবাকরাঃ ।  
আপ্যামর্যতি বৈ ভাস্করঃ বসস্তাদিষু বৈ ক্রমাৎ । ৩  
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চাতিবিশিষ্টশ্চাঙ্গিরা ভৃগুঃ ।  
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ কশ্যপঃ ক্রতুরেব চ । ৪  
জমদগ্নিঃ কৌশিকশ্চ মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
ভাস্তি দেবঃ বিবিশিষ্টশ্চন্দোভিষ্ণে যথাক্রমম্  
রথকৃচ্চ রথোজাশ্চ রথচিহ্নঃ সযাতকঃ ।  
রথশ্বনেহথ বরুণঃ সুবেগঃ সেনজিৎ তথা । ৬  
ভাক্ষ্যশ্চাতিষ্টেনৈমশ্চ কৃতজিৎ সত্যজিৎ তথা ।  
গ্রামণ্যো দেবদেবশ্চ কুর্কিতেহভীষুসংগ্রহম্ ॥ ৭  
অথ হেতিঃ প্রহেতিশ্চ পৌকষেয়ো বধস্তথা ।  
সর্পো ব্যাঘ্রস্তথাপশ্চ বাতো বিহ্বাদিবাকরঃ । ৮

একচত্রাবিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—ভগবান্ সূর্য্যের সেই  
রথ দেবতা, আদিত্য, মুন, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা,  
সর্প ও রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক অধিষ্ঠিত ।  
ধাতা, অর্য্যামা, মিত্র, বরুণ, শক্র, বিবস্বান,  
পুষা, পর্য্যাক্ষ, অংগুর, ভগ, ভৃগু ও বিষ্ণু এই  
দাদশ আদিত্য । সূর্য্য ক্রমে ক্রমে বসস্তাদি  
ঋতুতে ইহাদিগকে আশ্রয় করেন । পুলস্ত্য,  
পুলহ, অত্রি, বসিষ্ট, অঙ্গিরা, ভৃগু, ভরদ্বাজ,  
গৌতম, কশ্যপ, ক্রতু, জমদগ্নি ও কৌশিক  
এই ব্রহ্মবাদী দাদশ ঋষি বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা  
যথাক্রমে দাদশ আদিত্যকে ভূতি করেন ।  
রথকৃচ্চ, রথোজাঃ, রথচিহ্ন, সুবাহু, রথশ্বন,  
বরুণ, সুবেগ, সেনজিৎ, ভাক্ষ্য, অরষ্টেনৈম,  
কৃতজিৎ ও সত্যজিৎ এই গ্রামণী সকল  
যথাক্রমে দেবদেব সূর্য্যের রথের রক্ষিসংঘ  
করেন । হে বিপ্রেক্ষগণ! হেতি, প্রহেতি,  
পৌকষেয়, বধ, সর্প, ব্যাঘ্র, অশ্ব, বাত,

ব্রহ্মোপেতশ্চ বিপ্রেক্ষা যজোপেতশ্চৈব চ ।  
রাক্ষসপ্রবরা হেতে প্রয়া পুষা ক্রমাৎ ॥ ১  
বাসুকিঃ কঙ্কনৌলো চ তক্ষকঃ সপপুঙ্গবঃ ।  
এলাপত্রঃ শম্বপাক্ষতথৈরাবতসংজিতঃ ॥ ২  
ধনঞ্জয়ো মহাপদ্মস্তথা কর্কোটকো দ্বিজাঃ ।  
কঙ্কলোহংগুরশ্চৈব বহুজ্যেষ্ঠঃ যথাক্রমম্ ॥ ৩  
তুষ্ণকুর্নারদো হাং হুহুবিধাবসুস্তথা ।  
উগ্রসেনো বসুকচির্বর্চাবসুস্তথাপরঃ ॥ ৪  
চিত্রসেনস্তথোর্ণায়ুধৃতরাষ্ট্রো বিজোক্তমাঃ ।  
সূর্য্যবর্চা দাদশৈতে গন্ধর্ব্বা গায়না বরাঃ ॥ ৫  
গায়ন্তি গাতৈববিধৈর্ভাঙ্কং যজ্ঞাদিতিঃ ক্রমাৎ  
ঋতুফলাপ্সরোবধ্যা তথাক্ষা পুঞ্জিকফলা ॥ ৬  
মেনকা সহজতা চ প্রমোচা বিজোক্তমাঃ ।  
অমুল্লোচা চ বিশ্বাচী স্ততাচী চৌকনী তথা ॥ ৭  
অস্তা চ পূর্ষচিহ্নিঃ স্তাজতা চৈব তিলোক্তমা ।  
তাণ্ডবৈববিধৈর্বেনং বসস্তাদিষু বৈ ক্রমাৎ ॥ ৮  
তোময়ন্তি মহাদেবঃ ভাস্কর্য্যাস্তানমব্যায়ম্ ।  
এবং দেবা বসস্তার্কৈ ঘো ঘো মাসৌ ক্রমেণ তু

বিহ্বাৎ, দিবাকর, ব্রহ্মোপেত ও যজোপে  
এই রাক্ষসগণ সূর্য্যদেবের অগ্রে অ  
গমন করেন । হে দ্বিজগণ! বাসুকি, কঙ্ক  
নৌল, তক্ষক, সর্পপুঙ্গব এলাপত্র, শম্বপাক্ষ,  
ঐরাবত, ধনঞ্জয়, মহাপদ্ম, কর্কোটক, কঙ্ক  
ও অংগুর এই নাগগণ ক্রমে ক্রমে  
দাদশ সূর্য্যদেবকে বহন করেন । ১—১১  
হে দ্বিজগণ! তুষ্ণক, নারদ, হাং, হু  
বিধাবসু, উগ্রসেন, বসুকচি, বর্চাব  
চিত্রসেন, ওর্ণায়ু, ধৃতরাষ্ট্র ও সূর্য্যবর্চাঃ,  
দাদশ গন্ধর্ব্বই যথাক্রমে সূর্য্যদেবের  
গায়ক । ইহারা বিবিধ পান পান্য  
যজ্ঞ, মধ্যম, ঐক্যশ্চ আদি করে সূর্য্যদেবকে  
নিষ্কটে গান করেন । হে দ্বিজগণ! ঋতুফলা  
পুঞ্জীকফলা, মেনকা, সহজতা, প্রমোচা,  
অমুল্লোচা, বিশ্বাচী, স্ততাচী, চৌকনী, পূর্ষচিহ্নি,  
স্তাজা, ও তিলোক্তমা, ইহারা ক্রমে বসস্তাদি  
ঋতুতে বিবিধ প্রকার নৃত্য দ্বারা মহাদেব  
আশ্বরূপ অব্যয় সূর্য্যকে পরিভূষ্ট করে ।



## কুর্কপুৰাণম্

দ্যাপ্যায়জ্ঞোতে তেজসা তেজসাং নিধি  
 চঃ শৈবচোতিভ্যস্তবস্তি যুগয়ো রাঃ ॥  
 দ্বাপরসন্নিহনং বৃত্তাগৈরেকপাসতে ॥ ১৮  
 ঐশ্বক-ভূতানি কুর্কশ্চৈভীযুংগ্রহম্ ।  
 সর্গা বলাস্ত দেবেশং যাতুধানাঃ প্রয়াস্তি চ ॥১৯  
 কালখিল্যা নয়ন্ত্যন্তঃ পরিবার্হোদয়াজ্জবিম্ ।  
 স্ততে তপস্তি বর্ষস্তি ভাস্তি বাস্তি সৃজস্তি চ ॥২০  
 ভূতানামন্ততং কৰ্ম ব্যপোহন্তীতি কীৰ্ত্তিতাঃ ।  
 একে সর্বৈব সৃষ্ণোণ ভবস্তি দিবি ভাসুগাঃ ॥২১  
 দিমানে চ স্থিতা নিত্যং কামগে বাতরংহসি ।  
 বিস্তৃত তপস্ত্য হলাদয়স্ত্য বৈ ক্রমাৎ ।  
 গোপায়ন্তীহ ভূতানি সর্গাণীহ যুগক্রমাৎ ॥ ২২  
 একেবামেব দেবানাং যথাবীৰ্য্যং যথাহপঃ ।  
 যথাযোগং যথাস্বং স এষ তপতি প্রভুঃ ॥ ২৩

এই প্রকারে বসন্তাদি দুই দুই মাসে ক্রমে  
 ক্রমে দেবগণ সৃষ্ণে বাস করত নৈজোনিধি  
 ধ্যাকে তেজস্বারা আপায়িত করিয়া  
 কন । সৃষ্ণরখাবাসিত যুনিগণ নিজ নিজ  
 ত ব্যক্তাবলী দ্বারা রবিকে স্তব করেন ;  
 হ. অপরা প্রভৃতি ইহাকে নৃ.গীত দ্বারা  
 পাসনা করে ; গ্রামণী. যক্ষ প্রভৃতি ভূতগণ  
 (সৃষ্ণদেবের) রাশি ধারণ করে, সর্পগণ  
 দেবদ্বিপকে বহন করে ; রাক্ষসরা  
 (এ অগ্রে) গমন করে এবং বালিপলা  
 স্রণ রবিকে বেষ্টিত করত উদয় হইতে  
 গমনে নীত করেন । এই দ্বাদশ আদিত্য  
 ০ দেন, বর্ষ করেন, দীপ্তি পান, প্রবাহিত  
 বা এবং সৃষ্টি করেন । (এবিই) প্রাণ  
 স স্তব নাশ করেন ইহা কীৰ্ত্তন করিতে  
 ভূ-কালখিল্যগণ সৃষ্ণের আশ্রিত হইয়া  
 ১ বহন আকাশে পরিভ্রমণ করেন । ইচ্ছ-  
 ২ এবং বায়ুর স্তাববেগশালী রথে (ইহারা)  
 ৩ আরোহণপূর্বক বর্ষণ, তাপদান ও  
 ৪ দ্বিত্যাদিত বৎস যুগসূত্রে এই জগতে  
 ৫ প্রাণের স্রাব করেন । ইহা  
 ৬ গের বেষণ দীপ, তপস্তা, যোগ ও  
 ৭ এই প্রভৃতি সৃষ্ণ ভদ্রসূত্রে তাপ-

অহোরাত্রব্যবস্থান-কারণং স প্রজ্ঞাপতিঃ ।  
 পিতৃ-দেব-মহুযাদীন্ স সদাপায়জ্ঞনিঃ ॥ ২৪  
 ইত দেবো মহাদেবো ভাণান্ সাক্ষান্নহেশ্বরঃ ।  
 ভাসতে বেদবিজ্ঞাং নীলগ্রীবঃ সনাতনঃ ॥ ২৫  
 স এষ দেবো ভগবান্ পরমেশী প্রজ্ঞাপতিঃ ।  
 স্থানং তদ্বিহরাতিতো বেদজ্ঞা বেদবিগ্রহম্ ॥ ২৬  
 ইতি ত্রীকোণ্যে মহাপূরণে পূর্বভ গে ভুবন-  
 কোষাবস্থাসে একচত্রারিংশোছধ্যায়ঃ ॥৪১॥

### বিচত্রারিংশোছধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

এবমেব মহাদেবো দেবদেবঃ পিতামহঃ ।  
 করোতি নিয়তং কালং কালান্মা হৈশ্বরী তনুঃ ।  
 তস্মাৎ যৈ রশ্ময়ো বিপ্রাঃ সপ্তলোকপ্রদীপকাঃ ।  
 ভেসাং শ্রেষ্ঠঃ পুনঃ সপ্ত রশ্ময়ো গ্রহযোনয়ঃ ॥ ২  
 সূর্যয়েঃ হরিকেশশ্চ বিশ্বক্স্মা তথৈব চ ।

করেন । অহোরাত্র ব্যবস্থার কারণই  
 সেই প্রজ্ঞাপতি রবি ; সেই রবিরই পিতৃগণ  
 দেবগণ ও মহুযাগণকে জীত করেন ।  
 বেদাবদীদিগের মর্মে দেবদেব মহাদেব  
 সাক্ষাৎ মহেশ্বর নীলগ্রীব সনাতন সূর্য্যই দীপ্তি  
 পাইয়া থাকেন । তিনিই দেব ভগবান্  
 পরমেশী প্রজ্ঞাপতি, বেদময় প্রজ্ঞাপতির অব-  
 স্থান আদিত্যমণ্ডলেই হইয়া থাকে ; ইহা  
 বেদজ্ঞের বলিয়া থাকেন । ১৭-২৬ ।

একচত্রারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

### বিচত্রারিংশ অধ্যায় ।

সূত্র বলিলেন, এই প্রকার এই দেবদেব  
 মহাদেব কালান্মা পিতামহ রবিরই নিয়-  
 ত হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন । তাঁহা যে  
 কালমুখ, হৈ আশ্রয়গণ । তাঁহারা সপ্ত  
 লোক প্রকাশিত করে ; তন্মধ্যে গ্রহগণের  
 উৎপাদক সাতটা রশ্মিই শ্রেষ্ঠ । সূর্য্য, হরি-

‘ভারানকত্রুপাণি বপুস্জীহ যানি বৈ ।

বুধেন তানি তুল্যানি বিস্তারান্গুলাং তথা । ১০  
 ১. ভারানকত্রুপাণি হীনানি তু পরস্পরম্ ।  
 শতানি পঞ্চ চত্বারি দ্বাণি হে চৈব যোজনে ।  
 সৰ্বতো বৈ নিকৃষ্টানি তারকামণ্ডলানি তু ।  
 যোজ্যধার্ম্মমাত্রানি তেভ্যো ব্রহ্মং ন বিশ্যতে ।  
 উপরিষ্ঠাং জয়ন্তেমাং গ্রহা বৈ দূরসর্পিণঃ ।  
 সৌরোহজিরাশচ বক্রশ্চ জেয়া মন্দবিচারিণঃ । ১২  
 তেভ্যোহধস্তাচ্চ চত্বারঃ পুনরন্তে মণগ্রহাঃ ।  
 সূর্য্যঃ সোমো বুধশ্চৈব ভার্গবশ্চৈব নীচ্রগাঃ । ১২  
 দক্ষিণায়নমার্গস্থে যদা চরন্ত রাশ্যমানি ।  
 তদা পূর্ব্বগ্রহাণাং বৈ সূর্য্যোহধস্তাং প্রসর্পিত  
 বিস্তীর্ণং মণ্ডলং কুত্রা তন্তোর্ধ্বং চরতে শশী

চতুর্থাংশ বিহীন বুধের বিস্তার ।  
 এবং নক্ষত্ররূপী \* যে সকল জ্যোতিষ্ক,  
 উহাদের মণ্ডল ও বিস্তার বুধগ্রহের  
 তুল্য । তারা ও নক্ষত্ররূপী যে সকল ক্ষুদ্র  
 ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আছে, উহাদের একটি  
 অপেক্ষা অপরটি আকারে ক্ষুদ্র । উহারা  
 কেহ পাঁচশত, কেহ চারিশত, কেহ তিনশত,  
 কেহ বা দুই শত যোজন অথবা অবস্থিত ।  
 তারকামণ্ডল সকলই সমাপেক্ষা ক্ষুদ্র,  
 উহাদের মণ্ডল ও বিস্তার যোজনার্ধ্বপরিমিত,  
 উহাদের অপেক্ষা ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক আর নাই ।  
 ১১—২০ । তাহাদের উপরিভাগে দূর-  
 ভ্রমণকারী শনি, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল এই  
 তিনটি গ্রহ অবস্থিত ; ইহারা মন্দগতি গ্রহ ।  
 তাহাদের নিম্নদেশে অষ্ট গরিটী মণগ্রহ—  
 সূর্য্য, চন্দ্র, বুধ ও শুক্র বর্ত্তমান ; ইহারা  
 নীচ্রগামী । যে সময়ে মরীচিমালী সূর্য্য  
 দক্ষিণায়নে অবস্থান করেন, তখন পূর্ব্ব গ্রহ-  
 দিগের মধ্যে সূর্য্যই নিম্নদেশে ভ্রমণ করেন ।  
 তাহার উর্ধ্বভাগে চন্দ্র বিস্তৃতমণ্ডলাকারে

\* অবিভাদি সপ্তাবংশীঃ যে জ্যোতিষ্ক,  
 তাহাই নক্ষত্র ; তন্নিম্ন জ্যোতিষ্কগণ তারা  
 ইতি জীধরশ্যমী ।

নক্ষত্রমণ্ডলং কুৎসং সোমাদূর্ধ্বং প্রসর্পতি । ২৪  
 নক্ষত্রেভ্যো বুধশ্চোর্ধ্বঃ বুধাদূর্ধ্বস্ত ভার্গবঃ ।  
 বক্রশ্চ ভার্গবাদূর্ধ্বঃ বক্রাদূর্ধ্বঃ বৃহস্পতিঃ । ২৫  
 তন্মাজ্জনৈশ্চরোহম্যর্ধ্বং তন্মাজ্জ সপ্তর্ষিমণ্ডলম্ ।  
 ঋষীণাঞ্চৈব সপ্তর্ষিণাং ক্রধশ্চোর্ধ্বং ব্যবস্থিতঃ । ২৬  
 যোজনানাং সপ্তত্ৰিংশতি তাস্করশ্চ রথো নব ।  
 ঈষাদণ্ডস্তথা তস্ত দ্বিগুণো দ্বিজসন্তমঃ । ২৭  
 সার্কিকোটিস্তথা সপ্ত নিমুতান্যধিকানি তু ।  
 যোজনানাং তস্তাক্ষত্বত্র চক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ । ২৮  
 ত্রিণাভিমতি পঞ্চাশে বগ্নেমিত্তাক্ষমাক্ষকে ।  
 সংবৎসরময়ং কুৎসং কালচক্রং প্রতিষ্ঠিতম্ । ২৯  
 চত্বারিংশৎসহস্রাণি দ্বিতীয়াক্ষে ব্যবস্থিতঃ ।  
 পঞ্চাশতানি সার্কানি যোজনানি দ্বিজোত্তমাঃ ।  
 অক্ষপ্রমাণমুত্তমাঃ প্রমাণং তদ্বিগুণার্ধ্বমোঃ ।  
 ব্রহ্মোহক্ষস্তুদ্বিগুণার্ধ্বেন প্রবাহাবো বধস্ত তু । ৩০  
 দ্বিতীয়েহক্ষে তু তচ্চক্রং সংস্থিতং মানসাতলে  
 ইয়াশ্চ সপ্তচ্ছন্দাংসি তদ্রামানি নিবোধত । ৩২

বিচরণ করেন, সমুদয় নক্ষত্রমণ্ডল চন্দ্রের  
 উর্ধ্বদেশে পর্য্যটন করে । নক্ষত্রমণ্ডলের উর্ধ্বে  
 বুধ, বুধের উর্ধ্বে শুক্র, শুক্রের উর্ধ্বে মঙ্গল  
 এবং মঙ্গলের উর্ধ্বে বৃহস্পতি ভ্রমণ করেন ।  
 তাহার উর্ধ্বে শনি, শনি অপেক্ষা উর্ধ্বে  
 সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং সপ্তর্ষির উপরিভাগে প্রব  
 অবস্থিত । সূর্য্যের রথ নয়সহস্র যোজন  
 হোদ্বিজশ্রেণীগণ ! তাহার ঈষাদণ্ড উহার  
 দ্বিগুণপরিমিত । সপ্তনিমুতাদিক সার্কিকোটি  
 যোজন ঐ রথের অক্ষ, তাহাতে চক্র প্রতি-  
 ঠিত আছে । ঐ চক্রের ত্রিণী নাভি,  
 পাঁচটি অরু, ছয়টি নেমি ; এইরূপে সংবৎসরময়  
 সমুদয় কালচক্রে বিরাজমান । হে দ্বিজোত্তমগণ !  
 সার্কিপঞ্চাশৎযোজনধিক চত্বারিংশৎ যোজন  
 দ্বিতীয় অক্ষের পরিমাণ । ২১—৩০ । যাহা  
 অক্ষের পরিমাণ, যুগের পরিমাণও তাহাই ;  
 ক্ষুদ্র অক্ষের পরিমাণ উপরে কথিত হইল ।  
 যুগের সঙ্ঘত বায়ুরান্নিতে নিবদ্ধ হইয়া প্রব-  
 তাহা বর্ত্তমান । দ্বিতীয় অক্ষে মানসাতলে সেই  
 চক্রে অবস্থিত । সপ্তচ্ছন্দই উহার সাতটি

গায়ত্রী চ বৃহত্‌য়াকিঞ্চনজগতী পঙক্তিরেব চ ।  
 অমৃতপ্ৰজিষ্টবপুস্তা স্ফন্দাসি হরয়ো হরেঃ ।  
 মানসোপরি মাহেন্দ্রী প্রাচ্যাং দিশি মহাপুরী ।  
 দক্ষিণায়াং যমস্তাথ বরুণস্ত তু পশ্চিমে ॥ ৩৪  
 উত্তরেণ চ সোমস্ত তরামানি নিবোধত ।  
 অমরাবতী সংযমনী সূৰ্য্য চৈব বিভাবরী ॥ ৩৫  
 কাষ্ঠাগতো দক্ষিণতঃ কিশৌম্বরির সর্পাতি ।  
 জ্যোতিষাং চক্রমাদায় দেবদেবঃ পিতামহঃ ॥ ৩৬  
 দিবসস্ত রবির্মধ্যে সর্গকালং ব্যবস্থিতঃ ।  
 সর্গদীপেষু বিশ্লেস্তা নিশাক্ষস্ত চ সমুখঃ ॥ ৩৭  
 উদয়াস্তম্ভনে চৈব সর্গকালস্ত সমুখঃ ।  
 দিশাশ্চণেবাসু তথা বিশ্লেস্তা বিদিশাসু চ ।  
 কুলালচক্রপর্ধ্যস্তং ত্রয়স্বয়ং যথেশ্বরঃ ।  
 করোতাহস্তথা রাজ্ঞিঃ বিশ্বক্‌স্ন মেদিনীং বিজাঃ  
 দিবাকরকরৈরেতৎ পুরিতং ভুবনত্রয়ম্ ।

অর্থ ; তাহাদের নাম শ্রবণ কর ;— গায়ত্রী, বৃহতী, উকিঞ্চনজগতী, পঙক্তি, অমৃতপ্ৰজিষ্ট, স্ফন্দা, সি হরয়ো হরেঃ, এই সাতটা স্বর্ষ্যের অর্থ। মানস পর্বতের উপরি ভাগে পূর্বদিকে ইন্দের মহাপুরী, দক্ষিণে যমের (পুরী), পশ্চিমে বরুণের (পুরী) এবং উত্তরে সোমের (কুবের পুরী) আছে। ঐ পুরী সকলের নাম শ্রবণ কর, — অমরাবতী, সংযমনী, সূৰ্য্য ও বিভাবরী। দেবদেব পিতামহ (ব্রহ্মা) জ্যোতিষ্চক্র গ্রহণপূর্বক, দক্ষিণদিক্‌স্থ হইয়া, বিকিণ্ড শরের স্তায় পরিভ্রমণ করেন। এই জম্বুদ্বীপে মধ্যাহ্নাদি কালে স্বর্ঘ্য যেমন তাবে থাকেন, সকল দীপেই সেইরূপ মধ্যাহ্নাদি কালে অবস্থান করেন। অর্থাৎ প্রাতঃকালে সমুখে, মধ্যাহ্নে মস্তকোপরি, সাংকালে পশ্চাৎ এবং রাত্রীকালে নিম্নে অবস্থান করেন। হে বিশ্লেস্ত-গণ! সকল সময়েই সমুদয় দিক্‌বিদিকে উদয় ও অস্ত রবির সমুখে অর্থাৎ সমস্ত্র-পাতে ঘটিয়া থাকে। এই ভগবান্ দিবাকর কুলালচক্রের স্তায় পরিভ্রমণ করত পৃথিবী ভাগ কারিয়া দিবা এবং রাত্রি সম্পাদন করিতেছেন। হে মুনীশ্রেষ্ঠগণ! দিবাকরের

ত্রৈলোক্যং কথিতং সত্ত্বিলোকানাং মুনীপুত্রবাঃ  
 আদিত্যমূল মখিলং ত্রৈলোক্যং নাত্র সংশয়ঃ ।  
 ভবত্যম্বাজ্জগৎ সর্গং সন্দেবান্দ্রমাহুযম্ ॥ ৪১  
 কজ্জেন্দ্রোপেন্দ্রচন্দ্রাণাং বিশ্লেস্তাণাং

দিবৌকসাম্ ।

দ্র্যতিমান্ দ্র্যতিমৎ ক্রতুস্রমজয়ৎ সর্গলৌকিকম্  
 সর্গাস্তা সর্গলোকেশঃ মহাদেবঃ প্রজাপতিঃ ।  
 স্বর্ঘ্য এব ত্রৈলোক্যস্ত মূলং পরমদেবতম্ ॥ ৪৩  
 ষাৎশান্তে তথা দিত্যা দেবান্তে যেহধিকারিণঃ  
 নির্বহন্তি বদন্ত্যস্ত তদংশা বিকুমুদয়ঃ ॥ ৪৪

সর্গে নমস্ততি মহেশ্বরাঃ

গচ্ছকর্ষকোবগকির্রাদ্যাঃ ।

যজন্তি যজ্ঞৈর্বিবিধৈশ্চ মুনীনাং

হ্রন্দোময়ঃ ব্রহ্মময়ঃ পুরাণম্ ॥ ৪৫

ইতি ত্রীকোশ্চে মহাপুরাণে পূর্বভাগে ভুবন-  
 কোষবিজ্ঞাসে জ্যোতিষাং সন্নিবেশে  
 চন্দ্রারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

করে এই ভুবনত্রয় পরিপুরিত। ইহা সাধুগণ বলিয়াছেন। ৩১—৪০। এই সমুদয় ত্রৈলোক্যের মূলই আদিত্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। এই সবিতা হইতেই দেব-অন্দ্র-মহুযা সহিত সমুদয় জগৎ উৎপন্ন হয়। ক্রতু, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, চন্দ্র, বিশ্লেস্ত ও দেব-গণের মধ্যে অধিক দ্র্যতিমান্ এই স্বর্ঘ্য সর্গলোকের দ্র্যতিমান্ পদার্থসমূহকে জয় করিয়াছেন। সকলের আত্মা, সর্গলোকের ঈশ্বর, মহাদেব, প্রজাপতি এই স্বর্ঘ্যই ত্রৈলোক্যের মূল এবং পরম দেবতা। অস্ত যে ষাৎশান্তে, তথা দিত্যা অধিকারীরাহুগণ মুখ্য আদিত্যের কার্য সম্পাদন করেন; মনোবিগণ তাঁহাদিগকেই বিকুমুদ মূর্তি বলিয়া থাকেন। গচ্ছকর্ষ, যক্ষ, নাগ, কির্রর প্রভৃতি সকলেই সহস্রাক্ষরকে নমস্কার করেন; মুনীশ্রেষ্ঠগণ বিবিধ যজ্ঞ দ্বারা হ্রন্দোময় ব্রহ্মময় পুরাতন পুস্তক স্বর্ঘ্যকে আরাধনা করিয়া থাকেন। ৪০—৪৫।

চন্দ্রারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

বিশ্বব্রহ্মা: পুনশ্চাত্ত: সংযত্নরত: পর: । ৩  
 অক্ষীবনুর্জি খ্যাত: স্বরক: সপ্ত কীর্তিতা: ।  
 সুব্রহ্ম: সূর্য্যরশ্মি পুষ্কতি শিশিরহ্যতিম্ ॥ ৪  
 তির্থাগুরুপ্রচারোহনৌ সুব্রহ্ম: পরিপঠ্যতে ।  
 হরিকেশ: য: প্রোক্তো রাক্ষসকল্পপোষক: ॥ ৫  
 বিশ্বকর্মা তথা রশ্মিব্রহ্ম পুষ্কতি সর্কদা ।  
 বিশ্বব্রহ্ম যো রশ্মি: শুক্র: পুষ্কতি নিত্যদা ॥  
 সংযত্নরতি খ্যাতো য: পুষ্কতি স লোহিতম্  
 বৃহস্পতিং প্রপুষ্কতি রশ্মিরক্ষীবনু: প্রভু: ॥ ৬  
 শনৈশ্চরং প্রপুষ্কতি সপ্তমন্ত স্বরস্তথা ।  
 এবং সূর্য্যপ্রভাবেণ সর্কি নক্ষত্রভাবকা: ॥ ৮  
 বর্জ্জস্তে বর্জ্জিতা নিত্য: নিত্যমাপ্যায়মন্তি চ ।  
 দিব্যানং পার্থিবানাঞ্চ নৈশানাকৈব নিত্যশ: ॥ ৯  
 আদানান্নিত্যাদিত্যস্তেজসাং তমসামপি ।  
 আদন্তে স তু নাকীনাং সহশ্রেণ সমস্তত: ॥ ১০  
 নাদেয়ৈকৈব সামুদ্র: কোপ্যাকৈব সহস্রদৃক্ ।

স্বাবরং জঙ্গমকৈব বধা কল্যাণিকং পর: ॥ ১১  
 তন্ত রশ্মিসহস্র পীতবর্ষোক্ষনিম্বম্ ।  
 ভাসাং চতু:শতা নাভ্যা বর্ষন্তে চৈত্মমূর্ত্তি ॥ ১২  
 চন্দ্রগাঠৈব গাহাস্ত কাঞ্চনা: শান্তনাস্তথা ।  
 অমৃতানানত: সর্কি: স্মরো বৃষ্টিসর্জ্জনা: ॥ ১৩  
 হিমোদ্ধতাস্ত তা নাভ্যা রশ্ময়ো নি:স্রুতা: পুন:  
 মেঘো মেঘাস্ত বাস্তস্ত হ্লাদিস্ত: সর্জ্জনাস্তথা  
 চন্দ্রাভা নামত: সর্কি পীতাস্তা: সূর্য্যগন্তস্তথা ।  
 ওক্রাস্ত কুঙ্কমাটৈশ্চব গাবো বিশ্বভূতস্তথা ॥ ১৫  
 শুক্রাস্ত নামত: সর্কি স্মিবিধা স্বর্শ্চসর্জ্জনা: ।  
 সমং বিভর্ত্তি তাত্তি: স মনুষ্যপিভূদেবতা: ॥ ১৬  
 মনুষ্যানৌষধেনৈব স্বধরা চ পিতৃনপি ।  
 অমৃতেন সুরান্ সর্কি: স্মিভিভূতর্পয়ত্যাসৌ ॥  
 বসন্তে গ্রীষ্মকে চৈব ষড়্ভূতি: স তপতি প্রভু: ।  
 শরদ্যপি চ বর্ষাসু চতুর্ভি: সম্প্রবর্ষত ॥ ১৮  
 হেমন্তে শিশিরে চৈব হিমবৃৎস্রজ্জতি ত্রিভি: ॥

কেশ, বিশ্বকর্মা, বিশ্বব্রহ্মা:, সংযত্ন, অক্ষী-  
 বনু ও স্বরক এই সেই সাত রশ্মি । ইহাদের  
 মধ্যে সুব্রহ্ম-নামক সূর্য্যরশ্মিই চন্দ্রকে পরি-  
 পুষ্ট করেন, ( অর্থাৎ রশ্মিদান করিয়া তেজো-  
 ময় করেন ) । সুব্রহ্ম বক্রভাবে ও উর্দ্ধে  
 উদ্ভীষ্ট হয় এবং হরিকেশনামক যে রশ্মি  
 কথিত হইয়াছে, তাহা নক্ষত্রগণকে কাস্তি  
 প্রদান করে । বিশ্বকর্মানামক সূর্য্যরশ্মি  
 সর্কদা বৃধকে কাস্তিদান করে এবং বিশ্বব্রহ্ম  
 নামক রশ্মি নিত্যই শুক্রকে কাস্তিপ্রদান  
 করে । সংযত্ন নামে খ্যাত যে রশ্মি তাহা  
 মঙ্গলকে কাস্তিবিভরণ করে, আর প্রভু  
 অক্ষীবনু-নামক সূর্য্যকিরণ বৃহস্পতিকে কাস্তি-  
 দান দ্বারা পরিবর্জিত করে । স্বর-নামক  
 রশ্মিই শনৈশ্চরকে কাস্তিদান দ্বারা আপ্যায়িত  
 করে । এই প্রকারে সূর্য্যপ্রভাবে সমুদয়  
 নক্ষত্র ও তারাগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও বৃদ্ধি  
 পাইয়া অস্ত্রাক্ত উত্তিজ্ঞাদিকে পরিবর্জিত  
 করে । দিব্য পার্থিব নৈশ তম: এবং তেজ:-  
 স্মূহকে আদান করন বলিয়া 'সূর্য্য' প্রাদিতা,  
 নামে অভিহিত হন । তিনি সহস্রনাভী-

দ্বারা চতুর্দিক্ হইতে নদী, সমুদ্র, কূপ, স্বাবর,  
 জঙ্গম ও কৃত্রিম নদী প্রভৃতির সলিল গ্রহণ  
 করেন । ১—১১ । তাহার রশ্মিসহস্র হিম,  
 বধা ও উষ্ণ করত করে এবং ( পূর্বোক্ত )  
 নাভীসমূহের মধ্যে বিচৈত্মমূর্ত্তি চতু:শত নাভী  
 বর্ষণ করে । চন্দ্রগ, গাহ, কাঞ্চন, শান্তন  
 এবং অমৃত নামক রশ্মি বৃষ্টিসৃষ্টিকারী ।  
 হিম দ্বারা উৎক্লিপ্ত সেই সকল নাভী রশ্মিরূপে  
 নি:স্রুত হইয়া বেঘা, মেঘা, বাসী, হ্লাদিনী ও  
 সর্জ্জনা নামে খ্যাত হয় । ইহারা ই চন্দ্রা নাভী  
 ও পীতবর্ণ । আর শুক্র, কুঙ্কমা ও বিশ্বভূৎ  
 নামক নাভী সকল শুক্রবর্ণ । উক্ত জিবিধ  
 নাভী সকলই স্বর্শ্চসৃষ্টিকারিণী । তাহারা ই  
 হ্যতি দ্বারা তুল্যরূপে মনুষ্যালোক, পিতৃলোক,  
 ও দেবলোককে পালন করে ; ঔষধ দ্বারা  
 মনুষ্যদিগকে, স্বধা দ্বারা পিতৃগণকে এবং  
 অমৃত দ্বারা সমুদয় দেবগণকে পালন করে ;  
 জিবিধ পদার্থ দ্বারা এই সূর্য্যদেব জগৎ রক্ষা  
 করেন । বসন্ত ও গ্রীষ্মে সেই প্রভু রবি  
 ছয়টি রশ্মি দ্বারা তাপ দান করেন, শরৎকালে  
 ও বর্ষাকালে চারিটি ( রশ্মি ) দ্বারা বর্ষণ

বক্রণে মাঘমাসে তু সূর্য্যঃ পূষা তু কাঙ্কনে  
 চৈত্রে মাসি ভবেদং শুধীতা বৈশাখতাপনঃ ।  
 জ্যৈষ্ঠে মাসে ভবেদিত্ত আষাঢ়ে তপতে রবিঃ  
 বিবস্বান্ আবেণে মাসি প্রোষ্ঠপদ্যাং ভগঃ স্মৃতঃ  
 পৰ্জন্তশ্চাধিনে অষ্টা কার্তিকে মাসি ভাস্করঃ ॥ ২১ ॥  
 মার্গশীর্ষে ভবেদিত্ত পে ধে বিষ্ণুঃ সনাতনঃ ।  
 পঞ্চ রশ্মিদহস্রাণ বক্রণাক্রকর্ষ্মণি ॥ ২২ ॥  
 বভুজিঃ সহস্রৈঃ পূষা তু দেবোত্তমঃ সপ্ততিস্তুধা  
 ধাতাষ্টতিঃ সহস্রৈশ্চ নবতিশ্চ শতক্রতুঃ ॥ ২৩ ॥  
 বিবস্বান্ দশতিঃ পাতি পাত্যেকাদশতিভগঃ ।  
 সপ্ততিস্তুপতে মিত্রস্বষ্টী চৈব ষষ্টিতন্তপেৎ ॥ ২৪ ॥  
 অর্ঘ্যমা দশতিঃ পাতি পৰ্জন্তো নবতিস্তুধা ।  
 বভুজী রশ্মিসহস্রৈশ্চ বিষ্ণুস্তপতি বিশ্বধুক ॥ ২৫ ॥  
 বসন্তে কপিলঃ সূর্য্যো গ্রীষ্মে কাঞ্চনসপ্রভঃ ।  
 শ্রৈতো বর্ষাসু বজ্রৈঃ পাণ্ডুরঃ শরদি প্রভুঃ ॥ ২৬ ॥  
 হেমন্তে তাম্রবর্ণঃ স্নানিহিবে লোহিতো রবিঃ  
 ওষধীযু কলাঃ ধন্তে স্বধামপি পিতৃষধ ॥ ২৭ ॥

করেন এবং হেমন্ত ও শিশির কালে তিনটি  
 (রশ্মি) দ্বারা হিম পরিত্যাগ করেন। বক্রণ-  
 নামক সূর্য্য ঋষি মাসে তাপ দান করেন।  
 কাঙ্কনে মাসে পূষা, চৈত্র মাসে অংগ, বৈশাখে  
 ধাতা, জ্যৈষ্ঠ মাসে ইন্দ্র, আষাঢ় মাসে রবি,  
 আবেণে বিবস্বান্, ভাদ্র মাসে ভগ, আধিন  
 মাসে অষ্টা, কার্তিকে ভাস্কর, অগ্রহায়ণে মিত্র  
 ও পৌষ মাসে সনাতন বিষ্ণু নামক সূর্য্য তাপ  
 দান করেন; সূর্য্যের কার্য্যে বক্রণ সূর্য্য পাঁচ  
 সহস্র রশ্মি ব্যবহার করেন। ১২—২২। পূষা  
 ছয় সহস্র দ্বারা, অংগদেব সাত সহস্র দ্বারা,  
 ধাতা আট সহস্র দ্বারা, শতক্রতু নয় সহস্র  
 দ্বারা, বিবস্বান্ দশ সহস্র দ্বারা, ভগ একাদশ  
 সহস্র দ্বারা, মিত্র সাত সহস্র দ্বারা, অষ্টা আট  
 সহস্র দ্বারা, অর্ঘ্যমা দশ সহস্র দ্বারা, পৰ্জন্ত  
 নয় সহস্র দ্বারা এবং বিষ্ণু ধাতা বিষ্ণু সূর্য্য

দশ সহস্র দ্বারা তাপ দান করেন। সূর্য্য  
 বসন্তে কপিলবর্ণ, গ্রীষ্মে কাঞ্চন-তুল্যবর্ণ,  
 শরদি, বর্ষাতে শ্বেতবর্ণ, প্রভু (সূর্য্য) শরৎ  
 ঋতুতে পাণ্ডুবর্ণ, হেমন্তে তাম্রবর্ণ এবং শিশির

সূর্য্যে হিমরেষমুত্তমঃ ত্রিষু নিষক্ৰতি ।  
 অস্ত্রে চাটৌ গ্রহা জেয়া সূর্য্যোনাধিষ্ঠিতা দ্বিজাঃ  
 চন্দ্রাঃ সোমপুত্রশ্চ শুক্রশ্চৈব বৃহস্পতিঃ ॥ ২৮ ॥  
 তে মো মন্দস্তথা রাহু কেতুমানপি চাষ্টমঃ ॥ ২৯ ॥  
 সর্বে এবৈ নিবদ্ধা বৈ গ্রহান্তে বাতরশ্মিভিঃ ।  
 ভ্রাম্যমাণা যথাযোগং ত্র্যস্ত্যহু দিবাকরম্ ॥ ৩০ ॥  
 অগ্নাতচক্রবদ্যান্তি বাতচক্রোরিতাস্থথা ।  
 যন্তান্নহতি তান বায়ুঃ প্রবহন্তেন স স্মৃতঃ ॥ ৩১ ॥  
 রথান্নচক্রঃ সোমস্ত কুন্দান্তান্তস্ত বাজিনঃ ।  
 বামদক্ষিণতো যুক্তা দশ তেন কপাকরঃ ॥ ৩২ ॥  
 বীথ্যান্ত্রয়ণি চরাত নক্ষত্রাণি রবির্ধবা ।  
 হ্রাসরাকৌ তু বিপ্রেন্দ্রা রশ্মীনাং সূর্য্যবৎ স্মৃতে  
 স সোমঃ শুক্রপক্ষে তু ভাস্করে পরতঃ স্থিতে ।  
 অ পৃথিতে প স্ত স্তে সততকৈব তাঃ প্রভাঃ ॥ ৩৩ ॥

ঋতুতে লোহিতবর্ণ হন। তিনি ওষধিতে  
 (কলপাকান্ত তরুতে অর্থাৎ বাস্ত, গোধূম, যব,  
 মাষ যুগ প্রভৃতিতে) রশ্মি দান করেন; পিতৃ-  
 লোকে স্বধা এবং দেবলোকে অমৃত বিত-  
 রণ করেন; অতএব সূর্য্য তিনলোকে তিম  
 পদার্থ প্রদান করিয়া থাকেন। হে বিপ্রগণ!  
 অস্ত্র আটটি গ্রহ সূর্য্যেই অধিষ্ঠান করিয়া  
 থাকেন। চন্দ্র, বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি, মঙ্গল,  
 রহু ও অষ্টম কেতু এই সকল গ্রহ বাতরশ্মি  
 দ্বারা ধ্রুবতারায় নিবদ্ধ হইয়া ভ্রমণ করিতে  
 করিতে যথাক্রমে দিবাকরের অমুসরণ  
 করেন। ২৩—৩০। বায়ুক্ষেত্র দ্বারা প্রেরিত  
 গ্রহগণ চক্রাকার অঙ্গারচক্রবৎ গমন করেন।  
 বায়ু তাঁহাদিগকে বহন করেন বলিয়া 'প্রবহ'  
 নামে প্রসিদ্ধ। চন্দ্রের রথ তিনটি চক্রবিশিষ্ট,  
 কুন্দকুশুমাত্র দশটি অথ তাহার (রথের)  
 বাম-দক্ষিণে যোজিত, রবি যে প্রকার নক্ষত্র-  
 সমূহে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ চন্দ্রও  
 ঐ রথে বীথীসমাপ্তিত নক্ষত্রমালায় পরিভ্রমণ  
 করেন। হে বিপ্রগণ! সূর্য্যের দ্বারা চন্দ্র-  
 রশ্মিরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শুক্রপক্ষে  
 সূর্য্য পরভাগে অবস্থিত হওয়ায় তদীয় প্রভা-  
 রশ্মি দ্বারা চন্দ্রের অপরাহ্ন ভাগ পরিপূর্ণ হয়;

কৌণঃ পীতঃ সুরৈঃ সোমমাপ্যায়ততি নিত্যদা ।  
 একেন রশ্মিনা বিপ্রা অযুয়াধোন ভাস্করঃ ॥ ৩৫  
 এষা সূর্যাস্ত বোধোণ সোমস্তাপ্যায়িতা তত্বঃ ।  
 পৌর্ণমাস্তাং স দৃষ্টোত্ত সম্পূর্ণো দিবসক্রমাৎ ॥ ৩৬  
 সম্পূর্ণমর্কমাসেন তং সোমমমৃতাত্মকম্ ।  
 পিবন্তি দেবতা বিপ্রা যতন্তেহমৃতভোক্তরাঃ ॥ ৩৭  
 ততঃ পঞ্চদশে ভাগে কিকিচ্চিষ্টে কলাস্বকে ।  
 অপরাহ্নে পিতৃগণা জঘন্তং পর্যাপাসতে ॥ ৩৮  
 পিতৃন্তি দ্বিলবং কালং শিষ্টা তস্তা কলা তু যা ।  
 অমৃতময়ী পুনাত্য তামিস্ত্রায়মশ্বিনীম্ ॥ ৩৯  
 নিঃসৃতং তদমবাস্তাং গভস্তিতাঃ স্বধামসম্ ।  
 মাসকৃৎসমবাপ্যাত্ৰায়াঃ পিতরঃ সন্তি নিরিতাঃ ॥ ৪০  
 ন সোমস্ত বিনাশঃ স্তাৎ সূর্য্য চৈব স্পীষতে ।  
 এবং সূর্য্যনিমিত্তোহস্ত কসো বুদ্ধিস্ত সত্তমাঃ ।  
 সোমপুত্রস্ত চার্ষাতির্বাভিতির্ব যুবেগিভিঃ  
 বারিজঃ স্তন্দনো যুক্তস্তেনাসৌ যান্তি সর্ব্বতঃ ॥

উহাই চন্দ্রের প্রভা। ভাস্কর, অযুয়াধ্য এক  
 রশ্মি দ্বারা দেবগণকর্তৃক পীত সূতরাং কৌণ  
 চন্দ্রকে পরিবর্দ্ধিত করেন। সূর্য্যের হেতু  
 পরিবর্দ্ধিত এই চন্দ্রের তত্ত্ব পৌর্ণমাসীতে  
 দিবসক্রমে সম্পূর্ণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।  
 অর্ক মাসে সম্পূর্ণ সেই অমৃতময় চন্দ্রকে দেব  
 গণ পান করিয়া থাকেন, যেহেতু তাঁহারা  
 অমৃতভোজী। অনন্তর চন্দ্রের পঞ্চদশ ভাগ  
 ক্রমিত হইলে এককলা অবশিষ্ট থাকিতে  
 অপরাহ্নে পিতৃগণ টলিখিত চন্দ্রের শেষ কলা  
 ভোগ করিয়া থাকেন। যাহা চন্দ্রের পবিজ  
 অমৃতময়ী কলা স্বধারূপিনী ( বলিয়া অভিহিত),  
 পিতৃগণ দ্বিলব কাল ব্যাপিয়া চন্দ্রের সেই  
 শেষ কলা ভোজন করেন। অমাবস্তায়  
 পিতৃগণ সেই রশ্মি-নিঃসৃত স্বধারূপিনী অমৃত-  
 ময়ী কলার অগ্রভাগ মাসান্তে লাভ করিয়া  
 সূখী হইয়া থাকেন। ৩১—৪০। চন্দ্রের  
 বিনাশ হয় না; সূর্য্যই পীত হইয়া থাকে;  
 হুহ সত্তমগণ! সূর্য্যের নিমিত্তই চন্দ্রের কয়-  
 বুদ্ধি হইয়া থাকে। বৃহগ্রহের রথ বায়ুর স্তায়  
 বেগশালী জলজাত আটটি অশ্ব দ্বারা যুক্ত;

গুরুস্ত ভূমৈর্যবৈঃ স্তন্দনো দশভির্বৃতাঃ ।  
 অষ্টাভিচাপি ভৌমস্ত রথো হৈমঃ সূশোভনঃ  
 বৃহস্পতেরথাস্তাঃ স্তন্দনো হেমনির্ম্মিতঃ ।  
 রথস্তাম্যমশোহস্তাঃ স্তন্দনায়নির্ম্মিতঃ ॥ ৪৪  
 স্বর্ভানোভ করাৎশেচ ত্যাস্তাভিহৈর্যবৃতাঃ ।  
 এতে মহাগ্রহাণাং বৈ সমাখ্যাতা রথাস্ত বৈ ।  
 সর্কৈঃ প্রবে মহাভাগা নিবন্ধা বায়ুরশ্মিভিঃ ॥ ৪৫  
 গ্রন্থক ভার্য্যধিক্যানি প্রবে বন্ধান্তশেষতঃ ।  
 ভ্রম'ন্ত ভ্রাময়ন্তোনং সর্কাণ্যনিলরশ্মিভিঃ ॥ ৪৬  
 ইতি ত্রীকোণ্যে মহাপুণ্যে পূর্ব্বভাগে সূর্য-  
 যোষবিভাগে দ্বিচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২

ত্রিচত্রারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

প্রাদুর্দ্ধঃ মহর্লোকঃ কোটিযোজনবিস্তৃতঃ ।  
 কল্যাণিকারিণস্তত্র সংস্থিতা দ্বিজপুলবাসাঃ ॥ ১

এই চন্দ্রতনয় বৃহ তদ্বারা সর্ব্বত্র বিচরণ  
 করেন। গুরুগ্রহের রথ ভূমিজাত দশটি অশ্ব  
 দ্বারা যুক্ত। মঙ্গলগ্রহের আটটি-অশ্বযুক্ত  
 সূর্য্যময় সূশোভন রথ। বৃহস্পতির রথের  
 অশ্ব আটটি, ঐ রথ স্বর্ণনির্ম্মিত। শনির রথ  
 অশ্ববাময়, রথের অশ্ব আটটি এবং উহা  
 লৌহগঠিত। রাহু এবং কেতুর রথ আটটি  
 অশ্বদ্বারা যুক্ত। মহাগ্রহগণের এই সকল রথের  
 বিষয় আখ্যাত হইল। সূর্য্যের গ্রহগণই বায়ু-  
 রশ্মি দ্বারা প্রবতারায বন্ধ; গ্রহ, নক্ষত্র, তারা,  
 সকলেই প্রবতারায় নিবন্ধ হইয়া ( সর্ব্বদা )  
 ভ্রমণ করিতেছেন ও ভ্রমণ করাইতে-  
 ছেন। ৪১—৪৬।

দ্বিচত্রারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্রারিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—প্রবলোকের উর্দ্ধে কোটি-  
 যোজনবিস্তৃত মহর্লোক; হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ!  
 যাহারা বুদ্ধির অধিকারী, তাহারা ই সেখানে

জ্ঞানলোকো মহর্লোকো তথা কোটিষাঙ্ককঃ ।  
সনকাস্তথা তত্র সংস্থিতা ব্রহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥ ২  
জ্ঞানলোকো তপোলোকঃ কোটিত্ৰয়মবধিতঃ ।  
বৈবরাজাস্তত্র বৈ দেবাস্তি তাহবিবর্জিতাঃ ॥  
প্রাজাপত্যো সত্যলোকঃ কোটিষট্ঠকেন

সংযুতঃ ।

অপুনার্কো নাম ব্রহ্মলোকস্ত স স্মৃতঃ ॥ ৪  
অত্র লোকগুরুব্রহ্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবনঃ ।  
অস্তে স যোগিভিনিত্যং পীত্বা যোগামৃতং পরম  
বসন্তি যতঃ শাস্তা নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মচারিণঃ ।  
যোগিনস্তাপসাঃ সিদ্ধা জ্ঞাপকাঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৬  
হারং তদযোগিনামেকং গচ্ছতাং পরমং পদম্  
তত্র গত্বা ন শোচন্তি স বিষ্ণুঃ স চ শঙ্করঃ ॥ ৭  
সূর্য্যাকোটীপ্রভীকাশং পুরং তত্র দ্বাসদম্ ।  
ন মে বর্ণয়িতুং শকাঃ জ্ঞানামালাসমাকুলম্ ॥ ৮  
তত্র নারায়ণস্তাপি ভবনং ব্রহ্মণঃ পুরে ।

বাস করেন । তত্রণ মহর্লোক হইতে জন-  
লোক হইকোটি যোজন উর্দ্ধে ; সেখানে  
সনক-সনাতন আদি ব্রহ্মার তনয়গণ বাস  
করেন । জ্ঞানলোক হইতে তপোলোক তিন-  
কোটি যোজন উর্দ্ধে ; সেখানে বৈবরাজ-নামক  
দেবগণ সম্ভাপবর্জিত হইয়া বসতি করেন ।  
প্রাজাপত্য অথবা জ্ঞানলোক হইতে সত্য-  
লোক ছয়কোটি যোজন উর্দ্ধে ; ইহা অপু-  
নার্ক এবং ব্রহ্মলোক নামে উক্ত । এখানে  
লোকগুরু বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন ব্রহ্মা প.ম  
যোগামৃত পান করত যোগীদিগের সহিত  
নিত্য বাস করেন । এখানে প্রশান্তস্বভাব  
যতিগণ, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিবর্গ, যোগিগণ, তাপস  
সিদ্ধ ও পরমেষ্ঠীর জ্ঞাপকগণ অবস্থান করেন ।  
পরমপদলাভার্থী যোগীদিগের তাহাই এক-  
মাত্র ষাং । সেখানে গিয়া আর শোক  
করিতে হয় না, যেহেতু তাহাই বিষ্ণু এবং  
মহেশ্বরের স্বরূপ । কোটি সূর্য্যের প্রভা-  
বিশিষ্ট ব্রহ্মার পুত্র অতি চূর্ণত ; বহুশিখা-  
সমূহের দ্বারা প্রদীপ্ত সেই পুরের বর্ণনা  
করিতে আমি অসমর্থ । সেই ব্রহ্মপুরে নারায়ণ

শেতে তত্র হরিঃ শ্রীমান্ যোগী মায়াময় পরঃ ॥  
স বিষ্ণুলোকঃ কথিতঃ পুনরাবৃত্তিবর্জিতঃ ।  
যাস্তি তত্র মহাত্মানো যে প্রপন্না জনার্দনম্ ॥ ১  
উর্দ্ধং তদব্রহ্মসদনাং পুরং জ্যোতির্ময়ং শুভম্ ।  
বহুনা চ পরিকল্পং তত্রাস্তে ভগবান্ হরঃ ॥ ১১  
দেব্যা সহ মহাদেবশ্চিত্ত্যমানো মনীষিত্তিঃ ।  
যোগিভিঃ শতসাহস্রৈর্ভূত কঠোরৈঃ সংযুতঃ ॥ ১২  
তত্রা তে যাস্তি নিরতা ভক্তা বৈ ব্রহ্মচারিণঃ ।  
মহাদেবপরাঃ শাস্তাস্তাপসাঃ সত্যবান্ধিঃ ॥ ১৩  
নির্ম্ময়া নিরহঙ্কারাঃ কামক্রোধবিবর্জিতাঃ ।  
ভ্রুত্বা ব্রহ্মণা যুক্তা ক্রতুলোকং স বৈ স্মৃতঃ  
সপ্ত মহালোকাঃ পৃথিব্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ ।  
মহাতলাদন্যশাখঃ পাতালাঃ সন্তি বৈ দ্বিজাঃ ॥ ১৪  
মহাতলক পাতালং সর্ব্বরত্নোপশোভিতম্ ।  
প্রাসাদৈর্বিবিধৈঃ শুভৈর্দেবতায়নৈর্ভূতম্ ॥ ১৬

য়ণেরও ভবন আছে ; সেখানে মায়াময় পরম  
যোগী শ্রীমান্ হরি শয়ন করিয়া থাকেন ।  
তাহাই পুনর্জন্মনিবারক বিষ্ণুলোক বর্জিত  
কথিত ; সেখানে সেই মহাত্মারাই গমন  
করিতে সমর্থ, ইহারা জনার্দনকে লাভ করিয়া-  
ছেন । ১—১০ । ব্রহ্মসদন হইতে উর্দ্ধে  
জ্যোতির্ময় বহুপরিব্যাপ্ত যে সূর্য্য পুর  
আছে, ভগবান্ মহাদেব হর মনীষগণ ও  
শতসহস্র যোগী কর্তৃক চিস্তিত হইয়া দেবীর  
সহিত তথায় বাস করেন ; ভূঃবর্গ ও ক্রতু-  
গণ তাহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে । যোগ-  
নিরত, ব্রহ্মচারী, মহাদেবপরাগণ, শাস্ত ও  
সত্যবাদী তাপসগণ সেখানে গমন করেন ।  
নির্ম্ময়, নিরহঙ্কার, কাম-ক্রোধবর্জিত যোগ-  
যুক্ত ব্রহ্মণেরাই ( সেই স্থান ) অবলোভন  
করিতে পারেন, তাহাই ক্রতুলোক বলা  
কথিত হয় । এই পৃথিবী আদি সপ্ত মহা-  
লোকের বিষয় পরিকীর্তিত হইল । হে দ্বিজ-  
গণ ! ঐক্লপ অধোভাগেও মহাতল প্রভৃতি  
সপ্ত পাতাল বিদ্যমান আছে । মহাতল  
নামক পাতাল সর্ব্ববিধ রত্ন দ্বারা সুশোভিত  
ও বিবিধ শুভ প্রাসাদ দেবমন্দির প্রভৃতি



অনন্তেন চ সংযুক্তঃ মুচুকুন্দেন ধীমতা ।  
 ব্রূপেন বলিমা চৈব পাতালম্বর্গবাসিনা ॥ ১৭  
 শৈলং রসাতলং বিপ্রাঃ শার্করং হি তলাতলম্  
 পীতং সূতলমিত্যুক্তং নিতলং বিজ্রমপ্রভম্ ॥ ১৮  
 সিতঞ্চ বিতলং প্রোক্তং তলকৈব সিততরম্ ।  
 সুপর্ণেন মুনিস্ৰেষ্ঠান্তথা বাসুকিনা শুভম্ ॥ ১৯  
 রসাতলমিতি খ্যাভং তথাষ্টৈশ্চ নিষেবিতম্ ।  
 বিরোচন-হিরণ্যাক-তারকাদৈশ্চ সেবিতম্ ॥ ২০  
 তলাতলমিতি খ্যাভং সর্কশোভাসম্বিতম্ ।  
 বৈনতেবাদিভিশ্চৈব কালনেমিপুরুগমৈঃ ॥ ২১  
 পূর্বদেবৈঃ সমাকীর্ণং সূতলঞ্চ তথাপরেঃ ।  
 নিতলং যবনাদৈশ্চ তারকা'য়মুথৈস্তথা ॥ ২২  
 জন্তকাদৈস্তথা নাগৈঃ প্রহ্লাদেনাসুরৈশ্চ চ ।  
 বিতলকৈব বিখ্যাভং কঞ্চলাহীলসেবিতম্ ॥ ২৩  
 মহাজন্তেন বীরৈশ্চ হয়গ্রীবৈশ্চ ধীমতা ।  
 শঙ্কুর্গণেন সন্তিস্রং তথা নমুচিপুরুকৈঃ ॥ ২৪  
 তথাষ্টৈর্বিবিধৈর্নাগৈস্তলকৈব সুশোভনম্ ।

যুক্ত ; উহা অনন্তদেব, ধীমান্ মুচুকুন্দ এবং  
 পাতালরূপ-স্বর্গবাসী বলিরাজ কর্তৃক অধ্য-  
 যিত । হে বিপ্রগণ ! রসাতল পর্বতময়,  
 তলাতল শর্কর'যুক্ত ( কাকরযুক্ত ), সূতল  
 পীতবর্ণ, নিতল প্রবালবর্ণ, বিতল শুক-  
 বর্ণ এবং তলনামক পাতাল কৃষ্ণবর্ণ  
 বলিয়া কথিত । হে মুনিস্ৰেষ্ঠগণ ! রসা-  
 তলনামক পাতাল সুপর্ণ, বাসুকি এবং  
 অন্তান্ত মহাদেব কর্তৃক অধিষ্ঠিত বলিয়া  
 বিখ্যাত । বিরোচন, হিরণ্যাক ও তারকা  
 কর্তৃক সেবিত তলাতল সর্কশোভার আধার  
 বলিয়া প্রসিদ্ধ । ১১—২০ । গরুড়াদি পক্ষী ও  
 কালনেমি প্রভৃতি অসুরগণ সকলেই সূতলে  
 বাস করেন । তারক ও অগ্নিমুখ প্রভৃতি  
 যবনাদি দ্বারা নিতল ব্যাপ্ত । বিতল-নামক  
 পাতাল নাগ, জন্তকাদি অসুর, প্রহ্লাদ ও  
 অহীন্দ্র কঞ্চল প্রভৃতি কর্তৃক সেবিত বলিয়া  
 বিখ্যাত । সুশোভন তল-নামক পাতালে  
 বীর মহাজন্ত, ধীমান্ হয়গ্রীব, শঙ্কুর্গণ ও  
 নমুচিপুরুষ অসুরগণ এবং তজ্জপ বিবিধ

ভেদামধস্তাররকা মায়াভ্যাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ২৫  
 পাণিনস্তেযু পচ্যন্তে ন তে বর্ণয়িতুং কমাঃ ।  
 পাতালানামধস্তান্তে শেবাখ্যা বৈষ্ণবী তনুঃ  
 কালায়িকজ্রো যোগাখ্যা নারসিংহোহপি মাধবঃ  
 যোহনন্তঃ পঠাতে দেবো নাগরূপী জনার্দনঃ ।  
 তদাধারমিদং সর্কং স কালায়িং সমাশ্রিতঃ ॥ ২৭  
 তমাবন্ত মহাযোগী কালস্তম্বদনোশ্রিতঃ ।  
 বিষজালাময়োহন্তহসৌ জগৎ সংহরতি স্বয়ম্  
 সহস্রমায়োহপ্রতিমঃ সংহর্তা শঙ্করো ভবঃ ।  
 তামসী শান্তবী মূর্তিঃ কালো লোকপ্রকালনঃ ॥  
 ইতি ক্রীকোর্থে মহাপুরাণে পূর্বভাগে ত্বক-  
 কোষিকৃতাসে ত্রিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৩

নাগগণ অবস্থান করে । তাহাদের নিয়মদেশে  
 মায়া আদি নরকের অবস্থান কীর্তিত আছে।  
 সেই সকল নরকে পাণিগণ যাতনা ভোগ  
 করে, তাহাদের বিষয় বর্ণনা করা অসাধ্য।  
 পাতালের নিয়মদেশে 'শেষ' এই আখ্যাবিশিষ্ট  
 বিষমূর্তি অবস্থিত। যিনি কালায়িকজ্র,  
 যোগাখ্যা, নরসিংহ, মাধব, অনন্তদেব, নাগ-  
 রূপী জনার্দন বলিয়া পঠিত, তিনি এই সমু-  
 দায়ের আধার হইয়াও কালায়িকে আশ্রয়  
 করিয়া অবস্থিত। তাহাকে আশ্রয় করিয়া  
 কাল তাহারই বদন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।  
 গরুলের শিখাময় এই কালই স্বয়ং অন্তকালে  
 জগৎ সংহার করেন। সহস্রমায়াবিশিষ্ট, অমু-  
 পম, শঙ্কর ভবই সংহারকারী; তমোময়ী  
 শান্তবী মূর্তিই কাল, তিনিই লোককে কলন  
 ( সংহার ) করেন । ২১—২৯।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

## চতুঃচত্বারিংশোঃধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

এতদ্ব্রহ্মাণ্ডমাধ্যাত্ চতুর্দশবিধং মহৎ ।  
 অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি ভূলোকস্তান্ত্র নির্ণয়ম্ ॥ ১  
 জম্বুদ্বীপঃ প্রধানোহয়ং প্রকঃ শাল্মলিরেব চ ।  
 কুশঃ ক্রৌঞ্চশ্চ শাকশ্চ পুষ্করশ্চৈব সপ্তমঃ ॥ ২  
 এতে সপ্ত মহাদ্বীপাঃ সমুদ্রেঃ সপ্তভিবৃত্তাঃ ।  
 বীশাদবীপো মহাহুতঃ সাগরাচ্চাপি সাগরঃ ॥ ৩  
 কীরোদেকুরসোদকশ্চ সুরোদকশ্চ স্তুতোদকঃ ।  
 দধ্যোদকঃ কীরসলিলঃ স্বাদুদশ্চৈতি সাগরাঃ ॥ ৪  
 পঞ্চাশৎকোটিবিস্তীর্ণা সমুদ্রা ধরা স্মৃতা ।  
 বীশৈশ্চ সপ্তভিবৃত্তা যোজনানাম্ সমস্ততঃ ॥ ৫  
 জম্বুদ্বীপঃ সমস্তানাম্ মধ্যে চৈব বাবস্থিতঃ ।  
 তন্ত মধ্যে মহামেকবিক্রান্তঃ কনকপ্রভঃ ॥ ৬  
 চতুরনীতিসহস্রো যোজনৈনস্তন্ত চোচ্ছয়ঃ ।  
 প্রবিষ্টঃ ষোড়শাধস্তাদ্বাতিংশমূর্দ্ধি বিস্তৃতঃ ॥ ৭  
 মূলে ষোড়শসাহস্রো বিস্তারস্তন্ত সর্বতঃ ।

## চতুঃচত্বারিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,— এই মহৎ ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দশ প্রকার আখ্যাত হইয়াছে । অতঃপর ভূলোকের নির্ণয় করিব । ভূলোকে এই জম্বুদ্বীপ প্রধান । অনন্তর প্রক, শাল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও সপ্তম পুষ্কর-নামক দ্বীপ । এই সাতটি মহাদ্বীপ সপ্ত সাগরে পরিবৃত্ত ; এক দ্বীপ হইতে অন্য দ্বীপ রূহৎ এবং এক সাগর হইতে অন্য সাগর রূহৎ । কারোদক ইন্দ্রদক, সুরোদক, স্তুতোদক, দধ্যাদক, কীরোদক ও স্বাদুদক এই কয়টি সমুদ্র । সমুদ্রবেষ্টিতা এই বসুন্ধরা পঞ্চাশৎকোটি যোজন বিস্তীর্ণ এবং চতুর্দিকে সপ্তদ্বীপে বৃত্ত সকলের মধ্যভাগে জম্বুদ্বীপ অবস্থিত, তাহার মধ্যে কনকপ্রভ মহামেক প্রসিদ্ধ । তাহার উচ্ছয় চতুরনীতিসহস্র যোজন ; নিম্নদেশে ষোড়শযোজন গভীর ও উর্ধ্বে দ্বাতিংশং যোজন বিস্তৃত ; মূলে তাহার সর্বদিকে

ভূপদ্ব্যস্ত্রান্ত ঐশলোহসৌ কর্ণিকায়েন সংহিতা  
 হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিম্বদশ্চান্ত্র দক্ষিণে ।  
 নীলঃ শ্বেতশ্চ শৃঙ্গী চ উত্তরে বর্ষপর্বতাঃ ॥ ৯  
 লক্ষপ্রমাণৌ হৌ মধ্যে দশহীনাস্তথাপরে ।  
 সহস্রং হ্রয়োজ্জায়ন্তাবস্থিতারণ্যে তে ॥ ১০  
 ভারতং প্রথমং বর্ষং ততঃ কিম্পুরুষং স্মৃতম্ ।  
 হরিবর্ষং তথৈবান্তমেরোদাকগতো দ্বিজাঃ ॥ ১১  
 রম্যককোস্তরং বর্ষং তথৈবান্ত হিরণ্যম্ ।  
 উত্তরে কুরবশ্চৈব যথৈতে ভারতাস্তথা ॥ ১২  
 নবসাহস্রমেবৈকমেতেষাং দ্বিজসত্তমাঃ ।  
 ইলাবৃহৎ তন্মধ্যে তন্মধ্যে মেকরাক্ষিতাঃ ॥ ১৩  
 মেরোশ্চতুর্দিশং তত্র নবসাহস্রবিস্তরম্ ।  
 ইলাবৃত্তং মধ্যভাগাশ্চদ্বারস্তত্র পর্বতাঃ ।  
 বিকস্তা রচিতা মেরোর্যোজনাবৃত্তমুচ্ছিতাঃ ॥ ১৪  
 পূর্বেণ মন্দরো নাম দক্ষিণে গন্ধমাদনঃ ।

ষোড়শ সহস্র যোজন বিস্তার । এই পর্বত ভূপদ্বয়ের কর্ণিকা স্বরূপে অবস্থিত । ইহার দক্ষিণভাগে হিমবান্ হেমকূট এবং নিম্বদপর্বত : উত্তরভাগে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী নামে বর্ষপর্বত বিদ্যমান । ইহাদের দুইটি ( হিমবান্ এবং হেমকূট ) লক্ষ-যোজন-পরিমাণ, অন্ত্রান্ত পর্বত উহা অপেক্ষা দশযোজন ন্যূন, ইহাদের উচ্চতা দুই সহস্র যোজন, তাহাদের বিস্তারও উক্ত পরিমাণ-১—১০ । হে দ্বিজগণ ! প্রথম ভারত বর্ষ, অনন্তর কিম্পুরুষ বর্ষ ও তদন্তে হরিবর্ষ—সুমেরুর দক্ষিণদিকে অবস্থিত । মেকর উত্তর ভাগে রম্যক ও হিরণ্য বর্ষ, তৎপশ্চাৎ উত্তর-কুরু বর্ষ, ইহার ভারত বর্ষের জায় । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! ইহাদের এক একটি নবসাহস্র যোজন, তাহাদের মধ্যস্থলে ইলাবৃত্ত বর্ষ এবং ইলাবৃত্তের মধ্যে সুমেরু উন্নতভাবে অবস্থিত । সেখানে সুমেরুর বিস্তার চতুর্দশ-সহস্র-যোজন-পরিমিত, আর তন্নিম্ন ইলাবৃত্ত বর্ষের বিস্তার নবসাহস্র যোজন আছে । হে মহাভাগগণ ! সেখানে চারিটি বর্ষপর্বত । উহার সুমেরুর বৃত্তব্যাসরূপে বিরাজমান,

বিপুলঃ পশ্চিমে পার্শ্বে সুপার্বশ্চোত্তরঃ স্মৃতঃ ।  
কদম্বস্তেব জম্বুশ্চ পিঙ্গলো বট এব চ ।  
জম্বুদ্বীপস্ত সা জম্বুর্নামহেতুর্ধর্ম্যঃ ॥ ১৬  
নহাগজপ্রমাণানি জম্বুস্তম্ভাঃ কলানি চ ।  
পতিস্তি ভূভূতঃ পৃষ্ঠে নীধাণানি সর্বতঃ ॥ ১৭  
রসেন তম্ভাঃ প্রখ্যাতা তত্র জম্বুনদীতি বৈ ।  
সরিৎ প্রবর্ততে সাপি পীয়তে তত্র বাসিভিঃ ॥  
ন শ্বেদো ন চ দৌর্গন্ধ্যঃ ন জরা নেক্সিয়ক্ষয়ঃ ।  
তৎপানং সুস্থমনসাং নরাণাং \* তত্র জায়তে  
তস্তীরমুদ্রসং প্রাপ্য বায়ুনা সুবিশোষিতা ।  
জাম্বুনদাখ্যং ভবতি সুবর্ণং সিদ্ধভূষণম্ ॥ ১৮  
ভদ্রাখ্যঃ পূর্বতো মেঘোঃ কেতুমাশ্চ পশ্চিমে ।  
বর্ষে ধ্বংস্তু মুনিস্থেষ্ঠান্তর্যোর্মধ্যে ইলাবৃতম্ ॥ ১৯  
বনং চৈত্ররথং পূর্বে দক্ষিণং গন্ধমাদনম্ ।

ইহাদের উচ্চতা অমুত যোজন । পূর্বদিকে  
মন্দর, দক্ষিণ দিকে গন্ধমাদন, পশ্চিম পার্শ্বে  
বিপুল পর্বত ও উত্তরে সুপার্বনামা পর্বত  
অবস্থিত । তাহাদের মধ্যে কদম্ব, জম্বু, পিঙ্গল,  
এবং বটরূপ যথাক্রমে বিদ্যমান । হে মহর্ষি-  
গণ ! উক্ত জম্বুরূপই জম্বুদ্বীপ নামের হেতু ।  
সেই জম্বুরূপের কল সকল মহাগজের জায়  
পরিমাণবিশিষ্ট ; উহা পর্বতপৃষ্ঠে সর্বদিকে  
পতিত হইয়া বিলীন হয় । তাহার রস হইতেই  
বিখ্যাতা জম্বুনদীর উৎপত্তি হইয়াছে, সেই  
নদীর জল সেখানকার অধিবাসীরা পান  
করে । তাহাতে ঘর্ম্ম বা দৌর্গন্ধ্য নাই ; এবং ঐ  
জল পান করিলে জরা বা ইন্দ্রিয়ক্ষয় হয় না ;  
তাহাতে সমুদায় মানবের অন্তঃকরণ সুস্থ হয় ।  
তাহার তীরস্থ মৃত্তিকার রস বায়ুকর্ষক  
শোষিত হইলে উহা জাম্বুনদনামক সুবর্ণ হয়,  
উহা সিদ্ধগণের ভূষণ । ১১-২০ । মেরুর  
পূর্বদিকে ভদ্রাখ্য বর্ষ ও পশ্চিমদিকে কেতুমাশ  
বর্ষ । হে মুনিস্থেষ্ঠগণ ! তাহার মধ্যে ইলাবৃত  
বর্ষ । পূর্বে চৈত্ররথ-কানন, দক্ষিণে গন্ধমাদন

\* ন ভাপঃ স্বচ্ছমনসাং নাসৌখ্যমিতি  
কচিং পাঠঃ ।

বৈভ্রাজং পশ্চিমে বিদ্যাহস্তরং সবিত্ত্বর্ধনম্ ॥ ২১  
অরুণোদং মহাভদ্রসিতোদকং মানসম্ ।  
সরাংস্তেতানি চত্বারি দেবভোগ্যানি সর্বদা ॥ ২২  
সিতান্তশ্চ কুম্ভাশ্চ কুবরী মালাবাংস্তথা ।  
বৈকঙ্কো মণিশৈলশ্চ ঋক্ষবাংচ্চালোত্তমঃ ॥ ২৩  
মহানীলোহথ কচকঃ সবিন্দুর্নন্দরস্তথা ।  
বেণুমাংশ্চৈব মেঘশ্চ নিষধো দেবপর্বতঃ ॥ ২৪  
ইত্যেতে দেবরচিতাঃ সিদ্ধাবাসাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।  
অরুণোদস্ত সরসঃ পূর্বতঃ কেশরাচলাঃ ।  
ত্রিকূটঃ শিখরশ্চৈব পতঙ্গো কচকস্তথা ॥ ২৫  
নিষধো বসুধারশ্চ কলিঙ্গত্রিশিখঃ স্মৃতঃ ।  
সমূলো বসুবেদিশ্চ কুররশ্চৈব সাস্ত্রমান ॥ ২৬  
তাম্রাভশ্চ বিশালশ্চ কুমুদো বেণুপর্বতঃ ।  
একশৃঙ্গো মহাশৈলো গজশৈলশ্চ পিঙ্গকঃ ॥ ২৭  
পঞ্চশৈলোহথ কৈলাসো হিমবাংচ্চালোত্তমঃ ।  
ইত্যেতে দেবরচিতা উৎকৃষ্টাঃ পর্বতোত্তমাঃ ।  
মহাভদ্রস্ত সরসো দক্ষিণে কেশরাচলঃ ।  
শিখিবাসশ্চ বৈদূর্য্যঃ কপিলো গন্ধমাদনঃ ॥ ২৮  
জাক্ষিণশ্চ সুরাশুশ্চ সর্বগন্ধাচালোত্তমঃ ।

বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজকানন, উত্তরে সবিত্ত্ব-  
বন । তাহাতে যথাক্রমে অরুণোদক, মহা-  
ভদ্র, অসিতোদক এবং মানস এই চারিটী  
সর্বদা দেবভোগ্য সরোবর বর্তমান । সিতান্ত,  
কুম্ভান, কুবরী, মালাবান, বৈকঙ্ক, মণিশৈল  
এবং পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋক্ষবান, মহানীল, কচক,  
বিন্দু, মন্দর, বেণুমান, মেঘ, নিষধ ও দেব-  
পর্বত, এই সকল শৈল দেবরচিত এবং সিদ্ধ-  
গণের বাসস্থল বলিয়া কীর্তিত । আর অরু-  
ণোদক সরোবরের পূর্বভাগে কেশরাচল,—  
ত্রিকূট, শিখর, পতঙ্গ, কচক, নিষধ, বসুধার,  
কলিঙ্গ, ত্রিশিখ, সমূল, বসুবেদ, কুরর  
পর্বত, তাম্রাভ, বিশাল, কুমুদ, বেণুপর্বত,  
একশৃঙ্গ, মহাশৈল, গজশৈল, পিঙ্গক, পঞ্চশৈল,  
কৈলাস এবং পর্বতশ্রেষ্ঠ হিমবান, দেবনির্ম্মিত  
এই সকল শৈল সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ । ২১—২৮ ।  
মহাভদ্র সরোবরের দক্ষিণে কেশরাচল,—  
শিখিবাস, বৈদূর্য্য, কপিল, গন্ধমাদন, জাক্ষি

অপার্শ্ব সপক্শ কক্শ: কপিল এব চ ॥ ৩১  
 বিরজো ভদ্রজালশ্চ অরসশ্চ মহাবল: ।  
 অঞ্জনো মধুমাংস্ত্বচ্চিত্রশৃঙ্গো মহালয়: ॥ ৩২  
 কুমুদো বুকুটশ্চৈব পাণ্ডুর: কৃষ্ণ এব চ ।  
 পারিপাজো মহাশৈলস্তথৈব কপিলাচল: ॥ ৩৩  
 অুষেণ: পুণ্ডরীকশ্চ মহামেঘস্তথৈব চ ।  
 এতে পরিতরাজান: সিদ্ধগন্ধর্বসেবিতা: ॥ ৩৪  
 অসিতোদক সরস: পশ্চিমে কেশরাচলা: ।  
 শঙ্ককূটোহথ রুষভো হংসো নাগস্তথৈব চ ॥ ৩৫  
 কালঞ্জর: শক্রশৈলো নীল: কমল এব চ ।  
 পারিজাতো মহাশৈল: শৈল: কনক এব চ ॥ ৩৬  
 পুষ্পকশ্চ অমেষশ্চ বারাহো বিরজাস্তথা ।  
 ময়ূর: কপিলশ্চৈব মহাকপিল এব চ ॥ ৩৭  
 ইত্যেতে দেব-গন্ধর্ব-সিদ্ধ-যকৈশ্চ সেবিতা: ।  
 সরসো মানসস্তোহ উত্তরে কেশরাচলা: ॥ ৩৮  
 এতেষাং শৈলমুখ্যানামস্তবেষু যথাক্রমম্ ।  
 সন্তি চৈবান্তরঙ্গোণ্য: সরাসি চ বনানি চ ॥ ৩৯  
 বসন্তি তত্র মনয়: সিদ্ধা বৈ ব্রহ্মভাবিতা: ।  
 প্রসঙ্গা: শান্তবজস: সর্বজ্ঞঃখবিবর্জিতা: ॥ ৪০  
 ইতি ত্রীকোণ্যে মহাপুরাণে পূর্বভাগে ভুবন-  
 কোষবিস্তাসে পর্বতসংখ্যানে চতু-  
 শ্চহ্মারিংশোহধ্যায়: ॥ ৪৪ ॥

এবং সমুদয় গন্ধাচলের শ্রেষ্ঠ অরাস, অপার্শ্ব, সপক্শ, কক্শ, কপিল, বিরজ, ভদ্রজাল, অরস, মহাবল, অঞ্জন, মধুমান্ চিত্রশৃঙ্গ, মহালয়, কুমুদ, বুকুট, পাণ্ডুর, কৃষ্ণ, পারিপাজ, মহাশৈল, কপিলাচল, অুষেণ, পুণ্ডরীক ও মহামেঘ, ইহারাই পর্বতের রাজা; সিদ্ধ ও গন্ধর্বগণ এই সকল পর্বতে বাস করেন। অসিতোদক সরোবরের পশ্চিম কেশরাচল,—শঙ্ককূট, রুষভ, হংস, নাগ, কালঞ্জর, শক্রশৈল, নীল, কমল, মহাশৈল পরিজাত, কনকশৈল, পুষ্পক, অমেষ, বারাহ, বিরজা; ময়ূর, কপিল ও মহাকপিল, এই সকল পর্বত দেব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ ও যক-কর্তৃক পরিবেষ্টিত। মানস সরোবরের উত্তরে এই সকল কেশরাচল পর্বতশ্রেষ্ঠদিগের মধ্যে

পঞ্চচহ্মারিংশোহধ্যায়: ।

সূত উবাচ ।

চতুর্দশ সহস্রাণি যোজনানাং মহাপুরী ।  
 মেরোরুপরি বিখ্যাতা দেবদেবস্ত বেধস: ॥ ১  
 তত্রাস্তে ভগবান্ ব্রহ্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন: ।  
 উপাস্তমানো যোগীশ্রমুদ্রীশ্রোপেন্দ্রশঙ্করৈ: ॥ ২  
 তত্র দেবেশ্বরেশানং বিশ্বাত্মানং প্রজাপতিম্ ।  
 সনৎকুমারো ভগবানুপাস্তে নিতামেব হি ॥ ৩  
 স সিদ্ধঋষিগন্ধর্বৈ: পূজ্যমান: সুরৈরপি ।  
 সমাস্তে যোগযুক্তাত্মা পৌহা তৎ পরমায়তম্ ॥ ৪  
 তত্র দেবাধিদেবস্ত শস্তোরমিতহেজস: ।  
 দীপ্তমায়তনং শুভ্রং পুরস্তাদ্ ব্রহ্মণ: স্থিতম্ ॥ ৫  
 দিব্যকান্তিসমায়ুক্তং চতুর্দ্বারং সুশোভনম্ ।

যথাক্রমে অস্তরঙ্গোণী, সরোবর ও কাননসমূহ শোভা পাইয়া থাকে। সেখানে প্রসন্ন, রজোত্ত্বাদিবিহীন, সর্ববিধ ক্লেশবর্জিত ব্রহ্ম-চিন্তানিরত সিদ্ধ এবং মুনিগণ বাস করেন। ৩০—৪০ ।

চতুশ্চহ্মারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচহ্মারিংশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—অমেকর উপরিভাগে দেবদেব ব্রহ্মার চতুর্দশহস্ত যোজন-ব্যাপিনী মহাপুরী বিদ্যমান আছে। সেখানে বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন, ভগবান্ ব্রহ্মা যোগীশ্র, মুদ্রীশ্র, উপেন্দ্র ও শঙ্কর কর্তৃক উপাস্তমান হইয়া অবস্থান করিতেছেন। সেখানে ভগবান সনৎকুমার দেবেশ্বরগণের প্রভু বিশ্বাত্মা প্রজাপতিকে নিতাই উপাসনা করেন। সেই যোগযুক্তাত্মা ব্রহ্মা, সিদ্ধ, ঋষি গন্ধর্ব ও অমরগণকর্তৃক পূজ্যমান হইয়া সেই পরম যোগায়ত পান করত অবস্থিতি করিতেছেন। সেখানে ব্রহ্মপুরীর অন্তঃস্থ দেবাদিদেব অমর-তেজা: শঙ্কর শুভ্র প্রদীপ্ত স্থান বিরজমান। সেই নিকেতন দিব্যকান্তিযুক্ত চারিদিক দ্বারে

মহর্ষিগণসঙ্কীর্ণঃ ব্রহ্মবিস্তির্নিষেবিতম্ । ৬  
 দেব্যা সহ মহাদেবঃ শশাঙ্কার্ক্যলোচনঃ ।  
 রমতে তত্র বিবেশঃ প্রমথৈঃ প্রমথেশ্বরঃ । ৭  
 তত্র বেদবিদঃ শাস্ত্রা মুনয়ো ব্রহ্মচারিণঃ ।  
 পূজয়ন্তি মহাদেবং তাপসাঃ সত্যবাদিনঃ । ৮  
 তেষাং সাক্ষান্নহাদেবো মুনীনাং ভাবিতান্মনাম্  
 গূহ্রাতি পূজাং শিরসা পার্শ্বত্যা পরমেশ্বরঃ । ৯  
 তত্শিব পরমতবরে শক্রস্ত পরমা পুৰী ।  
 নান্নামরাবতী পূর্বে সর্গশোভাসমবিতা ।  
 তমিল্লম্পসঃসজ্জা গন্ধৰ্বাঃ সিদ্ধচারণাঃ ।  
 উপাসতে সহস্রাঙ্কং দেবাস্তত্র সহস্রণঃ । ১১  
 যে ধার্মিক্য বেদবিদো যাগহোমপরায়ণাঃ ।  
 তেষাং তৎ পরমং স্থানং দেবনামপি তুর্লভম্ ।  
 তস্মাদ্ধক্ষিণদিগ্ভাগে বহুব্রহ্মিততেজসঃ ।  
 তেজোবতী নাম পুরী দিব্যান্ধর্যাসমবিতা । ১৩  
 তত্রাস্তে ভগবান্ বহিঃভ্রাজমানঃ স্বতেজসা ।  
 জপিনাং হোমিনাং স্থানং দানবানাং কুরাসদম্ ।

অশোভিত এবং মহর্ষিগণ ও ব্রহ্মজগণ কর্তৃক  
 ব্যাপ্ত ও নিষেবিত । শশি-সূর্য-বহুনেত্র  
 বিবেশ্বর প্রমথাদি মহাদেব প্রমথগণে  
 পরিবেষ্টিত হইয়া দেবীর সহিত সেখানে বিহার  
 করেন । সেখানে বেদজ্ঞ শাস্ত্রপ্রকৃতি ব্রহ্ম-  
 চারী সত্যনিষ্ঠ তাপসগণ মহাদেবকে পূজা  
 করেন । সাক্ষাৎ মহাদেব পরমেশ্বর, পার্শ্ব-  
 তীর সহিত, সেই ভাবিতান্মা মুনিদিগের  
 পূজা মন্তক দ্বারা গ্রহণ করেন । ১—৯ ।  
 সেই পর্বতের পূর্বভাগে সর্গশোভার  
 আধার, অমরাবতী নামে ইন্দ্রের মহাপুরী  
 বিদ্যমান । সেখানে অম্বরঃসমূহ সহস্র সহস্র  
 গন্ধৰ্ব, সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সেই সহস্রাঙ্ক  
 ইন্দ্রকে উপাসনা করেন । যাহারা ধার্মিক,  
 বেদজ্ঞ ও যোগ-হোমপরায়ণ, তাঁহারা সেই  
 দেবতুর্লভ পরমস্থানে গমন করেন । সেই  
 ইন্দ্রপুরীর দক্ষিণদিকে অমিততেজাঃ বহির  
 তেজোবতী নামী পুরী রহিয়াছে, উহা স্বর্গীয়  
 অদ্ভুত পদার্থসমূহে সমাবৃত । সেখানে ভগ-  
 বান্ বহুি স্বকীয় তেজে স্থানকে প্রকাশিত

দক্ষিণে পরমতবরে যমস্তাপি মহাপুরী ।  
 নান্না সংযমনী দিব্যা সর্গশোভাসমবিতা । ১৫  
 তত্র বৈবস্বতঃ দেবং দেবাদ্যাঃ পূর্ণ্যাপাসতে ।  
 স্থানং তৎ সত্যসন্ধানাং লোকে পুণ্যকুতান্বনাং  
 তস্তান্ত পশ্চিমে ভাগে নিরীকৃত মহাশ্বনঃ ।  
 রকোবতী নাম পুরী রাক্ষসৈঃ সংবৃত্তা তু যা ।  
 তত্র তে নিরীকৃতিং দেবং রাক্ষসাঃ পূর্ণ্যাপাসতে ।  
 গচ্ছন্তি তাং ধর্মবতা য়ে তু তামসব্রতয়ঃ । ১৮  
 পশ্চিম পর্বতবরে বরুণস্ত মহাপুরী ।  
 নান্না শুদ্ধবতী পুণ্যা সর্গকামাঙ্কিতযুতা । ১৯  
 তত্রাপ্সরোগণৈঃ সৈন্ধেঃ সেব্যমানোহমরাধিপৈঃ  
 আস্তে চ বরুণো রাজা তত্র গচ্ছন্তি যেন্দ্রদাঃ  
 তস্তা উত্তরদিগ্ভাগে বায়োরপি মহাপুরী ।  
 নান্না গন্ধবতী পুণ্যা যত্রাস্তেহসৌ

করত অবস্থিতি করেন । উহা জপহোমপরা-  
 যণ ব্যক্তিদিগের গম্য এবং দানবগণের  
 কুরধিগম্য । পর্বতশ্রেষ্ঠ অমেকর দক্ষিণদিকে  
 যমের সংযমনী নামী মহাপুরী বিদ্যমান, উহা  
 সর্গশোভার আধার । সেখানে দেবতারা  
 সূর্যাতনয় যমদেবকে উপাসনা করেন, তাহা  
 ভুবনের সত্যনিষ্ঠ পুণ্যবান্ ব্যক্তিদিগের জন্ম  
 নির্দিষ্ট । ঐ যমপুরীর পশ্চিমভাগে মহাশ্বা  
 নিরীকৃতি দেবের রকোবতী নামী পুরী ; উহা  
 রাক্ষস দ্বারা পরিব্যাপ্ত । সেখানে সেই রাক্ষ-  
 সেরা নিরীকৃতিদেবকে উপাসনা করে । যাহারা  
 ধর্মাত্মরক্ত হইয়া ও মোহাচ্ছন্ন, তাঁহারা সেই  
 পুরীতে গমন করে । পর্বতশ্রেষ্ঠের পশ্চিম-  
 দিকে বরুণদেবের শুদ্ধবতী নামী পবিত্রা মণ-  
 পুরী ; উহা সর্গবিধ অতীষ্ট সমৃদ্ধিতে পরি-  
 পূর্ণ । সেখানে অম্বর, সিদ্ধ ও দেবগণ কর্তৃক  
 সেবিত হইয়া বরুণরাজ অবস্থিতি করিতে-  
 ছেন । যাহারা অন্নদান ( পাঠান্তরে জল-  
 দান ) করেন, তাঁহারা সেখানে গমন করেন ।  
 ১০—২০ । বরুণপুরীর উত্তরে বায়ুর গন্ধ-  
 বতী নামী পবিত্রা মহাপুরী বিদ্যমান ; সেই

যেহমুদা ইতি বা পাঠঃ ।

অপ্সরোগণগর্ভকৈঃ সেব্যমানো মহান প্রভুঃ ।  
 প্রাণায়ামপরা বিপ্রাঃ স্থানং উদ্ঘাতি শাখতম্ ।  
 তস্তাঃ পূর্বে তু দিগ্ভাগে সোম্য পুরী পুরী  
 নারী কান্তিমতী শুভ্রা তস্তাঃ সোমো বিগাজতে  
 তত্র যে ধর্ম্মনিরতাঃ স্বধর্ম্মং পূর্ণ্যাপাসতে ।  
 তেষাং ভক্তচিত্তং স্থানং নানাভোগসমম্বিতম্ ।  
 তস্তাঃ পূর্বাদিগ্ভাগে শঙ্করস্ত শুভা পুরী ।  
 নারী যশোবতী পুণ্য সর্কেষাং সা হ্রাসদা ॥ ২৫ ॥  
 ভদ্রেণানন্ত ভবনং কদ্রেণাধিষ্ঠিতং শুভম্ ।  
 গণেশ্বরস্ত বিপুলং ভদ্রান্তে স গণারূঢ়ঃ ॥ ২৬ ॥  
 তত্র ভোগাদিলিপ্সুনাং ভক্তানাং পরমেষ্ঠিনঃ  
 নিবাসঃ কল্লিতঃ পূর্কং দেবদেবেন শূলিনা ॥ ২৭ ॥  
 বিষ্ণুপাদ ঈনিজ্জস্তা প্রাবয়িত্বেন্দুমণ্ডলম্ ।  
 সমস্তাদ্ভরণঃ পূর্বাং গঙ্গা পততি বৈ ততঃ ॥ ২৮ ॥  
 সা তত্র পতিতা দিক্ষু চতুর্দ্বা হতবদ্বিজাঃ ।  
 সীতা চালকনন্দা চ সুবঙ্কুর্ভদ্রনামিকা ॥ ২৯ ॥

প্রভুঃ দেব মহাপ্রভু বায়ু অপ্সরা ও গন্ধর্ব্ব-  
 গণকর্তৃক সেবিত হইয়া সেখানে অবস্থিতি  
 করেন। প্রাণায়ামপরাযণ ব্রহ্মণেরা সেই  
 নিত্যধামে গমন করেন। তাহার পূর্বাদিকে  
 শুভ্রবর্ণী কান্তিমতী নারী সোমের (কুবেরের)  
 মহাপুরী, সেখানে সোমদেব বিব্রাজ করেন।  
 যাহারা ধর্ম্ম নিরত ও স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন,  
 নানাভোগসমম্বিত সেই স্থান তাঁহাদের উপ-  
 যুক্ত। তাহার পূর্বভাগে শঙ্করের যশোবতী  
 নারী শোভনা মহাপুরী, উহা অতি পবিত্র  
 এবং সকলের হর্লভ। সেখানে গণাধিপ  
 ঈশানের কদ্রকর্তৃক অধিষ্ঠিত সুবিশাল শোভ-  
 নীয় মন্দির বিদ্যমান। সেখানে তিনি  
 প্রমথগণকর্তৃক পরিবৃত্ত হইয়া অধিষ্ঠান  
 করেন। ভগবান্ শূলী এইরূপ ব্যবস্থা  
 করিয়াছেন যে, যাহারা সেই পরমেষ্ঠীর ভক্ত  
 অথচ ভোগাদিলাভে অভিলাষী, তাহারাই  
 ঐ পুরীতে বাস করিতে সমর্থ। বিষ্ণুপাদপদ্ম  
 হইতে নিজ্জস্তা গঙ্গা চতুমণ্ডলকে প্রাবিত  
 করিয়া সেই অক্ষপুত্রীর চতুর্দিকে পতিতা  
 হইতেছেন। হে বিজগণ! গঙ্গা চতুর্দিকে

পূর্বেণ শৈলাচ্ছলন্ত সীতা যাত্যন্তরিকগা ।  
 ততশ্চ পূর্ববর্ষেণ ভদ্রাশ্বঃ দ্যাতি চার্বণম্ ॥ ৩০ ॥  
 তথৈবালকনন্দা চ দক্ষিণাদেত্য ভারতম্ ।  
 প্রয়াতি সাগরং তিস্রা সপ্তভদ্রা দ্বিজোত্তমাঃ ॥  
 সুবঙ্কুঃ পশ্চিমগিরীনতীত্য সকলান্তথা ।  
 পশ্চিমং কেতুমালাখ্যং বর্ষং গচ্ছতি চার্বণম্ ॥  
 ভদ্রা তথোত্তরগিরীমুত্তরাংশ্চ তথা কুরুন ।  
 অতীত্য চোত্তরাস্তোডিং সমভ্যোতি মহর্ষয়ঃ ॥ ৩৩ ॥  
 আনিল-নিষধায়ামৌ মালাবদগন্ধমাদনৌ ।  
 তয়োর্ব্বধ্যং গতৌ মেকঃ কর্ণিকাকারসংস্থিতঃ ॥  
 ভারতাঃ কেতুমালাশ্চ ভদ্রাশ্বাঃ কুরবস্তথা ।  
 পত্রাণি লোকপদ্যস্ত মর্যাদাশৈলবান্ধতঃ ॥ ৩৫ ॥  
 জঠরৌ দেবকুটশ্চ মর্যাদাপর্য্যন্তাবুভৌ ।  
 দক্ষিণোত্তরমায়াবানীল-নিষধাতৌ ॥ ৩৬ ॥  
 গন্ধমাদন-কৈলাসৌ পূষ-পশ্চয়তাবুভৌ ॥

চতুর্দ্বাবতন্ত হইয়া সীতা, অলকানন্দা,  
 সুবঙ্কু ও ভদ্রা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া-  
 ছেন। ২১—২৯। আকাশগারী সীতা  
 গঙ্গা এক পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে গমন  
 করিতে করিতে পূর্বাদিকে ভদ্রাশ্ব বর্ষ হইয়া  
 অর্ণবে পতিত হইতেছেন। হে দ্বিজোত্তম-  
 গণ! তদ্রূপ অলকনন্দা দক্ষিণদিক্ দিয়া  
 ভারতবর্ষে অগমন করত সপ্তভাগে বিভক্ত  
 হইয়া অর্ণবে পতিত হইতেছেন। সুবঙ্কু গঙ্গা  
 তদ্রূপ সমুদয় পশ্চিমগিরিকে অতিক্রম করত  
 পশ্চাদিক্স্থ কেতুমালাখ্য প্রাপ্ত হইয়া অর্ণবে  
 পতিত হইতেছেন। হে মহর্ষগণ! ভদ্রা  
 গঙ্গাও এইরূপ উত্তর গাংসমুদ্র ও উত্তরকুরু-  
 বর্ষকে অতিক্রম করিয়া উত্তরসমুদ্রের সাহিত  
 মিলিত হইয়াছেন। মালাবান্ ও গন্ধমাদন  
 পতিত নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। এই  
 গিরিচতুষ্টয়ের মধ্যে কর্ণিকাকারে সুমেক  
 শোভা পাইতেছে। ভারতবর্ষ, কেতুমালা বর্ষ,  
 ভদ্রাশ্ব বর্ষ ও কুরু বর্ষ ইহারা প্রত্যন্তপর্ব্বতের  
 বাহিরে ভুবনপদ্মের দলসমূহের ভায় বিরাজ-  
 মান। জঠর ও দেবকুট এই দুইটা প্রত্যন্ত-  
 পর্ব্বত নীল পর্ব্বত হইতে নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত

অনীতিযোজনাব্যাপারবাস্তব্যবস্থিতো ॥ ৩৭  
নিষধঃ পারিপাত্তম মধ্যাদাপর্কতাবিমো ।  
মেরোঃ পশ্চিমদিগুভাগে যথাপূর্বং ব্যবস্থিতো ॥  
ত্রিশূঙ্গো জাকৃষিস্তব্ধস্তরে বর্ষপর্কতো ।  
পুষ্প-পশ্চায়তাবেতাবর্ণ্যাস্তব্যবস্থিতো ॥ ৩৯  
মধ্যাদাপর্কতাঃ প্রোক্তাঃ অষ্টাবিহ মধ্যা বিজ্ঞাঃ ।  
জঠরাধ্যাঃ স্থিতা মেরোশ্চতুর্দিকু মহর্ষয়ঃ ॥ ৪১  
ইতি ত্রীকোণে মহাপুরাণে পূর্বভাগে ভুবন-  
কোষবিজ্ঞাসে পঞ্চচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৫ ॥

ষট্চছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

কেতুমালে নরাঃ কালাঃ সর্কো পনসভোজনাঃ ।  
শ্লিষ্টশোণপলপত্রাভাস্তে জীবন্তি বর্ষাযুতম্ ॥ ১  
ভজ্ঞাথে পুরুষাঃ শুক্রাঃ শ্লিষ্টশোণসম্মিতাঃ ।

দক্ষিণ-উত্তরে বিস্তৃত । গন্ধমাদন এবং  
কৈলাস এই উভয় পর্বত পূর্ব-পশ্চিমে আয়ত,  
ইহারা অনীতি যোজন ব্যাপিয়া সমুদ্র পর্যন্ত  
অবস্থিত আছে । নিষধ এবং পারিপাত্ত এই  
দুইটি প্রত্যন্তপর্বত সূমেরুর পশ্চিমভাগে  
পূর্বের স্থায় অবস্থিত । ত্রিশূঙ্গ এবং জাকৃষি  
এই দুইটি উত্তরস্থ বর্ষপর্বত পূর্ব-পশ্চিমে  
বিস্তৃত হইয়া সমুদ্র পর্যন্ত অবস্থিত আছে ।  
হে বিজ্ঞগণ ! আমি এই স্থানে আটটি  
প্রত্যন্তপর্বতের বিষয় কীৰ্ত্তন করিলাম ।  
হে মহর্ষিগণ ! সূমেরুর চতুর্দিকে জঠর আদি  
বর্ষপর্বতগণ বিদ্যমান আছে ৩০—৪০ ।

পঞ্চচছারিংশ অব্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্চছারিংশ অধ্যায় ।

সূত্র বলিলেন,—কেতুমাল বর্ষের অধি-  
বাসী মানবেরা কৃকবর্ণ, পনসফলভোজী, আর  
ভজ্ঞাত্য রমণীগণ পদ্মপত্রাভা, তাহারা অযুতবর্ষ  
জীবন ধারণ করে । ভজ্ঞাথ বর্ষে পুরুষেরা

দশবর্ষসহস্রাণি জীবন্তে চাম্রভোজনাঃ ॥ ২  
রম্যকে পুরুষা নাথ্যো রমন্তি রজতপ্রজাঃ ।  
দশবর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ ॥ ৩  
জীবন্তি চৈব সমৃদ্ধা স্ত্রোগ্রোধকলভোজনাঃ ।  
হিরণ্যয়ে হিরণ্যাভাঃ সর্কো ত্রীকলভোজনাঃ ॥ ৪  
একাদশসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ ।  
জীবন্তি পুরুষা নাথ্যো দেবলোকস্থিতা ইব ॥ ৫  
ত্রয়োদশসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ ।  
জীৱন্তি কুরুবর্ষে তু শ্রামাজাঃ কীরভোজনাঃ ।  
সর্কো মিথুনজাতাশ্চ নিত্যং সূৰ্যনিষেবিতাঃ ।  
চন্দ্রদীপে মহাদেবঃ যজন্তি সততং শিবম্ ॥ ৬  
তথা কিম্পুরুষে বিপ্রা মানবা হেমসম্মিতাঃ ।  
দশবর্ষসহস্রাণি জীবন্তি প্রকভোজনাঃ ॥ ৮  
যজন্তি সততং দেবং চতুর্লীর্ণং চতুর্ভুজম্ ।  
ধ্যানে মনঃ সমাধায় সাধরং ভক্তিসংযুতাঃ ॥ ৯  
তথ চ হরিবর্ষে তু মহারজতসম্মিতাঃ ।  
দশবর্ষসহস্রাণি জীবন্তীকুরসামিনঃ ॥ ১০

শুক্লবর্ণ, আর রমণীগণ চন্দ্রের স্তায় কান্তি-  
বিশিষ্ট । ইহারা আম্রভোজী ও দশসহস্রবর্ষ  
জীবন ধারণ করে । রম্যক বর্ষে যে সকল  
নরনারী বিহার করে, তাহারা রজত-কান্তি,  
পঞ্চশতাধিক দশসহস্রবর্ষজীবী, স্ত্রোগ্রো-  
দহী এবং স্ত্রোগ্রোধ রন্ধের ফল ভোজন  
করিয়া জীবনধারণ করে । হিরণ্য বর্ষের  
নরনারীগণ কাঞ্চনবর্ণ, ত্রীকলভোজী এবং  
সুবলোকবাসীর স্তায় পঞ্চশতাধিক একাদশ-  
সহস্র বর্ষ জীবনধারণ করে । কুরু বর্ষে শ্রাম-  
বর্ণ, কীরভোজী নরনারীগণ পঞ্চশতাধিক  
ত্রয়োদশ সহস্র বর্ষ জীবনধারণ করে । সর্ক-  
লেই নিত্য-সুখসেবী ও দম্পতীরূপে জন্ম-  
পরিগ্রহ করে । তাহারা চন্দ্রদীপে সর্বদা  
মহাদেব শিবকে পূজা করে । হে বিজ্ঞগণ !  
তজ্ঞপ কিম্পুরুষ বর্ষে হেমকান্তি মানবেরা  
অথথ ফল ভোজন করিয়া দশ সহস্র বর্ষ  
জীবনধারণ করে । ইহারা ধ্যানে চিন্তনমা-  
ধানপূর্বক ভক্তিসম্বৃত হইয়া চতুর্লীর্ণ চতুর্ভুজ  
দেবকে সাধরে পূজা করিয়া থাকে । তজ্ঞপ



তত্র নারায়ণং দেবং বিশ্বঘোনিং সনাতনম্ ।  
 উপাসতে সৰ্বা বিষ্ণুং মানবা বিষ্ণুভাবিতাঃ ॥ ১১  
 তত্র স্তম্ভপ্রভং শুভ্রং শুদ্ধকটিকসন্নিভম্ ।  
 বিমানং বাসুদেবস্ত পারিজাতবনান্নিতম্ ॥ ১২  
 চতুর্দারমনোপমাং চতুস্তোত্রগণসংযুতম্ ।  
 প্রাকারৈর্দশভির্গুরুং তুর্যবর্ষং সুতর্জমম্ ॥ ১৩  
 ক্ষাটিকৈর্নগৈর্গুরুং দেবানাং গৃহোপমম্ ।  
 সুবর্ণস্তম্ভসাত্তৈঃ সন্নিভং সমলকৃতম্ ॥ ১৪  
 হেমসোপানসংযুক্তং নানারঙোপশোভিতম্ ।  
 দিব্যাসিংহাসনোপেতং সর্বশোভাসমধিতম্ ॥ ১৫  
 সরোভিঃ স্বাহুপানৌর্দৈর্নদীভিশ্চোপশোভিতম্  
 নারায়ণপটৈঃ শুক্লৈর্বেদাধ্যয়নতৎপটৈঃ ॥ ১৬  
 যোগাভিঃ সমাকর্ণং ধ্যায়াস্তঃ পুরুষং হরিম্ ।  
 অব্যক্তিঃ সততং মঠৈর্নমস্তাভ্যুচ মাধবম্ ॥ ১৭  
 তত্র দেবাধিদেবস্ত বিষ্ণোর্যমিতঃ প্রজ্ঞানঃ ।  
 রাজানঃ সর্বমাসক্তাঃ যঃ সনাতনং প্রকৃষতে ॥ ১৮

হরিবর্ষে মহারাজতর্কান্তি নরনারীগণ ইক্ষুরস  
 পান করত দশসহস্র বর্ষ জীবনধারণ করে ।  
 ১—১০। সেখানে বিষ্ণুভক্ত মানবগণ সর্বদা  
 বিশ্বঘোনি সনাতন দেব নারায়ণ বিষ্ণুকে  
 উপাসনা করে । সেখানে শশাঙ্ককাষ্ঠি, শুভ্র  
 বিমল-ক্ষাটিকসদৃশ, পারিজাত বনের মতো  
 বাসুদেবের এক প্রাসাদ বিদ্যমান । উহার  
 চারিটি দ্বার ; উহা নিকম্প চারিটি তোরণ  
 দ্বারা পারশোভিত এবং দশটি প্রাকারদ্বারা  
 বেষ্টিত থাকার তুরাক্রম্য ও তর্জম হইয়াছে ।  
 ক্ষাটিকময় মণ্ডপযুক্ত থাকায় ঐ প্রাসাদ দেব-  
 রাজ-গৃহের জায় হইয়াছে এবং উহা সুবর্ণ-  
 স্তম্ভসহস্রে সর্বদকে অলঙ্কৃত । উহার  
 সোপান সকল হেমান্বিত, উহা না-বিধ-  
 রত্বসমধিত ; দিব্যাসিংহাসনে সমযুক্ত এবং  
 উহা সমবিধ শোভার আধার ঐ প্রাসাদ  
 স্বাহুপানৌর্দৈর্নদীপূর্ণ সরোবরে ও নদীতে উপ-  
 শোভিত ; বিষ্ণুভক্ত বেদাধ্যয়নতৎপর  
 ব্রহ্মনিরত প্রাণায়ামপর শুদ্ধ যোগগণ সর্বদা  
 দেবাধিদেব অমিততেরাঃ বিষ্ণু মন্দিরা

গায়ন্তি চৈব নৃত্যন্তি বিলাসিন্তো মনোহরাঃ ।  
 ত্রিযো যৌবনশালিন্তঃ সদায়গুনতৎপরঃ ॥ ১১  
 ইলারূতে পদ্মবর্ণা জম্বুকলরসানিনঃ ।  
 ত্রয়োদশসহস্রাণি বর্ষাণাঞ্চ স্থিরাযুধঃ ॥ ২০  
 ভারতেযু স্থিহঃ পুংসো নানাবর্ণাঃ প্রকৌর্তিতাঃ  
 নানাদেবার্চনে যুক্তা নানাকর্ম্মাণি কুর্ষতে ॥ ২১  
 পরমাযুঃ স্মৃতং তেষাং শতং বর্ষাণি সুব্রতাঃ ।  
 নবযোজনসাত্তসং বর্ষমেতৎ প্রকৌর্তিতম্ ॥ ২২  
 কশ্মভূমিরিখং বিপ্রা নবাণামধিকাং বিণাম্ ।  
 মহেন্দ্রো মলয়ঃ সন্ধ্যঃ শুক্রিমানুজপক্লতঃ ॥ ২৩  
 বিক্রান্ত পারিপাত্তস সস্তা কুলপক্লতাঃ ।  
 ইন্দ্রদ্বীপঃ কসেক্রমাংস্তাশ্রপর্ণো গভস্তিমান্ ॥ ২৪  
 নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গাক্ষর্কদ্বীপ বাক্লগঃ ।  
 অক্ল নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥ ২৫  
 যোজনানাং সহস্রন্ত দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরঃ ।  
 পূর্বে কিরাভাস্তস্তান্তে পশ্চিমে যবনাস্তথা ॥ ২৬

কৌর্তন করিতেছেন । সর্বদা বেশভূষায়  
 তৎপর যৌবনশালিনী মনোমোহিনী বিলা-  
 সিনী রমণীগণ সেখানে সজ্জীত ও নৃত্য করি-  
 তেছে । ইলারূতবর্ষে পদ্মকান্তি নরনারীগণ  
 জম্বুকলের রসান্বাদন করত ত্রয়োদশসহস্র বর্ষ  
 জীবিত থাকে । ভারতবর্ষে স্ত্রী-পুরুষগণ  
 নানাবর্ণ, নানা দেবতার অর্চনে নিরত, সুব্রতা  
 নানাকর্ম্ম করিয়া থাকে । হে সুব্রতগণ!  
 তাহাদের শতবর্ষ পরমাযুঃ নির্দিষ্ট আছে ;  
 এই ভারতবর্ষ নবসহস্র যোজন পরিমিত । হে  
 বিপ্রগণ । এই ভারতবর্ষ অধিকারী ব্যক্তি-  
 গণের কশ্মভূমি । ইহাতে মলেন্দ্র, মলয়, সন্ধ্য,  
 শুক্রিমান অক্ষ, বিক্রান্ত ও পারিপাত্ত, এই  
 সাতটি কুলপক্লত ও ইহাতে নয়টি দ্বীপ আছে,  
 যথা,—ইন্দ্রদ্বীপ, কসেক্রমান, তাম্রপর্ণ, গভস্তি-  
 মান, নাগদ্বীপ, গাক্ষর্কদ্বীপ, সৌম্যদ্বীপ, বাক্লগ-  
 দ্বীপ এবং সাগরবেষ্টিত এই ভারত দ্বীপ  
 তাহাদের মধ্যে নবম । এই দ্বীপ দক্ষিণোত্তরে  
 সহস্রযোজন প্রসারিত ; ইহার পূর্বাধিকে  
 কিরাভগণ বাস করে ও পশ্চিমাভে যবনের

ব্রাহ্মণাঃ কজ্রিয়া বৈষ্ণৱা মধ্যো শূদ্রান্তথৈব চ ।  
ইজ্যামুদ্রবনিজ্যান্তিবর্জিতস্তান্ মানবাঃ ॥ ২৭  
অবন্তে পাবনা নদ্যাঃ পর্বতভ্যো বিনিম্বতাঃ ।  
শতক্রশ্চন্দ্রভাগা চ সরযুর্মুনা তথা ॥ ২৮  
ইরাবতী বিভক্তা চ বিপাশা দেবিকা কুহুঃ ।  
গোমতী ধূতপাপা চ বাহলা চ দৃষতী ॥ ২৯  
কৌশিকী লোহিনী চেতি হিমবৎপাদনিম্বতাঃ  
বেদস্মৃতিবেদবতী ব্রতরী ত্রিদিবা তথা ॥ ৩০  
পর্ণাশা চন্দনা চৈব সদানীরা মনোরমা ।  
চর্ম্মধতী তথা দূর্যা বিদিশা বেজবতী ॥ ৩১  
নর্ম্মদা সুরসা শোণো দশাণা চ মহানদী ।  
মন্দাকিনী চিত্রকূটা ভামসী চ পিষাটিকা ॥ ৩২  
চিত্রোৎপলা বিশালা চ মঞ্জুলা বালুনাহিনী ।  
ঋকবৎপাদজা নদ্যাঃ সর্বপাপহরা নৃণাম্ ॥ ৩৩  
ভাপী পয়োকী নিক্ষিপা নীলোদা চ মহানদী  
বেধা বৈতরণী চৈব বলাকা চ কুমুদতী ॥ ৩৪

তোয়া চৈব মহী গৌরী তুর্গা চান্তঃ শিলা তথা ।  
শিক্ষাপাদপ্রসূতান্তাঃ সদ্যঃ পাপহরা নৃণাম্ ॥  
গোদাবরী ভীমরক্ষী কৃষ্ণা বেণা চ বস্ততা ।  
তুঙ্গভদ্রা সুপ্রযোগা কাবেরী চ দ্বিজোত্তমাঃ ॥  
দক্ষিণাপথনদা সছপাদা দ্বিনিম্বতাঃ ।  
কৃতমালা ভাস্কপনী পুষ্পবতী উৎপলাবতী ॥ ৩৭  
মলয়ান্নিম্বতা নদ্যাঃ সর্ষা নীতজন্যঃ স্মৃতাঃ ।  
ঋষিকুল্যা ত্রিসামা চ গন্ধমাদনগামিনী ॥ ৩৮  
কিপ্রা পলাশিনী চৈব ঋষীক বংশধারিণী ।  
ভক্তিহৎপাদসজ্জাতাঃ সর্বপাপহরা নৃণাম্ ॥ ৩৯  
আসাং নতাপনদ্যশ্চ শতশো দ্বিজপুত্রবাঃ ।  
সর্বপাপহরাঃ পুণ্যাঃ স্নানদানাদিকর্ম্মসু ॥ ৪০  
তান্মিমে কুরুপাঞ্চালা মধ্যদেশাদিত্যে জনাঃ ।  
পূর্বদেশানিকান্তৈঃ কামরূপনিবাসিনঃ ॥ ৪১  
পুণ্ড্রাঃ কলিঙ্গা মগধা দাক্ষিণাত্যাশ্চ কুৎসশঃ  
তথাপরাস্তাঃ সৌবদ্রেশ্চাত্তীরাস্তথাঋক্ষাঃ ॥ ৪২

অধিবাস । এই ভারতবর্ষে মধ্যভাগে  
মানবগণ যথাক্রমে যজ্ঞ, সংগ্রাম, বাণিজ্য ও  
সেবারূপ উপজীবিকাবিশিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ,  
কজ্রিয়, বৈষ্ণৱ ও শূদ্রভেদে অবস্থান করে ।  
এই ভারতবর্ষে পুণ্যতোয়া নদী সকল পর্বত-  
সমূহ হইতে নির্গত হইয়া প্রবাহিত হইতেছে ।  
শতক্র, চন্দ্রভাগা, সরযু, যমুনা, ইরাবতী,  
বিভক্তা, বিপাশা, দেবিকা, কুহু, গোমতী, ধূত-  
পাপা, বাহলা, দৃষতী, কৌশিকী ও লোহিনী  
এই সকল নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে  
নির্গত হইয়াছে । বেদস্মৃতি, বেদমতী, ব্রতরী,  
ত্রিদিবা, পর্ণাশা, চন্দনা, সদানীরা, মনোরমা,  
চর্ম্মধতী, দূর্যা, বিদিশা, বেজবতী, শিগ্র ও  
সুশিমা এই সকল নদী পারিপাত্র পর্বত  
হইতে নির্গত । নর্ম্মদা, সুরসা, শোণ, দশাণা  
মহানদী, মন্দাকিনী, চিত্রকূটা, ভামসী, পিষা-  
টিকা, চিত্রোৎপলা, বিশালা, মঞ্জুলা ও বালু-  
নাহিনী এই সকল নদী ঋকবান্ পর্বতের  
পাদদেশ হইতে উৎপন্ন ; ইহারা মানব-  
গণের সর্বপাপহারিণী । ভাপী, পয়োকী,  
নিক্ষিপা, মহানদী নীলোদা, বেধা, বৈতরণী,

বলাকা, কুমুদতী, তোয়া, মহী, গৌরী, তুর্গা ও  
অন্তঃশিলা এই পাপহারিণী নদী সকল বিজ্যা-  
পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে । হে দ্বিজো-  
ত্তমগণ ! গোদাবরী, ভীমরক্ষী, কৃষ্ণা, বেণা,  
বস্ততা, তুঙ্গভদ্রা, সুপ্রযোগা ও কাবেরী,  
দক্ষিণাপথের এই সকল নদী সছপর্বতের  
পাদদেশ হইতে নিম্বতা হইয়াছে । কৃতমালা,  
ভাস্কপনী, পুষ্পবতী ও উৎপলাবতী এই  
সমুদয় নদী মলয়পর্বত হইতে নিম্বতা এবং  
সকলেই স্নানীতল সলিলা । ঋষিকুল্যা, ত্রিসামা  
গন্ধমাদনগামিনী, কিপ্রা, পলাশিনী, ঋষিকা ও  
বংশধারিণী এই সকল নদী ভক্তিমান পর্বতের  
পাদদেশ হইতে উৎপন্ন এবং মানবের সর্ব-  
পাপহারিণী । হে দ্বিজোত্তমগণ ! এই সকল  
নদী হইতে নির্গত শত শত উপনদী আছে,  
সেই সমুদয় পুণ্যতোয়া তরঙ্গিতও স্নান-  
দানাদি কর্ম্ম করিলে সর্বপাপ বিদূরিত হয় ।  
৩১—৪০ । কুরু, পাঞ্চাল, মধ্যদেশ ও কাম-  
রূপ, ইহা ভারতের পূর্বদেশে অবস্থিত ।  
পুণ্ড্র, কলিঙ্গ ও মগধ প্রভৃতি দেশ সমুদয়  
দাক্ষিণাত্য । সৌবদ্র, শত্ৰু, আতীর, অর্কুর্,

মালকা মালবাস্টেব পারিপাট্রনিবাসিনঃ ।  
 সৌবীরাঃ সৈন্যবাহুনা শাশ্বা কান্তনিবাসিনঃ ।  
 রাজা রামান্তথৈবাজ্জাঃ পারসীকান্তথৈব চ ।  
 আসাং শিবস্তি সলিলং বসন্তি সন্নিক্ভাঃ সদা ॥ ৪৪ ॥  
 চত্বারি ভারতঃ বর্ষে যুগানি কবয়ৈহকবন ।  
 কৃতং ত্রেতা দ্বাপরশ্চ কলিচাত্ত্বয় ন কচ্চিৎ ॥ ৪৫ ॥  
 যানি কম্পুরুষাদ্যানি বর্ষণ্যন্তৌ মহর্ষয়ঃ ।  
 ন তেষু শোকো নাশাসো নোদ্বিগঃ ক্ষুভাঃ ন চ  
 শঙ্কাঃ প্রজা নিরাশ্কাঃ সর্বদুঃখাঃ সর্বাভিজ্ঞাতাঃ ।  
 রমন্তে বিবিধৈর্ভাবৈঃ সর্বাশ্চ স্থিরযৌবনাঃ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে পুষ্কলাঙ্গে  
 ভুবন-কোষাবস্তাসে ষট্চত্বরিংশো  
 অধ্যায়ঃ ॥ ৪৬ ॥

মালক, মালব, পারিপাট্রের অধিবাসী, সৌবীর  
 সৈন্যবাহু, হুনা, শাশ্বা, কান্তকুন্ত, ময়, রামঠ, অজ্ঞা  
 ও পারসীক, এই সকল দেশ পশ্চিমপ্রান্তে  
 অবস্থিত। ইংরাজ সকলেই ভারতস্থ নদীর  
 সলিল পান করে এবং তাহাদের ভীয়ে সর্বদা  
 বাস করে। ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর,  
 কলি এই চারিটি যুগবিভাগ কবিগণ বলিয়া-  
 ছেন, অস্ত্র কোথাও এই যুগ সকল বিদ্যমান  
 নাই। হে মহর্ষিগণ! কম্পুরুষ আদি যে  
 আটটি বর্ষ আছে, সেই সকল বর্ষে শোক,  
 পরিশ্রম, উদ্বেগ অথবা ক্ষুধার ভয় নাই।  
 সেই সকল বর্ষের প্রজাগণ সুস্থ, নিঃশঙ্ক, সর্ব-  
 বিধদুঃখবর্জিত ও সকলেই স্থিরযৌবন-  
 বিশিষ্ট হইয়া বিবিধ প্রকারে বিহার  
 করে। ৪১-৪৬।

ষট্চত্বরিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বরিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উব চ ।

হেমকূটগিরেঃ শৃঙ্গে মণকূটং সুশোভনম্ ।  
 ক্ষুটিকং দেবদেবস্তা বিমানং পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১ ॥  
 তত্র দেবাধিদেবস্তা ভূতেশস্ত ত্রিশূলিনঃ ।  
 দেবাঃ সর্ষিগণাঃ সিদ্ধাঃ পূজাং নিত্যং প্রকুর্ষতে  
 স দেবো গিরিশঃ সার্কং মহাদেবা মহেশ্বরঃ ।  
 ভূতৈঃ পরিবৃত্তো নিত্যং ভাতি তত্র পিনাকধ্বক  
 বিভক্তচাক্ষুশিধরঃ কৈলাসো তত্র পর্বতঃ ।  
 নিবাসঃ কোটিযক্ষাণাং কুবেরস্ত চ ধীমতঃ ॥ ৪ ॥  
 তত্রাপি দেবদেবস্তা ভবস্তায়তনং মহৎ ।  
 মন্দ কিনী তত্র পুণ্যা রম্যা সুবমলোদক ॥ ৫ ॥  
 নদী নানাবিধৈঃ পদ্মৈরনৈকৈঃ সমতৃপ্ততা ।  
 দেবদানবগন্ধর্ব-যক্ষরাক্ষসকিন্নরৈঃ ॥ ৬ ॥  
 উপম্পৃষ্টজলা নিত্যং সুপুণ্যা সুমনোরমা ।  
 অস্মাশ্চ নদাঃ শতশঃ স্বর্ণপদ্মৈরলঙ্কিতাঃ ॥ ৭ ॥  
 ভাসাং কলে তু দেবস্তা তানানি পরমেষ্ঠিনঃ ।

সপ্তচত্বরিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন—হেমকূটগিরের শৃঙ্গদেশে  
 দেবদেব ত্রক্ষার মণকূট নামে ক্ষুটিকনির্মিত  
 একটি সুন্দর বিমান আছে। সেখানে দেব-  
 গণ, ঋষিমণ্ডল ও সিদ্ধমূহ, দেবাদিদেব  
 ভূতাদীশ্বর ত্রিশূলী মহাদেবকে নিত্য পূজা  
 করিয়া থাকেন। সেই দেব গিরিশ পিনাক-  
 ধারী মহেশ্বর ভূতগণে পরিবৃত্ত হইয়া মহা-  
 দেবীর সহিত নিত্য নিত্য বিরাজ করেন।  
 যেখানে কৈলাস পর্বত মনোহর শিখরদ্বারা  
 বিভক্ত, যেখানে কোটি যক্ষ এবং ধীমান  
 কুবেরের নিবাস, সেখানেও দেবদেব মহা-  
 দেবের বৃহৎ মন্দির আছে। সেখানে পবিত্র  
 কারিণী, সুরম্যা, বিমলসলিলা, নানাবিধ বহু-  
 পয়ে অলঙ্কৃত এবং দেব, দানব, গন্ধর্ব, যক্ষ,  
 রাক্ষস ও কিন্নরগণ ষাটার পানীয় পান করেন  
 তাদৃশ মনোরমা মন্দাকিনী ও স্বর্ণপয়ে সুশো-  
 ভিতা অস্ফাট শতশত নদী প্রবাহিতা হই-  
 তেছে। তাহাদের ভীয়ে দেব ত্রক্ষার এবং

দেবর্ষিগণকুটীনি তথা নারায়ণস্ত তু ৷ ৮  
কস্তাপি শিখরে শুভ্রং পারিজাতবনং শুভম্ ।  
তত্র শুক্রস্ত বিপুলং ভবনং রত্নমণ্ডিতম্ ৷ ৯  
ক্ষাটিকস্তম্ভসংযুক্তং হেমগোপুঃশোভিতম্ ।  
তত্রাথ দেবদেবস্ত বিকোবিধাশ্বানঃ প্রভোঃ ৷ ১০  
পুণ্যক ভবনং রম্যং সর্বরত্নোপশোভিতম্ ।  
তত্র নারায়ণঃ ক্রীমান্ লক্ষ্ম্যঃ সহ জগৎপতিঃ ।  
আন্তে সর্বেশ্বরঃ শ্রেষ্ঠঃ পূজ্যমানঃ সনাতনঃ ৷ ১১  
তথা চ বসুধারে তু বসুনাং রত্নমণ্ডিতম্ ।  
স্থানানামষ্টমং পুণ্যং ত্রয়াধঃ সুরাশ্রয়ম্ ৷ ১২  
রত্নাধারে গিরিবরে সপ্তঋণং মহান্মনাম্ ।  
সপ্তাশ্রমাণি পুণ্যানি সিদ্ধাবাসৈর্গুতানি চ ৷ ১৩  
তত্র তৈমং চতুর্দ্বারং বজ্রনৌলদিমণ্ডিতম্ ।  
সুপুণ্যং সদবস্থানং ব্রহ্মণোহব্যাক্রম্যনঃ ৷ ১৪  
তত্র দেবর্ষয়ো বিপ্রাঃ সিদ্ধা ব্রহ্মর্ষয়োহপরে ।  
উপাসতে দেবদেবং পিঙ্গামহমজং পরম্ ৷ ১৫  
স তৈঃ সম্পূজিতো নিত্যং দেব্যঃ সহ চতুশ্চরঃ  
আন্তে হিহায় লোকানাং শাস্ত্রানাং পরম গতিঃ

নারায়ণের স্থান সকল বিদ্যমান; উহা  
দেবর্ষিগণ কর্তৃক পরিষেবিত। তাহার অঙ্গ-  
ভাগে শুভ্র ও সুন্দর পারিজাতকানন;  
সেখানে রত্ন, রত্ন-মণ্ডিত, ক্ষাটিকস্তম্ভযুক্ত  
সুবর্ণময়-পুরদ্বার-সুশোভিত শুক্রভবন  
আছে। সেখানে দেবদেব বিদ্যমান বিকুরও  
পবিত্র রমণীয় সর্বরত্নোপাভিত ভবন আছে।  
১—১০। সেখানে জগৎপতি সর্বেশ্বর শ্রেষ্ঠ  
পূজনীয় সনাতন নারায়ণ ক্রীমতী লক্ষ্মীর সহিত  
বাস করেন। তজ্জপ বসুধার-পর্যন্তে রত্ন  
মণ্ডিত অনুরাগের অনাক্রম্য পবিত্র অষ্টবসুর  
অষ্ট স্থান বিদ্যমান আছে। রত্নধার-নামক  
পর্যন্তশ্রেষ্ঠে মহান্মা সপ্তর্ষিগণের সাতটি  
পুণ্যশ্রম বিদ্যমান আছে; উহা সিদ্ধদিগের  
আবাসে সুশোভিত। সেখানে অব্যাক্রম্য  
ব্রহ্মার হেমনির্মিত, স্বরচতুর্দ্বার-শোভিত,  
সুপবিত্র ও সুন্দর একটি স্থান আছে।  
সেখানে দেবর্ষি, ব্রাহ্মণ, সিদ্ধ, ব্রহ্মর্ষি ও  
অস্ত্রাভ (উপাসকেরা) দেবদেব অজ পিতা-

ভৈরবকৃষ্ণশিখরে মহাপন্নৈরলঙ্কিতম্ ।  
বজ্রাশ্রিতজলং পুণ্যং সুগন্ধং সুমহৎ সরঃ ।  
জৈগীষব্যাক্রমং পুণ্যং যোগীশৈরুপসেবিতম্ ৷ ১৭  
তত্রাসৌ ভগবান্ নিত্যমাস্তে শিষ্যৈঃ সমাবৃতঃ  
প্রশান্তদোষৈরক্ষুদ্রৈর্ব্রহ্মবিন্দুর্মহাশক্তিঃ ৷ ১৮  
শঙ্খা মনোহরশৈব কো শকঃ কৃষ্ণ এব চ ।  
সুমনা বেদবাদশ্চ শিষ্যাস্তস্ত প্রধানতঃ ৷ ১৯  
সর্বযোগরতাঃ শাস্তা ভাস্মে দ্বুদিতবিভ্রতাঃ ।  
উপাসতে মহাচার্য্য ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণাঃ ৷ ২০  
কেষামনুগ্রহার্থায় যশীনাং শাস্ত্রচেষ্টসাম্ ।  
সাম্রাধ্যং কুরুতে ভূয়ো দেব্যঃ সহ মধেশ্বরঃ ৷ ২১  
অনেকান্তাশ্রমাণি স্তাস্ত'স্মিন্ গিরিব রাত্তমে ।  
মুনীনাং মুকুটমণ্যং সরাসি সারিতস্তথা ৷ ২২  
তেষু যোগরতাঃ শাস্তা জাপতাঃ সংযতোস্ত্রিয়াঃ ।  
ব্রহ্মণ্যসক্তম-সে' রমন্তে জ্ঞানতৎপরঃ ৷ ২৩

মহ ব্রহ্মাকে উপাসনা করেন। শাস্ত্রদিগের  
পরমগতি সেই চতুশ্চর ব্রহ্মা লোক-  
হিতের নিমিত্ত তাঁহাদের দ্বারা নিত্য  
পূজিত হইয়া দেবার সহিত বাস করেন।  
তাঁহাদের একটি শৃঙ্গে মহাপন্ন্যশোভিত,  
বিমল, স্বরূপানীধিপূর্ণ, মনোহর সৌরভযুক্ত  
সুবিশাল সরোবর আছে; সেখানে যোগীগণ  
কর্তৃক সেবিত জৈগীষব্যো পুণ্যশ্রম  
বিদ্যমান। সেখানে ঐ ভগবান্ জৈগীষব্য,  
নিপ্পান অক্ষুদ্রচেতাঃ ব্রহ্মাবৎ মহানুভব শিষ্য-  
গণে পরিবৃত্ত হইয়া নিত্য অধিষ্ঠান করেন।  
শঙ্খ, মনোহর, কোশিক, কৃষ্ণ, সুমনা ও  
বেদবাদ, ইহাৱাই প্রধানতঃ তাঁহাদের শিষ্য।  
সর্বযোগে নিরত শাস্ত্রভাব ভাস্মশোভিত-  
করোবর ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণ পূজনীয় আচার্য্যেরা  
তাঁহাকে উপাসনা করেন ১১—২০। সেই  
শাস্ত্রাভিত যতিদিগের অনুগ্রহের নিমিত্ত  
মধেশ্বর, দেবীর সহিত সেখানে সর্বদা সাম্র-  
হিত থাকেন। সেই গিরিশ্রেষ্ঠে যোগযুক্তচিত্ত  
মুনিদিগের অনেক আশ্রম, সরোবর ও নদী  
অবস্থিত। যোগনিরত, জপপরায়ণ, সংযত-  
স্ত্রিয, ব্রহ্মে অনুরক্তাচিত্ত ও জ্ঞানতৎপর

আশ্রিত্যনানমাধায় শিখাশুভ্রসংহিতম্ ।  
 ধায়ন্তি দেবমাশানং যেন সর্বমিদং ততম্ ॥ ২৫  
 সূমেধং বাসবস্থানং সহস্রাদিত্যসংহিতম্ ।  
 তত্রাস্তে ভগবান্দিভঃ শচ্যঃ সহ সুরেশ্বরঃ ॥ ২৬  
 গজশৈলে তু দুর্গায়া ভবনং মণিতোরণম্ ।  
 আস্তে ভগবতী দুর্গা তত্র সাক্ষ্যমহেশ্বরী ॥ ২৭  
 উপাশ্রুমানা বিবিধৈঃ শক্তিভেদৈরিতস্ততঃ ।  
 শীত্যা যোগামৃতং লক্ষ্য সাক্ষ্যমহেশ্বরম্ ॥ ২৮  
 সূশীলস্ত গিরেঃ শৃঙ্গে নানাদাতুসমুজ্জলে ।  
 রাক্ষসানাং পুংগবী অ্যুঃ সরাংসি শতশো দ্বিজাঃ  
 তথা পুংগবতঃ বিপ্রাঃ শতশৃঙ্গে মহাচলে ।  
 ক্ষটিকস্তম্ভস্য যুক্তং যক্ষাণামিমৌজসাম্ ॥ ২৯  
 বেতোদ্রগিরেঃ শৃঙ্গে সুপর্ণস্ত মহাশ্বনঃ ।  
 প্রাকারগোপূঃপাশেঃ মণিতোরণমাণ্ডিতম্ ॥ ৩০  
 স তত্র গচ্ছতঃ শ্রীম ন সাক্ষ্যবিস্তারবাপরঃ ।  
 ধ্যাভাস্তে তৎপরং জাতিভাষ্যানং বিষ্ণুখ্যায়ম্

অস্তচ্চ ভবনং পুণ্যং শ্রীশৃঙ্গে মুনিপূজবাঃ ।  
 শ্রীদেব্যাঃ সর্বরত্নাঢ্যং হৈমং মণিতোরণম্ ॥ ৩১  
 তত্র সা পরমা শক্তিবিষ্ণোরতিমনোরমা ।  
 অনন্তবিত্তবা লক্ষ্মীর্জগৎসম্বোধনোৎসুকা ॥ ৩২  
 অধ্যাস্তে দেব-গন্ধর্ব-সিন্ধু-চারণবন্দিভা ।  
 বিচিত্রা জগতো যোনিঃ স্বশক্তিকিরণোজ্জলাঃ ।  
 তত্রৈব দেবদেবস্ত-বিষ্ণোরায়তনং মহৎ ।  
 সরাংসি তত্র চত্বারি বিচিত্রকমলাশয়ঃ ॥ ৩৩  
 তথা সহস্রশিখরে বিদ্যাধরপুরাষ্টকম্ ।  
 রত্নসোপানসংযুক্তং সরোভিশ্চোপশে ভিতম্ ॥ ৩৪  
 নদ্যো বিমলপানীয়াশ্চিন্তনীলোৎপলাকরাঃ ।  
 কর্ণিকারবনং দিব্যং তত্রাস্তে শঙ্করঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৫  
 পারিপাশ্রে মহাশৈলে মহালক্ষ্মী : পুরং শুভম্ ।  
 রম্যপ্রাসাদসংযুক্তং ঘণ্টা চামরভূষিতম্ ॥ ৩৬  
 নৃত্যান্তিরঙ্গং সৈবৈবং শোভেৎ শান্তিতম্ ।  
 মৃদঙ্গ-পণবোদ্যুতঃ বেণুগীণানিধিভিতম্ ॥ ৩৭

ব্রাহ্মণেরা তথায় বিহার করেন এবং পরমাশ্রয়  
 জীবাত্মা স্থাপনপূরক, সহস্রাবস্থিত সমুদ্র  
 জগতের উৎপত্তিকারণ সেই মহাদেব  
 কেশনকে ধ্যান করেন। তথায় সহস্রাদিত্যের  
 স্তায় প্রভাবিশিষ্ট সূমেঘনামক বাসবের  
 একটি স্থান আছে; সেখানে সুরেশ্বর ভগ-  
 বান ইন্দ্র শচীর সহিত অবস্থিত করেন।  
 গজশৈলে মণিময়-তোরণবিশিষ্ট দুর্গার ভবন  
 আছে, সেখানে সাক্ষ্য মহেশ্বরী ভগবতী  
 দুর্গা অধিষ্ঠান করেন। বিবিধ শক্তির সাক্ষ্য  
 ঐশ্বরিক যোগামৃত পান করত (ভাঁহাকে)  
 ইত্যন্তঃ উপাসনা করে। বিবিধ খাতুদ্বারা  
 উজ্জয় সূশীলনামক গিরির শৃঙ্গে রাক্ষস-  
 দিগের অনেক নগরী এবং শত শত সরোবর  
 আছে। হে দ্বিজগণ! তদ্রূপ শতশৃঙ্গনামক  
 মহাপর্যন্তে অমিতপরাক্রম যক্ষদিগের ক্ষটিক-  
 স্তম্ভযুক্ত শতশত নগরী বিদ্যমান আছে।  
 বেতোদ্র গিরির শৃঙ্গদেশে মহাশ্বা সুপর্ণের  
 স্থান আছে, উহা প্রাচীর ও পুরদ্বারে বেষ্টিত  
 ও মণিময়তোরণে অলঙ্কৃত। ২১—৩০।  
 সেখানে সাক্ষ্য অপর বিষ্ণুর স্তায় শ্রীমান

গুরুত্ব সেই অায় পরম জ্যোতিকে ধ্যান  
 করিয়া থাকেন। হে মুনিস্বেষ্টগণ! শ্রীশৃঙ্-  
 শৈলে শ্রীদেবীর সময়ত্বের আশ্রয় হেম-  
 নিশ্চিত, মণিময়তোরণবিশিষ্ট অস্ত্র এক পবিত্র  
 ভবন বিদ্যমান। সেখানে সেই বিষ্ণুর  
 পরমশক্তি, অতি মনোরমা, অনন্তবিত্তব-  
 শালিনী, জগৎসম্বোধনে সমুৎসুকা, দেব,  
 গন্ধর্ব, সিন্ধু এবং চরণগণবর্জক অরাধিতা  
 ও চিন্তনীয়, জগতের প্রসবকারিণী, স্বকীয়  
 শক্তিপ্রভাবে প্রমাণমানা লক্ষ্মী নিবাস  
 করিতেছেন। সেখানে দেবদেব বিষ্ণুর মহৎ  
 মন্দির এবং বিচিত্র কমলবিশোভিত চারটি  
 সরোবর বিদ্যমান আছে। তদ্রূপ সহস্রশিখর  
 পর্যন্তে রত্নসোপানযুক্ত সরোবরসমূহে উপ-  
 শোভিত আটটি বিদ্যাধরপুং এবং বিচিত্র  
 নীলোৎপলশোভিত বিমলপানীয় নদী সকল  
 ও দিব্য স্থলপদ্যবন বর্তমান আছে। সেখানে  
 স্বয়ং শঙ্কর বিরাজ করেন। পারিপাশ্রে মহাশৈলে  
 রমণীয়প্রাসাদযুক্ত মহালক্ষ্মীপুর সুশোভিত  
 রহিয়াছে; উহা ঘণ্টা ও চামরে ভূষিত।  
 উহার কোন স্থলে অঙ্গরঃসমূহ নৃত্য করি-

গন্ধর্ব কিম্বরাকীর্ণঃ সংরক্তঃ সিদ্ধপুঙ্গবৈঃ ।  
 ভাস্তিভিস্তমযুক্তঃ মহাপ্রাসাদমঙ্কলম্ ।  
 মহাগণেশবৈজুষ্টিং ধর্মিকানাং সুদর্শনম্ ॥৪০॥  
 তত্র সা বসতে দেবী নিত্যং যোগপরায়ণা ।  
 মহালক্ষ্মীমহাদেবী ত্রিশূলবরধারিণী ॥ ৪১  
 ত্রিনেত্রা শক্তিভিদেবী সংরক্তা সর্বসম্ময়ী ।  
 পশুস্তি তত্র মুনয়ঃ সিদ্ধা যৈ ব্রহ্মবাণিনঃ ॥৪২॥  
 সুপার্বশ্রোতব্রতাগে সর্বসত্যঃ পুরোক্তমুম্ ।  
 সন্ন্যাসি সিদ্ধজুহুনি দেবভাগ্যানি সন্তযাঃ ॥৪৩॥  
 পাণ্ডুরস্ত গিরেঃ শৃঙ্গে বিচিত্রক্রমসঙ্কুলে ।  
 গন্ধর্বাণাং পুংসতঃ দিব্যদ্বীভঃ সমারম্ ॥ ৪৪  
 তেষু নিত্যং মদোৎসুক্য নরা নারীসুতথৈব চ ।  
 ক্রুদ্ভিঃ মুদিতা নিত্যং বিলাসৈর্ভোগঃ পুরাঃ ॥  
 অঙ্গনস্ত গিরেঃ শৃঙ্গে নারীপুরমল্লভমম্ ।  
 বসন্তি তত্র প্ৰবাসো রম্যত্যাং বহিঃপল্লবঃ ॥ ৪৫

তেছে, কোথাও মৃদঙ্গপণব নির্দেশ উদ্দেশ্য-  
 যিত হইতেছে এবং কোথাও তা বেণবীণা  
 নিনাদিত হইতেছে ; গন্ধর্ব, কিম্বর ও সিদ্ধ-  
 শ্রেষ্ঠগণ সর্বদা উৎসাহে বিহার করিতেছেন ;  
 প্রদীপ্ত-ভিস্তি সকল ও মহাপ্রাসাদমালায় উহা  
 অলঙ্কৃত হইয়াছে, উহা মহাগণেশ্বরগণকর্তৃক  
 সৈবত এবং ধার্মিকগণের দৃষ্টিরম্য । ৩১—৪০  
 সেখানে নিত্য যোগপরায়ণা, মহাদেবী,  
 ত্রিশূলবরধারিণী, ত্রিনয়না, শক্তিসংরক্তা,  
 নিত্যানিত্যময়ী মহালক্ষ্মী বিলাস করেন ।  
 যাহারা সিদ্ধ ব্রহ্মবাদী মনি তাহাবাই তাঁহাকে  
 অবলোকন করেন । হে সাধুগণ ! সুপার্ব  
 পর্বতের উত্তর ভাগে দেবী সর্বসম্ময়ী  
 উত্তম পুরী ও সিদ্ধসেবিত দেবভোগা  
 সরোবর সকল বিদ্যমান । বিচিত্র বিবিধ  
 তরুরাজিশোভিত পাণ্ডুর গিরির শৃঙ্গদেশে  
 দিব্যরমণীগণে ব্যাপ্ত গন্ধর্বদিগের শত  
 শত পুরী বিদ্যমান আছে । সেই সকল  
 পুরীতে নিত্য মদ্যপাননিরত নরনারীগণ  
 প্রত্যহ ভোগবিলাসে তৎপর হইয়া আমোদে  
 বিহার করিয়া থাকে । অঙ্গন গিরির শৃঙ্গদেশে  
 একটী অত্যুৎকৃষ্ট রমণীয় নগর আছে, সেখানে

চিত্রসেনাদিগে যত্র সমায়াস্ত্যর্থিনঃ সতা ।  
 সা পুরী সর্বরক্তাঢ্যা নৈকপ্রশ্রবণৈষুতা ॥ ৪৭  
 অনেকানি পুংসি স্ত্র্যাঃ কোমুদে চাপি সন্তযাঃ ।  
 কুদ্রাণাং শাস্ত্ররজসামীশ্বরাসক্তচেতসাম্ ॥ ৪৮  
 তেষু কুদ্রা মহাযোগা মহেশাস্ত্রচাষিণাঃ ।  
 সমাসতে পরং জ্যোতির'কৃতাঃ স্থানমৈশ্বরম্ ॥৪৯॥  
 পিঙ্গরস্ত গিরেঃ শৃঙ্গে গণেশানানং পুংজয়ম্ ।  
 নন্দীশ্বরস্ত কপিলা তত্রাস্তে স মহামতিঃ ॥ ৫০  
 তথা চ জাক্রোধেঃ শৃঙ্গে দেবদেবস্ত ধীমতঃ ।  
 দীপ্তমায়হনং পুণ্যং ভাস্করস্তামিতোজসঃ ॥৫১॥  
 তন্ত্ৰৈবোত্তবদিগুভ'গে চন্দ্রস্থানমল্লভমম্ ।  
 বসতে তত্র রম্যো তু ভগবান্ শীতদীর্ঘিতঃ ॥৫২॥  
 অন্তচ্চ ভবনং দিবাং হংসশৈলে মহর্ষয়ঃ ।  
 সহস্র যাজনায়মঃ সুবর্ণমণিতোরণম্ ॥ ৫৩  
 তত্রাস্তে ভগবান্ ব্রহ্মা সিদ্ধস্বৈজ্যভিহুতঃ ।  
 সাবিত্র্যঃ দিব্যাক্ষা নিভূর্দেগা'দভিহুতঃ ॥ ৫৪

৫৪। প্রভৃতি অপ্সরঃসংহতি রত্নলালসায় বাস  
 করিয়া থাকে,—যেখানে চিত্রসেন প্রভৃতি  
 সর্বদা অর্থিক্রমে সমাগত হন, সেই পুরী  
 সর্ববিধ রত্নের আকর এবং অনেক  
 প্রশ্রবণযুক্ত । হে সাধুগণ ! কোমুদ গিরিতে  
 রজোত্তরবহীন ঈশ্বরাম্বুজাচিত্ত কুদ্র-  
 দিগের অনেক পুরী আছে । সেই সকল  
 পুরীতে মহাযোগপরায়ণ মহেশ্বর প্রভৃ-  
 তিগণের কুদ্রগণ ঐশ্বরিক পরম জ্যোতিঃ  
 অবলম্বন করিয়া সমাধিস্থ থাকেন । পিঙ্গর-  
 গিরির শৃঙ্গদেশে গণাধিপদিগের নিমিটি পুরী  
 এবং নন্দীশ্বরের কপিলা নগরী বিদ্যমান  
 আছে, সেখানে সেই মহামতি বাস করেন ।  
 ৪১—৫০ । তরুণ জাক্রোধিগিরির শৃঙ্গে দেব-  
 দেব ধীমান্ অমিতভেজাঃ ভাস্করের পবিত্র  
 প্রদীপ্ত স্থান বিদ্যমান । তাহার উত্তরভাগে  
 অত্যুৎকৃষ্ট চন্দ্রের স্থান, সেই রমণীয় স্থানে  
 ভগবান্ শীতান্ত বাস করেন । হে মহর্ষি-  
 গণ ! হংসশৈলে সহস্রযোজন বিস্তৃত সুবর্ণ-  
 মণিময়তোরণাবিশিষ্ট অন্ত একটী দিব্য ভবন  
 আছে, সেখানে বিশ্বাক্ষা ভগবান্ ব্রহ্মা সিদ্ধ-

তত্ত দক্ষিণদিগ্ভাগে সিদ্ধানাং পুরভূতম ।  
 সনন্দনাদয়ো যজ্ঞ বসন্ত মুনিপুত্রবাঃ ॥ ৫৫  
 পঞ্চশৈলস্ত শিখরে দানবানাং পুরভূতম ।  
 নাভিদূরেণ তস্মাচ্চ দৈত্যচাৰ্য্যস্ত ধীমতঃ ॥ ৫৬  
 অগস্ত্যশৈলশিখরে সারিত্তিরুপশোভিতম ।  
 কর্দ্ধমস্তাশ্রমং পুণ্যং তত্রাস্তে ভগবানুষিঃ ॥ ৫৭  
 তশ্চৈব পূৰ্বদিগ্ভাগে কিঞ্চিৎ দক্ষিণাশ্ৰিতে ।  
 সনৎকুমারো ভগবান্তত্রাস্তে ব্রহ্মবিস্তমঃ ॥ ৫৮  
 সৰ্ব্বেষেতেষু শৈলেষু তথাস্তেযু মুনীশ্বরঃ ।  
 সরাংসি বিমলা নদ্যা দেবানামালয়ানি চ ॥ ৫৯  
 সিদ্ধলিঙ্গানি পুণ্যানি মুনিভিঃ স্থাপিতানি চ ।  
 বনাস্তাশ্রমবৰ্ধ্যাণ সঙ্খ্যাতুং নৈব শক্যতে ॥ ৬০  
 এষ সঙ্ক্ষেপতঃ প্রোক্তো জম্বুদ্বীপস্ত বিস্তরঃ ।  
 ন শক্যো বিস্তরাঙ্কু মধ্য বৰ্ণনশৈলি ॥ ৬১  
 ইতি ত্রীকোন্ম্যে মহাপুৰাণে পূৰ্বভাগে ভুবন-  
 কোষবিস্তাসে জম্বুদ্বীপবৰ্ণনং নাম  
 সপ্তচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৭ ॥

গণকর্তৃক স্তম্ভ এবং দেবরূপে পরিবৃত্ত হইয়া  
 সাবিত্রীর সহিত বাস করেন। তাহার  
 দক্ষিণদিকে সিদ্ধদগের একটি উত্তম পুর  
 বিদ্যমান আছে; যেখানে সনন্দন প্রভৃতি  
 মুনিশ্রেষ্ঠেরা বাস করেন। পঞ্চশৈলের শিখর-  
 দেশে দানবগণের তিনটি পুরী আছে;  
 তাহার অনতিদূরে ধীমান দৈত্যচাৰ্য্য ত্রকের  
 পুর বিদ্যমান। অগস্ত্য শৈলের শিখরদেশে  
 তরঙ্গিণীগণের তরঙ্গমালায় বিশোভিত কর্দ্ধম-  
 ঋষির পুণ্যাশ্রম বিদ্যমান, সেখানে ভগবান  
 কর্দ্ধমঋষি অবস্থান করেন। তাহারই পূর্ব-  
 দিক্ভাগে কিঞ্চিৎ দক্ষিণকোণে ব্রহ্ম দ-  
 গণের শ্রেষ্ঠ ভগবান সনৎকুমার বাস করেন।  
 হে মুনীশ্বরগণ! এই সকল ও অসংখ্য অনেক  
 পর্বতে সরোবর, বিমলসলিলা নদী ও দেবা-  
 লয় সকল বিদ্যমান আছে। মুনিগণকর্তৃক  
 স্থাপিত এবং সিদ্ধগণের চিহ্নিত, পুণ্যকানন  
 ও আশ্রম সকল সংখ্যা করিতে পারা যায়

## অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ

স্বত উবাচ ।

জম্বুদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্বিভূতেন সমস্ততঃ ।  
 সংবেষ্ট যত্র কারোদং প্রকদ্বীপে ব্যবহিতঃ ॥ ১  
 প্রকদ্বীপে চ বিপ্রেক্ষ্যঃ সঙ্খ্যান কুলপৰ্বতাঃ ।  
 ঋজাঘটাঃ স্পর্শাণঃ সিদ্ধসজ্জনিষেবিতাঃ ॥ ২  
 গোমেদঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়শ্চত্রে উচ্যতে ।  
 নারদো হৃন্দুভিঃ চৈব মণিমান মেঘনিস্বনঃ ।  
 বৈভ্রাজঃ সপ্তমস্তেষাং ব্রহ্মণোহত্যন্তবল্লভঃ ॥ ৩  
 তত্র দেবর্ষিগন্ধকৈঃ সিদ্ধৈশ্চ ভগবানজঃ ।  
 উপাশ্রিতে সাবিত্রী সাকী সৰ্ব্বস্ত বিশ্বদৃক ।  
 তেষু পুণ্যা জনপদা আধয়ো বাবয়ো ন চ ।  
 ন তত্র পাপকর্ত্তারঃ পুরুষা বৈ কদাচন ॥ ৪  
 তেষাং নদ্যাশ্চ সপ্তৈব বৰ্ণাণস্ত সমুদ্রগাঃ ।

না। জম্বুদ্বীপের বিস্তারের বিষয় সংক্ষেপে  
 উক্ত হইল, শত শত বর্ষের আমি উহা  
 বিস্তারে বলিতে সক্ষম নহি। ৫১-৬১।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

## অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় ।

স্বত বাললেন,—জম্বুদ্বীপের বিস্তারের  
 দ্বিগুণ প্রকদ্বীপ চতুর্দিকে কীরসমুদ্রকে বেষ্টিত  
 করিয়া আছে। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! প্রক-  
 দ্বীপে সরল অথচ আয়ত স্পর্শপর্বতবিশিষ্ট  
 সিদ্ধগণসেবিত সাকী কুলপর্বত আছে।  
 তাহাদের মধ্যে গোমেদ পর্বত প্রথম, চত্রে  
 পর্বত দ্বিতীয়, তৎপরে নারদ, হৃন্দুভি, মণি-  
 মান, মেঘনিস্বন এবং সপ্তম বৈভ্রাজনামক  
 পর্বত; এই শেষোক্ত পর্বতটি ব্রহ্মার অতিশয়  
 প্রিয়। সেখানে দেব, ঋষি, গন্ধর্ব্ব এবং  
 সিদ্ধগণকর্তৃক সেই বিশ্বাত্মা, সকলের সাকী,  
 বিশ্বদৃশী ভগবান ঋজ ব্রহ্মা উপাসিত হইয়া  
 থাকেন। সেই সকল পর্বতে অতি পবিত্র  
 জনপদসমূহ বর্তমান; উহাতে মানসিক পীড়া  
 অথবা রোগ নাই, সেখানে কোন নরনারী



তান্ন ব্রহ্মর্ষয়ো নিত্যং পিতামহমুপাসতে । ৬  
অমৃতপ্তা-শিখা চৈব বিপাশা ত্রিদিবা কুতা ।  
অমৃত্য স্মৃতা চৈব নামতঃ পরিকীর্তিতাঃ ।  
ক্ষুদ্রনদাস্ত বিখ্যাতাঃ সরাংসি চ বহুতাপ ।  
ন চৈতস্ম যুগাবধা পুরুষা বৈ চিরায়ুধাঃ । ৮  
আর্য্যাকাঃ কুররাশ্চৈব বিদেহা ভাবিনস্তথা ।  
ব্রহ্মকক্সিগবিশূদ্ৰ'স্তস্মিন্ দ্বীপে প্রকীর্তিতাঃ ।  
ইজাতে ভগবান্ সোমে বৈগন্ত্য নিবাসিতিঃ  
তেষাঞ্চ সোমসামুজ্যং সারূপ্যং মুনিপুঙ্গবাঃ । ১০  
সর্বৈ ধর্ম্মরতা নিত্যং সর্বৈ মুদিহমানসাঃ ।  
পঞ্চ ধর্ম্মহস্ত্রাণি জীবন্তি চ নরামাঃ । ১১  
প্রক্ষরীপপ্রাণাৎ তু দ্বিগুণেন সমস্ততঃ ।  
সংবেষ্টোক্ষরং স্তোত্রিং শাল্লিঃ সংব্যবস্তিতঃ ।  
সপ্ত বর্ষাণি তত্রাপি সপ্তৈব কুলপর্বতাঃ ।  
ঋত্নায়তাঃ সুপর্বণাঃ সপ্ত নদ্যশ্চ সুরতাঃ । ১৩

কখন পাপকর্ম্ম করে না । সেই সাতটি বর্ষ-  
পর্বতে সমুদ্রগামিনী সাতটি নদী আছে ;  
সেই সকল নদীতে ব্রহ্মর্ষিগণ নিত্য পিতামহ  
ব্রহ্মাকে উপাসনা করেন । সেই সাতটি  
নদী অমৃতপ্তা, শিখা বিপাশা, ত্রিদিবা, কুতা,  
অমৃত্য ও স্মৃতা এই সকল নামে প্রসিদ্ধ ।  
তন্নির বহু ক্ষুদ্র স্রোতসিনী ও সরোবর সকল  
তথায় বিদ্যমান আছে । এই সকল স্থানে  
যুগধর্ম্ম নাই এবং তত্রত্য নরনারীগণ চির-  
জীবী । সেই প্রক্ষরীপে আর্য্য, কুরর, বিদেহ  
ও ভাবী নামে ব্রাহ্মণ, কক্সি, বৈশ্ত ও শূদ্রের  
বাস । তত্রত্য নানাবর্ণ অবিবাসীরা (যজ্ঞ  
দ্বারা) ভগবান্ সোমকে পূজা করে এবং  
হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! তাহাদের সোমসামুজ্য ও  
সোমসারূপ্যরূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে ।  
তত্রত্য সকলেই ধর্ম্মে নিরত ও প্রমুদিতাস্ত-  
করণ এবং নীরোগশরীরে সকলেই পঞ্চসহস্র  
বর্ষ জীবন ধারণ করে । ১—১১ । প্রক্ষরীপের  
দ্বিগুণ শাল্লিছরীপ চতুর্দিকে ইক্ষুসমুদ্রকে  
বেষ্টন করিয়া অবস্থিত আছে । সেই শাল্লি-  
ছরীপেও সাতটি বর্ষ ও সপ্ত আয়ত স্তম্বর-  
পর্ববিশিষ্ট সাতটি কুলপর্বত আছে এবং

কুমুদশ্চোন্নতশ্চৈব তৃতীয়শ্চ বলাহকঃ ।  
দ্রোণঃ কক্স মহিষঃ কক্সান্ সপ্তমস্তথা । ১৪  
ঘোনী তোয়া বিতুষা চ চন্দ্রা শুক্রা বিমোচনী  
নিবৃন্তিশ্চৈতি তা নদাঃ স্মৃতাঃ পাপহরা বৃণাব  
ন তেষু বিদ্যতে লোভঃ ক্রোধো বা দ্বিজসন্তমাঃ  
ন চৈবান্তি যুগাবধা জনা জীবন্ত্যনাময়াঃ । ১৬  
যজন্তি সততং তত্র বর্ণা বায়ুং সনাতনম্ ।  
হেবাং তস্তাথ সাযুজ্যং সারূপ্যঞ্চ সলোকতা ।  
কপিল ব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তা রাজানশ্চাক্ষণাশ্চবা ।  
পীতা বৈশ্ত'স্মৃতঃ কৃষ্ণা দ্বীপেহস্মিন্ বৃষলা দ্বিজাঃ  
শাল্লিগন্ত তু বিস্তারাদ্বিগুণেন সমস্ততঃ ।  
সংবেষ্ট্য তু সুরোদারিঃ কুশরীপো ব্যবস্থিতঃ  
বিজ্রমশ্চৈব হেমশ্চ দ্ব্যতিমান্ পুষ্পবাস্তথা ।  
কুশেশযো হরিশ্চৈব মন্দরঃ সপ্ত পর্বতঃ । ২০  
ধূতপাশা শিখা চৈব পবিজ্ঞা সস্মিতা তথা ।  
তথা বিদ্যাংপ্রভা রামা মহানদ্যশ্চ সপ্ত বৈ । ২১

সুপ্রবাহ-বিশিষ্টা তরঙ্গলীলগণ প্রবাহিতা হই-  
তেছে । কুমুদ, উন্নত, বলাহক, দ্রোণ,  
কক্স, মহিষ ও সপ্তম কক্সান্ এই সাত  
নামে সাতটি কুলপর্বত । ঘোনী, তোয়া,  
বিতুষা, চন্দ্রা, শুক্রা, বিমোচনী ও নিবৃন্ত,  
এই সকল নামে পাপবিনাশিনী সপ্ত  
নদী বিদ্যমান । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! সেই  
সকল বর্ষে লোভ, ক্রোধ বা যুগধর্ম্ম নাই,  
লোকে নীরোগশরীরে জীবন যাপন করে ।  
সেখানে সমুদয় বর্ণেরা সনাতনদেব বায়ুকে  
সর্বদা আরাধনা করে, তাহাতে তাহাদের  
বায়ুসামুজ্য, বায়ুসারূপ্য ও বায়ুসলোক্য  
লাভ হয় । হে দ্বিজগণ ! এই দ্বীপে ব্রাহ্ম-  
ণেরা কপিলবর্ণ, রাজস্তেরা লোহিতবর্ণ,  
বৈশ্তেরা পীতবর্ণ এবং শূদ্রেরা কৃষ্ণবর্ণ দেহ  
ধারণ কর । ১২—১৮ । শাল্লিছরীপের  
বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ কুশরীপ চতুর্দিকে  
সুরাসমুদ্রকে বেষ্টিত করিয়া বিবাজ করি-  
তেছে । ইহাতে বিজ্রম, হেম, দ্ব্যতিমান্,  
পুষ্পবান্, কুশেশয, হরি ও মন্দর এই সাতটি  
কুলপর্বত বিদ্যমান । ধূতপাশা, শিখা, পবিজ্ঞা

অজ্ঞানশতশো বিপ্রা নদ্যাঃ মণিজলাঃ শুভাঃ  
তান্ ব্রহ্মণমৌশানং দেবাদ্যাঃ পশুপাসতে ।  
ব্রাহ্মণ্যজবিণো বিপ্রাঃ কত্রিয়াঃ শুশ্রীণস্তথা ।  
বৈশ্ণবাঃ স্তোভাশ্চ মন্দেহাঃ শূদ্রাস্তথা

প্রকীর্তিতাঃ ॥ ২৩

অর্থোহপি জ্ঞানসম্পন্নঃ মৈত্র্যাদিগুণসংযুতঃ ।  
যথোক্তকারিণঃ সর্কে সর্কভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৪  
যজ্ঞস্তি যজ্ঞেবিরিধৈব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ।  
তেষাঞ্চ ব্রহ্মসামুজ্যং সাক্ষ্যপাঞ্চ সলোকতা ॥ ২৫  
কুশদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্বিগুণেন সমস্ততঃ ।  
ক্রৌঞ্চদ্বীপঃ স্থিতো বিপ্রা বেষ্টয়িত্বা ঘৃতোদধিম্  
ক্রৌঞ্চো বামনকশ্চৈব তৃতীয়াধিকারিকঃ ।  
দেবারুঢ় বিবিন্দশ্চ পুণ্ডরীকস্তথৈব চ ।  
নায়া চ সপ্তমঃ প্রোক্তঃ পরিতো হনুভিষ্মনঃ ॥  
গৌরী কুম্বতী চৈব সন্ধ্যা রাত্রির্মনোজবা ।  
খ্যাতিশ্চ পুণ্ডরীকাকা নদ্যাঃ প্রাধান্ততঃ স্মৃতাঃ  
পুঙ্কলাঃ পুঙ্করা ধত্যাস্তিষ্ঠা বর্ণাঃ ক্রমেণ বৈ ।

নদিতা, বিদ্যাংপ্রভা, রামা ও মহী এই সাতটি  
নদী প্রবাহিতা । হে বিপ্রগণ ! অজ্ঞানশত  
শত মণিবৎস্বচ্ছ-সলিলবাহিনী সুন্দর সুন্দর  
নদী বহিতেছে, দেবগণ সেই সকল নদীতে  
ব্রহ্মা ও ঈশ্বরকে উপাসনা করেন । সেই  
কুশদ্বীপের ব্রাহ্মণেরা ধনী, কত্রিয়েরা পরাক্রান্ত,  
বৈশ্ণবেরা ধনধান্তে পূর্ণ এবং শূদ্রেরা নিশ্চেষ্ট ।  
মর্ত্যালোকেও যাহারা জ্ঞানসম্পন্ন, মৈত্রী  
প্রভৃতি গুণযুক্ত, যথাবিধি কর্মকারী সর্ক-  
প্রাণীর হিতে নিরত এবং বিবিধ যজ্ঞদ্বারা  
পরমেশ্বরী ব্রহ্মাকে উপাসনা করেন, তাহাদের  
ব্রহ্মসামুজ্য, ব্রহ্মসাক্ষ্য ও ব্রহ্মসালোক্যরূপ  
শ্রুতি লাভ হয় । ১২—২৫ । ক্রৌঞ্চদ্বীপ কুশ-  
দ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ ; হে বিপ্র-  
গণ ! ইহা স্বতঃসমুদ্রকে চতুর্দিকে বেষ্টিত  
করিয়া অবস্থান করিতেছে । ক্রৌঞ্চ, বাম-  
নক, অধিকারিক, দেবারুঢ়, বিবিন্দ, পুণ্ডরীক  
ও সপ্তম হনুভিষ্মন, এই দ্বীপে সাতটি কুল-  
পদত । গৌরী, কুম্বতী, সন্ধ্যা, রাত্রি,  
মনোজবা, খ্যাতি ও পুণ্ডরীক, এই দ্বীপে

ব্রাহ্মণাঃ কত্রিয়া বৈশ্ণবাঃ শূদ্রাশ্চৈব দ্বিজোত্তমাঃ  
অর্চয়ন্তি মহাদেবং যজ্ঞদানশমাদিত্তিঃ ।  
ব্রতোপবাসৈর্বিবিধৈর্হোমৈশ্চ পিতৃতর্পণৈঃ ॥ ৩০  
তেষাং বৈ ব্রহ্মসামুজ্যং সাক্ষ্যপাঞ্চাত্তিষ্ঠতম্ ।  
সলোকতা চ সামীপ্যং জায়তে তৎপ্রসাদতঃ ।  
ক্রৌঞ্চদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্বিগুণেন সমস্ততঃ ।  
শাকদ্বীপঃ স্থিতো বিপ্রা অবেষ্ট্য দধিসাগরম্ ।  
উদযো রৈবতশ্চৈব শ্রামাকোহস্তগিরিস্থথা ।  
আদ্বিকেষুস্তথা রম্যাঃ কেশরী চোতি পর্বতাঃ ।  
সুকুমারী কুমারী চ নালিনী রেণুকা তথা ।  
ইক্ষুকা ধেনুকা চৈব গভস্তিশ্চৈতি নিম্নগাঃ ॥ ৩৪  
আসাঃ পিবন্তঃ সর্গলং জীবন্তে তত্র মানবাঃ ।  
অনামধা অশোকশ্চ বাগদেষ্যবিবর্জিতাঃ ॥ ৩৫  
মগাশ্চ মগধাশ্চৈব মানসা মন্দগাশ্চথা ।  
ব্রাহ্মণা কত্রিয়া বৈশ্ণবাঃ শূদ্রাশ্চৈব ক্রমেণ তু ॥

এই সকল নদীই প্রধান । হে দ্বিজোত্তম-  
গণ ! পুঙ্কল, পুঙ্কর, ধন্য ও বিদ্যা নামে ব্রাহ্মণ,  
কত্রিয়, বৈশ্ণব ও শূদ্র এই সকল বর্ণ তথায়  
বাস করে ; তাহারা যজ্ঞ, দান, শম, দম,  
ব্রত, উপবাস ও বিবিধ হোমদ্বারা মহাদেবকে  
অর্চনা করে এবং তর্পণদ্বারা পিতৃগণকে  
পিতৃতৃপ্ত করে । তাহাদের সেই মহাদেবের  
প্রসাদে ব্রহ্মসামুজ্য, ব্রহ্মসাক্ষ্য, ব্রহ্মসালোক্য  
ও ব্রহ্মসামীপ্যরূপ অতি তুল্য মূল্যলাভ  
হইয়া থাকে । ২৬—৩১ । শাকদ্বীপ, ক্রৌঞ্চ-  
দ্বীপের বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ ; হে বিপ্র-  
গণ ! উহা দধিসমুদ্রকে চতুর্দিকে বেষ্টিত  
করিয়া অবস্থান করিতেছে । উদয়, রৈবত,  
শ্রামক, অস্তগিরি, আদ্বিকেষু, রম্যা ও কেশরী  
এই সাতটি তত্রত্য কুলপদত । ( এই দ্বীপে )  
সুকুমারী, কুমারী, নালিনী, রেণুকা, ইক্ষুকা,  
ধেনুকা ও গভস্ত এই সাতটি নদী প্রবাহিত  
হইতেছে । সেখানে মানবেরা এই সকল  
নদীর জল পান করত নীরোগদেহে শোক-  
শূন্য এবং বাগদেষ্যবর্জিত হইয়া জীবনযাপন  
করে । ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্ণব ও শূদ্রেরা  
যথাক্রমে মগ, মগধ, মানস ও মন্দগ না-

যজ্ঞস্তি সত্যং দেবং সৰ্বলোকৈকসাক্ষিনম্ ।  
 অতোপবাসৈর্বিবিধৈর্দেবদেবং দিবাকরম্ ॥ ৩৭  
 তেষাং বৈ সূর্যাসাযুজ্যং সামীপ্যঞ্চ সরূপত্যা ।  
 সলোকতা চ বিপেন্দ্রা জায়তে তৎপ্রসাদতঃ ।  
 শাকদ্বীপং সমাবৃত্য কীরোদঃ সাগরঃ স্থিতঃ ।  
 শ্বেতদ্বীপশ্চ তন্মধ্যে নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ৩৯  
 তত্র পুণ্যা জনপদা নানাস্তর্ঘ্যসমবিতাঃ ।  
 শ্বেতান্ত্রজ নরা নিত্যং জায়ন্তে বিষ্ণুতৎপর্যঃ ।  
 নাথয়ো ব্যাধয়ন্তত্র জরামৃত্যুভয়ং ন চ ।  
 ক্রোধলোভবিনিশ্চুক্তা মায়ামাৎসর্যবর্জিতাঃ ।  
 নিত্যপুষ্টা নিরাতঙ্কা নিত্যানন্দাশ্চ ভোগিনাঃ ।  
 নারায়ণসমাঃ সৰ্ব্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ৪২  
 কেচিচ্ছানপরা নিত্যং যোগিনাঃ সংযতেল্লিয়াঃ  
 কেচিৎপশুস্তি তপ্যস্তি কেচিৎক্ৰান্তানিনোহপরে ॥  
 অস্তে নিকবীজযোগেন ব্রহ্মভাবেণ ভাবিতাঃ ।  
 ধ্যায়ন্তি তৎ পরং ব্রহ্ম বাসুদেবং সনাতনম্ ॥ ৪৬  
 একান্তিনো নিরালস্কা মহাভাগবতাঃ পরে ।

বিখ্যাত। তাহারা সৰ্বলোকের একমাত্র  
 সাক্ষী দেবদেব দিবাকরকে বিবিধ ব্রত ও  
 উপবাসদ্বারা সৰ্বদা অর্চনা করিয়া থাকে।  
 তাহাদের সেই সূর্য্যের প্রসাদে সূর্য্যাসাযুজ্য,  
 সূর্য্যাসামীপ্য, সূর্য্যাসারূপ্য ও সূর্য্যাসালোকা-  
 রূপ মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। কীরোদসমুদ্র  
 শাকদ্বীপকে বেষ্টিত করিয়া আছে; তাহার  
 মধ্যে শ্বেতদ্বীপ, সেই দ্বীপে পবিত্র এবং নানা  
 আশ্চর্য্যযুক্ত জনপদ সকল বিদ্যমান;  
 সেখানে নারায়ণপরায়ণ বিষ্ণুভক্ত শ্বেতকায়  
 মানব সকল জন্ম পরিগ্রহ করে। সেখানে  
 মনঃপীড়া, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুর ভয় নাই;  
 তত্রত্য লোকগণ সকলেই ক্রোধ-লোভশূন্য,  
 মায়ামাৎসর্য্য-বর্জিত, নিত্য পরিপুষ্ট, আতঙ্ক-  
 হীন, নিত্য আনন্দময়, ভোগবিলাসতৎপর,  
 নারায়ণসদৃশ, ধ্যানপরায়ণ, সংযতেল্লিয় ও  
 যোগী। তাহাদের কেহ জপ করিতেছে,  
 কেহ তপস্বী করিতেছে, কেহ বিজ্ঞাননিরত;  
 কেহ বা নিকাম যোগদ্বারা ব্রহ্মচিন্তাতৎপর  
 হইয়া সেই পরব্রহ্ম সনাতন বাসুদেবকে

পশুস্তি তৎ পরং ব্রহ্ম বিষ্ণুধ্যং তমসঃ পরম্ ॥  
 সৰ্ব্বে চতুর্ভুজাংকারাঃ শঙ্খচক্রাদাধরাঃ ।  
 সপীতবাদসঃ সৰ্ব্বে শ্রীবৎসাস্কিতবক্ষাঃ ॥ ৪৭  
 অস্তে মহেশ্বরপরায়ণ, মন্তকে ত্রিগুণাস্কিত,  
 সুর্যোগাভূতিকরণা মহাগুরুভবাহনাঃ ॥ ৪৭  
 সৰ্ব্বে শক্তিসংযুক্তা নিত্যানন্দাশ্চ নিশ্চলাঃ ।  
 বসন্তি তত্র পুরুষা বিষ্ণোরন্তরচারিণাঃ ॥ ৪৮  
 তত্র নারায়ণস্মৃতিতুর্গমং তুর্য্যৈকেশম্ ।  
 নারায়ণং নাম পুংসং প্রাসাদৈকরূপশোভিতম্ ॥ ৪৯  
 হেমপ্রাচীরসংযুক্তং ফাটিকৈর্মণ্ডনৈশ্চতম্ ।  
 প্রভাসহস্রকণিলং তুর্য্যধর্মং সুশোভনম্ ॥ ৫০  
 শ্যামপ্রাসাদসংযুক্তমট্টালকসমাকুলম্ ।  
 হেমগোপুরসংযুক্তমশ্রবণানারদ্রোপশোভিতৈঃ ॥ ৫১  
 শুভ্রাস্তরণসংযুক্তৈর্বাচিহ্নৈঃ সমলঙ্কৃতম্ ।  
 নন্দনৈর্ববধাকারৈঃ সজ্জিতকূপশোভিতম্ ॥ ৫২  
 সর্বোভঃ সর্বতো যুক্তং বীণা-বেণুনাদিতম্ ।

ধ্যান করিতেছে। কেহ বা ঐকান্তিক নিষ্ঠা-  
 সম্পন্ন, নিরাশ্রয় ও মহাভাগবত। তাহারা  
 ‘বিষ্ণু’ এই আখ্যাবিশিষ্ট পরমজ্যোতি সেই  
 পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া থাকে। তাহারা  
 সকলেই চতুর্ভুজ, শঙ্খচক্রধারী, পীতবাসী  
 এবং বক্ষোদেশে শ্রীবৎসলঙ্কিত। ৪২-৪৬।  
 কেহ মহেশ্বরপরায়ণ, মন্তকে ত্রিগুণাস্কিত,  
 যোগাবলম্বনপ্রযুক্ত অদ্ভুত-কলেবর ও  
 মহাগুরুড়ে আকৃষ্ট; শক্তিয়ুক্ত, নিত্য-  
 নন্দ, নিশ্চল ও বিষ্ণুর হৃদয়বিহারী  
 পুরুষেরাই তথায় বাস করেন। সেখানে  
 অস্তের অগম্য ও তুরতিক্রমণীয় প্রাঙ্গণ-  
 মালায় সুশোভিত, হেমপ্রাচীরযুক্ত ও ফটিক-  
 ময় মণ্ডপে সুশোভিত অতএব সহস্রপ্রভায়  
 প্রভাবিত নারায়ণনামক একটি সুন্দর পুরী  
 আছে। তথায় অনেকানেক হর্ম্য, প্রাসাদ  
 ও অট্টালিকাবলী শোভা পাইতেছে; নানা-  
 রত্নোপশোভিত, শুভ্রাস্তরণসংযুক্ত, বাচিহ্ন ও  
 আনন্দজনক সুবর্ণনির্মিত সহস্র সহস্র গোপুর  
 সকল ঐ পুরীর শোভা বিস্তার করিতেছে;  
 উহাতে কোথাও নদী, কোথাও বা সরোবর

পতাকাভিবিচিত্রাভিরনেকাভিচ্চ শোভিতম্ ॥৫০  
 বীধীভিঃ সর্বতো যুক্তং সোপাতৈ রত্নভূমিতৈঃ ।  
 নদীশতসহস্রাণ্যং দিব্যাগাননিদিতম্ ॥ ৫৪  
 হংসকারণবাকীর্ণ চক্রবাকোপশোভিতম্ ।  
 চতুর্দ্বারমনোপমামগম্যং দেববিস্ময়াম্ ॥ ৫৫  
 তত্র তত্রাপসংসর্জয়ন্ত্যস্তিক্রপশোভিতম্ ।  
 নানাগীতনিধানৈর্জৈর্দেবানামপি তুল্যৈঃ ॥ ৫৬  
 নানাবিলাসসম্পন্নৈঃ কামুকরতিকোমলৈঃ ।  
 প্রভূতচন্দ্রবদনৈর্নুপুংসাবসংযুতৈঃ ॥ ৫৭  
 ঈষৎস্মিতৈঃ সুবিশেষৈর্দৈবালমুগ্ধমুগ্ধগৈঃ ।  
 অশেষবিতবোপেতৈস্তত্ত্বমধ্যবিভূমিতৈঃ ॥৫৮  
 সুব্রাহ্মসংস্রলনৈঃ সুবেশৈর্মধুবশনৈঃ ।  
 সংলাপালাপকুশলৈর্দেব্যাভরণভূমিতৈঃ ॥ ৫৯  
 স্তম্ভভারবিনম্রৈশ্চ মধুঘূর্ণিতলোচনৈঃ  
 নানাবর্ণবিচিত্রাঙ্গৈর্নানাভোগ্যৈঃ প্রদৈঃ ।  
 উৎকৃষ্টকুমুমোদ্যানৈরিতশ্চৈশ্চ শোভিতম্ ॥৬০

সকল শোভা পাইতেছে; কোন স্থানে বেণু ও বীণার শব্দ নিদাদিত হইতেছে; কোথাও বা মনোরম সঙ্গীতধ্বনি উত্থিত হইতেছে; অনেকাধিক বিচিত্র পতাকা, বীধী, রত্নসোপান, শত শত নদী, হংস, কারণব ও চক্রবাক প্রভৃতি দ্বারা উহার শোভা বর্ধিত হইতেছে; উহা চতুর্দ্বার, উপমারহিত ও অসুরগণের অগম্য; নানাবিধ সঙ্গীতনিপুণ, নানাবিলাস-সম্পন্ন, কামুক, অতি কোমল ও দেবতুল্য অপ্সরঃসমূহ উহার স্থলেস্থলে নৃত্য করিতেছে। এই অপ্সরা সকলের বদন পরিপূর্ণ চন্দ্রের স্তায়, ওষ্ঠ বিদ্বতুল্য ও লোচনযুগল বালমুগ্ধ মুগ্ধ-লোচনের তুল্য। উহার অশেষ বিভবসম্পন্ন, শুভমধ্যবিভূমিত, রাজহংসগতি, সুবেশধারী, মধুরধর ও রত্নসমালাপে সুনিপুণ; উহাদের মধ্যভাগ স্তনভারে বিনম্র, নয়ন মদঘূর্ণিত, অঙ্গ সকল নানা বর্ণে বিচিত্র এবং এই অপ্সরঃসমূহ নানাবিধ ভোগে ও রতিবিষয়ে অত্যন্ত অভিলাষী; এইরূপ অপ্সরা সকল এই নারায়ণপুরীর ইতস্ততঃ নৃত্য করিতেছে। এই পুরীর কোন স্থানে প্রকৃষ্টকুমুমসমুৎসমবিত

অসংখ্যায়ুগলঃ শুভমগম্যং ত্রিদশৈরপি ।  
 ত্রিময়ং পবিত্রং দেবস্ত ত্রীপত্তেরমিতোজসঃ ॥ ৬১  
 তত্ত্ব মধোহতিতেজস্বিন্যং প্রাকারিতোরণম্ ।  
 স্থানং তর্কবৎ দিব্যং যোগিনাং সিদ্ধিদায়কম্  
 তন্মধ্যে ভগবানেকঃ পুণ্ডরীকদলভূতিঃ ।  
 শেতেহশেষজগৎস্থিতঃ শেখাধিশয়নে হরিঃ ॥ ৬২  
 বিচিস্তামানো যোগীন্দ্রৈঃ সনন্দনপুরোগমৈঃ ।  
 স্বাস্থানন্দামৃতং পীত্ব পুরস্তাৎ তমসঃ পরঃ ॥ ৬৩  
 পীতবাসা বিশালাক্ষো মহামায়া মহাভূজঃ ।  
 ক্ষীরোদকন্তয়া নিত্যং গৃহীতচরণধরঃ ॥ ৬৪  
 সা চ দেবী জগৎপাদ্য পাদমূলে হরিপ্রিয়া ।  
 সমাস্তে তন্মনা নিত্যং পীত্ব নারায়ণামৃতম্ ॥ ৬৫  
 ন হত্রাধার্মিকা যান্তি ন চ দেবাস্তরালয়াঃ ।  
 বৈকুণ্ঠং নাম তৎ স্থানং ত্রিদশৈরপি বন্দিতম্ ॥ ৬৬  
 ন মে প্রভবতি প্রজ্ঞা কুৎসনশ্রানিরূপণে ।  
 এতাবচ্ছক্যতে বক্তুং নারায়ণপুরং হি তৎ ॥ ৬৭

উদ্যান সকল ইতস্ততঃ শোভা বিস্তার করিতেছে। উহার গুণ অসংখ্য; উহা শুভ, পবিত্র, সুন্দর ও দেবগণেরও অগম্য। সেই অমিততেজা দেবদেব ত্রীপতির এই পুরীমধ্যে অতিতেজস্ব, ঈষৎপ্রাকার ও তোরণে শোভিত এবং যোগিগণের সিদ্ধিদায়ক এক দিব্য স্থান আছে, উহাই সেই বৈষ্ণবস্থান। ৫১—৬২। অশেষজগৎপ্রস্থতি, পদ্মকান্তি, অদ্বিতীয় ভগবান হরি স্বাস্থানন্দরূপ অমৃত পান করত সনন্দনপ্রমুখ যোগীন্দ্রগণের চিন্ত্যমান হইয়া সেই স্থানে শেখাধিশয়নে শয়ন করেন; তিনি তমঃপারে অবস্থিত, পীতবাসা, বিশালবক্ষা, মহামায়া ও মহাভূজ এবং ক্ষীরসাগরনয়া ভগবতী লক্ষ্মীকর্তৃক গৃহীত-চরণধর। জগৎপাদ্য হরিপ্রিয়া লক্ষ্মীদেবী নারায়ণামৃত পান করিয়া তৎপত্টিতে তাঁহার পদ-মূলে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে অধার্মিক অথবা দেবপুরবাসী ব্যতীত অন্তে গমন করিতে সক্ষম নহে। সেই স্থানের নাম বৈকুণ্ঠ ধাম, উহা দেবগণেরও পূজিত। শাস্ত্রের নিখিল তত্ত্ব-নিরূপণে আমার বিবেক-

স এর পরমঃ ব্রহ্ম বাসুদেবঃ সনাতনঃ ।  
শেতে নারায়ণঃ ক্রীমান্ মায়ায়া মোহয়ন জগৎ ॥  
নারায়ণাদিদং জাতং তস্মিন্বেব ব্যবস্থিতম্ ।  
তমেবাভ্যোতি কল্পান্তে স এব পরমা গতিঃ ॥ ৭০ ॥  
ইতি ক্রীকোশ্মে মহাপুরাণে পূর্বভাগে ভুবন-  
কোষাবস্থাসে প্রকল্পাপাদিকথনং নামাষ্ট্র-  
চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪৮ ॥

একোনপঞ্চাশৎ অধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

শাকদ্বীপস্ত বিস্তারাদ্বিশ্বেন বাবাস্ব ১ঃ ।  
কীরণং সমাবৃত্য দ্বীপঃ পুষ্করসংযুক্তঃ ॥ ১ ॥  
এক এবাত্র বিপ্রেক্ষ্যঃ পৰ্বতো মানসোত্তরঃ ।  
যোজনানাম্ সহস্রাণ চোৰ্দ্ধং পঞ্চাশৎক্লিষ্টং ॥ ২ ॥  
তাবদেব চ বিস্তীর্ণং সৰ্বতঃ পরমগুলঃ ।  
স এব দ্বীপচ্চাৰ্দ্ধেন মানসোত্তরসংযুক্তঃ ॥ ৩ ॥

শক্তি সমর্থ্য নহে, আমি এই পর্য্যন্ত সেই  
নারায়ণপুরীর বিষয় বলিতে সক্ষম । সেই  
পরমব্রহ্ম ক্রীমান্ বাসুদেব সনাতন নারায়ণ  
মায়া দ্বারা জগৎ বিমুক্ত করত শয়ন করেন ।  
নারায়ণ হইতেই এই জগৎ উৎপন্ন, তাঁহাতেই  
স্থিতি করিতেছে, এবং মহাপ্রলয়কালে  
তাঁহাতেই প্রবেশ করবে; সুতরাং তিনিই  
একমাত্র পরম গতি । ৬৩—৭০ ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

উনপঞ্চাশৎ অধ্যায়ঃ ।

সূত বাগলেন.—পুষ্করদ্বীপ, শাকদ্বীপের  
বিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ, ইহা কীরোদসমুদ্রকে  
বেষ্টন করিয়া আছে । হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ ! এই  
দ্বীপে একমাত্র মানসোত্তরনামক পৰ্ব্বত  
আছে; ইহার বিস্তার সহস্র যোজন, উচ্চায়  
পঞ্চাশৎ যোজন, সৰ্বদিকের পরিমণ্ডলও সেই  
পরিমাণ বিস্তৃত । সেই দ্বীপের অর্দ্ধাংশ

এক এব মহাভাগঃ সন্নিবেশাদ্বিধাকৃতঃ ।  
ভাস্মিন্ দ্বীপে স্মৃভৌঃ দ্বীতু পুণ্যোজনপদৌ তৌ  
অপরৌ মানসস্তাথ পৰ্ব্বতস্তান্নমণ্ডলৌ ॥ ৪ ॥  
মহাবীতং স্মৃতং বৰ্ষং ধাতকৌষণ্ডমেব চ ।  
স্বাদৃদকেনোদধিনা পুষ্করঃ পরিবারিতঃ ॥ ৫ ॥  
ভাস্মিন্ দ্বীপে মহাবৃক্ষো স্তত্রোদোহমরপূজিতঃ  
ভাস্মিন্ নিবসাত ব্রহ্মা বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবনঃ ॥ ৬ ॥  
তত্রৈব মুনিশাৰ্দ্ধীলাঃ শিবনারায়ণাজয়ঃ ।  
বসত্যত্র মহাদেবো হরোৰ্দ্ধং হরিরব্যয়ঃ ॥ ৭ ॥  
সম্পূজ্যমানো ব্রহ্মাদৈত্যঃ কুমারাদৈশ্চ যোগিগিষ্ঠিঃ  
গন্ধৰ্বৈঃ বিম্লরৈর্ঘটৈকরৌশরঃ কুব্জপিকলঃ ॥ ৮ ॥  
স্বস্থান্তত্র প্রজাঃ সৰ্বা ব্রহ্মণা সদৃশশ্চিবঃ ।  
নিরাময়া বিশোকাস্ত রাগদেষাবিবর্জিতাঃ ॥ ৯ ॥  
সত্যানুতে ন তত্র স্তাং নোত্তমাধমমধ্যমাঃ ।  
ন বর্ণাশ্রমধর্ম্যাশ্চ ন নদ্যো ন চ পৰ্ব্বতাঃ ॥ ১০ ॥  
পরেণ পুষ্করেণাথ সমাবৃত্য স্থিতৌ মহান্ ।

মানসোত্তর নামে কথিত । একমাত্র সেই  
মহাদ্বীপই সংস্থানপ্রণালীর বিভিন্নতা অনু-  
সারে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে । সেই  
দ্বীপে অপর দুইটি সুন্দর পুণ্য জনপদ আছে,  
মানস পৰ্ব্বতের স্তায় উহা মণ্ডলাকার ।  
ইহাতে দুইটি বর্ষ আছে; একটির নাম  
মহাবীত বর্ষ, অপরটির নাম ধাতকৌষণ্ড  
বর্ষ । পুষ্করদ্বীপ স্বাহজল সমুদ্রদ্বারা বেষ্টিত ।  
সেই দ্বীপে দেবপূজিত একটি মহান বট-  
বৃক্ষ আছে । উহাতে বিশ্বাত্মা বিশ্বভাবন  
ব্রহ্মা বাস করেন । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! সেখানে  
শিবনারায়ণের মন্দির আছে, তাহাতে মহা-  
দেব হরির মূর্তিতে বিরাজ করেন; ব্রহ্মাদি  
দেবগণ, কুমার প্রভৃতি যোগিরন্দ এবং গন্ধর্ব  
ও কিন্নরসমূহ তাঁহার পূজা করিতেছেন ।  
সেই ক্ষেত্রই অব্যয় ও কুব্জপিকলবর্ণধারী  
সেখানে ব্রহ্মার সদৃশ কান্তবিশিষ্ট প্রজ  
সকল সূক্ষ্ম এবং তাহারা নিরাময়, শোকরহিত  
ও রাগদেষ-বিহীন । সেখানে সত্য, মিথ্যা  
উত্তম, মধ্যম, অধম বা বর্ণাশ্রম ধর্ম নাই;  
এবং নদী বা পৰ্ব্বতও দেখিতে পাওয়া যা

স্বাদুদকসমুদ্র সমস্তাঙ্কিতসমুদ্রাঃ ॥ ১১

পরেণ তন্ত মহতী দৃশ্যতে লোকসংস্থিতিঃ ।

কাঞ্চনৌ দ্বিগুণা ভূমিঃ সন্মৈত্রিকশিলোপমা ॥ ১২

তন্তাঃ পরেণ শৈলস্ত মধ্যাঙ্গা ভানুমণ্ডলঃ ।

প্রকাশশ্চাপ্রকাশশ্চ লোকালোকঃ স উচ্যতে ॥

যোজনানাং সহস্রাণি দশ তন্তোচ্ছুঃ স্মৃতঃ ।

তাবানেব চ বিস্তারো লোক-লোকমহাগিরেঃ ॥

সমারূঢ়া তু তং শৈলঃ সর্বতো বৈ সমাশ্রিতম্

ভমশ্চাকটাহেন সমস্তাং পরিবেষ্টিতম্ ॥ ১৫

এতে সপ্ত মহালোকাঃ পাতালাঃ সম্প্রকীর্ণিতাঃ

ব্রহ্মাণ্ডশেষবিস্তারঃ সঙ্ক্ষেপেণ ময়োদিতঃ ॥ ১৬

অগ্নানামীদৃশ্যমানস্ত কোট্যো জ্ঞেয়াঃ সহস্রাঃ

সর্বগত্যাং প্রধানস্ত কারণস্তাব্যবস্থানঃ ॥ ১৭

অণ্ডেষেভেষু সর্বেষু ভুবনানি চতুর্দশ ।

তত্র তত্র চতুর্ভুজা, কুদ্রা নারায়ণাদয়ঃ ॥ ১৮

দশোত্তরং তৈকৈকমণ্ডাবরণসমুদয়ম্ ।

সমস্তাং সংস্থিতং বিশ্রান্তত্র যান্তি মনোযিগঃ ॥

অনন্তমেকমব্যাক্তমনাদিনিধনং মহৎ ।

অতীত্য বর্ততে সর্বং জগৎ প্রকৃতিরক্ষয়ম্ ॥ ২০

অনন্তত্বমনন্তস্ত যতঃ সন্ধ্যা ন বিদ্যতে ।

তদব্যাক্তমিদং জ্ঞেয়ং তদব্রহ্ম পরমং ধ্রুবম্ ॥ ২১

অনন্ত এব সর্বত্র সর্বস্থানেষু পঠ্যতে ।

তন্ত পূর্বং ময়াপ্যুক্তং যন্তম্মাহাশ্রয়মুত্তমম্ ॥ ২২

স এব সর্বত্র গতঃ সর্বস্থানেষু পূজ্যতে ।

ভূমৌ রসাতলে চৈব আকাশে পবনেনহনলে ॥

অর্ণবেষু চ সর্বেষু দিবি চৈব ন সংশয়ঃ ।

তথা তমসি সত্ত্ব বাপোষ এব মহাহ্রীতিঃ ।

অনেন্দ্রধাবিত্তস্ত চ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ২৪

মহেশ্বরঃ পরোহবাক্তাদগুমব্যাক্তসমুদয়ম্ ।

অগাদব্রহ্মা সনুৎপন্নস্তেন সৃষ্ট মদং জগৎ ॥ ২৫

ইতি ত্রীকোণ্যে মতাপুরাণে পূর্বভাগে

ভুবনকোষবিস্তারসো নান্মৈকোন-

পঞ্চাশে, ২৪শাঃ ॥ ৪৯

না। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! মহান স্বত্বজল সমুদ্র  
পুঙ্করদ্বীপের চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া আছে।  
তাহাতে মহতী লোকাস্থিতি পরিলক্ষিত হয়;  
তাহার দ্বিগুণ ভূমি সুগম্য, যেন একটি  
শিলাখণ্ডের স্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার  
পরে একটি শ্রেষ্ঠ পর্বত বিরাজমান, উহার  
অর্দ্ধাংশ প্রকাশিত, অপর অর্দ্ধ অপ্রকাশিত;  
সেই পর্বতই লোকালোক নামে বিখ্যাত।  
১—১৩। ঐ লোকালোক পর্বত দশসহস্র  
যোজন উন্নত এবং উহার বিস্তারও ঐ পরি-  
মাণ। তৎপরে অগুণ্টাব্যবস্থিত অক্ষর  
ঐ পর্বতের চতুর্দিক্ আবৃত করিয়া আছে।  
এই সপ্ত মহালোক ও পাতালের বিষয়  
কীর্ণিত হইল। ব্রহ্মাণ্ডের অশেষ বিস্তারের  
বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম। সেই সর্ব-  
গামী মূলপ্রকৃতি কারণরূপী অব্যয়্য ভগ-  
বানের ঈদৃশ অণু সহস্র সহস্র কোটি কোটি  
বর্তমান আছে! সকল ব্রহ্মাণ্ডই চতুর্দশ  
ভুবন আছে; প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডই চতুর্দশ  
ব্রহ্মা, কুদ্রা, নারায়ণ প্রভৃতি সকলেই  
আছেন। হে বিপ্রগণ! পৃথিবী, জল, তেজ,

বায়ু, আকাশ, ভূতাদি ও মহত্ত্ব—এই যে  
সম্ভাবরণে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বদক আবৃত আছে,  
তাহারা পর পর দশগুণ অধিক অর্থাৎ ব্রহ্মা-  
ণ্ডের কোটিযোজন প্রমাণ যে পৃথিব্যাবরণ,  
জলাবরণ তাহার দশগুণ, ইত্যাদি। সেখানে  
জানিগণই গমন করিতে পারেন। অনন্ত  
অদ্বিতীয়, অব্যক্ত, অনাদিনিধন, মহৎ, জগ-  
তের প্রকৃতি-স্বরূপ, অক্ষর ব্রহ্মই এই সমুদয়  
অতিক্রম করিয়া বিরাজমান। অনন্তের সংখ্যা  
নাই বলিয়াই তাহার অনন্তত্ব, সূতরাং সেই  
পরম ধ্রুব ব্রহ্মকে অব্যক্ত বলিয়া জানিবেন।  
সর্বত্র সকল স্থানেই এই পরম ধ্রুব ব্রহ্ম  
অনন্ত নামে কথিত হন, আমিও পূর্বে তাহার  
উত্তম মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছি। সেই এই  
মহান্ তেজঃস্বরূপ সর্বজগামী সকল স্থানেই  
পূজিত হন; তিনি ভূমি, রসাতল, আকাশ,  
পবন, অনল, অর্ণব, স্বর্গ, অক্ষর ও প্রাণ-  
সমূহে বিদ্যমান, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। এই

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

অতীতানাগতানীহ যানি মনস্তর্বাণি বৈ ।  
তানি হং কথয়াম্যহং ব্যাণাংশ্চ দ্বাপবে যুগে  
বেদশাখাপ্রণয়িনো দেবদেবস্ত ধীমতঃ ।  
তথাবতারান্ ধর্ম্মার্থমীশানস্ত কলৌ যুগে ॥ ২  
কিয়ন্তো দেবদেবস্ত শিষ্যাঃ কলিযুগেহপি বৈ  
এতৎ সর্বং সমাসেন স্মৃত বক্রুমগাহসি ॥ ৩  
স্মৃত উবাচ ।

মম্বঃ স্বায়ম্ভুবঃ পূর্বং ততঃ স্বারোচিষো মতঃ ।  
উত্তমস্তামসশ্চৈব রৈবতশ্চাক্ষবস্তথা ॥ ৪  
যজ্ঞেতে মনবোহতীতাঃ সাম্প্রতন্ত রবেঃ স্মৃতঃ  
বৈবস্বতে হং যজ্ঞাক্তং সপ্তমং বর্ততেহস্তমম্

পুরুষোত্তমঃ অনেক ভাগে বিভক্ত হইয়া  
লীলা করিয়া থাকেন। সেই মহেশ্বরই  
অব্যক্তেরও পরবর্তী। অব্যক্ত হইতেই অণু  
উৎপন্ন হইয়াছে, অণু হইতে ব্রহ্মা উদ্ভূত  
হইয়াছেন এবং তাঁহাকর্তৃক এই জগৎ সৃষ্ট  
হইয়াছে। ১৪—২৫ ।

উনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

পঞ্চাশ অধ্যায় ।

ঋষিরা বলিলেন,—অতীত এবং অনা-  
গত যে সকল মনস্তর, তাহা ও দ্বাপরযুগের  
ব্যাসদিগের বিষয় তুমি আমাদিগকে বল ।  
ওজ্রপ বেদশাখাপ্রণয়নকারী, দেবদেব ধীমান্  
ঈশানের ধর্ম্মরক্ষার্থ কলিযুগে যে সকল অব-  
তার হয়, তাহাও আমাদিগকে বল । কলি-  
যুগে দেবদেবের কত শিষ্য ? হে স্মৃত !  
সে সমুদয় সংক্ষেপে বল । স্মৃত বলিলেন,—  
প্রথমে স্বায়ম্ভুব মম্ব, অনস্তর স্বারোচিষ,  
উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ এই ছয়টি  
মম্বর অধিকার অতীত হইয়াছে। তৎপরে  
বৈবস্বত মম্ব, ঈশান এই সপ্তম মনস্তর কলি-

স্বায়ম্ভুব কথিতঃ কলানাবস্তরঃ মম্বা ।  
অত উর্জঃ নিবোধস্বঃ মনোঃ স্বারোচিষস্ত তু ।  
পারাবতাশ্চ তুযিতা দেবাঃ স্বারোচিষেহস্তরে  
বিপশ্চিন্নাম দেবেস্তো বক্রবাসুরমর্দনঃ ॥ ৭  
উর্জস্তম্বস্তথা প্রাণো দন্তোলিরু যজ্ঞস্তথা ।  
তিমিরশ্চাক্ষরীবাংশ্চ সপ্ত সপ্তর্ষয়োহভবন ॥ ৮  
চৈত্রাকিম্পুরুষাদ্যাস্ত স্মৃতাঃ স্বারোচিষস্ত তু ।  
দ্বিতীয়মেতদাখ্যাতমস্তরং শৃণু চৌত্তমম্ ॥ ৯  
তৃতীয়েহপ্যাস্তরে চৈব উত্তমো নাম বৈ মম্বঃ ।  
সুশাস্তিস্তর দেবেস্তো বক্রবা মত্রকর্ষণঃ ॥ ১০  
সুধামানস্তথা সত্যা শিবাশ্চাথ প্রতর্দনঃ ।  
বশবর্ত্তনঃ পঠৈতে গণা দাদশকাঃ স্মৃতাঃ ॥ ১১  
রজোগোত্রোর্জিবাহুশ্চ সর্বনশ্চানঘস্তথা ।  
সুতপা : শুক্র ইতোতে সপ্ত সপ্তর্ষয়োহভবন ॥  
তামসস্তাস্তরে দেবাঃ সুরা বা হরয়স্তথা ।  
সত্যাস্ত সুধিষ্টৈশ্চ সপ্তবিংশতিক গণাঃ ॥ ১৩  
শিবিরস্তস্তথৈবাসীচ্ছতযজ্ঞোপলক্ষণঃ ।  
বক্রব শস্তরে ভক্তো মহাদেবার্চনে রতঃ ॥ ১৪

তেছে। কল্পের আদিতে স্বায়ম্ভুব মনস্তর  
আমি বলিয়াছি ; তার পর স্বারোচিষ মন-  
স্তরের বিষয় শ্রবণ করুন। স্বারোচিষ মন-  
স্তরে পারাবত তুষিত আদি দেবতা ; তখন  
বিপশ্চিন্য়নামক দেবরাজ অসুর বিনাশ করিয়া-  
ছিলেন। উর্জ, স্তম্ব, প্রাণ, দন্তোলি,  
বৃষভ, তিমির ও অক্ষরীবান, এই সপ্তর্ষি।  
স্বারোচিষের চৈত্র, কিম্পুরুষ প্রভৃতি পুত্র  
জন্মিয়াছিল। এই দ্বিতীয় মনস্তরের বিষয়  
আখ্যাত হইল, তার পর উত্তম মনস্তর শ্রবণ  
করুন। ১—৯। তৃতীয় মনস্তরের উত্তমনামা  
মম্ব। সেই মনস্তরে শক্রবিনাশক সুশাস্তি-  
নামক দেবরাজ। সুধামা, সত্য, শিব,  
প্রতর্দন, বশবর্ত্তী—দেবতা এই পাঁচ ভাগে  
দাদশগণে বিভক্ত। রজঃ, গোত্র, উর্জ-  
বাহু, সর্বন, অনঘ, সুতপা ও শুক্র  
ইহারা সপ্তর্ষি হইয়াছিলেন। তামস মন-  
স্তরে সুরাব, হরি, সত্য, ও সুধা প্রভৃতি  
সপ্তবিংশতি গণদেবতা। শক্র



জ্যোতির্ধাম পৃথুঃ কাব্যাক্ষৈত্রোহগ্নিবরুণস্তথা ।  
 পীবরস্বযশো হেতে সপ্ত তত্রাপি চান্তরে ॥ ১৫  
 পঞ্চমে চাপি বিশেষ্য্য রৈবতো নাম নামতঃ ।  
 মনুবিভূশ্চ তত্রেষ্য্য ভুবানুরমর্দনঃ ॥ ১৬  
 অমিতা ভূতয়ন্তত্র বৈকুণ্ঠাশ্চ সুরোত্তমঃ ।  
 এতে দেবগণাস্তত্র চতুর্দশ চতুর্দশ ॥ ১৭  
 হিরণ্যারোমা বেদশ্রীর্কর্কবাহস্তথৈব চ ।  
 বেদবাহুঃ সুবাহুশ্চ সপর্জন্তো মহামুনিঃ ।  
 এতে সপ্তর্ষয়ো বিপ্রান্ত্রাস্ত্রাসন রৈবতেহস্তরে ॥  
 স্বারোচিষশ্চোত্তমশ্চ তামসো রৈবতস্তথা ।  
 প্রিয়ত্রতাশ্চিত্তা হেতে চত্বারে মনবঃ স্মৃতাঃ ॥  
 ষষ্ঠে মন্বন্তরে চাপি চাক্ষুষস্ত মনুর্দ্বিজাঃ ।  
 মনোজবন্তথৈবেশ্য্যো দেবাশ্চৈব নিবোধত ॥  
 আদ্যাঃ প্রসূতা ভব্যশ্চ পৃথুকাশ্চ দিবৌকসঃ ।  
 মহানুভাবা লেখাশ্চ পট্টৈতে হৃষ্টকা গণাঃ ॥ ২১  
 সুরমেধা বিরজাশ্চৈব হবিষ্মানুভ্রমো মধুঃ ।  
 অভিমানঃ সন্ধিক্ষুশ্চ সপ্তাসনৃষয়ঃ শুভাঃ ॥ ২২  
 বিবস্বতঃ সূতো বিপ্রাঃ শ্রাদ্ধদেবো মহাত্মাঃ

কারী, শক্ররতন, মহাদেবের পূজায় নিরত  
 শিবি ইন্দ্র হইয়াছিলেন। জ্যোতির্ধাম,  
 পৃথু, কাব্য, চৈত্র, অগ্নি, বরুণ ও পীবর, সেই  
 মন্বন্তরে ইহার সপ্তর্ষি। হে বিপ্রগণ!  
 পঞ্চম মন্বন্তরে রৈবতনামা মনু এবং অশুর-  
 মর্দনকারী বিভূ ইন্দ্র হইয়াছিলেন। অমিত  
 ভূতি ও বৈকুণ্ঠনামক চতুর্দশ ভাগে বিভক্ত  
 চতুর্দশ গণদেবতা। হে বিপ্রগণ! হিরণ্য-  
 রোমা, বেদশ্রী, উর্কবাহু, বেদবাহু, সুবাহু ও  
 সপর্জন্ত, রৈবতমন্বন্তরে এই সাত জন  
 সপ্তর্ষি। স্বারোচিষ, উত্তম, তামস ও রৈবত,  
 এই চারি মনু প্রিয়ত্রতের বংশজাত। হে  
 দ্বিজগণ! ষষ্ঠমন্বন্তরে চাক্ষুষ নামক মনু এবং  
 মনোজবনামক ইন্দ্র ও দেবগণের বিষয়  
 জবণ করুন। ১০—২০। আদ্য, প্রসূত, ভব্য,  
 পৃথুক ও লেখ, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত  
 মহানুভব দেবতা; ইহাদের প্রত্যেকের অষ্টগণ।  
 সুরমেধা, বিরজা, হবিষ্মান, উত্তম, মধু অভি-  
 মান ও সন্ধিক্ষু ইহার সপ্তর্ষি ছিলেন। হে

মনুঃ স বর্ততে ধীমান্ সান্দ্রতং সপ্তমেহস্তরে  
 আদিত্য বসবো রুদ্রা দেবাস্তত্র মরুদগণাঃ ।  
 পুরন্দরস্তথৈবেশ্য্যো বভূব পরবীরহা ॥ ২৪  
 বসিষ্ঠঃ কশ্যপশ্চাত্ত্রিজমদগ্নিশ্চ গৌতমঃ ।  
 বিশ্বামিত্রো ভরদ্বাজঃ সপ্ত সপ্তর্ষয়োহস্তবন ॥ ২৫  
 বিষ্ণুশক্তিঃ নোপম্যা সঙ্ঘোদ্রজা স্থিতা স্থিতৌ  
 তদংশভূতা রাজানঃ সর্কে চ ত্রিদিবৌকসঃ ॥ ২৬  
 স্বায়ম্ভুবেহস্তরে পৃথ্বীকৃত্যাং মানসঃ সূতঃ ।  
 কচেঃ প্রজাপতের্জজ্ঞে তদংশেনাভবদ্বিজাঃ ॥  
 ততঃ পুনরসৌ দেবঃ প্রাপ্তে স্বারোচিষেহস্তরে  
 তুষ্টিত্যাং সমুৎপন্নস্তৃষিতৈঃ সহ দৈবতৈঃ ॥ ২৮  
 ঔত্তমেহ্যস্তরে বিষ্ণুঃ সর্পিত্যঃ সহ সুরোত্তমঃ ।  
 সত্যায়ামভবৎ সত্যঃ সত্যরূপো জনর্দনঃ ॥ ২৯  
 তামসস্তাস্তরে চৈব সম্প্রাপ্তে পুনরৈব হি ।  
 হর্যায়াম্ হরিভির্দৈবৈর্হরিরৈবাতবন্ধরিঃ ॥ ৩০  
 রৈবতেহ্যস্তরে চৈব সন্তান্যাসৌ হরিঃ ।

বিপ্রগণ! সম্প্রতি সপ্তম মন্বন্তরে মহাত্মা  
 শ্রীমান্ স্বর্ঘ্যের পুত্র আদ্যদেবই মনু। এই  
 মন্বন্তরে আদিত্য, বসু, রুদ্র ও মরুদগণ  
 দেবতা এবং শক্রসংহারকারী পুরন্দর ইন্দ্র।  
 বসিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্র জমদগ্নি, গৌতম, বিশ্বা-  
 মিত্র ও ভরদ্বাজ এই সাতজন সপ্তর্ষি। এই  
 মন্বন্তরে অনুরমা, সঙ্ঘগণাবলম্বী, বিষ্ণুশক্তি  
 রক্ষার জন্য অবস্থিত; সমুদয় রাজগণ ও  
 দেবতাবর্গ তাঁহারই অংশ-সমুত। হে দ্বিজ-  
 গণ! স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পুরাকালে আকৃতির  
 গর্ভে রূচি প্রজাপতির এক মানস-পুত্র (বিষ্ণু)  
 জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার অংশে রোচ্য-  
 মনুর জন্ম হয়। অনন্তর পুনরায় স্বারোচিষ  
 মন্বন্তর উপস্থিত হইলে ঐ দেব তৃষ্টিতার গর্ভে  
 তুষিত দেবগণের সাহিত্য উৎপন্ন হইয়া-  
 ছিলেন। ঔত্তম মন্বন্তরে সুরোত্তম সত্যরূপ  
 জনর্দন বিষ্ণু সত্যার গর্ভে সত্য নামে উৎপন্ন  
 হইয়াছিলেন। তামস মন্বন্তর উপস্থিত হইলে  
 পুনরায় হর্যায়ার গর্ভে হরি দেবগণের সহিত  
 হরিরূপে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ২১—৩০।  
 বৈবরত মন্বন্তরে সন্তান্যার গর্ভে মহাত্মা হরি

সকুতো মানসৈঃ সার্কঃ দেবৈঃ সহ মহাশ্রুতিঃ ।

চাক্ষুযেহপ্যন্তরে চৈব বৈকুণ্ঠঃ পুরুষোত্তমঃ ।

বিকুণ্ঠায়ামসৌ জজ্ঞে বৈকুণ্ঠৈর্দৈবতৈঃ সহ ॥ ৩২

মহন্তরেহত্র সম্প্রাপ্তে তথা বৈবস্বতেহন্তরে ।

বামনঃ কণ্ঠশাঙ্খিহরদিত্যাং সম্বভূব হ ॥ ৩৩

ত্রিভিঃ ক্রমৈরিমানলোকান্ জিত্বা যেন মহাত্মনা

পূরন্দরায় ত্রৈলোক্যং দত্তং নিহতকণ্টকম্ ॥ ৩৪

ইত্যোতান্তনবস্তন্ত সন্তমস্বন্তরেবু বৈ ।

সন্ত চৈবাভবন্ বিপ্রা যান্তিঃ সংরক্ষিতাঃ প্রজাঃ

যস্মাৎশিশুমিদং কৃৎস্নং বামনেন মহাত্মনা ।

তস্মাৎ সর্কৈঃ স্মৃতো বিকুর্বিবেশধাতোঃ

প্রবেশনাৎ ॥ ৩৬

এষ সর্কঃ সৃজত্যাদৌ পাতি হস্তি চ কেশবঃ ।

ভূতান্তরাষ্ট্রা ভগবান্ নারায়ণ ইতি ঋতিঃ ॥ ৩৭

একাংশেন জগৎ সর্কঃ ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ

চতুর্দ্ধা সংস্থিতো ব্যাপী সন্তপো নিষ্ঠগোহপি চ

মানস দেবগণের সহিত মানসপুত্ররূপে আবি-

র্ভূত হইয়াছিলেন । চাক্ষুষ মনস্তরে পুরুষোত্তম

বৈকুণ্ঠ, বিকুণ্ঠার গর্ভে বৈকুণ্ঠ দেবগণের

সহিত জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন । এই বৈব-

স্বত মনস্তর সমাগত হইলে বিষ্ণু কণ্ঠপ হইতে

অদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন । এই মহাত্মাই তিন পাদাবক্ষেপে

এই সমস্ত লোক জয় করিয়া নিষ্কণ্টক লোকত্রয়

ইত্যেক দান করিয়াছিলেন । ‘হ বিপ্রগণ !

এইরূপে যথাক্রমে সন্ত মনস্তরে ভগবানের

দেহ সন্তরূপে প্রকটিত হইয়াছিল, ইহা দ্বারাই

প্রজাসকল সংরক্ষিত হইয়াছিল । মহাত্মা

বামনকর্তৃক এই সমস্ত বিশ্বই আক্রান্ত হইয়া-

ছিল, এইজন্যই প্রবেশার্থক ‘বিশ’ ধাতু

হইতে বিষ্ণুশব্দের উৎপত্তি, ইহাই সকলের

মত । এই সর্কভূতের অন্তরাষ্ট্রা নারায়ণ

ভাগবান্ কেশবই প্রথমে সকলের সৃষ্টি, পরে

পালন এবং শেষে সকলের নিধন করিয়া

ধাকেন, ইহাই ঋতি । এই নারায়ণই এক

অংশে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া আছেন এবং

ইনিই নিষ্ঠগ হইয়াও গুণবশে চারিভাগে

একা ভগবতো মূর্ত্তির্জানরূপা শিবামলা ।

বাসুদেবাভিধানা সা গুণাতীতা সুনিকলা ॥ ৩৯

দ্বিতীয়া কালসংজ্ঞাতা তামসী শিবসংজ্ঞিতা ।

নিহন্ত্রী সকলশাস্ত্রে বৈষ্ণবী পরমা তমুঃ ॥ ৪০

সম্বোদিতা তৃতীয়াস্তা প্রহ্লায়েতি চ সংজ্ঞিতা

জগৎ সংস্থাপয়েদ্বিধং সা বিষ্ণোঃ প্রকৃতির্জবা

চতুর্থী বাসুদেবস্ত মূর্ত্তির্ত্রয়োতি সংজ্ঞিতা ।

রাজসৌ চানিরুদ্ধাখ্যা প্রহ্লায়সৃষ্টিকারিকা ॥ ৪২

যঃ স্বপিত্যখিলং হত্বা প্রহ্লায়েন সহ প্রভুঃ ।

নারায়ণখ্যো ব্রহ্মাসৌ প্রজাসর্গং করোতি সঃ

যাসৌ নারায়ণতমুঃ প্রহ্লায়াখ্যা শুভা স্মৃতা ।

তদ্বা সম্বোধয়েদ্বিধং সদেবাসুরমাহুযম্ ॥ ৪৪

সৈব সর্কজগৎস্থিতিঃ প্রকৃতিঃ পরিকীর্তিতা ।

বাসুদেবো হনস্তাষ্ট্রা কেবলো নিষ্ঠগো হরিঃ

প্রধানং পুরুষঃ কালস্তত্ত্বত্রয়মহুযম্ ।

বিভক্ত হইয়া জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন ।

তাঁহার একা যে মূর্ত্তি—জানস্বরূপা, কলাপ-

দায়িকা, নিশ্চলা, কলারহিতা ও গুণাতীতা ;

তাহাই “বাসুদেব” নামে প্রথিত । অতঃপ-

শ্চ তামসী দ্বিতীয়মূর্ত্তি, তাহাই “শিব” নামক,

ইহারই সংজ্ঞান্তর কাল ; এই বৈষ্ণবী

পরমা তমুই প্রলয়কালে সকলের নিধন সাধন

করেন । ৩১—৪০ । সম্বোধনোদ্ভিক্তাধে অস্তা

তৃতীয়া ভাগবতী মূর্ত্তি, তাঁহাকেই “প্রহ্লায়”

নামে কীর্ত্তন করা যায় । এই প্রহ্লায়সংজ্ঞিতা

ভাগবতী নিত্যা প্রকৃতিই সমস্ত জগৎ

সংস্থাপন করেন । বাসুদেবের যে চতুর্থী

মূর্ত্তি—যাহা ব্রজোক্তগাথিত, তাহাই প্রহ্লায়ের

সৃষ্টিকারিকা “অনিরুদ্ধ” বলিয়া কীর্ত্তিত হয়

এবং ইহাই ব্রহ্মা নামে অভিহিত হয় ।

যে প্রভু সমস্ত নিহত করিয়া প্রহ্লায়ের সহিত

নিজা যান, সেই নারায়ণ নামক ব্রহ্মাই

প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন । প্রহ্লায়া-

জ্ঞিতা যে শুভা নারায়ণতমু, তিনিই

দেবাসুর মনুষ্যাदि-সহিত সমস্ত বিশ্বকেই

বিমোহিত করেন । সেই একমাত্র অনন্তমূর্ত্তি,

নিষ্ঠগ, বাসুদেব হরিই সকল জগৎপ্রস্থতি

কান্দেবাস্তকং নিত্যমেতদ্বিজায় মুচ্যতে ॥ ৪৬

একধেদং চতুস্পাদং চতুর্ভূ পুনরুচ্যতঃ ।

বিভেদ বাসুদেবোহনৌ প্রত্যয়ে ভগবান্ হরিঃ

কৃষ্ণৈশ্যায়নো ব্যাসো বিষ্ণুর্নারায়ণঃ স্বয়ম্ ।

অপান্তরতমাঃ পূর্ণং শ্বেচ্ছয়া হস্তাঙ্গরিঃ ॥ ৪৮

অনাষ্টান্তং পরং ব্রহ্ম ন দেবা ঋষয়ো বিহঃ ।

একোহয়ং বেদ ভগবান্ ব্যাসো নারায়ণঃ প্রভুঃ

ইত্যেতদ্বিকৃমাহাশ্চা কথিতং মুনিসত্তমাঃ ।

এতৎ সত্যং পুনঃ সত্যমেবং জ্ঞাত্বা ন মুহতি ॥

ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে পূর্ব ভাগে

মহত্তরকীর্তনে বিষ্ণুমাহাত্ম্যো

পঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫০ ॥

প্রকৃতিস্বরূপ। প্রধান, পুরুষ, কাল এবং  
অল্পতম তত্ত্বত্রয়—যে ব্যক্তি বাসুদেবাস্তক  
এই নিত্য বিষয় সকল অবগত হইতে পারেন,  
তিনিই মুক্তি লাভ করেন। সেই অচ্যুত,  
বাসুদেব, প্রত্যয় ভগবান্ হরি, চতুস্পাদ  
এককে (বেদকে) চারিভাগে বিভক্ত করিয়া-  
ছেন। বিষ্ণু নারায়ণ স্বয়ং হরিই শ্বেচ্ছাক্রমে  
বিত্ত্বান্তরাত্মা কৃষ্ণৈশ্যায়ন ব্যাসরূপে জন্ম-  
গ্রহণ করিয়াছেন। ঋষি বা দেবতা সর্জন,  
কেহই অনাদি অনন্ত পরম ব্রহ্মকে অবগত  
নহেন; একমাত্র সেই নারায়ণরূপী ভগবান্  
বাসই অবগত আছেন। তে মুনিসত্তমগণ!  
এই সেই ভগবান্ বিষ্ণু মাহাত্ম্য কথিত  
হইল। ইহা সত্য—নিশ্চয়ই সত্য; ইহা  
অবগত হইলেই মুক্ত হয়। ৪১—৫০।

পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

স্মৃত উবাচ ।

অস্মিন্ মনস্তরে পূর্বং বর্তমানে মহান্ প্রভুঃ ।

দ্বাপরে প্রথমে ব্যাসো মনুঃ স্বায়ম্ভুবো মতঃ ॥ ১

বিভেদ বহুধা বেদং নিয়োগাদব্রহ্মণঃ প্রভোঃ ।

দ্বিতীয়ে দ্বাপরে চৈব বেদব্যাসঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২

তৃতীয়ে চোশন্য ব্যাসশ্চতুর্থে স্মাদব্রহ্মপতিঃ ।

সবিতা পঞ্চমে ব্যাসঃ ষষ্ঠে মৃত্যুঃ প্রকীর্তিতঃ ॥ ৩

সপ্তমে চ তথৈবেব্রো বাশিষ্ঠশ্চাষ্টমে মতঃ ।

সারস্বতশ্চ নবমে ত্রিধামা দশমে মতঃ ॥ ৪

একাদশে তু ঋষভঃ স্মৃতেজা দ্বাদশে স্মৃতঃ ।

ত্রয়োদশে তথা ধর্ম্যঃ স্মৃৎশ্চ চতুর্দশে ॥ ৫

ত্রয়্যাক্ষণিঃ পঞ্চদশে যোড়শে তু ধনঞ্জয়ঃ ।

কৃতঞ্জয়ঃ সপ্তদশে হষ্টাদশে ঋতঞ্জয়ঃ ॥ ৬

ততো ব্যাসো ভরদ্বাজস্তস্মাদুর্দ্ধ্ব গৌতমঃ ।

বাচস্পতিশ্চৈকবিংশে তস্মান্নারায়ণঃ পরঃ ॥ ৭

তুণবিস্ময়মোবিংশে বাস্মীকিস্তৎপরঃ স্মৃতঃ ।

পঞ্চবিংশে তথা শত্রুঘ্নঃ ষড়্বিংশে তু পরাশরঃ ।

সপ্তবিংশে তথা ব্যাসো জাতুকণ্যো মহামুনিঃ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় ।

স্মৃত কহিলেন,—এই যে মনস্ত। বর্তমান,  
ইহাতে পূর্বকালে প্রথম দ্বাপরযুগে প্রভু  
মহাত্মা স্বায়ম্ভুব মনু “ব্যাস” হইয়াছিলেন;  
প্রভু ব্রহ্মার নিয়োগানুসারে তিনি বেদকে  
বহুভাগে বিভক্ত করেন। দ্বিতীয় দ্বাপরযুগে  
প্রজাপতি ব্যাস হইয়াছিলেন। তৃতীয়  
দ্বাপরে উশনা ব্যাস হইয়াছিলেন। ব্রহ্মপতি  
চতুর্থ দ্বাপরে, সবিতা, পঞ্চম দ্বাপরে, মৃত্যু  
ষষ্ঠ দ্বাপরে, ইন্দ্র সপ্তম দ্বাপরে, বাশিষ্ঠ অষ্টমে,  
সারস্বত নবমে, ত্রিধামা দশমে, ঋষভ একা-  
দশে, স্মৃতেজা দ্বাদশে, ধর্ম্য ত্রয়োদশে,  
সচক্ষু চতুর্দশে, ত্রয়্যাক্ষণি পঞ্চদশে, ধনঞ্জয়  
ষোড়শে, কৃতঞ্জয় সপ্তদশে, ঋতঞ্জয় অষ্টাদশে,  
ভরদ্বাজ একোনবিংশে, গৌতম বিংশে, বাচ-  
স্পতিঃ একবিংশে, নারায়ণ দ্বাবিংশে, তুণবিস্ময়-  
ত্রয়োবিংশে, বাস্মীক চতুর্বিংশে, শত্রু

অষ্টবিংশে পুনঃপ্রাপ্তে হস্মিন বেদোপরে দ্বিজাঃ  
পরাশরস্মৃতো ব্যাসঃ কৃষ্ণদৈপায়নোহভবৎ ।  
স এব সৰ্ববেদানাং পুরাণানাং প্রদর্শকঃ । ১০  
পরাশর্যো মহাযোগী কৃষ্ণদৈপায়নো হরিঃ ।  
আরাধ্য দেবমীশানাং দৃষ্টা স্বহা ত্রিলোচনম্ ॥ ১১  
তৎপ্রসাদাদসৌ ব্যাসঃ বেদানামকরোৎ প্রভুঃ  
অথ শিষ্যান্ স জগ্ৰাহ চতুরো বেদপারগান্ ॥ ১২  
জৈমিনিঞ্চ স্রুমন্তঞ্চ বৈশম্পায়নমেব চ ।  
পৈলং তেষাং চতুর্থঞ্চ পঞ্চমং য়াঃ মহামুনিঃ ॥ ১৩  
ঋগ্বেদপাঠকং পৈলং জগ্ৰাহ স মহামুনিঃ ।  
যজুর্বেদপ্রবক্তারং বৈশম্পায়নমেব চ ॥ ১৪  
জৈমিনিং সামবেদস্ত পাঠকং সৌহরপদ্যত ।  
ভথৈবাত্মর্কবেদস্ত স্রুমন্তমুণিসন্তমম্ ।  
ইতিহাসপুরাণানি প্রবক্তুং যামযোজয়ৎ ॥ ১৫  
এক আসীদযজুর্বেদস্ত চতুর্কী প্রকল্পয়ৎ ।  
চতুর্হোত্রমভূৎ তস্মিন্বেতন যজ্ঞমথাকরোৎ ॥ ১৬  
আধ্বর্যবং যজুর্ভিঃ স্তাদগ্নিহোত্রং দ্বিজোত্তমঃ

ঔগাডঃ সামভিচ্চক্রে ব্রহ্মবক্ষ্যাপ্যধর্মভিঃ ॥ ১৭  
তঃ সত্রে চ উক্লুভ্য ঋগ্বেদং কৃতবান্ প্রভুঃ ।  
যজুংষি তু যজুর্বেদং সামবেদস্ত সামভিঃ ॥ ১৮  
একবিংশতিভেদেন ঋগ্বেদং কৃতবান্ পুরা ।  
শাখানাস্ত শতেনৈব যজুর্বেদমথাকরোৎ ॥ ১৯  
সামবেদং সহস্রেন শাখানাং প্রবিভেদ সঃ ।  
অধর্কায়মথো বেদং বিভেদ নবকেন তু ।  
ভেদৈরষ্টাদশৈর্ব্যাসঃ পুরাণং কৃতবান্ প্রভুঃ ॥ ২০  
সৌহর্যমেকশ্চতুষ্পাদো বেদঃ পূর্বে পুরাতনঃ  
ওঙ্কারো ব্রহ্মণো জাতঃ সর্বদোষবিশোধনঃ ॥ ২১  
বেদবেদো হি ভগবান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ ।  
স গীয়তে পরো বেদৈর্ঘো বেদৈনং স বেদবিৎ  
এতৎ পরতরং ব্রহ্ম জ্যোতিরানন্দমুত্তমম্ ।  
বেদাক্যোদিতং ত্বং বাসুদেবঃ পরং পদম্ ॥  
রেদবিদ্যাযামিমাং বেত্তি বেদং বেদপরো মুনিঃ ।  
অবেদ্যং পরমং বোত্তি বেদনিষ্ঠঃ সদেধরঃ ॥ ২৪  
স বেদবেদো ভগবান্ বেদমূর্তির্মহেশ্বরঃ ।

পঞ্চবিংশে, পরাশর ষড়্বিংশে এবং সপ্ত-  
বিংশ দ্বাপর যুগে মহামুনি জাতুকণ্য ব্যাস  
হইয়াছিলেন। হে দ্বিজগণ! তৎপরে এই  
অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে প্রাপ্ত হইলে  
পরাশরের পুত্র কৃষ্ণদৈপায়ন ব্যাস হইয়াছেন।  
ইনিই বেদ ও পুরাণ সকলের প্রদর্শক। ১—  
১০। পরাশরের অংশ, পরাশর-স্মৃত, মহা-  
যোগী প্রভু কৃষ্ণ দৈপায়ন, দেবদেব ঈশানের  
আরাধনা করিয়া তাঁহার প্রসাদেই বেদ সক-  
লের বিভাগ করিয়াছেন। অনন্তর তিনি  
জৈমিনি, স্রুমন্ত, বৈশম্পায়ন ও পৈল-নামক  
বেদপারগ শিষ্যচতুষ্টয়কে এবং তাঁহাদিগের  
পঞ্চম আয়াকে ক্রমশঃ শিক্ষা দিয়াছেন।  
তদ্বধ্যে পৈল ঋগ্বেদপাঠক, বৈশম্পায়ন যজু-  
র্বেদবক্তা, জৈমিনি সামবেদপাঠক, ঋষিসন্তম  
স্রুমন্ত অথর্কবেদের বক্তা এবং আমি ইতিহাস  
ও পুরাণাদির বক্তা হইয়াছি। যজুর্বেদ এক  
ছিল, তাহা চারিভাগে প্রকল্পিত হইয়াছে;  
সেই জন্তই তাহা দ্বারা চতুর্হোত্র যজ্ঞ হই-  
য়াছে। হে দ্বিজোত্তমসকল! যজুঃ সকল

দ্বারাই আধ্বর্যব হইয়াছে এবং ঋক্ মন্ত্র দ্বারা  
হোত্র হইয়াছে। আর সাম দ্বারাই ঔগাড  
এবং অধর্কমন্ত্র দ্বারাই ব্রহ্মবক্ষ্য করিত হই-  
য়াছে। ১১—১৭। তৎপরে প্রভু বেদব্যাস  
ঋক্ দ্বারা ঋগ্বেদ উদ্ধার করিয়াছেন; যজু-  
র্বেদকে যজুঃ ও সামবেদকে সাম সকল দ্বারা  
উদ্ধার করিয়াছেন। পূর্বে ঋগ্বেদকে এক-  
বিংশতি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। যজু-  
র্বেদকে একশত শাখায়, সামবেদকে এক  
সহস্র শাখায় এবং অথর্কবেদকে নয় শাখায়  
বিভক্ত করিয়াছেন; আর ব্যাস পুরাণকে  
অষ্টাদশ ভাগে কল্পিত করিয়াছেন। এই এক-  
মাত্র সর্বদোষবিশোধন ওঙ্কারই সেই পুরা-  
তন চতুষ্পাদ বেদ; ইহার ব্রহ্ম হইতে পূর্বে  
উৎপন্ন। ভগবান্ সনাতন বাসুদেবই এক-  
মাত্র বেদ সকল দ্বারা বিজ্ঞেয়, তিনিই বেদে  
পরিণীত হন; স্মৃতরাং ইহাকে যিনি জানেন,  
তিনিই বেদবিৎ। এই যে ভগবান্ বাসু-  
দেব, ইনিই পরতর ব্রহ্ম, আনন্দময় উত্তম  
জ্যোতিঃ, বেদবাক্যোদিত পরম ত্বৎ এবং

স এব বেদ্যা বেদন্ত তমেবাশ্রিতা মুচ্যতে ॥২৫॥  
ইত্যেতদক্ষরং বেদমোক্ষারং বেদমব্যয়ম্ ।  
অবেদ্যক বিজানাত্তি পারাণর্থো মহামুনিঃ ॥২৬॥  
ইতি ত্রীকোণ্যে মহাপুরাণে পূৰ্ব্বভাগে বেদ-  
ব্যাসকথনে একপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

বেদব্যাসাবতারানি দ্বাপর্য কথিতানি তু ।  
মহাদেবাবতারানি কলৌ শৃণুত সুরতাঃ ॥ ১ ॥  
আদৌ কলিযুগে য়েতো দেবদেবো মহাত্মাতিঃ  
নান্না হিতায় বিপ্রাণামভূতৈবস্বহেহস্তবে ॥ ২ ॥  
ত্মিবচ্ছিন্নরে রম্যে সকলে পরিতোস্তমে ।  
ভক্ত শিষ্যাঃ প্রশিষ্যান্ত বভূবুর্মহাপ্রভাঃ ॥ ৩ ॥

পরমপদ । বেদনিষ্ঠ মুনিগণ এই বেদবিদ্যা  
বা বেদকে জানেন । কিন্তু যারা উৎকৃষ্ট ও  
অবেদ্য অর্থাৎ জ্ঞানের অবিসমীকৃত, তাহা  
সদা বেদপ্রতিপাদ্য ঈশ্বরই জানেন, সুতরাং  
সেই বেদবেদ্য ভগবান্ বেদমুক্তি মহেশ্বরই  
একমাত্র বেদ্য ও বেদস্বরূপ । তাঁহাকে  
আশ্রয় করিলেই মুক্তি হয় । পরাশরসূত  
মহামুনি বাসদেব এই অক্ষর, বেদ্য,  
ওঙ্কাররূপী, অব্যয় বেদ ও পুণ্ড্রোক্ত অব্যয়  
বিরয়ও জ্ঞাত আছেন । ১৮—২৬ ।

একপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় ।

সূত কহিলেন,—হে দ্বিজগণ ! দ্বাপরযুগে  
বেদব্যাসের অবতার সকল কথিত হইল;  
সম্প্রতি কলিযুগে মহাদেবের অবতার সকল  
বর্ণিত হইতেছে, শ্রবণ করুন । বৈবস্বত মন-  
ন্তরে প্রথম কলিযুগে ব্রাহ্মণের চিত্তের নিমিত্ত  
সমস্ত পৰ্ব্বত অপেক্ষা উত্তম মনোহর হিমালয়  
শিখরে মহাত্মাতি দেবদেব য়েত নামে উদ্ভূত

য়েতঃ য়েতশিখরৈশ্চ য়েতান্তঃ য়েতলোহিতঃ ।  
চত্বারস্তে মহাত্মানো ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ৪ ॥  
সুতারো মদনশ্চৈব সুহোত্রাঃ কঙ্কণতথা ।  
লোকাঙ্কিত্বথ যোগীন্দ্রো জৈগীষব্যোহথ সপ্তমে  
অষ্টমে দধিবাহঃ স্ত্রাববমে ঋষভঃ প্রভুঃ ॥ ৫ ॥  
ভৃগুশ্চ দশমে প্রোক্তস্তস্মাদুগ্রঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ৬ ॥  
দ্বাদশেহত্রঃ সমাখ্যাতো বালী বাথ ত্রয়োদশে  
চতুর্দশে গোতমশ্চ বেদশীর্ষা ততঃ পরঃ ॥ ৭ ॥  
গোকর্ণশ্চাতবৎ তস্মাদুগ্রহাবাসঃ শিখণ্ডধৃক্ ।  
জটামাল্যট্টহাসশ্চ দাক্ষকো লাজলী তথা ॥ ৮ ॥  
মহায়ামো মুনিঃ শূলী পিণ্ডমুণ্ডীশ্বরঃ স্বয়ম্ ।  
সহিষ্ণুঃ সোমশশ্রা চ নকুলীশ্বর এব চ ॥ ৯ ॥  
বৈবস্বতেহস্তরে শস্তোরবতারান্তিশূলিনঃ ।  
অষ্টাবংশতিরাম্যাতা হস্তে কলিযুগে প্রভে ॥ ১০ ॥  
তীর্থে কায়াবতারে স্তাদেবেশো নকুলীশ্বরঃ ॥ ১১ ॥  
তত্র দেবাধিদেবস্ত চত্বারঃ সূতপোষনাঃ ॥ ১২ ॥

হইয়াছিলেন । তাঁহার অনেক অমিতপ্রভ  
শিষ্য ও প্রশিষ্য হইয়াছিল । তখন য়েত,  
য়েতশিখ, য়েতান্ত ও য়েতলোহিতনামক  
বেদপারগ মহাত্মা চারিজন ব্রাহ্মণ ছিলেন !  
পরে দ্বিতীয় হইতে ষষ্ঠ কলিযুগ পর্য্যন্ত যথ-  
ক্রমে সুতার, মদন, সুহোত্র, কঙ্কণ, যোগীন্দ্র  
ও লোকাঙ্কি মহাদেবের অবতার হইয়া-  
ছিলেন । সপ্তম কলিযুগে মহাদেবের অবতার  
হইয়াছিলেন জৈগীষব্য । অষ্টমে দধিবাহ,  
নবমে প্রভু ঋষভ, দশমে ভৃগু, একাদশে উগ্র,  
দ্বাদশে অত্র, ত্রয়োদশে বালী, চতুর্দশে  
গোতম, পঞ্চদশে বেদশীর্ষা, ষোড়শে গো-  
কর্ণ, সপ্তদশে গুহাবাসী শিখণ্ডধৃক, অষ্টাদশে জট-  
মালী, একোবিংশে অট্টহাস, বিংশে দাক্ষ,  
একবিংশে লাজলী, দ্বাবিংশে মহায়াম,  
ত্রয়োবিংশে মুনি, চতুর্বিংশে শূলী, পঞ্চবিংশে  
পিণ্ডমুণ্ডীশ্বর, ষড়্বিংশে সহিষ্ণু, সপ্তবিংশে  
সোমশশ্রা এবং অষ্টাবিংশ কলিযুগে স্বয়ং  
নকুলীশ্বর মহাদেবের অবতার । বৈবস্বত  
মনন্তরে অন্ত্য কলিযুগে কায়াবতার তীর্থে  
দেবেশ নকুলীশ্বর ত্রিশূলী মহাদেবের অষ্টা-

শিষ্য্য বহুবৃশ্চাশ্চেষাং প্রত্যেকং মুনিপুঞ্জবাঃ ।  
 প্রসন্নমনসো দাস্তা ঐশ্বরীঃ ভক্তিমান্বিতাঃ ।  
 ক্রমেণ তান্ প্রবক্ষ্যামি যোগিনো যোগবিস্তমান  
 হৃদ্বৃতিঃ শতরূপশ্চ ঋচীকঃ কেতুমাংস্তথা ।  
 বিশোকশ্চ বিকেশশ্চ বিশাখঃ শাপনাশনঃ ॥ ১৩  
 অমুখো হুমুখশ্চৈব হৃদমো হুরতিক্রমঃ ।  
 সনকশ্চ সনন্দশ্চ কুমারশ্চ সনাতনঃ ॥ ১৪  
 বাকলশ্চ মহাযোগী ধর্ম্মাশ্রানো মহোত্তমঃ ।  
 সুনামা বিরজাশ্চৈব শঙ্খবাণ্যজ এব চ ॥ ১৫  
 সাবস্বতস্তথ মেঘো ঘনবাহঃ সুবাহনঃ ।  
 কপিলশ্চ অশুরিশ্চৈব বোদুঃ পঞ্চশিখো মুনিঃ ॥ ১৬  
 পরাশরশ্চ গর্গশ্চ ভার্গবশ্চাক্ষিরাস্তথা ।  
 চলবন্ধুনিরামিত্রঃ কেতুশ্চ স্তপোধনাঃ ॥ ১৭  
 লক্ষোদরশ্চ লবশ্চ লম্বাক্ষো লম্বকেশকঃ ।  
 সর্ষঙ্গঃ সমবুদ্ধিশ্চ সাধ্যা সাধ্যান্তধৈব চ ॥ ১৮  
 অধ্যামা কাঞ্চনশ্চাখ বশিষ্ঠো বিরজাস্তথা ।  
 অত্রিকগ্রস্তথা চৈব অবণোহথ সুরৈদ্যকঃ ॥ ১৯  
 কুণশ্চ কুণিবাহুশ্চ কুশরীরঃ কুনেত্রকঃ ।  
 কস্তপো হাশনা চৈব চ্যবনোহথ বৃহস্পতিঃ ॥ ২০

উত্থো বামদেবশ্চ মহাকাযো মহানিলঃ ।  
 বাচঃশ্রবাঃ সুরেশশ্চ জ্ঞাবাখঃ শপথীধরঃ ॥ ২১  
 হিরণ্যনাভঃ কোশল্যো লোকাক্ষিঃ কুধুমিস্তথা  
 স্তমস্তবর্চসো বিদ্বান্ কবছঃ কুশিকছরঃ ॥ ২২  
 প্রক্ষো দার্কীয়নিশ্চৈব কেতুমান্ গোতমস্তথা ।  
 ভল্লাটো মধুপিঙ্গশ্চ শ্বেতকেতুস্তপোধনঃ ॥ ২৩  
 উষিজো বৃহদক্ষশ্চ দেবলঃ কবিরেব চ ।  
 শালিহোত্রোহগ্নিবেত্তস্ত যুবনাথঃ শরৎসুঃ ॥ ২৪  
 ছগলঃ কুণ্ডকর্ণশ্চ কুস্তশ্চৈব প্রবাহকঃ ।  
 উলকো বিদ্যাতশ্চৈব শাক্তকো হাশলায়নঃ ।  
 অক্ষপাদঃ কুমারশ্চ উলুকো বসুবাহনঃ ।  
 কুণিকশ্চৈব গর্গশ্চ মিত্রকো কুরুরেব চ ॥ ২৬  
 শিষ্য্য এতে মহাত্মানঃ সর্বাবর্তেষু যোগিণাম্  
 বিমলা ব্রহ্মভূমিষ্ঠা জ্ঞানযোগপরায়ণাঃ ॥ ২৭  
 কুর্কীস্ত চাবতারানি ব্রাহ্মণানাং হিতায় চ ।  
 যোগেশ্বরানামাদেশাদেব সংস্থাপনায় বৈ ॥ ২৮  
 যে ব্রাহ্মণাঃ সংস্রন্তি নমস্তান্ত চ সর্ষঙ্গা ।  
 তর্পয়ন্ত্যর্চয়ন্ত্যেতান্ ব্রহ্মবিদ্যাংমবাগ্নয়ুঃ ॥ ২৯

বিংশ অবতার হইবেন । তখন দেবাদিদেবের  
 চারিটি শিষ্য হইবেন, তাঁহারা সকলেই  
 তপোধন ও মুনিশ্রেষ্ঠ হইবেন এবং সকলেই  
 প্রসন্নচিত্ত, দাস্তা ও ঐশ্বর ভক্তিপরায়ণ হই-  
 বেন । সেই যোগী ও যোগবিস্তমদিগের নাম  
 যথাক্রমে বলিতেছি । ১—১২। হৃদ্বৃতি, শতরূপ,  
 ঋচীক, কেতুমান, বিশোক, বিকেশ, বিশাখ,  
 শাপনাশন, অমুখ, হুমুখ, হৃদমো, হুরতিক্রম,  
 সনক, সনন্দ, কুমার, সনাতন, মহাযোগী  
 বাকল, ইহার ধর্ম্মাশ্রা ও অতিভেজ্ঞস্বী ।  
 সুনামা, বিরজা, শঙ্খবাণী, অজ, সারস্বত,  
 মেঘ, ঘনবাহ, সুবাহন, কপিল, অশুরি,  
 বোদু, মুনি, পঞ্চশিখ, পরাশর, গর্গ, ভার্গব,  
 আকরাঃ, চলবন্ধু, নিরামিত্র, কেতুশ্চ, লক্ষো-  
 দর, লব, লম্বাক্ষ, লম্বকেশক, সর্ষঙ্গ, সমবুদ্ধি,  
 সাধ্যা সাধ্যা, অধ্যামা, কাঞ্চন, বিরজা, বশিষ্ঠ,  
 অত্রি, উগ্র, অবণ, বৈদ্য, কুণি, কুণি-  
 বাহু, কুশরীর, কুনেত্র, কস্তপ, চ্যবনা,

চ্যবন, বৃহস্পতি, উথতা, বামদেব, মহাকায,  
 মহানিল, বাচঃশ্রবা, সুরেশ, জ্ঞাবাস্ত, শপথী-  
 ধর, হিরণ্যনাভ, কোশল্য, লোকাক্ষি, কুধুমি,  
 স্তমস্তবর্চস, বিদ্বান্ কবছ, কুশিকছর, প্রক্ষ,  
 দার্কীয়নি, কেতুমান্, গোতম, ভল্লাটো, মধু-  
 পিঙ্গ, শ্বেতকেতু, উষিজ, বৃহদক্ষ, দেবল,  
 কবি, শালিহোত্র, অগ্নিবেত্ত, যুবনাথ, শরৎসু,  
 ছগল, কুণ্ডকর্ণ, কুস্ত, প্রবাহক, উলক, বিদ্যাত,  
 সাক্ষিক, আশলায়ন, অক্ষপাদ, কুমার, উলুক,  
 বসুবাহন, কুণিক, গর্গ, মিত্রক ও কুরু ;  
 যোগীদিগের সমুদায় আবর্তে এই মহাত্মা  
 সকল শিষ্য হইবেন । ইহার সকলেই নির্মল,  
 ব্রহ্মভূমিষ্ঠ ও জ্ঞান-যোগপরায়ণ । ১৩—২৭ ।  
 ইহার ব্রাহ্মণদিগের হিতের নিমিত্ত এবং  
 বেদের স্থাপনের জন্ত যোগেশ্বর সকলের  
 আদেশে অবতার সকল করিবেন । যে সকল  
 ব্রাহ্মণ ইহাদিগকে স্মরণ বা নমস্কার করিবেন,  
 অথবা ইহাদিগকে তর্পিত করিবেন,  
 তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিবেন । এই আদি

ইদং বৈবস্বতঃ শ্রোতুমন্তরং বিস্তরেণ তু ।  
 ভবিষ্যতি চ সাবর্ণে ক্সাবর্ণ এব চ ॥ ৩০  
 দশমো ব্রহ্মসাবর্ণে ধর্ম একাদশঃ স্মৃতঃ ।  
 ষাদশো রুদ্রসাবর্ণো াচ্যনামা ত্রয়োদশঃ ।  
 ভৌত্যশ্চতুর্দশঃ েভ্যো ভবিষ্যা মনঃ ৷ ৩১  
 অয়ং বঃ কথিতো হ্রংশঃ পূর্বো নারায়ণেরিতঃ  
 কৃতৈর্ভবৈর্বর্তমানৈরাখ্যানৈরুপকৃতঃ হিতঃ ॥ ৩২  
 যঃ পঠেৎপুণ্যদ্বাপি শ্রাবয়েৎ দ্বিজোত্তমান্ ।

বৈবস্বত মন্বন্তর বিস্তারপূর্বক কহিলাম ।  
 অতঃপর সাবর্ণ ও দক্ষসাবর্ণ মন্বন্তর হইবে ।  
 তদনন্তর ব্রহ্মসাবর্ণ দশম, ধর্মসাবর্ণ একাদশ,  
 রুদ্রসাবর্ণ ষাদশ, রৌচ্য মন্বন্তর ত্রয়োদশ এবং  
 ভৌত্য মন্বন্তর—চতুর্দশ মন্বন্তর ; ইহারা সক  
 লেই ভবিষ্য মন্তু । হে দ্বিজোত্তমগণ ! কৃত  
 ভবিষ্যৎ ও বর্তমান আখ্যানে উপকৃত হিত নারা  
 য়ণ-কথিত কুর্শ্বপুরাণের এই পূর্বভাগ আপনা  
 দের নিকট কীর্তন করিলাম । যে ব্যক্তি ইহা  
 পাঠ করিবে বা ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইবে,

সর্বপাপবিনির্মুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩৩  
 পঠেদেবালয়ে স্নাত্বা নদীতীরেষু চৈব হি ।  
 নারায়ণং নমস্কৃত্য ভাবেন পুরুষোত্তম ॥ ৩৪  
 নমো দেবাধিদেবায় দেবানাং পরমাত্মনে ।  
 পু ায় পুরাণায় বিষ্ণবে কুর্শ্বরূপিনে ॥ ৩৫  
 ত ত্রীকোশ্মে মহাপুরাণে পূর্বভাগে  
 দ্বিপঞ্চাশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫২

সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া  
 ব্রহ্মলোকে বাস করিবে । স্নানানন্তর দেবা-  
 লয়ে বা নদীতীরে ইহা পাঠ করিতে হু  
 ইহা পাঠ করিবার সময়ে অগ্রে “দেবদেব  
 দেব, পরমাত্মা পুরাণপুরুষ, কুর্শ্বরূপী বিষ্ণু,  
 নমস্কার” এই বলিয়া পুরুষোত্তম নারায়ণে  
 নমস্কার করিবে । ১৮—৩৫ ।

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

পূর্বভাগঃ সমাপ্তঃ



# হুম্মপুরাণম্ ।

## উপনিষদাগঃ ।

### ঈশ্বর-গীতা ।

#### প্রথমোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ ।

ভবতা কথিতঃ সম্যক্ সৰ্গঃ ঋষভুবন্ততঃ ।  
ব্রহ্মাণ্ডস্তান্ বিস্তারো মনন্তরবিন্শচঃ ॥ ১  
তত্রৈবৈবৈবো দেবো বর্ণিতধর্ম্যতৎপরৈঃ ।  
জ্ঞানযোগরতৈর্নিত্যম্ রাধ্যঃ কথিতত্বা ॥ ২  
তত্বেকাশেষসংসার-দুঃখনাশমুত্তমম্ ।  
জ্ঞানং ব্রহ্মবিষয়কং যেন পশ্চৈম তৎ পরম্ ॥ ৩  
ঐং হি নারায়ণঃ সাক্ষাৎ কৃষ্ণবৈশ্যনাৎ প্রভেদে

অবাঙাখিলবিজ্ঞানস্তৎ ঐং পৃচ্ছামহে পুনঃ ॥ ৪  
কৃষ্ণা যুনীনাং তত্বাক্যং কৃষ্ণবৈশ্যনাৎ প্রভুম্ ।  
সূতঃ পৌরাণিকঃ স্মৃতা ভাষিতুং হ্যপচক্ষমে ॥ ৫  
তথাস্মিন্নন্তরে ব্যাসঃ কৃষ্ণবৈশ্যনাৎ স্বয়ম্ ।  
আজগাম যুনিশ্রেষ্ঠা যত্র সত্রং সমাসতে ॥ ৬  
তৎ দৃষ্ট্বা বেদবিদ্যাংসং কালমেঘসমদ্র্যতিম্ ।  
ব্যাসঃ কমলপদ্মাকং প্রণেমুর্দ্বিজপুত্রবাঃ ॥ ৭  
পশাত দণ্ডবদুর্মো দৃষ্ট্বাসৌ লোমহর্ষণঃ ।  
প্রদক্ষিণীকৃত্য তুরুং প্রাজলিঃ পার্শ্বগোহভবৎ ॥ ৮

#### প্রথম অধ্যায়।

ঋষাধিসংবাদ—জ্ঞানযোগ ।

ঋষিগণ কহিলেন,—সূত ; তুমি আমা-  
দিগের নিকটে ঋষভুব সর্গ কহিয়াছ, এই  
ব্রহ্মাণ্ডের বিস্তার ও মনন্তর সকলও বর্ণন  
করিয়াছ, তাহাতে যে ঈশ্বরের ভগবান্  
ধর্ম্যতৎপর ও জ্ঞানযোগরত বর্ণিগণের আরাধ্য  
তাছা কহিয়াছ এবং অশেষ সংসারের দুঃখ-  
নাশক অমুত্তম তত্বসকলও বর্ণন করিয়াছ ;  
যাহা হারা আমরা উৎকৃষ্ট ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান  
জানিতে পারিব । হে বৎস সূত ! তুমি  
কৃষ্ণবৈশ্যনের নিকট সমস্ত বিজ্ঞান প্রাপ্ত

হইয়াছ, সুতরাং সাক্ষাৎ নারায়ণের স্বরূপ  
হইয়াছ, অতএব আমরা তোমাকে পুনরায়  
জিজ্ঞাসা করিতেছি । পুরাণতত্ত্বজ্ঞ সূত  
যুনিদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রভু  
কৃষ্ণবৈশ্যনকে স্মরণ করত বলিতে উপক্রম  
করিলেন । এমন সময়ে ভগবান্ কৃষ্ণ-  
বৈশ্যন ব্যাস স্বয়ং সেই যুনিদিগের যত্রস্থানে  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । সেই বেদবিদ্যান্  
কৃষ্ণবর্ণ মেঘসম দ্র্যতিমান্ পদ্মপত্রলোচন  
ব্যাসকে সমাগত দেখিয়া দ্বিজগণ প্রণাম  
করিলেন । সেই লোমহর্ষণ-সূত তখন ভূমিতে  
দণ্ডবৎ পতিত হইলেন এবং প্রদক্ষিণ করত

পৃষ্ট। যেহেনাময় বিপ্রাঃ শৌনকাদ্যা মহামুনিম্  
সমাস্ত্যাসনং তন্মৈ তদযোগাং সমকল্পয়ন্ ।  
অধৈনানব্রবীষাক্যং পরাশরস্মৃতঃ প্রভুঃ ।  
কচ্ছিন্ন হানিস্তপসঃ স্বাধ্যাযন্ত অতস্ত চ ॥ ১০  
ততস্ত স্মৃতঃ স্বপুরুষঃ প্রণম্যাহ মহামুনিম্ ।  
জ্ঞানং তদ্ব্রহ্মবিষয়ং মুনীনং বক্তুমর্হসি ॥ ১১  
ইমে হি মুনয়ঃ শাস্ত্রান্তাপসা ধর্ম্মতৎপর্যঃ ।  
ভজন্তা জারিতে চৈস্যাং বক্তুমর্হসি তদ্ব্যং ॥ ১২  
জ্ঞানং বিশ্বক্ৰিতং দিব্যং বদন্তে সাক্ষাৎ স্বমোদিতম্  
মুনীনাম্ ব্যাহৃতং পূর্বা বিজ্ঞানা কুর্করূপিণা ॥ ১৩  
অথ স্মৃতস্ত বচনং মুনিঃ সত্যবতীশ্রুতঃ ।  
প্রণম্য শিরসা কৃত্বাং বচঃ প্রাহ স্মৃধাবহম্ ॥ ১৪  
ব্যাস উবাচ ।  
বক্ষ্যে দেবো মহাদেবঃ পৃষ্টো যোগীশ্বরঃ পুরা  
সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ স্বয়ং যৎ সমভাবত ॥ ১৫

কুর্কাজলি হইয়া শুক্লর পার্শ্বে অবস্থান করিতে  
লাগিলেন। শৌনকাদি মুনিগণ তাঁহাকে  
অনাময় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং সমীপস্থ  
হইয়া তাঁহার যোগ্য আসনের কল্পনা করি-  
লেন। ১—২। অনন্তর পরাশরস্মৃত প্রভু  
ব্যাস তাঁহাদিগকে বলিলেন,—হে বিজগৎ!  
তপস্তা, স্বাধ্যায বা অরু বিষয়ে আপনাদিগের  
কোন বিষয় নাই ত? তৎপরে স্মৃত সৌম্য  
শুক মহামুনি ব্যাসকে প্রণাম করিয়া কহি-  
লেন,—ভরো! এষ্ট মুনিচিহ্নের নিকট সেই  
ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান বলিতে আপনটি উপযুক্ত;  
যেহেতু ইহারা সকলেই শাস্ত্র, তপস্বী ও ধর্ম্ম-  
তৎপর এবং অরণ্যে কঠোরতাই দেয় সম্পূর্ণ  
অভিলাষ রহিয়াছে, অতএব বলিতে যোগ্য।  
পূর্বে কুর্করূপী বিষ্ণু মুনিদিগের নিকট যে  
সাক্ষাৎ বিশ্বক্ৰিত দিব্যজ্ঞান বর্ণন করেন—  
যা তা আপনি আশ্রমে বলিয়াছিলেন, তাহাই  
ইহাদিগের নিকট আপনি তদ্ব্যং বাচিতে  
উপযুক্ত। সত্যবতীশ্রুত মুন ব্যাসদেব  
স্মৃতির তদ্ব্যং অরণ্য করিয়া কৃত্তদেবকে প্রাণ-  
পাত করত স্মৃধাবহ বাক্য বাচিতে আরম্ভ  
করিলেন। ব্যাস কহিলেন,—পূর্বেকালে

সনৎকুমারঃ সনকস্তথৈব চ সনন্দনঃ ।  
অঙ্গিরা কজসহিতো কৃষ্ণঃ পরমধর্ম্মবিৎ ॥ ১৬  
কণাদঃ কপিলো গর্গো বামদেবো মহামুনিঃ ।  
শুকো বশিষ্ঠো ভগবান্ সর্ক্সে সংযতমানসাঃ ॥ ১৭  
পশ্পরং তে বিচার্য্য সংশয়বিষ্টচেতসঃ ।  
তত্ত্ববস্তস্তপো ঘোরং পুণ্যো বদরিকাক্ষমে ॥ ১৮  
অপভ্রংশে মহাযোগমুখিঃ ধর্ম্মস্মৃতং মুনিম্ ।  
নারায়ণমনাদ্যন্তং নরেন সঙ্কিতং তদা ॥ ১৯  
সংস্কৃত্য বিবিধৈঃ স্তোত্রৈঃ সর্ক্সবেদসমুদ্ভবৈঃ ।  
প্রাণেশ্বর্ত্তিসংযুক্তা যোগিনো যোগবিস্তমম্ ।  
বিজ্ঞায় বাহিতং তেষাং ভগবানপি সর্ক্সবিৎ ।  
প্রাহ গভীবয়া বাচা কিমর্থং তপাতে তপাঃ ॥ ২১  
অত্র যন হৃষ্টমনসো বিশ্বাশ্রানং সনাতনম্ ।  
সাক্ষাৎসারায়ণং দেবমাগতং সিদ্ধিস্থচকম্ ॥ ২২  
বয়ং সংশয়মাপন্নাঃ সর্ক্সে বৈ ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
তবস্তুমেব শরণং প্রপন্নাঃ পুরুষোত্তমম্ ॥ ২৩

সনৎকুমারপ্রমুখ যোগীশ্বরগণকর্তৃক জিজ্ঞাসিত  
হইয়া স্বয়ং মহাদেব যাগ কীর্ত্তন করিয়া-  
ছিলেন, সেই বিষয় বলিতেছি। সনৎকুমার,  
সনক, সনন্দন, অঙ্গিরা, কজ, পরমধর্ম্মজ্ঞ কৃষ্ণ,  
কণাদ, কপিল, গর্গ, মহামুনি বামদেব, শুক  
ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি সংযতচিত্ত মুনিগণ পরস্পর  
বিবিধ তর্ক বিতর্ক করিয়াও চিত্তের সংশয়-  
নিরাসে অক্ষম হওয়ায় পুণ্যপ্রদ বদরিকাক্ষমে  
ঘোর তপস্তা আচরণ করিয়া তৎকালে মহা-  
যোগী ঋষিপ্রবর ধর্ম্মস্মৃত অনাদি-অনন্ত মুনি-  
গণ নর-নারায়ণকে সাক্ষাৎ দর্শন করিলেন।  
সেই ভক্তিসম্পন্ন যোগীরা সর্ক্সবেদসমুদ্ভূত  
বিবিধ স্তোত্রে স্তব করিয়া যোগবিস্তম নর-  
নারায়ণকে প্রণাম করিলেন। তখন সর্ক্সজ  
ভগবান্ নারায়ণ তাঁহাদিগের বাহিত জানিয়া  
গভীর-বাক্যে জিজ্ঞাসিলেন,—বিজ্ঞাত আপ-  
নারা তপস্তা করিতেছেন? ১০—২১। তখন  
সেই মুনিগণ সমীপাগত সিদ্ধিস্থচক বিশ্বাশ্রা  
সনাতন দেব নারায়ণকে হৃষ্টচিত্তে বলিলেন,  
আমরা সকলে ব্রহ্মবাদী হইলেও অত্যন্ত  
সিদ্ধিহীন হইয়া সাক্ষাৎ পুরুষোত্তম আপনা-

ঐ বেৎসি পরমঃ শুভঃ সর্বভূতগবানুযিঃ ।  
নারায়ণঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ পুরাণোহব্যাক্তপুরুষঃ ॥২৮॥  
ন হন্তো বিদ্যাতে বেত্তা স্বামৃতে পরমেশ্বরম্ ।  
স ত্বমস্বাকমচলঃ সংশয়ঃ ছেত্তুমর্হসি ॥২৯॥  
কিচ্ছারণমিদং কুৎসং কোহম্ম সংসরতে সদা ।  
কশ্চিদাশ্বা চ কা মুক্তিঃ সংসারঃ কিংনিমিত্তকঃ  
কঃ সংসারপতীশানঃ কো বা সর্বঃ প্রপঞ্চতি ।  
কিং তৎ পরত্তরং ব্রহ্ম সর্বং নো বক্তুমর্হসি ॥৩০॥  
এবমুক্তা তু মুনঃ প্রাপঞ্চন্ত পুরুষোত্তমম্ ।  
বিহার্য তাপসং বেদং সংহিতং যেন তেজসা ॥  
বিভ্রাজমানং নিমলং প্রভামণ্ডলমগ্নিতম্ ।  
শ্রীবৎসবকসং দেবং তপ্তজ্বালনপ্রভম্ ॥৩১॥  
শম্ভু-চক্র-গদাপাণিঃ শাঙ্গ-হস্তঃ শ্রিয়া বৃতম্ ।  
ন দৃষ্টন্তৎক্ষণাদেব নরন্তশ্চৈব তেজসা ॥৩২॥  
তদন্তরে মহাদেবঃ শশাঙ্কাত্তিতশেখরঃ ।

কেই শরণ লাভ করিয়াছি । আপনি সাক্ষাৎ  
পুরাণ অব্যাক্তপুরুষ ভগবান স্বয়ং নারায়ণ ।  
আপনিই পরম শুভবিষয় সকল অবগত  
আছেন । সাক্ষাৎ পরমেশ্বর আপনি ব্যতীত  
অন্ত কেহই এ বিষয় অবগত নহে ; অতএব  
আপনিই আমাদিগের এই অচল সংশয়  
ছেদন করিতে যোগ্য । এই যে কুৎস অর্থাৎ  
যাবতীয় পদার্থ, ইহার কারণ কি ? কে সর্বদা  
সংসারী ? আত্মা কে ? মুক্তি কি ? সংসা-  
রের ছেতুই বা কি ? সংসারের পতি ঈশ্বর  
কে ? কে-ই বা সমস্ত দর্শন করে ? এবং  
সেই পরত্তর ব্রহ্মই বা কে ? হে দেব । এই  
সকল বিষয় আপনি যথাবৎ বলুন । সনৎ-  
কুমারাদি মুনিগণ এই কথা বলিয়া সেই  
পুরুষোত্তমকে দেখিলেন যে, তিনি তখন  
তাপস-বেশ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় তেজো-  
মণ্ডলে অবস্থিত হইয়া শোভা পাইতেছেন ;  
তিনি প্রভামণ্ডলে মগ্নিত ; তাঁহার বক্ষঃস্থলে  
শ্রীবৎস, তপ্ত কাঞ্চনের দ্বার প্রভা ; শম্ভু-  
চক্র-গদা তাঁহার হস্তে বিদ্যমান, নিকটে  
লক্ষ্মী বর্তমান রহিয়াছেন ; কিন্তু তৎকালে  
তাঁহার তেজে নরস্বরিকে তাঁহার নিকট দেখা

প্রসাদাতিবুধো রুদ্রঃ প্রোক্ষ্যাসীদব্রহ্মণঃ ॥ ৩১ ॥  
নিরীক্য তে জগদ্রাধঃ ত্রিনেত্রঃ চক্রেভূষণম্ ।  
তদ্বিবৃদ্ধষ্টমনসো ভক্ত্যা তং পরমেশ্বরম্ ॥ ৩২ ॥  
জয়েশ্বর মহাদেব জয় ভূতপতি শিব ।  
জ্যোত্বেষমুনীশান তপসাতিপ্রপূজিত ॥ ৩৩ ॥  
সংস্রমূর্ত্তে বিশ্বাত্মন জগদ্ব্যবপ্রবর্তক ।  
জয়ানন্ত জগজ্জন্ম জ্ঞান-সংহারকারক ॥ ৩৪ ॥  
সহস্রচরণেশান শক্তো যোগীজ্বলদিত ।  
জয়াধি ধাপতে দেব নমস্তে পরমেশ্বর ॥ ৩৫ ॥  
সম্যক্তা ভগবানীশদ্ব্যাক্ষকো ভক্তবৎসলঃ ।  
সমালিন্য হৃষীকেশঃ প্রাহ গভীরয়া গিরা ॥ ৩৬ ॥  
কিমর্থঃ পুণ্ডরীকাক মুনীন্দ্ৰা ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
ইমং সমাগতা দেশং কিং হু কার্ধ্যং ময়াচ্যুত ॥  
আকর্ণ্য তস্মৈ তদাক্যং দেবদেবো জনার্দনঃ ।  
প্রাহ দেবো মহাদেবঃ প্রসাদাতিবুধঃ স্থিতম্ ॥

গেল না । এমনত সময়ে শশাঙ্কশেখর, মহা-  
দেব, রুদ্র, মহেশ্বর প্রসাদাতিবুধ হইয়া  
সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন । ২২-৩১ ।  
সনৎকুমারাদি মুনিগণ সেই ত্রিনেত্র, চক্রেভূষণ,  
জগদ্রাধ, পরমেশ্বরকে দর্শন করিয়া আশ্চর্য-  
চিত্তে ভক্তপূর্বক এইরূপে তাঁহার স্তুব  
করিতে লাগলেন ;—হে ঈশ্বর মহাদেব !  
আপনার জয় হউক । হে ভূতপতি শিব !  
আপনার জয় হউক । হে অশেষ-মুনীশ্বর !  
হে তপঃপ্রপূজিত ! আপনার জয় হউক । হে  
সংস্রমূর্ত্তে ! হে বিশ্বাত্মন ! হে জগদ্ব্যব-  
প্রবর্তক ! হে জগৎস্রষ্টি-স্থিতিসংহারকারন !  
হে অনন্ত ! আপনার জয় হউক । হে সহস্র-  
চরণ ! হে ঈশান ! হে শক্তো ! হে যোগীজ্ব-  
লদিত ! হে অধিকাপতে ! আপনার জয়  
হউক । হে দেব পরমেশ্বর ! আপনাকে নম-  
স্কার । ভগবান্ ভক্তবৎসল ভবানীপতি  
জ্যাক্ষক এইরূপে সম্যক স্তুত হইয়া হৃষী-  
কেশকে আলিঙ্গন করত গভীর বাক্যে বলি-  
লেন,—হে পুণ্ডরীকাক ! এই ব্রহ্মবাদী মুনি-  
গণ কি জন্ত এই স্থানে সমাগত হইয়াছেন ?  
আমাকেই বা কি করিতে হইল ? দেবদেব

ইমে হি মুনয়ো দেব ভাপসাঃ কীণকল্যাঃ ।  
 অভ্যাগতানাং শরণঃ সম্যগ্‌দর্শনকাঙ্ক্ষিণাম্ ॥৩০॥  
 যদি প্রসন্নো ভগবান্ মুনীনাং ভাবিতাশ্চক্ষম্ ।  
 সন্নিধৌ মম তজ্জ্ঞানং দিব্যং বক্তুমিহাসি ॥৩১॥  
 হং হি বেখং স্বমাত্মানং ন হন্তো বিদ্যতে শিব ।  
 ততস্বমাত্মানাত্মানং মুনীশ্চেত্যঃ প্রদর্শয় ॥ ৩২ ॥  
 এবমুক্তা হৃষীকেশঃ প্রোবাচ মুনিপুঙ্গবান্ ।  
 প্রদর্শয়ন্ যোগসিদ্ধিং নিরীক্য বুধতথ্বজম্ ॥ ৩২ ॥  
 সন্দর্শনায় হেশস্ত শঙ্করস্তাথ শূলিনঃ ।  
 কৃতার্থং স্বমাত্মানং জ্ঞাতুমর্হথ তত্বজঃ ॥ ৩৩ ॥  
 প্রহুর্মর্হথ বিশেষঃ প্রত্যক্ষঃ পুরতঃ স্থিতম্ ।  
 মমৈব সন্নিধাবেষ যথাবদ্ব্যক্তীশ্বরঃ ॥ ৩৪ ॥  
 নিশম্য বিক্ষোৰ্ণচনং প্রণম্য বুধতথ্বজম্ ।  
 সনৎকুমারপ্রমুখাঃ পুচ্ছন্তি স্ম মহেশ্বরম্ ॥ ৩৫ ॥

জনাদিন তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া  
 প্রসাদাভিমুখ উপবিষ্ট মহাদেবকে বলিলেন,  
 —হে দেব! এই মুনিগণ সকলেই ভাপস,  
 কীণপাপ এবং দর্শনাভিলাষী অভ্যা-  
 গতদিগের সমাক্‌ শরণ। এই ভাবিতাশ্চ  
 মুনিগণের প্রতি যদি ভগবান্ আপনি সন্তুষ্ট  
 হইয়া থাকেন তবে আমার নিকট অবস্থান  
 করত ইহাদিগের নিকট সেই দিব্যজ্ঞান  
 কৌতল করুন। হে শিব! একমাত্র আপনিই  
 স্বীয় আত্মাকে অবগত আছেন, আপনা ভিন্ন  
 আর কেহই তাহা জানে না; অতএব  
 আপনি স্বয়ংই সেই স্বীয় আত্মা মুনীশ্চদিগকে  
 প্রদর্শন করুন। ৩২—৩১। হৃষীকেশ মণি-  
 দেবকে এই কথা বলিয়া বুধতথ্বজকে দর্শন  
 করত যোগসিদ্ধি প্রদর্শনপূর্বক মুনীশ্চদিগকে  
 বলিলেন,—শূলধারী শঙ্কর মহেশ্বরের দর্শন  
 পাইয়াছেন বলিয়া আপনারা স্বীয় আত্মাকে  
 কৃতার্থ জ্ঞান করুন; আপনারা যথার্থরূপে অবগত  
 হইবার যোগ্য হইলেন। সম্মুখে প্রত্যক্ষরূপে  
 অবস্থিত এই বিশেষরূপে আপনারা জিজ্ঞাসা  
 করুন, ইনি আমার নিকট যথার্থতঃ সমস্তই  
 বলিবেন। সনৎকুমারাদি মুনিগণ বিকূর  
 বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাদেবকে প্রণাম করত

অধাশ্মিন্নন্তরে দিব্যমাসনং বিমলং শিবম্ ।  
 কিমপ্যচিন্ত্যং গগনাদীশ্বরার্থং সমুদ্যতৌ ॥ ৩৬ ॥  
 তত্রাসনাদ যোগাশ্চা বিকূরনা সহ বিবকুৎ ।  
 তেজসা পুরয়ন্ বিধং ভাতি দেবো মহেশ্বরঃ ॥  
 ততো দেবাধিদেবেশং শঙ্করং ব্রহ্মবাহিনঃ ।  
 বিভ্রাজমানং বিমলে তস্মিন দদৃশুঃসাসনে ॥ ৩৮ ॥  
 যঃ প্রপশুস্তি যোগস্থাঃ স্বাস্ত্রতাত্মানমীশ্বরম্ ।  
 অনন্ততেজসং শান্তং শিবং দদৃশিরে কিল ॥৩৯॥  
 যতঃ প্রস্তুতির্ভূতানাং যত্রেতৎ প্রবিলীয়তে ।  
 তমাসনন্তং ভূতানামীশং দদৃশিরে কিল ॥ ৪০ ॥  
 যদন্তরা সর্কমেতদ্যতোহভিন্নমিদং জগৎ ।  
 সবাস্ত্রদেবমীশানমীশং দদৃশিরে পরম্ ॥ ৪১ ॥  
 প্রোবাচ পৃষ্ঠো ভগবান্ মুনীনাং পরমেশ্বরঃ ।  
 নিরীক্য পুণ্ডরীকাকং স্বাস্ত্রযোগমহুতমম্ ॥ ৪২ ॥  
 তজ্জগুধ্বং যথাত্মায়মুচ্যমানং ময়ানঘাঃ ।  
 প্রশান্তমনসঃ সর্কো জ্ঞানমীশ্বরভাষিতম্ ॥ ৭৩ ॥  
 ইতি ত্রীকোণ্যে মহাপুরাণে উপরিভাগে ত্রীমদ্-  
 ভগবদীশ্বর-গীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ  
 যোগশাস্ত্রে স্বরূপাদিসংবাদে জ্ঞানযোগো  
 নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

মহেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিলেন। এমত সময়ে  
 পবিত্র, মঙ্গলময়, দিব্য একখানি অচিন্ত্য  
 আসন ঈশ্বরের নিমিত্ত গগনন্তল হইতে প্রো-  
 ত্ত হইল। বিবকুৎ যোগাশ্চা মহেশ্বর স্বীয়  
 তেজে দিক্‌ সকল পূর্ণ করিয়া বিকূর সহিত  
 সেই আসনে আসীন হইয়া শোভা পাইতে  
 লাগিলেন। তখন সেই ব্রহ্মবাহী মুনিগণ  
 সেই বিমল আসনের উপরে সেই দেবাদিদেব  
 শঙ্করকে শোভমান দর্শন করিলেন। যোগময়  
 যোগিগণ স্বীয় আত্মাতে আত্মস্বরূপ যে ঈশ-  
 বরকে দর্শন করেন, সেই অনন্ততেজাঃ শান্ত  
 শিবকে তাঁহারা দর্শন করিলেন। বাহ্য হইতেই  
 প্রাণিগণের উৎপত্তি হয় এবং বাহ্যতেই  
 প্রাণিগণ বিলীন হয়, আসনোপবিষ্ট সেই  
 ভূতপতি ঈশ্বরই মুনীশ্চগণকর্তৃক দৃষ্ট হইয়া-  
 ছিলেন। যাবতীয় জগৎ বাহ্যর মধ্যে বিরাজ

দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঈশা উবাচ ।

অবাচ্যমেতদ্বিজ্ঞানমাত্মভুতং সনাতনম্ ।  
যন্ন দেবা বিজানন্তি যতন্তোহপি বিজাতয়ঃ ॥ ১ ॥  
ইহং জ্ঞানং সমাশ্রিত্য ব্রহ্মভূতং বিজ্ঞোক্তব্যম্ ।  
ন সংসারঃ প্রপদ্যন্তে পুৰুষেহপি ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
ভূতাদ্ভূতমং সাক্ষাদ্গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ।  
বক্ষ্যে ভক্তিমতামদ্য যুস্মাকং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ৩ ॥  
আত্মায়ং কেবলঃ স্বচ্ছঃ শুদ্ধঃ সূক্ষ্মঃ সনাতনঃ ।  
অস্তি সৰ্বান্তরঃ সাক্ষাচ্চিদ্ভাস্তমসঃ পরঃ ॥ ৪ ॥

মান এবং সমস্ত জগৎই ঈশার স্বরূপ, বাসু-  
দেবের সহিত সেই পরম ঈশান মহেশ্বর মুনি  
গণের দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন। ভগবান  
মহেশ্বর সনৎকুমারাদি মুনিগণকর্তৃক জিজ্ঞাসিত  
হইয়া পুণ্ডরীকাক্ষের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত  
তৎকালেমুনীভ্রমণকে যে অল্পস্বপ্ন স্বীয় আত্ম-  
যোগ বলিয়াছিলেন,—হে অনঘ মুনিগণ!  
আমি তাহাই বলিতেছি, আপনারা সকলে  
প্রশান্তচিত্ত হইয়া সেই ঈশ্বর-ভাষিত জ্ঞান  
শ্রবণ করুন। ৪২—৫৩।

প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

সংখ্যায়োগ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে বিজগণ! দেবতারা  
যত্ন করিয়াও এই আত্মভূত সনাতন বিজ্ঞান  
জানিতে পারেন নাই, অতএব ইহা সকলের  
নিকট অবাচ্য। এই জ্ঞান অবলম্বন করিলেই  
বিজ্ঞাতিগণ ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব  
বিজগণ এই জ্ঞানবলেই ব্রহ্মবাদী হইয়াছেন,  
এবং সংসারী হন নাই। ইহা গোপনীয় হই-  
তেও প্রযত্নে গোপনীয়তম। কিন্তু তোমরা  
অত্যন্ত ভক্তিমাত্মক ও ব্রহ্মবাদী, সুতরাং  
তোমাদিগের নিকটে ইহা অদ্য বলিতেছি।  
এই যে আত্মা, ইহা একমাত্র, নির্মল, শুদ্ধ,

সোহস্তর্ঘ্যমী স পুরুষঃ স প্রাণঃ স মহেশ্বরঃ ।  
স কালোহত্র তদব্যক্তং স চ বেদ ইতি ঋতিঃ  
অস্মাদ্বিজায়তে বিশ্বমত্রৈব প্রবিলীয়তে ।  
স মায়ী মায়য়া বদ্ধঃ করোতি বিবিধান্তুঃ ॥ ৬ ॥  
ন চাপ্যহং সংসরতি ন সংসারয়কঃ প্রভুঃ ।  
নায়ং পৃথ্বী ন সলিলং ন তেজঃ পবনো নভঃ ॥ ৭ ॥  
ন প্রাণো ন মনোহব্যক্তং ন শব্দঃ স্পর্শ এব চ  
ন রূপং ন রসো গন্ধো নায়ং কৰ্ত্তা ন বাগপি ॥ ৮ ॥  
ন পানপানো নো পায়ূৰ্ন চোপহং বিজ্ঞোক্তব্যম্  
ন চ কৰ্ত্তা ন ভোক্তা বা ন চ প্রকৃতিপুরুষৌ ।  
ন মায়ী নৈব চ প্রাণা চ চৈব পরমার্থতঃ ॥ ৯ ॥  
যথা প্রকাশতমসোঃ সৰ্ব্বত্র নোপপদ্যতে ।  
তদ্বদেব ন সৰ্ব্বত্রঃ প্রপঞ্চপরমাত্মনোঃ ॥ ১০ ॥  
ছায়াতপো যথা লোকে পরস্পরবিলম্বণৌ ।  
তদ্বৎ প্রপঞ্চপুরুষৌ বিভিন্নৌ পরমার্থতঃ ॥ ১১ ॥  
যচ্চাত্মা সলিলম্ভ্রো বিকারী ত্ৰাতং স্বরূপতঃ ।

সূক্ষ্ম, সনাতন, সৰ্বান্তর, সাক্ষাৎ চিদ্ভাস্তমসঃ এবং  
তমোতীত। এই আত্মাই অন্তর্ঘ্যমী, ইনিই  
পুরুষ, প্রাণ, মহেশ্বর, কাল, অব্যক্ত ব্রহ্ম,  
বেদ ও ঋতি; এই আত্মা হইতেই বিশ্বের  
উৎপত্তি হয় এবং বিশ্ব ইহাতেই বিলীন হয়।  
মায়ার আধার সেই আত্মাই যখন মায়ী দ্বারা  
আবদ্ধ হয়, তখনই তিনি বিবিধ দেহসকলের  
সৃষ্টি করেন। এই প্রভু আত্মা, কোথাও  
যান না, সংসারীও হন না। ইনি পৃথিবী,  
জল, তেজ, পবন বা আকাশ নহেন। ইনি  
প্রাণ, মন, অব্যক্ত, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস বা  
গন্ধ কিংবা ইহাদের কৰ্ত্তা নহেন। ইনি  
বাক্য, পানি, পাদ, পায়ু বা উপস্থ নহেন।  
হে বিজ্ঞোক্তব্যগণ! এই আত্মা কৰ্ত্তা বা  
ভোক্তা নহেন; ইনি প্রকৃতি কিংবা পুরুষ  
নহেন। ইনি মায়ী বা প্রাণ কিংবা পরমার্থও  
নহেন। যেমন প্রকাশ (আলোক) ও তমঃ  
(অন্ধকার) এতদ্ব্যভিন্ন সৰ্ব্বত্র নাই, সেইরূপ  
প্রপঞ্চ ও পরমাত্মার পরস্পর সৰ্ব্বত্র নাই।  
যেমন লোকমধ্যে ছায়া ও রৌদ্রের লক্ষণ  
পরস্পর বিভিন্ন তজ্জপ প্রপঞ্চ ও পুরুষ পর-

ম হি তন্ত ভবেমুক্তির্জ্ঞানান্তরশতৈরপি । ১২  
 পশুন্তি মুনয়ো মুক্তাঃ স্বাভানং পরমার্থতঃ ।  
 বিকারহীনং নিবন্ধমানন্দাভানমব্যয়ম্ ॥ ১৩  
 অহং কর্তা স্মৃশী কৃশী কৃশঃ স্মুলেতি যা মতিঃ ।  
 সা চাহকারকর্তৃবাদান্ত্রাস্তারোপিতা জনৈঃ ॥ ১৪  
 বদন্তি বেদবিদ্বাংসঃ সাক্ষিণঃ প্রকৃতেঃ পরম্ ।  
 ভোক্তারমক্ষরং বুদ্ধঃ সর্বত্র সমবস্থিতম্ ॥ ১৫  
 তন্মাদজ্ঞানমূলো হি সংসারঃ সর্বদেহিনাম্ ।  
 অজ্ঞানাদন্ত্রাধাজ্ঞানং তদ্বৎ প্রকৃতিসঙ্গতম্ ॥ ১৬  
 নিত্যোদিতং স্বয়ংজ্যোতিঃ সর্বগঃ পুরুষঃ পরঃ  
 অহকারাবিবেকেন কর্তাহমিতি মন্ততে ॥ ১৭  
 পশুন্তি ঋষয়োহব্যক্তং নিত্যং সদসদাশ্রয়কম্ ।  
 প্রধানং প্রকৃতিং বুদ্ধে কারণং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৮  
 তেনায়ং সঙ্গতঃ স্বাত্মা কূটস্থোহপি নিরঞ্জনঃ ।  
 স্বাভানমক্ষরং ব্রহ্ম নাববুধ্যোত চত্বতঃ ॥ ১৯

স্মার পৃথক্ । ১—১১ । সলিলের স্তায় স্বচ্ছ  
 যে আত্মা স্বরূপতঃ বিকারী হয়, শত শত  
 জন্মান্তরেও তাহার মুক্তি হয় না । ষাঁহারা  
 মুক্ত সেই মুনরাই, বিকারহীন, অহং,  
 আনন্দাশ্রক ও অব্যক্ত স্বীয় আত্মাকে যথা-  
 র্থতঃ দর্শন করেন । ‘আমি কর্তা, আমি  
 স্মৃশী, আমি কৃশী, আমি কৃশ বা আমি  
 স্মূল’ ইত্যাদি যে বুদ্ধি, তাহা অহ-  
 কারবশে আত্মাতে আরোপিত মাত্র ।  
 বেদবিদ্বান্গণ বলেন যে, আত্মাই সর্বসাক্ষী,  
 প্রকৃতির পর, ভোক্তা, অক্ষর, বুদ্ধ ও সর্বত্র  
 অবস্থিত । সুতরাং যাবতীয় দেহীর পক্ষেই  
 সংসার অজ্ঞানমূলক ; অজ্ঞান বা অন্ত্রাধাজ্ঞান  
 হইতেই তদ্বৎ সকল প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গত হয় ।  
 জ্যোতির্ময় আত্মা স্বয়ংই নিত্যউদিত, সর্বগ  
 ও পরমপুরুষ ; তথাপি লোকে যে “আমি  
 কর্তা” মনে করে, তাহার একমাত্র হেতু কেবল  
 অহকারজন্ত অবিবেক । এই অব্যক্ত নিত্য,  
 সদসদাশ্রক, প্রধান, প্রকৃতি ও বুদ্ধির কারণ  
 —আত্মাকে ব্রহ্মবাদী ঋষিরাই দর্শন করিয়া  
 থাকেন । সেই জন্তই স্বীয় আত্মা কূটস্থ বা  
 নিরঞ্জন হইলেও সঙ্গত হন । তাহাতেই

অনাশ্রিত্যবিজ্ঞানং তন্মাদ্ভুৎ তথৈবিতম্ ।  
 রাগদেবাদয়ো দোষাঃ সর্বো ভ্রান্তিনিবন্ধনাঃ ॥ ২০  
 কৰ্ম্মাণ্যন্ত মহান দোষঃ পুণ্যাপুণ্যমিতি স্থিতিঃ  
 তদ্বশাদেব সর্বোবাং সর্বদেহসমুদ্ভবঃ ॥ ২১  
 নিত্যঃ সর্বত্রগো হ্যাত্মা কূটস্থো দোষবর্জিতঃ ।  
 একঃ সন্তিষ্ঠতে শক্ত্যা মায়ায়া ন স্বভাবতঃ ॥ ২২  
 তন্মাদৈবৈতমেবাহমুনয়ঃ পরমার্থতঃ ।  
 মদোহব্যক্তস্বভাবেন সা চ মায়াশ্রয়সংগ্রহা ॥ ২৩  
 যথা হি ধূমসম্পর্কান্নাকাশো মলিনো তবেৎ ।  
 অন্তঃকরণজৈর্ভাবৈরাশ্মা তদ্বন্ন লিপ্যতে ॥ ২৪  
 যথা স্বপ্রভয়া ভ্রান্তি কেবলঃ ক্ষটিকোপলঃ ।  
 উপাধিহীনো বিমলস্তথৈবাশ্মা প্রকাশতে ॥ ২৫  
 জ্ঞানস্বরূপমেবাহর্জগদেতদ্বিচক্ষণাঃ ।  
 অর্থস্বরূপমেবান্তে পশুন্ত্যন্তে কুদৃষ্টয়ঃ ॥ ২৬  
 কূটস্থো নিষ্ঠূর্ণো ব্যাপী চৈতন্তাত্মা স্বভাবতঃ  
 দৃশ্যতে স্বরূপেণ পুরুষৈর্ভ্রান্তদৃষ্টিভিঃ ॥ ২৭

স্বীয় অক্ষয় আত্মাকে ব্রহ্মস্বরূপে যথার্থতঃ  
 জানিতে পারে না । অনাশ্রিতে যে আত্ম-  
 বিজ্ঞান, তাহা হইতেই কৃষের উৎপত্তি হয়  
 এবং রাগ-দেবাদি দোষ সকল ভ্রান্তি হইতে  
 উৎপন্ন হয় । কৰ্ম্মই ইহার দোষ, পুণ্য-পাপই  
 স্থিতি, তদ্বশেই দেহের উৎপত্তি । নিত্য,  
 সর্বত্রগ, কূটস্থ ও দোষরহিত আত্মা নিজ  
 শক্তিবশে একাকীই অবস্থান করেন, মায়া  
 সহিত অবস্থান করেন না । ১২—২২ । সেই  
 জন্তই মুনরা আত্মাকে যথার্থতঃ অর্থেত  
 বলেন । অব্যক্তের স্বভাববলে যে মদ  
 উৎপন্ন হয়, তাহাকেই আশ্রয়সংগ্রহা মায়া  
 বলে । যে রূপ ধূমসম্পর্কে আকাশ মলিন  
 হয় না, সেইরূপ অন্তঃকরণজ তাবে আত্মাও  
 লিপ্ত হন না । ক্ষটিকোপল যে রূপ কেবল  
 স্বীয় প্রভা দ্বারা দীপ্তি পায়, তদ্বৎ আত্মাও  
 উপাধিহীন ও নির্মল হইয়া প্রকাশিত হন ।  
 বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই জগৎকে জ্ঞানস্বরূপই  
 বলেন ; কিন্তু কুদৃষ্টিরা বলে—অর্থস্বরূপ ।  
 কূটস্থ, নিষ্ঠূর্ণ, ব্যাপক ও স্বভাবতঃ চৈতন্ত-  
 স্বরূপ আত্মাকে অর্থরূপে যাহারা দর্শন করে,

যথা স লক্ষ্যতে রক্তঃ কেবলঃ স্ফাটিকো জলৈঃ ।  
 রক্তিকাছাপধানেন তদ্বৎ পরমপুরুষঃ ॥ ২৮  
 তস্মাদাশ্রয়াকরঃ শুদ্ধো নিত্যঃ সর্বত্রগোহবায়ঃ  
 উপাসিতব্যো মন্তব্যঃ শ্রোতব্যশ্চ মুমুকুভিঃ ॥ ২৯  
 যদা মনসি চৈতন্ত্যং ভাতি সর্বত্র সর্বদা ।  
 যোগিনঃ অদ্বৈতানন্ত তদা সম্পাদ্যতে স্বয়ম্ ॥ ৩০  
 যথা সর্বাণি ভূতানি স্বাস্ত্রেভ্যোতিপশ্যতি ।  
 সর্বকুহেবু চাশ্রয়ঃ তদা সম্পাদ্যতে তদা ॥ ৩১  
 যদা সর্বাণি ভূতানি সমাধিস্থো ন পশ্যতি ।  
 একীভূতঃ পরেণাসৌ তদা ভবতি কেবলঃ ॥ ৩২  
 যদা সর্কে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহন্ত হৃদি স্থিতাঃ  
 তদাসাবমুভীভূতঃ কেয়ং গচ্ছতি পণ্ডিতঃ ॥ ৩৩  
 যদা কৃতপৃথগ্ভাবমেকস্বয়মুপশ্যতি ।  
 তত এব চ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম সম্পাদ্যতে তদা ॥ ৩৪  
 যদা পশ্যতি চাশ্রয়ঃ কেবলঃ পরমার্থতঃ ।  
 মায়ামায়াং জগৎ কুৎসনং তদা ভবতি নিরূতঃ ॥

জাহারাই ব্রাস্তদৃষ্টি। যেরূপ শুভা প্রভৃতি  
 উপাধি-যোগে স্ফাটিকপ্রস্তর রক্তবর্ণ বলিয়া  
 লোকের দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ পরমপুরুষ  
 আশ্রয় অধ্যাসবশে রাগাদিবিশিষ্ট বলিয়া  
 বোধ হয়। অতএব অক্ষর, শুদ্ধ, নিত্য,  
 সর্বত্রগ ও অবায় আশ্রাই মুমুকুগণের মন্তব্য,  
 শ্রোতব্য ও উপাসিতব্য। সর্বত্র সর্বকালে  
 ব্রহ্মসম্পন্ন যোগীর মনে যখন চৈতন্ত্য প্রাতি-  
 ভাত হয়, তখনই যোগী স্বয়ং সম্পন্ন (আশ্রয়  
 জ্ঞানবিশিষ্ট) হয়। স্বীয় আশ্রাতে যখন  
 সমস্ত ভূতকে দর্শন করে এবং সমস্ত ভূতে  
 আশ্রাকে দর্শন করে, তখনই ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন  
 হয়। আর যখন সমাধিস্থ হইয়া সমস্ত ভূতকে  
 দর্শন করিতে পারে না, তখন পরের সহিত  
 একীভূত হইয়া একমাত্র হয়। যখন হৃদয়স্থিত  
 সন্তোষ কামনা বিগত হয়, তখন পণ্ডিত  
 অদ্বৈতভূত হইয়া কেয় লাভ করে। ২৩—৩৩।  
 যখন ভূত সকলের পার্থক্যকে একস্থ দর্শন  
 করে, তখন হইতেই বিবৃক ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত  
 হয়। যখন কেবল আশ্রাকে পরমার্থরূপে  
 দর্শন করে এবং সমস্ত জগৎকে মায়ামাত্র

যদা জন্মজরাহুংখব্যাদীনাংমেকতেষজন্ম ।  
 কেবলং ব্রহ্মবিজ্ঞানং জায়তেহসৌ তদা শিবঃ ।  
 যদা নদীনদা লোকে সাগরেণৈকতাং যকু ।  
 তদ্বদাশ্রয়াকরেণাসৌ নিকলেনৈকতাং ব্রজেৎ ।  
 তস্মাদ্বিজ্ঞানমেবাস্তি ন প্রপঞ্চো ন সংস্থিতিঃ ।  
 অজ্ঞানেনানরূতং লোকো বিজ্ঞানং তেন মুহুতি  
 বিজ্ঞানং নির্মলং সূক্ষ্মং নির্বিকল্পং যদব্যয়ম্ ।  
 অজ্ঞানমিতরং সর্কং বিজ্ঞানমিতি তদ্ব্যতম্ ॥ ৩০  
 এতদ্বঃ পরমং সাধ্যং ভাবিতং জ্ঞানবৃত্তমম্ ।  
 সর্ববেদান্তসারং হি যোগস্তত্রৈকচিত্ততা ॥ ৩১  
 যোগাৎ সজায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদযোগঃ প্রবর্ততে  
 যোগজ্ঞানাভিযুক্তস্ত নাবাপ্যং বিদ্যাতে কচিং  
 যদেব যোগিনো যান্তি সাতৈশ্বাস্তল্লিগম্যতে ।  
 একং সাধ্যাক যোগক যঃ পশ্যতি স তদ্বিৎ  
 অস্তে হি যোগিনো বিপ্রা হৈবর্ধ্যাসক্তচেতসঃ

জ্ঞান করে, তখন নির্বৃত্ত হয়। আর যখন  
 জন্ম, জরা, হুংখ ও ব্যাধি সকলের একমাত্র  
 ঐক্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তখনই শিবরূপ  
 হয়। লোকমধ্যে যেমন নদ-নদীসকল সাগরে  
 মিলিত হইয়া সাগরের সহিত একতা লাভ  
 করে, সেইরূপ আশ্রয় সেই নিকল অক্ষরের  
 সহিত একীভাব প্রাপ্ত হয়। অতএব বিজ্ঞানই  
 আছে, প্রপঞ্চ বা সংস্থিতি নাই। অজ্ঞানের  
 সহিত বিজ্ঞান আরূত হইলেই সকলে বুঝ  
 হয়। যাহা নির্মল, সূক্ষ্ম, নির্বিকল্প ও অব্যয়,  
 তাহাই বিজ্ঞান, আর তদন্তই অজ্ঞান;  
 অতএব অজ্ঞানের অভাবেই বিজ্ঞান। এই  
 আমি তোমাদিগের নিকটে পরম সাংখ্যজ্ঞান  
 উত্তমরূপে কহিলাম; ইহাই বেদান্তের সার।  
 ইহাতে একচিত্ততার নামই যোগ। যোগ  
 হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং জ্ঞান হইতেও  
 যোগ প্রবৃত্ত হয়; অতএব যোগ ও জ্ঞানে  
 অভিযুক্ত ব্যক্তির অপ্রাপ্য কি আছে?  
 যোগিগণ যাহা পাইয়া থাকেন, সাংখ্য-  
 তত্ত্ববেদা সকলও তাহাই পাইয়া থাকেন;  
 অতএব যিনি যোগ ও সাংখ্যকে একভাবে  
 দর্শন করেন, তিনিই তত্ত্বজ্ঞ। হে বিপ্রগণ!



## কুর্শপুৰাণ

মজ্জন্তি তত্র তত্রৈব যে চাত্তে কুর্শবুদ্ধিঃ ॥ ৪৩

যন্তঃ সৰ্বমতঃ দিব্যমৈশ্বৰ্য্যমমলং ম৮৭ ।

জ্ঞানযোগাভিযুক্তস্ত দেহান্তে তদবাপূৰ্ণাৎ ॥ ৪৪

এষ আত্মাহমব্যাক্তো মায়াবী পরমেশ্বরঃ ।

কীর্তিতঃ সৰ্ববেদেষু সৰ্বাশ্চা সৰ্বতোমুখঃ ॥ ৪৫

সৰ্বরূপঃ সৰ্বরসঃ সৰ্বগন্ধোহজ্ঞরোহমরঃ ।

সৰ্বতঃ পাণিপাদোহমন্তর্ধামী সনাতনঃ ॥ ৪৬

অপাণিপাদো জবনো গ্রন্থীতা হৃদি সংস্থিতঃ ।

অচক্ষুরপি পশ্যামি তথাকর্ণঃ শৃণোম্যহম্ ॥ ৪৭

বেদাহং সৰ্বমৈবেদং ন মাং জানাতি কশ্চন ।

প্রাক্তর্মহান্তং পুরুষং মামেকং তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ৪৮

পশ্যন্তি স্বয়মো হেতুমান্বনঃ স্তম্ভদর্শিনঃ ।

নির্ণণামলরূপস্ত যদৈশ্বৰ্য্যমহুতমম্ ॥ ৪৯

যন্ন দেবা বিজানন্তি মোহিতা মম মায়ায়া ।

বক্ষ্যে সমাহিতা যুগং শৃণুস্বঃ ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ৫০

নাহং প্রশান্তা সৰ্বস্তু মায়াভীতঃ স্বভাবতঃ ।

প্রেরয়ামি তথাশীলং কারণং স্বরয়ো বিজ্ঞঃ ॥ ৫১

যস্যে শুভতমং দেহং সৰ্বগং তত্ত্বদর্শিনঃ ।

প্রবিষ্টা মম সাযুজ্যং লভন্তে যোগিনোহব্যয়ম্ ॥

যে হি মায়ামতিক্রান্তা মম যা বিশ্বরূপিণী ।

তন্তে পরমং শুদ্ধং নিক্রাণং তে ময়া সহ ॥ ৫৩

ন তেষাং পুনরাবুত্তিঃ কল্পকোটিশ্চৈতরপি ।

প্রসাদান্নম যোগীন্না এতদেদান্নশাসনম্ ॥ ৫৪

তৎ পুত্রশিষ্যযোগিত্যো দাতব্যং ব্রহ্মবাদিন্তিঃ

বহুভুমেতদ্বিজ্ঞানং সাংখ্যযোগসমাজ্ঞয়ম্ ॥ ৫৫

ইতি ঐকোশ্বে মহাপুরাণে উপরিভাগে

ঐমন্তগবদৌশ্বর্য্যগীতাস্থপনিবৎসু ব্রহ্ম-

বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে সাংখ্যযোগো

নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

অন্ত যে যোগিগণ ঐশ্বৰ্য্যাসক্তচিত্ত হইয়া তাহাতেই মগ্ন হয়, তাহারাই কুর্শবুদ্ধি। অমল, ম৮৭ ও সৰ্বসম্মত যে দিব্য ঐশ্বৰ্য্য আছে, জ্ঞানযোগযুক্ত সকলে দেহান্তে তাহাই পাইয়া থাকেন। ৩৪-৪৪। সৰ্ববেদেই কীর্তিত হইয়াছে যে, এই আমিই আত্মা। আমি অব্যক্ত, মায়াবী, পরমেশ্বর, সৰ্বাশ্চা, সৰ্বতোমুখ, সৰ্বরূপ, সৰ্বরস, সৰ্বগন্ধ, অজর, অমর, সৰ্বতঃপাণিপাদ, অন্তর্ধামী ও সনাতন। আমার হাত নাই, পা নাই; আমি বেগবান, গ্রহণকর্তা ও হৃদয়স্থিত; আমার চক্ষু নাই—দেখিতেছি; কণ নাই—শুনতেছি; আমি সকলই জানি, আমাকে কেহই জানে না; তত্ত্বদর্শী সকলে বলিয়া থাকেন, আমি এক, পুরুষ ও মহান। নির্ণণ ও নির্ণালরূপী আত্মার হেতুরূপ যে অহুতম ঐশ্বৰ্য্য, তাহা স্তম্ভদর্শী স্বয়িগণেরই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া দেবগণও যাহা জানিতে পারেন না, তোমরা ব্রহ্মবাদী বলিয়া, তাহা তোমাদিগের নিকটে কহিতেছি, অবাহত হইয়া শ্রবণ কর। আমি সকলের শাসক নহি,

আমি স্বভাবতই মায়ার অতীত; তথাপি আমিই প্রেরয়িতা; পণ্ডিতগণ এই কারণ অবগত আছেন। যে তত্ত্বদর্শী যোগিগণ আমার সৰ্বত্রগামী শুভতম দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, তাহারাই আমার অব্যয় সাযুজ্য পাইয়াছেন। আমার যে মায়া বিশ্বরূপিণী, তাঁহাকে ঐহারা অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহারা আমার সহিত শুদ্ধ পরম নিক্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমার প্রসাদে শতকোটি কল্পেও তাঁহাদিগের পুনরাবুত্তি হয় না। হে যোগীশ্রগণ! ইহাই বেদের শাসন। ব্রহ্মবাদীদিগের কথিত এই যে সাংখ্যযোগসমাজিত বিজ্ঞান কথিত হইল, ইহা পুত্র, শিষ্য ও যোগীদিগকে প্রদান করা কর্তব্য। ৪৫—৫৫।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২ ॥

### তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অব্যক্তাদিতবৎ কালঃ প্রধানঃ পুরুষঃ পরঃ ।  
 তেভ্যঃ সৰ্বমিহ জাতং তস্মাদব্রহ্মময়ং জগৎ ।  
 সৰ্বতঃপাণিপাদান্তং সৰ্বতোহকিশিরোমুখম্ ।  
 সৰ্বতঃ স্ফুটিমন্ত্ৰৈকং সৰ্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১ ॥  
 সৰ্বৈশ্চিয়গুণাভাসং সৰ্বৈশ্চিয়বিবৰ্জিতম্ ।  
 সৰ্বাধারঃ সদানন্দমব্যক্তং দৈতবৰ্জিতম্ ॥ ২ ॥  
 সৰ্বোপমানরহিতং প্রমাণাতীতগোচরম্ ।  
 নির্বিকল্পং নিরাভাসং সৰ্বং বাসং পরামৃতম্ ॥ ৩ ॥  
 অভিন্নং ভিন্নসংস্থানং শাশ্বতং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।  
 নিঃশব্দং পরমং জ্যোতিস্তত্ত্বজ্ঞানং সুর্য্যো বিজ্ঞঃ  
 স আত্মা সৰ্বভূতানাং স বাহ্যভাস্তরঃ পরঃ ।  
 সেইহং সৰ্বত্রয়ঃ শাস্তো জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বরঃ ॥

### তৃতীয় অধ্যায় ।

অব্যক্তাদি-জ্ঞানযোগ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—অব্যক্ত হইতে কাল, প্রধান ও পরমপুরুষ উৎপন্ন হইয়াছে । কালাদি হইতেই আবার এই সমস্ত জগৎ জন্মিয়াছে, সুতরাং সমস্ত জগৎই ব্রহ্মময় । বাহ্যর পাণি ও পাদান্ত সৰ্বত্র প্রসৃত বাহ্যর অকিশিরোমুখ সৰ্বত্র ব্যবস্থিত, যিনি সৰ্বত্র স্ফুটিমান এবং লোকমধ্যে যিনি সমস্ত আবৃত করিয়া অবস্থিত তিনিই ব্রহ্ম । সমস্ত ইন্দ্রিয় ও গুণ সকলের আভাস বাহ্য হইতে উৎপন্ন হয়, অথচ যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়-বিবৰ্জিত, সকলের আধার, সদানন্দ, দৈত-বৰ্জিত ও অব্যক্ত ; যিনিই সমস্ত উপমান-বিরহিত, প্রমাণাতীত অথচ প্রমাণগোচর, নির্বিকল্প, অভাসরহিত অথচ সৰ্বাভাস, পরম অমৃত, অভিন্ন অথচ ভিন্নসংস্থান, শাশ্বত, ধ্রুব, অব্যয়, নিঃশব্দ ও পরম জ্যোতিঃস্বরূপ, পাণ্ডিত্যগণ ভাষ্যকেই জ্ঞান বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন । তিনিই সৰ্বভূতের আত্মা, তিনিই বাহ্য ও আভাস্তরীণ, তিনিই প্রধান, তিনিই আমি, তিনিই সৰ্বত্রগামী এবং তিনিই শাস্ত ও

মহা ভূতমিদং বিশ্বং জগৎ স্বাবরজকমম্ ।  
 যৎস্থানি সৰ্বভূতানি যন্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ ॥  
 প্রথমং পুরুষকৈব তব্রহ্মমুদাহৃতম্ ।  
 তস্মৈরনাদিকাদিষ্টঃ কালঃ সংযোগজঃ পরঃ ॥ ২ ॥  
 ত্রয়মেতদনাদ্যন্তমব্যক্তে সমবস্থিতম্ ।  
 তদাত্মকং তদন্তং স্তাৎ তজ্জপং মামকং বিজ্ঞঃ ॥ ৩ ॥  
 মহদান্যং বিশেষান্তং সন্তানুতেহখিলং জগৎ ।  
 যা সা প্রকৃতিঃ সীতা মোহিনী সৰ্বদেহিনী ॥ ৪ ॥  
 পুরুষঃ প্রকৃতিশ্চৈব ভুক্তেক্তং যঃ প্রাকৃতাত্ম-  
 জনান্ ॥  
 অহঙ্কারবিমুক্তস্তাৎ প্রোচ্যতে পঞ্চবিংশকঃ ॥ ৫ ॥  
 আদ্যো বিকারঃ প্রকৃতেৰ্মহানিতি চ কথ্যতে ।  
 বিজ্ঞাতৃশক্তি বিজ্ঞানাদহঙ্কারস্তদ্ব্যবহিতঃ ॥ ৬ ॥  
 এক এব মহানাত্মা সোহহঙ্কারোহাত্মবীৰ্য্যতে ।  
 স জীবঃ সোহন্তরাশ্চেতি গীষতে তদ্বচিস্তকৈঃ ॥  
 তেন বেদয়তে সৰ্বং সুখং দুঃখঞ্চ জয়ন্ত ॥

জ্ঞানাত্মা পরমেশ্বর । স্বাবর-জন্মাত্মক সমস্ত বিশ্বই আত্মা কর্তৃক ব্যাপ্ত এবং সৰ্বভূত আত্মাতেই অবস্থিত, এইরূপ জ্ঞান বাহ্যর আছে, তিনিই বেদজ্ঞ । প্রধান ও পুরুষ, এই দুইটিই তব্রহ্ম ; কিন্তু যে উৎকৃষ্ট কাল অনাদি বস্তুই উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রধান ও পুরুষের সংযোগ হইতে উৎপন্ন । অতএব এই তিনটি তব্রহ্ম অনাদি ও অনন্ত-রূপে অব্যক্তে অবস্থিত । কিন্তু আমার সেই রূপ তদাত্মক ও তদন্ত বলিয়া পণ্ডিতগণ অব-গত আছেন । মহদবধি বিশেষ পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎকে যিনি প্রসব করেন, তিনি প্রকৃতি ; প্রকৃতি সমস্ত দেহাদিগকে মোহিত করেন । ১—১০ । পুরুষ প্রকৃতিগত হইয়া প্রকৃতির গুণসকল ভোগ করেন ; কিন্তু অহঙ্কারবিমুক্ত হইলে তিনিই পঞ্চবিংশ তব্রহ্ম । প্রকৃতির আদ্য বিকার মহান ; কিন্তু বিজ্ঞাতৃ-শক্তি-বিজ্ঞান হেতু, তাহা হইতেই অহঙ্কার উৎপন্ন হইয়াছে । একমাত্র মহানই আত্মা, তাহাকেই অহঙ্কার বলে । তদ্বচিস্তকেরা বলেন, উহাই জীব ও অন্তরাত্মা । জীবনের

স বিজ্ঞানাত্মক মনঃ স্ফূৰ্ত্তিকারকম্ ॥ ১৪  
 তেনাবিবেকতত্ত্বাৎ সংসারঃ পুরুষস্ত তু ।  
 স চাবিবেকঃ প্রকৃতৌ সঙ্গাৎ কালেন সোহতবৎ ।  
 কালঃ সৃজতি ভূতানি কালঃ সংহরতে প্রজাঃ ।  
 সর্বো কালস্ত বশগা ন কালঃ কস্তচিৎশে ॥ ১৫  
 সোহন্তরা সর্বমেবেদং নিষচ্ছাতি সনাতনঃ ।  
 প্রোচ্যতে ভগবান্ প্রাণঃ সর্বজ্ঞঃ পুরুষোত্তমঃ  
 সর্বোদ্রোহেভ্যঃ পরমং মন আর্হর্ষনৌষণঃ ।  
 মনসচ্চ'প্যহঙ্কারস্থহঙ্কারায়হান্ পরঃ ॥ ১৬  
 মহতঃ পরমব্যক্তমব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ ।  
 পুরুষান্তগবান্ প্রাণস্তস্ত সর্কমিদং জগৎ ॥ ১৭  
 প্রাণাৎ পরতরং ব্যোমব্যোমাতৌতোহগ্নিরীশ্বরঃ  
 সোহহং ব্রহ্মাব্যয়ঃ শাস্তো মাধাতীতমিদং জগৎ  
 নাস্তি মন্তঃ পরং ভূতং মাঞ্চ বিজ্ঞায় মুচ্যতে ।

যে পুরুষ-জগৎ তাহা অহঙ্কারই জানাইয়া দেয় ;  
 সূত্রাৎ অহঙ্কার বিজ্ঞানাত্মক ; কিন্তু মন  
 উহার উপকারক । সেই জন্তই অবিবেক-  
 বশতঃ পুরুষের সংসার-সংঘটন । প্রকৃতির  
 সহিত কালের সংসর্গে অবিবেকের উৎপত্তি  
 হয় । যেহেতু কালই ভূতগণকে সৃষ্টি করে,  
 কালই প্রজাদিগকে সংহার করে, অতএব  
 সকলেই কালের বশীভূত ; কিন্তু কালকে  
 কেহই বশীভূত করিতে পারে না । সেই  
 সনাতন কালই সকলের মধ্যগত হইয়া  
 সকলকে নিয়ন্ত্র করে, সেই জন্ত কালই ভগ-  
 বান্ প্রাণ, সর্বজ্ঞ ও পুরুষোত্তম বলিয়া উক্ত  
 হইয়াছে । ষত ইন্দ্রিয় আছে, মনই সকলের  
 প্রধান, ইহা পশুতগণের উক্তি । আবার  
 অহঙ্কার মন হইতে খেঁচ, মহান্ অহঙ্কার  
 হইতে খেঁচ, মহৎ হইতে অব্যক্ত, অব্যক্ত  
 হইতে পুরুষ এবং পুরুষ হইতে প্রাণাত্মক  
 ভগবান্ কালই খেঁচ ; অতএব সমস্ত জগৎ  
 সেই কালেরই অধিকৃত । প্রাণ অপেক্ষা  
 আকাশ খেঁচতর এবং আকাশ অপেক্ষা ঈশ্বর  
 অগ্নি খেঁচতর ; কিন্তু আমি শাস্ত, অব্যয়,  
 ব্রহ্ম এবং মাধাতীত, এই জগতের স্বরূপ  
 বলিয়া আমি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই

নিত্যং নেহাস্তি জগতি ভূতং স্বাবরজজন্মম্ ।  
 ঋতে মামেকমব্যক্তং ব্যোমরূপং মহেশ্বরম্ ॥ ২১  
 সোহহং সৃজামি সকলং সংহরামি সঙ্গা জগৎ ।  
 মায়া মায়াময়ো দেবঃ কালেন সহ সঙ্গতঃ ॥ ২২  
 মৎসন্নিধাবেব কালঃ কুরোতি সকলং জগৎ ।  
 নিয়োজয়ত্যনন্তা আ হেতষেদাম্ভ্রশাসনম্ ॥ ২৩  
 ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপরিভাগে শ্রীমদ-  
 ভগবদীশ্বরগীতাসুপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
 যোগশস্ত্রেহব্যক্তাদিজ্ঞানযোগোগো  
 নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

বক্ষ্যে সমাহিতা যুগং শৃণুধ্বং ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
 মাধাত্ম্যং দেবদেবস্ত যেন সর্বং প্রবর্ততে ॥ ১  
 নাহং তপোভির্বিবিধৈর্নৈদানেন ন চেজ্যয়া ।

নাই, সূত্রাৎ আমি কে জানিলেই মুক্তি হয় ।  
 স্বাবর-জন্মানাত্মক ভূত সকলের মধ্যে নিত্য  
 কিছুই নাই,—একমাত্র অব্যক্ত, ব্যোমরূপী  
 মহেশ্বর আমিই নিত্য । 'মায়াবী ও মায়াত্মক  
 সেই আমিই কালের সহিত সঙ্গত হইয়া  
 সর্বদা সমস্ত জগতের সৃষ্টিও করি, সংহারও  
 করি ; অতএব আমার সন্নিধিবশতই সেই  
 কাল সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে এবং অনন্তা আ-  
 হেইয়া নিয়োজিতও করে, ইহাই বেদের অম্ভ-  
 শাসন । ১১—২৩ ।

তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩ ॥

চতুর্থ অধ্যায় ।

দেবদেবমাধাত্ম্য—জ্ঞানযোগ ।

ঈশ্বর কহলেন,—হে ব্রহ্মবাদী শ্রীযুগল ।  
 তোমরা সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর, আমি দেব-  
 দেবের মাধাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিব ; ইহা দ্বারাই  
 সমস্ত প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে । বিবিধ তপস্তা,

শকো হি পুরুষৈর্জাতুমুত্তে তত্তিমহন্তমাম্ ৷২  
অহং হি সর্বভূতানামন্তস্তিষ্ঠামি সর্বগঃ ।  
মাং সর্বসাক্ষিণং লোকো ন জানাতি মুনীশ্বরঃ  
যজ্ঞান্তরা সর্বমিদং যো হি সর্বাভ্যঃ পরঃ ।  
সোহহং ধাতা বিধাতা চ কালাগ্নির্বিষ্বতোমুখঃ  
ন মাং পশুস্তি মুনঃ সর্কে পিতৃদিবোকসঃ ।  
ব্রহ্মা চ মনবঃ শক্ণো যে চাক্ষে প্রথিতোজসঃ  
গৃণন্তি সততং বেদা যামেকং পরমেশ্বরম্ ।  
যজন্তি বিবিধৈরগ্নিঃ ব্রাহ্মণা বৈদিকৈর্মথৈঃ ৷ ৬  
সর্কে লোকা ন পশুস্তি ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ ।  
ধ্যার্মন্ত যোগিনো দেবং কৃত্যধিপতিমৌশ্বরম্ ৷ ৭  
অহং হি সর্বহবিষাং ভোক্তা চৈব কলপ্রদঃ ।  
সর্বদেবতমুর্জুহা সর্কাত্মা সর্বসংস্থিতঃ ৷ ৮  
মাং পশুস্তৌহ বিধাত্যসো ধার্মিক্যং বেদবাদিনঃ ।  
তেষাং সন্নিহিতো নিত্যং যে মাং নিত্যমুপাসতে

ব্রাহ্মণাঃ কজিয়া বৈজ্ঞা ধার্মিক্য মাংপাসতে ।  
তেষাং দদামি তৎ স্থানমানন্দং পরমং পদম্ ।  
অন্তেষুপি যে স্বধর্ম্মহাঃ শূদ্রাদ্যা নীচজাতয়ঃ ।  
তত্তমন্তঃ প্রমুচ্যন্তে কালেন ময়ি সঙ্গতাঃ ৷ ১১  
মন্তুকা ন বিনশুস্তি মন্তুকা বীতকল্যাণাঃ ।  
আদ্যাবেব প্রতিজ্ঞাতং ন মে ভক্তঃ প্রণশুতি ।  
যো বৈ নিন্দতি তং মুচ্যে দেবদেবং স নিন্দতি  
যো হি পূজয়তে ভক্ত্য স পূজয়তি মাং সদা ।  
পত্রং পুষ্পং কলং ভোজ্যং মদ্যাদাধনকারণাং ।  
যো মে দদাতি নিয়তং স মে ভক্তঃ প্রিয়ো মম  
অহং হি জগতামানো ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিনম্ ।  
বিদধৌ দত্তবান্ বেদানশেষানান্দ্রানিঃসৃতান্ ৷ ১৫  
অহমেব হি সর্কেষাং যোগিনাং শুকুরব্যয়ঃ ।  
ধার্মিক্যণঞ্চ গোপ্তাহং নিহন্তা বেদবিধিষাম্ ।  
জহং হি সর্বসংসারান্মোচকো যোগিনামিহ ।

কি দান, কি দ্বা ইজ্যা, কিছুতেই আমি জ্ঞাত  
হই না, একমাত্র অত্যন্তম ভক্তিই আমার  
জ্ঞাপক । আমিই সমস্তভূতের অন্তর্মুখী হইয়া  
সর্বগরূপে অবস্থান করি । কিন্তু হে মুনীশ্ব-  
রগণ ! কেহই সর্বসাক্ষিরূপে আমাকে জানিতে  
পারে না । এই সমস্তই ষাংহর অভ্যন্তরে  
এবং যিনি সকলের অভ্যন্তরে অবস্থিত,  
আমিই সেই ধাতা, বিধাতা, কালাগ্নি বা  
বিষ্বতোমুখ । মুনীগণ, পিতৃগণ, দেবগণ,  
মনুগণ, ব্রহ্মা, শক্ণ বা অন্তান্ত যে সকল  
প্রথিতভেজা আছেন, কেহই আমাকে  
দেখিতে পান না । একমাত্র পরমেশ্বর আমা-  
কেই বেদগণ সতত প্রকাশ করেন । ব্রাহ্মণ-  
গণ বিবিধ বৈদিক যজ্ঞে একমাত্র আমারই  
যজ্ঞন করেন । সমস্ত লোক বা পিতামহ  
ব্রহ্মাও আমাকে দেখিতে পান না । কিন্তু  
সমস্ত ভূতের অধিপতি দেবনগীল ঈশ্বর আমা-  
কেই যোগিগণ ধ্যান করেন । আমিই সমস্ত  
হবির ভোক্তা ও কলদাতা । আমিই সর্ব-  
বেদময় হইয়া সর্কাত্মা ও সর্বত্র অবস্থিত হই-  
য়াছি । বেদবাদী ধার্মিক বিদ্বান্গণ এই  
স্থানেই আমাকে দর্শন করেন এবং ষাংহরা

নিরন্তর আমার উপাসনা করে, আমি সতত  
তাঁহাদিগের সন্নিহিত থাকি । ব্রাহ্মণ, কজিয়া  
বা বৈজ্ঞ প্রভৃতি যে ধার্মিকগণ আমার উপা-  
সনা করে, আমি তাঁহাদিগকে সেই আনন্দ-  
প্রদ পরমপদ প্রদান করি । ১—১০ । অস্ত  
যে সকল শূদ্রাদি নীচ জাতি আছে, তাঁহারা  
যদি স্বধর্ম্ম ও তত্তিমান্ হইয়া আমাতে  
সঙ্গত হয়, তবে কালে মুক্তি লাভ করিয়া  
থাকে । আমার ভক্তেরা কখন বিনষ্ট হয় না  
এবং আমার ভক্তেরা সর্বধা পাপশূন্য হয় ।  
আমি পূর্বেই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে, আমার  
ভক্ত কখনই নষ্ট হইবে না । আমার ভক্তকে  
যে নিন্দা করে, সে দেবদেবেরই নিন্দা করিয়া  
থাকে ; যে তাঁহাকে তক্তির সহিত পূজা  
করে, সে আমারই পূজা করে । যে ব্যক্তি  
আমার আরাধনার নিমিত্ত পত্র, পুষ্প, কল ও  
জল আহরণ করিয়া আমাকে অর্পণ করে,  
সেই ব্যক্তিই আমার প্রিয়ভক্ত । আমিই  
জগতের আদিতে পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে সৃষ্টি  
করিয়াছি এবং আত্মনিঃসৃত অশেষ বেদসকল  
তাঁহাকেই দান করিয়াছি । আমিই যোগি-  
গণের অব্যয় শুক, ধার্মিকগণের ব্রহ্মাকর্তা ও

সংসারভেদুরেবাহং সৰ্বসংসারবর্জিতঃ । ১৭  
 অহমেব হি সংহর্তা সংশ্রুতা পরিপালকঃ ।  
 মায়া বৈ মামিকা শক্তিরীয়া লোকবিমোহনী ।  
 মমৈব চ পরা শক্তিরীয়া সা বিদ্যোতি গীঘতে ।  
 নাশয়ামি তন্মা মায়াং যোগিনাং হৃদি সংস্থিতঃ ।  
 অহং হি সৰ্বশক্তীনাং প্রবর্ত্তননিবর্ত্তকঃ ।  
 আধারভূতঃ সৰ্বাসাং নিধানমমৃতস্ত চ ॥ ২০  
 একা সৰ্বাসুরা শক্তিঃ করোতি বিবিধং জগৎ  
 আস্থায় ব্রহ্মণো রূপং মন্বয়ী মদবিষ্টিতা ॥ ২১  
 অস্তা চ শক্তিবিপুল্য সংস্থাপয়তি মে জগৎ ।  
 ভূহা নারায়ণোহনন্তো জগন্নাথো জগন্নাথঃ ॥ ২২  
 তৃতীয়া মহতী শক্তিনিহন্তি সকলং জগৎ ।  
 তামসী মে সমাধাতা কালাত্যা ক্রুদ্ধরূপিণী ॥ ২৩  
 ধ্যানেন মাং প্রপশ্যন্তি কেচিজ্জ্ঞানেন চাপরে  
 অপরে ভক্তিযোগেন কৰ্ম্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪

বিষেটাদিগের নিহন্তা। আমিই যোগিগণের  
 সংসারমোচক ও সংসার-ভূত; কিন্তু স্বয়ং  
 সংসার-বিবর্জিত। আমিই সকলের সংহার-  
 কারী, সৃজনকারী ও পরিপালক। আমার  
 শক্তিই লোকগণের মোহিনী মায়া। আমার  
 যে প্রধান শক্তি, তাহাই বিদ্যা বলিয়া পরি-  
 গীতা হয়। আমিই যোগিগণের হৃদয়স্থ হইয়া  
 সেই বিদ্যা দ্বারাই মাধার ধ্বংস করি। আমিই  
 সৰ্বশক্তির প্রবর্ত্তক, নিবর্ত্তক ও আধার এবং  
 আমিই অমৃত-নিধান। ১১—২০। সৰ্ব-  
 মাত্মা, মন্বন্তরুপা ও মদবিষ্টিতা যে এক শক্তি  
 তাহাই ব্রহ্মার রূপ কল্পনা করিয়া সমস্ত জগৎ  
 তেজঃ সৃষ্টি করে; আমার যে দ্বিতীয়া বিপুল্য  
 শক্তি, তাহাই নারায়ণ, অনন্ত, জগন্নাথ ও  
 জগন্নাথ হইয়া জগৎ সকলকে পালন করে।  
 আমার যে তৃতীয়া মহতী শক্তি, তাহা  
 তামসী; সেই শক্তিই কাল ও ক্রুদ্ধরূপিণী,  
 ইহাই জগতের সংহার করে। কেহ আমাকে  
 ধ্যানেন জানিতে পারে, কেহ বা জ্ঞানে দর্শন  
 করে, কেহ বা কৰ্ম্মযোগে আমাকে দর্শন  
 করে এবং কেহ বা ভক্তিযোগে আমার দর্শন  
 লাভ করে; কিন্তু যাহারা জ্ঞানপূর্বক নিরন্তর

সৰ্বেষামেব ভক্তানামিষ্টঃ প্রিয়তমো মম ।  
 যো হি জ্ঞানেন মাং নিত্যমারাদয়তি নাশুখা ।  
 অস্তে চ হরয়ে ভক্তা মদারাদনকারিণঃ ।  
 তেহপি মাং প্রাপ্নুবন্ত্যেব নাবর্ত্তন্তে চ  
 বৈ পুনঃ ॥ ২৬

ময়া ভক্তমিতং কৃৎস্নং প্রধানপুরুষাস্বকম্ ।  
 ময্যেব সংস্থিতং বিশ্বং ময়া সম্প্রের্যতে জগৎ ॥  
 নাহং প্রেরয়িতা বিশ্বাঃ পরমং যোগমার্গিতঃ ।  
 প্রেরয়ামি জগৎ কৃৎস্নমেতদ্ব্যো বেদ সৌহৃদ্যতঃ  
 পশ্চাত্ম্যশেষমেবেদং বর্ত্তমানং স্বভাবতঃ ।  
 করোতি কালো ভগবান্ মহাযোগেশ্বরঃ স্বয়ম্  
 যেনহং সম্প্রোচ্যতে যোগী মায়ী শাস্ত্রেণ  
 স্মৃতিভিঃ ॥

যোগেশ্বরোহসৌ ভগবান্ মহাযোগেশ্বরঃ স্বয়ম্  
 মন্বন্তং সৰ্বভূতানাং পরদ্বাং পরমেষ্ঠিনঃ ।  
 প্রোচ্যতে ভগবান্ ব্রহ্মা মহাব্রহ্মময়োহমলঃ ॥ ৩১  
 যো মামেবং বিজ্ঞানীতি মহাযোগেশ্বরেণবান্ ॥

আমার অর্চনা করে, সেই সমস্ত ভক্তেরই  
 আমি ইষ্ট ও প্রিয়তম। যাহারা আমার  
 আরাধনায় অতিগাষী হইয়া হরির প্রতি  
 ভক্তি করে, তাহারাও আমাকে প্রাপ্ত হয়  
 এবং পুনরাবৃত্ত হয় না। প্রধান-পুরুষাস্বক  
 সমস্ত জগৎ আমা কর্তৃক বিস্তারিত হইয়াছে;  
 সমস্ত বিশ্ব আমাতেই সংস্থিত এবং আমা  
 দ্বারাই সমস্ত জগৎ সম্যক পরিচালিত হয়।  
 হে বিপ্রগণ! আমি পরিচালক নহি, আমি  
 পরম যোগ অবলম্বন কারিয়া অবাস্তত, কিন্তু  
 আমিই যে এই জগৎকে পরিচালিত করি,  
 ইহা যে জ্ঞাত আছে, সেই-ই মুক্ত। স্বভা-  
 বতঃ বর্ত্তমান যে এই অশেষ জগৎ, যে সমস্ত  
 আমি দর্শন করিতেছি, ভগবান্ মহাযোগে-  
 শ্বর কাল স্বয়ং তাহা করিতেছেন। স্বয়ং ভগ-  
 বান্ ও মহাযোগেশ্বর আমিই যোগী ও মায়ী  
 বলিয়া শাস্ত্রমধ্যে পণ্ডিতগণ কর্তৃক কীর্ত্তিত  
 হই। পরমেষ্ঠী। পরব্রহ্মেতু সৰ্বভূতেশ্বর যে  
 মন্বন্ত, তাহাই মহাব্রহ্মময়, অমল ও ভগবান্  
 ব্রহ্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। মহাযোগেশ্বরেণবান্

## উপরিভাগঃ

সোহবিকল্পেন যোগেন যুক্ত্যন্তে নাত্ৰ সংশয়ঃ  
সোহং প্রেরয়িতা দেবঃ পরমানন্দসংজ্ঞিতঃ ।  
নৃত্যামি যোগী সত্যতঃ যন্ত হৃদ স যোগবিৎ ॥ ১৩  
ইতি ঋতমং জ্ঞানং সৰ্ববেদেষু নিশ্চিতম্ ।  
প্রসন্নচেতসে দেহং ধার্মিক্যাহি ভাগ্যমে ॥ ৩৪

ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে উপরিভাগে  
ক্রীমন্তগবদীশ্বরগীতানুপনিষৎসু ব্রহ্ম-  
বিদ্যায়াম্ যোগশাস্ত্রে দেবদেব-  
মাহাত্ম্য-জ্ঞানযোগো নাম  
চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

এতাবস্থক্কা ভগবান্ যোগিনাং পরমেশ্বরঃ ।  
ননর্তু পরমং ভাবমেশ্বরঃ সম্প্রদর্শয়ন্ ॥ ১  
যং তে দদৃশুর্গীশানং তেজসাং পরমং নিধিম্

আমাকে এইরূপে যে বিজ্ঞাত ভব সেই ব্যক্তিই নির্বিকল্প যোগে যুক্ত হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সংশয় নাই। সেই আমি সকলের প্রেরয়িতা, ক্রীড়নশীল, পরমানন্দসংজ্ঞিত এবং যোগী হইয়া সর্বদা নৃত্য করিয়া থাকি; যে তাহা জানে, সেই-ই যোগবিৎ। এই সর্ব-বেদবিনিশ্চিত ঋতমং জ্ঞান যাহাকে-তাহাকে দান করিতে নাই; যে ব্যক্তি প্রসন্নচেতা, আহিত্যাগি ও ধার্মিক, তাহাকেই ইহা প্রদান করা উচিত। ২১—৩৪।

চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম অধ্যায় ।

দেবদেবনৃত্যদর্শন—ভক্তিযোগ ।

ব্যাস কহিলেন,—ভগবান্ পরমেশ্বর যোগীগণকে এইরূপ বলিয়া পরম ঐশ্বর ভাব প্রদর্শনপূর্বক নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। সেই ক্রীশান পরম-ভেজোনিধি মহাদেবকে

নৃত্যমানং মহাদেবং বিকুনা গগনেহম্বে ॥ ২  
তং বিহ্বর্ষোগতবৃত্তা যোগিনো যতমানসঃ ।  
তযীশং সর্বিভূতানাশাকাশে দদৃশুঃ কিল ॥ ৩  
যন্ত মায়াময়ং সর্বং যেনৈদং দ্বিত্যন্তে জগৎ ।  
নৃত্যমানঃ স্বয়ং বিপ্রৈর্বিবেশঃ খলু দৃষ্টতে ॥ ৪  
যৎপাদপঙ্কজং স্মৃৎ পুরুষোহজ্ঞানজং ভয়ম্ ।  
জহাতি নৃত্যমানং তং ভূতেশং দদৃশুঃ কিল ॥ ৫  
যং বিনিদ্রা জিতবাসঃ শান্তা তক্তিসমযিতাঃ ।  
জ্যোতির্শ্চয়ং প্রপশ্যন্তি স যোগী দৃষ্টতে কিল ॥  
যোহজ্ঞানান্মোচয়েৎ কিপ্রং প্রসন্নো

ভক্তবৎসলঃ ।

তমেকং মোচকং ক্রদ্রমাকাশে দদৃশুঃ পরম্ ॥ ৬  
সহস্রশিরসং দেবং সহস্রচরণাকৃতিম্ ।  
সহস্রবাহুং জটীং চন্দ্রাঙ্গিকৃতশেখরম্ ॥ ৮  
বসানং চর্ম্ম বৈঘ্রাভ্রং শূলাসক্তমশাকরম্ ।  
দণ্ডপাণি জঘীনেজ্রং সূর্য্যাসোমায়িলোচনম্ ॥ ৯  
ব্রহ্ম ১ণ্ডং তেজসা শ্বেন সর্কমাবৃত্য যিষ্ঠিতম্ ।

বাহারী নির্মল গগনে বিকুণ্ড সজ্জিত নৃত্যমান দর্শন করিয়াছেন, সেই সংঘর্ষচক্ৰ যোগতত্ত্বজ্ঞ যোগীগণই তাঁহাকে জানেন। আর তাঁহা-রাই সেই ভূতপতিকের আকাশে যথার্থ দর্শন করিয়াছেন। জগৎ বাহার মায়াময় এবং যৎ কর্তৃক যুত হইয়াছে, সেই স্বয়ং নৃত্যমান বিবেশ্বর বিপ্রগণকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছিলেন। বাহার পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া পুরুষগণ অজ্ঞান-জন্ত ভয় পরিত্যাগ করে, সেই ভূতেশই তখন নৃত্য করিতেছেন, দেখা গিয়াছিল। শান্ত, বিনিদ্র, জিতবাস ও তক্তিসমানগণ বাহাকে জ্যোতির্শ্চয় দর্শন করেন, সেই যোগীই তৎ-কালে দৃষ্ট হইয়াছিলেন। যে ভক্তবৎসল দেব, প্রসন্ন হইলে অজ্ঞান হইতে নীত যুক্ত করেন, সেই একমাত্র মোচক ক্রদ্র আকাশে দৃষ্ট হইলেন। বাহার সহস্র মস্তক, সহস্র চরণ, সহস্র আকার ও সহস্র বাহু; যিনি জটিল ও চন্দ্রাঙ্গিকৃতশেখর; বাহার পরিধান ব্যাঘ্র-চর্ম্ম; বাহার মহাকরে শূল আসক্ত; যিনি দণ্ডপাণি, জঘীনেজ্র ও সূর্য্য-চন্দ্র-অগ্নি

দংষ্ট্রাকরালঃ চূৰ্ণধ্বং স্বর্ঘ্যকোটিসমপ্রভম্ (ক) ।  
 স্ফলভয়নলজালাং দহন্তমখিলং জগৎ ।  
 বৃত্ত্যন্তঃ সদৃশদেবং বিশ্বকর্মাণমৌশরম্ ॥ ১১  
 মহাদেবং মহাযোগং দেবানামপি দৈবতম্ ।  
 পশুনাং পতিমীশানাং জ্যোতিষাং জ্যোতি-  
 রবাম্ ॥ ১২  
 পিনাকিনং বিশালাকং তেজস্বং ভবরোগিণাম্  
 কালজ্ঞং বালকালং দেবদেবং মহেশ্বরম্ ॥ ১৩  
 উমাপতিং বিরূপাকং যো নানন্দময়ং পরম্ ।  
 জ্ঞানবৈরাগ্যানিলয়ং জ্ঞানযোগং সনাতনম্ ॥ ১৪  
 শাস্ত্রভৈরবধাবিটপং ধর্ম্মাধারং হৃদাসদম্ ।  
 মহেন্দ্রোপেন্দ্রনমিতং মহর্ষিগণবন্দিতম্ ॥ ১৫  
 অধারং সর্গশক্তীনাং মহাযোগেশ্বরেশ্বরম্ ।  
 যোগিনাং পরমং ব্রহ্ম যোগিনং যোগিবন্দিতম্  
 যোগিনাং হৃদি তিষ্ঠন্তং যোগমায়াসমাবৃত্তম্ ॥ ১৬  
 কণেন জগতো যোনিং নারায়ণমনাময়ম্ ।

ঐহার নেত্রত্রয়রূপ ; যিনি স্বীয় তেজে সমস্ত  
 ব্রহ্মাণ্ড আবৃত করিয়া অবস্থিত, দংষ্ট্রাকরাল,  
 চূৰ্ণধ্বং কোটিন্বর্ঘ্যের জ্বালা প্রভাবিত এবং  
 যিনি অনলজালা স্ফটিক করিতেছেন ও অখিল  
 জগৎ দহন করিতেছেন, ব্রহ্মবাদী মুনিগণ সেই  
 বিশ্বকর্মা দেবকে নৃত্য করিতে দর্শন করি-  
 লেন । ১—১১ । যিনি মহাদেব, মহাযোগ,  
 দেবগণের দেবতা পশুপতি, ঈশান, জ্যোতিঃ-  
 সমুদ্রের অব্যয় জ্যোতিঃ, পিনাকী, বিশাল-  
 লোচন, ভবরোগের ঔষধ, কালজ্ঞা, কালের  
 কাল, দেবদেব, মহেশ্বর, উমাপতি, বিরূপাক,  
 যোগানন্দময়, জ্যেষ্ঠ, জ্ঞান-বৈরাগ্যের আলয়,  
 জ্ঞানযোগ, সনাতন, শাস্ত্র ভৈরবের বিটপ,  
 ধর্ম্মের আধার, হৃদাসদ, মহেন্দ্র ও উপেন্দ্রের  
 নমস্ত, মহর্ষিগণের বন্দিত, সর্গশক্তির আধার,  
 মহাযোগেশ্বরের, যোগিগণের পরম ব্রহ্ম,  
 যোগী, যোগিবন্দিত, যোগিহৃদয়স্থিত, যোগ-

(ক) ইত্যং পরং—অণ্ডবকাণ্ডবাহুভ্যং  
 বাহুভ্যামুভয়ং পরমিতং পদ্যাক্ষরধিকং কচিৎ  
 পুস্তকে লক্ষ্যতে ।

ঈশ্বরৈক্যমাপন্নমস্তান ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৭  
 দৃষ্ট্বা ভদ্রেশ্বরং রূপং ক্রজং নারায়ণাঙ্ককম্ ।  
 কৃত্যর্কং যেনিরে সন্তঃ স্বাচ্ছানং ব্রহ্মবাদিনঃ ॥ ১৮  
 সনৎকুমারঃ সনকো ভূতশ্চ  
 সনাতনশ্চৈব সনন্দনশ্চ ।  
 রৈভ্যোহজিরা বামদেবোহথ শুকো  
 মর্ষিরাজঃ কপিলো মরীচিঃ ॥ ১৯  
 দৃষ্ট্বাধ ক্রজং জগদীশিতারং  
 তং পদ্মনাতাশ্চিত্রবামভাগম্ ।  
 ধ্যান্ধা হৃদস্থং প্রণিপত্য মুগ্ধা  
 কৃতাজলিং শ্রেষু শিরঃসু ভূষঃ ॥ ২০  
 ওক্তারমুচ্চার্য বিলোকা দেব-  
 মন্তঃশরীং নিহিতং শুভায়াম্ ।  
 সন্তবন ব্রহ্মমর্ষৈর্বচোভি-  
 রানন্দপূর্ণাহিতমানসা বৈ ॥ ২১  
 মুনয় উচুঃ ।

স্বামেকমীশং পুরুষং পুরাণং  
 প্রাণেশ্বরং ক্রজমনস্তযোগম্ ।  
 নমাম সর্বৈ হৃদি সন্নিবিষ্টং  
 প্রচেতসং ব্রহ্মময়ং পবিত্রম্ ॥ ২২

ময়াসমাবৃত, জগদ্যোনি, নারায়ণ, অনাময়  
 এবং ঈশ্বরের সহিত ঐক্য-সম্পন্ন, ব্রহ্মবাদী  
 মুনিগণ তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন । সেই  
 ঈশ্বরের নারায়ণাঙ্ক ক্রজরূপ দর্শন করিয়া  
 ব্রহ্মবাদী সাধু মুনিগণ স্বীয় আত্মাকে কৃতার্থ  
 জ্ঞান করিলেন । সনৎকুমার, সনক, ভূত,  
 সনাতন, সনন্দন, রৈভ্য, অজিরা, বামদেব,  
 শুক, অজি, কপিল ও মরীচি এই ঋষিগণ  
 সেই পদ্মনাতাশ্চিত্র-বামভাগ জগদীশ্বর  
 ক্রজকে (হরিহরমূর্ত্তি) দর্শন করিয়া হৃদয়ে  
 চিত্তা করিলেন,—মস্তক ধারী ভূমিশর্পপূর্ব্বক  
 প্রণাম করত স্বীয় স্বীয় মস্তকে অঞ্জলিবদ্ধন  
 করিলেন । পরে ওক্তার উচ্চারণপূর্ব্বক শুভা-  
 নিহিত অন্তঃশরীর দর্শন করিয়া আনন্দপূর্ণ ও  
 আহুতিমানস হইয়া ব্রহ্মময় বাক্যে স্তব করিতে  
 আরম্ভ করিলেন । ১২ ২১ । মুনিগণ কহি-  
 লেন,—যিনি ঈশ্বর, পুরাণপুরুষ, প্রাণেশ্বর,



পশ্চান্তি স্বাঃ মুনয়ো ব্রহ্মযোনিঃ  
দান্তাঃ শাস্তা বিমলং কল্পবর্ণম্ ।  
ধ্যায়াব্রহ্মচলং শ্বে শরীরে  
কবিঃ পরেভ্যঃ পরমাং পরঞ্চ ॥ ২৩  
অন্তঃ প্রসূতা জগতঃ প্রসূতিঃ  
সর্বাঙ্ঘ্রুভুতং পরমাণুভুতঃ ।  
অণোরণীরান্ মহতো মহীয়ান-  
ত্বামেব সর্গং প্রবদন্তি সন্তঃ ॥ ২৪  
হিরণ্যগর্ভো জগদন্তরাখ্য  
অশ্বোহস্তি জাতঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।  
স জায়মানো ভবতা নিমৃষ্টে ।  
যথাবিধানং সকলং সমর্জ্জ ॥ ২৫  
অন্তো বেদাঃ সকলাঃ সপ্রসূতা-  
অযোবাস্তে সংস্থিতাঃ তে লভন্তে ।  
পশ্চামখ্যং জগতো হেতুভূতং  
নৃত্যন্তং শ্বে হৃদয়ে সন্নিবিষ্টম্ ॥ ২৬  
অস্মৈবেদং ভ্রামাতে ব্রহ্মচক্রং  
মায়াবী স্বঃ জগতামেকনাথঃ ।

নমামখ্যং শরণং সপ্রপন্ন।  
যোগাখ্যানং চিৎপতিং দিব্যানুভাম্ ॥ ২৭  
পশ্চামখ্যং পরমাকাশমধ্যে  
নৃত্যন্তং তে মহিমানং শ্রবাসঃ ।  
সর্বাখ্যানং বহুধা সন্নিবিষ্টং  
ব্রহ্মানন্দমঙ্ঘ্রুয়াঙ্ঘ্রুভুতং ॥ ২৮  
ওঙ্কারন্তে বাচকো মুক্তিবীজঃ  
স্বামকরং প্রকৃতৌ গুটরূপম্ ।  
তৎ স্বাঃ সত্যং প্রবদন্তীত সন্তঃ  
সপ্রসূতং ভবতো যৎপ্রভাবম্ ॥ ২৯  
অপশ্চি স্বাঃ সততং সর্ববেদা-  
নমন্তি স্বামুসয়ঃ কৌণদোবাঃ ।  
শাস্তাখ্যানং সত্যসঙ্গা বরিষ্ঠং  
বিশন্তি স্বাঃ যতঃশা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ ॥ ৩০  
ভবানীশোহনাদিমান বিশ্বরূপঃ  
ব্রহ্ম পিঙ্গুঃ পরমেষী বরিষ্ঠঃ ।  
ব্রহ্মানন্দমঙ্ঘ্রুয়াবিশন্তে  
স্বদ্ব্যংজ্যোতিঃশলা নিত্যযুক্তাঃ ॥ ৩১

রুদ্র, অনন্তযে'গ, হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, প্রচেতা, ব্রহ্মময় ও পবিত্র তাঁহাকে সকলে প্রণাম করি। দান্ত ও শাস্ত মুনীগণ আয় শরীরে ধ্যান করিয়া ব্রহ্মযোনি, বিমল, সুবর্ণবর্ণ, কবি ও পরম হইতেও পরাংপর আপনাকেই দর্শন করেন। জগতের প্রসূতি তোমা হইতেই প্রসূত হইয়াছে, তুমিই পরমাণুরূপে সকলের অঙ্ঘ্রুভবস্থান, তুমিই অণু হইতে অণীরান্ ও মহৎ হইতে মহীয়ান এবং সাধুগণ তোমাকেই সর্গ বলিয়া থাকেন। হিরণ্যগর্ভ, জগতের অন্তরাখ্য, পুণ্যপুরুষ তোমা হইতে জন্মিয়াছেন; সেই জায়মান পুণ্যপুরুষ তোমাকর্তৃক নিমৃষ্ট হইয়া যথাবিধি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন। বেদসকল তোমা হইতেই সম্যক প্রসূত হইয়াছে এবং অস্ত-কালে তোমাতেই লীন হইবে। জগতের হেতুভূত তোমাকেই হৃদয়মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়া নৃত্য করিতে দর্শন করি। এই ব্রহ্মচক্র তোমাকর্তৃকই ভ্রাম্যমাণ হইতেছে; তুমিই

জগতের একমাত্র নাথ ও মায়াবী; যোগাখ্য, চিৎপতি ও দিব্যানুভবকারী; তোমারই শরণ লইলাম এবং তোমাকে নমস্কার। আমরা দেখিতেছি, তুমিই আকাশমধ্যে নৃত্য করিতেছ। তুমি সকলের আশ্রয় হইয়াও বহুধা সন্নিবিষ্ট, তুমিই ব্রহ্মানন্দময়; আমরা পদে পদে তোমাকেই অঙ্ঘ্রুভব করিয়া তোমারই মাহিমা শ্রবণ করি। ওঙ্কারই তোমার বাচক। তুমি মুক্তি-বীজ, অক্ষর ও গুটরূপে প্রকৃতিতে অবস্থিত। অতএব সাধুগণ ইহজগতে তোমাকে ও তোমার স্বয়ংপ্রভ প্রভাবকেই সত্য বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন। বেদ সকল সতত তোমারই ভব করেন, কৌণদোব অধিগণ তোমাকে প্রণাম করেন এবং শাস্তাখ্য সত্যসঙ্গ ব্রহ্মনিষ্ঠ যতিগণ, বরিষ্ঠ বলিয়া তোমাতেই প্রবেশ করেন। ২২—৩০। তুমিই ঈশ্বর, অনাদি, বিশ্বরূপ, ব্রহ্মা, পিঙ্গু, পরমেশী, ও বরিষ্ঠ। একাগ্রচিত্ত নিত্যযুক্ত ঋষিগণ স্বকীর-আখ্যানরূপ তোমাকেই অঙ্ঘ্রুভব

একো ক্রমঃ করোযীহ বিশ্বঃ  
 ত্বং পালয়ন্তধিলং বিশ্বরূপঃ ।  
 আমেবাস্তে বিলম্বং বিলম্বতীক  
 নমামহ্যং শরণং সন্তাপরাঃ ॥ ৩২  
 একো বেদো বহুশাখো হনন্ত-  
 আমেবৈকং বোধয়ত্যেকরূপম্ ।  
 বেদ্যং ত্বাং যে শরণং সন্তাপরা  
 মায়ামেতাং তে তরন্তীহ বিপ্রাঃ (ক) ॥ ৩৩  
 আমেকমাহুঃ পরমঞ্চ ক্রমঃ  
 প্রাণং বৃহন্তং হরিমগ্নিমৌশম্ ।  
 ইন্দ্রং মৃত্যুমনিলাং চেকিতানং  
 ধাতারমাদিত্যমনেকরূপম্ ॥ ৩৪  
 ত্রয়ক্ষরং পরমং বেদিতব্যং  
 ত্রয়স্ত্র বিশ্বস্ত্র পরং নিধানম্ ।  
 ত্রয়বঃ শাস্ত্রতর্কশ্চোপা  
 সনাতনস্ত্র পুরুষোত্তমোহসি ॥ ৩৫

করিয়া স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ তোমাতেই প্রবেশ  
 করেন। হে দেব! তুমি ক্রমরূপী একমাত্র,  
 তথাপি সমস্ত বিশ্ব স্বজন করিতেছ; তুমিই  
 একমাত্র বিশ্বরূপেই জগৎ পালন করিতেছ  
 এবং অন্তকালে সমস্ত জগৎ তোমাতেই  
 বিলীন হইবে; অতএব তোমার শরণ লইলাম,  
 তোমাকে নমস্কার। একমাত্র বেদ বহুশাখা-  
 বিশিষ্ট ও অনন্ত হইলেও একরূপী একমাত্র  
 তোমাকেই বোধ করাইয়া থাকে। অবশ্য-  
 জ্ঞাতব্য তোমাকে যাহারা শরণ প্রাপ্ত হন,  
 সেই বিপ্রগণই এই মায়া উত্তীর্ণ হন। তুমিই  
 পরম ক্রম, প্রাণ, বৃহৎ, হরি, অগ্নি, ঈশ্বর, ইন্দ্র,  
 ষম, বায়ু, চৈতন্য, ধাতা ও আদিত্য প্রভৃতি  
 রূপধারী হইলেও 'এক' বলিয়া তোমাকে কীৰ্ত্তন  
 করেন। তুমি অক্ষর, পরম-বেদ্য, তুমিই  
 বিশ্বের পরম নিধান, তুমি অব্যয়, নিত্যধর্মের  
 রক্ষিতা এবং তুমিই সনাতন ও পুরুষোত্তম।

(ক) তেষাং শাস্তিঃ শাস্ত্রী নেতরেণামিতি  
 কচিং পাঠঃ।

স্বমেব বিকৃচ্ছুরাননস্বঃ  
 স্বমেব ক্রমো ভগবানশীলঃ ।  
 ত্বং বিশ্বনাথঃ প্রকৃতিঃ প্রতিষ্ঠা  
 সর্বেশ্বরস্বঃ পরমেশ্বরোহসি ॥ ৩৬  
 আমেকমাহুঃ পুরুষং পুরাণ-  
 মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরমাত্ম ॥ ৩৭  
 চিন্নাত্মমব্যাক্তমচিন্ত্যরূপং  
 ত্বং ব্রহ্ম শূন্যং প্রকৃতিভূগাণ্ড ॥ ৩৮  
 যদন্তরা সর্গমিদং বিভাতি  
 যদব্যয়ং নিখিলমেকরূপম্ ।  
 কিমপ্যচিন্ত্যং তব রূপমেতৎ  
 তদন্তরা সন্ততিভাতি তবম্ ॥ ৩৯  
 যোগেশ্বরঃ তদ্রম্যনন্তশক্তিঃ  
 পরায়ণঃ ব্রহ্মতত্ত্বঃ পুরাণম্ ।  
 নমাম সর্কে শরণার্থিনস্তাং  
 প্রসাদ ভূতাদিপতে মহেশ ॥ ৪০  
 স্বপাদপদ্যস্বরণাদিশেষ-  
 সংসারবীজং নিলয়ং প্রয়াতি ।  
 মনো নিয়ম্য প্রাণধায় কায়ং  
 প্রসাদয়ামো বয়মেধমৌশম্ ॥ ৪১

তুমিই বিষ্ণু, তুমিই চতুর্ভুজ, তুমিই ভগবান  
 ঈশ্বর; তুমিই বিশ্বনাথ, প্রকৃতি ও প্রতিষ্ঠা  
 এবং তুমিই সর্বেশ্বর ও পরমেশ্বর। সকলেই  
 বলিয়া থাকেন, তুমি আদিত্য, পুরাণ পুরুষ,  
 আদিত্যবর্ণ ও তমসপারে অবস্থিত। তুমিই  
 চিন্নাত্ম, অব্যক্ত, অচিন্ত্যরূপ, আকাশ, ব্রহ্ম,  
 শূন্য, প্রকৃতি ও ভূগ। যাহার মধ্যে এই  
 সমস্ত শোভিত হইতেছে, যাহা অব্যয়, নিখিল  
 ও একরূপ; তোমারই সেই কি এক অপূর্ণ  
 রূপ আছে, তাহাতেই তব সকল শোভা  
 পাইতেছে। তুমি যোগেশ্বর, কল্যাণদায়ক,  
 অনন্তশক্তি, প্রধানগতি, ব্রহ্মতত্ত্ব ও পুরাণ;  
 আমরা শরণার্থী; তোমাকেই প্রণাম করি-  
 তেছি। হে মহেশ! হে ভূতাদিপতে। তুমি  
 প্রসন্ন হও। হে দেব! তোমারই চরণ দুই  
 স্মরণ করিলে সংসারের বীজ বিলয় প্রাপ্ত  
 হয়। অতএব আমরা মন নিয়মিত করিয়া—

নমো ভবায় ভবোভবায়

কালার সর্বাং হরায় তুভ্যম্ ।

নমোহস্ত রুদ্রায় কপর্দিনে তে

নমোহস্ত্রে দেব নমঃ শিবায় ॥ ৪১

ভূতঃ স ভগবান্ প্রীতঃ কপদৌ বুধবাহনঃ ।

সংসৃত্য পরমং রূপং প্রকৃত্যেহোহস্তবঃ ॥ ৪২

তে ভবঃ ভূতভব্যোশ্চ পূর্ববৎ সমবাস্তবম্ ।

দৃষ্ট্বা নারায়ণং দেবং বিস্মিতা বাক্যমব্রবন্ ॥ ৪৩

ভগবন্ ভূতভব্যোশ্চ গোবৃষাক্ষিতশাসন ।

দৃষ্ট্বা তে পরমং রূপং নিবৃত্তাঃ স্ম সনাতন ॥ ৪৪

ভবঃপ্রসাদাদমলে পরস্মিন্ পরমেশ্বর ।

অস্মাকং জায়তে ভক্তিস্বয্যোবাব্যভিচারিণী ॥ ৪৫

ইদানীং শ্রোতুমিচ্ছামো মাহাত্ম্যং তব শঙ্কর ।

তুমোহপি চৈবং যস্মিন্ ত্যং যাথাক্ষ্যং পরমেষ্ঠিনঃ ।

স তেষাং বাক্যমাকর্ণ্য যোগিনাং যোগসিদ্ধিধঃ

প্রাহ গস্তীরশা বাচ। সমালোক্য চ মাধবম্ ॥ ৪৭

তি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপরিভাগে শ্রীমদ্-

ভগবদগীতাংশুনিবন্ধে অক্ষবিদ্যায়াং

যোগশাস্ত্রে দেবদেবনৃত্যদর্শন-ভক্তি-

যোগো নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

দেহকে প্রণিহিত করত একমাত্র ঈশ্বর তোমাকেই প্রসাদিত করিতেছি। তুমি ভব, ভবো-  
স্তব, কাল, সর্ব ও হর, তোমাকে নমস্কার।  
তুমি রুদ্র ও কপদা, তোমাকে নমস্কার। তে  
দেব! তুমি অর্ঘ্য, তোমাকে নমস্কার। তুমি  
শিব, তোমাকে নমস্কার। ৩১—৪১। অনন্তর  
ভগবান্ বুধবাহন কপদৌ ভব প্রীত হইয়া পরম  
রূপ সংহারপূর্বক প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন  
সেই মুনিগণ ভূতভব্যপতি ভবকে পূর্বের ত্রায়  
সমভাবে অবস্থিত দেখিয়া এবং নারায়ণকেও  
ভক্তপে অবস্থিত দর্শন করত বিস্মিত হইয়া  
বলিতে লাগিলেন,—“হে ভগবন্! হে ভূত-  
ভব্যপতে! হে গোবৃষাক্ষিতশাসন! হে সনা-  
তন! আমরা তোমার পরম রূপ দেখিয়া  
নির্বৃত্ত হইয়াছি। হে পরমেশ্বর! তোমার  
প্রসাদেই অমল ও পররূপী তোমাতেই আমা-

যষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণুধ্বমুদয়ঃ সর্কে যথাবৎ পরমেষ্ঠিনঃ ।

বক্ষ্যামীশস্ত মাহাত্ম্যং যন্তেষদবিদো বিহঃ ॥ ১

সর্বলোকৈকনিষ্ঠাতা সর্বলোকৈককরক্ষিতা ।

সর্বলোকৈকসংহর্তা সর্বাঙ্কাহং সনাতনঃ ॥ ২

সর্কেষামেব বস্তুনামন্তর্ধামৌ মহেশ্বরঃ ।

মধ্যেদাস্তে স্থিতং সর্বং নাহং সর্বত্র সংস্থিতঃ ॥ ৩

ভব ভূতভূতং দৃষ্টং যৎ স্বরূপঞ্চ মামকম্ ।

মমৈষা হ্যপমা বিপ্রা মায়া বৈ দর্শিতা ময়া ॥ ৪

সর্কেষামেব ভাবানামন্তরা সমবস্থিতঃ ।

দেব অব্যভিচারিণী ভক্তি জন্মিয়াছে। হে  
শঙ্কর! অধুনা ভবদীয় মাহাত্ম্য শ্রবণ করিতে  
ইচ্ছা হইতেছে। আর যাহা নিত্য, পরমে-  
ষ্ঠীর সেই যাথাক্ষ্য শ্রবণ করিতেও অভিলাষ  
হইতেছে। তখন সেই যোগিগণের যোগ-  
সিদ্ধিপ্রদাতা ভগবান্ তাঁহাদিগের বাক্য শ্রবণ  
করত মাধবের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্বক গস্তীর-  
বাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৪২—৪৭।

পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৫ ॥

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

পরমেশ্বর-নৃত্যদর্শন—ভক্তযোগ ।

ঈশ্বর কাহলেন,—হে ঋষিগণ! যাহা  
বেদবদগণের জ্ঞাতবা, পরমেষ্ঠী ঈশ্বরের সেই  
মাহাত্ম্য যথাযথ বর্ণন করিতেছি, তোমরা শ্রবণ  
কর। আমি সমস্ত লোকের একমাত্র নিষ্ঠাতা,  
একমাত্র রক্ষাকর্তা, একমাত্র সংহারকর্তা, আমি  
সকলের আত্মা এবং সনাতন। আমি সমস্ত  
বস্তুরই অন্তর্ধামী মহেশ্বর; অন্তকালে সমস্ত  
বস্তুই আমাতে অবস্থান করে, কিন্তু আমি  
সর্বত্র অবস্থিত থাকি না। তোমরা যে মদীয়  
অদ্বুত রূপ দর্শন করিয়াছ, তাহাই আমার  
উপমা—তোমাদিগকে মায়ামাত্র প্রদর্শিত  
হইয়াছে। আমিই বাবতীয় তাবের

প্রেরয়ামি জগৎ কৃৎস্নং ক্রিয়াক্রিয়ং মম ।  
ময়েদং চেষ্টতে বিশ্বং তস্মৈ ভাবানুবর্তি মে ।  
সোহং কালো জগৎ কৃৎস্নং প্রেরয়ামি

কলাস্কক ৬

একাক্ষেন জগৎ কৃৎস্নং করোমি মুনিপুঙ্গবাঃ ।  
সংহরাম্যেকরূপেণ দ্বিধাবস্থা মমৈব তু ৭  
আদিমধ্যান্তনিপুংক্তা মায়াতন্ত্রপ্রবর্তকঃ ।  
কোভয়ামি চ সর্গাদৌ প্রধান-পুরুষাবুভৌ ৮  
তাভ্যাং সজায়তে বিশ্বং সংযুক্তাভ্যাং পরস্পরম্  
মহাদাক্রমেমৈব মম ভেজো বিজুস্ততে ৯  
যো হি সর্বজগৎসাকী কালচক্রপ্রবর্তকঃ ।  
হিরণ্যগর্ভো মার্ত্তণ্ডঃ সোহপি মদেহসম্ভবঃ ১০  
তস্মৈ দিব্যং স্বমৈশ্বর্য্যং জ্ঞানযোগং সনাতনম্ ।  
দত্তবানাম্ভজান্ বেদান্ কল্পাদৌ চতুরো দ্বিজাঃ  
স মন্নিয়োগভো দেবো ব্রহ্মা মন্ডাবভাবিতঃ ।  
দিব্যং তন্মামকৈশ্বর্য্যং সর্বদাবগতঃ স্বয়ম্ ১২

স সর্বলোকনির্ধাতা মন্নিয়োগেন সর্ববিৎ ।  
ভূত্বা চতুর্মুখঃ সর্গং স্বজতোবাস্তবভূবৎ ১৩  
যোহপি নারায়ণোহনন্তো লোকানাং

প্রভবোহব্যয়ঃ ।

মমৈব চ পরা মূর্ত্তিঃ করোতি পরিপালনম্ ১৪  
যোহন্যকরঃ সর্বভূতানাং কৃৎস্নঃ কালাস্ককঃ প্রভুঃ  
মদাজ্ঞায়সৌ সত্ততং সংহরিষ্যতি মে ততঃ ১৫  
হব্যং বহতি দেবানাং কব্যং কব্যামিনামপি ।  
পাকঞ্চ ভুঙতে বহিঃ সোহপি মচ্ছক্তির্নোদিতঃ  
ভুক্তমাহারজাতঞ্চ পচতে তদহর্নিশম্ ।  
বৈশ্বানরোহ'র্গতগবানীশ্বরস্ত নিয়োগতঃ ১৭  
যোহপি সর্বাস্তসাং যোনির্বরণো দেবপুংগবঃ ।  
সোহ'প সজীবয়েৎ কৃৎস্নমীশ্বরস্ত নিয়োগতঃ ১৮  
যোহন্ততিষ্ঠতি ভূতানাং বহির্দেবঃ প্রভজনঃ ।  
মদাজ্ঞায়সৌ ভূতানাং শরীরানি বিতর্তি হি ১৯  
যোহপি সজীবনো নৃণাং দেবানামমৃতাকরঃ ।

কৃষ্ণ হইয়া কৃৎস্ন জগৎ পরিচালিত করি, ইহাই আমার ক্রিয়াক্রিয়া । আমারই ভাবানুবর্তী বিশ্ব আমি দ্বারা চেষ্টিত হয় ; সেই কালরূপী আমিই মদীয় কালাস্কক এই সমস্ত জগৎকে পরিচালিত করিয়া থাকি ! হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! আমি এক অংশে জগৎ সৃষ্টি করি, অস্ত অংশে সংহার করি, আমার এই দুইটি অবস্থা । আমার অ'দি নাই, অস্ত নাই ; অথচ আমিই মায়াতন্ত্রের প্রবর্তক । আমিই সৃষ্টির আদিতে প্রধান ও পুরুষ উভয়েই কোভিত করি । ঐ প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরে সংযুক্ত হইলেই মহাদাক্রমে বিশ্বের উৎপত্তি হয়, তাহাতেই আমার ভেজ প্রকাশ পায় । যিনি সমস্ত জগতের সাকী এবং কালরূপ-চক্রের প্রবর্তয়িতা, সেই হিরণ্যগর্ভ মার্ত্তণ্ডও মদীয় দেহ হইতে উৎকৃত হইয়াছে । ১—১০ । আমি কল্পের আদিতে দিব্য স্বীয় ঐশ্বর্য্য, সনাতন জ্ঞানযোগ এবং চারিটি পুত্রের দ্বারা চারি-বেদ তাহাকে দান করিয়াছি । সেই ব্রহ্মা আমারই নিয়োগানুসারে সেই মন্ডাবভাবিত বেদময় দিব্য ঐশ্বর্য্য সর্বদা স্বয়ং অবগত

হইয়াছেন । সেই আত্মসম্ভব চতুর্মুখ ব্রহ্মা আমার আদেশেই সর্বজ্ঞ ও সর্বলোকের নির্ধাতা হইয়া সৃষ্টি করিতেছেন । যিনি লোকগণের উৎপত্তির কারণ, অব্যয় ও লোকগণের পরিপালক, সেই অনন্ত নারায়ণও আমারই পরমমূর্ত্তি । আর যিনি প্রভু কালাস্কক কল্প, সর্বভূতের অস্ত-বিধায়ক, যিনি আমারই আজ্ঞায় সত্তত সংহার করেন, তিনিও আমারই দেহ । যিনি দেবগণের হব্য বহন করেন, পিতৃগণের কব্য বহন করেন এবং যিনি পাকক্রিয়া নির্বাহ করেন, সেই বহিঃ আমারই শক্তি দ্বারা চালিত হইতেছেন । আর যিনি ভুক্ত আহারজাত অহর্নিশ পাক করেন, সেই ভগবান্ বৈশ্বানর অগ্নি আমারই আদেশে প্রোদিত হইতেছেন । সমস্ত জলের উৎপত্তিস্থান যে দেবপুংগব বরণ, তিনিও আমার আদেশে সমস্ত সজীবিত করিতেছেন । যে প্রভজন দেব প্রাণীদিগের বাহিরে ও অন্তর্য্যমুখেরে অবস্থিত, তিনি আমারই আজ্ঞায় ভূতগণের শরীর সকল ধারণ করিতেছেন । যিনি নরগণের সজীবন এবং দেব-

সোমঃ স মন্নিয়োগেন নোদিতঃ কিম বর্ততে ।  
 যঃ স্বভাসা জগৎ কৃৎস্নং প্রভাসয়তি সর্বধাঃ ।  
 সূৰ্য্যো যুষ্টিং বিতনুতে যোশ্বেনৈব স্বরজুসঃ ॥২১॥  
 যোহপি শ্রেয়ঃকৃৎস্না শক্রঃ সৰ্বাঘরেখরঃ ।  
 যজ্ঞনাং কলদো দেবো বর্ততেহসৌ মদাজয়া ।  
 যঃ প্রশান্তা হুসাধুনাং বর্ততে নিয়মাধিহ ।  
 যমো বৈবস্বতো দেবো দেবদেবনিয়োগতঃ ॥২৩॥  
 যোহপি সৰ্বধনাধাকো ধনানাং সম্প্রদায়কঃ ।  
 সোহপীশ্বরনিয়োগেন কুবেরো বর্ততে সদা ॥২৪॥  
 যঃ সৰ্বযক্ষসাং নাথস্তামসানাং কলপ্রদঃ ।  
 ম'ন্নয়োগাদসৌ দেবো বর্ততে নির্ধাঃ সদা ।  
 নেতালগণভূতানাং স্বামী ভোগকলপ্রদঃ ।  
 ঈশানঃ কিম ভক্তানাং সোহ'প তিষ্ঠেন্নাশ্রয়য়া  
 যো বামদেবোহঙ্গিরসঃ শিষ্যো ক্রতুগণাগ্রণীঃ ।  
 রক্ষকো যোগিনাং নিত্যং বর্ততেহসৌ মদাজয়া  
 যশ্চ সৰ্বজগৎপূজ্যো বর্ততে বিদ্বান্ধকঃ ।

গণের অমৃতাকর সোম, তিনিও আমার  
 নিয়োগেই প্রেরিত হইয়া বর্তমান রহিয়াছেন ।  
 ১১—২০ । যিনি স্বীয় কিরণপটলে সর্বধা  
 সমস্ত প্রকাশিত করেন, সেই সূর্য্যদেবও  
 মদীয় আজ্ঞাতেই স্বীয় কিরণ দ্বারা সৃষ্টিবিস্তার  
 করেন । যিনি অশেষ জগতের পাসনকর্তা,  
 সমস্ত দেবগণের অধিপতি এবং যাজ্ঞিকদিগের  
 কলদাতা, সেই শক্র আমারই আজ্ঞায় বর্ত-  
 মান । বৈবস্বত দেব যমরাজ আমারই  
 আদেশে নিয়মপূৰ্ব্বক অসাধুদিগকে শাসন  
 করিতেছেন । যিনি সমস্ত ধনের সম্যক  
 প্রদাতা ও যাবতীয় ধনের অধ্যক্ষ সেই কুবের  
 আমার শাসনেই সর্বদা অবস্থিত । সমস্ত  
 রাক্ষসের অধিপতি এবং তামস-কর্ষের কল-  
 দাতা নির্ধতিদেব আমার অধীনে বর্তমান ।  
 বেতালগণ ও ভূতসকলের স্বামী ভোগকলপ্রদাতা  
 ঈশানদেবও আমার শাস-  
 নেই সতত অবস্থিত । অঙ্গিরার শিষ্য এবং  
 ক্রতুগণের অগ্রণী বামদেব আমারই আদেশে  
 যোগীদিগের রক্ষাকর্তা হইয়া বর্তমান রহিয়া-  
 ছেন । যিনি সর্বজগতের পূজ্য, বিদ্বান্ধক

বিনায়কো ধর্ম্মরতঃ সোহপি মঘচনাং কিম ॥২৮॥  
 যোহপি ব্রহ্মবিদ্যাং শ্রেষ্ঠো দেবসেনাপতিঃ প্রভুঃ  
 স্বদোহসৌ বর্ততে নিত্যং স্বরজু বধিমোদিতঃ  
 যে চ প্রজানাং পতয়ো মরীচ্যানাং মর্ষধঃ ।  
 সৃজন্তি বিবিধং লোকং পরশৈস্তব নিয়োগতঃ ।  
 যা চ জীঃ সৰ্বকৃতানাং দদাতি বিপুলং জিঘৃষ  
 পত্নী নারায়ণস্তাসৌ বর্ততে মদমুগ্রহাৎ ॥ ৩১  
 বাচঃ দদাতি বিপুলং যা চ দেবী সরস্বতী ।  
 সাপীশ্বরনিয়োগেন নোদিতা সম্প্রবর্ততে ॥ ৩২  
 যাপেষপুরুষান ঘোরান নরকাং তারয়িষ্যতি ।  
 সাবিজী সংযুতা দেবী মদাজ্ঞাহুবিধায়িনী ॥৩৩॥  
 পার্কীতী পরমা দেবী ব্রহ্মবিদ্যাপ্রদায়িনী ।  
 যাপি ধাতা বিশেষণ সাপি মঘচনারুগা ॥ ৩৪  
 যোহনন্তমহিমানন্তঃ শ্রেয়োহশেষামরপ্রভুঃ ।  
 দদাতি শিরসা লোকং সে হপি দেবনিয়োগতঃ  
 যোহগ্নিঃ সংবর্তকো নিত্যং বভবাক্রপসং স্বতঃ ।

বিনায়ক, তিনিও আমারই বাক্যে ধর্ম্মরত  
 হইয়া বর্তমান রহিয়াছেন । যিনি ব্রহ্মবিদ-  
 গণের শ্রেষ্ঠ এবং দেবসেনাপতি, সেই প্রভু  
 স্বরজু স্বদও আমারই আজ্ঞায় বর্তমান ।  
 আমার আজ্ঞাতেই মরীচি প্রভৃতি মর্ষধি  
 প্রজাপতিগণ বিবিধ লোক সৃজন করিতে-  
 ছেন । যিনি সমস্ত ভূতের বিপুল সম্পত্তি  
 প্রদান করেন, সেই নারায়ণপত্নী লক্ষ্মীও  
 আমার অমুগ্রহেই বিদ্যমান আছেন ।  
 ২১—৩১ । বিপুল-বাক্য-প্রদাত্রী দেবী সর-  
 স্বতীও আমার নিয়োগেই প্রেরিত হইয়া অব-  
 স্থান করিতেছেন । বাহাকে স্মরণ করিলে  
 পর যিনি অশেষ ঘোরপাপী লোককে নরক-  
 যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করেন, সেই সাবিজী  
 দেবীও আমারই আজ্ঞাকা রণী । যে পরমা  
 দেবী স্মৃতা হইলে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করেন,  
 সেই দেবী পার্কীত । আমারই বচনের অমু-  
 গায়িনী । বাহা মহিমা অনন্ত, যিনি স্বয়ং  
 অনন্ত, যিনি অশেষ দেবগণের প্রভু এবং  
 স্বীয় মন্তকে পৃথিবী ধারণ করিতেছেন, সেই  
 শেষ নাগও আমারই নিয়োগের বশীভূত ।

## কৃষ্ণপুராণ

পিবত্যধিলম্ভোষিমৌখরস্ত নিয়োগতঃ । ৩৬  
 যে চতুর্দশ লোকেহ্মিন্ মনবঃ প্রথিতোজসঃ  
 পালয়ন্তি প্রজাঃ সর্কাস্তেহপি তন্ত নিয়োগতঃ ।  
 আদিত্যো বসবো রুদ্রা মরুতশ্চ তথাধিনৌ ।  
 অশ্বাশ্চ দেবতাঃ সর্কাস্তেহপ্যেব  
 নিষ্টিতাঃ (৮) ৩৮  
 গন্ধর্ব্বা গরুড়াদ্যাশ্চ সিদ্ধাঃ সাধ্যাশ্চ চারুণাঃ ।  
 যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ স্থিতাঃ স্বষ্টাঃ স্বয়মুবা ॥ ৩৯  
 কলা কাঠা নিমেষাশ্চ মুহূর্ত্তা দিবসাঃ ক্ষপাঃ ।  
 ঋতবঃ পক্ষমাসাশ্চ স্থিতাঃ শাস্ত্রে প্রজাপতেঃ ॥  
 যুগ-মবস্তুরাণ্যেব মম তিষ্ঠন্তি শাসনে ।  
 পরাশ্চৈব পরাধ্বাশ্চ কালভেদান্তথাপরে ॥ ৪১  
 চতুর্দশানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ।  
 নিয়োগাদেব বর্ত্তন্তে দেবস্ত পরমান্বনঃ ॥ ৪২  
 পাতালানি চ সর্কাস্তি ভুবনানি চ শাসনাৎ ।  
 ব্রহ্মাণ্ডানি চ বর্ত্তন্তে সর্কাস্তেহপ্যেব স্বয়মুবাঃ ॥ ৪৩  
 অতীতান্তপ্যাস্থ্যানি ব্রহ্মাণ্ডানি মমাজ্ঞয়া ॥

যে সংবর্ত্তক অগ্নি, বজ্রাকারে অবস্থিত হইয়া  
 সর্কাদি জলধিজল পান করিতেছে, সেই অগ্নিও  
 আমারই আদেশে বর্ত্তমান ! যে চতুর্দশ  
 যুগ এই লোকমধ্যে প্রথিতভেজাঃ হইয়া  
 প্রজাসকল পালন করিতেছেন, তাঁহারাও  
 সেই ঈশ্বরের বশবর্ত্তী । আদিত্য, বসু, রুদ্র,  
 বায়ু, অগ্নিনীকুমার ও অশ্বাস্ত্র যাবতীয়  
 দেবতাসকল আমার শাসনেই অবস্থিত ।  
 গন্ধর্ব্ব, গরুড়, সিদ্ধ, সাধ্য, চারুণ, যক্ষ,  
 রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি সকলেই সেই স্বয়মুবা  
 স্বষ্ট । কলা, কাঠা, নিমেষ, মুহূর্ত্ত দিবস,  
 যাত্রা, ঋতু, পক্ষ, মাস, যুগ, মবস্তুর, পর,  
 পরাধ্ব প্রভৃতি যাহা কিছু কালভেদক প্রজা-  
 পতির শাস্ত্রে বিদ্যমান, সকলেই আমার  
 শাসনে অধিষ্ঠিত । ৩২—৪১ । স্থাবর-জলম  
 প্রভৃতি চতুর্দশ প্রাণীই মহাত্মা দেবদেবের  
 নিয়োগাধীন । সপ্ত পাতাল প্রভৃতি যাবতীয়  
 ভুবন ও ব্রহ্মাণ্ড সকল সেই স্বয়মুবা আজ্ঞার

প্রবৃত্তানি পরার্থোদৈঃ সহিতানি সমস্ততঃ ॥ ৪৪  
 ব্রহ্মাণ্ডানি ভবিষ্যন্তি সহ বস্তুভিরাশ্রয়ৈঃ ।  
 করিষ্যন্তি সর্দৈবাজ্ঞাঃ পরস্ত পরমান্বনঃ ॥ ৪৫  
 ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ ।  
 ভূতাদিরাপিপ্রকৃতির্নিয়োগে মম বর্ত্ততে ॥ ৪৬  
 যশেষজগতাং যোনির্মৌহিনী সর্কদেহিনাম্ ।  
 মায়া বিবর্ত্ততে নিত্যং সান্দ্রীশ্বরনিয়োগতঃ ॥ ৪৭  
 যো বৈ দেহভূতাং দেবঃ পুরুষঃ পঠ্যতে পরঃ ।  
 আত্মাসৌ বর্ত্ততে নিত্যমৌখরস্ত নিয়োগতঃ ॥ ৪৮  
 বিধুয় মোহকলিলং যদা পশ্যতি তৎপদম্ ।  
 সাপি বিদ্যা মহেশস্ত নিয়োগবশবর্ত্তিনী ॥ ৪৯  
 বহনাত কিমুক্তেন মম শক্ত্যাত্মকং জগৎ ।  
 ময়েব স্বজ্যতে কুৎস্রং ময্যেব প্রলয়ং ব্রজেৎ  
 অহং হি ভগবানীশঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনঃ ।  
 পরমান্বা পরব্রহ্ম মন্তো হনো ন বিদ্যাতে ॥ ৫১

বর্ত্তমান রহিয়াছে । যে সকল অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড  
 অতীত হইয়াছে, পরার্থসমূহে সমস্তাং গিলিত  
 হইয়া যে ব্রহ্মাণ্ড সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে  
 এবং আশ্রয়িত বস্তুজাত দ্বারা যে ব্রহ্মাণ্ড  
 সকল উৎপন্ন হইবে, তাহারা সকলেই সেই  
 ঈশ্বরের আজ্ঞাধীন । ভূমি, জল, অনল, বায়ু,  
 আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং আদি-  
 প্রকৃতি, সবই আমার নিয়োগাধীন । অশেষ  
 জগতের যোনিরূপা ও সর্কদেহীর সম্মোহ-  
 কারিণী মায়া আমারই আজ্ঞাতে নিত্য বিব-  
 র্ত্তিত হইতেছে । যে দেব, দেহধারীদিগের  
 মধ্যে পরম পুরুষ লিয়া পঠিত হন, সেই  
 আত্মাও আমারই আদেশে অবস্থান করিতে-  
 ছেন । যাহা দ্বারা মোহকলিল বিনাশিত  
 করিয়া পরম পদ-দর্শন করা যায়, সেই পরম-  
 বিদ্যাও আমারই আদেশে অধিষ্ঠিত । ঐক্য  
 বলিবার আবশ্যক কি, সমস্ত জগৎই আমার  
 শক্তিস্বরূপ ; আমিই ইহাকে সৃষ্টি করি এবং  
 অন্তকালে আত্মাতেই বিলীন হয় । আমিই  
 ভগবান, ঈশ্বর, স্বয়ংজ্যোতিঃ, সনাতন, পর-  
 মান্বা ও পরম ব্রহ্ম ; আমি ভিন্ন আর কিছুই

(ক) শাস্ত্রেণৈব বিনির্দিষ্টা ইতি কচিৎ পাঠঃ ।

ইত্যেতৎ পরমং জ্ঞানং যুগ্মকং কথিতং ময়া ।  
জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে অন্তর্জগৎসংসারবন্ধনাং ॥ ৫২  
ইতি ত্রীকোণে মহাপুরাণে উপরিভাগে ত্রীমদ্  
ভগবদীশ্বরগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
যোগশাস্ত্রে পরমেশ্বরনৃত্যদর্শনজ্ঞান-  
যোগো নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

শৃণুধর্মময়ঃ সর্বৈ প্রভাবঃ পরমেশ্বিনঃ ।  
যং জ্ঞাত্বা পুরুষো মুক্তো ন সংসারে পতেৎ পুনঃ  
পরং পরতরং ব্রহ্ম শাস্তং ধ্রুবমব্যয়ম্ ।  
নিত্যানন্দং নির্বিকল্পং তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২  
অহং ব্রহ্মবিদাং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভূবিশ্বতোমুখঃ ।  
মায়াবিনামহং দেবঃ পুরাণো হরিরব্যয়ঃ ॥ ৩  
যোগিনামপ্যহং শঙ্কুঃ স্রোণাং দেবো গিরীশ্বজা ।  
আদিত্যানামহং বিকূর্বনামস্মি পাবকঃ ॥ ৪

নাই। হে বিজগণ ! তোমাদিগকে এই  
পরম জ্ঞান কহিলাম। প্রাণী সকল ইহা  
জানিলেই সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত  
হয়। ৫২—৫২।

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৬ ॥

সপ্তম অধ্যায় ।

বিভূতি-যোগ ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে ঋষিগণ ! তোমরা  
সকলে পরমেশ্বর প্রভাব অবগণ কর। ইহা  
অবগণ করিলে পুরুষ মুক্ত হয় এবং পুনর্বার  
সংসারে পতিত হয় না। যাহা পরাংপরতর,  
ব্রহ্ম, শাস্ত, ধ্রুব, অব্যয়, নিত্যানন্দ এবং  
নির্বিকল্প, তাহাই আমার পরম ধাম। ব্রহ্মজ-  
দিগের মধ্যে আমি স্বয়ম্ভূ ও বিশ্বতোমুখ  
ব্রহ্মা। মায়াবীদিগের মধ্যে আমি পুরাণ  
হেব অব্যয় হরি। আমি যোগীদিগের মধ্যে

কজ্জাণাং শঙ্করশ্চাহং গরুড়ঃ পতঙ্গমহম্ ।  
ঐরাবতো গজেন্দ্রাণাং রামঃ শত্রুভৃতাংমহম্ ॥ ৫  
ঋষীণাঞ্চ বশিষ্ঠোহহং দেবানাঞ্চ শতক্রতুঃ ।  
শিল্পিনাং বিশ্বকর্ম্মাহং প্রহ্লাদঃ সুরাবিধিষাম্ ॥ ৬  
মুনীনামপ্যহং ব্যাসো গণানাঞ্চ বিনায়কঃ ।  
বীরানাং বীরভদ্রোহহং সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ  
পর্কতানামহং মেরুর্নক্ষত্রাণাঞ্চ চন্দ্রমাঃ ।

বজ্রং প্রহরণানাঞ্চ ব্রতানাং সত্যমশ্বাহম্ ॥ ৮  
অনন্তো ভোগিনাং দেবঃ সেনানীনাঞ্চ পাবকিঃ  
আশ্রমাণাঞ্চ গার্হস্থ্যমৌসৱাণাং মহেশ্বরঃ ॥ ৯  
মহাকল্পশ্চ কল্পানাং যুগানাং কৃতমশ্বাহম্ ।  
কুবেরঃ সর্পযক্ষাণাং তৃণানাক্ষৈব বীরধঃ \* ॥ ১০  
প্রজাপতীনাম্ দক্ষোহহং নির্ধাতিঃ সর্ষপক্ষসাম্  
বায়ুর্বলবতামস্মি দ্বীপানাং পুঙ্করোহশ্বাহম্ ॥ ১১  
যুগেন্দ্রাণাঞ্চ সিংহোহহং যজ্ঞাণাং ধনুর্বেব চ ।  
বেদানাং সামবেদোহহং যজুর্বাং শতকজ্রিম্ ॥  
সাবিত্রী সর্ষপপ্যানাং শুভানাং প্রণবোহশ্বাহম্

শঙ্কু, স্রীগণের মধ্যে পার্শ্বভী, আদিত্য-মধ্যে  
বিষ্ণু, বসুমধ্যে পাবক, কজ্জগণের মধ্যে শঙ্কর,  
পক্ষিমধ্যে গরুড়, হস্তীর মধ্যে ঐরাবত, শত্রু-  
ধারীর মধ্যে পরশুরাম, ঋষির মধ্যে বশিষ্ঠ,  
দেবতার মধ্যে ইন্দ্র, শিল্পির মধ্যে বিশ্বকর্ম্মা  
এবং অসুরমধ্যে প্রহ্লাদ। হে বিপ্রগণ !  
আমি মুনিমধ্যে ব্যাস, গণমধ্যে বিনায়ক,  
বীরমধ্যে বীরভদ্র, সিদ্ধমধ্যে কপিলমুনি, পর্ক-  
তের মধ্যে সূর্য্যেক, নক্ষত্রমধ্যে চন্দ্রমা, অশ্র-  
মধ্যে বজ্র, ব্রতমধ্যে সত্য, সর্পমধ্যে অনন্ত,  
সেনানীমধ্যে কার্ত্তিকেশ, আশ্রম-মধ্যে গার্হস্থ্য,  
ঈশ্বর-মধ্যে মহেশ্বর, কল্পমধ্যে মহাকল্প, যুগ-  
মধ্যে সত্যযুগ, যক্ষমধ্যে কুবের এবং তৃণ-  
মধ্যে বীরধ। ১—১০। আমি প্রজাপতি-  
মধ্যে দক্ষ, রাক্ষসমধ্যে নির্ধাত, বলবানের  
মধ্যে বায়ু, দ্বীপমধ্যে পুঙ্কর, যুগপতিমধ্যে  
সিংহ, যজ্ঞমধ্যে ধনুঃ, বেদমধ্যে সাম, যজুর্নধ্যে  
শতকজ্রিম, জপ্যমধ্যে সাবিত্রী, গোপনীয়মধ্যে

\* । গণেশানাঞ্চ বীরক ইতি পাঠান্তরম্ ।



স্বজ্ঞানাং পৌরুষং স্বজ্ঞং জ্যেষ্ঠস্যাম চ সামন্ত  
সর্ববেদার্থবিহ্বাং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোহস্যম্ ।  
ব্রহ্মাবর্ত্তে দেশানাং ক্ষেত্রাণামবিমুক্তকম্ ॥১৪  
বিদ্যানামাশ্রবিদ্যাঃ জ্ঞানানামৈশ্বর্যং পরম্ ।  
ভূতানামস্বাঃ ব্যোম হর্ষণাং মৃত্যুরেব চ ॥ ১৫  
পাশানামস্বাঃ মায়া কাঃ কলয়তামহম্ ।  
গতীনাং মুক্তিরেবাঃ পরেষাং পরমেশ্বরঃ ॥ ১৬  
যচ্চাভ্যুপাশি লোকেহস্মিন সৎ তেজোবলা-

ধিকম্

তং সর্বং প্রতিজানীধ্বঃ মম তেজোবিজ্ঞানতম  
আত্মানঃ পশবঃ প্রোক্তাঃ সর্গে সংসারবার্ত্তনঃ  
তেষাং পত্তিরহং দেবঃ স্মৃতঃ পত্তপত্তিবু ধৈঃ ।  
মায়াপাশেন বধ্যামি পশুনেতান্ স্থলীলয়া ।  
মামেব মোচকং প্রোক্তঃ পশুনাং বেদবাদিনঃ ॥১৯  
মায়াপাশেন বন্ধানাং মোচকোহহম্ভো ন বিদ্যতে  
মায়াতে পরমাত্মানং ভূতাদিপাতিমব্যয়ম্ ॥ ২০  
চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি মায়াধর্ম্মগুণা ইতি ।  
এতে পাশাঃ পত্তপতেঃ ক্রেশাশ্চ পত্তবন্ধনাঃ ॥২১

এগর, স্বজ্ঞমধ্যে পুরুষস্বজ্ঞ, সামমধ্যে জ্যেষ্ঠ-  
স্যাম, বেদার্থবদ সকলের মধ্যে স্বায়ম্ভুব মনু,  
দেশমধ্যে ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং স্থানমধ্যে আবিমুক্ত  
ক্ষেত্র কালীধাম । আমি বিদ্যামধ্যে আশ্র-  
বিদ্যা, জ্ঞানমধ্যে ঐশ্বর জ্ঞান, ভূতমধ্যে  
আকাশ, সংসারকদিগের মধ্যে মৃত্যু, পাশমধ্যে  
মায়া, বিনায়কের মধ্যে কাল, গাত মধ্যে মুক্তি,  
এবং ঐশ্বর্যমধ্যে পরমেশ্বর । হে ঋষিগণ ! যে  
সব লোকমধ্যে তেজ ও বলে অধিক, তোমরা  
জানিলে, তাহাই আমার তেজে বিজ্ঞানিত ;  
সংসারবর্ত্তী সমস্ত আত্মাই পত্ত নামে আভি-  
হিত, আমিই তাহাদের ঐশ্বর বলিয়া সকলে  
আমাকে পত্তপতি কহে । আমি স্বীয় লীলায়  
মায়াপাশে ঐ পত্তদিগকে বন্ধন করি, এবং  
ভূতপতি পরমাশ্রা অব্যয় আমি ভিন্ন কেহই  
মায়াপাশবদ্ধ পত্তগণের মোচনকর্ত্তা নাই ;  
তাই বেদ-বেত্তারা আমাকে পরম মুক্তিদাতা  
বলিয়া থাকেন । ১১—২০ । চতুর্বিংশতি-  
সংখ্যক তত্ত্বসকল মায়াধর্ম্মের গুণ, ইহারা

মনো বুদ্ধিরহকারঃ খানিলাগ্নিজলানি ভূঃ ।  
এতাঃ প্রকৃতমবশ্যৌ বিকারাশ্চ তথাপরে ॥ ২২  
শ্রোত্রঃ স্বকচক্ষুযী জিহ্বা শ্রাণকৈব তু পঞ্চমম্  
পায়ুপঙ্কঃ করৌ পাদৌ বাক্ চৈব দশমী মতা ॥  
শব্দঃ স্পর্শঃ রূপঞ্চ রসো গন্ধস্তথৈব চ ।  
ত্রয়োবিংশতিরেতানি তত্ত্বানি প্রাকৃতানি চ ॥ ২৪  
চতুর্বিংশকমব্যাক্তং প্রধানং গুণলক্ষণম্ ।  
অনাদিমধ্যানিধনং কারণং জগতঃ পঃম্ ॥ ২৫  
সবৎ রজস্তমশ্চেতি গুণত্রয়মুদাহৃতম্ ।  
সাম্যাবস্থিতমেতেষামব্যাক্তাঃ প্রকৃতিং বিহুঃ ।  
সবৎ জ্ঞানং তমোহজ্ঞানং রাজসং সদিদাহৃতম্ ।  
গুণানাং বুদ্ধিবৈবমাত্মৈশ্বর্যমাং কবয়ো বিহুঃ ॥ ২৭  
ধর্ম্মাধর্ম্মাবি ত প্রোক্তৌ পাশৌ ঘৌ কর্শ্ব-  
সংজ্ঞতে ॥

ময়াপি তানি কর্ম্মাণি ন বধ্যায় নিমুক্তয়ে ॥ ২৮  
অবিদ্যামস্মিতাং রাগং দ্বেষকাভিনিবেশনম্ ।  
ক্রেশাখ্যাংস্তান্ স্বয়ং প্রোক্তঃ পাশানাশ্রনিবন্ধনাং

পত্তপতির পাশ এবং ক্রেশসকলই পত্তদিগের  
বন্ধন । মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, আকাশ, অনিল,  
অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই আটটি প্রকৃতি ;  
তন্তির সবই বিকার । শ্রোত্র, স্বক, চক্ষু, জিহ্বা,  
নাসিকা, এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পায়ু, উপস্থ, কর, চরণ ও বাক্য এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ;  
এবং শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ সর্বসমেত  
এই ত্রয়োবিংশতি পদার্থ প্রাকৃত তত্ত্ব । আর  
যিনি অব্যাক্ত, প্রধান, গুণলক্ষণ, 'অনাদি-মধ্য-  
নিধন ও জগতের পরম কারণ—তিনিই চতু-  
র্বিংশ তত্ত্ব । সব, রজঃ, তমঃ ইহাই ত্রিগুণ ।  
ইহাদের সাম্য অবস্থাকেই অব্যাক্ত প্রকৃতি  
বলে । সবজ্ঞান, তমোজ্ঞান ও রাজস জ্ঞান  
এই জ্ঞানত্রয় বুদ্ধির বৈষম্যবশতঃ ঘটিয়া থাকে,  
ইহাই পত্তিতগণের মত । ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম  
নামে কর্ম্মসংজ্ঞক দুইটি পাশ আছে । কর্ম্ম  
সকল আমাতে সমর্পিত হইলেই বন্ধনের  
কারণ হয় না, প্রত্যুত মুক্তির সাধক হয় ।  
অবিদ্যা, মমতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ  
এই সকলকেই আশ্র-নিবন্ধনহেতু পাশ বলিয়া

এতেষামেব পাশানাং মায়া কারণমুচ্যতে ।

মূলপ্রকৃতিরব্যক্তা সা শক্তির্ময়ি তিষ্ঠতি ॥ ৩০ ॥

স এব মূলপ্রকৃতিঃ প্রধানং পুরুষোহপি চ ।

বিকারা মহদাদৌনি দেবদেবঃ সনাতনঃ ॥ ৩১ ॥

স এব বন্ধঃ স চ বন্ধকর্তা ।

স এব পাশঃ পশবঃ স এব ।

স বেদ সৰ্বং ন চ তন্ত্ৰ বেত্তা ।

তমাহবাদ্যং পুরুষং পুরাণম্ ॥ ৩২ ॥

ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপনিষাদে শ্রীমদ্-

ভগবদৌষধগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং

যোগশাস্ত্রে বিভূতিযোগো নাম

সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

অষ্টমোহধ্যায়ঃ । ৮

ঈশ্বর উবাচ ।

অস্তদ্ব্যহৃতমং জ্ঞানং বক্ষ্যে ব্রাহ্মণপুত্রবাঃ ।

যেনাসৌ তরতে জন্তুর্ঘোরং সংসারসাগরম্ ॥ ১ ॥

অরং ব্রহ্মময়ঃ শাস্ত্রঃ শাস্ত্রোক্তা নিরুপলোহবায়ঃ ।

ধাকে । মায়াই এই পাশ সকলের কারণ ।

এই মায়া আবার অব্যক্ত মূলপ্রকৃতিরূপে আমাতেই অবস্থান করে । সেই মূলপ্রকৃতিই প্রধান ও পুরুষ নামে অভিহিত, তিনিই মহদাদি বিকার ও দেবদেব সনাতন । তিনিই বন্ধন, তিনিই কর্মকর্তা । তিনিই পাশ ও পত্ৰ, তিনিই সৰ্ব্বজ্ঞ, তাঁহাকে কেহই জানে না ; সকলে তাঁহাকেই আদ্যা ও পুৰাণ পুরুষ বলিয়া থাকে । ২১—৩২ ।

সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম অধ্যায় ।

সংসারসাগরতারণ-তৃত্বতম জ্ঞান ।

ঈশ্বর কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ ! এক্ষণে আর একটা গুহ্যতম জ্ঞান বর্ণন করিতেছি ! যাহা জ্ঞানবলে প্রাণিগণ ঘোর সংসার-সাগর

একাকী ভগবান্ভুক্তঃ কেবলঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ২ ॥

মম যোনির্মহদব্রহ্ম তত্র গর্ভঃ দধাম্যহম্ ।

মূলমায়ান্তিধানং তং ততো জাতমিদং জগৎ ॥ ৩ ॥

প্রধানং পুরুষো হ্যাত্মা মহত্ত্বাদিরেব চ ।

তস্মাজ্ঞাপি মহাকৃতানীন্দ্রিয়াণি চ জজিরে ॥ ৪ ॥

ততোহণ্ডমভবত্বেকমমর্ককোটিসমপ্রভম্ ।

ভাস্মিন জজ্ঞে মহান্ ব্রহ্মা মচ্ছত্য়া

চোপবৃংহিতঃ ॥ ৫ ॥

যে চান্তে বহবো জীবান্তমুখাঃ সৰ্ব্ব এব তে ।

ন ময় পশুস্তি পিতরং মাময়্য মম মোহিতাঃ ॥ ৬ ॥

যাশ্চ যোনিষু সৰ্ব্বানু সন্তবন্তীহ মূর্তয়ঃ ।

তাসাং মায়াং পরাং যোনিং মামেব পিতরং

বিজ্ঞঃ ॥ ৭ ॥

যোমেবং বীজানাতি বীজিনং পিতরং প্রভুয় ।

স বীরঃ সৰ্ব্বলোকেষু ন মোহমধিগচ্ছতি ॥ ৮ ॥

ঈশানঃ সৰ্ববিদ্যানাং ভূতানাং পরমেশ্বরঃ ।

উত্তীর্ণ হয় । এই যে ব্রহ্মময় ভগবান ইনি শাস্ত,

শাস্ত, কেবল, নিরুপল, অবায়, একাকী ও

পরমেশ্বর । মহদব্রহ্ম আমার যোনিরূপ,

আমি তাহাতেই গর্ভ ধারণ করিয়া থাকি,

তাহারই নাম মায়া ; তাহা হইতেই এই জগৎ

উৎপন্ন হয় । তাহা হইতেই প্রধান, পুরুষ,

আত্মা, ভূতাদি, মগ্ন, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চ মহা-

ভূত এবং ইন্দ্রিয় সকল উৎপন্ন । তাহা

হইতেই কোটিসংখ্যের জায় প্রতাপালী

সৌবর্ণ অণ্ড উৎপন্ন হয় । মদীয় শক্তি

দ্বারা উপবৃংহিত হইয়া মহান্ ব্রহ্মা তাহাতেই

জন্মগ্রহণ করেন । অস্ত্র যে সকল বহল

প্রাণী আছে, সকলেই তন্ময় । তাহার আমার

মায়ার মোহিত হইয়া পিতৃস্বরূপ আমাকে দর্শন

করিতে সমর্থ হয় না ; নানা যোনিতে যে অস্ত্র

মূর্তি সকল উৎপন্ন হয়, আমাকেই তাহাদিগের

পিতৃস্বরূপ এবং মায়াকেই তাহার পরমযোনি

(মাতৃস্বরূপ) জানিবে । যে ব্যক্তি আমাকে

এইরূপ পিতা, প্রভু ও বীজস্বরূপ বলিয়া

অবগত হয়, সেই বীর সৰ্বলোকমধ্যে মোহিত

হয় না । ১—৮ । আমিই সকল বিদ্যার ঈশ্বর ।

ওঙ্কারমূর্তিভগবানহং ব্রহ্মা প্রজাপতিঃ । ৯  
 সকল সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তঃ পরমেশ্বরম্ ।  
 বিনষ্টং বিনষ্ট্যন্তঃ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১০  
 সমং পশ্যন্তি সর্বত্র সমাবস্থিতমেশ্বরম্ ।  
 ন তিনন্ত্যাত্মনাত্মানং হতো বাতি পরাং গতিম্ ॥ ১১  
 বিদিত্বা সপ্ত হুত্বাণি যজ্ঞকৃৎ মহেশ্বরম্ ।  
 প্রধানবিনিয়োগজঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥ ১২  
 সৰ্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ  
 স্বচ্ছন্দতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ ।  
 অনন্তশক্তিচ বিভোবিন্দিতা  
 যজ্ঞাহরজানি মহেশ্বরস্ত ॥ ১৩  
 তন্মাত্মাণি মন আত্মা চ তানি  
 হুত্ব গ্যাহঃ সপ্ত তত্বাত্মকানি ।  
 যা সা হেতুঃ প্রকৃতিঃ সা প্রধানঃ  
 বহুঃ প্রোক্তো বিনিয়োগোহপি তেন ॥ ১৪  
 যা সা শক্তিঃ প্রকৃতিঃ সৌন্দর্যপা  
 বেদেষুক্তা কারণং ব্রহ্মযোনিঃ ।

ভূতগণের পরমেশ্বর, ওঙ্কারমূর্তি, ভগবান্, ব্রহ্মা ও প্রজাপতি । আমি সকল ভূতেই সমানভাবে অবস্থিত করি, আমিই পরমেশ্বর, সকল বস্তু বিনষ্ট হইলেও আমি বিনষ্ট হই না; যে ব্যক্তি এইরূপ দর্শন করে, সেই-ই স্বার্থ দর্শনকারী । যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে সকল পদার্থে সমানভাবে অবস্থিত দর্শন করে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে আপনাকে আপনি হিংসা করে না; নচেৎ আর সকলেই আত্মহংসাকারী অতএব পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে । সপ্ত হুত্বপদার্থ ও যজ্ঞ মহেশ্বরকে অবগত হইয়া যে ব্যক্তি প্রধান বিনিয়োগ অবগত হয়, সে পরমব্রহ্ম লাভ করে । সৰ্বজ্ঞতা, তৃপ্তি, অনাদিবোধ, স্বচ্ছন্দতা, নিত্য অলুপ্তশক্তি ও অনন্তশক্তি, বিহু মহেশ্বরের এই যজ্ঞ জাতব্য । পঞ্চতন্ত্রাচ্ছ, মন ও আত্মা এই সাতটা হুত্ব তত্ব । এই সকলের হেতু সেই প্রকৃতিই প্রধান কারণ যে বহু (সংসার), তাহাই বিনিয়োগ । মহেশ্বরের যে শক্তি প্রকৃতিতে সৌন্দর্যপাে অবস্থিত,

ভক্তা একঃ পরমেশ্বী পুরস্তা-  
 ন্মাহেশ্বরঃ পুরুষঃ সত্যরূপঃ ॥ ১৫  
 ব্রহ্মা যোগী পরমাত্মা মহীয়ান্  
 ব্যোমব্যাপী বেদবেদ্যঃ পুরাণঃ ।  
 একো রুদ্রো মৃত্যুরব্যাক্তমেকঃ  
 বীজং বিশ্বং দেব একঃ স এব ॥ ১৬  
 তমেবৈকং প্রাহরাত্তহপ্যনেকং  
 'আমেবাত্মা কেচিদন্তঃ তমাহঃ ।  
 অণোরণীযান্ মহতো মহীয়ান্  
 মহাদেবঃ প্রোচ্যতে বিশ্বরূপঃ ॥ ১৭  
 এং হি যো বেদ ভূতেশ্বরঃ পরঃ  
 প্রভুঃ পুরাণং পুরুষং বিশ্বরূপম্ ।  
 হিরণ্যং বুদ্ধিমতাং পরাং গতিং  
 স বুদ্ধিমান্ বুদ্ধিমতীত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৮<sup>N</sup>  
 ইতি শ্রীকৌশল্য মহাপুরাণে উপনিষাদে  
 শ্রীমদুত্তরভাগবদৌপনিষাদে ব্রহ্ম-  
 বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে সংসার-  
 সাগরতারণশ্লোকহৃতমজ্ঞান-  
 যোগো নামাষ্টমো-  
 দধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

তাহাই বেদমধ্যে ব্রহ্মযোনি ও কারণরূপে কথিত হইয়াছে । পরমেশ্বী, পরস্তাৎ ও সত্য-রূপী মহেশ্বর পুরুষই তাহার একমাত্র পুরুষ । সেই পুরুষই ব্রহ্মা, যোগী পরমাত্মা, মহীয়ান্, ব্যোমব্যাপী, বেদবেদ্য ও পুরাণ । সে এক-মাত্র দেব রুদ্রই মৃত্যু, অব্যাক্ত, অদ্বিতীয়, বীজ ও বিশ্ব । কেহ তাঁহাকে 'এক' বলে, কেহ বা 'অনেক' বলে । কেহ কেহ তাঁহাকে আত্মা বলে, কেহ বা অন্ত বলে । কিন্তু তিনি অণু হইতেও অণীযান্ ও মহৎ হইতেও মহীয়ান্ । তিনিই বিশ্বরূপী মহাদেব বলিয়া কথিত হন । যে ব্যক্তি সেই মহেশ্বরকে এইরূপে ভূতেশ্বর পরম প্রভু পুরাণপুরুষ, বিশ্বরূপ ও হিরণ্য বলিয়া অবগত হয়, সেই বুদ্ধিমান বুদ্ধিকে সত্যক্রম করিয়া পরম পদে অবস্থিত হয় ॥ ১২—১৮ ॥

অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবমোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

নিকলো নির্মলো নিত্যো নিষ্ক্রিয়ঃ পরমেশ্বরঃ ।

ততো বদ মনাদেব বিশ্বরূপঃ কথং ভবান্ ॥১

ঈশ্বর উবাচ ।

নাৎং বিশ্বো ন বিশ্বক মাযুতে বিদ্যাতে দ্বিজাঃ ।

মায়া নিমিত্তমাজ্জাতি সা চান্ধনি ময়া জিতা ॥ ২

অনাদিনিধনা শক্তির্মায়া ব্যক্তিসমাজ্জয়া ।

ভিন্নমিত্তঃ প্রপঞ্চোহয়মব্যাক্তাজ্জায়তে খলু ॥৩

অব্যাক্তং কারণং প্রাহবানন্দং জ্যোতিরাকরম্ ॥৪

অহমেব পরং ব্রহ্ম মতো হস্তন্ন বিদ্যাতে ।

তস্মায়ে বিশ্বরূপত্বং নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৫

একত্বে চ পৃথক্বে চ প্রোক্তমেতদ্বিন্দর্শনম্ ।

অহং তৎ পরমং ব্রহ্ম পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৬

অকারণং দ্বিজাঃ প্রোক্তা ন দোষো হ্যাত্মনস্তথা

অনন্তাঃ শক্যোহব্যাক্তা মায়ায়া সংস্থিতা ধ্রুবঃ

নবম অধ্যায় ।

নিষ্ঠ গব্রহ্মের বিশ্বরূপকারণ জ্ঞানযোগ ।

ঋষিরা কহিলেন,—যদি পরমেশ্বর নিকল, নির্মল, নিত্য ও নিষ্ক্রিয় হন, তবে হে মহা-দেব! আপনি বিশ্বরূপী হইলেন কিরূপে? ঈশ্বর কহিলেন,—হে দ্বিজগণ! আমি বিশ্ব নহি, কিন্তু বিশ্বও আমা ব্যতিরেকে বিদ্যমান নাই। মায়াই ইহার হেতু, আমি মায়াকেই আশ্রিতে আশ্রয় দিয়াছি। প্রকাশসমাজ্জয়া শক্তিই মায়া—তাহার আদি বা অন্ত নাই। তজ্জন্মই এই প্রপঞ্চ অব্যাক্ত হইতে উৎপন্ন হয়। সুতরাং অব্যাক্তই ইহার কারণ+ তিনি আনন্দ ও অক্ষর-জ্যোতিঃস্বরূপ। আমিই পরমব্রহ্ম, আমা হইতে অন্ত কিছু নাই; এই জন্মই ব্রহ্মবাদী মুনিগণ আমার বিশ্বরূপত্ব নিশ্চিত করিয়াছেন। একত্ব বা পার্থক্য উভ-য়েই এই ভাব কথিত হয়, সুতরাং আমিই সনাতন পরমাত্মা অকারণ ও পরম ব্রহ্ম। দ্বিজগণ! তাহাতে আশ্চর্য কোন দোষ নাই। কারণ শক্তি সকল অনন্ত, অব্যাক্ত ও মায়া-

তস্মিন্ দিবি স্থিতঃ নিত্যমব্যাক্তং ভাতি কেবলম্  
যাতিস্তন্নক্যাতে ভিন্নমভিন্নত্ব বতাবতঃ (ক) ।

একমা মায়ায়া যুক্তমনাদিনিধনং এবম্ ॥ ৭

পুংসোহস্তাভূদ্বখা ভূতিরস্তয়া ন তিরোহিতম্

অনাদিনমধ্যনিষ্ঠঃ তচ্চেষ্টতে বিদ্যায়া কিল ॥ ৮

তদেতৎ পরমব্যাক্তং প্রভামণ্ডলমণ্ডিতম্ ।

তদক্ষরং পরং জ্যোতিস্তদ্বিকোঃ পরমং পদম্ ॥ ৯

তত্র সর্গমিদং প্রোতমোত্তরৈকবাখিলং জগৎ ।

এতদেবেদং জগৎ কৃৎস্নং তদ্বিজায় বিমুচ্যতে ॥ ১০

যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ ।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ বিভেতি ন কুতশ্চন ॥ ১১

বেদাহমেতং পুরুষং মণ্ডল-

মাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ।

তং বিজায় পরিমুচ্যোত বিদ্বান্

নিত্যানন্দো ভবতি ব্রহ্মভূতঃ ॥ ১২

দ্বারা সংস্থিত, অতএব এব। তাহাতেই কেবল অব্যাক্ত দিবিস্থিত ও নিত্য বলিয়া প্রকাশিত হন। তিনি আভিন্ন হইলেও, ঐ সকল শক্তি দ্বারা তাঁহাকে ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, কারণ তিনি একমাত্র মায়া দ্বারা যুক্ত। বস্তুতঃ তিনি অনাদিনিধন, সুতরাং নিত্য। পুরুষের যখন ঐশ্বর্য্য হয় ও যখন তাহার ঐশ্বর্য্য বিনষ্ট হয়, তখন ঐশ্বর্য্যের যেমন পার্থক্য থাকে না, সেই-রূপ তিনি ও অনাদি-মধ্যনিষ্ঠ, কেবল মায়া-দ্বারা চেষ্টিত হন মাত্র। সুতরাং এই পরম অব্যাক্ত প্রভামণ্ডলে মণ্ডিত, অক্ষর ও পরম জ্যোতিই বিষ্ণুর পরমপদ। তাহাতেই এই অখিল জগৎ ওত-প্রোতভাবে বর্তমান এই জগৎ কৃৎস্নভাবে অগত হইলে মুক্তিলাভ হয়। মনের সহিত বাক্যসকল বাহ্যকে না পাইয়া নিবৃত্ত হয়, সেই আনন্দময় ব্রহ্মের স্বরূপজাতা ব্যক্তি কোথাও ভয় পান না। ১—১১। এই আদিত্যবর্ণ তমঃপারে অবস্থিত মহান্ পুরুষকে আমি জানি।

( ক ) অভিন্নং বাক্যতে ভিন্নং ব্রহ্মব্যাক্তং  
সনাতনমিতি কচিং পার্শ্বঃ ।

যস্মাৎ পরং নাপরমন্তি কিঞ্চিদ-  
 যজ্ঞোতিষাং জ্যোতিরেকং দিবিষ্টম্ ।  
 তদেবান্ধানং মন্তমানোহথ বিদ্যা-  
 নান্ধানন্দী তবতি ব্রহ্মভূতঃ ॥ ১৩  
 তদব্যয়ং কলিলং গৃঢ়দেহং  
 ব্রহ্মানন্দমমৃতং বিশ্বধাম ।  
 বদন্তোবাং ব্রাহ্মণা ব্রহ্মনিষ্ঠা  
 যত্র গহা ন নিবর্তেত ভূয়ঃ ॥ ১৪  
 হিরণ্যয়ে পরমাকাশতশ্চে  
 যঠৈ দিবি বিপ্রতিভাতীব তেজঃ ।  
 ভজিষ্যানে পারিপশ্যন্তি ধীরা  
 বিভ্রাজমানঃ বিমলং ব্যোমধাম ॥ ১৫  
 ততঃ পরং পরিপশ্যন্তি ধীরা  
 আশ্রমস্তানন্দমমৃতম্ সাক্ষাৎ ।  
 স্বয়ং প্রভুঃ পরমেশী মণীয়ান  
 ব্রহ্মানন্দী তগবানৌশ এষঃ ॥ ১৬  
 একো দেবঃ সর্বভূতেশু গৃঢ়ঃ  
 সর্বব্যাপী সর্বভূতাস্তরাশ্বা ।  
 তমেবৈকং যেহুপশ্যন্তি ধীর-  
 তেষাং শান্তিঃ স্বাধীনৈতরেষাম্ ॥ ১৭

বিদ্যানগণ তাঁহাকে অবগত হইলেই মুক্তি  
 লাভ করে এবং ব্রহ্মভূত হইয়া নিত্যানন্দময়  
 হয়। ষাং হইতে অস্ত কিছুই নাই, যিনি  
 জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে এক মাত্র দিবিষ্ট  
 জ্যোতিঃ, বিদ্যানগণ তাঁহাকেই আশ্রম বলিয়া  
 অবগত হইলে ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া নিত্য আনন্দ-  
 ময় হয়। ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ বলেন যে  
 তিনিই অব্যয়, কলিল, গৃঢ়দেহ, ব্রহ্মানন্দ,  
 অমৃত, ও বিশ্বধাম। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে  
 আর ব্রতাবৃত্ত হইতে হয় না। হিরণ্যয় পরম  
 আকাশতশ্চে স্বর্গমধ্যে যে তেজ প্রকাশিত  
 হয়, ধীরগণ তাহাকেই বিভ্রাজমান নিশ্চল  
 আকাশধাম বলিয়া বিজ্ঞান-বিষয়ে দর্শন করেন  
 আশ্রমতে আমাকে সাক্ষাৎ অমৃতব করিয়া  
 ধীরগণ তাহার পরই দর্শন করেন যে, ইনিই  
 সেই স্বয়ং । ঐ মহীয়ান ব্রহ্মানন্দময়  
 তগবান্ ঐশ্বর্য। তিনি একমাত্র ক্রীড়াময় ও

সর্কায়ানশিবোদ্রীবঃ সর্বভূতহাশয়ঃ ।  
 সর্বব্যাপী স তগবাংস্তান্দ্রাদন্তর বিদ্যতে ॥ ১৮  
 ইত্যেতদৈশ্বর্যং জ্ঞানমুক্তং বো মুনিপুঙ্গবাঃ ।  
 গোপনীয়ং বিশেষেণ যোগিনামপি তুর্লভম্ ॥ ১৯  
 ইতি ত্রিকোণে মণাপুবাণে উপরিভাগে  
 ত্রীমূর্তগবদৌশ্বরগীতাস্থপনিষৎসু ব্রহ্ম-  
 বিদ্যাস্থাং যোগশাস্ত্রে নিষ্ঠূর্ণব্রহ্মণো  
 বিশ্বরূপকারণজ্ঞানাসাংগো নাম  
 নবমোহধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

দশমোহধ্যায়ঃ ।

ঐশ্বর্য উবাচ ।

অলিঙ্গমেকমব্যক্তলিঙ্গং ব্রহ্মেতি নিশ্চিতম্ ।  
 স্বয়ং জ্যোতিঃ পরং তৎ পরে ব্যোমি ব্যবহিতম্  
 অব্যক্তং কারণং যন্তদক্ষরং পরমং পদম্ ।

সকল ভূতেই গৃঢ়ভাবে অবস্থিত ; তিনি সর্ব-  
 ব্যাপী ও সর্বভূতের অন্তরাশ্বা। যে ধীরগণ  
 তাঁহাকে এইভাবে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই  
 শাস্ত্রতী শান্তি লাভ হয়, অপরের হয় না।  
 তাঁহার মন্তক ও গ্রীবা সকল স্থলেই বিদ্যা-  
 মান, তিনি সকল ভূতেরই হাশয়, তিনিই  
 সর্বব্যাপী ও তগবান্। তদব্যতিরিক্ত কিছুই  
 বর্তমান নাই। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এই সেই  
 ঐশ্বর্য জ্ঞান তোমাদিগের নিকটে উক্ত হইল।  
 ইহা অত্যন্ত গোপনীয়, কারণ যোগীদিগেরও  
 ইহা তুর্লভ। ১২—১৯।

নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দশম অধ্যায় ।

লিঙ্গ-ব্রহ্ম-জ্ঞানযোগ ।

ঐশ্বর্য কহিলেন,—যিনি পরম-ব্রহ্ম, তিনি  
 অলিঙ্গ, এক, অব্যক্তলিঙ্গ, ঐব। তিনিই  
 স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, পরম-এব ও পরম  
 আকাশে অবস্থিত। (অব্যক্ত লিঙ্গ অর্থাৎ)

নিষ্ঠাং শুদ্ধবিজ্ঞানং তদৈ পশ্যন্তি সূর্যঃ । ২  
 তন্নিত্যঃ শাস্তসঙ্কল্পা নিত্যঃ তত্তাবতাবিতাঃ ।  
 পশ্যন্তি তৎ পরং ব্রহ্ম যন্ত'ব্রহ্মমিতি শ্রুতিঃ । ৩  
 অস্তথা ন হি মাং ত্রুটুং শক্যং তৈব মুনিপুঞ্জবাঃ ।  
 ন হি তদ্বিদ্যাতে জ্ঞানং যেন তজ্জ্ঞায়তে পরম্  
 এতৎ তৎ পরমং জ্ঞানং কেবলং কবয়ো বিদ্বাঃ ।  
 অজ্ঞানতিমিরং জ্ঞানং যস্মান্নায়াময়ং জগৎ । ৫  
 তজ্জ্ঞানং নির্মলং শুদ্ধং নির্দ্বন্দ্বং নিরঞ্জনম্ ।  
 মমাস্বাসৌ তদেবেদমিতি প্রাহুর্বিপশ্চিতঃ । ৬  
 যেহপ্যনেকং প্রপশ্যন্তি তৎপরং পরমং পদম্ ।  
 আশ্রিতাঃ পরমাং নিষ্ঠাং বুদ্ধৈক্যং তত্ত্বমব্যয়ম্ ।  
 যে পুনঃ পরমং তত্ত্বমেকং বানেকমৌশ্বরম্ ।  
 তজ্জা মাং সম্প্রপশ্যন্তি বিজ্ঞেয়াস্তে তদাশ্রিতাঃ  
 সাক্ষাদেবং প্রপশ্যন্তি স্বাশ্রানং পরমেশ্বরম্ ।  
 নিত্যানন্দং নির্দ্বন্দ্বং সত্যরূপমিতি স্থিতিঃ । ১২

অব্যক্ত যে কারণ, তাহা অক্ষর, পরম পদ, নিষ্ঠা ও শুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ, পণ্ডিতগণ তাহাই দর্শন করেন। লিঙ্গ অর্থাৎ কারণ বলিয়া যাহা অভিহিত হয়, তন্নিত্য, শাস্তসঙ্কল্প ও নিত্যতত্তাব-তাবিত মুনিগণই সেই পরম ব্রহ্মকে দর্শন করেন। অস্ত কোন প্রকারেই আমাকে দেখিতে সমর্থ হয় না এবং অস্ত এমন কিছু জ্ঞানই বর্তমান নাই, যাহা দ্বারা তাহা জ্ঞাত হওয়া যায়। এই সেই পরম-জ্ঞানকে কেবল পণ্ডিতগণ অবগত হন, অপরে পারে না। যেহেতু জ্ঞান, অজ্ঞানরূপ তিমিরে আচ্ছন্ন ও জগৎ কেবল মায়াময়। সেই যে, জ্ঞান, তাহাই নির্মল, শুদ্ধ, নির্দ্বন্দ্ব ও নিরঞ্জন। পরমনিষ্ঠার আশ্রয়ে অব্যয় তত্ত্বকে ঐক্যরূপে জ্ঞান করিয়া বাহারা সেই প্রধান পরম-পদকে অনেকভাবে অবগত হন, সেই বেদবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, তাহাই আমার আশ্রা। আর যাহারা সেই পরম তত্ত্বকে এক বা অনেক বলিয়া ঈশ্বরভাবে ভক্তিপূর্বক আমাকে দর্শন করে, তাহারা তদাশ্রিত বলিয়া জ্ঞাতব্য। ১—৮। স্বকীয় আশ্রাকে জীভাময় পরমেশ্বর বলিয়া তাহারা দর্শন করে এবং

তজ্জন্তে পরমানন্দং সর্বগং জগদাশ্রকম্ ।  
 স্বাশ্রিতবহিতাঃ শাস্তাঃ পরে ব্যক্তাপরন্ত তু ॥ ১০  
 এষা বিমুক্তিঃ পরমা মম সাযুজ্যমুত্তমম্ ।  
 নির্দ্বন্দ্বং ব্রহ্মণা চৈক্যং কৈবল্যং কবয়ো বিদ্বাঃ  
 তস্মাদনাদিমধ্যান্তং বস্তুকং পরমং শিবঃ ।  
 স ঈশ্বরো মহাদেবস্তং বিজায় প্রযুচ্যতে ॥ ১২  
 ন তত্র সূর্য্যঃ প্রতিভাতি চন্দ্রো  
 ন নক্ষত্রাণি তপনো নোত বিদ্যাৎ ।  
 তত্ত্বাসেদমখিলং ভাতি বিশ্বং  
 তন্নিত্যাত্মাসময়লং সচ্চিভাতি ॥ ১৩  
 নিত্যোদিতং নিরলং নির্দ্বন্দ্বং  
 শুদ্ধং ব্রহ্মং পরমং যতিবারিত ।  
 অজ্ঞাস্তরে ব্রহ্মবিদোহং নিত্যং  
 পশ্যন্তি তত্ত্বমচলং যৎ স ঈশঃ ॥ ১৪  
 নিত্যানন্দমমৃতং সত্যরূপং  
 শুদ্ধং বদন্তি পুরুষাঃ সর্ববেদাঃ ।

আশ্রাকে নিত্যানন্দ, নির্দ্বন্দ্ব ও সত্যরূপ কহিয়া থাকেন বাহারা স্বীয় আশ্রাতে অবস্থিত, সেই ব্যক্তাব্যক্ত-প্রধান শাস্ত মুনিগণ পরমানন্দময় জগদাশ্রা সর্বগত ঈশ্বরের তজনা করেন। ইহাই পরম বিমুক্তি ও উত্তম মৎ-সায়ুজ্য। যেহেতু পণ্ডিতগণ জানেন যে, ব্রহ্মের সত্ত্বিত একেশ্বর নাম নির্দ্বন্দ্ব বা কৈবল্য। অতএব একমাত্র শিব-ই আদি, মধ্য-অন্ত রহিত পরম বস্তু, তিনিই ঈশ্বর; তাঁহাকে অবগত হইলেই মুক্তি হয়। সে স্থলে সূর্য বা চন্দ্র প্রতিভাত হয় না, তথায় নক্ষত্র, তপন বা বিদ্যাৎ বর্তমান নাই; কিন্তু তাঁহার জ্যোতিতেই, সমস্ত বিশ্ব জ্যোতির্ময় হয়, অতএব সেই নিত্য দীপ্তিময়, নিত্য সৎই বিভাত হইয়া থাকেন। যাহা নিত্যোদিত, নিরল, নির্দ্বন্দ্ব, শুদ্ধ, পরম ও ব্রহ্মরূপে শোভিত হয়, ব্রহ্মবিদগণ তাহার মধ্যেই নিত্য অচল যে তত্ত্ব দর্শন করেন, তাহাই ঈশ্বর। বেদ সকল কহিয়া থাকেন যে, সেই পরম পুরুষ—শুদ্ধ, নিত্যানন্দ, অমৃত ও

প্রাণানিতি প্রণবেনৈশিতারঃ  
 ধ্যায়ন্তি বেদৈরিতি নিশ্চিতার্থাঃ ॥ ১৫  
 ন কুমিরাপো ন মনো ন বহিঃ  
 প্রাণোহ'নলো গগনঃ নোত বৃদ্ধিঃ ।  
 ন চেতনোহস্তং পরমাকাশমধ্যো  
 বিভাতি দেবঃ শিব এব কেবলঃ ॥ ১৬  
 ইত্যেতদ্বাক্তং পরমং ব্রহ্মত্বং  
 জ্ঞানামৃতং সর্ববেদেষু গৃঢ়ম্ ।  
 জ্ঞানানি যোগী বিজনেহধ দেশে  
 যুজ্যত যোগঃ প্রয়তো হজশ্রম ॥ ১৭  
 ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে উপরিভাগে  
 ত্রিমুখগবদৌষধী গান্ধার্যনিষংস্তু ব্রহ্ম-  
 বিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে লিঙ্গব্রহ্ম-  
 জ্ঞানযোগো নাম দশ-  
 মোহধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

সত্যরূপী। তিনি প্রণবরূপে রক্ষাকর্তা  
 তাঁহাকে প্রাণ বলিয়া সকলে ধ্যান করে,  
 ইহাই বেদ সকলের নিগীত ঐশ্বর্য। তিনি  
 ভূমি, জল, মন, অগ্নি, প্রাণ, বায়ু, গগন, বৃদ্ধি,  
 চেতন বা অচেতন,—কিছুই নহেন। তিনি  
 ক্রৌড়াময় কেবলমাত্র শিবরূপে শোভিত হইয়া  
 কেন। হে দ্বিজগণ! এই সকল বেদের গৃঢ়  
 জ্ঞানামৃতরূপ পরম ব্রহ্ম তোমাদিগের  
 নিকটে কথিত হইল। ইহা যোগীরাই অবগত  
 আছেন। সেই জন্তই যোগী হইয়া নির্জনে  
 প্রদেশে প্রযতভাবে নিরন্তর যোগ করা  
 কর্তব্য। ১—১৭।

দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশোহধ্যায়ঃ ।

ঈশ্বর উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি যোগং পরমত্বতমম্ ।  
 যেনা জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি তান্মমন্তমিবেশ্বরম্ ॥ ১  
 যোগাগ্নির্দ্বিত্যে ক্রিয়ামশেষঃ পাপপঙ্কজম্ ।  
 প্রসন্নং জায়তে জ্ঞানং সাক্ষাৎসিদ্ধির্দ্বিগুণম্ ॥ ২  
 যোগাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং জ্ঞানাদযোগঃ প্রবর্ততে  
 যোগজ্ঞানভিযুক্তস্ত প্রসীদতি মহেশ্বরঃ ॥ ৩  
 এককালং ত্রিকালং বা ত্রিকালং নিত্যমেব চ ।  
 যে যুজন্তি মহাযোগং তে বিজ্ঞেয়া মহেশ্বরঃ ॥ ৪  
 যোগস্ত দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো দ্ব্যভাবঃ প্রথমো মতঃ  
 অপরস্ত মহাযোগঃ সর্বযোগোত্তমোত্তমঃ ॥ ৫  
 শূন্তং সর্বনিরাভাসং স্বরূপং যত্র চিস্ত্যতে ।  
 অভাবযোগঃ স প্রোক্তো যেনা জ্ঞানং প্রপশ্যন্তি

একাদশ অধ্যায় ।

যোগাদি জ্ঞানযোগ ।

ঈশ্বর বলিলেন,—যে যোগ জানিলে আত্মাকে  
 হৃদয়ের স্থায় ঈশ্বরস্বরূপ দর্শন করিতে পারা  
 যায়, ইহার পর আমি সেই পরম তুল্য যোগ  
 বলিব। যোগরূপ অগ্নি লীলাই সমস্ত পাপপঙ্কজ  
 দহন করে, তাহাতে মুক্তিকলোৎপাদন  
 নিশ্চল জ্ঞান জন্মে। যোগ হইতে জ্ঞানোৎ-  
 পত্তি হয়, এবং জ্ঞান হইতেও যোগোৎপত্তি  
 হয়। যোগ ও জ্ঞান এই উভয় সমন্বিত  
 ব্যক্তির প্রতি মহেশ্বর প্রসন্ন হন। যাহারা  
 প্রত্যহ (নিয়মপূর্বক) এককাল বা ত্রিকাল  
 বা ত্রিকালে অথবা সতত মহাযোগ  
 (নির্বিবর্তন যোগ) করেন, তাঁহাদিগকে  
 মহেশ্বর বলিয়াই জানিবে। যোগ দুই প্রকার ;  
 ইহার মধ্যে একটীর নাম অভাবযোগ (সবি-  
 বর্তনক যোগ) ও অপরটী সকল যোগের  
 মধ্যে শ্রেষ্ঠতম মহাযোগ (নির্বিবর্তনক যোগ)।  
 যাহাতে শূন্ত ও সমস্ত সাদৃশ্যবিহীন স্বরূপের  
 চিন্তা হয় এবং যে যোগ দ্বারা আত্মাকে  
 দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে অভাবযোগ



যজ্ঞ পশুতি চান্দানং নিত্যানন্দং নিরঞ্জনম্ ।  
ময়ৈক্যং স মমায়োগো ভাবিতঃ পরমঃ স্বয়ম্ ॥ ১৭  
যে চাত্তে যোগিনাং যোগাঃ শ্রয়ন্তে

প্রদ্ববিস্তরে ।

সর্বৈ তে ব্রহ্মযোগস্ত কলাং নাইন্তি যোভূতীম্  
যজ্ঞ সাক্ষাৎ প্রপশুন্তি বিমুক্তা বিশ্বমৌলরম্ ।  
সর্বৈষামেব যোগানাং স যোগঃ পরমো মতঃ ।  
সহস্রশোহধ বহশো যে চেশ্বরবচ্ছকৃতাঃ ।  
ন তে পশুন্তি মামেকং যোগিনো যত্মানসাঃ ।  
প্রাণায়ামস্তথা ধ্যানং প্রত্যাহারোহথ ধারণা ।  
সমাধিস্ত মুনিশ্রেষ্ঠা যমশ্চ নিয়মাসনে ॥ ১১  
ময্যেকচিত্ততা যোগো বৃত্তাস্তরনিরোধতঃ ।  
তৎসাধনাস্তৃষ্টধা তু যুস্মাকং কথিতানি তু ॥ ১২  
অহিংসা সত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহৌ ।  
যমাঃ সঙ্কেপতঃ প্রোক্তাশ্চিত্ততৃপ্তিপ্রদা নৃণাম্  
কর্ষণা মনসা বাচা সর্বভূতেষু সর্বদা ।

বলিয়া থাকে । আর যে যোগাসুষ্ঠান করিলে  
সদানন্দ নির্মূল আত্মাকে আমার সহিত  
(ঈশ্বরের সহিত) অভিন্ন দেখিতে পারে,  
তাহাকেই স্বয়ং ঈশ্বর পরম মহাযোগ বলিয়া-  
ছেন । অন্তান্ত গ্রন্থ সকলে যোগীদিগের অন্ত  
যে সমূহ যোগ শুনা যায়, সে সমুদয় যোগ  
ব্রহ্মযোগের যোড়শ ভাগের একভাগ বলিয়া-  
ও পরিগণিত হইতে পারে না । মুক্ত পুরু-  
ষেরা যে যোগে এই বিশ্বকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর  
বলিয়া দেখিতে পান, সকল যোগের মধ্যে  
সেই যোগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় ।  
স্বাহায়া ঈশ্বরকে বিভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করে,  
তাহারা বহু সহস্রবার চিত্তসংযোগপূর্বক যোগী  
হইলেও একমাত্র আমাকে দর্শন করিতে  
সক্ষম হয় না । ১—১০ । হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ !  
প্রাণায়াম, ধ্যান, প্রত্যাহার, ধারণা, সমাধি,  
যম, নিয়ম ও আসন ; অন্তরুত্তি নিরোধপূর্বক  
কেবল আমার প্রতি একাগ্রচিত্ততাক্রম যোগের  
এই আট প্রকার সাধন তোমাদিগকে বলি-  
লাম । অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ  
—মহুযাদিগের চিত্ততৃপ্তিদায়ক এই পাঁচ প্রকার

অক্লেশজননং প্রোক্তা অহিংসা পরমবীতিঃ ॥ ১৪  
অহিংসায়াঃ পরো ধর্ম্মো নাস্ত্যহিংসাপরং সুখম্  
বিধিনা যা ভবেদ্ধিংসা অহিংসৈব প্রকৌর্ভিতা ।  
সন্তোষন সর্বমাপ্নোতি সত্যে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্  
যথার্থং থনাচারঃ সত্যং প্রোক্তং দ্বিজাতিভিঃ ।  
পরজব্যাপহরণং চৌর্য্যাদথ বলেন বা ।  
স্তেয়ং তন্ত্রানারেরণাদস্তেয়ং ধর্ম্মসাধনম্ ॥ ১৭  
কর্ষণা মনসা বাচা সর্ববন্ধানু সর্বদা ।  
সর্বত্র মৈথুনত্যাগং ব্রহ্মচর্য্যং প্রচক্ষতে ॥ ১৮  
জব্যাপ্যামপ্যনাদানমাপ্যপি তথেক্ষয়া ।  
অপরিগ্রহমিত্যাহস্তং প্রযত্নেন পালয়েৎ ॥ ১৭  
তপঃস্বাধ্যায়সন্তোষাঃ শৌচমৌশ্বরপূজনম্ ।  
সমাসান্নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগসিদ্ধিপ্রদায়িনঃ ॥ ২০  
উপবাসপরাকাদি-কুচ্ছুচান্নাদিভিঃ ।  
শরীরশোষণং প্রাহস্তাপসাস্তপ উত্তমম্ ॥ ২১

যম সংক্ষেপে বলিলাম । কর্ম্ম, মন, ও বাকা  
দ্বারা সকল প্রাণীরই সকল সময়ে ক্রেশোৎ-  
পাদন না করাকে ঋষিগণ অহিংসা বলিয়া-  
ছেন । অহিংসা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই ।  
অহিংসাই অতিশয় সুখ । কিন্তু বিধিপূর্বক যে  
হিংসা হয়, তাহাও অহিংসা বলিয়া কথিত হয় ।  
যথার্থ বলাকেই দ্বিজাতিগণ ‘সত্য’ বলিয়া-  
ছেন, এই সত্য দ্বারা সমস্তই পাওয়া যায়  
এবং সত্যেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত । চৌর্য্যপূর্বক  
অথবা বলপূর্বক পরজব্যাপহরণকেই স্তেয়  
বলিয়া থাকে, তাহা না করাকেই (পরজব্য-  
াপহরণ না করাকেই) ধর্ম্মপ্রোক্তর উপায়স্বরূপ  
অস্তেয় বলে । কর্ম্ম দ্বারা, মন দ্বারা, বা বাকা  
দ্বারা সকল অবস্থাতে সকল সময়ে সর্বত্র  
মৈথুন-ত্যাগকেই ব্রহ্মচর্য্য বলিয়া থাকে ।  
আপৎকালেও ইচ্ছাপূর্বক জব্যগ্রহণ না  
করাকেই মুনিগণ অপরিগ্রহ বলিয়াছেন, সেই  
অপরিগ্রহ-ধর্ম্মকে যত্নপূর্বক পালন করিবে ।  
১১—১২ । তপস্বী, বেদাধ্যয়ন, সন্তোষ, শৌচ,  
ঈশ্বরার্চনা, এই পাঁচটির নাম নিয়ম, ইহা  
সঙ্কেপপূর্বক বলিলাম । এই নিয়মই যোগ-  
সিদ্ধি প্রদান করে । উপবাস, পরাকাদি প্রাজা-



জিজ্ঞেয়ায়তঃ প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ৩৫  
 রেচকঃ পুরকশ্চৈব প্রাণায়ামোহং কুন্তকঃ ।  
 প্রোচ্যতে সমশাস্ত্রেণ যোগিভির্ভবমাননৈঃ ॥ ৩৬  
 রেচকো বাহুনিবাসাৎ পুরকস্তগ্নিরোধতঃ ।  
 সাম্যেন সংস্থিতীয়া সা কুন্তকঃ পরিগীৰ্যতে ॥ ৩৭  
 ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাং বিষয়েষু স্বভাবতঃ ।  
 নিগ্রহঃ প্রোচ্যতে সন্তিঃ প্রত্যাহারস্ত সন্তমাঃ ।  
 হৃৎপুণ্ডরীকে নাভ্যাং বা মূৰ্দ্ধ পৰ্বনু মন্তকে ।  
 এবমাদিষু দেশেষু ধারণা চিত্তবদ্ধনম্ ॥ ৩৮  
 দেশাবাস্তিত্যলম্ব্য বুদ্ধের্থা বৃত্তিসমুত্তিঃ ।  
 বৃত্তান্তরৈরঙ্গংস্বয়ী তদ্যানং স্বরয়ো বিহুঃ ॥ ৩৯  
 একাকারঃ সমাধিঃ স্তাদেশালম্বনবর্জিতঃ ।  
 প্রত্যাহায়ে হর্ষমাজ্ঞেয় যোগশাসনমুত্তমম্ ॥ ৪০  
 ধারণা হাদশায়ায়া ধ্যানং হাদশ ধারণাঃ ।  
 ধ্যানহাদশকং যাবৎ সমাধিরভিধীতে ॥ ৪১

এইরূপ লক্ষণ কথিত হইয়াছে । সপ্তব্যাহতি  
 ও প্রাণবন্ধুত গায়ত্রীকে শিরোমস্ত্রের সহিত  
 যদি প্রাণনিরোধপূর্বক তিনবার জপ করা  
 যায়, তাকে তাহাকে ( সগর্ভ ) প্রাণায়াম বলে ।  
 যতমানস যোগিগণ রেচক, পুরক ও কুন্তক  
 এই তিনটীকেই প্রাণায়াম বলিয়াছেন ।  
 নিবাস বাহব করার নাম রেচক, নিবাস  
 নিরোধের নাম পুরক এবং সাম্যভাবে ( অর্থাৎ  
 নিবাস পরিত্যাগ বা গ্রাণ না করিয়া স্থির-  
 ভাবে ) সংস্থিত কুন্তক বলিয়া কীর্তিত হইয়া  
 থাকে । হে সাধুগণ ! স্বভাবতঃ বিষয়াসক্ত  
 ইন্দ্রিয় সকলের নিগ্রহের নাম প্রত্যাহার,  
 ইহা সাধুগণ বলিয়া থাকেন । ৩০—৩৮ ।  
 হৃৎপদ্ম, নাভি, মূৰ্দ্ধা, পৰ্বনহান, সন্ধিহান ও  
 মন্তক ইত্যাদি স্থানে চিত্তবদ্ধনের নাম  
 ধারণা । পুরকোক্ত স্থান সকলে ( নিশ্চল  
 ভাবে ) অবস্থিতপ্রাপ্ত বুদ্ধি-বৃত্তির বৃত্তান্তরা-  
 সংস্থিতিবিশিষ্ট যে বিস্তার, তাহাকেই পণ্ডি-  
 তেরা ধ্যান বলেন । যে কোন বিষয়ের চিন্তায়  
 দেশালম্বন-বহীন (শূন্য) একাকার হওয়াই  
 সমাধি । ইহাই উত্তম যোগশাসন । হাদশ  
 প্রাণায়ামের নাম ধারণা, হাদশ ধারণার

আসনং স্বাস্তকং প্রোক্তং পদ্মমর্দাসনং তথা ।  
 সাধনানাঞ্চ সর্কেষামেতৎ সাধনমুত্তমম্ ॥ ৪৩  
 উক্কৌপরি বিপ্রেক্ষাঃ কৃষা পাদতলে উত্তে ।  
 সমাসীতান্ননঃ পদ্মমেতদাসনমুত্তমম্ ॥ ৪৪  
 উত্তে কৃষা পাদতলে আনুকৌরন্তরেণ হি ।  
 সমাসীতান্ননঃ প্রোক্তমাসনং স্বাস্তকং পরম্ ॥ ৪৫  
 একং পাদমধৈকম্বিন বিস্ত্রস্তোকণি সন্তমাঃ ।  
 আসীতান্নাসনমিদং যোগসাধনমুত্তমম্ ॥ ৪৬  
 অদেশকালে যোগস্ত দর্শনং হি ন বিদ্যতে ।  
 অগ্ন্যভ্যাসে জলে বাপি শুকপর্ণচয়ে তথা ॥ ৪৭  
 জন্তব্যাপ্তে শ্মশানে চ জীর্ণগোষ্ঠে চতুশ্পথে ।  
 শশকে যত্নয়ে বাপি চৈতাবদ্বীকসকয়ে ॥ ৪৮  
 অশুভে হর্জনাক্রান্তে মশকাদিসমবিশিতে ।  
 নাচরেদেহবাধে বা দৌশ্চন্দ্রাদিসম্ববে ॥ ৪৯  
 সূওণ্ডে সূওণ্ডে দেশে শুভাং পৰ্বতস্ত চ ।  
 নদ্যাঙ্কুরে পুণ্যদেশে দেবতায়তনে তথা ॥ ৫০

নাম ধ্যান এবং হাদশ ধ্যান, সমাধি নামে  
 অভিহিত হয় । আসন তিন প্রকার,—স্বস্তি-  
 কাসন, পদ্মাসন ও অর্দ্ধাসন । সমস্ত সাধনের  
 মধ্যে ঐ আসনই উত্তম সাধন । হে বিপ্রো-  
 ত্তমগণ ! উক্কৌপরি উপনিষাদে আপনার পদ-  
 ধর রাখিয়া উপবেশন করাকে উত্তম পদ্মাসন  
 বলে । পাদতলধর আপনার জাম্ব ও উক্কৌপে  
 রাখিয়া উপবেশন করিলেই স্বস্তিকাসন হয় ।  
 হে সাধুসত্তমগণ ! এক পদ অশু উক্কৌপে  
 বিস্তার করিয়া উপবেশন করিবে, ইহাই উত্তম  
 যোগসাধন অর্দ্ধাসন । অগ্নিসমীপে, জলে,  
 শুকপত্রসমূহে, জন্তব্যাপ্ত স্থানে, শ্মশানে,  
 জীর্ণগোষ্ঠে, চতুশ্পথে, শবদ্রব্য ও ভয়দ্রব্য  
 স্থানে, যজ্ঞালয়ে বা উদ্বেগ চিপির উপর,  
 অশুভ স্থানে, হর্জনাক্রান্ত স্থানে, মশকাদিবৃক  
 স্থানে এবং দেহের পীড়া ও দুশ্চিন্তা প্রভৃতি  
 হইলে যোগ আচরণ করিবে না । কারণ এই  
 সকল অব্যোধ্যদেশে বা অব্যোধ্যকালে  
 যোগের দর্শন পাওয়া যায় না ( অর্থাৎ  
 অব্যোধ্য দেশে বা কালে যোগাভ্যাস করিলে  
 সিদ্ধি হয় না ) । উত্তম গোপনীয় পবিত্র স্থানে,

গৃহে বা স্তম্ভে দেশে নির্জনে জন্তবর্জিতে ।  
 যুক্তি যোগী সততমাশ্রয়ঃ সৎ যোগঃ ॥ ৫১  
 নমস্কৃত্য তু যোগীশ্বান্ সশিষ্যাঃ বিনায়কম্ ।  
 শুক্লৈব চ মাং যোগী যুক্তি স্মসমাধিতঃ ॥ ৫২  
 আসনং স্থিতিকং বদ্ধা পদ্মধর্মমবাশি বা ।  
 নাসিকাগ্রে ইমাং দৃষ্টিমীবহুশ্লীলিতেক্ষণঃ ॥ ৫৩  
 কৃদাধ নির্ভয়ঃ শান্তস্ত্যক্তা মায়াময়ঃ জগৎ ।  
 স্বাস্তবাহিতঃ দেবঃ চিন্তয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৫৪  
 শিখাগ্রে দ্বাদশাঙ্গুল্যে কল্পয়িত্বাথ পঙ্কজম্ ।  
 ধর্মকন্দসমুদ্ভূতং জ্ঞাননালং সুশোভনম্ ॥ ৫৫  
 ঐশ্বর্য্যষ্টদলং যৈতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকম্ ।  
 চিন্তয়েৎ পরমং কোষং কর্ণিকায়াং হিরণ্ময়ম্ ॥ ৫৬  
 সর্বশক্তিময়ং সাক্ষাদ্য়ং প্রতীদিবমবায়ম্ ।  
 ওকারবাচ্যমব্যক্তং রাশিঞ্জালসমাকুলম্ ।  
 চিন্তয়েৎ তত্র বিমলং পরং জ্যোতির্দধকরম্ ॥ ৫৭  
 তস্মিন্ জ্যোতিষি বিস্তৃত্য স্বাশ্রয়ং তদভেদতঃ

ধ্যায়ীত কোষমধ্যস্থমীশং পরমকারণম্ ॥ ৫৮  
 তদাশ্রয় সর্বগো ভূত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ।  
 এতদুচ্ছ্রুতমং জ্ঞানং ধ্যানান্তরমধোচ্যতে ॥ ৫৯  
 চিন্তয়িত্বা তু পূর্বোক্তং হৃদয়ে পদ্মমুত্তমম্ ।  
 আশ্রয়মধ কান্তারং তজ্জালসমভিব্যম্ ॥ ৬০  
 মধ্যে বহুশিখাকারং পুঙ্কযং পঞ্চবিংশকম্ ।  
 চিন্তয়েৎ পরমাশ্রয়ং তদ্বাধ্যে গগনং পরম্ ॥ ৬১  
 ওকারবোধিতং তত্ত্বং শাস্তং শিবমচ্যুতম্ ।  
 অব্যক্তং প্রকৃভৌ লীনং পরং জ্যোতির্হস্তমম্  
 তদন্তঃ পরমং তদ্বমাশ্রয়ং নিরঞ্জনম্ ।  
 ধ্যায়ীত তদ্বাঘো নিত্যমেকরূপং মহেশ্বরম্ ॥ ৬৩  
 বিশোধ্য সর্বভাবানি প্রণবেনাথ বা পুনঃ ।  
 সংস্থাপ্য যমি চাশ্রয়ং নির্মলে পরমে পদে ॥ ৬৪  
 স্নানং বসিত্বাশ্রয়ং দেহং তেনৈব জ্ঞানবারিণা ।  
 মদাশ্রয় মনসা তস্ম গৃহীত্বা হৃদয়োজ্জম ॥ ৬৫  
 তেনোদ্ধূলিতসর্কাজমগ্নাদিত্যমজতঃ ।

পূর্বভেদে গুহায়, নদাতীরে, পুণ্যক্ষেত্রে, দেবা-  
 লয়ে, গৃহ-ধ্যে এবং পবিত্র, নির্জন ও প্রাণি-  
 রহিত স্থানে যোগী সর্বদা ঈশ্বরপরায়ণ  
 হইয়া যোগাভ্যাস করিবে। ৩৯—৫১।  
 শিষ্যের সহিত যোগিগণের গণকে এবং গণেশ,  
 শুক ও আমাকে (মহাদেবকে) প্রণাম  
 করিয়া উত্তমরূপে সমাধিনিষ্ঠ হইয়া যোগ  
 করিবে। স্থিতিকাসন, পদ্মাসন অথবা অর্দ্ধাসন  
 করিয়া চক্ৰ ঈষৎ উন্মীলনপূর্বক নাসিকাগ্রে  
 হিরণ্মুখি করিয়া নির্ভয় ও শান্ত হইয়া মায়াময়  
 জগৎ পরিত্যাগপূর্বক স্বাশ্রয়বাহিত দেব পর-  
 মেশ্বরকে চিন্তা করিবে। দ্বাদশাঙ্গুলি পরিমিত  
 শিখার অগ্রভাগে ধর্মরূপ-কন্দসমুদ্ভূত, উত্তম  
 জ্ঞাননাল'বিশিষ্ট ঐশ্বর্য্যরূপ অষ্টদলযুক্ত, অতি-  
 শুভ্র ও বৈরাগ্যরূপ কর্ণিকায়ুক্ত পদ্ম কল্পনা  
 করিয়া তাহার কর্ণিকায়,—ঈহাকে সর্বশক্তিময়  
 সাক্ষাৎ অক্ষয় স্বরূপ বলিয়া থাকে, সেই  
 হিরণ্ময় পরম কোষ চিন্তা করিবে। সেই  
 হিরণ্ময়-কোষে ওকারবাচ্য, অব্যক্ত, কিরণ-  
 সমুৎপন্ন-সমাকীর্ণ, নির্মল ও অবিদ্যার পরম-  
 জ্যোতিঃ চিন্তা করিবে। সেই জ্যোতিঃপুঙ্ক-

রূপ ঈশ্বরে আশ্রয়কে অতিশয়রূপে বিস্তার  
 করিয়া কোষমধ্যবর্তী পরমকারণ ঈশ্বরকে ধ্যান  
 করিবে। ধ্যান কালে তন্ময় ও সর্বগ হইয়া  
 অন্য কিছুই চিন্তা করিবে না। ইহা অতি  
 গুহ্যতম জ্ঞান। এখন ধ্যানান্তর বলিতেছি।  
 পূর্বোক্ত উত্তম পদ্মকে হৃদয়ে চিন্তা করিয়া  
 সেই পদ্মে বহুতুল্য জ্যোতির্বিশিষ্ট কান্তার-  
 স্বরূপ আশ্রয়কে চিন্তা করিবে। পদ্মমধ্যে  
 অগ্নিশিখাসদৃশ পঞ্চবিংশক পুঙ্কযরূপ পরমা-  
 শ্রয়কে চিন্তা করিবে এবং তাহার মধ্যে পরম  
 আকাশস্বরূপ ওকার দ্বারা পবিত্র তত্ত্ব  
 সনাতন, অবিদ্যার, মঙ্গলময়, অব্যক্ত প্রকৃতি-  
 লীন, উৎকৃষ্ট, অমূল্য জ্যোতিককে চিন্তা  
 করিবে। তাহার মধ্যে পরমতত্ত্ব, আশ্রয়  
 আধারস্বরূপ, নিরঞ্জন, নিত্য, একরূপ (অদ্বিতীয়)  
 মহেশ্বরকে ধ্যান করিবে। ৫২—৬৩। অথবা  
 সমস্ত তত্ত্বকে প্রণব দ্বারা বিশোধন করিয়া  
 নির্মল পরমপদস্বরূপ আমাতে আশ্রয় সংস্থাপন  
 করিবে। পরে সেই জ্ঞানবারি দ্বারা পরীক-  
 ষীত করিয়া আমাতে আশ্রয়-মনঃসমর্পণপূর্বক  
 অগ্নিহোজ্জ্বল তত্ত্ব গ্রহণ করিবে এবং সেই তত্ত্ব

চিন্তয়েৎ স্বানীশানঃ পরংজ্যোতিঃস্বরূপিনম্ ॥  
এষ পাণ্ডপতো যে গঃ পশুপাশবিমুক্তয়ে ।  
সর্ববেদান্তসারোহরঃ যত্যাশ্রম ইতি ক্রতিঃ ॥৬৭  
এতৎ পরমং শুভং মৎসামুজাপ্রদায়কম্ ।  
বিজাতীনন্ত কথিতং ভক্তানাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥৬৮  
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ ক্ষমা শৌচং তপো দমঃ ।  
সন্তোষঃ সত্যমাস্তিক্যং ব্রহ্মজ্ঞানি বিশেষতঃ ।  
একেনাপ্যথ হৌনেন ব্রতমশ্ব তু (ক) লুপ্যতে ।  
তস্মাদান্তঃকরণেনোপেতো মদ্রত্নং বোচুমর্হতি ॥৭০  
বৌত্তরাগ-ভয়-ক্রোধা মনুষ্যা মামুপাশ্রিতাঃ ।  
বহুবোহনেন যোগেন পুতা মন্তাবযোগতঃ ॥৭১  
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্  
জ্ঞানযোগেন মাং তস্মাদ্যজ্ঞেত পরমেশ্বরম্ ॥৭২  
অথবা ভক্তিযোগেন বৈরাগ্যেণ পরেণ তু ।

আমি “অগ্নিরাশিতা” এই মন্ত্রে সাদৃশ্য কৃষ্ণ  
করিয়া জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশানকে নিজ আত্মাতে  
চিন্তা করিবে। এই পাণ্ডপত-যোগ দ্বারা পশু  
পাশবিমুক্তি হয়। এই যোগ সর্ব বেদান্তসার ও  
যতিদিগের আশ্রম-স্বরূপ, ইহা ক্রতিতে প্রসিদ্ধ  
আছে। ভক্তব্রহ্মচারী বিজ্ঞানিদিগের মৎসা-  
মুজাপ্রদায়ক অতিশয় গোপনীয় এই পাণ্ডপত-  
ব্রত কথিত হইল। ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, ক্ষমা,  
শৌচ, তপস্যা, দম (শরীরশোধন), সন্তোষ,  
সত্য ও আস্তিক্য এই নয়টি বিশেষরূপ ব্রহ্মজ্ঞান।  
এই নয়টি ব্রতজ্ঞের মধ্যে একটি অঙ্গ হইল  
হইলেই ব্রত নষ্ট হয়, সেই হেতু আন্তঃকরণযুক্ত  
ভক্তি আমার ব্রত বচন করা উচিত। ৬৪—৭০  
বিষয়ভিত্তিক, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগপূর্বক  
আমার পরশাগ্রস্ত মনুষ্য হইয়া মনুষ্য ভক্তি দ্বারা  
অনেকেই পুত হইয়াছে। যাহারা আমায়  
যেদ্রুপ উপাসনা করে, তাহাদিগকে আমি সেই  
রূপেই প্রাপ্ত হই (অর্থাৎ তাহাদিগকে উপা-  
সনারূপ কল প্রদান করি)। আমি পরমেশ্বর,  
সেই হেতু জ্ঞানযোগ দ্বারা আমাকে উপাসনা  
করিবে। অথবা পরম বৈরাগ্য আশ্রমপূর্বক

(ক) নেতি বা পাঠঃ ।

চেতসঃ বোধযুক্তেন পূজয়েন্মাং সদা শুচিঃ । ৭৫  
সর্বকর্মাণি সন্ন্যস্ত ভিক্শাসী নিম্পরিগ্রহঃ ।  
প্রাপ্তোতি মম সামুজ্যং শুভমেতন্মমোদিতম্ ॥৭৬  
অশেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র্যঃ ককণ এব চ ।  
নির্মমো নিরহঙ্কারো যে মন্তুজঃ স মে প্রিয়ঃ ॥  
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ।  
মহার্পিতমনোবুদ্ধির্যো মন্তুজঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ৭৬  
যস্মিন্নোদ্বিজতে লোকো লোকানোদ্বিজতে  
চ যঃ ।  
হর্ষামর্ষভয়োষেগৈর্মুক্তো যঃ স হি মে প্রিয়ঃ ॥ ৭৭  
অনপেক্ষঃ শুচিদক্ষ উদাসীনো গতব্যধঃ ।  
সর্কারস্তপরিভ্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥  
তুলানিদান্তির্মৌনৌ সন্তুষ্টো যেন কেনচিত্ ॥  
অনিকেহঃ স্থিরমতির্মন্তুজো মাতৃপুত্র্যতি ॥৭৮  
সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্মানো যঃ স মে প্রিয়ঃ ।

সদা শুচি হইয়া, ভক্তিযোগ দ্বারা বোধযুক্ত  
চিত্তে আমাকে পূজা করিবে। সমস্ত কর্ম  
পরিত্যাগপূর্বক ভিক্শাতোজী-ও নিম্পরিগ্রহ  
হইলে, আমার সামুজ্য প্রাপ্ত হয়, এই গোপ-  
নীয় বিষয় বলিলাম। ৭১—৭৪। যে ব্যক্তি  
কোন প্রাণীরই হিংসা করে না, সকল প্রাণীর  
সহিত মিত্রতা করে, তাহাদের উপর দয়াবান  
হয় এবং মমতাহীন ও অহঙ্কারশূন্য হয়, সেই  
ব্যক্তিই আমার ভক্ত ও প্রিয়। যে সর্কদা  
সন্তুষ্ট, যোগী, যতাত্মা, দৃঢ়নিশ্চয় এবং আমাতে  
মন ও বুদ্ধি অর্পণ করে, সে-ই আমার ভক্ত  
ও সে-ই আমার প্রিয়। যোগ হইলে লোকে  
উদ্বিগ্ন হয় না বা লোকগণ যাহাকে উত্তেজিত  
করিতে পারে না এবং হয়, অমর্ষ, ভয় ও  
ক্রোধে সে ব্যক্তি বিদগ্ধ হয় না, সে-ই  
আমার প্রিয়। যে ব্যক্তি নিরপেক্ষ, শুচি,  
দক্ষ, উদাসীন, বাধাশূন্য ও সর্কারস্ত-পরি-  
ভ্যাগী, অথচ ভক্তিমান্; সেই আমার প্রিয়।  
নিদ্রা ও স্তব যাহার পক্ষে সমান, যে বৌনা-  
বলঘা, যে সকল বিষয়েই সন্তুষ্ট, কোথাও  
যাহার গৃহ নাই ও যে ব্যক্তি স্থিরবুদ্ধি, সে-ই  
আমার ভক্ত ও আমাকে প্রাপ্ত হইবে।

মৎপ্রসাদান্বাপোতি শাশ্বৎ পরমং পরম । ৮০  
 চেতসা সর্বকর্মাণি ময়ি সম্যাস্ত মৎপরঃ ।  
 নিরাসীনির্ময়মে ভূত্বা যামেকং শরণং ব্রজেৎ ।  
 ত্যক্তা কৰ্মকলাসকং নিত্যভূতো নিরাশ্রয়ঃ ।  
 কৰ্মণাপি প্রব্রজোহপি নৈব তেন নিবধ্যতে ।  
 নিরাসীৰ্ঘতচিত্তাত্মা শাক্তসর্বপরিগ্রহঃ ।  
 শারীরং কেবলং কৰ্ম কুর্করাপোতি তৎপদম্ ।  
 যদুচ্ছালাততপ্তস্তা হৃদ্যভীক্স্ত চৈব হি ।  
 কুর্কসে যৎপ্রসাদার্থৈঃ কৰ্মৈঃ স সর্বকৰ্মণাম  
 স্মরণং ময়ি স্বামী মদ্যাজী মৎপ্রাণঃ  
 মামুপৈষা স যোগীশো জ্ঞাত্ব মাং পরমেশ্বরম্ ।  
 মামেবাতঃ পংং জ্যোতির্কৌষমন্তঃ পরম্পরম্ ।  
 কথংকুন্ত মাং নিত্যং মম সাযুজ্যামাপ্রসূঃ ॥ ৮৬  
 এবং নিত্যভিযুক্তানাং মামকং কৰ্ম সাধিকম্ ।

সর্বদা মৎপ্রায়ণ হইয়া সমস্ত কৰ্ম করিতে পারিলে আমার অনুগ্রহে সনাতন উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করিতে পারে। ৭৫—৮০। মনে মনে সমস্ত কৰ্মই আমাতে বিস্তার এবং বিষয়-বাসনাদি পরিত্যাগ পূর্বক মমভাশূন্য ও মৎপ্রায়ণ হইয়া কেবল আমাকেই আশ্রয় করিবে। কৰ্মকালে আসক্তি পরিত্যাগপূর্বক সदा সন্তুষ্ট ও নিরাশ্রয় হইতে পারিলে, কৰ্মে প্রস্তুত হইলেও সে ব্যক্তি কৰ্ম নিবদ্ধ হইবে না। অত্যা ও মনকে সংযত করত আশ্রয়শূন্য হইয়া সর্বপরিগ্রহ পরিত্যাগপূর্বক কেবল শারীরিক কৰ্ম করিলে ঈশ্বরস্থান লাভ করিতে পারে। যে লোক, যাহা পায় তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়, লীতোকাদি হৃদ-পরিভ্রাঙ্গী ও আমার সন্তোষের নিতি কৰ্ম করে, তাহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না। স্মরণঃ, আমাকে নমস্কারকারী, আমার পূজক ও মদেকাগ্রচিত্ত যোগিগণেই পরমেশ্বররূপ আমাকে জানিতে পারে এবং আমাকেই লাভ করিতে পারে। আমাকে পরমজ্যোতিঃরূপ বলিয়া যাহারা পরম্পর বুঝাইয়া থাকে এবং আমাকে সনাতন বলে, তাহারা আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।

যাহারা এরূপ সুসজ্জক কৰ্ম সকল নির-

নাশয়ামি, তমঃ কুৎসং জ্ঞানদীপেন ভাষতা ৮১  
 মদ্বন্ধয়ো মাং সততং পূজয়ন্তীহ যে জমাঃ ।  
 তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগকেমং বহায়াব্দম্  
 যে চান্তে কামভোগার্থং যজন্তে হৃদদেবতাঃ  
 তেষাং ভদন্তং বিজ্ঞেয়ং দেবভানুগতং কলম্ ।  
 যে চান্তদেবভাতক্কাঃ পূজয়ন্তীহ দেবতাঃ ।  
 মতাবনা সমাবুক্ষা মুচ্যন্তে তেহপি মানবঃ ॥ ৯০  
 তস্মাদ্বিনশ্বরানন্তাংস্ত্যক্তা দেবানশেষতঃ ।  
 সাক্ষ পূর্ণবিষয়ঃ সাক্ষো কালিশ্রিতঃ  
 যজ্ঞেচ্চা মরণা মকং বিরক্তঃ পারমেশ্বরম্ ॥ ৯২  
 যেহর্চরন্তি সদা লিঙ্গং ত্যক্তা ভোগানশেষতঃ  
 একেন জন্মনা তেষাং দদামি পরমং পদম্ ॥ ৯৩  
 পরাস্থনঃ সদা লিঙ্গং কেবলং ব্রজতপ্রভম্ ।

স্তব আমাতেই অর্পণ করে, তাহাদিগের মানসিক সমগ্র অজ্ঞান আমি দীপ্তিমান জ্ঞানদীপদ্বারা নাশ করি। যাহারা মদেকাগ্রচিত্ত হইয়া সর্বদা আমাকে পূজা করে, আমি সেই সমুদয় নিত্যভিযুক্ত ব্যক্তিদের যোগ-কেম \* বহন করি। যাহারা কাম্যকলের নিমিত্ত অস্ত্র দেবতাদিগকে পূজা করে, তাহাদের সেই পর্ধ্যন্তই কল জানিবে; কারণ দেবভানুগতই কল হয়। যাহারা অস্ত্রদেবভাতক হইয়া নানা দেবতার পূজা করত আমাকে ভাবনা করে, সেই সমস্ত মনুষ্যেরাও মুক্ত হয়। অতএব বিনশ্বর অন্তান্ত দেবতা পরিত্যাগপূর্বক প্রভুরূপ আমাকে যে আশ্রয় করে, সেই উৎকৃষ্ট স্থান লাভ করে। ৮১—৯১। পূজা-দিতে স্নেহ পরিত্যাগপূর্বক শোকশূন্য হইয়া মরণ পর্ধ্যন্ত পরমেশ্বরের লিঙ্গকে পূজা করিবে। যাহারা সর্বদা অশেষভোগ পরিত্যাগপূর্বক সর্বদা লিঙ্গ পূজা করে, তাহাদিগকে এক-জন্মেই পরমপদ প্রদান করি। পরমাত্মার ঐ

\* অলক বিষয়ের প্রাপ্তি—যোগ, লক-বিষয়ের রক্ষা—কেম।



জ্ঞানাত্মকং সৰ্বগতং যোগিনাং হৃদি সংস্থিতম্  
যে চান্তে নিমগ্না তক্তা ভাবিত্বা বিধানতঃ ।  
কয় কটন তল্লিকমর্চয়ন্তি মহেশ্বরম্ ॥ ১৫  
জলে বা বাহুমধ্যে বা ব্যোমি নৃষোহ-

পাখ্যন্ততঃ ।

রত্নান্দো ভাবয়িত্বেশমর্চয়েন্নিকটমেশ্বরম্ ॥ ১৬  
সর্বং লিকময়ং ছেতং সর্বং লিক্বে প্রতিষ্ঠিতম্ ।  
তন্মালিক্বেহর্চয়েদৌশং যত্র কটন শব্দতম্ ॥ ১৭  
অগ্নৌ ক্রিষাবতামশু ব্যোমি নৃষো মনৌষিণাম্  
কাষ্ঠাদিষেব মূর্খাণাং হৃদি লিক্তম্ যোগিনাম্ ॥  
বন্যমুৎপন্নবিজ্ঞানো বিরক্তঃ ক্রীতসংযুতঃ ।  
যাবজ্জীকৃত্যপেদযুক্তঃ প্রণবঃ ব্রহ্মণো বপুঃ ॥ ১৯  
অথবা শতকজীয়ঃ অপেদা যবণাদ্বিজঃ ।  
একাকৌ জিতাচিন্তায়া স যাতি পরমং পদম্ ॥  
বসেচ্চা মরণাধিপ্তো বারানস্তাং সমাহিতঃ ।  
সোহপীশ্বরপ্রদানেন যাতি তৎ পরমং পদম্ ॥

লিক্ একমাত্র, রক্তপ্রত, জ্ঞানাত্মক, সৰ্বগত  
এবং সর্বদা যোগীদের হৃদয়ে সংস্থিত আছে;  
অতএব অন্ত নিমগ্ন তক্তগণ বিধানানুযায়ী  
চিন্তা করিয়া যে কোন স্থানে সেই পিবা-সে-  
ই পূজা করে। জলে বা অগ্নিমধ্যে কিংবা  
আকাশে অথবা নৃষো কিংবা অন্তর রত্নাদিতে  
ঈশ্বরকে চিন্তা করিয়া ঐশ্বর লিক্বে পূজা  
করিবে। সমস্তই লিক্‌ময় ও লিক্বেই সমস্ত  
প্রতিষ্ঠিত, এই নিমিত্ত যে কোন স্থানে  
সনাতন লিক্ পূজা করিবে। ক্রিষাবান  
ব্যক্তিগণ জলে বা অগ্নিতে ঐশ্বর লিক্বে  
অর্চনা করে, মনৌষিরা আকাশে বা  
নৃষো উহার পূজা করে, মূর্খেরা কাষ্ঠাদি  
পদার্থে লিক্বে অর্চনা করে; কিন্তু  
যোগীগণ হৃদয়েই উহার অর্চনা করিয়া  
ধাকেন। বিজ্ঞান অনুৎপন্ন হইলেও যদি  
বিরক্ত আনন্দযুক্ত ও যোগী হইয়া ব্রহ্মের  
শরীরস্বরূপ ওক্ত যাবজ্জীবন জপ করে কিংবা  
মরণান্ত পর্যন্ত একাকী ও জিতচিত্ত হইয়া  
শতকজীয় জপ করে, তাহা হইলে সে পরমপদ  
প্রাপ্ত হইবে। ১২—১০০। হে ব্রাহ্মণগণ!

ততোঃক্রমণকালে হি সর্বেষামেব দেহিনাম্ ।  
দধতি পরমং জ্ঞানং যেন মুচ্যেত বন্ধনাং ॥ ১০৫  
বর্ণশ্রমবিধিং কুৎস্রং কুর্কীণো মৎপরায়ণঃ ।  
ভেদৈব জ্ঞানা জ্ঞানং লব্ধ্বা যাতি শিবং পদম্  
যেহ প তত্র বসন্তীহ নীচা বৈ পাণথোনয়ঃ ।  
সর্বে তরন্তি সংসারমীশ্বরানুগ্রহাঙ্গুষ্ঠিজাঃ ॥ ১০৬  
কিন্তু বিয়া তবযান্তি পাশোপহৃতচেতসাম্ ।  
ধর্ম্মান সমাশ্রয়েৎ তন্মানুজ্ঞয়ে সততং বিজাঃ ॥  
এতদ্রহস্যং বেদানাং ন দেহঃ বস্ত কচ্ছতিৎ ।  
ধার্ম্মিকায়ৈব দাতব্যং তক্তায় ব্রহ্মচারিণে ॥ ১০৭  
ব্যাস উবাচ ।

ইত্যেতদ্বক্তা ভগবান্ আযোগমমুত্তমম্ ।  
ব্রাহ্মচার সমাস'নং নারায়ণমনাময়ম্ ॥ ১০৮  
মহেত্তত্ত্বি'ং জ্ঞানং তিতার্থং ব্রহ্মবাদিনাম্ ।  
দাতব্যং শান্ত্য'চ ত্তভ্যঃ শিষ্যোভ্যো ভবতা  
শিবম্ ॥ ১০৯

মরণান্ত পর্যন্ত য ব্যক্তি কালীতে বাস করে,  
সেও ঈশ্বরের অনুগ্রহে পরমপদ লাভ করে।  
সেই কালীতে মরণকালে সমস্ত প্রাণীই পরম-  
জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, সেই জ্ঞানদ্বারাই তাহার  
বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। মৎপরায়ণ হইয়া সমস্ত  
বর্ণাশ্রমবিধান অনুষ্ঠান করিলেই সেই জন্মেই  
জ্ঞান লাভ করিয়া শিবপদ প্রাপ্ত হয়। হে  
ব্রাহ্মণগণ! সেই কালীতে যে নীচ পাণথানি  
মমুদয় বাস করে, তাহারও ঈশ্বরানুগ্রহে  
সংসার হইতে উদ্ধার পাইন কিন্তু যাহাদের  
চিত্ত পাপপঙ্কে নিমগ্ন, তাহাদের পদে পদে  
বিল উপস্থিত হয়; অতএব হে ব্রাহ্মণগণ!  
যুক্তির নিমিত্ত সর্বদাই ধর্ম্ম আশ্রয় করিবে।  
এই বেদের গোপনীয় উপদেশগুলি যাকে-  
তাকে দিবে না। ধার্ম্মিক ও তক্ত ব্রহ্মচারী-  
কেই বলিবে। ব্যাস বলিলেন,—ভগবান্  
এইরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মযোগ বলিয়া সমাদান্ অনা-  
ময় নারায়ণকে বলিলেন,—ব্রহ্মবাদীদিগের  
হিতের নিমিত্ত আমি যে এই জ্ঞান বলিলাম,  
আপনি শাস্তাচিত্ত শিষ্যাদিগকে এই মঙ্গলময়-  
জ্ঞান দান করিতে পারেন। হে শিষ্যোভ্যম্ ॥



উক্তকথন যোগীজ্ঞানতত্ত্বগতগানকঃ ।

হিতায় সৰ্বভক্তানাং দ্বিজাতীনাং যিজ্ঞাতব্যঃ  
ভবন্তোহপি হি যজ্ঞজ্ঞানং শিষ্যাণাং

বিধিপুস্তকম্ ।

উপদেশ্যন্তি ভক্তানাং সৰ্বেষাং বচনায়ম্ ॥১১০

অথ নারায়ণো যোহসাবীধরো নাত্র সংশয়ঃ ।

নাস্তরং যে প্রপশ্যন্তি তেষাং দেহমিদং পরম্ ॥

মমৈষা পরমা মূর্তির্নাশায়সমাহুয়া ।

সকলভূতান্ভূতা সা শাস্তা চাক্ষরসংহিতা ॥১১২

যেহন্তথা মাং প্রপশ্যন্তি লোকে ভেদদৃশো

জনাঃ ।

ন তে মূর্তিং প্রপশ্যন্ত জয়ন্তে চ পুনঃপুনঃ ॥১১৩

যে হেনং বিষ্ণুমবাক্তং মাং দেবং মতেশ্বরম্ ।

একীভাবেন পশ্যন্তি ন তেষাং পুনরুত্তরঃ ॥ ১১৪

তস্মাদনাদিনিধনং বিষ্ণুমাঙ্গানমব্যয়ম্ ।

মামেব সন্তাপজ্ঞানং পূজয়ন্তঃ তথৈব চ ॥১১৫

যেহন্তথা সন্তাপজ্ঞানং মন্তয়ন্তঃ দেবতাস্তরম্ ।

তে যান্তি নরকান ঘোরান নাহং তেষু

ব্যবস্থিতঃ ॥ ১১৬

ভগবান্ অজ ঈশ্বর এইরূপ বলিয়া সমস্ত ভক্ত  
দ্বিজাতিগণের চিত্তের নিমিত্ত যোগীশ্রেষ্ঠদিগ-  
কে বলিলেন,—তোমরা আমার বাক্যে আমা-  
কর্তৃক কথিত এই জ্ঞান বিধিপুস্তক সমস্ত ভক্ত  
শিষ্যদিগকে উপদেশ দিবে, এই নারায়ণ  
ইনি এবং এই মহাদেব আমি, আমরা একই;  
ইহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা এইরূপে ভেদ  
দর্শন না করে, তাহাদিগকেই এই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান  
প্রদান করা কর্তব্য। ১০১—১১১। নারায়ণ-  
নামক আমার যে এই শ্রেষ্ঠ মূর্তি, ইহা সমস্ত  
প্রাণীর আশ্রয়রূপ; ইহা শান্ত ও অক্ষররূপে  
সংস্থিত। জগতে যে সকল ভেদদৃশী লোক  
আমাকে অস্ত্র প্রকারে দর্শন করে, তাহারা  
মুক্তি পায় না ও পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ  
করে। এই অবাক্ত বিষ্ণু ও দেব মতেশ্বর  
আমাকে যাহারা অন্তরূপে দর্শন করে,  
তাহাদের পুনরুৎপত্তি হয় না। সেই হেতু  
অবিনাশী আশ্রয়রূপ আমাকে এবং অনাদি-

মূৰ্খং বা পশ্যন্তঃ বাপি ভ্রান্তকং বা মনোভয়ম্ ।

মোচয়ামি স্বশাকং বা নারায়ণবিচিত্তকম্ ॥ ১১৭

তস্মাদেব মহাযোগী যত্নকৈঃ পুরুষোত্তমঃ ।

অর্চনীয়ো নমস্কার্যো মৎপ্রীতিজননায় বৈ ॥১১৮

এবমুক্তা বাসুদেবমালিন্য স পিনাকমুক্ ।

অন্তর্হিতোহন্তবৎ তেষাং সৰ্বেষামেব পশ্যন্তাম্

নারায়ণোহপি ভগবাংস্তাপসং বেবমুত্তমম্ ।

জগ্ৰাহ যোগিনঃ সৰ্বাং স্তাক্ষা বৈ পরমং বপুঃ

জ্ঞাতা ভবন্তিরমলং প্রদাদাৎ পরমেষ্ঠিনঃ ।

সাক্ষাদেবমহেশস্ত জ্ঞানং সংসারনাশনম্ ॥১২১

গচ্ছন্তঃ বিজরাঃ সৰ্বৌ বিজ্ঞানং পরমেষ্ঠিনঃ ।

প্রবর্তয়ন্তঃ শিষ্যোভো ধার্মিকোভো মুনীশ্বরাঃ

ইদং ভক্তায় শাস্তায় ধার্মিকায়াহিতায়ৈব ।

বিজ্ঞানমৈশ্বর্যং দেয়ং ভ্রান্তকায় বিশেষতঃ ॥১২৩

নিধন বিষ্ণুকে দর্শন কর ও পূজা কর। যাহারা

আমাকে অস্ত্র অস্ত্র দেবতা সকলকে অস্ত্র-

প্রকারে দর্শন করে, তাহারা ঘোর নরকে গমন

করে এবং আমি তাহাদিগের আশ্রিতে ব্যব-

স্থিত থাকি না। আমার শরণাপন্ন ব্যক্তি মূৰ্খ

হউক বা পশ্যন্ত হউক, অথবা ভ্রান্তক

হউক বা চণ্ডালই হউক, নারায়ণ-বিচিত্তক

হইলেই আমি তাহাকে মোচন করিয়া থাকি;

অতএব আমাব ভক্তগণ যদি আমার প্রীতি

কামনা করে, তবে এই মহাযোগী পুরুষোত্তম-

কে পূজা করিবে এবং প্রণাম করিবে। সেই

মহাদেব এইরূপ বলিয়া বাসুদেবকে আলিঙ্গন

করত সৎসঙ্গের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হই-

লেন। ১১২—১১৯। ভগবান্ নারায়ণও পরম

শরীর পরিত্যাগপূর্বক তাপসবেশ অবলম্বন

করিলেন ও যোগীদিগকে বলিলেন,—সাক্ষাৎ

দেবস্বরূপ পরমেশ্বর মহাদেবের অল্পগ্রহে আপ-

নারা সংসারনাশক নিম্নলি জ্ঞান জানিতে

পারিয়াছেন, অতএব তে মুনীশ্রেষ্ঠগণ। আপনারা

সকলেই বিজয় হইয়া গমন করুন এবং ধার্মিক

শিষ্যগণকে এই পরমেশ্বরের বিজ্ঞানে প্রবৃত্ত

হইতে উপদেশ করুন। ভক্ত, শান্ত, ধার্মিক,

আহিতারি, ভ্রান্তককেই এই ঈশ্বর বিজ্ঞান যত-

এবমুক্তা স বিশ্বাত্মা যোগিনাঃ যোগবিন্ধ্যাঃ ।  
 নারায়ণো মহাযোগী জগামাদর্শনং স্বয়ম্ ॥১২৪॥  
 স্বয়মন্তোহপি দেবেশং নমস্কৃত্য মহেশ্বরম্ ।  
 নারায়ণঞ্চ ভূতানি স্থানি স্থানানি ভেজিরে ॥  
 সনৎকুমারো ভগবান্ সংবর্তায় মহামুনিঃ ।  
 দত্তবানৈশ্বর্যং জ্ঞানং সোহপি সত্যংমায়য়ো ॥  
 সনন্দনোহপি যোগীশ্বরঃ পুলহাঃ মহর্ষয়ে ।  
 প্রদদৌ গৌতমায়াথ পুলহোহপি প্রজাপতিঃ ॥  
 অজিরা বেদবিভুষে ভারত্বাজায় দত্তবান্ ।  
 জৈগীষব্যায় কপিলস্তথা পঞ্চশিখায় চ ॥ ১২৮ ॥  
 পরাশরোহপি সনকাত্ পিতা মে সর্বতত্ত্বদৃক্ ।  
 জেতে তৎ পরমং জ্ঞানং তস্মাদ্বান্মৌকিরান্তবান্  
 মমোবাচ পুরা দেবঃ সত্যদেহভবান্ধজঃ ।  
 বামদেবো মহাযোগী ক্রতুঃ কিল পিনাকধৃক্ ॥  
 নারায়ণোহপি ভগবান্ দেবকীতনয়ো হরিঃ ।

পূর্বক প্রদান করা উচিত। সেই বিশ্বাত্মা  
 যোগযোগবিশারদ মহাযোগী নারায়ণ এই  
 কথা বলিয়াই অস্বহিত হইলেন। সেই সমুদয়  
 ঋষিগণও দেবশ্রেষ্ঠ মহাপ্রবক্তা ও প্রাণীদিগের  
 আশ্রয়রূপ নারায়ণকে নমস্কারপূর্বক নিজ  
 নিজ স্থানে গমন করিলেন। মহামুনি ভগবান্  
 সনৎকুমার সংবর্তকে এই ঐশ্বর্যজ্ঞান প্রদান  
 করিয়াছিলেন এবং তিনিও সত্যত্ব (মুক্তি)  
 পাইয়াছিলেন। যোগশ্রেষ্ঠ সনন্দনও মহর্ষি  
 পুলহকে সেই জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন এবং  
 প্রজাপতি পুলহ উহা গৌতমকে প্রদান  
 করিয়াছিলেন। অজিরা মুনী বেদবেত্তা ভার-  
 ত্বাজকে ঐ জ্ঞান দান করিয়াছিলেন এবং  
 কপিল মুনি জৈগীষবা ও পঞ্চশিখ মুনিকে  
 প্রদান করেন। আমার পিতা সর্বতত্ত্বদর্শী  
 পরাশর মুনিও সনকের নিকট হইতে সেই  
 পরম জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং আমার  
 পিতার নিকট হইতে বাম্মৌকি উহা প্রাপ্ত  
 হইয়াছেন। সত্যদেহপণ্ডিত হইতে সমুদ্রুত,  
 শক্তিপীঠের ভৈরব সাক্ষাৎ পিনাক-  
 ধারী ক্রতুর্গুণী মহাযোগী বামদেব পূর্বক  
 আমাকে সেই জ্ঞান বলিয়াছেন ॥১২০—১৩০॥

অর্জুনায় স্বয়ং সাক্ষাৎকৃতবানিদমুক্তমম্ ॥ ১৩১  
 যদাৎ লকবান্ কৃত্বাচামদেবাদমুক্তমম্ ।  
 বিশেষাদ্গিরিশে তত্তিত্ত্বাদান্যত্র মেহতবৎ ॥  
 শরণ্যং শরণং ক্রতুঃ প্রপন্নোহসং বিশেষতঃ ।  
 ভূতেশং গিরিশং স্থাপুং দেবদেবং ত্রিশূলিনম্ ।  
 ভবন্তোহপি হি তং দেবং শত্রুং গোবৃষবান্ধনম্ ।  
 প্রপদ্যস্তাং সপত্নীকাঃ সপুত্রাঃ শরণং শিবম্ ॥১৩৩॥  
 বর্ত্তধ্বং তৎপ্রপাদেন কর্ম্মযোগেন শত্রমম্ ।  
 পূজয়ধ্বং মহাদেবং গোপতিং বালভূষণম্ ॥১৩৫॥  
 এবমুক্তে পুলস্তো তু শৌনকাদ্যা মহেশ্বরম্ ।  
 প্রণেধুঃ শান্তং স্থাপুং ব্যাসং সত্যবতীশ্রুতম্ ॥  
 অত্রদনং হৃষ্টমনসঃ কৃষ্ণবৈশ্যনং প্রভুম্ ।  
 সাক্ষাদেবং হৃষীকেশং শিবং লোকমহেশ্বরম্ ॥  
 ভবৎপ্রসাদানচলা শরণ্যে গোবৃষধ্বজে ।  
 ইদানীং জায়তে তত্ত্বিত্ত্বা দেবৈরপি হর্লভা ।  
 কথয়স্ব মুনিশ্রেষ্ঠ কর্ম্মযোগমুক্তমম্ ।

ভগবান্ দেবকীতনয় হরি নারায়ণও অর্জুনকে  
 নিজের এই উত্তম জ্ঞান দান করিয়াছেন।  
 যে দিন আমি ক্রতু বামদেবের নিকট এই  
 অমূল্য জ্ঞান লাভ করিয়াছি, সেই দিন হই-  
 তেই মহাদেবের উপর আমার বিশেষরূপ  
 ভক্তি হইয়াছে। রাকাকর্তা, ভূতনাথ, গিরিশ,  
 স্থাপু, দেবদেব, 'ত্রিশূল', ক্রতুর আমি বিশেষ-  
 রূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি। আপনারাও পত্নী  
 ও পুত্রগণের সহিত গোবৃষবান্ সেই দেব  
 শত্রু শিবের আশ্রয় গ্রহণ করুন; কর্ম্মযোগ  
 অনুসারে শত্রু মহাদেবকে অবলম্বন করিয়াই  
 জীবনযাত্রা নিকাশ করুন এবং গোপতি সর্প-  
 ভূষণ মহাদেবকেই পূজা করুন। ব্যাস এই-  
 রূপ বলিলে, সেই শৌনকাদি মুনিগণ পুনরায়  
 সনাতন স্থাপু মহেশ্বরকে ও সত্যবতীপুত্র  
 ব্যাসকে প্রণাম করিলেন। তাঁহারা আনন্দিত  
 হইয়া পশু সাক্ষাৎ দেব হৃষীকেশ মঙ্গলময়  
 লোকমহেশ্বর কৃষ্ণবৈশ্যনকে বলিলেন,—  
 আপনার অনুগ্রহে রাকাকর্তা মহাদেবে আমা-  
 দের এরূপ ভক্তি হইয়াছে যে, তাহা দেবতা-  
 দেরও হওয়া হর্লভ। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! যে

যেনাসৌ ভগবানীশঃ সমারাদ্যো। মুমুকুতিঃ ।  
 ধ্বংসপ্রিধাবেব সূতঃ শৃণোতু ভগবৎসতঃ ।  
 ভগবান্ধিললোকানাং রক্ষণং ধর্মসংগ্রহম্ ॥১৪০  
 বহুতঃ দেবদেবেন বিষ্ণুনা কুর্শ্বরূপিণা ।  
 পুট্টেন মুনিভিঃ সর্বঃ শক্ৰেণামৃতমহনে ॥ ১৪১  
 জ্ঞান্য সত্যবতীপুত্রঃ কশ্মরযোগং সনাতনম্ ।  
 মুনীনাং ভাবিতঃ কুৎসং প্রোবাচ নুসমাহিতঃ ।  
 য ইমং পঠতে নিত্যং সংবাদং কৃতিবাসসঃ ।  
 সনৎকুমারপ্রমুখৈঃ সর্বপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১৪৩  
 জীবয়েদ্য দ্বিজান্ শুদ্ধান্ ব্রহ্মচর্যাপরায়ণান্ ।  
 যো বং বিচারয়েদর্থঃ স যতি পরমাং গতিম্ ।  
 যশ্চৈতজ্জুগারিত্যং ভক্তিযুক্তো দৃঢ়ব্রহ্মঃ ।  
 সর্বপাপবিনিস্কৃতো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১৪৫  
 ভগ্নাং সর্বপ্রবর্ত্তন পঠিতব্যো মনৌষিভিঃ ।  
 শ্রোতব্যান্ধাধ মন্তব্যো বিশেষাদ্ভ্রাক্ষণৈঃ সদা ॥  
 ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে উপরিভাগে ত্রীমদ্-  
 ভগবদ্বৈশ্বরগীতানুশ্রুতিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং  
 যোগশাস্ত্রে যোগাদিস্ত্রয়োদশোগো  
 নামৈকাদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১১ ॥  
 ( সমাপ্তেয়ম্বৈশ্বরগীতা । )

কশ্মরযোগ দ্বারা এই ভগবান্ মহাদেবকে মুমুকু-  
 গণ আরাধনা করিতে পারেন, এখন সেই  
 অত্যুৎকৃষ্ট কশ্মরযোগ বলুন। আপনার সন্নি-  
 ধানে এই সূত্র সেই ভগবৎসাক্ষ্যে গ্রহণ করুন।  
 অমৃতমহনকালে মুনিগণ ও ইন্দ্র কর্তৃক জিজ্ঞা-  
 সিত হইয়া দেবদেব কুর্শ্বরূপী বিষ্ণু যাহা  
 বলিয়াছেন, সমস্ত লোকের রক্ষার কারণ ও  
 ধর্মসংগ্রহরূপ সেই কশ্মরযোগ কৌতুহল করুন।  
 সত্যবতীপুত্র সনাতন ব্যাস তাত্ত্বিক শ্রবণপূর্বক  
 নুসমাহিত হইয়া মুনিগণকে সেই কশ্মরযোগ  
 বলিলেন। যাহারা সর্বদা সেই সনৎকুমার  
 প্রভৃতির সচিত্ত শিবে এই সংবাদ পাঠ করে,  
 তাহারা সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে  
 ব্যক্তি শুদ্ধ ব্রহ্মচর্যনিষ্ঠ ব্রহ্মচর্যগকে এই  
 মহাদেবসংবাদ গ্রহণ করায় কিংবা যে ইহার  
 অর্থ বিচার করে, সে পরমগতি লাভ করে।

দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ।

( ব্যাসগীতা । )

ব্যাস উবাচ ।

শৃণুধর্মমুখঃ সর্বো বক্ষ্যমাণঃ সনাতনম্ ।  
 কশ্মরযোগং ব্রাহ্মণানামাত্যন্তিকলপ্রদম্ ॥ ১  
 আশ্রয়সিদ্ধমখিলং ব্রহ্মণাভুপ্রদর্শিতম্ ।  
 স্বর্গোণং শৃণুতাং পুংসঃ মহুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ২  
 সর্বপাপহরং পুণ্যমুদিসংভৈর্নির্বোবিতম্ ।  
 সমাহিতধিমে যুগং শৃণুধ্বং গদতো মম ॥ ৩  
 কৃতোপনয়নো বেদানধায়ীতু বিজ্ঞোত্তমাঃ ।  
 গর্তাষ্টমেহষ্টমে বাদে অগৃহ্যোক্তাবিধানতঃ ॥ ৪  
 দণ্ডী চ মেখলৌ সূত্রী কৃষ্ণাজিনধরৌ মুনিঃ ।  
 যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া ইহা  
 সক্ষম শ্রবণ করে, সে সমস্ত পাপ-পরিভ্রাত্ত  
 হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করে। সেই হেতু  
 মনস্বিগণ ও বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের পক্ষে অতি-  
 শয় যত্নপূর্বক এই শিবসংবাদ সক্ষম পাঠ  
 করা, শ্রবণ করা এবং শিবসংবাদের অর্থ জ্ঞান  
 করা বিধেয়। ১৩১—১৪৬

একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

ঐশ্বরগীতা সমাপ্ত।

দ্বাদশ অধ্যায় ।

ব্যাসগীতা ।

ব্যাস বলিলেন,—হে স্বর্গপুংস! ব্রাহ্মণ-  
 গণের অতীবকলপ্রদ সনাতন বক্ষ্যমাণ কশ্ম-  
 রযোগ তোমরা শ্রবণ কর। ব্রহ্ম কর্তৃক প্রদ-  
 র্শিত, বেদবিহিত যে অখিল কশ্মরযোগ, পুর্বে  
 প্রজাপতি আচর্য্যব মহু শ্রবণোৎসুক স্বর্গপুংস  
 সমীপে বলিয়াছিলেন, আমি সেই স্বর্গসত্য-  
 নিবোধিত সর্বপাপনাশক পবিত্র কশ্মরযোগ  
 বলিতেছি, তোমরা সমাহিতচিত্তে শ্রবণ কর।  
 তে বিজ্ঞোত্তমাঃ। গর্তাষ্টম কিনা অষ্টম  
 বৎসর বয়সে য য গৃহবিহিত বিধানানুসারে  
 উপনয়নসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া দণ্ড, মেখলা

ভিক্ষাচারী ব্রহ্মচারী বাধ্যমে নিবসন সূত্রম্ (১)  
 কার্ণাসমুপবীতীত্যং নির্মিতং ব্রহ্মণা পুরা ।  
 ব্রহ্মণানাং জিবৎসুত্রং কোশং বাপ্যোপমেব বা  
 সন্দোপবীতী চৈব স্তাৎ সদা বন্ধনিধো দ্বিতঃ ।  
 অস্ত্রধা যৎ কৃতং কৰ্ম্ম তত্ত্ববত্যাযথাকৃতম্ ॥ ৭  
 বসেন্দবিকৃতং বাসঃ কার্ণাসিং বা কথায়কম্ ।  
 তদেব পরিধানীকং শুক্লমচ্ছিন্নমুত্তমম্ ॥ ৮  
 উত্তরস্ত সমাখ্যাতং বাসঃ কৃষ্ণাজিনং শুভম্ ।  
 অতাবে দিব্যমাজিনং রৌদ্রবঃ বা বিধীঃতে ॥ ৯  
 উদ্ধৃত্য দাক্ষণং বাহুং সোবা বাণৌ সমর্পিতম্ ।  
 উপবীতঃ ভবেন্নিত্যং নিবীতঃ কঠসজ্জনে ॥ ১০  
 সবাং বাহুং সমুদ্ধৃত্য দক্ষিণে তু যুতং দ্বিজাঃ ।

যজ্ঞসূত্র ও কৃষ্ণাজিন ধারণ করিবে এবং ব্রহ্ম-  
 ত্রত ও ব্রহ্মচারি-ত্রত অবলম্বনপূর্বক ভিক্ষাচারী  
 হইয়া, স্বকীয় ব্রহ্মচর্যাশ্রমবাসে সুখানুভব করত  
 বেদনিবহ অধ্যয়ন করিবে । পূর্বকালে দ্বিজগণের  
 যজ্ঞোপবীতের নিমিত্তই ব্রহ্মাকর্ষক কার্ণাস  
 নির্মিত হইয়াছে । আর কুম্ভময় বা উণা-  
 নির্মিত যজ্ঞোপবীতও ধারণ করিতে তাঁহা-  
 দিগের অধিকার আছে । যজ্ঞোপবীত মাত্রই  
 জিহ্মণিত সূত্র দ্বারা প্রস্তুত হইবে । ব্রাহ্মণ  
 সর্বদা উপবীতী হইয়া থাকিবেন ও শিখাবন্ধন  
 করিয়া রাখিবেন । শিখাবন্ধন না করিয়া বা  
 উপবীতী না হইয়া কৰ্ম্ম করিলে, তাঁহার  
 তাহার ফল প্রাপ্ত হন না । উত্তম অচ্ছিন্ন  
 বেষ্টবর্ণ কার্ণাস বা পট্টবস্ত্র রূপান্তরিত না  
 করিয়া পরিধান করিবেন । কৃষ্ণসারমৃগ-  
 চর্ম্মই ব্রাহ্মণের উত্তম উত্তমীয় বালিয়া অভি-  
 দ্বিত হইয়াছে । তাহার অভাবে উৎকৃষ্ট  
 মৃগচর্ম্ম বা ককচর্ম্মও উত্তমায় হইতে পারে ।  
 কিশিরাবস্ত্র নিয় দিয়া বায়বাহতে ( বন্ধে )  
 সমর্পিত যজ্ঞসূত্রের নাম উপবীত । কঠ-  
 সাজের যজ্ঞসূত্রের নাম নিবীত আর বায়বাহর  
 মরে দক্ষিণবাহতে ( বন্ধে ) সমর্পিত যজ্ঞ-

(১) ভিক্ষাচারী শুক্লচিত্তো বীকমাণো ভয়ো-  
 দ্বিধঃ । ইতি কচিং পাঠঃ ।

প্রাচীনাবীতমিত্যুক্তং পৈত্রে কৰ্ম্মণি যোজয়েৎ ।  
 অগ্ন্যাগারে'গবাং গোষ্ঠে গোমে জপ্যে তথৈবচ  
 বাধ্যয়ে ভোজনে নিত্যং ব্রাহ্মণানাক সন্নিবৌ  
 উপাসমে শুক্লাক সন্ধ্যায়োঃ সাধুসজ্জমে ।  
 উপবীতী ভবেন্নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ ॥ ১৩  
 মোক্ষী জিবৎসমা ব্রহ্মা কার্য্য বিপ্রস্ত মেখলা ।  
 মুক্তাভাবে কুশেনাথ লোহিতৈকেন বা জিহ্মণিঃ ॥ ১৪  
 ধারয়েৎবেদপালাশো দণ্ডৌ কেশাভিকৌ দ্বিজাঃ ।  
 যজ্ঞাইবৃকজং বাথ সৌম্যমব্রণমেব চ ॥ ১৫  
 সাহঃ প্রাতর্দ্বিজঃ সন্ধ্যামুপাসীত সমাহিতঃ ।  
 কাম্যলোভাভ্যাহারোহাৎত্যৈকনাং পতিতো  
 ভবেৎ ॥

অগ্নিকার্য্যং ততঃ কুর্যাৎ সাহঃ প্রাতর্দ্বিধি ।  
 স্নাত্বা সঙ্কর্ণয়েদেবানুযীন্ পিতৃগণাংস্তথা ॥ ১৭  
 দেবতাত্যর্চনং কুর্যাৎ পুষ্পৈঃ পত্রৈরধাযুনা ।

সূত্রের নাম প্রাচীনাবীত । পিতৃকর্মে (অর্থাৎ  
 শ্রাদ্ধ বা পিতৃতর্পণাদি কার্য্যে ) প্রাচীনাবীতী  
 হইতে হয় । ১—১১ । অগ্নিগৃহে, গোদিগের  
 গোষ্ঠে, গোম ও জপকর্মে, বেদাধ্যয়নকালে,  
 ভোজনসময়ে, ব্রাহ্মণসংসর্গানে, শুক ও সন্ধ্যার  
 উপাসনায়, সাধুসন্নিধানে—এই সকল কর্মে  
 সর্বদা উপবীতী হইবে, এইটী ব্রাহ্মণের  
 সনাতন বিধি । মুক্তভূগনির্মিত, জিহ্মণ ব্রহ্ম  
 ও সমান মেখলা করা ব্রাহ্মণের কর্তব্য ।  
 মুক্তের অভাবে কুশ দ্বারা একগ্রহি মেখলা  
 করিবে । ব্রাহ্মণ কেশাগ্রপর্য্যন্তপরিমিত সূত্র  
 অচ্ছিন্ন বিধ বা পলাশনির্মিত দণ্ড অথবা  
 যে কোন যজ্ঞাই বৃক্ষোৎপন্ন দণ্ড ধারণ  
 করিবেন । ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া সাহঃকালে  
 ও প্রাতঃকালে প্রত্যহ সন্ধ্যোপাসনা করি-  
 বেন । কাম, লোভ, ভয় বা মোহবশতঃ  
 যদি সন্ধ্যোপাসনা না করেন, তাহা হইলে  
 তিনি পতিত হন । তদনন্তর বিধানানুসারে  
 সাহঃ প্রাতঃ উভয়কালেই অগ্নিহোত্র হোম  
 করিবেন । প্রাতঃকালে স্নানানন্তর অগ্নিহোত্র  
 হোম করিয়া দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণকে  
 তর্পণ করিবেন । তৎপরে পত্র, পুষ্প ও

অভিবাদনশীলঃ স্মারিত্যঃ বৃদ্ধেব ধর্ম্যতঃ ॥ ১৮  
অসাবহং ভো নামেতি সম্যক্ প্রণতিপূর্বকম্  
আয়ুণারোগ্যমবিচ্ছিন্নং দ্রব্যাদিপর্যবর্তিতম্ ॥ ১৯  
আয়ুমান্ ভব সৌম্যোতি বাচ্যো বিপ্রোহতি-  
বাদিনে ।

অকারশ্চাস্ত নান্যোহন্তে বাচ্যঃ পূর্বাঙ্করপুতঃ ২০  
ন কুর্গাদ্যোহভিবাদন্ত দ্বিজঃ প্রত্যভিবাদনম্  
নাভিবাদ্যঃ স বিতুষা যথা শূদ্রস্তথৈব সঃ ॥ ২১  
সব্যস্তপাণিনা কাশ্যমুপসংগ্রহণঃ গুরোঃ ।  
সব্যোন সব্যঃ স্পৃষ্টব্যো দক্ষিণেন তু দক্ষিণঃ ২২  
লৌকিকং বৈদিকঞ্চাপি তথাধ্যাত্মিকমেব বা ।  
আদৌত যতো জ্ঞানং তং পূর্বমভিবাদয়েৎ ২৩  
নৌদকং ধারয়েতৈক্যং পুন্নাণি সমিধস্তথা ।

জল দ্বারা দেবতা পূজা করিবেন এবং ধর্ম্মানু-  
সারে বধোজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে অভিবাদন  
করিবেন । দ্রব্যাদি কামনা না করিয়া, কেবল  
আয়ুঃ ও আরোগ্য কামনা করিয়া সম্যক্  
প্রণতিপূর্বক “অভিবাদয়েৎমুকদেবদর্শন্যাহমস্মি  
ভোঃ” অর্থাৎ “আমি অমুক দেবদর্শন্য, আমি  
আপনাকে অভিবাদন করিতেছি” এই প্রকার  
অভিবাদনবাক্য ব্রাহ্মণ বলিবেন । অভিবাদ্য  
বিপ্র অভিবাদক বিপ্রকেও “আয়ুমান্ ভব  
সৌম্যামুকদেবদর্শন্য” অর্থাৎ “হে অমুকদেব-  
দর্শন্য । তুমি আয়ুমান্ হও” এই প্রকার বাক্য  
বাল্য প্রভৃতি অভিবাদন করিবেন এবং অভি-  
বাদকের নামের অন্তে যে অকারাদি স্বরবর্ণ  
 থাকিবে, অন্তে তাহার অব্যবহিত পূর্বে যে  
স্বরবর্ণ থাকিবে,—তাহা গুরু করিয়া উচ্চারণ  
করিবেন । ১২—২০ । অভিবাদন করিলে, যে  
প্রত্যভিবাদন না করে, বিদ্বান্ তাহাকে  
কখনই অভিবাদন করিবেন না; যেহেতু সে  
শূদ্রতুল্য । গুরু পাদগ্রহণ করিতে হইলে  
ব্যস্তপাণি হইয়া দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ ও  
বামহস্তে বামপদ গ্রহণ করতে হয় । লৌকিক,  
বৈদিক বা আধ্যাত্মিক এই সর্বপ্রকার জ্ঞান  
বাহার নিকট হইতে লাভ করা যায়, সর্বপ্রাণে  
জ্ঞানকেই ( গুরুকে ) গুরুবাদন করিবে ।

এবংবিধানি চাত্তানি ন দৈবান্যোবু কশ্মবু ॥ ২৪  
ব্রাহ্মণঃ কুশলং পৃচ্ছেৎ কত্রবন্ধুমনাময়ম্ ।  
বৈশ্বঃ ক্ষেমঃ সমাগত্য শূদ্রমারোগ্যমেব চ ২৫  
উপাধ্যায়ঃ পিতা জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চৈব মহীপতিঃ  
মাতুলঃ পুত্রশ্চৈব মাতামহপিভামহো ।  
বর্ণজ্যেষ্ঠঃ পিতৃব্যশ্চ সর্কে তে গুরবঃ স্মৃতাঃ ২৬  
মাতা মাতামহী গুরুবী পিতৃমাতুলসোদরা ।  
গুরুঃ পিতামহী জ্যেষ্ঠা ভ্রাতৃভায়া গুরুভ্রাতৃঃ ২৭  
ইত্যুক্তো গুরুর্গেহয় মাতুলঃ পিতৃভ্রাতৃবা ।  
অম্ববর্তনমোতবাং মনোবাক্যকর্ম্মভিঃ ২৮  
গুরুং দৃষ্ট্বা সমুত্তিষ্ঠেদভিবাদ্য কৃতাজলিঃ ।  
ন হৈরুপবিশেৎ সার্কঃ বিবদন্নত্র কারণাৎ ২৯  
জীবিতার্থমপি হেমদগুরুভির্নয় ভাষণম্ ।  
উদতোহপি গুণৈরন্তৈগুরুদেবী পতত্যধঃ ৩০

দৈবাদি কর্ম্ম যোগ্য উপকরণ, উদক, তৈলকা-  
বস্ত্র, পুষ্প, সন্নিধ ও এই প্রকার অন্যান্য  
বস্তু সকল অভিবাদন কালে ধারণ করিবে  
না । পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ হইলে ব্রাহ্ম-  
ণকে ‘কুশল’ শব্দ উচ্চারণপূর্বক, কত্রি-  
জাতিকে অনাময় শব্দ উচ্চারণপূর্বক,  
বৈশ্বকে ‘ক্ষেম’ শব্দ দ্বারা এবং শূদ্রকে  
‘আরোগ্য’ শব্দ উল্লেখ করিয়া মঙ্গলসংগার  
জিজ্ঞাসা করিবে । উপাধ্যায়, পিতা, জ্যেষ্ঠ  
ভ্রাতা, রাজা মাতুল, পুত্র, মাতামহ পিতামহ,  
বর্ণজ্যেষ্ঠ, ও পিতৃব্য ইহারা সকলেই গুরু  
বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । মাতা, মাতা-  
মহী, গুরুপত্নী, পিতৃষস, মাতৃষস, শাশুড়ী,  
পিতামহী ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী—এই সকল  
গুরুজন বলিয়া কথিত । এই সকল গুরুকে  
গুরুবর্গ কহে । গুরুবর্গ দুই প্রকার,—মাতৃ-  
বর্গ ও পিতৃবর্গ । মন, বাক্য, শরীর ও কর্ম্ম-  
দ্বারা ইহাদের আজ্ঞা প্রাপ্তপালন করিবে ।  
গুরুদর্শন মাঝেই অভিবাদন করত কৃতাজলি  
হইয়া দণ্ডায়মান থাকিবে । গুরু সহিত  
একাসনে বসিবে না, কারণসম্বন্ধে বিবাদ  
করিবে না । জীবনের জন্তও হেমবশতঃ  
গুরু সহিত কোনও কথা বলিবে না । গুরু

গুরুণামপি সর্বেষাং পূজাঃ পঞ্চ বিশেষতঃ ।  
 তেষামাদ্যাশ্রয়ঃ শ্রেষ্ঠান্তেষাং মাতা অপূজিতা  
 যো ভাবয়তি বা হৃতে যেন বিদ্যোপদিষ্টতে  
 জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা চ ভর্তা চ পৈতৃতে গুরবঃ স্মৃতাঃ  
 আশ্রয়ঃ সর্বঘত্নে প্রাণত্যাগেন বা পুনঃ ।  
 পূজনীয়া বিশেষেণ পৈতৃতে ভূতিমচ্ছতা ॥৩৩  
 যাবৎ পিতা চ মাতা চ দ্বাবেতৌ নির্ধিকারিণে  
 তাবৎ সৰ্বং পরিত্যজ্য পুত্রঃ স্তাৎ তৎপরায়ণঃ  
 পিতা মাতা চ স্মৃয়ীতৌ স্তাভ্যাং পুত্রগুণৈর্ধদি ।  
 স পুত্রঃ সকলং ধৰ্ম্মমাপ্নুয়াৎ তেন কর্ণণা ॥ ৩৫  
 নাস্তি মাতৃসমং দৈবং নাস্তি তাতসমো গুরুঃ ।  
 তয়োঃ প্রতাপকাব্যো হি ন কথঞ্চন বিদ্যাতে ॥৩৭  
 তয়োর্নিষ্ঠাং প্রিয়ং কুৰ্য্যাৎ কর্ণণা মনসা গিরা ।  
 ন ভাভায়নমুজ্ঞাতো ধৰ্ম্মমজ্ঞঃ সগাচরেৎ ॥৩৭  
 বজ্রমিহা মুক্তিকলং নিতঃ নৈমিত্তিকং তথা ।

যেই অত্যন্ত প্রকার গুণদ্বারা প্রধান হইলেও  
 অধঃপতিত (নরকগামী) হয় ২১—২০ ।  
 সর্বপ্রকার গুরুই পূজনীয়। তাহার মধ্যে  
 নিম্নলিখিত পাঁচটি বিশেষ পূজনীয়; তাহার  
 মধ্যেও প্রথম তিনটি অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ। মাতা  
 সৰ্ব্বাপেক্ষা পূজনীয়া বলিয়া কথিত আছেন।  
 জনক, জননী, অধ্যাপক, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এবং  
 ভর্তা, এই পাঁচ জন উক্ত পাঁচ গুরু বলিয়া  
 কথিত হন। মঙ্গলাকাজী ব্যক্তি আত্ম-  
 ন্তিক যত্ন করিয়া বা প্রাণপৰ্য্যন্ত বিসর্জন  
 দিয়াও পূৰ্ব্বোক্ত পঞ্চ গুরু পূজা করিবে।  
 যে কাল পর্য্যন্ত পিতা-মাতার বৈরাগ্যোৎপত্তি  
 না হইবে, পুত্র সেই কালপর্য্যন্ত সৰ্ব্ব কৰ্ম্ম পরি-  
 ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করি-  
 বেন। যদি পুত্রগুণদ্বারা পিতা মাতা প্রীতি-  
 যুক্ত হন, তবে পিতৃ-মাতৃগুণদ্বারা-কৰ্ম্মদ্বারাই  
 পুত্র সৰ্ব্ব প্রকার ধৰ্ম্ম প্রাপ্ত হয়। জগতে  
 মাতার সমান দেবতা নাই, পিতার সমান গুরু  
 নাই; ইহাদের প্রতাপকার কোনও কৰ্ম্মদ্বারা  
 করা যাইতে পারে না। বাক্য, মন ও কৰ্ম্ম  
 দ্বারা তাঁহাদের প্রিয় কৰ্ম্ম করিবে। তাঁহাদের  
 আজ্ঞা ব্যতিরেকে অন্য কোনও ধৰ্ম্ম কার্যও

ধৰ্ম্মঃ সারঃ সমুদ্ভিষ্টঃ প্রেত্যানন্তকলপ্রদঃ ॥ ৩৮  
 সম্যগারাম্য বক্তারং বিন্ধতন্তদমুজ্ঞাতাঃ ।  
 শিষ্যো বিদ্যাকলং ভূতৈস্ত প্রেত্যা বা  
 পূজাতে দিবি ॥ ৩৯  
 যো ভ্রাতরং পিতৃসমং জ্যেষ্ঠঃ মূর্খোহিবমমুজ্ঞাতে ।  
 তেন দোষণে স প্রেত্যা নিরয়ং ঘোরমুচ্ছতি ॥৪০  
 পুংসাং বন্ধুনি তিষ্ঠেত পূজো ভর্তা চ সৰ্বদা  
 অপি মাতারি লোকেহুশ্মিন্নুপকারাক্তি গৌরবম্  
 যেনরা ভর্তৃপিতৃর্বাং স্থান প্রাণান্ সত্যজন্তি হি  
 তেষামধাক্ষ্যানলোকান প্রোবাচ ভগবান্ মনুঃ  
 মাতুলান্চ পিতৃব্যাংচ খণ্ডরানুহিতো গুরুন ।  
 অসাবহমিতি ক্রয়ুঃ প্রত্যাখ্যায় যবীয়সঃ ॥ ৪৩  
 অবাচ্যো দীক্ষিতো নায়ঃ যবীয়ানপি যো ভবেৎ  
 ভোভবৎপূর্ববন্ধনমাত্তভাষেত ধর্ম্মবিৎ ॥ ৪৪

করিবে না। মুক্তিকলজনক ও নিত্য-নৈমি-  
 ত্তিক কৰ্ম্ম বাতীত সর্বপ্রকার কৰ্ম্ম পরিত্যাগ  
 করিয়াও পিতামাতার প্রিয় কৰ্ম্ম করিবে।  
 তাহাই পরলোকে অনন্ত ফলপ্রদ ও ধর্ম্মের  
 সাব বলিয়া কথিত হইয়াছে। গুরুকে সম্যক-  
 রূপে আরাধনা করিবে। তাঁহার আদেশানু-  
 সারে স্বগৃহে প্রভাগত শিষ্য বিদ্যাকল ভোগ  
 করিতে পারে ও পরলোকে স্বর্গ ভোগ  
 করে। যে মূর্খ পিতৃসম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে  
 অবমাননা করে, সেই দোষবশতঃ সে পুত্র-  
 লোকে ঘোরতরনরকগামী হয় ৩১—৪০ ।  
 রমণী সৰ্বদা পুরুষের অমুগামিনী হইবেন,  
 ভর্তা সৰ্বদা তাঁহাদের পূজনীয়। মানব  
 মাতৃহিতেও রত হইবে; তাহাতেও ইহ-  
 লোকে গৌরব হইয়া থাকে। ভগবান্ মনু  
 বলিয়াছেন, যিনি ভর্তৃপিতৃের জন্ত নিজের  
 প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জন করেন তাঁহার অক্ষয়  
 লোকে বাস হয়। মাতুল, পিতৃব্য, খণ্ডর,  
 পুরোহিত ও গুরু ইহারা যদি বয়ঃকনিষ্ঠ হন,  
 তাহা হইলে দণ্ডায়মান হইয়া “অসাবহঃ”  
 অর্থাৎ “অমুক ব্যক্তি আমি” এই কথা  
 বলিবে। যজ্ঞাদি কৰ্ম্মে দীক্ষিত ব্যক্তি বয়ঃ-  
 কনিষ্ঠ হইলেও ধাত্মিক ব্যক্তি তৎকালে ড়হার

অভিবাচ্য পুণ্যন্ত শিরসা বন্দ্য এব চ ।  
 ব্রাহ্মণঃ কজ্জিহাদ্যন্ত জীকামৈঃ সাদয়ং সদা ॥  
 অভিবাচ্যন্ত বিপ্রৈঃ কজ্জিহাদ্যাঃ কথকন ।  
 জ্ঞানকর্ষণোপেতা যদ্যপ্যেতে বহুক্ষণাঃ ॥ ৪৬  
 ব্রাহ্মণঃ সর্ববর্ণানাং স্বস্তি কুর্ধ্যাদি ৷ জ্ঞাতঃ ।  
 সর্বর্ণেন সর্বর্ণানাং কার্যমেবাভিবাচনম্ ॥ ৪৭  
 গুরুব্রাহ্মণজাতীনাং বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ ।  
 পতিবেব গুরুঃ শ্রীণাং সর্বভ্রাত্যাগতো গুরুঃ ।  
 বিদ্যা কর্ম বয়ো বদ্ধুর্বিঃ ভবতি পঞ্চমম্ ।  
 মাতৃস্থানানি পঞ্চাঃ পূর্বঃ পূর্বঃ গুরুত্বাৎ ॥ ৪৮  
 পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ত্রয়াংসি বলবান্ত চ ।  
 যত্র পুত্রাঃ সোহত্র মানার্হঃ শূদ্রোহ'প দশমীং গতঃ  
 পত্নী দেহো ব্রাহ্মণায় ত্রিয়ে রাজে হচ্চক্ষুষে ।  
 বৃদ্ধায় ভারতুয়ায় রোগিণে দুর্ক্সণায় চ ॥ ৪৯

নামোন্মেষ করিয়া সন্মোদন করিবেন না ;  
 “ভো ভবৎ” এইরূপ শব্দ উচ্চারণপূর্বক  
 ভাহকে সন্মোদন করিবেন । জীকামী কজ্জি-  
 হাদি সর্বদা সাদরে ব্রাহ্মণকে অভিবাদন,  
 পূজা ও মন্তক দ্বারা বন্দনা করিবেন । কজ্জি-  
 হাদি বর্ণহকে ব্রাহ্মণেরা কদাচ অভিবাদন  
 করিবেন না । তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ বহু-  
 শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, জ্ঞানবান, শাস্ত্রোক্তকর্ম্মা-  
 ণী এবং গুণবান হয়, তথাপি সে ব্রাহ্মণের  
 অভিবাদ্য নহে । কজ্জিয়, বৈশ্ব ও শূদ্র—  
 সকল বর্ণকেই ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করিবেন ।  
 সর্বর্ণকে সর্বর্ণ অভিবাদন করিতে পারে ।  
 ব্রাহ্মণের গুরু অধি ; ব্রাহ্মণ সর্ববর্ণের গুরু ;  
 পতি শ্রীলোকের গুরু, কিন্তু অভ্যাগত ব্যক্তি  
 সকলেরই গুরু । বিদ্যা, কর্ম্ম, বয়ঃক্রম, বদ্ধু-  
 ধন এই পাঁচটি মাত্তরের স্থান । তন্মধ্যে পর  
 পর অপেক্ষা পূর্ব পূর্বই উৎকৃষ্ট বলিয়া অভি-  
 হিত আছে । ব্রাহ্মণ কজ্জিয় বৈশ্ব এই তিন  
 বর্ণের মধ্যে বিদ্যা, কর্ম্ম, বয়ঃক্রম, বদ্ধু ও  
 ধনের অন্ততম যাহাতে অধিক বা প্রবল  
 থাকিবে, তিনিই অধিক মাত্ত । আর নবতি  
 বৎসরের বৃদ্ধ শূদ্রও মানার্হ ॥ ৪০—৪৯ ॥ গমন  
 কালে ব্রাহ্মণ, বাক্য, অঙ্গ, শ্রী, রোগী, ভার-

ভিকারাদিত্য শিষ্টানাং গৃহেভ্যঃ প্রবতোহবৎ  
 নিবেদ্য গুরুবেহ্মীয়াধাগৃহতত্তদনুজ্ঞা ॥ ৫০  
 ভবৎপূর্বঃ চরৈষ্টৈক্যমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ  
 ভবমধ্যস্ত রাজতো বৈশ্বস্ত তদনুজ্ঞাম্ ॥ ৫১  
 মাত্তরং বা স্বমাত্তরং বা মাতুর্বা ভাগনৌ নিজাম্  
 ভিক্তেত ভিক্তাং প্রথমং বা চৈতনং ন বিমানয়েৎ  
 স্বজাতীঘৃগৃহেষেব সার্ববর্ণিকমেব বা ।  
 ভৈকস্ত চরণং যুক্তং পতিতাদিনু বর্জিতম্ ॥ ৫২  
 বেদযজ্ঞেরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু ।  
 ব্রহ্মচার্য্যাহরৈষ্টৈক্যং গৃহেভ্যঃ প্রবতোহবৎ  
 গুরোঃ কুলে ন ভিক্তেত ন জ্যাংকুলবদ্ধুযু ।

ভুয়, বৃদ্ধ ও দুর্বল ব্যক্তিদিগকে অগ্রে যাই-  
 বার ভক্ত পথ ছাড়িয়া দিবে । বিত্তক হইয়া  
 শিষ্টদিগের গৃহ হইতে প্রত্যহ ভিক্তা আহরণ-  
 পূর্বক গুরুকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে, মৌনী  
 হইয়া ভোজন করিবে । উপনীত ব্রাহ্মণ ব্রহ্ম-  
 চারী, ভবৎশব্দ পূর্বে উচ্চারণ করিয়া ভিক্তা  
 আহরণ করিবে ( অর্থাৎ ভবতি ভিক্তাং দেহি,  
 এই কথা বলিবে ) । উপনীত কজ্জিয় মধ্যে  
 ভবৎ শব্দ দিয়া ভিক্তা আহরণ করিবে  
 ( অর্থাৎ “ভিক্তাং ভবতি দেহি” এই কথা  
 বলিবে ) । আর উপনীত বৈশ্ব শেষে ভবৎ  
 শব্দ বলিয়া ভিক্তা আহরণ করিবে ( অর্থাৎ  
 ভিক্তাং দেহি ভবতি” এই কথা বলিবে ) ।  
 মাত্তা ভাগিনী কিংবা মাতার সন্মোদনা ভাগ-  
 নীর নিকটে অথবা যে শ্রীলোকের ব্রহ্মচারীকে  
 প্রত্যাখ্যানদ্বারা অবমান- করিবার সম্ভাবনা  
 নাই, তাহার নিকটে ব্রহ্মচারী প্রথমে ভিক্তা  
 যাচঞা করিবেন । স্বজাতীয় গৃহ হইতে  
 ভিক্তা আহরণ করিবে । তাহার অভাব  
 হইলে সর্ববর্ণের নিকটই ভিক্তা করিতে  
 পারে । কিন্তু পতিতাদি ব্যক্তির নিকট  
 কখনই ভিক্তা করিবে না । বেদজ্ঞ, যজ্ঞা-  
 ণীনীল ও স্বজাত্যুক্ত-কর্ম্মনিরত ব্যক্তির  
 নিকট হইতে ব্রহ্মচারী প্রত্যহ তিন হইয়া  
 ভিক্তা আহরণ করিবে । গুরুংগে আপ-



অন্যতে ব্রহ্মগেতানাং পূৰ্ণং পূৰ্ণং বিবৰ্জয়েৎ ।  
সৰ্বং বা বিচরেৎপ্রাণং পূৰ্ণোক্তানামসত্তবে ।  
শিষ্যা প্রযতো বাচঃ দিশন্তনবলোকয়ন্ ॥ ৫৮  
সমাহৃত্য তু চৈতৎ ক্যং পচেৎসন্নমায়য় ।  
ভুক্তোহ প্রযতো নিত্যং বাগ্‌যতোহনন্তমানসঃ ।  
ভৈক্ষ্যেণ বৰ্ত্তয়ৈরিত্যমেকানাদৌ ভবেদব্রতী ।  
ভৈক্ষ্যেণ ব্রতিনো রাত্তরুপবাসসয়া শূন্য ॥ ৬০  
পুণ্ড্রবেশনং নিত্যমদ্যাক্টৈতদকুৎসনয় ।  
নৃষ্টা হব্যেৎ প্রসৌদেচ ততো ভুক্তো বাগ্‌যতঃ  
অবারণাগমনাশ্রয়ামশ্রয়াক্ষাতিভোজনম্ ।

ন্যূর জাতিকুলে বা মাতুলাদি বন্ধুকুলে ব্রহ্ম-  
চারী ভিক্ষা করিবে না; কিন্তু যদি ভিক্ষা-  
চিত্ত অন্ত গৃহস্থ না মিলে, তবে পূৰ্ণ পূৰ্ণ কুল  
ত্যাগ করিয়া (পর পর মাতুলাদিকুলে) ভিক্ষা  
করিবে। আবার পূৰ্ণোক্ত ভিক্ষাচিত্ত সক-  
লেরও যদি অসম্ভাব হয়, তবে শুচ ও সংযত-  
বাক্ হইয়া ইত্যন্তঃ দৃষ্টিক্ষেপণ না করিয়া  
সকল গ্রামেই (অর্থাৎ চাতুর্দশ্যের নিকটেই)  
ভিক্ষা করিতে পারিবে। ভৈক্ষ্যবস্ত্র সং-  
হীত হইলে সাবধানে পাক করিবে। অন-  
ন্তর সংযতবাক্ ও অনন্তমনা হইয়া তাহা  
ভোজন করিবে। ব্রহ্মচারী এক জনের অন্ন  
ভোজন \* করিবে না; কিন্তু প্রতিদিন ভিন্ন  
ভিন্ন লোকের গৃহ হইতে ভিক্ষার সংগ্রহ  
করিবে, যেহেতু ভিক্ষারদ্বারা নির্বাহিত-ব্রহ্ম-  
চারীর জীবিকাকে ঋষিরা উপবাসের সমান  
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রত্যহ বহু  
সমান্বরের সহিত অন্ন গ্রহণ করিবে; নিন্দা  
না করিয়া (অর্থাৎ “এটা ভাল হয় নাই, ওটা  
ভাল হয় নাই” এই প্রকার না বলিয়া) অন্ন  
ভোজন করিবে। অন্ন দেখিয়াই হৃষ্ট ও  
প্রসন্ন হইবে, পরে সংযতবাক্ হইয়া ভোজন  
করিবে। অতিভোজন যোগজনক, আশু-

\* “একানাদৌ” মন্তর পাঠ, ইহা ঐ পাঠের  
অনুবাদ। মূলে কিন্তু “একানাদৌ” আছে;  
তাহার “একানাদৌ” অর্থও করা যায়।

অপুণ্যং লোকবিষিষ্টং তন্মাং তৎ পরিবৰ্জয়েৎ  
প্রাশুখোহরানি ভুক্তোহ নৃধ্যতিমুখ এব বা ।  
নাদ্যাদ্‌যুখো নিত্যং বিধিরেষ সনাতনঃ ॥ ৬৩  
প্রাকাল্য পানিপানৌ চ ভুক্তানো দিকৃপশ্পৃশেৎ  
ওচৌ দেশে সমাসীনো ভুক্তা চ দিকৃপশ্পৃশেৎ  
ইতি ক্রীকৌশ্বে মহাপুরাণে উপনিষাদে ব্রহ্ম-  
বিদ্যারঃ আশ্রণানামুপনয়নাদি-কর্ম্মযোগো  
নাম ষাণ্মশোহধ্যায়ঃ ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

ভুক্তা শীঘ্রা চ সুপ্তা চ স্নাত্বা যথোপসর্পণে ।  
ওঠৌ বিলোমকৌ স্পৃষ্টৌ বাসৌ বিপরিধায় চ ॥ ১  
রেতো-মূত্র-পুত্রীবাশাসুৎসর্গেহুজ্জতাযণে ।  
জীবিদ্যাধ্যয়নারম্ভে কাস-বাসাগমে তথা ॥ ২

ক্ষয়কর, বর্গ ও ধর্ম্মের বিরোধী এবং তাহাতে  
লোকে নিন্দা করিয়া থাকে, অতএব অতি-  
ভোজন পরিত্যাগ করিবে। পূৰ্ণোক্তমুখ  
অথবা নৃধ্যতিমুখ হইয়া অন্ন ভোজন করিবে;  
উত্তরাতিমুখ হইয়া কখনই ভোজন করবে  
না। ইহা সনাতন বিধি। হস্ত-পদ প্রাক্কা-  
লন করত বিত্তক স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভোজ-  
নের পূর্বে হুইবার আচমন করিবে এবং  
ভোজন পরিসমাপ্ত হইলেও হুইবার আচমন  
করিবে। ৫১—৬৪ ।

ষাণ্মশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ব্যাস বলিলেন,—ভোজন, পান, মিত্রা ও  
স্নানের পর, পর্ধগমনের পর, লোমহীন ওঠ  
স্পর্শ করিলে, বস্ত্র পরিধান করিলে, রেত, মূত্র,  
বা বিষ্ঠা-ত্যাগের পর, অবুজ্জ (অসংযত)  
ব্যাক্যোচ্চারণ বা জীবনের (ধু ধু কেলার) পর,  
অধ্যয়নের আরম্ভে, কাস ও বাস উল্লভ

চন্দ্রঃ বা শশানঃ বা সমাক্রমা বিজোক্তমঃ ।  
 সন্ধ্যায়োকতমোস্তম্ভদাচাতোহপ্যাচমেৎ পুনঃ ॥ ১০  
 চণ্ডাল-শ্লেচ্ছসত্তাষে ব্রহ্মদ্রোচ্ছিষ্টভাষণে ।  
 উচ্ছিষ্টঃ পুরুষঃ স্পৃষ্টা ভোজ্যকাপি তথাবিধম্  
 আচামেদক্ষপাত্তে বা লোহিতস্ত তথৈব চ ।  
 ভোজনে সন্ধ্যাযোঃ স্নাত্তা ত্যাগে মূত্রপুৰীষযোঃ  
 আচাতোহপ্যাচমেৎ স্পৃষ্টা সক্রৎ সক্রদধাত্ততঃ  
 অগ্নেৰ্গবামথালন্তে স্পৃষ্টা প্রযতমেব চ ॥ ৬  
 স্ত্রীণামথান্ননঃ স্পর্শে নীলৌ বা পরিধায় চ ।  
 উপস্পৃশেজ্জগদ্বার্জিতং বা ভুবমেব বা ॥ ৭  
 কেশানাক্ষান্ননঃ স্পর্শে বাসসোহক্ষালিতস্ত চ ।  
 অমুষ্ণাভিরকেনাভিবিমুক্তাভিচ্চ বাগ্ভ্যতঃ ।  
 শৌচেহপঃ সর্বদাচামেদাসীনঃ প্রভুদগ্ধৃৎ ॥ ৮  
 শিরঃ প্রাবৃত্তা কণ্ঠঃ বা মুক্তকচ্ছশিখোহপ বা  
 অকৃদ্বা পাদযোঃ শৌচমাচাতোহপ্যুচির্ভবেৎ ॥

সোপানংকো জলস্থো বা নোকৌষী  
 চাচমেদবৃৎ ॥  
 ন চৈব বর্ষধারাভিহস্তোচ্ছিষ্টে তথা বৃৎ ॥ ১০  
 নৈকহস্তার্ণিতজলৈবিনা স্ত্রোত্র বা পুনঃ ।  
 ন পাত্তকাসনস্থো বা বাহজ্জকরোহপি বা ॥ ১১  
 ন জলান্ ন হসন্ প্রেক্ষন্ শয়ানঃ প্রোদ্ধ এব চ ।  
 নাবীক্ষিতস্ত কেনাদ্যেকপেতাভিরথাপি বা ॥ ১২  
 শূদ্রাভিকরোমুজৈর্ন চোচ্ছিষ্টৈস্তথৈব চ ।  
 ন চৈবাস্পৃশ্যিভঃ শব্দং ন কুর্ধ্যান্নম্ নমঃ ॥ ১৩  
 ন বর্ণংসদৃষ্টাভির্ন চৈবাপ্রচুরোদটৈঃ ।  
 ন পাণিক্তাভিতাভির্বা ন বাহজ্জক এব বা ॥ ১৪  
 হৃদগাভিঃ পৃথতে বিপ্রঃ কণ্ঠ্যভিঃ ক্ষত্রিয়ঃ তচ্চিঃ  
 প্রাশত্যাভিস্তথা বৈশ্যঃ স্ত্রীশ্চো স্পর্শতোহস্তসঃ  
 অশুষ্ঠমূলরেখায়াং তীর্থং ব্রাহ্মণিগোচ্যতে ।  
 শস্ত্রাস্তৃষ্টদেশিতোঃ পিতৃ তীর্থমমৃতমম্ ॥ ১৬

হইলে, উঠানে বা শাশানে গমন করিলে এবং  
 উভয় সন্ধ্যাকালে—একবার আচমন পূর্বে  
 করিয়া থাকিলেও ব্রাহ্মণকে পুনরায় আচমন  
 করিতে হইবে। চণ্ডাল, শ্লেচ্ছ, ব্রহ্ম, শূদ্র বা  
 উচ্ছিষ্ট ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে,  
 উচ্ছিষ্ট লোক বা উচ্ছিষ্ট ভোজ্যবস্ত্র স্পর্শ  
 করিলে, রক্তপাত বা অক্ষপাত হইলে,  
 ভোজনকালে, উভয় সন্ধ্যাবন্দনা কালে, স্নান  
 করিলে ও বিগ্নত্রে ত্যাগ করিলে আচমন  
 করিবে। নিদ্রার পরও আচমন করিবে।  
 অন্ত্যস্ত নিমিতে একবার একবার আচমন  
 করিবে; কিংবা অগ্নি, গোক বা পবিত্র বস্তু  
 (গঙ্গাজলাদি) স্পর্শ করিবে। স্ত্রীলোকের দেহের  
 স্পর্শে, নীলবস্ত্র পরিধান করিলে এবং স্বকীয়  
 দেহবিচ্যুত কেশ বা অক্ষালিত বস্ত্র স্পর্শ  
 করিলে, শুদ্ধির জন্ত জল, আর্জ ত্বণ বা পূজ্য  
 স্পর্শ করিবে। পূর্ব বা উত্তরাভিমুখে উপবেশন  
 করত সর্বদা সংযতবাক্ হইয়া অমুষ্ণ ও  
 কেনাদিবিব্রহিত বিমুক্ত জলধারা শুদ্ধির  
 নিমিত্ত আচমন করিবে। মস্তক বা কণ্ঠ  
 আবরণ করিয়া, মুক্তকচ্ছ বা মুক্তশিখ হইয়া  
 এবং পাদ প্রক্ষালন না করিয়া আচমন করি-

লেও অশুচি থাকে। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি উপা-  
 নহ-ধারী, জলস্থ বা উকৌষধারী হইয়া আচ-  
 মন করিবেন না। বর্ষধারা জলধারা, হস্ত  
 উচ্ছিষ্ট থাকিলে, এক হস্তার্ণিত জলধারা  
 এবং যজ্ঞসূত্র-বাহিত, পাত্তকাসনোপবিষ্ট বা  
 বাহজ্জকর হইয়া আচমন করা উচিত  
 নহে। গল্প করিতে করিতে, হাসিতে  
 হাসিতে, ইত্যন্ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে,  
 শয়ন করিয়া বা রাস্তা চলিতে চলিতে,  
 না দেখিয়া এবং কেশাদিযুক্ত জলধারা আচমন  
 নিষিদ্ধ। শূদ্র বা অশুচি ব্যক্তির প্রদত্ত  
 উচ্ছিষ্ট এবং অসুখ্যাগ্রাহিত জলধারা আচমন  
 করবে না। আচমনকালে শব্দ করিবে না  
 বা অন্তমনা হইবে না। বাহজ্জক হইয়া এবং  
 বর্ণিত্ত রসদৃষ্ট, অন্ন বা হস্তধারা আলোড়িত  
 জলধারা আচমন করিবে না। ১—১৪। আচ-  
 মনের জল হৃদয়পর্যন্ত গমন করিলে ব্রাহ্মণ  
 এবং কণ্ঠপর্যন্ত গমন করিলে ক্ষত্রিয় পবিত্র  
 হন। আর মুখমধ্যে প্রবেষ্টমাত্র জলধারা  
 বৈশ্য এবং জিজ্ঞা ও ওঠের প্রান্ত স্পর্শমাত্র  
 হয়, একরূপ জলধারা আচমন করিলে, স্ত্রীলোক  
 ও শূদ্র শুচি হইয়া থাকে। অশুষ্ঠমূল

কনিষ্ঠামূলতঃ পশ্চাৎ প্রাজাপত্যং প্রচকতে ।  
 অঙ্গুল্যাগ্রে স্মৃতঃ দৈবঃ তদেবার্ধঃ প্রকৌর্ভিতম্  
 মূলে বা দৈবমার্ধঃ স্তাদাগ্রেঃ মধ্যাতঃ স্মৃতম্ ।  
 তদেব সৌমিকং তীর্থমেবং জ্ঞাত্বা ন মুহতি ।  
 ত্র্যাক্ষেনৈব তু তীর্থেন ত্রিঃ ক্রা নিত্যমুপস্পৃশেৎ ।  
 কায়েন বাথ দৈবেন ন তু পৈত্রেন বৈ ত্রিজাঃ  
 ত্রিরাচামেদপঃ পূর্কঃ ত্র্যাক্ষণঃ প্রযতন্তঃ ।  
 সংব্রতাক্ষমূলেন মুখং বৈ সমুপস্পৃশেৎ ॥ ২০  
 অকুষ্ঠানামিকান্ত্যাস্ত স্পৃশেন্নৈত্রয়ং ততঃ ।  
 তর্জন্তকুষ্ঠযোগেন স্পৃশেন্নাসাপুটদ্বয়ম্ ॥ ২১  
 কনিষ্ঠাকুষ্ঠযোগেন শ্রবণে সমুপস্পৃশেৎ ।  
 সর্ষাকুলীভির্বারু চ হৃদয়ন্ত তলেন বা ॥ ২২  
 নাভিঃ শিথিল সর্ষাভিরকুষ্ঠেনাথ বা দ্বয়ম্ ।

রেখাতে ত্র্যাক্ষতীর্থ এবং অকুষ্ঠ ও প্রদেশিনীর  
 মধ্যস্থলে অঙ্গুল্য পিতৃ তীর্থ কথিত হইয়া  
 থাকে । আর কনিষ্ঠাঙ্গুলের মূলদেশে প্রাজা-  
 পত্য তীর্থ এবং সমুদয় অঙ্গুলির অগ্রভাগ  
 দৈবতীর্থ বলিয়া অভিহিত । এই দৈবতীর্থই  
 আর্ষতীর্থ বলিয়া কৌর্ভিত হইয়া থাকে ।  
 অর্থাৎ অঙ্গুলি সকলের মূলদেশেই দৈব বা  
 আর্ষতীর্থ এবং উৎপদের মধ্যভাগের নাম  
 আগ্রেয় তীর্থ । এই আগ্রেয় তীর্থ সৌমিক  
 তীর্থ বলিয়া কথিত আছে । অতএব এই-  
 তুলি জানিলে মুখ হইতে হয় না । ত্র্যাক্ষণ  
 সর্ষক ত্র্যাক্ষতীর্থদ্বারা আচমন করিবে অথবা  
 প্রাজাপত্য বা দৈবতীর্থদ্বারা আচমন করিবে ;  
 কিন্তু পৈত্র তীর্থদ্বারা কখনই আচমন করিবে  
 না । ত্র্যাক্ষণ প্রযত হইয়া প্রথমে জলদ্বারা  
 তিনবার আচমন করিবে, অনন্তর ওষ্ঠাধর  
 সংব্রত করিয়া সজল অকুষ্ঠমূলদ্বারা (হৃদে-  
 বার) মুখ স্পর্শ (মার্জন) করিবে ; তার  
 পর অকুষ্ঠ অনামিকা দ্বারা নেত্রদ্বয় স্পর্শ  
 করিবে, তর্জনী ও অকুষ্ঠদ্বারা নাসা-  
 পুটদ্বয় স্পর্শ করিবে এবং কনিষ্ঠা ও  
 অকুষ্ঠদ্বারা কর্ণদ্বয় স্পর্শ করিবে । তার পর  
 সর্ষাকুলি দ্বারা বাহুদ্বয়, হস্ততলদ্বারা হৃদয়  
 এবং নাভি ও মস্তক সর্ষাকুলিদ্বারা স্পর্শ

ত্রিঃ প্রাশ্রীয়াৎসদন্তম্ স্পৃশীতান্তেন দেবতাঃ  
 ব্রহ্মা বিষ্ণুর্হেমনশ্চ ভবন্তীত্যাহ ওঙ্করম্ । ২৩  
 গঙ্গা চ যমুনা চৈব প্রীয়েতে পরিমার্জনাৎ ।  
 সংস্পৃষ্টে যোর্বোচনযোঃ প্রীয়েতে শশিতাকরৌ-  
 নাসত্যাকরৌ প্রীয়েতে স্পৃষ্টে নাসাপুটদ্বয়ে ।  
 ত্র্যোজযোঃ স্পৃষ্টে যোঃ প্রীয়েতে চানিলানলৌ  
 সংস্পৃষ্টে হৃদয়ে বাস্ত প্রীয়েতে সর্ষদেবতাঃ ।  
 মূর্ধ্নি সংস্পর্শনাদেব প্রীতঃ স পুরুষো ভবেৎ ।  
 নোচ্ছিষ্টঃ কুর্ষতে যুবা বিপ্রযোহনঃ

নয়ন্তি যাঃ ।

দন্তবদন্তগ্রেষু ত্রিহ্রাস্পর্শেহুচ্ছিষ্টবেৎ ॥ ২৭  
 স্পৃশন্তি বিন্দবঃ পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্ ।  
 ভূমিগৈস্তঃ সমা জ্ঞেয়া ন তৈরপ্রযতো ভবেৎ  
 মধুপর্কে চ সোমে চ তাহুলস্ত চ ভকণে ।  
 কলে মূলে চেকুদণ্ডে ন দোষঃ প্রাহ বৈ মনুঃ ।

করিবে । অকুষ্ঠ দ্বারাও নাভি ও মস্তক স্পর্শ  
 করিতে পারে । আচমনে যে তিনবার জল  
 পান করা যায়, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহে-  
 শ্বর এই তিন দেবতা প্রীত হন । ইহা আমা-  
 দের ঋত আছে । ১৫—২৩ । আচমনের পর  
 অকুষ্ঠমূলদ্বারা মুখ মার্জন করিলে, গঙ্গা ও  
 যমুনা প্রীত হন ; লেচনদ্বয়-স্পর্শ দ্বারা চন্দ্র ও  
 সূর্য প্রীত হন ; নাসাপুটদ্বয়-স্পর্শে অশ্বিনী-  
 কুমারদ্বয় প্রীত হন । কর্ণদ্বয়-স্পর্শে বাহু ও  
 অগ্র প্রীত হন ; হৃদয়-স্পর্শে তাহার প্রতি  
 সমস্ত দেবতা প্রীত হন এবং মস্তক স্পর্শ  
 করিলে সেই পরম পুরুষ প্রীত হন । আচমন-  
 কালে মুখ হইতে যে সকল অতি ক্ষুদ্র জল-  
 বিন্দু অঙ্গ পতিত হয়, তাহাতে অঙ্গ উচ্ছিষ্ট  
 হয় না, আর দন্তগ্ন বস্ত্র দন্তের স্তাধ পরি-  
 গণিত হয়, কিন্তু ত্রিহ্রাস্পর্শ হইলে উহা  
 অশুচি হয় । অস্ত্র ব্যক্তিকে আচমন করিতে  
 জল দিবার সময়ে যদি সেই জলবিন্দু জল-  
 দাতার পদে পতিত হয় তবে তাহাতে  
 তিনি অশুচি হইবেন না । সেই জলবিন্দু  
 বিত্তক-ভূমিগত জলের সমান বলিয়া  
 জানিবে । মধুপর্কতকণে, সোমরসপানে,

প্রচুরায়োনপানেষু যজ্ঞাচ্ছিতৌ ভবেদ্বিজঃ ।  
 কূর্মো নিকিপ্য তদ্রব্যম্যচম্যাভ্যাক্ষয়েৎ ততঃ  
 তৈজসং বা সমাশ্রয় যজ্ঞাচ্ছিতৌ ভবেদ্বিজঃ ।  
 কূর্মো নিকিপ্য তৎ দ্রব্যমাচম্যাভ্যাক্ষয়েৎ তু তৎ  
 যদযদ্রব্যং সমাশ্রয় ভবেদ্বিজ্ঞেয়গাথিতঃ ।  
 অনিধায়ৈব তদ্রব্যমাচম্যঃ শুচিতামিমাং ।  
 বস্ত্রাদিষু বিকল্পঃ স্তায় স্পৃষ্টো চৈবমেব হি ॥ ৩২  
 অরণ্যেহুদকে রাত্রে চৌরব্যাত্তাকুলে পথি ।  
 কৃদ্বা মুত্রং পুরীষং বা দ্রব্যহস্তো ন ভয়াতি ॥ ৩৩  
 নিধায় দক্ষিণে কর্ণে ব্রহ্মসূত্রমুদগ্ধযঃ ।  
 অহি কৃধ্যাক্করুদ্র্যং রাত্রে চৈব দক্ষিণায়ুগঃ ॥ ৩৪  
 অন্তর্ভায় মহোঃ কাঠৈঃ পত্রৈর্গেঠৈঃ স্ত্রুণেন বা ।  
 প্রাবৃত্য চ শিঃ কৃধ্যাধিগুপ্তস্তা বিসর্জনম্ ॥ ৩৫

ভাবুলভকণে এবং কল, মূল বা ইক্ষুদণ্ড-  
 ভকণে কোনও দোষ নাই, মন্ত্র এই কথা  
 বলিয়াছেন অর্থাৎ এই সকল বস্তু ভকণ  
 করিলে অভুক্তের স্তায় সমস্ত বৈধ কৰ্ম্ম  
 করিতে পারিবে। প্রচুরায় এবং উদকপাত্র  
 হস্তে থাকিতে ব্রাহ্মণ যদি উচ্ছিষ্ট হন, তাহা  
 হইলে সেই সকল দ্রব্য কুমিতে নামাইয়া  
 রাখিয়া কয়ঃ আচমন করিয়া সেই সকল দ্রব্য  
 অভ্যক্ষণ করিবেন। তৈজস বস্ত্র গ্রহণ করিয়া  
 যদি ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হন, তাহা হইলে সেই  
 দ্রব্য কুমিতে নামাইয়া রাখিয়া, পূর্বে যয়ঃ  
 আচমন করিয়া, পরে সেই দ্রব্য অভ্যক্ষণ  
 করিবে। ইহা ভিন্ন অন্য দ্রব্য গ্রহণ করিয়া  
 যদি ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হন, তাহা হইলে সেই বস্তু  
 কুমিতে নিক্ষেপ না করিয়াই কেবল আচমন  
 করিলেই শুচি হইবেন। বস্ত্রাদি বিষয়ে কিন্তু  
 বিকল্প আছে। আর উচ্ছিষ্ট দ্রব্য সংলগ্ন  
 না হইলেই পূর্বে ক্তরূপে শুদ্ধ হইতে পারে।  
 অরণ্যে, জলশূন্য দেশে প্রাজিতে এবং চৌর  
 বা ব্যাত্তাদিসমাকীর্ণ পথে দ্রব্যহস্ত ব্যক্তি  
 বিগুপ্ত ত্যাগ করিলেও দোষভাগী হয় না।  
 বকিণ কর্ণে যজ্ঞসূত্র দিয়া দিবাভাগে উত্তরমুখ  
 ও রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া মল-মূত্র ত্যাগ  
 করিবে। - কাঠ, পত্র, লোষ্ট্র বা তৃণ দ্বারা

ছায়াকূপনদী-গোষ্ঠ-চৈত্যাভঃপথি ভবন্তু ।  
 অগ্নৌ চৈব শ্মশানে চ বিগুপ্তে ন সমাচরেৎ ॥ ৩৬  
 ন গোপথে ন কুঠে বা মহাবৃক্ষে ন শাশলে -  
 ন তিষ্ঠন বা ন নির্মাণা ন চ পর্ষতমস্তকে ॥ ৩৭  
 ন জীর্ণদেবারতনে ন বল্লীকে কদাচন ।  
 ন সন্থেষু গর্ভেষু ন গচ্ছন বা সমাচরেৎ ॥ ৩৮  
 তুষাকারকপালেষু রাজমার্গে তথৈব চ ।  
 ন ক্ষেত্রে ন বিলে বাপি ন ভীর্থে ন চতুশ্পথে ॥  
 নদীনদসমীপে বা নোষরে ন পরাশুচৌ ।  
 ন সোপানংপাত্তকো বা ন চ্ছত্রী নান্তরীককে  
 ন চৈবান্তিমুখং ত্রীণাং শুকব্রাহ্মণমোর্গবান্ ।  
 ন দেবদেবালয়মোরপামপি কদাচন ॥ ৩৯  
 ন জ্যোতীঃষি ন বীকম বা ন বাপ্যন্তি-  
 যুথোহুথবা ।

প্রত্যাদিত্যঃ প্রত্যনলঃ প্রতিসোমঃ তথৈব চ ।  
 অহুত্যা মৃত্তিকাং কৃগাম্নেগচ্ছাপকর্ষণম্ ।

কুমি অচ্ছাদনপূর্বক আবৃতমস্তক হইয়া মল-  
 মূত্র ত্যাগ করবে। ছায়া, কূপ, নদী, গোষ্ঠ,  
 যজ্ঞস্থানের মধ্য, পথ, ভবশাশি, অগ্নি বা  
 শ্মশানে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। ২৪-৩৬।  
 গোপিতরণপথে, কর্কশ ভূমিতে, মহাবৃক্ষের  
 তলে, নুতনতৃণযুক্ত ভূমিতে, দণ্ডায়মান বা  
 বিবস্ত্র অবস্থায়, পর্ষতমস্তকে, প্রাচীন দেবার-  
 তনে বল্লীকে (উইয়ের মাটির উপর), প্রাণি-  
 যুক্ত গর্ভে এবং গমন করিতে করিতে বিগুপ্ত  
 ত্যাগ করিবে না। তুষ, অকার ও কপাল  
 (খাবরা-খোলা) যুক্ত স্থানে, রাজপথে,  
 ক্ষেত্রে, গর্ভে, ভীর্থে (ঘাটে), চতুশ্পথে,  
 নদ-নদীর সমীপে, উষরভূমিতে এবং অত্যন্ত  
 অন্তর্গত স্থানে মলমূত্র ত্যাগ করিবে না। আর  
 সোপানংপাত্তক হইয়া (খড়ম বা চর্ম্মপাত্তকা  
 পায়ে দিয়া), ছত্র মাথায় দিয়া, উচ্চস্থানে  
 বাসিয়া, ত্রী, শুক ও ব্রাহ্মণের অতিমুখে,  
 গ্রহ-নক্ষত্র সকল দেখিতে দেখিতে বা ইত-  
 ততঃ দৃষ্টিক্ষেপ করিতে করিতে বায়ু অতি-  
 মুখীন হইয়া এবং অগ্নি বা চন্দ্রসূর্য্যের অতি-  
 মুখে বিগুপ্ত ত্যাগ করিবে না। কল হইতে



মার্জনং লেপনং নিত্যমঙ্গানাং বা সমাচরেৎ ৷ ১৮ ৷  
 নাস্ত নিষ্ঠালা-শয়নং পাত্ৰকোপানহাবাপি ।  
 আক্ৰমোদাসনং ছায়ামাসনৌ বা কদাচন ৷ ১৯ ৷  
 সাধয়েদন্তকাষ্ঠাদীন কৃত্যকাটৈশ্চ নিবেদয়েৎ ।  
 অনাপৃচ্ছা ন গন্তব্যং ভবেৎ প্রিয়হিতে রতঃ ৷  
 ন পাদৌ সারয়েদন্ত সন্নিধানে কদাচন ।  
 জুড়িতং হসিতকৈব কণ্ঠপ্রাবরণং তথা ।  
 বর্জয়েৎ সান্নিধ্যৌ নিত্যমধাক্ষেপট্যুতং বচঃ ৷ ২০ ৷  
 যথাকালমধীযীত যাবন্ন বিমনা শুকঃ ।  
 আসীতাধ গুণোকৃত্তে কলকে বা সমাহিতঃ ৷ ২১ ৷  
 আসনে শয়নে যানে নৈব তিষ্ঠেৎ কদাচন ।  
 ধাবন্তমুখ্যাবেৎ তং গচ্ছন্তকাঙ্গুগচ্ছতি ৷ ২২ ৷  
 গোহপেঃঈমান-প্রাসাদ-প্রস্তবেষু কটেষু চ ।

উপকরুণ, কুশ, পুষ্প ও সমিধ আহরণ করিবে এবং গুরুর অঙ্গমার্জন ও গন্ধাধি লেপন করিয়া দিবে । গুরুর নিষ্ঠালা, শয্যা, চর্ম্ম-পাত্ৰকা, কাষ্ঠপাত্ৰক, আসন, ছায়া ও আসনৌ (চৌকী) কখনই লঙ্ঘন করিবে না । গুরুর দন্তকাষ্ঠাদি আহরণ করিবে এবং নিজের সমুদয় কার্য্যই তাঁহার বিদিত করিবে ; গুরুকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোনও স্থানে গমন করিবে না । সর্ব্বদা গুরুর প্রিয় ও হিতকার্য্যে রত হইবে । গুরুর সন্নিধানে পা ছড়াইয়া বসিবে না । জুড়ী (হাট্টোলা) হস্ত কণ্ঠপ্রাবরণ ও আক্ষোটন (ভালমোকা) করিতে করিতে গুরুর সহিত বাক্যালাপ সর্ব্বদা পারবর্জন করিবে । ১—১১ ।  
 যে পর্য্যন্ত গুরু বিমনাঃ না হইবেন, সেই পর্য্যন্ত অধ্যধনোপযুক্ত কালে অধ্যয়ন করিবে । গুরুকর্তৃক অনুজ্ঞাত হইলে অঙ্গচারী সমাহিত হইয়া কাষ্ঠাদিকলকে উপবেশন করিতে পারেন, কিন্তু আসন শয্যা বা যানে কদাচ উপবেশন করিবে না । গুরু যাইলে অনুগমন করিবে ; যদি গুরু ক্ষতপদে গমন করেন, তবে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ক্ষতপদেই গমন করিবে । একাসনে উপবেশন নিষিদ্ধ হইলেও গোযান, অশ্বযান, উষ্ট্রযান, প্রাসাদ,

আসীত গুরুণা সার্কঃ শিলাকলকনৌষু চ ৷ ১৪ ৷  
 জিতেশ্রিয়ঃ স্তাৎ সততং বস্ত্রচাক্রোধঃ ৷ ১৫ ৷  
 প্রযুক্তীত সপা পাত্ৰং মধুরাং হিতভাবিণীম্ ৷ ১৬ ৷  
 গন্তং মালাং রসং ভব্যং শুভ্রং প্রাণিবিকিংসনম্  
 অভ্যঙ্গকাষ্ঠনোপানচ্ছজ্জবারণমেব চ ৷ ১৭ ৷  
 কামং লোভং ভয়ং নিদ্রাং গীত-বাদিজ-বর্ত্তনম্  
 দ্যুতং জনপদীবাদং স্ত্রীপ্রেমকালভনং তথ ।  
 পরোপুচ্ছাতঃ পৈশতন্ত প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ৷ ১৮ ৷  
 উদকুন্তং স্ত্রুমানো গোশকুন্তিকিং কুপান ।  
 আহরেদুঘাবদর্শ নি তৈককাহরহচ্চরেৎ ৷ ১৯ ৷  
 কৃতক লবণং সর্ব্বং বর্জ্যং পর্য্যবিতক যৎ ।

প্রশ্রবনির্ম্মিত উপবেশন-স্থান, তুণনির্ম্মিত, গুহ্য আসন (সপ), শিলাওল কাষ্ঠময় আসন অথবা নৌকার গুরুর সহিত একত্র বাসিতে পারিবে । সর্ব্বদা জিতেশ্রিয়, বশীভূত ও অক্রোধ হইবে, তুচি থাকিবে এবং সর্ব্বদা হিতকর মধুরবাক্য প্রয়োগ করিবে । অঙ্গ-চারী গচ্ছদ্রব্য-সেবন, মালাধারণ ও মনোহর মধুরাদি রস গ্রহণ করিবে না ; শুভ্রজব্যা \* ও প্রাণিহিংসা ত্যাগ করিবে ; অভ্যঙ্গ, অঙ্গন, পাত্ৰকা বা ছজ্জধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ, ভয়, নিদ্রা গীতবাদ্যশ্রবণ, নৃত্যদর্শন, দ্যুত-ক্রীড়া, লোকের দোষকথন, স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ বা তাহাদিগকে অলিঙ্গন, পরের অনিষ্ট ও পৈশতন্ত (পরোক্ষে নিন্দা করা) এই সমস্ত কৰ্ম্ম যত্বেব সহিত পরিবর্জন করিবে । জলকলস, পুষ্প, গোময়, মৃত্তিকা ও কুশ এই সমস্ত বস্তু আচার্য্যের প্রয়োজন মত আহরণ করিবে এবং প্রত্যহ তিকাচরণ করিবে । কুজিমলবণ ও পর্য্যবিত সমস্ত

\* যন্নবাদি তুচৌ ভাণ্ডে সঙড়কোদ্র-মিশ্রিতম্ । ধান্তরানৌ জিরাঅঙ্কং শুভ্রং চূকং তজ্জ্যতে ৷

শুভ্র ও মধুমিশ্রিত দধিময় পাবনভাণ্ডে করিয়া ধান্তরাশিতে ত্রিগাত্র রাখিলে শুভ্র বা চূক হয় । (আয়ুর্বেদ—পরিভাষা-প্রদীপ)

অনুভূত্যাশী সততং ভবেদগীতাদিনিম্পূঃ ॥ ১১  
নাদিত্যং বৈ সমীকৃতং ন চরেন্দন্তধাবনম্ ।  
একান্তমন্ত্রচৌভিঃ শূদ্রাভ্যোবতিভাষণম্ ॥ ২০  
গুরুপ্রার্থঃ সর্বং হি প্রযুক্তীতং ন কামতঃ ।  
মলাপকর্ষণং স্নানং নাচরেনৈব কথঞ্চন ॥ ২১  
ন কুর্য্যাম্মানসং বিপ্রো গুরোস্ত্যাগে কদাচন ।  
মোহাচ্চা দিবা লোভাৎত্যক্তেনং পতিতো

ভবেৎ ॥ ২২

লৌকিকং বৈদিকঞ্চাপি, তথাধ্যাত্মিকমেব চ ।  
আদৌত যতো জ্ঞানং ন তং ক্রহেৎ কদাচন ॥  
গুরোরপ্যবলিপ্তস্ত কার্য্যাকার্য্যমজ্ঞানতঃ ।  
উৎপথপ্রতিপন্নস্ত মনুস্ত্যাগং সমববৌৎ ॥ ৩৪  
গুরোগুরৌ সন্নিহিতে গুরুপদভিক্ষমাচবেৎ ।  
ন চাতিশৃষ্টো গুরুনা স্নানং গুরুনতিবাদদেৎ ॥ ২৭  
বিদ্যাগুরুসেবদেব নিত্যা দ্বিত্তিঃ সযোনিষু ।  
প্রতিষেধৎসু চাধম্মা হিতকোপদিশৎস্বাপ ॥ ২৬

দ্রব্য পরিবর্জন করিবে এবং নৃত্য দর্শন করিবে না ও গীতাদিতে সর্বদা নিম্পূহ হইবে। ব্রহ্মচারী সূর্য্য দর্শন করিবে না; দস্তধাবন করিবে না। অশুচি, স্ত্রী, শূদ্র ও চণ্ডালাদির সহিত একান্তে অবস্থান ও অভিভাষণ করিবে না। যথেষ্ট কার্য্য না করিয়া গুরুর প্রার্থকর কার্য্যসমূহই করিবে। স্নান-কালে শরীরের মলাপকর্ষণ করিবে না। ১২—২১। 'গুরু ত্যাগ করিব' মনে মনেও এইরূপ চিন্তা করিবে না। লোভ বা মোহ-বশতঃ গুরু ত্যাগ করিলে পাতক হইতে হয়। লৌকিক, বৈদিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান যাহা হইতে লাভ হয়, এতাদৃশ গুরুকে কদাচ হিংসা করিবে না; গর্ষিত, কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনাহীন ও উন্মার্গগামী গুরুকে ত্যাগ করিতে পারা যায়, মনু এই কথা বলিয়াছেন। আচার্য্যের আচার্য্য সমাগত হইলে তাঁহার প্রতি আচার্য্যের স্তায় ভক্তি করিবে, আর গুরুগৃহে বাসকালে গুরু অনুমতি না করিলে, মাতা পিতা পিতৃব্যাদি আপনার গুরুলোককে অভিবাদন করিবে না। উপাধ্যায়াদি বিদ্যা-

শ্রেয়স্ত গুরুবদ্বৃন্তং নিত্যমেব সমাজরেৎ ।  
গুরুপুত্রেষু দায়েষু গুরোশ্চৈব স্ববন্ধুযু ॥ ২৭  
বাগঃ সমানজন্মা বা শিষ্যো বা যজ্ঞকর্ম্মণি ।  
অধ্যাপনং গুরুমুতো গুরুবন্মানুর্হতি ॥ ২৮  
উৎসাদনং বৈ গাজাগাং স্নাপনোচ্ছিষ্টভোজনে  
ন কুর্য্যাদ্ভরুপুত্রস্ত পাদয়োঃ শৌচমেব চ ॥ ২৯  
গুরুঃ পুত্রপুত্র্যাশ্চ সবাণা গুরুযোষিতঃ ।  
অসংখ্য সস্পৃহ্যাঃ প্রত্যাখ্যানাভিবাদনৈঃ ॥ ৩০  
অভ্যাজনং স্নাপনঞ্চ গাজোৎসাদ-মেব চ ।  
গুরুপত্ন্যা ন কার্য্যাপি কেশানাঞ্চ প্রসাধনম্ ॥ ৩১  
গুরুপত্নী তু যুবতী নাতিবাদোহ পাদয়োঃ ।  
কৃদ্যত বন্দনং ভূম্যাপসাবমিতি ক্রবন্ ॥ ৩২  
বিপ্রেষা পাদগ্রহণমগ্রহণাভিবাদনম্ ।

দাতা গুরুকে, রক্তসংক্রায় পিতৃব্যাদিকে, অধম্মানুষ্ঠানের নিষেধ কারককে ও ততোপ দেষ্টাকে উক্তপ্রকার ( গুরু স্তায় ) সম্মান করিবে। শ্রেয়োজনে অর্থাৎ বিদ্যা ও গুণ-স্বাদিসম্পন্ন জনে বা শিষ্য ভিন্ন অধিকবয়স্ক সমানজাতীয় ব্যক্তিতে এবং বয়োযুক্ত গুরু-পুত্রে, গুরুস্ত্রীতে ও গুরুর পিতৃব্যাদি বন্ধু-জনে সতত গুরু স্তায় আচরণ করিবে। বয়ঃকনিষ্ঠই হউন বা সমানবয়স্কই হউন অথবা যজ্ঞবিদ্যাাদিতে শিষ্যই হউন, গুরুপুত্র যদি বেদের অধ্যাপয়িতা হন, তবে তিনি গুরুর স্তায় মাননীয় হইবেন। কিন্তু গুরুর স্তায় গুরুপুত্রের গাজে তৈলাদি মাখাইয়া দিবে না বা তাঁহাকে স্নান করাইবে না, অথবা তাঁহার উচ্ছিষ্ট ভোজন ও পাদপ্রক্ষালন করিবে না। গুরুর সবাণা স্ত্রী সকল গুরুর স্তায় পূজনীয়, কিন্তু অসবাণা স্ত্রীরা কেবল প্রত্যাখ্যান ও পাদ-গ্রহণশূন্য অভিবাদনদ্বারা সম্মানাহ হইবেন। ২২—৩০। গুরুপত্নীর গাজে তৈল মাখাইবে না বা তাঁহাকে স্নান করাইবে না, তাঁহার গাজমর্দন এবং কেশসংস্কারও করিয়া দিবে না। যুবা শিষ্য, যুবতী গুরুপত্নীকে পাদস্পর্শপূর্ব্বক অভিবাদন করিবে না; কেবল "অসাবহং" অর্থাৎ আমি অমুক, আপনাকে



গুরুদ্বারস্থ কুর্কপুস্তক সত্যং ধর্মমন্ত্রময়ম্ । ৩০  
 মাতৃদশা মাতুলানী ব্রহ্মচাৰ্য পিতৃদশা ।  
 সম্পূজ্যা গুরুপত্নী চ সমাস্তা গুরুভাৰ্য্যাঃ ॥ ৩৪  
 জাতুর্ভাৰ্য্যো পসংগ্ৰাহা সৰ্বণাঃ স্তম্ভচৰ্চাপি ।  
 বিপ্রোষা কুপসংগ্ৰাহ জাতিসৰ্ব্বাঙ্কযোষিতঃ ॥ ৩৫  
 পিতুর্ভগিনীয়াং মাতুল্য জ্যাযন্তাংক স্বসৰ্বাপি ।  
 মাতৃবদ্রুতিমাতীতিমাতা তাত্যো গরীমসৌ ॥  
 এবমাতারসম্পন্নমাত্তবস্তমদাভিকম্ ।  
 বেদমধ্যাপয়েদকর্ম্যঃ পুৰাণাঙ্গানি নিত্যশঃ ॥ ৩৭  
 সংবৎসরো যতে শিষ্যে গুরুজ্ঞানমনির্দ্দিনম্ ।  
 হরতে হুতং তন্ত শিষ্যস্ত বসতো গুরুঃ ॥ ৩৮  
 আচার্য্যপুত্রঃ গুরুব্রহ্মজ্ঞানদো ধার্ম্মিকঃ শুচিঃ ।

অভিবাदन করি, এই কথা বলিয়া ভূমিতেই  
 অভিবাदन করিবে। বুবা শিষ্য বিদেশ  
 হইতে সমাগত হইয়া শিষ্ট লোকদিগের  
 আচার-ব্যবহার অরণপূর্বক প্রথম দিন  
 পূর্কোক্ত বিধানে বৃদ্ধা গুরুপত্নীর পাদগ্রহণ  
 দ্বারা বন্দনা করিবে (অর্থাৎ বামহস্তে বাম  
 পদ দক্ষিণ হস্তে দক্ষিণ পদ গ্রহণ করিবে)  
 কিন্তু তাহার পর প্রতিদিন তাঁহাকে ভূমিতেই  
 অভিবাदन করিবে। মাতৃদশা মাতুলানী  
 ব্রহ্ম ও পিতৃদশা ইহারা মাতা বা গুরুপত্নীর  
 স্তায় পূজনীয়, কারণ ইহারা সকলেই মাতা  
 বা গুরুপত্নীর সমান। সৰ্বণা বয়োজ্যেষ্ঠা  
 জাতপত্নীর প্রত্যহ পাদগ্রহণপূর্বক অভিবাदन  
 করিবে। আর প্রবাস হইতে সমাগত হইয়া  
 পিতৃব্যপত্নী স্বতঃপত্নী প্রভৃতি জাতি সর্বাঙ্ক-  
 যোষিগণকে পাদগ্রহণপূর্বক অভিবাदन  
 করিবে। পিতার ভগিনী, মাতার ভগিনী ও  
 স্বকীয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনী ইহাদের প্রতি মাতার  
 স্তায় আচরণ করিবে। কিন্তু মাতা ইহাদের  
 অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। পূর্কোক্ত প্রকার আচার-  
 সম্পন্ন আশ্রয়ানু ও অদান্তিক শিষ্যকে গুরু  
 বেদ, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ ও বেদান্তশাস্ত্র প্রতি-  
 দিন অধ্যয়ন করাইবেন। শিষ্য সংবৎসর-  
 কাল বাস করিলেও যদি গুরু জ্ঞান দান না  
 করেন, তবে তিনি সেই গুরুকুলবাসী শিষ্যের

হৃতার্থদোহরসঃ সাধুঃ স্বাধাৰ্য্যা দশ ধর্ম্মভিঃ ।  
 কৃতজ্ঞস্ত তথাভ্রোহী মেধাবী তুণ্ডকরঃ ।  
 আন্তঃ প্রিয়োহুথ বিবিবৎ যত্নায়াপ্যা বিজাতকঃ  
 এতেষু ব্রহ্মাণা দানমন্ত্র চ যথোদিতান ।  
 আচম্য সংযতো নিত্যমধীরাত হা-অখঃ ॥ ৪১  
 উপসংগৃহ তৎপাদৌ পাক্যাণো গুরোরুধম্ ।  
 অধীষ ভো ইতি ক্রমাচ্ছরামোহস্বিতি চারমেৎ  
 অল্পকুলং সমাসীনঃ পবিত্রৈশ্চৈব পাবিতঃ ।  
 প্রাণায়ামৈশ্চিতিঃ পুস্তকত গুহ্যরমর্হতি ॥ ৪৩  
 ব্রাহ্মণঃ প্রণয়ঃ কুর্কাদন্তে চ বিধবদ্ভিজাঃ ।  
 বুধ্যাদধ্যানং নিত্যং ব্রহ্মাঙ্গলিকরং হুতঃ ॥ ৪৪  
 সর্বোপায়মেব ভূতানাং বেদান্তকুঃ সনাতনম্ ।

দ্রুতভাগী হন। আচার্য্যের পুত্র, সেবা-  
 গুরুদ্বাদি পরিচর্য্যাকারক, জ্ঞানান্তরদাতা,  
 ধার্ম্মিক, পবিত্র, অধ্যয়নের গ্রহণ ও ধারণে  
 সমর্থ, ধনদাতা, পুত্রাদি, সাধু ও আত্মীয় এই  
 দশজাতকে ধর্ম্মানুসারে অধ্যয়ন করাইবেন।  
 কৃতজ্ঞ, অভ্রোহী, মেধাবী, তুণ্ডকর, বিপ্লব  
 ও প্রিয় বিজ্ঞাতার মধ্যে এই ছয় জন অধ্যা-  
 পনার যোগ্য পাত্র। পূর্কোক্ত দশ প্রকারের  
 মধ্যে ইহাদিগকেই বেদ-অধ্যাপনা করা  
 উচিত ও অস্ত্র ব্যক্তিদিগকে যথাক্রমে  
 শাস্ত্র-মুগ্ধ অধ্যয়ন করাইবে। প্রত্যহ সংযত  
 হইয়া আচমনপূর্বক গুরুর পাদগ্রহণ বন্দনা  
 করিয়া গুরুমুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে  
 উত্তরাভিমুখে অধ্যয়ন করিবে। গুরু “অধ্যয়ন  
 কর” এই কথা বলিলে অধ্যয়ন করিবে এবং  
 “এই পর্য্যন্ত থাকুক” এই কথা বলিলে অধ্যয়ন  
 হইতে বিরত হইবে। ৩১—৪২। অল্পকুল-  
 ভাবে অর্থাৎ গুরুর সম্মুখে অতিমুখীন হইয়া  
 উপবেশনপূর্বক করযসে পবিত্রকুশধারণে  
 পবিত্র হইয়া তিনটি প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধ  
 হইলে, তবে গুহ্য-উচ্চারণের যোগ্য হওয়া  
 যায়। বেদাধ্যয়নের আরম্ভে ও পরিসমাপ্তি  
 কালে বিজাতিগণ যথাবিধি গুহ্য উচ্চারণ  
 করিবেন। প্রত্যহ ব্রহ্মাঙ্গলি-করে অবস্থান-  
 পূর্বক বেদাধ্যয়ন করিবে (অধ্যয়ন কালের

অগ্নীরাভ্যায়ং নিত্যং ব্রাহ্মণ্যাকীরতেহতথা ।  
যোহগ্নীরাভ্যায়ং নিত্যং কীরাত্ত্যা স দেবতাঃ  
ঐগাতি তর্পয়ন্তে।নং কটমক্শণাঃ সটৈব হি ॥৪৬  
যজুঃযাদীতে 'ন্যহং দধা ঐগাতি দেবতাঃ ।  
সামান্তধীতে ঐগাতি যত হিহিতিরযতম ॥৪৭  
অথগ্নাক্ষিরসো নিত্যং মধ্বা ঐগাতি দেবতাঃ  
বেদানি পুরাণানি মাংসৈশ্চ তর্পয়েৎ সুরান  
অপাং সমীপে নিযতো নিত্যকং বিধিমাঞ্জিতঃ  
গায়ত্রীমপাধ্যীত গায়ত্র্যাং সমাহিতঃ ॥ ৪৮  
সহস্রপরমাং দেবীঃ শতমধ্যাং দশাবর্গ্যম্ ।  
গায়ত্রীং বৈ জপেদগ্নিহঃ জপবঃ প্রকীর্তনঃ ॥

কৃতাজলিকৈ ব্রহ্মজলি বলে) । যেদ, সকল  
ঐগ্নীরই সনাতন চক্ষুঃস্বরূপ, এই জন্ত নিত্য  
বেদাধ্যয়ন করিবে । বেদাধ্যয়ন না করিলে  
ব্রাহ্মণ্য নষ্ট হইয়া যায় । যে ব্যক্তি নিত্য  
ঋগ্বেদাধ্যয়ন করে, কীর্ত্তিত দ্বারা দেবতা-  
গণের যাদৃশ প্রীতি হয়, তিনি তদ্বারা  
দেবতাদিগকে তাদৃশ প্রীত করিয়া থাকেন ।  
দেবতারা তুষ্ট হইয়া সর্বকামনা সিদ্ধি দ্বারা  
সর্বকাম ইহাঁকে তুষ্ট করেন । যিনি নিত্য  
যজুর্বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি দধি দ্বারা  
দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া থাকেন । যিনি  
প্রত্যহ সামবেদ অধ্যয়ন করেন, যুগাহতি  
দ্বারা দেবতাদিগের যাদৃশ প্রীতি হয়, তিনি  
তদ্বারা দেবতাদিগকে তাদৃশ প্রীত করিয়া  
থাকেন । আর যিনি নিত্য অথর্ববেদ  
অধ্যয়ন করেন, তিনি মধু দ্বারা দেবতাদিগের  
প্রীতিসাধন করিয়া থাকেন । বেদাঙ্গ বা  
পুরাণ অধ্যয়ন করিলে, মাংস দ্বারা দেবতা-  
দিগের তৃপ্তিসাধন করা হয় । বহু বেদ-পাঠে  
অসমর্থ হইলে গ্রামের বহির্ভাগে নির্জন-  
স্থানে গমন করিয়া তথায় নদী নিকরাদির  
জলসমীপে যত্নসহকারে স্বাধ্যায়াধ্যয়ন-বিধি  
নিত্যস্বৈ আস্থাবান হইয়া অনন্তমনে প্রণব  
ও ব্যাহতি-সংকৃত গায়ত্রী পাঠ করিবে ।  
গায়ত্রীর সহস্রবার জপই ঐশ্বর্যজনক, শতবার  
জপ মধ্যমজনক, তাহাতে অশক্ত হইলে দশবার

গায়ত্রীকৈব বেদাং তুলনাতোমরং প্রমুখঃ ।  
একতচ্চতুরো বেদান্ গায়ত্রীক তর্পিতকতঃ ॥৪৯  
ওকারমাদিতঃ কৃতা বাহুভীতনস্তবম্ ।  
ততোহগ্নীরাভ্যায় সাবিজীমেকাগ্রঃ অক্ষয়ামিতঃ ।  
পুরাকল্পে সমুৎপন্নো ভূত্বঃস্বঃ সনাতনঃ ।  
মহাব্যাহতিস্তস্যঃ সর্গাত্তত্নবর্হণাঃ ॥ ৫০  
প্রধানং পুরুষঃ কালো বিকৃত্রাক্ষা মহেশ্বরঃ ।  
সবঃ রজস্তমস্তিসঃ ক্রমাচ্ছাহতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৫১  
ওকারস্তৎ পরঃকল্প সাবিজী স্মৃতাঃ তদক্ষরম্ ।  
এব মন্ত্রো মহাযোগঃ সারাংসার উচ্চারিতঃ ॥ ৫২  
যোহগ্নীতেহহস্তহস্তোতাঃ গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।  
বিজ্ঞানার্থং ব্রহ্মচারী স যাতি পরমাং গতিম্ ॥৫৩  
গায়ত্রী বেদজননী গায়ত্রী লোকপাবনী ।  
উচ্চার্য বাক্যতে তন্তাঃ শৃণুধ্বঃ মুনিপুত্রবঃ ॥৫৪

জপ করিবে । এইরূপে কোনও এক প্রকারে  
গায়ত্রীজপ প্রত্যহ করিবে । এই গায়ত্রী-  
জপই ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে ।  
৪৩—৫০ । জগদীশ্বর তারতম্য দেখিবার জন্ত  
তুল্যদণ্ডে গায়ত্রী ও চতুর্বেদের পরিমাণ  
করিয়াছিলেন; তাহাতে একদিকে গরিবেদ  
ও অপরিদিকে গায়ত্রী স্থাপিত হইলে উভয়ের  
পরিমাণ সমান হইয়াছিল । একাগ্রচিত্তে  
ব্রহ্মপূর্বক ওকার ও তাহার পর ব্যাহতি  
( অর্থাৎ মহাব্যাহতি ভূত্বঃ স্বঃ ) উচ্চারণ  
করিয়া গায়ত্রী পাঠ করিবে । পূর্বকল্পে সর্ব  
অন্ততনামক ভূত্বঃ স্বঃ এই তিনটী সনাতন  
মহাব্যাহতি উৎপন্ন হইয়াছিল । এই ব্যাহতি-  
ত্রয় যথাক্রমে প্রকীর্ত্তিত, পুরুষ ও কাল; বিকৃ-  
ত্রাক্ষা ও মহেশ্বর; এবং সব, রজঃ ও তমঃ  
বলিয়া স্মৃত হইয়া থাকে । ওকার সাক্ষাৎ  
পরমব্রহ্মস্বরূপ এবং সাবিজীও সেই অব্যয়  
ব্রহ্মস্বরূপ; এই যজ্ঞ সারাংসার মহাযোগ  
বলিয়া কথিত আছে । যে ব্রহ্মচারী অর্থ-  
জ্ঞানপূর্বক প্রত্যহ বেদমাতা গায়ত্রী পাঠ  
করেন, তিনি পরম গতি প্রাপ্ত হন । বেদের  
জননী গায়ত্রী লোক সকলকে পবিত্র করেন ।  
হে মুনিপুত্রবগণ ! সেই গায়ত্রীর উচ্চারণ বলি-

দক্ষিণাগ্রাঃ পঞ্চ রেখাঃ পশ্চিমাগ্রাঃ সাত্বিকাঃ ।  
 লিখিত্রেখাঃ প্রযত্নেন দ্ব্যজিংশৎ কোঠকং ভবেৎ  
 গায়ত্রীং বিলিখৎ তেষু দ্ব্যজিংশদ্রূপিণীম্ ।  
 পূরয়েৎ প্রতিলোমেন বামাবৰ্ত্তেন চোচ্চরেৎ ॥  
 ব স্ত প্র সে জ নঃ ব তু বে ধী চো সা ব

যো দে বি ।

লি ম দ ব য়ো যো গোংস যং হি যাং দোম  
 প ধি ভ ত ॥

এবং ক্রমেণ চোচ্চত্যা প্রজপেৎ নক্ষত্রমোচনীয়ম্ ।  
 দ্বিজানাং ব্রহ্মনিষ্ঠানাং ব্রহ্মণ্যপদরূপিণীম্ ।  
 ন গায়ত্র্যাঃ পরং জপ্যমেতদ্বিজায় মুচ্যতে ॥ ৬১  
 শ্রাবণস্ত তু মাসস্ত পৌর্ণমাস্তাং দ্বিজোক্তমাঃ ।

ভেছি, শ্রবণ করুন। দক্ষিণাগ্রা পাঁচটি রেখা  
 ও তত্পর পশ্চিমাগ্রা নয়টি রেখা অঙ্কিত  
 করিলে বত্রিশটি কোঠ হইবে। সেই বত্রিশটি  
 কোঠে বত্রিশ-অক্ষরাকার গায়ত্রী লিখিবে।  
 লিখিবার সময়ে (প্রতিপাদ) প্রতিলোমক্রমে  
 লিখিবে এবং উচ্চারণ করিবার সময়ে বামা-  
 বর্ত্তে উচ্চারণ করিবে। গায়ত্রীর উচ্চারণ এই-  
 রূপে করিতে হয়; যথা; —

৫	১৩	২১	২৯	২৮	২৬	১০	৯
ক	অ	প্র	সে	জ	নঃ	ব	তু
৬	১৪	২২	৩০	২৭	১৯	১১	৩
৭	১৫	২৩	৩১	২৮	১৮	১০	২
৮	১৬	২৪	৩২	২৯	১৭	৯	১
৯	১৭	২৫	৩৩	৩০	১৬	৮	০

বামাবর্ত্তে পাঠ করিলে চতুস্পদা গায়ত্রী  
 হইবে \* ব্রহ্মান্ধ দ্বিজগণের ব্রহ্মণ্যপদরূপিণী  
 /পাপমোচনী গায়ত্রীকে এইরূপে উচ্চারণ করিবে।

\* চতুস্পদা গায়ত্রী যথা :—

তৎসবিতুর্ভরগং ভর্গো দেবস্তু ধীমহি ।  
 ধियो যো নঃ প্রচোদয়াৎ পরো রজসে সাবদোম্ ॥

আষাঢ়্যাং শ্রোতৃগণাং বা বেদোপকরণং স্মৃতম্  
 উৎসৃজ্য গ্রামনগরং মাসান বিপ্রোহর্ষণকর্মণি  
 অধীযীত শুচৌ দেশে ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥ ৬৩  
 পুষ্যে তু চন্দ্রমাং কুর্যাদ্বাহিকং সর্জনং দ্বিজাঃ  
 মাঘশ্রুত বা প্রাশ্বে পূর্বাঙ্কে প্রথমেহহনি ।  
 চন্দ্রাংস্মার্কমতোহভ্যাস্তে চক্ৰপক্ষেষু বৈ দ্বিজাঃ  
 বেদাঙ্গানি পুরাণানি কৃকপক্ষেষু মানবঃ ॥ ৬৪  
 ইমান্ নিত্যমনধ্যায়ানধীশানো বিবর্জয়েৎ ।  
 অধ্যাপনং প্রকুর্যোগো হনধ্যায়ান্ বিবর্জয়েৎ ॥  
 কর্ণশ্রবেহনিলে রাহো দবা পাংস্তসমুদগমে ।

জপ পর্বতে ॥ ৫১—৬১। গায়ত্রীর পব আর  
 কিছু জপ্য নাই, ইহা জানিয়া যিনি জপ  
 করেন, তিনি মুক্ত হন। হে দ্বিজোত্তমগণ।  
 শ্রাবণ মাসের পূর্ণমাতে বা আষাঢ়ী পূর্ণমাতে  
 অথবা ভাদ্রমাসের পূর্ণমাতে প্রথমে স্ব স্ব  
 গৃহালুসারে বেদের উপাকর্ম করিবে (বেদা-  
 রস্তের পূর্বে আচার্যের উপাসনার্থ যে  
 হোমাদি কবা য য়, তাহাকে উপাকর্ম বলে)।  
 পবে গ্রাম এবং নগর পরিত্যাগ করিয়া অর্ধ-  
 পঞ্চম মাস (সার্ক চারি মাস) কাল পর্যাণ্ত  
 ব্রহ্মচারী সমাহিত হইয়া শুদ্ধদেশে বেদাধ্যয়ন  
 করিবে। হে দ্বিজগণ! অনন্তর বেদাধ্যয়ন  
 সমাপ্ত করিয়া পৌষ মাসের পূর্বানক্ষত্রে  
 গ্রামের বর্হভাগেই বেদের উৎসর্গক্রিয়া  
 অর্থাৎ বিসর্জন হোমাদি করিবে অথবা মাঘ  
 মাসে শুক্ল পক্ষের প্রথম দিনে পূর্বাঙ্কে এই  
 উৎসর্গ কর্ম করবে (যিনি ভাদ্রমাসের পূর্ণ-  
 মাতে উপাকর্ম করিয়াছেন, তিনিই মাঘমাসের  
 শুক্লপ্রতিপদে উৎসর্গ করিবেন)। হে দ্বিজ-  
 গণ! তাহার পর হইতে প্রতি শুক্লপক্ষে  
 বেদপাঠ করবেন। মানব, বেদাঙ্গ অর্থাৎ  
 শিক্ষাকল্প ব্যাকরণাদি এবং পুরাণ-শাস্ত্র কৃক-  
 পক্ষে পাঠ করিবে। বেদপাঠী শিষ্য বক্ষ্যমাণ  
 অনধ্যায়গুলি সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে  
 এবং সেই অনধ্যায় দিনগুলিতে অধ্যাপক-  
 গণও অধ্যাপনাকার্য্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত  
 হইবেন। বর্ষাকালে ব্রাহ্মিতে বায়ুর অতিশয়

## উপনিষৎ।

সিদ্ধান্তনিবন্ধেবু মহোক্তানাং সংগ্রহে ।  
 আকালিকমনধ্যায়মেতেষাং প্রজ্ঞাপতিঃ (১) ।  
 নির্ঘাতে ভূমিচলনে জ্যোতিষাকোপসজ্জনে ।  
 এতানাকালিকান বিদ্যাধনধ্যায়ানুগ্রহপি ॥ ৬৮  
 প্রাক্কৃতভেদধর্মু তু বিদ্যাংস্তনিতনিবন্ধে ।  
 সজ্যোতিঃ স্তাদনধ্যায়মনুতো চান্দ্রদর্শনে ॥ ৬৯  
 নিত্যানধ্যায় এব স্তাদগ্রামেষু নগরেষু চ ।  
 ধর্ম্মৈনপুণ্যক মানাং পুত্রিগন্ধে চ নিত্যশঃ ॥ ৭০

প্রবহণ শব্দ কর্ণ শুনিতে পাওয়া যাইলে  
 এবং দিবাভাগে বায়ু দ্বারা ধূলিসমূহ  
 উৎসারিত হইতে থাকিলে ত্রাকালিক  
 অনধ্যায় হয় । অর্থাৎ ও গজ্জনসমেত বর্ষা  
 হইলে বা ইতস্ততঃ উৎপাত হইলে,  
 আকালিক (যে সময় হইতে উহা আরম্ভ হয়,  
 সেই অবধি পরদিনের সেই সময় পর্য্যন্ত)  
 অনধ্যায় জানিবে, ইহা প্রজ্ঞাপতি মন্ত্র বর্ণনা-  
 ছেন । (বর্ষাকালে সন্ধ্যাতে গোমায়ি প্রজ্জা-  
 লিত করিবার সময়ে ঐক্লবী বিদ্যাং প্রভৃতি  
 যুগপৎ উপস্থিত হইলে অনধ্যায় জানিবে ।  
 কিন্তু বর্ষা ভিন্ন অস্ত্র ঋতুতে গোমায়ির সময়ে  
 মেঘ হইলেই অনধ্যায় জানিবে ) । যথা  
 ঋতুতে অর্থাৎ বর্ষাকালেও নির্ঘাত অর্থাৎ  
 আকাশসমুদ্র অস্বাভাবিক ধ্বনি হইয়া ভূমি-  
 কম্প হইলে ও চন্দ্রসূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর  
 উপসর্গ হইলে আকালিক অনধ্যায় জানিবে ।  
 হোমের জন্ত অগ্নি জালিত হইলে ( অর্থাৎ  
 সন্ধ্যাকালে ) বর্ষাভিন্ন বেবল বিদ্যাং ও  
 গজ্জনধ্বনি হইলে এবং বর্ষাভিন্ন কালে মেঘ-  
 দর্শন হইলে সজ্যোতিঃ (১) অনধ্যায় হইবে ।  
 ঋগায়া ধর্ম্মের আভিষা ইচ্ছা করেন বহুজন-

(১) ইতঃপরম্—

“এতানভ্যাদিতান নিত্যমুদগ্রে দৃষ্টতায়িষু ।  
 তদা বিদ্যাধনধ্যায়নুতো চান্দ্রদর্শনে ॥”  
 শ্লোকোহয়মধিকঃ কচিৎ পুস্তকে দৃষ্টতে ।

(২) দিবসের সজ্যোতিঃ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত  
 আর রাত্রির সজ্যোতিঃ প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত ।

অন্তঃশবগতে গ্রামে বৃষলস্ত চ সন্নিধৌ ।  
 অনধ্যায়ো কদ্যমানে সমবাসে জনস্ত চ ॥ ৭১  
 উদকে মধ্যরাত্রে চ বিগ্নত্রে চ বিবর্জয়েৎ ।  
 টাচ্ছষ্টঃ শ্রাক্তভুক্তৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥  
 প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বানেকোদ্বিষ্টস্ত কেতনম্ ।  
 ত্র্যহং ন কৌর্ভদেদ্রক্ষ রাজো রাহোচ সূতকে  
 যাবদেকোদ্বিষ্টভূজঃ স্নেহো গন্ধশ্চ তিষ্ঠতি ।  
 বিপ্রস্ত বিপুলে দেহে তাবদ্রক্ষ ন কৌর্ভদেৎ ॥  
 শযানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কুহা বৈ চাবসকথিকাম্ ।  
 নাধীযাতিমিষং জপ্তা সূতকাদারম্বেব চ ॥ ৭৫  
 নৌহারে বাণপাতে চ সঙ্কায়োকতগোরপি ।  
 অমাবান্ত্যং চতুর্দশ্যং পৌর্ণমাস্যৈমৌ চ ॥ ৭৬

সমাকীর্ণ গ্রাম ও নগরে অথবা দুর্গদ্বয় স্থানে  
 ঠাঁহাদিগের পক্ষে নিত্য অনধ্যায় অর্থাৎ  
 ঠাঁহারা তাদৃশ স্থানে থাকিবেন না । গ্রামের  
 মধ্যে শব থাকিলে, অধ্যায়িকজনের সন্নিধানে,  
 রোদনধ্বনি কর্ণগোচর হইলে, ও অনেক  
 লোকের সমাগম হইলে তথায় অনধ্যায়  
 জানিবে । জলমধ্যে, মধ্যরাত্রে ( অর্থাৎ রাত্রির  
 মুহূর্ত্ত চতুষ্টিয় কাল—যাহাকে মহানিশা বলে  
 তখন ) আর বিষ্ঠা-মূত্র পরিত্যাগের সময়,  
 টাচ্ছষ্টমুখে অথবা শ্রাক্ত-ভোজনের দিবারাত্রে  
 মনে মনেও বেদের চিন্তা করিবে না । বিদ্বান্  
 ব্রাহ্মণ প্রেতশ্রাদ্ধে নিমজ্জন গ্রহণ করিয়া সেই  
 দিনাবধি তিন দিবস বেদ অধ্যয়ন করিবেন  
 না । রাজার অশৌচ জন্মিলে এবং চন্দ্রগ্রহণ  
 বা সূর্যাগ্রহণ হইলেও রিরাত্র অনধ্যায় হয় ।  
 ৬২—৭৩ । অথবা একোদ্বিষ্টভোজী বিদ্বান্  
 ব্রাহ্মণের বিপুল দেহে যে পর্য্যন্ত শ্রাক্তীয় স্নেহ-  
 দ্রব্য ও কুঙ্কুম-চন্দনাদির গন্ধ বর্ত্তমান  
 থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি বেদাধ্যয়ন  
 করিবেন না । শয্যায় সমুদায় শরীর পাতিস্ত  
 করিয়া, প্রৌঢ়পাদ ( উবু ) হইয়া, জাহ্নবীর  
 বস্ত্রাদি বন্ধন করিয়া, মাংস ভোজন বা জল-  
 মরণাশৌচের অন্ন খাইয়া বেদাধ্যয়ন করিবে  
 না । কুরাটিকা হইলে, বাণপাত হইলে,  
 প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়াংসন্ধ্যার সময়ে এবং অমাব-

কপা কপশি চোৎসর্গে জিরাডঃ কপণঃ স্মৃতম্ । অনধ্যায়ন্ত নান্দেবু নেতিহাস-পুৰাণয়োঃ ।  
 অষ্টকানু বহোব্রাজব্রজানু চ ব্রাজিষু ॥ ৭৭ ॥ ন ধর্মশাস্ত্রেভ্যেভ্যু পর্বানোতানি বর্জয়েৎ ॥ ৮৪ ॥  
 যার্মশির্বে তথা শৌবে মাঘমাসে হঠৈব চ । এব ধর্মঃ সমাসেন কীর্তিতো ব্রহ্মচারিণাম্ ।  
 তিসোহষ্টকাঃ সমাখ্যাতাঃ কৃকপক্ষে তু হ্রিতিঃ । ব্রহ্মণাতিহিতঃ পূর্বমুদীনাং ভাবিতান্বনাম্ ॥ ৮৫ ॥  
 স্নেহাতকস্ত ছায়ায়াং শাস্ত্রালম্বকস্ত চ । বোহস্তজ কুরুতে যত্নমনবীত্য স্ততিং দ্বিজাঃ ।  
 কদাচিদপি নাধোঃ কোবিদারকপিথয়োঃ ॥ ৭৮ ॥ স সমুদো ন সন্তাষ্যো বেদবাহো দ্বিজাতিভিঃ ।  
 সমানবিদ্যো চ যুক্তে তথা সত্বস্ফোরিণি । ন বেদপাঠমাজ্ঞেণ সন্তুষ্যেদেব বৈ দ্বিজঃ ।  
 আচার্যো সংস্থিতে বাপি জিরাডঃ কপণঃ স্মৃতম্ । এবমাচারহীনস্ত পক্ষে গোরিব সৌভতি ॥ ৮৭ ॥  
 দ্বিজান্যোতানি বিপ্রাণাং যেহনধায়াঃ । যোহবীত্য বিধিবশেদং বেদার্থং ন বিচারয়েৎ ।  
 প্রকীর্তিতাঃ স সাবয়ঃ শূদ্রকল্পঃ পাত্তাং ন প্রপদ্যতে ॥ ৮৮ ॥  
 হিংসজি বাকসান্তেযু তস্মাদেতানি বর্জয়েৎ ॥ যদি চাত্যস্তিকং বাসং কর্তুমিচ্ছতি বৈ তরো ।  
 নৈতিকো নাস্তানধায়ঃ সন্তোপাসন এব চ । যুক্তঃ পরিচরেদেনমা শরীরাত্তিষ্ঠাতনাং ॥ ৮৯ ॥  
 উপাকর্ষণি কপ্তান্তে হোমমন্ত্রেযু টেব হি ॥ ৮২ ॥ গতা বনং বা বিধিবজ্জয়াজ্ঞাতবেদসম্ ।  
 একাযুচমধৈকং বা যজুঃ সামাধবা পুনঃ । অভ্যাসেৎ স তদা নিত্যং ব্রহ্মনিষ্ঠঃ সমাহিতঃ ।  
 অষ্টকাদ্যাবধীযীত যাক্রতে চ তিবারিত ॥ ৮৩ ॥

বস্ত্র, চতুর্দশী, পৌর্ণমাসী, কষ্টমী এই সকল  
 তিথিতে অনধ্যায় জানিবে। উপাকর্ষণ নামক  
 ও উৎসর্গ নামক কণ্ঠের পর তিনরাত্রি অন-  
 ধ্যায় জানিবে। তিন অষ্টকাতে এবং স্বতন্ত্র  
 অবসান দিনে অহোব্রাজ অনধ্যায় জানিবে।  
 অগ্রহায়ণ মাসের, পৌষ মাসের এবং মাঘ  
 মাসের তিনটা কৃষ্ণাষ্টমীকে পাণ্ডুরেরা অষ্টকা  
 বলিয়াছেন। স্নেহাতক (চালতা) বৃক্ষ,  
 শিয়লবৃক্ষ, মধুক (মউল) বৃক্ষ, কোবিদার  
 (রক্তকাকন) বৃক্ষ এবং কপিথ (কধেল  
 বৃক্ষের ছায়ায় কদাচ অধ্যয়ন করিবে না  
 সমানবিদ্যা ব্যক্তির মৃত্যু হইলে সতীর্থের  
 (অর্থাৎ সমপাঠীর) মৃত্যু হইলে, এবং আচা-  
 র্যের মৃত্যু হইলে জিরাড অনধ্যায় হইবে।  
 যে সমুদয় অনধ্যায় কথিত হইল, সেই সমুদয়  
 বিপ্রদিগের পক্ষে ছিদ্ৰরূপ; বাকসেরা সেই  
 অনধ্যায়দিনে অধ্যয়নরূপ ছিদ্ৰ প্রাপ্ত হইলে  
 হিংসা করে, সেইজন্য এই সমুদয় অনধ্যায়-  
 দিনে অধ্যয়ন বর্জন করিবে। নিত্যকর্ণে,  
 স্তোত্রোপাসনায়, উপাকর্ষণ, আকর্ষণের পরি-  
 দর্শনান্তে এবং হোমমন্ত্রে অনধ্যায়-দোষ হয়  
 না। প্রবল বায়ু সংযুক্ত হইলে বা অষ্টকা-

দিতেও ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ অথবা সামবেদের  
 একটীমাত্র মন্ত্র অধ্যয়ন করিতে পারে।  
 ৭৪—৮৩। বেদাঙ্গ, মহাভারতাদি ইতিহাস ও  
 পুরাণ এবং অন্তান্ত ধর্মশাস্ত্র-পাঠে অনধ্যায়-  
 দোষ হইবে না; এই সকলে কেবল পূর্বদিন  
 অনধ্যায় জানিবে। ব্রহ্মচারীদিগের এই ধর্ম  
 আদি সংক্ষেপে কীর্তন করিলাম। ভাবিতান্ব  
 ঋষিদিগের নিকট ব্রহ্মাকর্ষণ পূর্বে ইহা উক্ত  
 হইয়াছিল। হে দ্বিজগণ! যে দ্বিজাতি  
 বেদাধ্যয়ন না করিয়া অস্ত্র শাস্ত্রাধ্যয়নে যত্ন  
 করে, সে অস্ত্রশয় যুদ্ধ এবং বেদবহিষ্কৃত;  
 দ্বিজাতিগণ তাহার সাহচর্য আলাপ করিবে  
 না। দ্বিজ কেবল বেদপাঠ করিয়াই সন্তুষ্ট  
 হইবেন না; কারণ বেদাধ্যায়ী দ্বিজ পুরুষ  
 আচারহীন হইলে কদমপতিত গোকর স্থায়  
 অবসন্ন হয়। যে বিধিপূর্বক বেদাধ্যয়ন  
 করিয়াও বেদার্থ বিচার করে না, সে সবংশে  
 শূদ্রত্ব হয় ও দানাদির পাত্তরূপে পরিগণিত  
 হয় না। যদি গুরুগৃহে আজীবন বাস করিতে  
 চিন্তা করে, তবে সেই নৈমিত্তিক ব্রহ্মচারী শরীর-  
 নাশ পর্যন্ত একাগ্রচিত্ত হইয়া গুরুর পরিচর্যা  
 করিবে। অথবা বনে গমন করিয়া বিধিপূর্বক  
 অগ্নিতে হোম করিবে এবং তৎকালেও প্রত্যহ

সাবিত্রীঃ শতক্ৰদ্রয়ং বেদানি বিশেষতঃ ।  
 অভ্যাসে সত্ততং যুক্তো তস্মিন্নানপরায়ণঃ ॥১১  
 এতদ্বিধানং পরমং পুরাণং  
 বেদাকৃতং সমাগিহেয়তং বঃ ।  
 পুরা মণ্ডিপ্রবরাহপৃষ্ঠঃ  
 স্বাধুভূবা যম্মহরাহ দেবঃ ॥ ১২  
 এবমাবরসমর্পিতান্তরো  
 যোহমুহিষ্ঠাত বিধং বিধানবিৎ ।  
 মোহজালমপহায় সোহনুতঃ  
 যাত তৎ পরমনাময়ং শ্রবণম্ ॥ ১৩  
 ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-  
 বিদ্যায়াং বেদাধ্যয়নাদিক্রমনিয়মো নাম  
 চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাস উবাচ ।

বেদং বেদো তথা বেদান্ বিদ্যাষ্যচতুরো দ্বিজাঃ  
 অধীত্য চাভিগম্যার্থং ততঃ স্রায়াদ্বিজোক্তমাঃ ১

ব্রহ্মানন্ড ও সমাহিত হইয়া বেদাভ্যাস করিবে  
 তস্মিন্নান-পরায়ণ হইয়া সর্বদা একাগ্রচিত্তে  
 গায়ত্রী শতক্ৰদ্রয় ও বেদান্ত সকল বিশেষ-  
 রূপে অভ্যাস করিবে । বেদবেদান্ত-সম্বন্ধে  
 এই উৎকৃষ্ট পুরাণবিবর্তনোক্তির নিকটে  
 বলিলাম । পুরাকালে দেব স্বঃ ভুব মজু, শ্রেষ্ঠ  
 ঋষিগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তাঁহাদিগকে  
 ইহা বলিয়াছিলেন । যে বিধানক্রম পুরোক্ত  
 প্রকারে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণপূর্বক এই বিবিধ  
 প্রতিপালন করেন, তিনি সংসারের মায়াজাল  
 পরিভ্রাণ করিয়া অনাময় পরম মঙ্গলকর,  
 মোক্ষপদ প্রাপ্ত হন । ৮৪ -২০ ।

চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

ভরবে তু ধনং দধা স্রীত তদমুজ্ঞানম্ ।  
 চীর্ণব্রতোহথ যুক্তা স শতঃ সাক্ষ্যমহিতি ১  
 বৈশ্বীং ধারয়েদ্বষ্টিমন্তর্বাসন্তথোত্তরম্ ।  
 যজ্ঞোপবীতদ্বিঃস্রং সৌদকঞ্চ কমণ্ডলুম্ ২  
 ছতকোক্ষৌষমঃ পাতকে চাপ্যাপানতৌ ।  
 রৌদ্রে চ কুণ্ডলে ধার্যো বৃন্তকেশনথঃ সূচয়  
 স্বাধ্যায়ে নিত্যযুক্তঃ স্তাবহির্মাল্যঃ ন ধারয়েৎ  
 অস্ত্রং কাঞ্চনাঙ্ঘ্রিপ্রো ন রক্তাং বিভূষণং অঙ্গ  
 শুক্রাদ্রবণৈঃ নিত্যঃ সুগন্ধঃ প্রিয়দর্শনঃ ।  
 ন জীর্ণমণবদ্বাসা ভবেদৈব বিভবে সতি ৩  
 ন রক্তমূলগন্ধাভ্যুতং বাসো ন কুণ্ডিকাম্ ।  
 নোপাংগো স্রজঃ বাধ পাতকে ন প্রয়োজ্যে

পঞ্চদশ অধ্যায় ।

ব্রাস বলিলেন,—হে দ্বিজোত্তমগণ  
 দ্বিজাতিগণ নিজ শাখাধায়নের পর এ  
 বেদ, হই বেদ, তিন বেদ, বা চারি বেদ  
 অধ্যয়ন করিবেন । অধ্যয়ন করিয়া বেদ  
 সম্যকরূপে অবগত হইয়া পরে সমাবর্তন  
 স্নান করিবেন । শুক্রকে ধন্বাতা পণ্ডিত  
 তুষ্ট করিয়া তাঁহার আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক  
 সমাবর্তন স্নান করিবেন । আচরিতজ্ঞ  
 ঐশ্বকচেতাঃ, শক্তিমান ব্যক্তিই সমাবর্তন  
 স্নানের অধিকারী । স্নাতক বংশযষ্টি, অ  
 ধ্যাস, উত্তরীয় বস্ত্র, যজ্ঞোপবীতদ্বয় ও ব  
 সাহন কমণ্ডলু, এই সাত ধারণ করিবেন  
 নথ-কেশ কর্তন করিয়া সূচি হইয়া ছত্র, নি  
 উষীষ, চন্দ্রপাতকা, কাষ্ঠপাতকা ও স্বর্ণমূল্য  
 ধারণ করিবে । প্রত্যহ বেদাধ্যয়ন-ব  
 হাবে । বহির্মাল্য ধারণ করিবে না ।  
 মাল্য ব্যতীত অস্ত্র রক্তমালা ধারণ ক  
 না । শুক্রবস্ত্র পরিধান ও অঙ্গ সুগন্ধ  
 লেপন করিবে । সর্ষদা প্রিয়দর্শন  
 বিভবসঙ্গে জার্ণ বা মালিন বস্ত্র পরিধান  
 না । রক্তবস্ত্র, উৎকট বস্ত্র বা অস্ত্র  
 পরিধৃত বস্ত্র পরিধান করিবে না এবং  
 কমণ্ডলুও ধারণ করিবে না । এই

উপবীতমলকারং দর্ভান্ কৃষ্ণাজিনানি চ ।  
 নাপসব্যং পরীদখ্যাযাসো ন বিকৃতকং যৎ ॥ ৮  
 আহরেষিবিবদারান্ সদৃশ'নাশনঃ শুভান্ ।  
 রূপ-লক্ষণসংযুক্তান্ যোনিদোষবিবর্জিতান্ ॥ ৯  
 অমাতৃগোত্র প্রভবামসমানর্ষিগোত্রজাম্ ।  
 আহরেৎব্রাহ্মণো ভাৰ্য্যাং শীলশৌচসম'বৃত্তাম্  
 ঋতুকালভিগামী স্তাদ্ভবৎ পুত্রোহভিজায়তে  
 বর্জয়েৎ প্রতিষিদ্ধানি প্রযত্নেন দিনানি তু ॥ ১১  
 যষ্টীষ্টমীঃ পঞ্চদশীঃ ষাট্শদশী চতুর্দশীম্ ।  
 ব্রহ্মচারী তবেব্রিভ্যঃ ব্রাহ্মণঃ সংযতে'শ্রয়ঃ ॥ ১২  
 আদম্বীতাবসখ্যাগ্নিঃ কুহ্মজ্জাতবেদসম্ ।  
 ব্রতানি স্নাতকো নিত্যং পাবনানি চ পালয়েৎ  
 বেদোদিতং স্বকং কৰ্ম্ম নিত্যং কুর্বাদতল্লিতঃ ।  
 অকুর্মাণঃ পতন্তাত্ত নরকান যাত্ত ভীষণান ॥  
 অতঃসেৎ প্রযতো দেবো মহাসংক'শক্ ভাবয়েৎ

অন্তধৃত চর্ম্মপাত্রকা বা কাষ্ঠপাত্রকা, মাংস, উপ-  
 বীত, অলঙ্কার, কুশ ও কৃষ্ণাজিন ও ধাবণ  
 করিবে না । অপসব্যং ইহা থাকিবে না, বিকৃত বস্ত্র পরিধান করিবে না । রূপলক্ষণ-  
 সম্পন্ন, যোনি-দোষবিবর্জিত, মঙ্গলময়ী ও  
 আত্ম-সবর্ণা স্ত্রীকে যথাবিধি বিবাহ করিবে ।  
 সমানগোত্রা সমানপ্রবরা বা মাতামহ-গোত্রা  
 কস্তাকে বিবাহ করিবে না । শীলাবতা ও  
 গোচাচারসম্পন্ন কস্তাকে বিবাহ করিবে ।  
 ১—১০ । যতদিন পর্য্যন্ত পুত্র জন্মিবে পাত্রে  
 সেই পর্য্যন্ত, ঋতুনিষিদ্ধ দিন বাহিরেও কত  
 কালে, যত্নসহকারে ভাৰ্য্যাকে অভিগমন  
 করিবে । যষ্টী, অষ্টমী, ষাট্শদশী, চতুর্দশী এবং  
 পূর্ণিমা ও অমাবস্তা তিথিতে ভাৰ্য্যা গমন  
 করিবে না । এই সকল তিথিতে ব্রাহ্মণ  
 সংযতে'শ্রয় হইয়া সদা ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন  
 করিবে । স্নাতক নিত্যই আবসখ্যাগ্নি গ্রহণ  
 করিবে ও অগ্নিতে হোম করিবে এবং পবিত্র-  
 কারক ত্রত সমুদয় পালন করিবে । প্রত্যহ  
 অনলস হইয়া বেদোক্ত অকৌথ কাণ্ডা করিবে,  
 পালনা করিলে শীঘ্রই পতিত হয় ও দেহান্তে  
 । নরকে বাস করে । প্রবৃত্ত হইয়া বেদ-

কুর্বাদগৃহাণি কৰ্ম্মাণি সঙ্কোচাপানমেব চ ॥ ১৫  
 সখ্যাং সমাধিকৈঃ কুর্বাদচর্চয়েদৌষধং সখা ।  
 দৈবতান্ত্রিগচ্ছেত কুর্বাদ্ভাৰ্য্যাবিভূষণম্ (ক) ॥  
 ন ধর্ম্মং খ্যাপয়ে'ষ্মান্ ন পাপং গৃহয়েদপি ।  
 কুবীতাক্ষহিতং নিত্যং সর্বভূতান্নকম্পনম্ ॥ ১৭  
 বয়সঃ কৰ্ম্মণোহর্থস্ত অ'হস্তান্তাজনস্ত চ ।  
 বেদবাগবুদ্ধিসাক্ষ্যপাচরেষিহরেৎ সদা ॥ ১৮  
 অতি-শ্রুতাদিতঃ সম্যক্ সাধুত্বশ্চ সেবিতঃ ।  
 তমাচারং নিষেবেত নেহেতাশ্রম কুর্হ'চৎ ॥ ১৯  
 যেনাস্ত পিতরো ধাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ  
 তেন যায়াৎ সত্যং মার্গং তেন গচ্ছন্ত'রষ্যতি

পাঠ করিবে, মহাযজ্ঞ সমুদয় ( অর্থাৎ বেদ-  
 পাঠাদিরূপ পঞ্চ প্রকার যজ্ঞ ) করিবে এবং  
 গৃহোক্ত বস্ত্র সকল ও সঙ্কোচাপান করিবে ।  
 আপনার সমান বা অধিক গুণাদি সম্পন্ন  
 ব্যক্তির সহিত মিত্রতা করিবে । সর্বদা ঈশ্বর-  
 আরাধনায় বৃত্ত থাকিবে, সর্বদা দেবপরাধণ  
 হইবে এবং ভাৰ্য্যাকে ভূষিত করিবে । সর্বদা  
 লোকের নিকটে 'আমি এই ধর্ম্মা কার্য্য করি-  
 য়ছি' এরূপ প্রচার করিবে না এবং নিজের  
 পাপ গোপন করিবে না । যাহাতে সর্বভূতের  
 প্রতি অনুকম্পা থাকে, এরূপ আপনার হিত  
 জনক কাণ্ডা করিবে । আপনার যেমন বয়স,  
 যেরূপ বস্ত্র, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বেদা-  
 ধায়ন ও যাদৃশ ব'শনযাদি; সর্বদা বেশভূষা  
 বেদ, বাক্য ও বুদ্ধি তদনুরূপ করিয়া শ্রুত  
 কাণ্ডাথান করিবে । অতি-শ্রুতান্ত্র এবং সাধু  
 জনকর্তৃক সম্যক প্রকারে অনুষ্ঠিত আচারেরই  
 অনুষ্ঠান করিবে; অন্য কোন আচারে যত্ন  
 করিবে না । পরস্পর বিকৃত উভয় ধর্ম্মেই  
 সন্দেহ উপস্থিত হইলে, এইরূপ মীমাংসা  
 করিবে যে, পিতা-পিতামহ প্রভৃতি যে সংপথ  
 অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, সাধুদিগের অব-  
 লম্বিত সেই পথেই গমন করিতে হইবে;  
 তাহাতেই সে পাপ হইতে উত্তীর্ণ হইবে ।

ক) ভাৰ্য্যাভিপোষণমিতি বা পাঠঃ



নিত্যং স্বাধায়াশীলঃ স্মারিতাং যজ্ঞোপবীতবান্ । যথাশক্তি চরেৎ চর্য্য নিন্দিতানি বিবৰ্জয়েৎ ॥ ২০ ॥  
 সৎবাদৌ জিতক্রোধো ব্রহ্মভূষায় কল্পতে ॥ ২১ ॥  
 সক্ষ্যান্নানপরো নিত্যং ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণঃ ।  
 অনন্যগ্রী যুহুদীভ্যো গৃহস্থঃ প্রেত্য বর্জ্যতে ॥ ২২ ॥  
 বীতরাগভয়ক্রোধো লোভমোহবিবৰ্জিতঃ ।  
 সাবিত্রীজাপনিরতঃ শ্রাদ্ধকৃৎসুচ্যতে গৃহী ॥ ২৩ ॥  
 মাতাপিত্রোহীতে যুক্তো গোব্রাহ্মণহিতে রতঃ  
 দাতা যজ্ঞা দেবভক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥  
 ত্রিবর্গসেবী সততং দেবভানাক্ষ পূজনম্ ।  
 কুর্যাদহরহর্নিত্যং নমস্তেৎ প্রয়তঃ সুরান্ ॥ ২৪ ॥  
 বিভাগশীলঃ সততং কমাযুক্তো দয়ালুকঃ ।  
 গৃহস্থস্ত সমাখ্যাতো ন গৃহেণ গৃহী ভবেৎ ॥ ২৫ ॥  
 কমা দয়া চ বিজ্ঞানং সত্যকৈব দমঃ শমঃ ।  
 অধ্যাত্মনিরতজ্ঞানমেতদব্রাহ্মণলক্ষণম্ ॥ ২৬ ॥  
 এতস্মিন্ন প্রমাদোত বিশেষেণ দ্বিজোক্তমঃ ।

১১—২০। এইরূপ প্রত্যহ বেদাধ্যয়নকারী যজ্ঞোপবীতযুক্ত, সত্যবাদী ও জিতক্রোধ ব্যক্তিই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সক্ষ্যান্নান ও ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ, অনন্যগ্রী (অর্থাৎ পরপুণে দোষারোপবিহীন), যুহু ও দাতা (ইন্দ্রিয়দমন-শীল) গৃহস্থ পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্ত হন। যিনি গৃহস্থাত্মমে থাকিয়া বিষয়াসক্তি, ক্রোধ, লোভ, ভয় ও মোহ পরিত্যাগপূর্বক বিধানান্তসারে সাবিত্রীজপ ও শ্রাদ্ধ করেন, তিনি সংসার হইতে মুক্ত হন। যিনি সর্বদা মাতা পিতা গুরু ও ব্রাহ্মণদিগের হিতসাধনে রত, দেব ভক্ত এবং দান ও যজ্ঞানুষ্ঠানপরায়ণ, তিনি ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হন। গৃহী, ধন্য, অর্গ ও কাম সতত এই ত্রিবর্গ সাধন করিবেন। প্রত্যহ শুদ্ধান্তঃকরণে দেবভাদিগকে প্রণাম ও তাঁহাদিগকে পূজা করিবেন। গৃহ-স্থিত, বিভাগশীল, সর্বদা কমাযুক্ত ও দয়ালু ব্যক্তিকে গৃহস্থ বলে; কেবল গৃহে বাস করি লেই গৃহস্থ হইতে পারে না। কমা, দয়া, বিজ্ঞান, সত্য, দম, শম, ও অধ্যাত্মনিরত জ্ঞান এইগুলি ব্রাহ্মণের লক্ষণ। ব্রাহ্মণ এই সমস্ত গুণগুলি বিশেষরূপে প্রতিপালন করিবেন,

বিধুয় মোহকলিলং লব্ধ্বা যোগমমুত্তমম্ ।  
 গৃহস্থো যুচ্যতে ব্রহ্মান্নাজ কার্য্য বিচারণা ॥ ২১ ॥  
 বিগর্হীতিক্রমাক্ষেপ-হিংসা-বন্ধ-বধাশ্রয়ান্ ।  
 অন্তমম্মাসমুখানাং দোষণাং মৰ্ষণং কমা ॥ ২২ ॥  
 স্বস্তুঃখেদৈব কারুণ্যং পরস্তুঃখেসু সৌহৃদ্যং ।  
 দয়তি মুনয়ঃ প্রাহঃ সাক্ষাৎকৃত্য সাধনম্ ॥ ২৩ ॥  
 চতুর্দশানাং বিদ্যাণাং ধারণং হি যথার্থতঃ ।  
 বিজ্ঞানমিতি তদ্বিদ্যাদ্যেহ ধর্ম্মো বিবৰ্জ্যতে ॥ ২৪ ॥  
 অধীত্য বিধিবন্ধেদানর্থকৈবোপলভ্য তু ।  
 ধর্ম্মকার্য্যান্নিবৃত্তশ্চেন্ন তদ্বিজ্ঞানমিষ্যতে ॥ ২৫ ॥  
 সত্যেন লোকান্ জয়তি সত্যং তৎ পরমং পদম্ ।  
 যথাভূতপ্রবাদস্ত সত্যমাহর্ম্মনৌষধিঃ ॥ ২৬ ॥  
 দমঃ শরীরোপরমঃ শমঃ প্রজ্ঞাপ্রসাদজঃ ।  
 অধ্যাত্মমক্ষরং বিদ্যাদ্যত্র গতা ন শোচতি ॥ ২৭ ॥

কখনই তাহা হইতে হীন হইবেন না। আর নিন্দিত কন্ম পরিত্যাগপূর্বক যথাশক্তি সং-কন্মানুষ্ঠান করিবেন। মোহজাল ছেদনপূর্বক শ্রেষ্ঠযোগ লাভ করিলে গৃহস্থ সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। ২১—২২। অন্তকর্তৃক ক্রোধপূর্বক কৃত নিন্দা, অতিক্রম (অনাদর), তিরস্কার, হিংসা, বন্ধন ও বধোদ্‌যোগরূপ দোষ-সমূহ সহ করার নাম কমা। আপ-নার তুঃখের স্তায় পরের তুঃখে সুহৃদভাবে কৰুণা করার নাম দয়া; মুনীগণ এই দ্বয়কে সাক্ষাৎ ধর্ম্মের কারণ বলিয়াছেন। চতুর্দশ বিদ্যার অর্থ জ্ঞানপূর্বক ধারণের নাম বিজ্ঞান জানিবে। সেই বিজ্ঞান দ্বারা ধর্ম্মবুদ্ধি হয়। যথাবিধি বেদ অধ্যয়নপূর্বক তাহার অর্থ সম্যকরূপে অবগত হইয়াও যদি ধর্ম্মকার্য্য না করে, তাহা হইলে তাহার সে জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায় না। যেকর্ণ ঘটন। হইয়াছে, সেইরূপ বলার নাম সত্য, ইহা মনোবিগণ বলিয়াছেন। সেই সত্য দ্বারা পরকালে লোকসমস্ত জয় করিতে পারে; সত্যই সেই পরমপদ। তপ-স্তাদি দ্বারা শরীরক্ষয়ের নাম দম। বুদ্ধি

যা স দেবো ভগবান্ বিদ্যায়া বেদ্যতে পরঃ ।

সাক্ষাদেবো মহাদেবস্তজ্জানামিতি কৌৰ্ণ্তিতম্ ।  
কৌৰ্ণ্তিতম্ পরো বিদ্বান্ নিত্যমক্ৰোধনঃ শুচিঃ ।

মহাযজ্ঞপরো বিদ্বান্ লভতে তত্ত্বমুত্তমম্ ॥ ৩৭

বর্ষেভ্যস্তত্তমং যজ্ঞাচ্ছরীরং পরিপালয়েৎ ।

ন চ দেহং বিনা কস্যঃ পুরুষো বিদ্যাতে পরঃ ।

নিত্যং ধর্ম্মার্থকামেষু যুজ্যাত নিয়তো দ্বিজঃ ।

ন ধর্ম্মবর্জিতঃ কামমর্থঃ বা মনস স্মবেৎ ॥ ৩৯

সৌদামন্যং চ ধর্ম্মাৎ ২ ধর্ম্মাৎ সমাচরৎ ।

বর্ষে হি ভগবান্ দেবো গতিঃ সর্বেষু জন্তুযু

জ্ঞানঃ প্রিয়কারী স্তান্ পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ ।

ন বেদ-দেবতানিধ্যাং কুর্ধ্যাৎ তৈশ্চ ন সংবদেৎ

বর্ষং নিয়তঃ বিপ্রো ধর্ম্মাধ্যায়ঃ পঠেচ্ছুচিঃ ।

অধ্যাপয়েচ্ছ্রাবয়েচ্ছা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৪২

ইতি শ্রীকৌৰ্ণ্মে মহাপুৰাণে উপনিষাদাগে

ব্রহ্মবিদ্যায়াং ধর্ম্মাধ্যায়ো নাম

পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ও প্রসন্নতাতে যাহা জন্মে, তাহার নাম শম ।

যেখানে গিগা শোক করিতে না হয়, সেই

অক্ষর পরব্রহ্মের নাম অধ্যাত্ম । যে বিদ্যা

যারা দেবাদিদেব ভগবান্ মহাদেবকে

সাক্ষাৎসম্বন্ধে জানা যায়, তাহা জ্ঞান নামে

কৌৰ্ণ্তিত হইয়া থাকে । মহাদেবে যাহার মতি,

যিনি মহাদেবার্চনপরাধন এবং নিত্য

অক্রোধী ও শুচি, তিনিই বিদ্বান্ ; মহাযজ্ঞ-

পরাধন সেই বিদ্বান্ই উৎকৃষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ

করেন । বর্ষের গৃহস্থরূপ শরীরকে যত্নপূর্ব্বক

পালন করিবে । দেহ ব্যতীত সেই পরম-

পুরুষ মহাদেবকে লাভ করা যায় না । গৃহী

সর্ব্বদা সংযত হইয়া ধর্ম্ম, অর্থ ও কামে নিরত

থাকিবে, কিন্তু ধর্ম্মবর্জিত অর্থ বা কাম মনেও

চিন্তা করিবে না । ধর্ম্মার্থ্য যারা অবগত

হইলেও কদাচ অধর্ম্ম আচরণ করিবে না ।

দেবরূপী ভগবান্ ধর্ম্মই সকল প্রাণীর গতি ।

সকল প্রাণীর প্রিয়কর্ম্ম করিবে, পরদ্রোহে

কদাচি বৃদ্ধি করিবে না, বেদ বা দেবতার

বোড়শোধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

ন হিংস্তাৎ সর্ব্বভূতানি নানুতং বা বদেৎ কচিং

নাহিতং নাপ্রিয়ং ক্রদান্ স্তেনঃ স্তাৎ কথঞ্চন ॥ ১

ভূণঃ বা যদি বা শাকং মৃদং বা জলমেব বা ।

পবস্তাপহবন জন্তুর্নরকং প্রতিপদ্যাতে ॥ ২

ন রাজঃ প্রতিগৃহীয়াৎ ন শূদ্রাৎ পতিভাদপি ।

ন চাত্মস্য দণ্ডকাস্তং যদি চ তর্জয়েদুদ্বিধঃ ॥ ৩

নিশাং যাচনকো ন স্ত ৫ পুনস্তঃ নৈঃ যাচয়েৎ

প্রাণানপহরতোষ যাচকস্তস্ত তুর্ঘাতঃ ॥ ৪

ন দেবভ্রাবাহারী স্তাঃ শশেষেণ বিজোক্তমাঃ ।

ব্রহ্মহং বা নাপহরেদাপদ্যাপি কদাচন ॥ ৫

নিন্দা করিবে না, এমন কি, যে দেবতার নিন্দা

করে, তাহার সহিত আলাপ করিবে না । যে

ব্রাহ্মণ শুচি হইয়া সর্ব্বদা এই ধর্ম্মাধ্যায় পাঠ

করেন বা পাঠ করান অথবা অন্তকে অবশ

করান, তিনি দেহান্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া

তথায় সম্মানিত হইয়া থাকেন । ৩০—৪২ ।

পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৫ ॥

বোড়শ অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—কোনও প্রাণীর হিংসা

করিবে না । কখন মিথ্যা কথা বলিবে না ।

অহিতকর বা অপ্রিয় কথা বলিবে না । কোন-

রূপে চুরি করিবে না । পরের ভূণ, শাক,

মৃন্তিক বা জল চুরি করিলেও মানব নরকে

যায় । রাজা, শূদ্র এবং পতিত ব্যক্তির নিকট

দান গ্রহণ করিবে না । যদি অশক্ত হয়, তাহা

হইলে অন্ত সকলের কাছেই প্রতিগ্রহ করিতে

পারিবে ; কিন্তু পতিতের কাছে কখনই প্রতি-

গ্রহ করিবে না । সর্ব্বদা যাচুঞা করিবে না

এবং পুনঃপুন এক জনের নিকটে যাচুঞা

করিবে না । প্রতাহ একজনের নিকটে

যাচুঞাকারী তুর্ঘতি যাচক, তাহার প্রাণ হরণ

করে । হে বিজোক্তমগণ ! আপংকালে অর্ধাৎ

ন বিষং বিষমিত্যাহং স্বং বিষমুচ্যতে ।  
 দেবক্যপি যত্নেন সদা পরিহরেৎ ততঃ ॥ ৬  
 পুন্নে শাকোদকে কাঠে তথা মূলে তুণে কলে  
 অদস্তাদানমন্তেয়ং মমুঃ প্রাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৭  
 গৃহীতব্যানি পুন্নাণি দেবার্চনবিধৌ স্থিতৈঃ ।  
 নৈকস্বাদেব নিরতমনহুজায় কেবলম্ ॥ ৮  
 তুণং কাঠং কলং পুন্নাং প্রকাশং বৈ হরেদ্বৃথঃ  
 ধর্মার্থং কেবলং বিপ্রা হস্তথা পতিতো ভবেৎ ॥  
 তিল-মুগ-যবাদীনাং মুষ্টিপ্রীত্যা পথি স্থিতৈঃ ।  
 কুখার্ভির্ভাষ্যথা বিপ্রা ধর্মবিত্তিরিতি হিতৈঃ ॥ ১০  
 ন ধর্মপাদেশেন পাপং কুত্বা ততঃ চরেৎ ।  
 ততেন পাপং প্রচ্ছাদ্য কুর্স্বা ত্রীশুশ্রলন্তনম্ ॥ ১১

প্রত্যেহ চেদৃশো বিপ্রো গর্হ্যতে স্বকব্যবিত্তি  
 ছয়নাচরিতং যত্ন ততঃ স্বক্যংসি গচ্ছতি ॥ ৬  
 অলিন্দী লিঙ্গিবেশেন যো বৃত্তিমুগ্ধোবতি ।  
 স লিঙ্গিনাং হরেদেন্তির্ধ্যাপুণো নো চ জারকে  
 বৈভালব্রতিনঃ পাপা লোকে ধর্মবিনাশকঃ ॥  
 সদাঃ পতিস্তি পাপেষু ধর্মপতন্ত তৎ কলম্ ॥ ৮  
 পায়তিনো বিকর্মস্থান বামাচারান্তধেব চ ।  
 পঞ্চরাত্রান্ পাশপতান্ বাধ্যাংগোপি নার্কবে  
 বেদনিন্দারতান্ মর্জ্যান্ দেবনিন্দারতাংস্তথা ॥  
 শিজনিন্দারতাংষ্টেচব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ১০  
 যাজনং যোনিষস্বজং সহবাসঞ্চ ভাষণম্ ।  
 কুর্য্যণঃ পততে অন্তস্তস্মাদ্যত্নেন বর্জয়েৎ ॥ ১১

অতি কষ্টে পতিত হইলেও কদাচ দেবদ্রব্য ও  
 ব্রহ্ম অপরহণ করিবে না। মুনিগণ সর্পাদি-  
 মুখনিঃসৃত বিষকে বিষ বলেন নাই, কিন্তু  
 ব্রহ্ম ও দেবকেই বিষ বলিয়াছেন; অত-  
 এব তাহা সর্বদা পরিভ্যাগ করিবে। শাক,  
 জল, কল, মূল ও তুণ এই সমুদয় দ্রব্য দ্রব্য-  
 স্বামী দান না করিলেও যদি গ্রহণ করা যায়,  
 তথাপি তাহা চুরি বলিয়া গণ্য হয় না, প্রজ-  
 পতি মনু এই কথা বলিয়াছেন। তন্মধ্যে  
 বিশেষ এই যে, দেবপূজার নিমিত্ত শিজনগণ  
 না বালিয়া পুন্না গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু  
 তাহাও স্বামীর অজ্ঞমতি ব্যতীত প্রত্যহ এক-  
 স্থান হইতে গ্রহণ করিবে না। আর তুণ,  
 কাঠ, কল ও পুন্না এই সমস্ত অদস্ত বস্তু  
 কেবল ধর্মের নিমিত্তই পণ্ডিত ব্যক্তি প্রকাত-  
 রূপে গ্রহণ করিবেন। কিন্তু উপভোগাদির  
 জন্য গ্রহণ করিলে পতিত হইবেন। কুখা-  
 র্ভাষিত পথিক তিল, মুগ, যব প্রভৃতি  
 মুষ্টিপরিমাণে গ্রহণ করিতে পারিবেন। কিন্তু  
 কুখার্ভ না হইলে অধিক পরিমাণে গ্রহণ  
 করিবে না, ধর্মবেত্তারা এই নিয়ম নির্দেশ  
 করিয়াছেন। ১—১০। পাপ করিয়া বান্ধ-  
 বিক প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ প্রাজাপত্যাদি ব্রত করি-  
 বার সময়ে পাপ গোপন করিয়া “আমি পুণ্যার্থ  
 এই ব্রতাহুতান করিতেছি, প্রায়শ্চিত্তার্থ

নহে” এইরূপ বাক্যে হ্রী ও শ্রীাদি ব্যক্তিকে  
 মুগ্ধ করিয়া কোন অহুতান করিবে না। ছল  
 করিয়া যে ব্রতের আচরণ করা হয়, তাহা  
 বান্ধসদিগের ভোগ্য হয় (মুতরাং তাহা  
 নিফল), পরন্তু একপ ব্রতকারী ব্রাহ্মণ পর-  
 লোকে ও ইহলোকে ব্রহ্মবাদিগণ কর্তৃক  
 নির্দিত হইয়া থাকে। যাহার যাহা লিঙ্গ  
 নহে অর্থাৎ বর্ণাশ্রমবিহীন চিহ্ন নহে,  
 সে যদি সেই সকল চিহ্নাদি ধারণ করিয়া  
 তদ্বারা জীবিকা নিরূপ করে, তাহা  
 হইলে তদ্বারা সে বর্ণাশ্রমদিগের পাপ গ্রহণ  
 করে এবং সেই পাপে জন্মান্তরে ত্রিধ্যক-  
 যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ধর্ম-  
 বিনাশক, বিভালব্রতধারী সেই পাপিগণ  
 পাপের কলে সদাই পতিত হয়। তাহার সেই  
 কর্মের ইহাই কল। পায়তী অর্থাৎ বেদ-  
 বিরুদ্ধমার্গাবলম্বী, বর্ণান্তরবৃত্তিধারী, পঞ্চ-  
 রাত্রমতাবলম্বী, পাশপতধর্মাবলম্বীদিগকে বাক্য  
 দ্বারাও অর্চনা করিবে না (পরন্তু অহুতানে  
 নিষেধ নাই)। বেদ-নিন্দারত, দেব-নিন্দা-  
 রত এবং ব্রাহ্মণ-নিন্দারত ব্যক্তিদগকে  
 মনে মনেও চিন্তা করিবে না। এই সকল  
 পাপিগণ পতিত; ইহাদিগের সহিত যাজন,  
 যোনিষস্ব (বিবাহাদি সস্ব), সহবাস  
 (একাসনে বাস করা) ও সূতায়ণ করিলেও

দেবদ্রোহাদৃকদ্রোহঃ কোটিকোটিকাধিকঃ  
জ্ঞানাপবাদো নাস্তিক্যং তন্ম্যাং কোটিকাধিকঃ  
গোভিষ্ঠ দৈবতৈবিত্রৈঃ কৃষ্যা রাজ্যপসেবয়া  
কুলান্তকুলতাং যাস্তি যানি হীনানি বৃত্ততঃ ॥ ১১ ॥  
কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপেবেদানধ্যয়নেন চ ।  
কুলান্তকুলতাং যাস্তি ব্রাহ্মণাভিক্রমেণ চ ॥ ২০ ॥  
অনুভাৎ পারদাধ্যাক্ষ তথাভক্ষ্য ভক্ষণাৎ ।  
অশ্রোতধর্ম্যাচরণাৎ কিপ্রং নশ্রুতি বৈ কুলম্ ॥  
অশ্রোত্রিয়েষু বৈ দানাদ্রব্যলেষু তথৈব চ ।  
বিহিতাচারহীনেষু কিপ্রং নশ্রুতি বৈ কুলম্ ॥ ২২ ॥  
নাধাশ্রিকৈবৃত্তে গ্রামে ন ব্যাধিবহুলে ভূমম্ ।  
ন শূদ্ররাজ্যে নিবসেয় পাশুভূতনৈবৃত্তে ॥ ২৩ ॥  
হিমবতীয়াযোর্মধ্যে পূর্বপশ্চিময়োঃ শুভম্ ।  
যুজ্য সমুদ্রযোর্দেশং নান্তত্র নিবসেদ্বিজঃ ॥ ২৪ ॥

পতিত হইতে হয়। এইজন্য যতপূর্বক তাহা-  
দিগের সহিত এই সমস্ত কার্য পরিত্যাগ  
করিবে। দেবদ্রোহ হইতে গুরুদ্রোহ কোটি  
গুণে অধিক দোষজনক। আবার জ্ঞানাপ-  
বাদ বা নাস্তিক্য, গুরুদ্রোহ অপেক্ষাও  
কোটিগুণে অধিক দোষজনক। গো, ব্রাহ্মণ,  
দেবতা, কৃষাদি বা রাজসেবা প্রভৃতির অপকর্ষ  
ঘটিলে কিহা কুলক্রমাগত সদাচার নষ্ট হইলে  
প্রশস্ত কুলেরও অপকর্ষ ঘটিয়া থাকে।  
কুবিবাহ, সংক্রিমার অনশ্রুতান, বেদ পাঠের  
অভাব এবং ব্রাহ্মণের অবমাননা করি-  
লেও কুল দূষিত হয়। ১১—২০। মিথ্যা-  
কথন, পরদারগমন, অভক্ষ্যভক্ষণ ও ঋতি-  
বিকল্প ধর্ম্যাচরণহেতু কুল সত্ত্ব নাশ-  
প্রাপ্ত হয়। অশ্রোত্রিয় ও বিহিতাচারহীন  
বিজগণকে এবং শূদ্রদিগকে দান করিলেও  
কুল অবনত হয়। যে গ্রামে বহুতর  
অধাৰ্ম্মিক ও পাশুভিগণ বাস করে তথায় এবং  
অত্যন্ত রোগবতল-গ্রামে এবং শূদ্রের রাজ্যে  
বাস করিবে না। বিজ হিমালয় ও বিজ্যা-  
পর্বতের মধ্যস্থলে বাস করিবে; আর পূর্ব  
বা পশ্চিম সমুদ্রের তীরবর্তী দেশ পরিত্যাগ  
করিয়া পূর্ব বা পশ্চিম ভাগেও শুভ দেশে

কৃষ্যে বা যত্র চরতি যুগো নিত্যং স্বভাবতঃ ।  
পুণ্যাশ্চ বিজ্ঞতা নর্যন্তত্র বা নিবসেদ্বিজঃ ॥ ২৫ ॥  
অর্ধক্ৰোশান্নদৌকলং বর্জয়িত্বা বিজ্ঞোত্তমঃ ।  
নান্তত্র নিবসেৎ পুণ্যং নান্ত্যজগ্রামসান্নিধৌ ॥ ২৬ ॥  
ন সংবসেচ্চ পতিতৈর্ন চণ্ডালৈর্ন পুরুশৈঃ ।  
ন মূথৈর্ন বলিষ্টৈশ্চ নাস্ত্যর্জ্যাস্ত্যাবসায়িভিঃ ॥ ২৭ ॥  
একশয্যাসনং পঙ্ক্তিভাণ্ডপকারমিশ্রণম্ ।  
যাজনাধ্যাপনে যোনিশ্রুতৈব সহভোজনম্ ॥ ২৮ ॥  
সহাধ্যায়শ্চ দশমঃ সহযাজনমেব চ ।  
একাদশৈতে নির্দিষ্টা দোষাঃ সত্ত্বসংজিতাঃ ॥ ২৯ ॥

বাস করিতে পারে, কিন্তু অন্তর্দেশে বাস  
করিবে না। যে দেশে প্রত্যহ কৃকসার যুগ  
স্বভাবতঃ বিচরণ করে ও শাস্ত্রোক্ত পবিত্র  
নদী সকল বহিয়া থাকে, বিজ সেই স্থানে  
বাস করিবে। ব্রাহ্মণ নদীসমীপবর্তী  
অর্ধক্ৰোশ-পরিমিত স্থান পরিত্যাগ করিয়া  
বাস করিবে; এতদ্ভিন্ন অন্তত্র পবিত্রভাবে  
বাস করিতে পারিবে না। চাণ্ডালাদির নিকট-  
বর্তী গ্রামেও বাস করিবে না। পতিত,  
চাণ্ডাল, পুরুশ, মূর্থ, ধনাধমদে গন্ধিত,  
রজকাদি নৌচজাতি ও অন্ত্যাবসায়ীদিগের  
সহিত বাস করিবে না\*। এই সকল ব্যক্তির  
সহিত একশয্যায় শয়ন, একাসনে উপবেশন,  
এক পঙ্ক্তিতে ভোজন ভাণ্ডমিশ্রণ ও পকা-  
য়েব মিশ্রণ, ইহাদের পৌরোহিত্য, ইহাদিগকে  
অধ্যাপনা, ইহাদের সহিত বিবাহাদি সম্বন্ধ,  
কালান্তরে বা এককালে একপাত্রের সহ-  
ভোজন, একত্রে অধ্যয়ন ও একত্রে যাজন

\* ব্রাহ্মণপরিণীতা শূদ্রার গর্ভজাত পুত্র—  
নিষাদ জাতি। নিষাদের শূদ্রগর্ভোৎপন্ন  
পুত্রকে পুরুশ এবং নিষাদীর গর্ভে চণ্ডালোৎ-  
পন্ন পুত্রকে অন্ত্যাবসায়ী কহে। অথবা  
চাণ্ডালাদি শূদ্রজাতীয়ই অন্ত্যাবসায়ী।

যথা—

“চণ্ডালঃ স্বপচঃ কৃত্তা হৃতো বৈদেহকস্তথা ।  
মাগধায়োগবৌ চৈব সপ্তৈতেহন্ত্যাবসায়িনঃ ॥”

ସମୀପେ ବାପାବନ୍ଧାନାଂ ପ୍ରାପଂ ସଂକ୍ରନ୍ତେ ନୁମା  
ତନ୍ମାଂ ସର୍ବପ୍ରସନ୍ନେନ ସକ୍ରନ୍ତଃ ବର୍ଜୟେଦ୍ଧୃଃ । ୩୦  
ଏକପଞ୍ଚଭ୍ୟାମପିଷ୍ଠାଂ ସେ ନ ସ୍ପୃଶନ୍ତି ପରସ୍ପରଂ ।  
ତନ୍ମନା କୃତମର୍ଯ୍ୟାଦାଂ ନ ତେଷାଂ ସକ୍ରୋ ଉବେତ୍ । ୩୧  
ଅଗ୍ନିନା ତନ୍ମନା ଚୈବ ମାଲିନେନ ବିଶେଷତଃ ।  
ସାରେଂ ସ୍ତମ୍ଭମାର୍ଗେଂ ଯଦୁଚ୍ଛିଃ ପଞ୍ଚକ୍ତିର୍ବିଭିନ୍ନାତେ ।  
ନ କୃଷ୍ଣାଞ୍ଜଳିବିରାଗି ବିବାଦକୈବ ପୈଶ୍ବନୟ ।  
ପରକ୍ଷେତ୍ରେ ଗାଂ ଚରନ୍ତୀଂ ନ ଚାଚକୀତ କନ୍ତାଚିତ୍ । ୩୨  
ନ ସଂବସେତ୍ ସ୍ତୂତାକିନାଂ ନ କକ୍ଷିୟନ୍ତାମି ସ୍ପୃଶେତ୍ ।  
ନ ସୂର୍ଯ୍ୟପରିବେଶଂ ବା ନେନ୍ଦ୍ରଚାପଂ ଶବାୟିକମ୍ । ୩୩  
ପରମ୍ଭେ କଥୟେଦ୍ଦ୍ଵାହ୍ନିନିଂ ବା କଦାଚନ ।  
ନ କୃଷ୍ଣାଞ୍ଜଳିଃ ସାର୍ଜଂ ବିବାଦଂ ବକୁଭିକ୍ଷୁଧା । ୩୪  
ଆହ୍ନନଃ ପ୍ରତିକୂଳାନି ପରେଷାଂ ନ ସମାଚରେତ୍ ।

ଏହି ଏକାଦଶଟି ସକ୍ରନ୍ତନାମକ ଦୋଷ ବାଲ୍ୟା  
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଉଅଛି ; ଏହି ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଲେ  
ଇହାଦେବ ପାପେ ପାମ୍ପି ହୁଏତେ ହୟ, ଆଉ ଏହି  
ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକଟେ ବାସ କରିଲେଓ ପାପ  
ହେ ; ଏକତ୍ର ଯଦ୍ଦେବ ସହିତ ସକ୍ରନ୍ତପାପଜନକ କର୍ମ  
ସକଳ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ । ୨୧—୩୦ । କିନ୍ତୁ  
ଏକ ପଞ୍ଚକ୍ତିରେ ଉପବେଶନ କରିଯାଓ ଯଦି ତନ୍ମ  
ଦ୍ଵାରା ମାୟା ନିବନ୍ଧ କରେ ଓ ଯଦି ପରସ୍ପରକେ  
ସ୍ପର୍ଶ ନା କରେ, ତାହା ହୁଏଲେ ସକ୍ରନ୍ତ-ଦୋଷ ହୟ  
ନା । ଅଗ୍ନି, ଜଳ, ତନ୍ମ, ସ୍ତବ, ସ୍ତବ (ଥାମ  
ବା ଧୂତି) ଏବଂ ରାନ୍ତା ଏହି ଛଅ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ଵାରା  
ଏକ ପଞ୍ଚକ୍ତି ପୃଥକ୍ ହୁଏନା ଯାଏ (ଇହାର ମଧ୍ୟେ  
ସେ କେତେଟି ବ୍ୟବଧାନ ଥାକିଲେ ପଞ୍ଚକ୍ତିଦୋଷ  
ହୟ ନା) । ନିମ୍ନପ୍ରୟୋଜନ-ଶକ୍ତିତା ଓ ବିବାଦ  
ଏବଂ ଶତ୍ରୁତା କରିବେ ନା, ଆଉ ପରେର ଶକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ  
କ୍ଷେତ୍ରେ ଗମନ କରିଯା ଗାଭୀ ଶକ୍ତିାଦି ଉଦ୍ଧୃତ  
କରିଲେ ତାହା କାହାକେଓ ବାଲବେ ନା । ବିଷାନ୍  
ବ୍ୟକ୍ତି ଅଶୋଚୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ସହିତ ବସବାସ  
କରିବେ ନା ; କାହାକେଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟବେଦନା ଦିବେ ନା ।  
ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳର ପରିବେଶ, ଚନ୍ଦ୍ରର ପରିବେଶ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁଃ  
ଏବଂ ଶବାଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କହିଯା ଦେଖାହିବେନା ।  
ବହଲୋକର ସହିତ ଏବଂ ବକୁଗଣର ସହିତ  
ବିବାଦ କରିବେ ନା । ପରେର ଉପକାର କରିତେ  
ଗିୟା ଆପନାର ପ୍ରତିକୂଳ କର୍ମ କରିବେ ନା ।

ତିଥିଂ ପକ୍ଷନ୍ତଂ ନ କ୍ରୟାନ୍ ନକ୍ରୟାମି ନିର୍ଦ୍ଦିଷେଦ୍ଧୃଃ  
ନୋଦକ୍ୟାମତିତାସେତ ନାତୁଚିଂ ବା ସିଦ୍ଧୋଦକ୍ୟଃ ।  
ନ ଦେବ-ଶୁକ୍ରବିପ୍ରାଣାଂ ଦୌରମାନନ୍ତଃ କରୟେତ୍ । ୩୬  
ନ ଚାହ୍ନାଂ ପ୍ରାଣଂ ମେଷା ପରାନ୍ନିନ୍ଦାଂ ବର୍ଜୟେତ୍ ।  
ବେଦାନିନ୍ଦାଂ ଦେବାନିନ୍ଦାଂ ପ୍ରସଂହେନ ବିବର୍ଜୟେତ୍ । ୩୭  
ସକ୍ରନ୍ତ ଦେବାନୁଷ୍ଠାନ ବିପ୍ରାନ୍ ବେଦାନ୍ ବା ନିନାତି  
ବିଦ୍ଧଃ ।  
ନ ତନ୍ତୁ ନିକୃତିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟା ଶାନ୍ତେସିହ ଯୁନିଷ୍ଠବାଃ । ୩୮  
ନିନ୍ଦୟେତ୍ତେ ଶୁକ୍ରନ୍ ଦେବାନ୍ ବେଦଂ ବା ସୋମସ୍ତୁଂହଣମ୍ ।  
କଲ୍ଲକୋଟିଶତଂ ମାତ୍ରଂ ରୌରବେ ପତ୍ୟାତେ ନୟଃ । ୪୦  
ତୁକ୍ତୋପାମୀତ ନିନ୍ଦାୟାଂ ନ କ୍ରୟାଂ କିଞ୍ଚିଦ୍ଧୃତମ୍ ।  
କର୍ଣ୍ଣେ ପିଷାୟ ଗନ୍ତବ୍ୟାଂ ନ ଚୈତାନବଲୋକୟେତ୍ ।  
ବର୍ଜୟେତ୍ତେ ରହନ୍ତଃ ପରେଷାଂ ଗୃହେୟଦ୍ବୁଧଃ ।  
ବିବାଦଂ ସକ୍ରନ୍ତେଃ ସାର୍ଜଂ ନ କୃଷ୍ଣାଞ୍ଜଳି କଦାଚନ । ୪୨

ନିଜେର ଜନ୍ମ ସଦୃଶେ ଅନୁକ ପକ୍ଷୀୟ ଅନୁକ  
ତିଥିତେ ବା ଅନୁକ ନକ୍ଷତ୍ରେ ଜନ୍ମ ହୁଏତେ,  
ଏକପ କଥା କାହାକେଓ ବାଲବେ ନା । ବ୍ରାହ୍ମଣ,  
ରଜସ୍ଵଳା ବା ଅତୁଚି ବ୍ୟକ୍ତିର ସହିତ ଆଳାପ  
କରିବେ ନା । ଦେବତା, ଶୁକ୍ର ବା ବ୍ରାହ୍ମଣୋଦ୍ଦେଶେ  
ନାନ କରିତେ ଶୁକ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକେ ନାନ ହୁଏତେ  
ପ୍ରାତନିରୁଦ୍ଧ କରିବେ ନା । ନିଜେର ପ୍ରାଣଂ  
ଓ ଅପରେର ନିନ୍ଦା କରିବେ ନା । ଦେବତା-  
ନିନ୍ଦା ଓ ବେଦାନିନ୍ଦା ଯଦ୍ବିପ୍ରାଣକ ପରିତ୍ୟାଗ  
କରିବେ । ହେ ଯୁନିଷ୍ଠଗଣ ! ସେ ଶିଞ୍ଜ ଦେବତା  
ଆସି ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ନିନ୍ଦା ଏବଂ ବେଦନିନ୍ଦା କରେ,  
ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିକୃତିର ଉପାୟ କେନା ଶାନ୍ତେ  
ଦେଖା ଯାଏନା । ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୁକ୍ରନିନ୍ଦା, ଦେବ-  
ନିନ୍ଦା ବା ସୋମସ୍ତୁଂହଣ ବେଦେର ନିନ୍ଦା କରେ, ସେ  
ବ୍ୟକ୍ତି ଶତକୋଟି କଲ୍ଲେରଓ ଅଧିକ କାଳ ନରକେ  
ବାସ କରେ । ୩୬—୪୦ । ବେଦ, ଶୁକ୍ର ବା ଦେବ-  
ତାଦିନି ନିନ୍ଦା କଲିଲେ, ଯୋନାବଳଦନ କରିବେ,  
କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର କରିବେ ନା ; ଏ ନିନ୍ଦାକାରୀ  
ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କେ ଅବଲୋକନ କରିବେ ନା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ  
ଆଞ୍ଜଳାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ହାନି ହୁଏତେ ଅନ୍ତ ହାନି  
ଗମନ କରିବେ । ଜ୍ଞାନବାନ୍ ବ୍ୟକ୍ତି ପରେର ଶୁକ୍ର  
କଥା ଆଲୋଚନା କରିବେ ନା, ବରଂ ଗୋପନ  
କରିଯା ରାଧିବେ । ଆତ୍ମୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ସହିତ



ন পাপং পাপিনঃ ক্রমাদপাপং বা তিষ্ঠোন্তমম ।  
সত্যেন তুল্যদোষঃ স্ত্রীমিথ্যাভিযোগবান ভবেৎ  
যানি মিথ্যাভিযুক্তানাং পতন্ত্যজ্ঞপি রোদনাৎ ।  
তানি পূজান পশুন্ ব্রহ্মি তেষাং

মিথ্যাভিযুক্তসিনাম্ ১৪৪

অসহজ্য-সুপ্রাপানে তেষ-ওক্ৰমাদপাপং মে ।  
দৃষ্টং বিশোধনং সন্তিস্মিত মিথ্যাভিযুক্তসনে ।  
নেকোত্তোদ্যন্তমাদিত্যঃ শশিনক'নিমিত্ততঃ ।  
নাশ্তং যাত্তং ন বারিহং নোপসৃষ্টং ন মধ্যগম্  
তিরোচিতং বাসস্য বা নাদর্শাস্তরগামিণম্ ।  
ন নদ্রাঃ স্রিয়মৌক্যত পুরুষং ন কদাচন ৷ ৪৭  
ন চ মূত্রং পুণ্যং বা ন চ সংস্পৃষ্টমৈথুনম্ ।  
নাণ্ডিঃ সূর্য্যসোমাদীন গ্রহানালোকদেবদ্বয়ঃ ।

কখনই বিবাদ করবে না । ব্রাহ্মণ, পাপীই  
হউক বা নিম্পাপই হউক, তাহাকে পাপী,  
একথা বলিবে না ; কারণ প্রকৃত পাপীকেও  
পাপী বলিলে ততুল্য পাপ হয় এবং যিনি  
পাপী নহেন, তাহাকে পাপী বলিলে মিথ্যা-  
কথন জন্ম অধিক পাপী হইতে হয় । মিথ্যা-  
অপবাদগ্রস্ত হইয়া রোদন করিলে তাহার  
যে অজ্ঞাবস্থ পতিত হয়, সেই অজ্ঞাবিন্দুসকল  
এ অপবাদকারীর পুত্র ও পুত্রসমূহকে বিনষ্ট  
করিয়া থাকে । অসহজ্য, সুপ্রাপান, ব্রাহ্মণের  
অপবারণ এবং ওক্ৰপত্নীগমন বা বিমাতৃগমন  
এই সকল মগপাতকের প্রায়শ্চিত্ত প্রাপ-  
ত্যাগ ; ইহা সাধুগণের নির্দেশ ; কিন্তু মিথ্যা-  
বাক্য কখনে পাপীর শুদ্ধি দেখা যায় না । উদয়  
হইতেছেন বা অস্ত যাইতেছেন, এমন  
সময়ে চন্দ্র বা সূর্যকে বিনা কারণে দর্শন  
করিবে না এবং আকাশমধ্যস্থ, জলবিশ-  
প্রাতিগত বা রাহগ্রস্ত চন্দ্র ও সূর্যকেও  
অকারণ দর্শন করিবে না । বজ্রাচ্ছাদিত ও  
আদর্শমধ্যগত চন্দ্রসূর্যকেও দর্শন করিবে  
না । বিবস্ত্রা স্ত্রী এবং বিবস্ত্র পুরুষকেও দর্শন  
করিবে না । মূত্র, পুণ্য বা সংস্পৃষ্ট মৈথুন  
ব্যক্তিকে দর্শন করিতে নাই । অণ্ডাচ হইয়া  
চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি দর্শন করিবে না ।

পতিতব্যক্তগণান্নজিষ্ঠান্ নাবলোকয়েৎ ।  
নাভিতাবেত চ পরমুচ্ছিষ্টৌ বাবর্জ্য ঐতঃ ৷ ৪২  
ন স্পৃশেৎ প্রেতসংস্পর্শং ন ক্রুদ্ধস্তত্তরোর্মুখম্  
ন তৈলোদকয়োঃস্ফায়াং ন পত্নীং ভোজনে স-  
নাবুজ্যেত ন গাং বা নোদ্যতং যন্তবেব বা ।  
নান্দ্রীয়াভ্যর্থায় সাক্ষং নৈনামৌকে চ মেহভীষ ।  
কুবন্তীং জুহুমাণাং বা নাসনস্থ্যং যথাসুখম্ ৷ ৪৩  
নোদকে চান্ননো রুপং শুভং বা শুভমেব বা ।  
ন লজ্জয়েচ্চ মূত্রং বা নাভিতিষ্ঠেৎ কদাচন ৷ ৪২  
ন শূজায় মতিং দদ্যাৎ কুশরং পায়সং দধি ।  
নোচ্ছিষ্টং বা দ্রুতমধু ন চ কৃষ্ণাজিনঃ ধ্বজঃ ৷ ৪৫  
ন চৈবাত্মৈ ব্রতং দদ্যাদ চ ধর্ম্যং বদেদ্ববুধঃ ।  
ন চ জ্যোৎস্বশং গচ্ছেদ্ব্যং রূপকং বর্জয়েৎ ৷ ৪৬

পতিত, বিকলাঙ্গ ও চাণ্ডাল এবং উচ্ছিষ্ট  
ব্যক্তিদগকে দর্শন করিবে না । উচ্ছিষ্ট বা  
অবর্জ্য ঐত হইয়া কাহারও সহিত আশী-  
করিবে না । প্রেতসংস্পর্শকারীকে স্পর্শ  
করিবে না । রাগাঘিষ্ট ও কুর মুখ দর্শন  
করিবে না ; তৈল ও জলে ছায়া দর্শন  
করিবে না এবং পত্নী আহার করিতে বসিলে  
তাহাকে দর্শন করিবে না । অকৃতবস্ত্র  
গোক এবং মস্ত ও উন্নত ব্যক্তিকে স্পর্শ  
করিবে না অর্থাৎ তাহাদিগের নিকটে  
যাইবে না ৷ ৪১—৫০ । ভাষ্যের সহিত একত্রে  
আহার করিবে না । ভাষ্য যখন প্রস্তাব  
করিতেছে বা ইচ্ছিতেছে বা হাই তুলিতেছে,  
বা বধেচ্ছভাবে বসিয়া আছে, তখন  
তাহাকে দর্শন করিবে না । ভালই হউক,  
মন্দই হউক, নিজের প্রতিবিম্ব জলে দর্শন  
করিবে না । কখন মূজলভন করিবে না,  
বা মূত্রের উপর দাঁড়াইবে না । শূত্রকে  
জানোপদেশ করিবে না ; কুশর ( তিল-তণুল-  
পক বস্ত্র ), পায়স, দধি, দ্রুত ও মধু দিবে না ।  
কুসার মৃগচর্ম্ম ও হোমীয় জবা দিবে না এবং  
দাস ভিন্ন অন্য শূত্রকে উচ্ছিষ্ট দিবে না ।  
শূত্রকে অতোপদেশ বা ধর্মোপদেশও করিবে  
না । জ্যোৎস্বের বশীভূত হইবে না এবং অমু-

লোভ, দম্ব, তথ্য, যত্ন, অহং, জ্ঞানকুৎসন।  
 যান, মোহ, তথ্য, জ্ঞান, যত্ন, পরিবর্তন।  
 ন কুর্ধ্যাৎ কস্তচিত্ পীড়াং স্তুতং শিষ্যক  
 ভাঙিয়ে।  
 ন হীনানুগমেবেত ন চ ভীকৃষতীন কচিৎ ॥৫৬  
 নান্যাকবায়মন্তেত নৈন্তং যত্নে বর্জয়েৎ।  
 ন বিশিষ্টানসং কুর্ধ্যান্নানং বা শপেদবুধঃ।  
 ন নৈধির্নিসিদ্ধেভ্যমিৎ গাংক সংবেশয়েৎ তি।  
 ন শীঘ্রং ন সী কৃৎসনং ন চ সর্গং ন চ  
 নান্যেভ্যো ভোজনং বা পানং ভোজ্যং সহায়িনম  
 নাবগাহেৎপো নয়ো বাহুকাপি ভ্রজেৎ পদা।  
 শিবেহভ্যক্তাবশিষ্টেন তৈলেনান্যং ন লেপয়েৎ  
 ন শব্দসর্গে নীড়েত ন স্থানি স্থানি চ স্পৃশেৎ  
 যোমানি চ বহস্তানি নাশিষ্টেন সহ ভ্রজেৎ।

রাগ বা ঘেম উভয়ই পরিত্যাগ করবে।  
 লোভ, অহংকার, অহং (পরজী-কাতরতা),  
 জ্ঞানীর নিন্দা, যান, মোহ, জ্ঞান ও ঘেম এই  
 সমস্ত যত্নপূরক পরিত্যাগ করবে।  
 কাহাকেও পীড়ন করবে না, কিন্তু পুত্র এবং  
 শিষ্যকে ভাঙনা করবে। হীন ব্যক্তিগণের  
 বা অত্যাচার উগ্র প্রকৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণের  
 আশ্রয় কখন হইবে না। জ্ঞানী ব্যক্তি  
 নিজের প্রতি অশ্রদ্ধা করবেন না, যত্নপূরক  
 দীনতা বর্জন করবেন। সম্মানী ব্যক্তির  
 অনমান করবে না এবং আপনা-আপনি  
 করবে না। নথ দ্বারা মৃত্যু আকৃষ্ট  
 করবে না এবং গোরুকে শয়ন করাইবে  
 না। বহু নদীকে একটি নদী বলিয়া এবং  
 একটি পর্বতকে বহু পর্বত বলিয়া নির্দেশ  
 করবে না। সন্ধ্যাকালে ভোজনকালে বা বিশ্রাম  
 কালে পরিত্যাগ করবে না। বিবস্ত্র হইয়া  
 অবগাহন করবে না। অগ্নিতে পাদনিক্ষেপ  
 করবে না। প্রথমে মাথাষ তৈল মাখিয়া  
 অবশিষ্ট তৈল গাজে মর্দন করবে না।  
 সর্প ও অশ্ব লইয়া খেলা করবে না ও  
 বিনাপ্রয়োজনে শব্দ ইন্দ্রিয় সকল স্পর্শ  
 করবে না। ৫১-৬০। শুদ্ধ-হানাহত

ন পাণি-পাদবাঙনেত্রচাপলাং সমুপাখ্যেৎ ॥ ৫১  
 ন শিশ্নোদরচাপলাং ন চ অবগম্যোঃ কাচিৎ  
 ন চাক্রনখবাদ্যাং বৈ কুর্ধ্যান্নাকলিনা পিবেৎ  
 নাভিঃস্তোমসঃ পিত্তাং পানিমা বা কদাচন।  
 ন শাত্রেদ্যিষ্টকাতিঃ কলানি ন কলেন চ ॥ ৫২  
 ন স্নেচ্ছতায়াঃ শিক্তেত নাকর্ষেচ্চ পদাসনম্।  
 নথভেদন্যাক্ষোটং ছেদনং বা বিলেখনম্ ॥ ৫৩  
 কুর্ধ্যাষ্মির্দনং ধীমান্ নাকস্যাদেন নিফলম্।  
 নেৎসঙ্গে একান্তকাম্যং বরং চেষ্টাক নাচয়েৎ  
 ন নৃত্যোদথবা গায়ের বা দজ্ঞাপি বাদয়েৎ।  
 ন সংহতভ্যাং পানভ্যাং কতুয়েদাশ্বনঃ শিরঃ  
 ন লৌকিকৈস্তবৈর্দেবাংস্তোবয়েত্বেবজৈরপি।  
 নাকৈঃ ক্রৌড়েয় ধাবেত নাপ্পু বিগুজ্জমাচরেৎ ॥

রোম সকল স্পর্শ করিবে না। অগ্নি  
 ব্যক্তির সহিত গমন করিবে না। হস্ত,  
 পাদ, বাক্য ও চকুর চপলতা পরিত্যাগ  
 করিবে। শিক, উদর এবং কর্ণের চপলতা  
 করিবে না অর্থাৎ সংযত হইবে। শরীর ও  
 নথ বাজাইবে না। অজলি দ্বারা জল পান  
 করিবে না। হস্ত বা পদ দ্বারা জলের প্রতি-  
 ষ্ঠাত করিবে না। ইট ও কল দ্বারা কল  
 ভাঙিবে না। স্নেচ্ছতায়া (যথা—ইংরেজী,  
 পার্সী) শিক্ত করিবে না; পদ দ্বারা আসন  
 আকর্ষণ করিবে না। নথ দ্বারা কোন  
 ব্যক্তিকে আঘাত বা নথবাদ্য করিবে না।  
 নথ দ্বারা তৃণাদিছেদন কিংবা বিলেখন  
 (ভূমিখননাদি) করিবে না। বুদ্ধিমান ব্যক্তি  
 অকারণ বা নিফল যুক্ত করিবেন না। তক্ষ্য-  
 বস্ত্র কোড়ে করিয়া (অর্থাৎ উকুর উপরে  
 রাখিয়া বা কোঁচে করিয়া) তক্ষণ করিবে  
 না এবং যাতে দৃষ্ট বা অদৃষ্ট কল নাই,  
 এরূপ চেষ্টা করিবে না। বিনা প্রয়োজনে  
 নৃত্য করিবে না; গান করিবে না ও বাদ্য  
 বাজাইবে না। এককালে দুই হস্ত  
 দ্বারা নিজের মাথা চুলকাইবে না। ঔষধ  
 বা লৌকিক স্তব দ্বারা দেবতাকে সন্তুষ্ট  
 করিতে চেষ্টা করিবে না। অকক্রীড়া করিবে



নোচ্ছিষ্টঃ সংবিশেষিতাঃ ন নগ্নঃ স্নানমাত্রেন  
ন গচ্ছন্ন পঠেদ্যপি ন চৈব স্বাশ্রয়ঃ স্পৃশ্যৎ ॥ ৬৭ ॥  
ন দন্তৈর্নখরোমাণি ছিন্দ্যাৎ সূপ্তঃ ন বোধয়েৎ  
ন বালাতপমাসেবেৎ প্রেতধূমং বিবর্জয়েৎ ॥ ৬৮ ॥  
নৈকঃ সূশ্যচ্ছূন্তগেহে স্বধং নোপানতো হরেৎ  
নাকারণাচ্চা নিজীয়েন্ন বাহুভ্যাং নদীং তরেৎ ॥  
ন পাদক্ষালনং কুর্ধ্যাৎ পাদেনৈব কদাচন ।  
নাগ্নৌ প্রতাপয়েৎ পাদৌ ন কাংস্তে ধাবয়েদবুধঃ  
নাতিপ্রতাপয়েদৈবং ব্রাহ্মণান গাথ্যথাপি বা  
ব.য.প্তি-গুরু-বিপ্রান বা সূর্য্যং বা শশিনং প্রতি  
অন্তঃ শয়নং যানং স্বাধায়ং স্নান-ভোজনম্ ।  
বহির্নিষ্ক্রমণকৈব ন কুর্বাতি কথঞ্চন ॥ ৭০ ॥  
স্বপ্নমধ্যম্নং যানমুচ্চারং ভোজনং গতিম্ ।  
উত্তরোঃ সন্ধ্যোন্নিতাং মধ্যাহ্নে তু বিবর্জয়েৎ

না, দোড়িবে না এবং জলে নিষ্ঠুর হাঙ্গ  
করিবে না । উচ্ছিষ্ট হইয়া নিদ্রা যাইবে না,  
বিবস্ত্র হইয়া স্নান করিবে না এবং উচ্ছিষ্ট ব  
বিবস্ত্র হইয়া গমন, পাঠ ও শিরঃস্পর্শ করিতে  
নাই । দন্ত দ্বারা নখ বা লোম ছিড়িবে না  
এবং নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইবে না । প্রাতঃ-  
কালীন রোজ ও চিত্তাধুষ শরীরে লাগাইবে  
না । একাকী শূন্তগৃহে শয়ন করিবে না । স্বপ্ন  
চর্শপাতকা বহন করিবে না ; অকারণে খুঁ  
কেলিবে না এবং বাত দ্বারা নদী পার হইবে  
না । ৬১—৭০ । জ্ঞানী ব্যক্তি পদ দ্বারা পদ-  
প্রক্ষালন করিবে না, অগ্নিতে পাদদ্বয় প্রতপ্ত  
করিবে না এবং কাংস্তপত্রে পাদপ্রক্ষালন  
করিবে না । দেবতা, গুরু, বিপ্র, গো, বেদজ  
ব্রাহ্মণ, বায়ু, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদির বিষয়ে  
প্রবঞ্চনা করিবে না । অশুচি হইয়া শয়ন,  
যানারোহণ, বেদাধ্যয়ন, স্নান, ভোজন ও  
বাহির্নিষ্ক্রমণ (অর্থাৎ বাহিরে যেতান) এই  
সকল কৰ্ম্ম কখনই করিবে না । শয়ন, অধ্যয়ন,  
যানারোহণ, বিষ্ঠামুক্তত্যাগ, ভোজন ও গমন  
এই সমস্ত কৰ্ম্ম উভয় সন্ধ্যাকালে (অতি-  
প্রত্যুষে ও পূর্ণ সায়াংকালে) এবং মধ্যাহ্ন  
সময়ে (অষ্টম ঘূহর্ষে) যতপূর্ব্বক পরিত্যাগ

ন স্পৃশেৎ পাণিনোচ্ছিষ্টৌ বিপ্রৌ  
গোব্রাহ্মণানলান্ ।  
ন চৈবান্নং পদা বাপি ন দেবপ্রতিমাং স্পৃশেৎ  
নশ্রদ্ধোহগ্নিং পরিচরেন্ন দেবান কীর্তয়েদৃষীন্ ।  
নাবগাচ্ছেদগাধাষু ধারয়েন্নান্নিমেকতঃ ॥ ৭৬ ॥  
ন বামহস্তেনোচ্ছিষ্টা পিবেদ্বক্ত্রেণ বা জলম্ ।  
নোত্তরেদন্নম্পৃশ্য নাপ্প, রেতঃ সমুৎসৃজেৎ ॥ ৭৭ ॥  
অমেধ্যলিপ্তমস্ত্রা লোহিতং বা বিষাদি বা ।  
ব্যতিক্রমেন্ন অবস্তীং নাপ্প, মৈথুনমাচরেৎ ॥ ৭৮ ॥  
চৈত্যাং বৃক্ষং ন বৈ ছিন্দ্যাদ্রাপ্প, স্তীবনমুৎসৃজেৎ  
নাশ্ব-ভস্ম-কপালানি ন কেশান্ ন চ কণ্টকান্  
তুষাকারকরীষং বা নাধিতিষ্ঠেৎ কদাচন ॥ ৭৯ ॥  
ন চাগ্নিং লজ্জয়েদ্ব্যমীন্ নোপাধাদধঃ কটিন্ ।  
ন চৈনং পাদতঃ কুর্ধ্যান্মুখেন ন ধমেদ্বুধঃ ॥ ৮০ ॥

করিবে । ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট অবস্থায় হস্ত দ্বারা  
গোত্র, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, অন্ন এবং দেবতার  
প্রতীকাদি স্পর্শ করিবে না ও পদ দ্বারা এই  
সকল কখনই স্পর্শ করিবে না । অশুচি ব্যক্তি  
অগ্নিপরিচর্যা করিবে না এবং দেবতা ও  
ঋষিদিগের নাম কীর্তন করিবে না । অগাধ  
জলে অবগাহন করিবে না এবং এক হস্তে  
অগ্নি ধারণ করিবে না । বাম হস্ত দ্বারা জল  
তুলিয়া পান করিবে না ও উপুড় হইয়া পড়িয়া  
পশ্চাদিবৎ মুখ দ্বারা জল পান করিবে না,  
উচ্ছিষ্ট মুখে উত্তর দিবে না । জলে রেত  
ত্যাগ করিবে না । মলমূত্রাদি-অপবিত্রবস্ত্র-  
স্পৃষ্ট বস্ত্রাদি ক্ষালনার্থ জলাশয়ে নিক্ষেপ  
করিবে না এবং রক্ত বা বিষও তাহাতে  
নিক্ষেপ করিবে না । বেগবতী নদী পার  
হইবে না এবং জলে মৈথুন আচরণ করিবে  
না । চৈত্যবৃক্ষ ছেদন করিবে না (যে বৃক্ষে  
তলায় গ্রাম্যদেবতাদির পূজা হইয়া থাকে,  
তাহাকে চৈত্যা বলে) জলে খুঁকেলিবে  
না । অশ্বি, ভস্ম, কপাল (খোলা খাবরা),  
কেশ, কণ্টক, তুষ, অন্নার ও তরু গোময়ের  
উপর কখনই আরোহণ করিবে না । বিধান  
ব্যক্তি অগ্নি লজ্জন করিবে না । শস্যার

ন কৃপমবয়োগেত নাচকৌতুভিঃ কচিৎ ।  
 অগ্নৌ ন প্রাক্ষিপেদগ্নিং নাস্তিঃ প্রথময়েৎ তথা ।  
 সুহৃদগ্নয়নমার্জ্যং বা ন স্বয়ং আবয়েৎ পরান্ ।  
 অপণ্যং কূটপণ্যং বা বিক্রয়ে ন প্রযোজয়েৎ ।  
 ন বহিঃ মুখনিখাট্টৈঃ জ্বালয়েন্নাত্তিবৃধঃ ।  
 পুণ্যম্নানোদকস্নানে সীমান্তং বা কুবেন্ন তু ॥ ৮৩ ॥  
 ন তিন্দ্র্যাৎ পূৰ্ব্বসুময়ং সত্যাপেতং কদাচন ।  
 পরম্পরং পশুন ব্যালান্ পক্ষিপো নৈব ঘোধয়েৎ  
 পরবাধাং ন কুব্রাত জলবাতাতপাদিভিঃ ।  
 কার্ম্মিহা শুকস্মাণি কার্নন পশান্ন বজ্জয়েৎ ॥ ৮৪ ॥  
 সাগ্নং প্রাতঃগৃহদ্বারান্ ভিক্ষার্থং নাবঘাটয়েৎ ।  
 বহিঃস্থান্যং বহির্গন্ধং ভাৰ্য্যায়া সহ ভোজনম্ ॥ ৮৫ ॥  
 বিন্ধ্যা বাটং কুদ্বারপ্রবেশঞ্চ বিবৰ্জয়েৎ ।

অধোভাগে অগ্নি রাখিবে না। পায়ের  
 নিকটে অগ্নি রাখিবে না; মুখ দ্বারা ( ফু দিয়া)  
 অগ্নি জালিবে না। ৭১—৮০। অগ্নিতে অগ্নি  
 প্রক্ষেপ করিবে না। জল দিয়া অগ্নি নির্মাণ  
 করিবে না। কূপে নামিয়া স্নান করিবে না  
 ও অন্তঃস্থ অবস্থায় কখন কিছু বলিবে না।  
 সুহৃদের মৃত্যু বা পীড়া অপরা ব্যক্তিকে স্বয়ং  
 শ্রবণ করাইবে না। বানিজ্য করিতে গিয়া  
 অবিক্রেয় বস্তু বা মিথ্যা কথা দ্বারা বঞ্চনা  
 করিয়া কোনও বস্তু বিক্রয় করিবে না। স্ত্রী  
 ব্যক্তি মুখনিখাস দ্বারা অগ্নি প্রজ্জালন করিবে  
 না। অন্তঃস্থ হইয়া পুণ্যস্থানস্থ উদকে স্নান  
 করিবে না। সীমান্ত ভূমি কর্ষণ করিবে না।  
 পূৰ্বে সত্য প্রাতঃকৃত্য করিয়া কখনই তাহা ভঙ্গ  
 করিবে না। সর্প, পশু, পক্ষী ইহাদের পর-  
 ম্পর বুদ্ধ লাগাইয়া দিবে না। জল, বায়ু বা  
 রৌদ্র দ্বারা পরের পীড়া দিবে না। শিল্পীর  
 নিকট হইতে কোন ভাল বস্তু প্রস্তুত  
 করাইয়া লইয়া তাহার মজুরি না দিয়া তাড়া-  
 ইয়া দিবে না। ভিক্ষার নিমিত্ত সাক্ষ্যকালে  
 ও প্রাতঃকালে গৃহদ্বারে আঘাত করিবে না।  
 অস্ত্রের ভোগাবশিষ্ট ত্যক্ত গছ ও মালা  
 ধারণ করিবে না। ভাৰ্য্যার সহিত এক-পায়ে  
 ভোজন করিবে না। পথ ছাড়িয়া কূপথে

ন ধান্ন ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেন্ন জন্মেদা হসন্ বৃৎ ॥ ৮৭ ॥  
 স্বয়ং নৈব হস্তেন স্পৃশেন্নাপসু চিরং বসেৎ ।  
 ন পক্ষকেণোপধমেন্ন শূর্ণেণ ন পাণিনা ॥ ৮৮ ॥  
 মুখে নৈব ধমেদগ্নিং মুখাদগ্নয়জায়ত ।  
 পরস্ত্রীং ন ভাষেত নাধাজ্যং বাজয়েদ্বৃৎ ॥ ৮৯ ॥  
 নৈকশ্বরেৎ সভাং বিপ্রাঃ সমবাহক বজ্জয়েৎ ।  
 ন দেবায়তনং গচ্ছেৎ কদাচচ্চাপ্রদাক্ষিপন্ ॥ ৯০ ॥  
 ন বীজয়েদ্বা বস্ত্রেন ন দেবায়তনে স্বপেৎ ।  
 নৈকোহধ্বানং প্রপদ্যেত নাধার্ম্মিকজ্ঞানৈঃ সহ  
 ন ব্যাবিধির্দ্বিধৈর্বাপি ন শূদ্রেঃ পাত্তিতৈর্ন বা ।  
 নোপানধ্বাজ্জিতোহধ্বানং জলাদিরহিতস্তথা ॥ ৯১ ॥  
 ন রাত্ৰৌ নারগা সার্কং ন বিনা চ কমণ্ডলুং ।  
 নাধি-গো-ব্রাহ্মণাদীনামন্তরেণ ভজেৎ কচিৎ ।  
 ন বৎস্তস্তীং ন বিনতামতিক্রামেদ্বিজোক্তমাঃ  
 ন নিন্দেদ্ব্যোগিনঃ সিদ্ধান্ ব্রতিনো বা  
 যতীংস্তথা ॥ ৯৪ ॥

যাইবে না। ব্রাহ্মণ খাইতে খাইতে দাঁড়াইবে  
 না এবং হাসিতে হাসিতে কথা কহিবে না।  
 স্বয়ং অগ্নি হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিবে না। জলে  
 অধিককাল অবস্থিতি করিবে না। পাখা,  
 শূর্ণ ( কুলা ) বা হস্ত দ্বারা স্বয়ং অগ্নি প্রজ্জালন  
 করিবে না। মুখ দ্বারাই অগ্নি প্রজ্জালন  
 করিবে, যেহেতু মুখ হইতেই অগ্নি জন্মি-  
 য়াছে। পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না।  
 অযাজ্য ব্যক্তির গৌরোহিত্য করিবে না।  
 ব্রাহ্মণ একাকী সভায় গমন করিবে না এবং  
 বহুলোক একত্রিত হইয়া দল বাঁধিয়াও  
 যাইবে না। প্রদাক্ষিপ না করিয়া দেবগৃহে  
 প্রবেশ করিবে না। ৮১—৯০। বস্ত্র দ্বারা  
 বায়ুসেবন করিবে না, দেবগৃহে নিজা যাইবে  
 না। একাকী বা অধার্ম্মিক ব্যক্তির সহিত  
 পথে চলিবে না। পতিত, শূদ্র ও অত্যন্ত  
 রোগগ্রস্ত ব্যক্তির সহিত এবং পাত্ৰকার্কষিত  
 বা জলরহিত হইয়া পথ চলিবে না। রাত্ৰিতে  
 পথ চলিবে না; শূদ্রের সহিত এবং কমণ্ডলু  
 না লইয়া পথ চলিবে না। অগ্নি, গো ও  
 ব্রাহ্মণের মধ্য দিয়া কখন গমন করিবে না।

দেবতারতনে প্রাজ্ঞে ন দেবান্যক সন্নিধৌ ।  
 নাক্রামেৎ কামতচ্ছায়াং ত্র স্ফপানং গবামপি  
 যাস্ত নাক্রাময়েচ্ছায়াং পতিতাদৈর্ন রোগিভিঃ  
 নাক্রার-ভৃশ-কেশাদিষধিভিষ্ঠেৎ কদাচন ॥ ১৬  
 বর্জয়েন্নাজ্জনীরেণুঃ স্নানবস্ত্র ঘটোৎকম্ ।  
 ন ভক্ষয়েদভক্ষ্যাপি নাপেয়ঞ্চ পিবেদ্বিজঃ ॥ ১৭  
 ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-  
 বিদ্যাধ্যায়শ্রমচারণিয়মধর্মো নাম  
 সোড়শোহধ্যায়ঃ ॥ ১৬ ॥

### সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

নাখ্যচ্ছূদ্রস্ত বিপ্রোহস্রং মোহাৎ যদি কামতঃ  
 স শূদ্রযোনি ব্রজতি যন্ত ভূভুঞ্জ হনাপদি ॥ ১

হে ব্রাহ্মণগণ । অশ্রিত ও অশ্রয়গ্রহণেচ্ছক  
 স্ত্রীকে উপেক্ষা করিবে না । প্রাজ্ঞব্রাজি দেব-  
 গৃহে বা দেবতাসন্নিধানেকংবা যাত্র, বস্ত্রী, যোগী  
 ও সিদ্ধপুরুষদিগকে নিম্না করিবে না । ইচ্ছা  
 করিয়া গোক ও ব্রাহ্মণের ছায়া লঙ্ঘন করিবে  
 না । রোগী ও পতিতাদি ব্যক্তি দ্বারা নিজের  
 ছায়া উল্লঙ্ঘন করাইবে না । অন্ধার, কেশ  
 ও ভস্মাদির উপর দাঁড়াইবে না । মজ্জনীর  
 ( কাটির ) ধূলি গায়ে লাগিতে দিবে না এবং  
 স্নান করিবার সময়ে, বস্ত্র প্রক্ষালন করিবার  
 সময়ে ও কলনে জল পূরিবার সময়ে সেই  
 জলের ছিটা গায়ে লাগিতে দিবে না ।  
 অভক্ষ্য বস্ত্র ভক্ষণ করিবে না ও অপেয় বস্ত্র  
 পান করিবে না । ১১—১৭ ।

ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৬ ॥

### সপ্তদশ অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণ  
 ভোজন করিবে না । আপৎকাল তিন্ন জ্ঞান-  
 তই হউক বা অজ্ঞানতই হউক, যদি শূদ্র

যজ্ঞান যো যিজো ভূভুঞ্জ শূদ্রস্তন্নঃ

বিগর্হিতম্

জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রে মৃতঃ বা চাভিজায়তে ॥  
 ব্রাহ্মণ-কত্রিয়-বিশাং শূদ্রস্ত চ মুনীশ্বরঃ ।  
 যন্তান্নেনোদ্রব্ধেন মৃতস্তদ্যোনিমাপুয়াৎ ॥ ৩  
 রাজান্নঃ নর্তকান্নঞ্চ তক্ষোহস্রং চর্মকারিণঃ ।  
 গণান্নং গণিকান্নঞ্চ ষড়্ভানি চ বর্জয়েৎ ॥ ৪  
 চক্রোপজীবী-রজক-তক্ষর-ধ্বজিনাং তথা ।  
 চক্ষর-লোহকারান্নং শূতকান্নঞ্চ বর্জয়েৎ ॥ ৫  
 কুলাল-চিত্রকর্ম্মান্নং বান্ধুযেঃ পতিতস্ত চ ।  
 পোনর্ভব-চ্ছত্রিকয়োরাভিশস্তস্ত চৈব হি ॥ ৬  
 সুবর্ণকার-শৈল্য-বাধ-বদ্ধাতুরস্ত চ ।  
 চিকিৎসকস্ত চৈবান্নং পুংস্কলা দাস্তিকস্ত চ ॥ ৭  
 স্তেন-নাস্তিকয়োঃ স্রং দেবতান্নিকস্ত চ ।  
 সোমবিক্রেয়শ্চান্নং স্বপাকস্ত বিশেষতঃ ॥ ৮

ভোজন করবে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শূদ্র-  
 যোনি প্রাপ্ত হয় । যে ব্রাহ্মণ ছয়মাসকাল  
 অতি নিদ্রিত শূদ্র ভোজন করে, সে-  
 বাঁচিয়া থাকিয়াই শূদ্র প্রাপ্ত হয় এবং মৃত  
 হইলে কুকুরযোনি প্রাপ্ত হয় । হে মুনীশ্বর-  
 গণ ! মরণসময়ে ব্রাহ্মণ, কত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র  
 এই চারি বর্ণের মধ্যে যে বর্ণের অন্ন উদরে  
 থাকিতে থাকিতে মৃত্যু হয়, মৃত ব্যক্তি সেই  
 জাতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে । রাজান্ন, নর্তক-  
 ণের অন্ন, শূদ্রবর্ণের অন্ন, চর্ম্মকারের অন্ন,  
 মিলিত জনসমূহের অর্থাৎ হোটেল প্রভৃতির  
 অন্ন ও বেষ্ঠার অন্ন এই ছয় প্রকার অন্ন  
 সর্বদা পরিত্যাগ করিবে । চক্রোপজীবী  
 ( কলু ), রজক, শৌণ্ডিক, গায়ক, কামার,  
 অশৌচী ও তক্ষরের অন্ন সর্বদা পরিত্যাগ  
 করিবে । কুলকার, চিত্রকর, বান্ধুজীবী  
 ( সুদখোর ), পতিত, পোনর্ভব ( দ্বিতীয়বার  
 বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তান ), নাগিত ও অপবাক-  
 গ্রস্ত ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না ।  
 সুবর্ণকার, নট ( নর্তক ), বাধ, বদ্ধ ( কয়েদী )  
 আতুর, চিকিৎসক, অসতী স্ত্রী ও দাস্তিক এই  
 সকল ব্যক্তির অন্ন ভোজন করিবে না

ভাৰ্য্যাজিতস্ত চৈবান্নং যন্ত চোপপত্তির্গৃহে ।  
উচ্ছিষ্টস্ত কদৰ্শাস্ত তথৈবোচ্ছিষ্টভোজিনঃ ॥ ৯  
অপঙক্তান্নঞ্চ সজ্জান্নং শত্বজীবন্ত চৈব হি ।  
ক্লীবসন্নাসিনোচ্চ'ন্নং যন্তোন্নন্তস্ত চৈব হি ॥ ১০  
ভৌতস্ত কদিতস্তান্নমবক্রুষ্টং পরিকৃতম্ ।  
জ্ঞান্দিবঃ পাপকটেঃ আক্লান্নং নৃতকস্ত চ ॥ ১১  
বৃথাপাকস্ত চৈবান্নং শঠান্নং চতুরস্ত চ (১) ।  
অপ্রজানান্ত নারীণাং ভূতকস্ত (২) তথৈব চ ।  
কারুকান্নং বিশেষেণ শত্ববিক্রয়ণস্তুথা ।  
শৌণ্ডান্নং ঘাণ্টিকান্নঞ্চ ভিষজান্নম্বেব চ ॥ ১৩

চোর, নাস্তিক, দেবতা-নিদ্ভুক, সোম-বিক্রয়-  
কারী ও খপাক \* এই সকল ব্যক্তির অন্ন  
ভোজন করিবে না। যে স্ত্রী ও যাহার  
গৃহে স্ত্রীর উপপতি বাস করে, তাহাদের অন্ন  
এবং উচ্ছিষ্ট, উচ্ছিষ্টভোজী ও রূপণের অন্ন  
ভোজন করিবে না। পংক্তি-ভোজনের  
যোগ্য হইলেও পংক্তি বাহিবে প্রদত্ত অন্ন,  
বহু লোক একত্রিত হইয়া যে অন্ন দান করে  
সেই অন্ন, শত্বজীবীর অন্ন, ক্লীব ও সন্নাসীর  
অন্ন, মৃত ও উন্মত্ত ব্যক্তির অন্ন, ভৌত  
ও কদিত ব্যক্তির অন্ন অবক্রুষ্ট (ভৎসনা-  
পূর্বক দত্ত) অন্ন ও পরিকৃত অর্থাৎ যে  
অন্নের উপর হাঁচি হইয়াছে সেই অন্ন,  
ব্রাহ্মণদেবী, পাপমতি ও প্রেতজ্ঞানী অন্ন  
এবং অশৌচান্ন এই সকল অন্ন ভোজন  
করিবে না ॥ ১—১১। বৃথাপক (দেবাদি  
উদ্দেশে নহে কেবল নিজের জন্ত পক) অন্ন,  
শঠ ও চতুরের অন্ন এবং অপ্রজা (যাহার  
সন্তান জন্মে নাই) স্ত্রী ও ঠিকা মজুরের  
অন্ন ভোজন করিবে না। শিল্পী,

(১) পরান্নং যন্তরস্ত চেতি পাঠান্তঃ কচিং

(২) কৃত্বস্ত্যতি বা পাঠঃ।

\* শূদ্র হইতে ক্রিয়ামণীর গর্ভে উৎপন্ন  
পুত্র কন্ত এবং কত্রির হইতে 'শূদ্র গর্ভপত্নী  
সন্তান উগ্র নাম প্রাপ্ত হয়। আর কন্তা  
হইতে উগ্রকন্তাপত্নী সন্তান খপাক নামে  
প্রসিদ্ধ।

বিক্রপ্রজননস্তান্নং পরিবেজন্নম্বেব চ ।

পুনর্ভূবো বিশেষেণ তথৈব দ্বিধিযুপত্তেঃ ॥ ১৪

অবজ্ঞাতকাবধৃতং সরোষং বিন্দ্যদ্যতম্ ।

গুরোরপি ন ভোক্তব্যমন্নং সংকারবর্জিতম্ (৩)

গুরুতং হি মনুষ্যস্ত সর্বমন্নে ব্যবহৃতম্ ।

যো যস্তান্নং সমশ্রাতি স তস্তান্নাতি কিঞ্চিৎ

আদ্বিকঃ কুলমিত্রঞ্চ গোপালো দাসনাশিতৌ ।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না যশ্চান্নানং নিবেদয়েৎ

কুলীলবঃ কুন্তকারঃ ক্ষেত্রকর্ম্মক এব চ ।

এতে শূদ্রেষু ভোজ্যান্না দম্বা স্বন্নং পণং বৃথৈ

শত্ববিক্রয়ী, শৌণ্ডিক ও চিকিৎসকের অন্ন

এবং ঘাণ্টিকের (ঘাটিনারের অথবা ঘণ্টা

বাজাইয়া যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে,

তাহাদের) অন্ন ভক্ষণ করিবে না। বিদ্ধ-

লিঙ্গী, পরিবেতা (জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনগ্রিক বা

অবিবাহিত থাকিতে যে কনিষ্ঠ অগ্রে অগ্নি

বা বিবাহ স্বীকার করে), পুনর্ভূ (পরপূর্ণা)

ও দ্বিধিযুপত্তি (৪) এই সকল ব্যক্তির অন্ন

ভোজন করিবে না। অবজ্ঞাত বা অবধৃত

(পাদাদি দ্বারা স্পৃষ্ট) অন্ন ও বিন্দ্যজনক

অন্ন ভোজন করিবে না। এমন কি, গুরু

অন্নও সংকারবর্জিত হইলে ভোজন করা

উচিত নহে। মনুষ্যের সমস্ত পাপ অর্থে

অবস্থান করে বলিয়া যে যাহার অন্ন ভোজন

করে, সেই অন্নভোক্তাকে অন্নদাতার পাপ

ভোগ করিতে হয়। যে যাহার কৃষিকর্ম্ম

করে, যে পুরুষাভুক্রমে আপন বংশের মিত্র,

যে যাহার গোপালন করে, যে যাহার দাস্তবর্ম্ম

করে এবং যে যাহার ক্ষৌরকর্ম্ম করে, শূদ্রের

মধ্যে ইহাদের সিদ্ধান্ত ভোজন করিতে পারা

যায়; আর যে আত্মসমর্পণ বা আত্মনিবেদন

করিয়াছে, তাহার অন্নও ভোজন করা যায়।

(৩) সংস্কারবর্জিতমিতি কচিং পাঠঃ।

(৪) দ্বিধিযুপত্তি—পুত্রোৎপাদনার্থ ধর্ম্মতঃ

নিযুক্ত ভ্রাতৃপত্নীতে যে ব্যক্তি নিবোগধর্ম্ম

অতিক্রমপূর্ব্বক কামবশতঃ আসক্ত হয়। কেহ

কেহ পরপূর্ণা-পাতকেও দ্বিধিযুপত্তি বলেন।

পায়সঃ স্নেহপকং যদোদারসৈশ্চৈব শক্তবঃ ।  
 পিণ্যাকৈব তৈলঞ্চ শূদ্রাদগ্রাহ্যং বিজ্ঞাতিভিঃ  
 রস্মাকং নালিকাশাকং কুশুম্ভাশ্মকং তথা ।  
 পলাণ্ডুং লগুনং শুভ্রং নির্ঘাসকৈব বজ্জয়েৎ ২১  
 ছত্রাকং বিভ্রবরাহঞ্চ শেলুং পীযুষমেব চ ।  
 বিলয়ং স্নুযুথকৈব করকানি চ বজ্জয়েৎ ২২  
 গৃধ্রনং কিংগুথকৈব কুকুটঞ্চ তথৈব চ ।  
 উৎকথরমলাবৃঞ্চ জম্বু । পতিতি বৈ বিজ্ঞঃ ২২  
 বৃথাকুরসংখ্যাবৌ পায়সাপুপমেব চ ।  
 অল্পপাকৃতমাংসঞ্চ দেবান্নানি হবীঃষি চ ২৩  
 যবাণ্ডং মাতুলুঞ্জঞ্চ মৎস্তানপ্যল্পপাকৃতান্ ।

নট, কুস্তকার ও কৃষক ইহাদিগকে অল্প মূল্য  
 দিয়া ইহাদের অন্ন ভোজন করিতে পারা  
 যায়। পায়স, জলোপসেক ব্যতীত ঘৃতাদি  
 স্নেহ দ্বারা পকবস্ত, শকু ( ছাতু ), পিণ্যাক  
 ( তিলের খৈল ) ও তৈল এই সকল বস্তু  
 আক্রণের শূদ্রের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে  
 পারিবেন। রস্মাক ( বেগুন সদৃশ কল-  
 বিশেষ ), নালিকা শাক ( নালিতা শাক ),  
 কুশুম্ভ ( কুশুম শাক ), অশ্মক ( পাথরকুচি  
 অথবা কুচুই ), পলাণ্ডু, লগুন, শুভ্র, ও  
 নির্ঘাস এই সকল বস্তু ভক্ষণ করিবে না।  
 ১১—২০। ছত্রাক ( ভূমিতে উৎপন্ন অথবা  
 বৃক্ষে উৎপন্ন বেগের ছাতা ), বিভ্রবরাহ  
 ( গ্রাম্য শূকর ), শেলু ( চালিকা ), পীযুষ  
 ( যে নবপ্রসূতা গাভীর প্রসবের পর দশ  
 দিন অতীত হয় নাই, তাহার দুগ্ধ ), বিলয় ও  
 স্নুযুথক এবং করক ( বর্ষোপল বা বাণের  
 কোড়া ) এই সকল বস্তু পরিত্যাগ করিবে।  
 গৃধ্রন ( গাজর ), কিংগুথ, কুকুট, যজোদুহর,  
 অলাবু ( নিরুজ্জ লাউ ) এই সকল বস্তু ভক্ষণ  
 করিলে আক্রণ পতিত হন। কুশর ( তিল ও  
 তুলুপক বস্তু ), সংখাব ( কীরণ্ড সংযুক্ত  
 গোধূমচূর্ণ ), পায়স ও অপুপ এই সকল বস্তু  
 দেবোদ্দেশ্য ব্যতীত কেবল আত্মার্থে প্রস্তুত  
 হইলে ভক্ষণ করিবে না। আর যে মাংস বা  
 মৎস্ত মদ্য দ্বারা সংস্কৃত হয় নাই তাহা, নিবে-

নাশং কপিথং প্রকঞ্চ প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ২৪  
 পিণ্যাকঞ্চোদ্ধৃতস্নেহং দিব্যি ধানান্তর্থেব চ ।  
 রাত্রৌ চ তিলসম্বন্ধং প্রযত্নেন দধি ত্যজেৎ ২৫  
 নান্নীয়াৎ পয়সা তক্রং ন বীজান্নাপজীবয়েৎ ।  
 ক্রিয়াতৃষ্টিং ভাবতৃষ্টিমসংসঙ্গং বিবর্জয়েৎ ২৬  
 কেশকীটাবশ্লবঞ্চ সঙ্কুলেপঞ্চ নিত্যশঃ ।  
 স্বাভ্রাতঞ্চ পুনঃ সিদ্ধং চণ্ডালাবেক্ষিতং তথা ২৭  
 উদকান্না চ পতিতৈর্গব্য চাভ্রাতমেব চ ।  
 অনর্জিতং পর্য়ুষিতং পর্য়্যাচাস্তঞ্চ নিত্যশঃ ২৮  
 কাককুকুটসংস্পৃষ্টং কৃমিভিশ্চৈব সংযুতম্ ।  
 মনুষ্যৈরপ্যবভ্রাতং কুষ্ঠিনা স্পৃষ্টমেব চ ২৯

দনের পূর্বে নৈবেদ্যাদি দেবান্ন কিংবা হোমের  
 পূর্বে স্তুতাদি হবনীয় দ্রব্য এবং যবাগু, মাতুলুজ  
 ( ছোলঙ্গ বা তিক্তান্ন ক্ষুদ্র বাতাপ্পীলেবু ), কদম্ব,  
 কপিথ ( কদম্ব ), প্রক ও বকুল এই সকল  
 বস্তু ও যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। দিব্য-  
 ভাগে ঘোল প্রভৃতি উদ্ধৃতস্নেহ, পিণ্যাক  
 ( তিলের খৈল ), ধান ( ভূষ্টযবতুল ) এবং  
 রাত্রিতে তিলসংযুক্ত দ্রব্য ও দধি ভক্ষণ  
 করিবে না। রাত্রির সহিত তক্র ভক্ষণ  
 করিবে না; বীজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ  
 করিবে না; ক্রিয়াতৃষ্টি ( অর্থাৎ পাকাদি সময়ে  
 অপবিত্র ) অথবা ভাবতৃষ্টি ( যাহা দেখিতে  
 বিষ্ঠাদি অপবিত্রবস্তৃসদৃশ ) দ্রব্য, এবং  
 অসংসঙ্গ সর্ষপা পরিত্যাগ করিবে।  
 কেশযুক্ত বা কীটযুক্ত কিম্বা মৃত্তিকা লিপ্ত  
 অন্ন, গোক্ক বা কুকুর যে অন্ন ভ্রাণ করি-  
 য়াছে, সিদ্ধ করিয়া অবতরণের পর  
 পুনর্বার সিদ্ধ করা অন্ন এবং চণ্ডাল রজস্বলা  
 ও পতিত ব্যক্তির দৃষ্ট অন্ন ভোজন করিবে  
 না। অবজ্ঞার সহিত প্রদত্ত অন্ন, পর্য়ুষিত  
 অন্ন, পর্য়্যাচাস্ত \* অন্ন, কাক বা কুকুট সংস্পৃষ্ট  
 অন্ন, কৃমিসংযুক্ত অন্ন, মনুষ্য যে অন্নের ভ্রাণ

\* একপংক্তিঃ অস্ত্যস্ত আক্রণগণের  
 অপেক্ষা না করিয়া অগ্রে ভোজন-সমাপ্তি  
 করিয়া আচমন করিলে পর অস্ত্যস্ত আক্রণ-  
 গণের অন্নকে পর্য়্যাচাস্ত বলা যায়।

ন রজস্বল্যা দন্তঃ ন পুংস্তল্যা সরোষকম্ ।  
 মলবাসস্যা চাপি পরয়া নোপযোজয়েৎ ॥ ৩০  
 বিবৎসার্যাস্ত গোঃ কীরমৌষ্ট্রং বা নির্দশস্ত চ  
 আবিং সন্ধিনীকীরমপেং মনুরববীৎ ॥ ৩১  
 বলাকঃ হংস দাতুহঃ কলবিহঃ শুকঃ তথা ।  
 তথা কুরবল্লুরং জালপাদক কোকিলম্ ॥ ৩২  
 চাষক খঞ্জরীটক শ্ৰেণং গৃধ্রং তথৈব চ ।  
 উলুকং চক্রবাকক ভাসং পারাবতং তথা ॥ ৩৩  
 কপোতং টিট্টিভকৈব গ্রামকুকুটমেব চ ।  
 সিংহং ব্যাঘ্রক মার্জারং খানং শূরমেব চ ॥  
 শৃগালং মর্কটকৈব গর্দভং ন ভক্ষয়েৎ ।  
 ন ভক্ষয়েৎ সর্কয়গান নাস্তান বনচরান হিজন

লইয়াছে, তাদৃশ অন্ন এবং কৃষ্টি কর্তৃক - ষ্ট  
 অন্ন ভক্ষণ করিবে না । রজস্বল্যা বা অসী  
 নারীর প্রদত্ত অন্ন যথবা ক্রোধপূর্বক প্রদত্ত  
 অন্ন এবং মলিনবস্ত্রপরিধায়িনী বা নিঃসম্পদায়া  
 রমণী কর্তৃক প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিবে না ।  
 ২১—৩০ । বৎস্তশস্ত্র গাতীর হৃৎ ও উষ্ট্রের  
 হৃৎ পান করিবে না । প্রসবের পর দশ অর্ধ  
 না হইলে সেই গাতীর হৃৎ পান করিবে না ।  
 মেঘের হৃৎ ও সন্ধিনী ( বুধাক্রান্ত রজস্ব )  
 গাতীর হৃৎ পান করিবে না, মনু এই কথা  
 বলিয়াছেন । বলাক, হংস, দাতুহ ( ডাক ),  
 কলবিহ ( চড়াইপাখী ), শুক ( টোপা ),  
 কুর, জালপাদ ( যে সকল পক্ষীর পা  
 শরীর প্রভৃতি পক্ষী ), বল্লুর ( শুক্লম ),  
 কোকিল, চাষ ( নীলকণ্ঠপক্ষী ), খরীট  
 ( খজুরপক্ষী ), শ্ৰেণপক্ষী, গৃধ্র ( শংখ ),  
 উলুক ( পেঁচা ), চক্রবাক, ভাসপক্ষী, পা  
 বত ( পায়রা ), কপোত ( ঘুঘু ) টিট্টিপক্ষী এবং  
 গ্রামকুকুট এই সকল পক্ষী ভক্ষণ করিবে  
 না আর সিংহ, ব্যাঘ্র, বিড়াল, কুর, শূকর  
 ( গ্রাম্য ), শৃগাল, মর্কট ও গর্দভ এই সকল  
 পশু ভক্ষণ করিবে না । সাধারণ নিয়ম  
 যে, বক্ষ্যমাণ প্রাণী সকল ভিন্ন অন্ন

গোধা কুর্ঘঃ শশঃ খজী শলকী চেতি সত্তমাঃ  
 ভক্ষ্যাঃ পঞ্চমথা নিত্যং মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩০  
 মৎস্তান সশকান ভুঞ্জীয়াসং যৌবমেব চ ।  
 নিবেদ্য দেবতাভ্যস্ত ব্রাহ্মণেভ্যস্ত নাস্তথা ॥ ৩১  
 ময়ুরং তিত্তিরিকৈব কপিঞ্জলকমেব চ ।  
 বাদ্রীণসং বর্ভকক ভক্ষ্যানাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩২  
 রাজীবান(১)সিংহতুণ্ডাংস্ত তথা পাঠীনরোহিতৌ  
 মৎস্তেষু স্তে সমুদ্ভিষ্টা ভক্ষণীয়া যুনীশ্বরাঃ ॥ ৩৩  
 প্রোক্ষিতং ভক্ষয়ে দমাং মাংসকং হিজকাম্যয়া  
 যথাবিধি নিযুক্তক প্রাণানামপি চাত্যয়ে ॥ ৪০  
 ভক্ষয়েন্নৈব মাংসানি শেষভোজী ন লিপ্যতে  
 ঔষধাথমশক্তৌ বা নিয়োগাদ্যজ্ঞকারণাৎ ॥ ৪১

স্থলচর প্রাণী—কিছুই ভক্ষণ করিবে না । ১  
 গোধা, কচ্ছপ, শশ ( খরগোষ ), খজী ( জলজ  
 বিশেষ ), ও শলকী ( শজার ), পঞ্চমথের মতে  
 এই পাঁচটি ভক্ষণীয়, প্রজাপতি মনু এই ক  
 বলিয়াছেন । শকযুক্ত ( আইসযুক্ত ) মৎ  
 ও ককযুগের মাংস দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে  
 নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিবে ; নিবেদন  
 করিয়া ভক্ষণ করিবে না । ময়ুর, তিত্তি  
 পক্ষী, কপিঞ্জলপক্ষী ( চাতকপক্ষী ) বাদ্রীণস  
 ও বর্ভক ইহারা ভক্ষণীয়, মনু এই ক  
 বলিয়াছেন । হে হিজোত্তমগণ ! রাজী  
 সিংহতুণ্ড ( শকুলমৎস্ত ), পাঠীন ও রোহি  
 মৎস্ত, মৎস্তের মধ্যে এই সকল ভক্ষণ ক  
 যায় । যজ্ঞের হতাবেশিষ্ট এই সকল প্রাণী  
 মাংস ভক্ষণ করিতে পারে ; বহু ব্রাহ্মণে  
 অল্পরোধে এই সকল মাংস ভক্ষণ করিতে  
 পারা যায় ; তাই সকল মাংস যথাশাস্ত্র আত্ম  
 দিতে নিযুক্ত হইলেও ভক্ষণীয় এবং ব্যাধি  
 হেতুক বা আহাৰাতাবে প্রাণসংশয় উপস্থি  
 হইলেও এই সব মাংস ভক্ষণ করিবে  
 ৩১—৪০ । মাংস ভক্ষণ না করাই উচিত  
 কিন্তু যজ্ঞের শেষভক্ষণকারী এবং ঔষধে

( ১ ) শকরমিতি পাঠা

\* নান্য বক্তো যব কাপল্য

আমন্ত্রিতঃ যঃ শ্রাদ্ধে দৈবে বা মাংসমুৎসৃজেৎ  
 শাবন্তি পতরোমাণি তাবন্তো নরকান্ ব্রজেৎ ॥  
 অদেয়ং বাণ্যপেয়ঞ্চ তথৈবান্শুমেব চ ।  
 বিজ্ঞাতীনামনালোক্যঃ নিত্যং মদ্যমিতি স্থিতিঃ  
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন মদ্যং নিত্যং বিবৰ্জয়েৎ ।  
 পীত্বা পততি কৰ্মভোগ্যো ন সম্ভাষ্যো ভবেদ্বিজৈঃ  
 তৎকরিষ্য হতক্যাপি পীত্বাপেয়ান্তপি বিজঃ ।  
 নাধিকারী ভবেৎ তাবদ্যাবৎ তন্ন ব্রজত্যধঃ  
 তস্মাৎ পরিহরেন্নিত্যমভক্যাপি প্রযত্নতঃ ।  
 অপেয়ানি চ বিপ্রা বৈ তথা চেদ্যাতি যোরবম্  
 ইতি ত্রিকৌশ্বে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-  
 বিদ্যায়াং তত্কাভক্যানির্ণয়ো নাম  
 সপ্তদশোহধ্যায়ঃ ॥ ১৭ ॥

জন্ম অশক্তিতে (আপৎকালে) ও যজ্ঞে  
 নিযুক্ত হইয়া ভোজন করিলে দোষে লিপ্ত  
 হইবে না। যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত বা  
 দৈবকৰ্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মাংস ভক্ষণ না করে,  
 সে ব্যক্তি পশুর যতগুলি লোম আছে, তত  
 বৎসর নরকভোগ করিয়া থাকে। বিজগণ  
 কখন মদ্যের দান, পান, স্পর্শ বা দর্শন কিছুই  
 করিবে না, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধ। সেইহেতু  
 বিজগণ যতপূর্বক সৰ্বদা মদ্য পরিত্যাগ  
 করিবে। মদ্যপান করিলে পতিত হয় এবং  
 বিজগণকর্তৃক মদ্যপায়ী ব্যক্তি সম্ভাষণেরও  
 অযোগ্য হয়। অভক্য ভক্ষণ করিলে বা  
 অপেয় পান করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যত-  
 দিনে সে পাপমুক্ত না হইবে, ততদিন কৰ্ম্মাধি-  
 কারী হইবে না; হে বিপ্রগণ! অতএব  
 নিত্যই যতপূর্বক অভক্য-ভক্ষণ এবং অপেয়-  
 পান পরিত্যাগ করিবে। ইহার অন্তথা  
 করিলে নরকগামী হইবে। ৪১—৪৬।

সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

### অষ্টাদশোহধ্যায়ঃ

ঋষয় উচুঃ ।

অহন্তুহনি কর্তব্যং ব্রাহ্মণানাং মহামুনে ।  
 তদাচক্ষাখিলং কৰ্ম্ম যেন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ॥ ১  
 ব্যাস উবাচ ।  
 বক্ষ্যে সমাহিতা যুগং শৃণুধ্বং গদতো মম ।  
 অহন্তুহনি কর্তব্যং ব্রাহ্মণানাং ক্রমাধিধিম্ ॥ ২  
 ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে তুখায় ধৰ্ম্মমর্থঞ্চ চিন্তয়েৎ ।  
 কায়ক্রেশং তত্ত্বভূতং ধ্যায়ৈত মনসেশ্বরম্ ॥ ৩  
 উষঃকালেহথ সম্প্রাপ্তে কৃত্বা চাবশ্যকং বৃধঃ ।  
 স্নায়ান্নদৌষু শুদ্ধানু শৌচং কৃত্বা যথাবিধি ॥ ৪  
 প্রাতঃস্নানেন পুষ্পস্তে যেহপি পাপকৃতো জনাঃ  
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ ॥ ৫  
 প্রাতঃস্নানং প্রশংসন্তি দৃষ্টাদৃষ্টকরং হি তৎ ।  
 ঋষীণামুষিতা নিত্যং প্রাতঃস্নানান্ন সংশয়ঃ ॥ ৬

### অষ্টাদশ অধ্যায়

ঋষিগণ বলিলেন,—হে মহামুনে! যাহা  
 দ্বারা এই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে  
 পারে, যাগ, ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদিন কর্তব্য  
 সেই কৰ্ম্ম সকল বলুন। ব্যাস বলিলেন,—  
 ব্রাহ্মণগণের প্রতিদিন-কর্তব্য কৰ্ম্ম সকল  
 আমি ক্রমে ক্রমে বলিতেছি, তোমরা সমা-  
 হিতচিত্তে আমার নিকট তাহা শ্রবণ কর।  
 ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে নিদ্রা হইতে উঠিয়া মনে মনে  
 কৰ্ম্মের চিন্তা করিবে। ধৰ্ম্ম এবং অর্থ এবং  
 কীরূপ কায়ক্রেশে তাহা লভ্য, ইহাও চিন্তা  
 করিবে। পরে অরুণোদয় কাল প্রাপ্ত  
 হইলে পণ্ডিতব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে অবশ্যকর্তব্য  
 শৌচাদিক্রিয়া সমাপন করিয়া পবিত্র নদীতে  
 স্নান করিবেন। যাহারা পানী, তাহারাত  
 প্রাতঃস্নান করিলে পবিত্র হয়। অতএব  
 সৰ্ব্বপ্রযত্নে প্রাতঃস্নান করিবে। প্রাতঃস্নান  
 দ্বারা দৃষ্টকল (মলাপকৰ্ষণ) ও অদৃষ্টকল  
 (পুণ্য) হইয়া থাকে, এইজন্ত যুনিগণ প্রাতঃ-  
 স্নানকে প্রশংসা করেন। প্রত্যহ প্রাতঃস্নান



যথে শ্রুতস্য সত্যং জ্ঞানাদ্যাঃ সংশ্রবন্তি হি ।  
ততো নৈবাচরেন কৰ্ম্মাণ্যকৃত্বা জ্ঞানমাদিতঃ ॥ ৭  
অলক্ষ্যো কালকণৌ চ হৃঃস্রগ্নঃ হৃর্বিচিহ্নিতম্ ।  
প্রাতঃজ্ঞানেন পাপানি পুংসে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৮  
ন চ জ্ঞানং বিনা পুংসাং পাবনং কৰ্ম্মসু শ্রুতম্  
হোমে জপো বিশেষেণ তস্মাৎ জ্ঞানং সমাচরেন  
অশক্তাবশিষ্টং বা জ্ঞানমশ্রু বিধীয়তে ।  
আর্জেন বাসসা বাথ মার্জ্জনং পাবনং শ্রুতম্ ।  
অসামর্থ্যে সমুৎপন্নং জ্ঞানমেব সমাচরেন ॥  
ব্রাহ্মদীনি যথাশক্তি জ্ঞানান্ত্রাহ্মনৌষণঃ ॥ ১১  
ব্রাহ্মমাগ্নেয়মুদ্ভিৎ বায়বাং দিব্যমেব চ ।  
বাক্ৰণং যৌগিকং যচ্চ যোচা জ্ঞানং প্রকৌর্ভিতম্  
ব্রাহ্মজ্ঞ মার্জ্জনং মগ্নৈঃ কুণৈঃ সোদকবিন্দুভিঃ ।  
আগ্নেয়ং ভস্মনাপাদমস্তকান্ধেহধ্বনম্ ॥ ২৩  
গবাং হি রজসা প্রোক্তং বায়বাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।

করিয়াই ঋষিদের ঋষিত্বপ্রাপ্তি হয়, তাহাতে  
সন্দেহ নাই। নিদ্রিত ব্যক্তির মুখ হইতে  
সর্বদা জ্ঞানাদি নির্গত হইয়া থাকে, সেইহেতু  
প্রথমে জ্ঞান না করিয়া কোন বৈধ কৰ্ম্মাচরণ  
করিবে না। অলক্ষ্য, কালকর্ণিকা, হৃঃস্রগ্ন,  
হৃর্বিচিহ্নিতা—সমস্ত পাপই প্রাতঃজ্ঞান দ্বারা নষ্ট  
হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। অজ্ঞাত ব্যক্তির  
কোন কৰ্ম্মই পবিত্রতা জন্মে না, এইজন্য জপ-  
হোম প্রভৃতি কৰ্ম্মের পূর্বে অবশ্য জ্ঞান  
করিবে। শীতাদিজন্ত অশক্ত ব্যক্তি অশি-  
ব্রহ্ম জ্ঞান অর্থাৎ মস্তকে জল না দিয়া অঙ্গ-  
প্রত্যঙ্গ সকল প্রক্ষালন করিবে, তাহাতে  
অসমর্থ হইলে আর্জবস্ত্র দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন  
করিবে। ইহা তাহার পবিত্রতাকারক।  
১—১০। ইহাতেও অসমর্থ ব্যক্তি বক্ষ্যমাণ  
যে কোন প্রকার জ্ঞান করিবে। অসামর্থ্য  
স্থলে মর্ষিণী বলিয়াছেন, শক্ত্যনুসারে ব্রাহ্মাদি  
জ্ঞান করা উচিত। ব্রাহ্ম, আগ্নেয়, বায়ব্য,  
দিব্য, বাক্ৰণ ও যৌগিক এই ছয় প্রকার  
জ্ঞান ঋষিগণ কর্তৃক প্রকৌর্ভিত হইয়াছে।  
উদক-বিন্দুসহ কুশ দ্বারা মস্তপূর্বেক যে মার্জ্জন  
তাহার নাম ব্রাহ্মজ্ঞান; আপাদমস্তক ভস্ম-

যৎ তু সাতপবর্ষেণ জ্ঞানং তদ্বিব্যমুচ্যতে ॥ ১৪  
বাক্ৰণকাবগাহন্ত মানসং স্বাক্ষবেদনম্ ।  
যৌগিকং জ্ঞানমাখ্যাতং যোগে বিশ্বাদিচিন্তনম্  
আত্মতীর্থমিতি খ্যাতং সেবিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ ।  
মনঃশুদ্ধিকরং পুংসাং নিত্যং তৎ জ্ঞানমাচরেন  
শক্তশ্চেচ্ছাক্ৰণং বিদ্বান প্রাজাপত্যং তথৈব চ ॥  
প্রক্ষাল্য দন্তকাঠং বৈ ভক্ষয়িত্বা বিধানতঃ ।  
আমচ্য প্রযতো নিত্যং জ্ঞানং প্রাতঃ সমাচরেন  
মধ্যাহ্নলিঙ্গমহ্নোল্যং দ্বাদশকূলসম্মিতম্ ।  
সত্বদং দন্তকাঠং স্ত্র্যং তদগ্ৰেণ তু ধাবয়েৎ ॥ ১৯  
কীরিরূক্ষসমুদ্ভুতং মালতীসম্ভবং শুভম্ ।  
অপামার্গঞ্চ বিদগ্ধ করবীরং বিশেষতঃ ॥ ২০  
বর্জয়িত্বা নিদ্রিতানি গৃগীত্বৈবং ধ্বংসিতম্ ।  
পরিহৃত্য দিনং পাপং ভক্ষয়েদৈ বিধানবিৎ ॥ ২১

লেপনের নাম আগ্নেয়জ্ঞান; গোকর পাশে-  
থিত ধূলি দ্বারা আপাদমস্তক ভূষিত করার  
নাম বায়ব্যজ্ঞান; রৌদ্রলাগান ও বৃষ্টি-জল-  
লাগান দিব্য জ্ঞান। মনে মনে আত্মচিন্তন-  
পূর্বক অবগাহন করিয়া যে জ্ঞান করা যায়,  
তাহার নাম বাক্ৰণ, এবং যোগস্থ হইয়া  
বিশ্বাদির চিন্তার নাম যৌগিকজ্ঞান। ব্রহ্মবাদি-  
গণ কর্তৃক অনুষ্ঠিত এই যৌগিকজ্ঞান আত্ম-  
তীর্থ বলিয়া কথিত হইয়াছে। জ্ঞান পুরুষ-  
দিগের অন্তঃশুদ্ধিকর, এইজন্য প্রত্যহ জ্ঞান  
করিবে। বিদ্বান ব্যক্তি শক্তি অনুসারে  
বাক্ৰণ বা প্রাজাপত্য (ব্রাহ্ম) জ্ঞান করি-  
বেন। প্রথমে দন্তকাঠ প্রক্ষালন করত  
বিধানানুসারে ভক্ষণ করিয়া (অর্থাৎ তদ্বারা  
দন্ত মার্জ্জন করিয়া) আচমনপূর্বক পবিত্র  
হইয়া প্রত্যহ প্রাতঃকালে জ্ঞান করিবে।  
দন্তকাঠ মধ্যমা অঙ্গুলির মত স্থূল, দ্বাদশ-  
অঙ্গুলিপরিমিত দীর্ঘ ও ত্র্যমূলক হওয়া উচিত।  
তাহার অগ্রভাগ দ্বারা দন্তধাবন করিবে।  
কীরিরূক্ষোৎপন্ন বা মালতীরূক্ষোৎপন্ন এবং  
অপামার্গ (আপাত), বিষ বা করবীর  
রূক্ষোৎপন্ন দন্তকাঠ দ্বারা দন্তধাবন বিশেষ  
শুভ। ১১—২০। বিধানবেত্তা ব্যক্তি নিদ্রিত

নোংপাটয়েদন্তকাঠং নাকুল্যাগ্রেণ ধারয়েৎ ।  
 প্রকাল্য তঙ্ক্কা তজ্জহা ক্ষুণ্ণে দেশেসমাহিতঃ  
 স্নাত্বা সন্তর্পয়েদেবানুযান পিতৃগণংস্তথা ।  
 আচম্য মজ্জবিম্বিত্যং পুনরাচম্য বাগ্ধতঃ ॥ ২৩  
 সম্যর্জ্য মৈত্রয় আনং কুঠৈঃ সো কবিন্দুভিঃ ।  
 আপোহিষ্ঠাবাহুহিষ্ঠৈঃ সাবিজ্ঞা বাকুঠৈঃ  
 গুঠৈঃ ॥

ওঙ্কারবাহুভিত্তিত্যং গায়ত্রীং বেদমাতরম্ ।  
 জপ্ত্বা জলাঞ্জলিং দদ্যাড্ধ স্বরং প্রতি তন্ননাঃ ॥ ২৪  
 প্রাকালেষু সমাসীনো দর্ভেষু সুসমাহিতঃ ।  
 প্রাণায়ামত্রয়ং কৃৎ ধ্যায়েৎ সঙ্ক্যামিতি স্মৃতিঃ  
 যা সঙ্ক্যা সা জগন্মুক্তির্মায়াভীতা হি নিকলা ।  
 ঐশ্বরী কেবল শক্তস্তত্ত্বত্রয়সমুদ্ভবা ॥ ২৭  
 ধ্যানাকর্মগুণগতাং সাবিজ্ঞা বৈ জপেদ্বধুঃ ।  
 প্রাযুধঃ সততং বিপ্রঃ সঙ্ক্যোপাসনমাচরেৎ

সকল পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রোক্ত  
 একটি দন্তকাঠ গ্রহণপূর্বক অনিষিক্ত দিনে  
 তদ্বারা দন্তধাবন করবে। দন্তকাঠ উৎ-  
 পাঠন করিবে না ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা  
 ধারণ করিবে না। দন্তধাবনের পর দন্ত-  
 কাঠ প্রকালনপূর্বক ভগ্ন করিয়া সাবধানে  
 পবিত্র স্থানে তাহা পরিত্যাগ করিবে। মজ্জ-  
 বিদ্ ব্যক্তি তদনন্তর স্নান করিয়া আচমনপূর্বক  
 প্রত্যহ দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণের তর্পণ  
 করিবে। পরে পুনর্বার আচমনপূর্বক  
 সযতবাক্ হইয়া “অপোহিষ্ঠা”দি মজ্জত্রয়  
 পাঠ করিয়া, ব্যাহতি পাঠ করত সাবিজ্ঞা বা  
 শুভ বাকুণ মজ্জ পাঠ করিয়া কুণোদকবিন্দু  
 দ্বারা দেহের সম্যর্জন করিবে। পরে ওঙ্কার  
 ও মহাবাহুভিত্তিক্ত বেদমাতা গায়ত্রী জপ  
 করিয়া তদগতচিত্তে সূর্যকে জলাঞ্জলি দিবে।  
 ওঙ্কারকরণে প্রাগগ্র কুশোপরি উপবেশন  
 করত প্রথমে তিনটি প্রাণায়াম করিয়া পরে  
 সঙ্ক্যাধ্যান করিবে, ইহা শাস্ত্রের বিধান।  
 যিনি সঙ্ক্যা, তিনিই জগৎপ্রসবকর্ত্রী মায়াভীতা  
 নিকলা তত্ত্বত্রয়সমুৎপত্তা কেবল ঐশ্বরী শক্তি,  
 বিদ্যান ব্রাহ্মণ অর্কমণ্ডলগতা সাবিজ্ঞাকে ধ্যান

সঙ্ক্যাহীনোহন্তচিনিভ্যমনহঃ সর্গকর্মসু ।  
 যদন্তং কুরুতে কিঞ্চন তস্মৈ সন্মাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯  
 অনন্তচেতসঃ শাস্তা ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।  
 উপাস্তা বিধিনং সঙ্ক্যাং প্রাপ্তাঃ পূর্বে পরাং  
 গতিম্ ॥ ৩০  
 যোহন্তত্র কুরুতে যত্র ধর্ম্মার্থো দ্বিজোক্তমঃ ।  
 বিহায় সঙ্ক্যাপ্রণতং স যাতি নরকায়ুতম্ ॥ ৩১  
 তস্মাৎ সর্গপ্রযত্নেন সঙ্ক্যোপাসনমাচরেৎ ।  
 উপাসিতো ভবেৎ তেন দেবো যোগহনুঃ পরঃ  
 মহেশ্বরমাং নিত্যং শতমধ্যাং দণ্ডাবরাম্ ।  
 সাবিজ্ঞা বৈ জপেদ্বিদ্বান্ প্রাযুধঃ প্রযতঃ স্থিতঃ  
 অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমুদয়ন্তং সমাহিতঃ ।  
 মৈত্রস্ত্রয়ং বিবিধৈঃ সৌরৈর্ধর্ম্মগুণজুঃসামসমুদৈঃ ॥ ৩৪  
 উপস্তায় মহাযোগং দেবদেবঃ দিবাকরম্ ।  
 কুবীরত প্রণতিং ভূমৌ মূর্দ্ধা নৈনৈব মজ্জতঃ ॥ ৩৫  
 ওঁ ঋগোক্তায় শাস্তায় কাণ্ডত্রয়হেতবে ।

করিয়া জপ করিবেন এবং সর্বদা পূর্বাভিমুখ  
 হইয়া সঙ্ক্যোপাসনা করিবেন। সঙ্ক্যাহীন ব্যক্তি  
 সর্বদাই অশুচি, সে কোন কর্মেই অধিকারী  
 হয় না। অতএব সে, যে বিছু কর্ম করে,  
 তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। অনন্তচেতা, শাস্ত,  
 বেদপারগ পূর্বকালীন ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রানুসারে  
 সঙ্ক্যোপাসনা করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া-  
 ছেন। ২১—৩০। যে ব্রাহ্মণ সঙ্ক্যাপ্রণতি  
 পরিত্যাগ করিয়া অন্য ধর্ম্মকার্যে যত্ববান হয়,  
 সে অযুত নরকে বাস করে। সেই হেতু  
 অতি যত্নের সহিত সঙ্ক্যোপাসনা করিবে।  
 সেই সঙ্ক্যোপাসনা দ্বারা যোগাত্মা পরমদেবের  
 উপাসনা করা হয়। বিদ্বান ব্যক্তি শুদ্ধ হইয়া  
 পূর্বমুখে উপবেশনপূর্বক প্রত্যহ শ্রেষ্ঠ জপ  
 সহস্রবার বা মহাম জপ শতবার, অথবা  
 নিকৃষ্ট জপ দশবার গায়ত্রী জপ করিবেন।  
 অনন্তর সমাহিতচিত্তে ঋকুয়জুঃসামবেদোৎপন্ন  
 বিবিধ সূর্য্য-মজ্জ দ্বারা উদয়কালীন সূর্য্যের  
 উপাসনা করিবে। এইরূপে মহাযোগী যোবাণি-  
 দেব দিবাকরের উপাসনা করিয়া “ওঁ ঋগোক্তায়”  
 ইত্যাদি বাক্যমাণ সূর্য্যমজ্জ দ্বারা অবনতমস্তকে

নিবেদয়ামি চান্মানং নমস্তে বিশ্বরূপিণে । ৩৬  
নমস্তে স্বর্ণিণে তুভ্যং স্বর্ধায় ব্রহ্মরূপিণে ।  
তমেব ব্রহ্ম পরমাপো জ্যোতী রসোহমৃতম্ ॥  
ভূর্ভুবঃ স্বস্থমোক্তারঃ শর্কো রুদ্রঃ সনাতনঃ ।  
পুরুষঃ সন্ন্যহোহন্তস্বং প্রণমামি কপর্দিনম্ ॥৩৮  
তমেব বিশ্বং বভূব সদস্যং সৃষ্টে চ যৎ ।  
নমো রুদ্রায় স্বর্ধায় আমহং শরণং গতঃ ॥ ৩৯  
প্রচেতসে নমস্তুভ্যং নমো মৌচুট্মায় চ ।  
নমো নমস্তে রুদ্রায় আমহং শরণং গতঃ ॥ ৪০  
ত্রিণাবাহবে তুভ্যং ত্রিণ্যপত্যে নমঃ ।  
অদ্বিপাতয়ে তুভ্যমুদ্যায়ঃ পত্যে নমঃ ॥ ৪১  
নমোহস্ত নীলগ্রীবায় নমস্তুভ্যং পিনাকিনে ।  
বিলোহিতায় ভর্গায় সহস্রাক্ষায় তে নমঃ ॥৪২  
তমোহপহার্যতে নিত্যমাদিত্যায় নমোহস্ত তে

ভূমিতে প্রণাম করিবে । যজ্ঞার্থ যথা,—তুমি  
ব্রহ্মবিশ্ব শিবস্বরূপ কারণত্রয়ের হেতু ও  
শাস্ত, তুমি ঋকোক্ত নামে প্রসিদ্ধ, তোমাকে  
আত্মসমর্পণ করিতেছি ; বিশ্বরূপী তোমাকে  
প্রণাম করিতেছি । তুমি স্বর্ণী ( দয়ালু )  
তুমিই স্বর্ধা, তুমিই ব্রহ্মরূপী, তোমাকে নম-  
স্কার । তুমিই পরব্রহ্ম, তুমিই অপ জ্যোতি  
রস ও অমৃত, তুমিই ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই মহা-  
বাহুত্বস্বরূপ, তুমিই ওক্তার, তুমিই সনাতন  
পুরুষ রুদ্র মহাদেব এবং তুমিই জীবদেহান্ত-  
র্বত্তী পরম জ্যোতিঃ পরমাত্মা কপর্দিনস্বরূপ,  
তোমাকে প্রণাম করি । এই যে বিশ্ব বহু-  
প্রকারে সদস্য ( জীব-দেহাদিরূপ ) প্রসব  
করিতেছে, ইহাও তুমি ; তুমিই রুদ্র এবং  
তুমিই স্বর্ধা ; তোমাকে প্রণাম করি ; আমি  
তোমার শরণাপন্ন হইলাম । তুমি মৌচুট্ম  
তুমি বরুণ, তুমি রুদ্র ; আমি তোমাকে  
বারংবার প্রণাম করি ও তোমার শরণাপন্ন  
হই । ৩১—৪০ । তুমিই ত্রিণাবাহু, তুমি  
ত্রিণ্যপতি, তুমিই অদ্বিপতি, তুমিই উদ্য-  
পতি, তোমাকে প্রণাম করি । তুমি নীল-  
গ্রীব, তুমিই পিনাকী, তুমিই বিলোহিত,  
তুমি ভর্গ (ঐশ্বর্যভেদ) এবং তুমিই সহস্রাক্ষ ;

নমস্তে বজ্রহস্তায় ত্র্যম্বকায় নমো নমঃ ॥ ৪৩  
প্রপদ্যে ত্বাং বিরূপাকং মহান্তং পরমেশ্বরম্ ।  
ত্রিণ্যয়ে গৃহে শুশ্রুমাত্মানং সর্বদেহিনাম্ ॥ ৪৪  
নমস্তামি পরং জ্যোতিঃ স্বাক্ষং ত্বাং পরামৃতম্  
বিশ্বং পশুপতিং ভীমং নর-নারীশরীরিণম্ ॥৪৫  
নমঃ স্বর্ধায় রুদ্রায় ভাস্বতে পরমেষ্ঠিনে ।  
উগ্রায় সর্বভক্ষায় ত্বাং প্রপদ্যে সনৈব হি ॥৪৬  
এতর্দৈ স্বর্ধাহৃদয়ং জপ্তা স্তবমমৃতমম্ ।  
প্রাতঃকালেহথ মধ্যাহ্নে নমস্বর্ধাদিবাকরম্ ॥  
ইদং পুত্রায় শিষ্যায় ধার্ম্মিকায় দ্বিজাতয়ে ।  
প্রদেয়ং স্বর্ধাহৃদয়ং ব্রহ্মণা তু প্রদর্শিতম্ ॥ ৪৮  
সর্বপাপপ্রশমনং বেদসারসমুদ্ভবম্ ।  
ব্রাহ্মণানাং হিতং পুণ্যমুখিসংজ্ঞ্যমিষেবিতম্ ॥৪৯  
অথাগম্য গৃহং বিশ্রাং সমাচম্য যথাবিধি ।  
প্রজাল্য ব'হুং বিধিবজ্রহুযাজ্ঞাতবেদসম্ ॥ ৫০

তোমাকে প্রণাম করি । তুমি তমোপহ  
আদিত্য, তোমাকে নিত্য প্রণাম করি । তুমি  
বজ্রহস্ত ও তুমিই ত্র্যম্বক, তোমাকে বারংবার  
প্রণাম করি । তুমি বিরূপাক, তুমি মহৎ,  
তুমি পরমেশ্বর, তুমি সর্বদেহীর ত্রিণ্যয় গৃহের  
শুশ্রুমাত্মা, অতএব তোমার শরণাপন্ন হই ।  
তুমি শ্রেষ্ঠ জ্যোতিঃপদার্থ, তুমিই ব্রহ্মা, তুমিই  
শ্রেষ্ঠ অমৃত, তুমিই বিশ্ব, তুমিই পশুপতি,  
তুমিই ভীম এবং তুমিই অর্দ্ধনারীশ্বররূপে  
বিবাজমান ; তোমাকে প্রণাম করি । তুমিই  
স্বর্ধা, রুদ্র, ভাস্বান, পরমেষ্ঠী, উগ্র ও সর্ব-  
ভুক নামে প্রসিদ্ধ ; আমি সর্বদা তোমার  
শরণাপন্ন হই । প্রাতঃকালে এবং মধ্যাহ্ন-  
কালে এই শ্রেষ্ঠতম স্বর্ধাহৃদয়-স্তব পাঠ করিয়া  
স্বর্ধাকে প্রণাম করিবে । ব্রহ্মাকর্তৃক প্রদর্শিত  
এই স্বর্ধাহৃদয়-স্তব ( পাঠ করিবার জন্ত ) পুত্র,  
শিষ্য ও ধার্ম্মিক দ্বিজাতীগণকে উপদেশ  
করিবে । এই পবিত্র আদিত্যহৃদয়স্তোত্র সর্ব-  
পাপনাশক, বেদসারসমুদ্ভূত, ব্রাহ্মণের হিত-  
জনক ও ঋষিগণের কর্তৃক নিষেবিত । অনন্তর  
গৃহে আগমন করিয়া বিধানানুসারে অগ্নি  
প্রজালন করত যথাবিধি অগ্নিতে হোম

ঋত্বিক পুজোহং পত্নী বা শিষ্যো বাপি

সহোদরঃ ।

প্রাপ্যায়ুজ্ঞাং বিশেষেণ জুহুয়ুর্বা যথাবিধি ॥ ৫১

পবিত্রপাণিঃ পুত্ৰাশ্চা শুক্রাঃ স্বরধরঃ শুচিঃ ।

অনন্তমনসা নিত্যং জুহুয়াৎ সংযতোস্ত্রিয়ঃ ॥ ৫২

বিনা দর্ভেণ যৎ কৰ্ম্ম বিনা সূত্রেণ বা পুনঃ ।

ব্রাক্ষসঃ শুভবেৎ সৰ্ব্বং নামুত্ত্রেহ কলপ্রদম্ ॥ ৫৩

দৈবতানি নমস্কুর্যাহুপহারান্ নিবেদয়েৎ ।

দদ্যাৎ পুষ্পাদিকং তেষাং বৃদ্ধাংশৈচবাভিবাদয়েৎ

জরুণৈবাপ্যুপাসীত হিতকাশ্চ সমাচরেৎ ।

বেদাভ্যাসং ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নাচ্ছিত্তেহো দ্বিজ

জপেদধ্যাপয়েচ্ছিয়ান্ ধারয়েচ্ছৈ বিচারয়েৎ ।

অবেকেতাথ শাস্ত্রেণ ধর্ম্মাদানি দ্বিজোক্তমাঃ ॥

বৈদিকাংশৈচব নিগমান্ বেদাঙ্গানি চ সৰ্ব্বশঃ ।

উপেয়াদীশ্বরং বাথ যোগক্ষেমপ্রসিক্ষয়েৎ ।

সাধয়োহবিধানর্থান্ কুর্টুস্বার্থে দ্বিজোক্তমঃ ॥ ৫৭

করিবে । ৪১—৫০ । অথবা অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, পুত্র, শিষ্য, পত্নী, সহোদর বা পুরো-  
হিত ইহারাও বিধানানুসারে হোম করিতে  
পারেন । প্রত্যহ ইন্দ্রিয়সংযম করত শুদ্ধাস্ত্র-  
করণ ও শুচি হইয়া শুক্রবস্ত্র পরিধান ও হস্তে  
পবিত্র ধারণ করিয়া অনন্তমনে হোম করি-  
বেন । যজ্ঞোপবীত বা দর্ভশূন্ত হইয়া কৰ্ম্ম  
করিলে সেই কৃতকর্ম্মের ফল ব্রাক্ষসেরা প্রাপ্ত  
হয়, অতএব ইহলোকে বা পরলোকে তাহা  
ভারা কোনই উপকার হয় না । তদনন্তর  
দেবতাদিগকে প্রণাম করিবে, তাঁহাদিগকে  
পুষ্পাদি ও নৈবেদ্যাদি উপহার প্রদান করিয়া  
বয়োধিক ব্যক্তিদিগকে অভিষেক করিবে  
এবং গুরুর উপাসনা ও হিতকার্য্যে রত  
থাকিবে । তারপর ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক শত্ৰুগ্ন-  
সারে বেদাধ্যয়ন করিবে । হে দ্বিজোক্তমগণ !  
ব্রাহ্মণ জপ করিবে, শিষ্যদিগকে বৈদিক  
নিগম সকল ও বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন  
করাইবে, স্বয়ং অর্থগ্রহ করিবে এবং বেদাদির  
বিচার করিবে ; শাস্ত্র দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম নিরূপণ  
করিবে ; আর যোগক্ষেমের ( অলকলাভ ও

তত্তো মধ্যাহ্নসময়ে জ্ঞানার্থং মৃদমাংসে ॥

পুষ্পাঙ্কতান্ কুশভিলান্ গোশুক্রচ্ছূকমেব বা ॥

নদীষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ ।

জ্ঞানং সমাচরোন্নিত্যং গর্ভপ্রশবণেষু চ ॥ ৫৯

পরকৌশলিনিপানেষু ন স্নানাদি কদাচন ।

পঞ্চ পিণ্ডান্ সমুদ্রত্যা স্নানাদিসম্ভবে পুনঃ ॥ ৬০

মৃত্তিকয়া শিরঃ কাল্যঃ দ্বাভ্যাং নাভেস্তুধোপস্থি

অধস্ত তিস্তিভিঃ কায়ঃ পাদৌ মৃত্তিস্তিষ্ঠেব চ

মৃত্তিকা চ সমুদ্রষ্টা সাদ্র্যামলকমাত্রিকা ।

গোময়স্ত প্রমাণং তৎ তেনাঙ্গং লেপয়েৎ পুনঃ

লেপয়িত্বা তীরসংস্থং তর্জিঙ্গৈরেব মন্ত্রতঃ ।

প্রক্ষাল্যামলকমাত্রাং বিধিবৎ ততঃ স্নানং সমাহিতঃ

অভিঃ স্নানং জলং মন্ত্রেণ স্নানৈবাকরণেঃ শুভৈঃ ।

লকরক্ষা) সিদ্ধির নিমিত্ত রাজার নিকটে

গমন করিবে । কুটুম্বাদির নিমিত্ত বিবিধ অর্থ

সংগ্রহ করিবে । তদনন্তর মধ্যাহ্ন সময়ে

জ্ঞানের নিমিত্ত মৃত্তিকা আহরণ করিবে । আর

পুষ্প, আতপ তুল, কুশ, তিল ও শুক্র

গোময় আহরণ করিবে । নদী, দেবখাত,

তড়াগ, সরোবর, গর্ভ ও প্রশবণে প্রত্যহ

জ্ঞান করিবে । পরকৌশলিনিপানে ( কুপনিকটস্থ

চৌবাচ্ছায় ) কখনই জ্ঞান করিবে না । নদী,

দেবখাতাদি বা স্বকৌশলিনিপানের অভাব

হইলে পঞ্চ পিণ্ড মৃত্তিকা জলমধ্য হইতে উদ্ধার

করিয়া জ্ঞান করিবে । ৫১—৬০ । একটা কাঁচা

আমলকী ফলের পরিমিত মৃত্তিকা লইয়া

তাহার একটা দ্বারা শিরঃপ্রক্ষালন করিবে,

নাভির উপরিভাগ দুইটা মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষা-

লন করিবে, নাভির অধোভাগ তিনটা মৃত্তিকা

দ্বারা ক্ষালন করিবে, এবং পাদদেশ ছয়টা

মৃত্তিকা দ্বারা ক্ষালন করিবে । যে যে অঙ্গ

যে রূপ পরিমিত মৃত্তিকা দ্বারা প্রক্ষালন কথিত

হইয়াছে, সেই সেই অঙ্গ সেই পরিমিত

গোময় দ্বারাও ততবার লেপন করিবে ।

তীর-সংস্থিত হইয়া অঙ্গ মৃত্তিকা ও গোময়

তদ্বিষয়ক মন্ত্র দ্বারা লেপন করিবে । অনন্তর

প্রক্ষালন করিয়া, বিধানানুসারে আচমনপূর্ব্বক

ভাবপুত্ৰতদব্যাক্তং ধ্যায়ৈষে বিশ্বমব্যয়ম্ ॥ ৬৪  
আপো নারায়ণাস্তুতান্তা এবাস্তায়নং পুনঃ ।  
তস্মান্নারায়ণং দেবং জ্ঞানকালে স্মরেদবুধঃ ॥ ৬৫  
প্রেক্ষ্য সোক্তারমাদিত্যং ত্রির্নিমজ্জেজ্জলাশয়ে ।  
আচান্তঃ পুনরাচামেন্মন্থেগানেন মন্ত্রবিৎ ॥ ৬৬  
অন্তশ্চরসি ভূতেষু গুহায়াং বিশ্বতোমুখঃ ।  
ঐং যজ্ঞশ্চং বযট্কার আপো জ্যোতী

হসোহমুহম্ ॥ ৬৭

ক্রপদাং বা ত্রিভ্যস্তেদ্ব্যাহতিং প্রণবান্নিতাম্  
সাবিত্রীং বা জপেদ্বিধাংস্তথা চৈবামর্ষণম্ ॥ ৬৮  
ততঃ সস্মার্জ্জনং কার্য্যমাপো হিষ্ঠা ময়ো ভুবঃ  
ইদমাপঃ প্রবহত ব্যাহতিভিস্তথৈব চ ॥ ৬৯  
তথাভিমজ্জা তৎ ত্রোয়মাপোহিষ্ঠাদিত্যাহ্নিকৈঃ ।

সমাহিতচিত্তে স্নান করিবে। অভিমজ্জন-  
প্রকাশক শুভ বাক্য মন্ত্র দ্বারা জল অভি-  
মজ্জিত করিয়া ভাবতুচ্ছ হইয়া অব্যাক্ত অবায়  
বিশ্বকে ধ্যান করিবে। জল নারায়ণ হইতে  
সমুদ্ভূত এবং জল নারায়ণের আশ্রয় স্থান  
(অর্থাৎ প্রলয়ান্তে নারায়ণ জল আশ্রয় করেন),  
অতএব বিদ্বান ব্যক্তি স্নানের সময় নারায়ণ  
দেবকে স্মরণ করিবে। ওঙ্কার উচ্চারণ করত  
সূর্য্য দর্শন করিয়া জলাশয়ে তিনবার নিমজ্জন  
করিবে। পূর্বে কৃত্যচমন হইলেও মন্ত্রজ  
ব্যক্তি “অন্তশ্চরসি” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমন  
করিবে, যথা,—হে দেব! তুমিই ভূতসমূহের  
অন্তরে বিচরণ কর, তুমিই সকলের হৃদয়-  
গুহাতে বিচরণ কর, তুমিই বিশ্বতোমুখ, তুমিই  
যজ্ঞ, বযট্কার, তুমিই জল, তুমিই জ্যোতি,  
তুমিই রস এবং তুমিই অমৃত অর্থাৎ পরমাত্মা।  
পরে “ক্রপদা” মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে,  
বিদ্বান ব্যক্তি প্রণব ও মহাব্যাহতিযুক্ত  
সাবিত্রী তিনবার জপ করিবেন এবং অঘ-  
মর্ষণসূক্ত তিনবার পাঠ করিবেন। অনন্তর  
“আপোহিষ্ঠা ময়োভুবঃ” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা  
“ইদমাপঃ প্রবহত” ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ও  
ব্যাহতি দ্বারা স্মার্জন করিবে। “আপোহিষ্ঠা  
ময়োভুবঃ” ইত্যাদি তিন মন্ত্র দ্বারা সেই জল

অন্তর্জলগতো ময়ো জপেৎ ত্রিঘমর্ষণম্ ॥ ৭০  
ক্রপদাং বাধ সাবিত্রীং তদ্বিধোঃ পরমং পদম্  
আবর্তয়েচ্চ প্রণবং দেবং বা সংস্মরেদ্বরিম্ ॥ ৭১  
ক্রপদাদিব যো যজ্ঞো যজুর্বেদে প্রতিষ্ঠিতঃ ।  
অন্তর্জলে ত্রিরাবর্ত্য সর্ষপাটপেঃ প্রযুচ্যতে ॥ ৭২  
ঐপঃ পানৌ সমাদায় জপ্ত্বা তৈব স্মার্জ্জনে কৃতে  
বিস্তস্ত মুর্দ্ধি তৎ ত্রোয়ং যুচ্যতে সর্ষপাতটকৈঃ ॥  
যথাশ্বমেধঃ ক্রতুরাট সর্ষপাপাপনোদনঃ ।  
তথাঘমর্ষণঃ সূক্তং সর্ষপাপাপনোদনম্ ॥ ৭৪  
অথোপতিষ্ঠেদাদিত্যমুর্দ্ধং পুষ্পাক্তাঘিতম্ ।  
প্রক্ষিপ্যালোকয়েদেবমুর্দ্ধং যন্তমসঃ পরঃ ॥ ৭৫  
উত্ত্যং চিত্রমিত্যেতৎ তচ্চক্ষুরিতি মন্ত্রতঃ ।  
হংসঃ শুচিষদেতেন সাবিত্র্যা চ বিশেষতঃ ॥ ৭৬  
তৈশ্চ বৈদিকৈর্মন্ত্রৈঃ সৌরৈঃ পাপপ্রণাশনৈঃ  
সাবিত্রীং বৈ জপেৎ পশ্চাৎ পরমাক্ষ চতুশ্চদাম্  
পরঃস্রব্ধস্রুপাং তাং জপযজ্ঞঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥ ৭৭

অভিমজ্জিত করিয়া জলমধ্যস্থিত হইয়া গল-  
দেশ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করত অঘমর্ষণসূক্ত  
তিনবার পাঠ করিবে। ৬১—৭০। “ক্রপদা”  
মন্ত্র, সাবিত্রী ও “তদ্বিধোঃ পরমং পদম্” এই  
মন্ত্র আবৃত্তি করিবে এবং প্রণব (ওঙ্কার)  
আবৃত্তি করিবে অথবা হরি স্মরণ করিবে।  
জলমধ্যস্থিত হইয়া যজুর্বেদোক্ত “ক্রপদাদিব”  
মন্ত্র তিনবার পাঠ করিলে সমস্ত পাপ হইতে  
বিশুদ্ধ হয়। স্মার্জন কৃত হইলে পর, হস্তে  
জল রাখিয়া মন্ত্র জপ করিয়া সেই জল মস্তকে  
প্রক্ষেপ করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।  
আর যেমন যজ্ঞশ্রেষ্ঠ অশ্বমেধ সমস্ত পাপ নষ্ট  
করেন, সেইরূপ অঘমর্ষণসূক্ত সমস্ত পাপই  
নাশ করিয়া থাকেন। অনন্তর সূর্য্যোপস্থান  
করিবে। উর্দ্ধে পুষ্পাক্তযুক্ত জল প্রক্ষেপ  
করত তমঃপরবর্তী সূর্য্যকে উর্দ্ধে অবলোকন  
করিবে। ‘উত্ত্যং’ ‘চিত্রং’ ও ‘তচ্চক্ষু’ মন্ত্র  
দ্বারা ‘হংসঃ শুচিষৎ’ মন্ত্রদ্বারা, সাবিত্রীদ্বারা  
এবং সূর্য্যবিষয়ক পাপনাশক অন্তান্ত বৈদিক  
মন্ত্রদ্বারা সূর্য্যোপস্থান করিবে। অনন্তর চতু-  
শ্চদা সাক্ষাৎ পরমব্রহ্মসদৃশী উৎকৃষ্টা সাবিত্রী

বিবিধানি পবিত্রানি শুভবিদ্যাস্তথৈব চ ।  
 শতকৃত্তিয়মাধর্ষশিরঃ সৌরাস্ত শক্তিতঃ ॥ ৭৮  
 প্রাক্লেঘু সমাসীনঃ কুশেঘু প্রাঙ্গুধঃ শুচিঃ ।  
 তিষ্ঠন্ত বীক্ষমাণোহর্কঃ জপ্যং কুর্ধ্যাৎ সমাহিত  
 ফাটিকেন্দ্রাক্কদ্রাকৈঃ পুত্রজীবসমুদ্ভবৈঃ ।  
 কর্তব্য্য দক্ষমালা ভ্রাতৃত্তয়াভুতমা স্মৃতা ॥ ৮০  
 জপকালে ন ভাষেত নাত্তানি প্রেক্ষয়েদৃঃ ।  
 ন কম্পয়েচ্ছিরোগ্রীবং দন্তান্ নৈব প্রকাশয়েৎ  
 শুভকা রাক্ষসাঃ শিক্কা হরস্তি প্রসভং যতঃ ।  
 একান্তেঘু শুচৌ দেশে তস্মাজ্জপাং সমাচরেৎ  
 চাণ্ডালশৌচিপতিতান দৃষ্ট্বাচম্য পুনর্জপেৎ ।  
 তৈরেব ভাষণং কৃতা স্নাত্বা চৈব পুনর্জপেৎ ॥ ৮২  
 আচম্য প্রযতো নিত্যং জপেদন্তাচদর্শনে ।

জপ করিবে। এই সাবিত্রীজপই জপযন্ত্র  
 বলিয়া কথিত হইয়াছে। তৎপরে বিবিধ  
 পবিত্র মন্ত্র সকল, শুভবিদ্যা, শতকৃত্তিয় মন্ত্র,  
 আধর্ষাশ্রোমমন্ত্র এবং সৌরমন্ত্র শক্তানুসারে  
 পাঠ করিবে। পূর্বাগ্রে কুশোপরি পূর্বমুখে,  
 শুচি ও সমাবিস্ত হইয়া, উপবেশন করিয়া  
 অথবা দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্য দর্শন করিতে  
 করিতে জপ করিবে। ফাটিক, ইন্দ্রাক বা  
 কদ্রাক কিংবা পুত্রজীব এই সকল বস্ত্র দ্বারা  
 জপমালা করিবে। এই মালা উত্তরোত্তর  
 প্রশস্ত জানিবে। ৭১—৮০। পণ্ডিত ব্যক্তি  
 জপকালে কথা করিবে না, অস্ত কিছু দর্শন  
 করিবে না, মন্তক বা গ্রীবা কম্পন করিবে  
 না এবং দন্ত প্রকাশ করিবে না। জপকালে  
 এই সকল নিষিদ্ধ কর্ম করিলে শুভ্র, রাক্ষস  
 ও সিদ্ধগণ বলপূর্বক জপ হরণ করে; সেইজন্য  
 নির্জন ও শুদ্ধ স্থানে অবস্থানপূর্বক জপ  
 করিবে। জপকালে চণ্ডাল পতিত এবং  
 অশৌচী ব্যক্তিকে দর্শন করিলে আচমন  
 করিয়া পুনর্বার জপ করিবে। আর সেই সকল  
 ব্যক্তির সহিত সন্ধ্যাষণ করিলে স্নান  
 করিয়া পুনর্বার জপ করিবে। অশুচি  
 ব্যক্তিকে দর্শন করিলে নিত্য পবিত্র ব্যক্তি

সৌরান্ মন্ত্রাঃ ক্রীতৌ বৈ পাবমানীম্ কামতঃ  
 যদি স্তাৎ ক্লিন্নবাসা বৈ বধিরমধ্যাগতো জপেৎ  
 অন্তথা তু শুচৌ দেশে দর্ভেষু স্তুসমাহিতঃ ॥ ৮৫  
 প্রদক্ষিণং সমাহুতা নমস্কৃত্য ততঃ ক্রীতৌ ।  
 আচম্য চ যথাশাস্ত্রং শক্ত্যা স্বাধ্যায়মাচবেৎ ॥ ৮৬  
 ততঃ সন্তর্পয়েদেবানুযৌন পিতৃগণাংস্তথা ।  
 আদাবোঙ্কারমুচ্চাৰ্য্য ন্যাস্তে তর্পয়ামি বঃ ॥ ৮৭  
 দেবান্ ব্রহ্মণ্যবীশ্চৈব তর্পয়েদক্ষতোদকৈঃ ।  
 হিলোদকৈঃ পিতৃন ভক্ত্যা স্বগৃহোক্তবিধানতঃ  
 দেবযাংস্তর্পয়েদ্বীমানুদকাঞ্জলিভিঃ পিতৃন ॥ ৮৮  
 যজোপবীতী দেবানাং নিবীতী ঋষিতর্পণে ।  
 প্রাচীনাবীতী পিত্রো ভূ স্তেন তীর্থেন ভাবতঃ  
 নিম্পীড্য স্নানবস্ত্রস্ত সমাচম্য চ বাগ্ধৃতঃ ।

যথাশক্তি সৌর মন্ত্র বা পাবমানী মন্ত্র ইচ্ছানু-  
 সারে জপ করিবে। যদি জপকর্তা আর্জ বস্ত্র  
 পরিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে জলমধ্য-  
 স্থিত হইয়া জপ করিবে। আর যদি শুদ্ধবস্ত্র  
 পরিধান করিয়া থাকেন তাহা হইলে বিশুদ্ধ  
 স্থানে কুশোপরি সমাহিত ভাবে উপবেশন-  
 পূর্বক জপ করিবে। তদনন্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ  
 ও ভূমিতে নমস্কার করিয়া আচমনপূর্বক  
 শক্তানুসারে যথাশাস্ত্র বেদাধ্যয়ন করিবে।  
 তদনন্তর দেব, ঋষি ও পিতৃগণকে তর্পণ  
 করিবে। আদিতে ওঙ্কার উচ্চারণ করিয়া  
 পরে নামের শেষে “তর্পয়ামি বঃ” এইরূপ  
 বলিবে। স্বীয় স্বীয় গৃহানুসারে দেবতা  
 ও ঋষিদিগকে যথাক্রমে যব ও আতপতিল-  
 যুক্ত জল দ্বারা তর্পণ করিবে এবং পিতৃগণকে  
 ভক্তিসহকারে তিলযুক্ত জল দ্বারা তর্পণ  
 করিবে। দেবতর্পণ সময়ে উপবীতী হইবে,  
 সনকাদি-ঋষিতর্পণ সময়ে নিবীতী হইবে।  
 পিতৃতর্পণ সময়ে প্রাচীনাবীতী হইবে। স্ব  
 স্ব তীর্থ দ্বারা ভক্তিভাবে দেবাদি তর্পণ  
 করিবে। \* অনন্তর বস্ত্রনিম্পীড়নোদক দান

\* উপরিভাগের ১২ অঃ ১০।১১ শ্লোক  
 ও ১৩অঃ ১৬—১৮ শ্লোক দেখ।

শৈবজৈরর্চয়েদেবান্ পুষ্পৈঃ পত্রৈরথ্যস্থিতিঃ ।  
ব্রহ্মাণং শঙ্করং সূর্য্যং তৈব মধুসূদনম্ ।  
অস্ত্রাংশ্চাভিমতান্ দেবান্ ভক্ত্যা

চাক্রোধনো নরঃ ॥ ৯১

প্রদক্ষ্যাত্মা পুষ্পাণি সূক্তেন পৌরুষেণ তু ।  
আপো বা দেবতাঃ সন্ধ্যাস্তেন সম্যক্ সমর্চিতাঃ  
ধ্যাত্বা প্রণবপূর্ব্বং বৈ দৈবতানি সমাহিতাঃ ।  
নমস্কারেণ পুষ্পাণি বিস্তাসেতৈ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ৯৩  
ন বিষ্ণুরাধনাং পুণ্যং বিদ্যাতে কৰ্ম্ম বৈদিকম্ ।  
তস্মাদনাতিমধ্যান্তং নিত্যমারাধয়েৎকরিম্ ॥ ৯৪  
তদ্বিকোৱিতি মন্ত্রেণ সূক্তেন পুরুষেণ তু ।  
ন তাত্ম্যং সদৃশো মন্ত্রো বেদেযুক্তশ্চতুৰ্ঘপি ॥ ৯৫  
নিবেদয়েচ্চ স্বাত্মানং বিষ্ণবমলতেজসি ।  
তদাত্মা তত্ত্বানঃ শাস্ত্রস্তদ্বিকোৱিতি মন্ত্রতঃ ॥ ৯৬  
অথবা দেবমীশানং ভগবন্তঃ সনাতনম্ ।  
আরাধয়েন্নহাদেবং ভাবপুত্রো মহেশ্বরম্ ॥ ৯৭

করিয়া আচমনপূর্ব্বক সংযতবাক্ হইয়া পুষ্প, পত্র ও জল দ্বারা বক্ষ্যমাণ দেবতা সকলকে তাঁহাদিগের স্বয়ং মন্ত্রে পূজা করিবে। ৮১—৯০। ব্রহ্মা, শঙ্কর, সূর্য্য, মধুসূদন (বিষ্ণু) ও অভিমত অস্ত্রাশ্চ দেবতা সকলকে ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিসহকারে পূজা করিবে। পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা দেবগণকে পুষ্প ও জল দিবে। তাহা হইলে সমস্ত দেবতা সম্যকরূপে সমর্চিত হইয়া থাকেন। সমাহিতচিত্তে দেবতা সকলকে ধ্যান করিয়া প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক নমস্কারযুক্ত মন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ক্রমে পুষ্পাদি দান করিবে। বিষ্ণু-আরাধনা অপেক্ষা পুণ্যজনক অস্ত্র কোন বৈদিক কৰ্ম্মই নাই; অতএব প্রাত্দিन সেই অনাদি, অমধ্য ও অনন্ত হরিকে অর্চনা করিবে। “তদ্বিকোঃ পরমং পদং” এই মন্ত্রের সমান এবং পুরুষসূক্তের সমান মন্ত্র চতুর্বেদেই মধ্যে নাই। অনন্তর শাস্ত্রপরা-রূপে উপগতচিত্ত ও তত্ত্বম্ হইয়া “তদ্বিকোঃ” মন্ত্র দ্বারা অমলতেজা বিষ্ণুকে স্বীয় আত্মা সমর্পণ করিবে। অথবা পবিত্রভাবে সেই

মন্ত্রেণ ক্রদ্রগায়ত্র্যা প্রণবেনাথ বা পুনঃ ।  
ঈশানেনাথবা ক্রদ্রৈন্যাদেকেন সমাহিতঃ ॥ ৯৮  
পুষ্পৈঃ পত্রৈরথ্যস্থিতির্বা চন্দনাদৈর্দার্ষহেশ্বরম্ ।  
উক্তা নমঃ শিবায়েতি মন্ত্রেণানেন বা ভপেৎ ॥  
নমস্কুর্য্যান্নহাদেবং তং মৃত্যুঞ্জয়মীশ্বরম্ ।  
নিবেদয়ীত স্বাত্মানং যো ব্রাহ্মণমিতীশ্বরে ॥ ১০০  
প্রদক্ষিণং দ্বিভুঃ কুর্য্যাৎ পঞ্চ ব্রহ্মাণি বৈ জপন  
ধ্যায়ীত দেবমীশানং বোমমধ্যাগতং শিবম্ ॥ ১০১  
অথাবলোকয়েদর্কং হংসঃ শুচিষদিত্যাচা ।  
কুর্কন পঞ্চ মহাযজ্ঞান্ গৃহং গত্বা সমাহিতঃ ।  
দেবযজ্ঞং পিতৃযজ্ঞং ভূতযজ্ঞং তথৈব চ ।  
মানুষ্যং ব্রহ্মযজ্ঞঞ্চ পঞ্চ যজ্ঞান্ প্রচকতে ॥ ১০৩  
যদি স্মৃৎ তর্পণাদর্কবাগ্ৰহযজ্ঞঃ কৃতো ন হি ।  
কুহা মনুষ্যযজ্ঞং বৈ ততঃ স্বাধ্যায়মাচরেৎ ॥ ১০৪

সনাতন দেবাদিদেব মহাদেব ভগবান্ মহেশ্বর ঈশানকে আরাধনা করিবে। সমাহিতচিত্তে ক্রদ্রগায়ত্রী, প্রণব, ঈশানমন্ত্র, ক্রদ্রমন্ত্রপুঙ্খ (শতক্রদ্রীয়,) বা ত্র্যম্বকমন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্প বিষ্ণপত্র চন্দনাদি দ্বারা অথবা কেবল জল দ্বারাও মহেশ্বরকে পূজা করিবে; অথবা “নমঃ শিবায়ে” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূজা এবং জপ করিবে। অনন্তর দেবাদিদেব মহাদেব মৃত্যুঞ্জয়কে নমস্কার করিবে এবং “যো ব্রাহ্মণঃ” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক তাঁহাকে আত্ম-সমর্পণ করিবে। ৯১—১০০। ব্রাহ্মণ পঞ্চ-ব্রহ্ম জপ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিয়া আকাশমধ্যাগত দেবাদিদেব মহাদেব ঈশানকে ধ্যান করিবে। “হংসঃ শুচিষৎ” এই ঋকমন্ত্র দ্বারা সূর্য্য দর্শন করিবে। অনন্তর বিতুঙ্কান্তঃকরণে গৃহে গমন করিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবে। দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ভূতযজ্ঞ, মানুষ-যজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ এই পাঁচটি যজ্ঞের নাম পঞ্চযজ্ঞ। যদি তর্পণের পূর্বে ব্রহ্মযজ্ঞ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অতিথিসেবারূপ মনুষ্যযজ্ঞ সমাপন করিয়া বেদের অধ্যয়ন বা অধ্যাপনারূপ ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। বিতুঙ্কান্তঃকরণে হস্তে পবিত্র ধারণ করত দর্ভসমূহকে



অগ্নে: পশ্চিমতো দেশে ভূতযজ্ঞঃ এব চ ।  
 কুশপুঞ্জে সমাসীনঃ কুশপাণিঃ সমাহিতঃ ॥ ১০৫  
 শালাগ্নৌ লৌকিকে বাধ জলে ভূম্যামথাপি ব  
 বৈশ্বদেবশ্চ কর্তব্যো দেবযজ্ঞঃ স বৈ স্মৃতঃ ॥  
 যদি স্থাল্লৌকিকে পকং ততোহন্নং তত্র ভূষতে  
 শালাগ্নৌ তত্র দেবান্নং বিধিরেষ সনাতনঃ ॥ ১০৬  
 দেবেভ্যশ্চ হতাদন্নাচ্ছেবাদ্ভূতবলিং হরেৎ ।  
 ভূতযজ্ঞঃ স বিজ্ঞেয়ো ভূতিদঃ সর্বদেহিনাম্ ॥  
 শ্বভ্যশ্চ খপচেভ্যশ্চ পতিতাদিভ্য এব চ ।  
 দদ্যাভূমৌ বহিষ্ঠান্নং পক্ষিভ্যো দ্বিজসন্তমঃ ॥  
 সাংকান্নস্ত সিন্ধুস্ত পত্ন্যমন্মং বলিং হরেৎ ।  
 ভূতযজ্ঞস্তয়ং নিত্যং সাযং প্রাতর্বধাবিধি ॥ ১০৭  
 একস্ত ভোজয়েদ্বিপ্রং পিতৃনৃদ্দিগ্ধা সন্তমম্ ।  
 নিত্যশ্রাদ্ধং তদুদ্দিষ্টং পিতৃযজ্ঞো গতিপ্রদঃ ॥  
 উদ্ধৃতা বা যথাশক্তি কিঞ্চিদন্নং সমাহিতঃ ।  
 বেদতস্বার্থবিভষে দ্বিজায়ৈবোপপাদয়েৎ ॥ ১১২

উপর উপবেশনপূর্বক অগ্নির পশ্চিম দিকে  
 পশুপক্ষাদিকে অন্নাদি প্রদানরূপ ভূতযজ্ঞ সমা-  
 পন করিবে। শালাগ্নিতে বা লৌকিকাগ্নিতে  
 অথবা জলে বা ভূমিতে বৈশ্বদেব হোম  
 করিবে; ইহাই দেবযজ্ঞ বলিয়া কথিত আছে।  
 যদি লৌকিকাগ্নিতে অন্ন পাক করা হইয়া  
 থাকে, তাহা হইলে লৌকিকাগ্নিতেই হোম  
 করিবে। যদি শালাগ্নিতে অন্ন পাক করা  
 হইয়া থাকে, তাহা হইলে শালাগ্নিতেই বৈশ্ব-  
 দেব হোম করিবে, ইহা সনাতন বিধি। বৈশ্ব-  
 দেব হোমের অবশিষ্ট অন্ন দ্বারা ভূতবলি কর্তৃ  
 করিবে। এইটী সকল প্রাণীর ঐশ্বর্য্যপ্রদ  
 ভূতযজ্ঞ জানিবে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! পতিত  
 চণ্ডাল, কুকুর ও পক্ষীদিগকে বাহিরে ভূমিতে  
 অন্ন দিবে এবং সাযংকালে পত্নী সিন্ধান্ন  
 দ্বারা অমল্লক বলি প্রদান করিবে। প্রত্যহ  
 সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে বিধানানুসারে এই  
 ভূতযজ্ঞ করিবে। ১০১—১১০। প্রতিদিন  
 পিতৃলোককে উদ্দেশ করিয়া একটী ব্রাহ্মণ  
 ভোজন করাইবে, অথবা ঐ অন্ন কিঞ্চিং  
 লইয়া সমাহিত চিহ্নে বেদার্থবেত্তা শ্রেষ্ঠ

পূজয়েদতিথিঃ নিত্যং নমস্তেন্দ্রর্চয়েদ্বিজঃ ।  
 মনোবাকর্শ্চতিঃ শাস্ত্রমাগতং স্বগৃহং ততঃ ॥  
 অথারকেন সর্বোন্ন পাণিনা দক্ষিণেন তু ।  
 হস্তকারমথাগ্রং বা তিক্কাং বা শক্তিতো দ্বিজঃ  
 দদ্যাদতিথয়ে নিত্যং বুধ্যত পরমেশ্বরম্ ॥ ১১৪  
 তিক্কাংমাছগ্রাসমাত্রামগ্রং তৎ স্ত্রাচ্চতুর্গণম্ ।  
 পুঙ্কলং হস্তকারঞ্চ তচ্চতুর্গণমিষাতে ॥ ১১৫  
 গোদোহকালমাত্রং বৈ প্রসীক্যো হতিথিঃ স্বয়ম্  
 অভ্যাগতান্ যথাশক্তি পূজয়েদতিথীন সদা ॥  
 তিক্কাং বৈ তিক্কাবে দদ্যাতিথিবদ্রক্ষ্যচারিণে ।  
 দদ্যাদন্নং যথাশক্তি হর্ষিতো লোভবর্জিতঃ ॥  
 সর্কেষামপ্যলাভে হি ভন্নং গোভ্যো নিবেদয়েৎ  
 ভূজীত বন্ধুভিঃ সাক্ষং বাগ্ধতোহন্নমকুংসয়ন ॥  
 অকুংস তু দ্বিজঃ পকং মহাযজ্ঞান্ দ্বিজান্তমঃ ।  
 ভূজীত চেৎ স মূঢ়াত্মা তির্থাগৃহোনিং স গচ্ছতি

ব্রাহ্মণকে দান করিবে। ইহারই নাম নিত্য-  
 শ্রাদ্ধ ও ইহাই গতিপ্রদ পিতৃযজ্ঞ। অনন্তর  
 স্বগৃহে আগত শাস্ত্র অতিথিকে প্রত্যহ মনু  
 বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা পূজা করিবে ও প্রণাম  
 করিবে। বামহস্তকে অথারক করিয়া দক্ষিণ  
 হস্ত দ্বারা অতিথিদিগকে প্রত্যহ শক্তি অন্ন-  
 সারে বক্ষ্যমাণ হস্তকার, অগ্র বা তিক্কা দান  
 করিবে এবং আতিথিকে পরমেশ্বর বলিয়াই  
 জানিবে। গ্রাস-পরিমিত অন্নের নাম তিক্কা,  
 তাহার চতুর্গণ-পরিমিত অন্নের নাম অগ্র  
 এবং তাহার চতুর্গণ পরিমিত পুঙ্কল অন্নের  
 নাম হস্তকার। গোদোহনযোগাকাল অতিথির  
 নিমিত্ত অপেক্ষা করিয়া স্বয়ং ভোজন করিবে।  
 অভ্যাগত অতিথিদিগকে সর্কেষা শক্ত্যানুসারে  
 পূজা করিবে। তিক্ক ও ব্রহ্মচারীকে বিধা-  
 নানুসারে তিক্কা দান করিবে এবং লোভ-  
 শূণ্য হইয়া শক্ত্যানুসারে যাচকদিগকে অন্ন দান  
 করিবে। এই সকলের অলাভ হইলে কেবল-  
 মাত্র গোরুদিগকে অন্ন প্রদান করিবে,  
 তাহাতেই তাহার সমস্ত সুসিদ্ধ হইবে। পরে  
 অন্নের নিন্দা না করিয়া যৌনভাবে বন্ধুদিগের  
 সহিত ভোজন করিবে। হে দ্বিজসন্তমগণ।

বেদান্ত্যাসৌহৃদং শক্ত্যা মহাযজ্ঞক্রিয়াক্রমাঃ ।  
নাশয়ন্ত্যন্ত পাপানি দেবতাভ্যর্চনং তথা ॥ ১২ ॥

যো মোহাদপথবাজ্ঞানাদকৃৎস্না দেবতাভ্যর্চনম্ ।  
ভূভুজ স যাতি নরকং শূকরেষুভিজায়তে ॥  
তস্মাৎ সর্বপ্রবন্ধেন কৃৎস্না কৰ্ম্মাণি বৈ দ্বিজঃ ।  
ভূজীত স্বজ্ঞৈঃ সাক্ষিঃ স যাতি পরমাং গতিম্ ॥

ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-  
বিদ্যায়াং ব্রাহ্মণানাং নিত্যক্রিয়াবিবি-  
র্নামাষ্টাদশোঃধ্যায়ঃ ॥ ১৮ ॥

একোনবিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

প্রাযুখোহন্নানি ভূজীত সূর্য্যভিমুখ এব বা ।  
আসীনঃ স্বাসনে শুদ্ধে ভূর্য্যং পাদৌ নিধায় চ  
আয়ুধাঃ প্রাযুখো ভূভুজ যশস্বাঃ দক্ষিণায়ুধঃ

যে ব্রাহ্মণ পঞ্চমহাযজ্ঞ না করিয়া অন্ন ভোজন  
করে, সে ভূর্য্যভি হির্ষাক্ষোনিতে জন্মগ্রহণ  
করে । পঞ্চ মহাযজ্ঞ করিতে অসমর্থ হইলে  
প্রতাহ যথাক্রমে বেদান্ত্যাস এবং দেবতাপূজা  
মাত্র করিবে । তাহাতেই তাহার সকল পাপ  
নষ্ট হইবে । যে ব্যক্তি মোহ বা অজ্ঞান  
বশতঃ দেবতাপূজা না করিয়া ভোজন করে,  
সে ব্যক্তি দেহান্তে নরক ভোগ করে এবং  
তাহার পর শূকরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ।  
অতএব যে ব্রাহ্মণ বিধানানুসারে কৰ্ম্ম সকল  
যত্নে সহিত সম্পন্ন করিয়া আত্মীয়গণের  
সহিত ভোজন করেন, তিনি উৎকৃষ্ট গতি  
প্রাপ্ত হন । ১১১—১২২ ।

অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

উনবিংশ অধ্যায় ।

বাস বলিলেন,—ভূমিতে পদ সংলগ্ন  
করিয়া শুদ্ধাসনে উপবেশনপূর্ব্বক পূর্ব্বমুখে বা  
সূর্য্যভিমুখে অন্ন ভোজন করিবে । আয়ুর্বিদ্ধি  
কামনাকারী পূর্ব্বমুখে ভোজন করিবে, যশো-

ধিয়ং প্রত্যয়ুখো ভূভুজ যতঃ ভূভুজৈ  
হাদয়ুধঃ ॥

পঞ্চার্জো ভোজনং কুর্ধ্যাদ্ভূমৌ পাত্ৰং নিধায় চ  
উপবাসেন তৎ তুল্যং মনুষ্যাহ প্রজাপতিঃ ॥ ৩ ॥  
উপলিপ্তে শুচৌ দেশে পাদৌ প্রক্ষাল্য বৈ  
করৌ ॥

আচম্যার্জাননোহক্রোধঃ পঞ্চার্জো ভোজনং  
চরৎ ॥ ৪ ॥

মহাব্যাহতিভিস্তন্নং পরিধায়োদকেন তু ।  
অমৃতোপস্তরমসীত্যাপোহশানক্রিয়াং চরৎ ॥  
স্বাহাপ্রণবসঃযুক্তাং প্রাণায়াদ্যাহতিং ততঃ ।  
অপানায় ততো হৃদা ব্যানায় তদনন্তরম্ ॥ ৬ ॥  
উদানায় ততঃ কুর্ধ্যাৎ সমানার্থেতি পঞ্চমৌ ॥  
বিজ্ঞায় তত্ত্বমেতেষাং জুহুয়াদান্নানি দ্বিজঃ ॥ ৭ ॥

বুদ্ধি কামনাকারী দক্ষিণমুখে ভোজন করিবে,  
সম্পদ-বুদ্ধি-কামনাকারী পশ্চিমমুখে ভোজন  
করিবে এবং সত্য-কলকামী ব্যক্তি উত্তরমুখে  
ভোজন করিবে । পঞ্চার্জ হইয়া ( বক্ষ্যমাণ  
পঞ্চ অঙ্গ প্রক্ষালন করিয়া ) অন্নপাত্র ভূমিতে  
রাখিয়া ভোজন করিবে, মনু প্রজাপতি এইরূপ  
ভোজনকে উপবাসের সমান বলিয়াছেন ।  
গোময়াদি দ্বারা বিলেপিত শুদ্ধ স্থানে পাদদ্বয়,  
হস্তদ্বয় ও মুখ এই পঞ্চস্থান প্রক্ষালনপূর্ব্বক  
পঞ্চার্জ হইয়া ( উপবেশন করত ) আচমন  
করিয়া ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভোজন  
করিবে । মহাব্যাহতি পাঠ করত জল দ্বারা  
অন্ন পরিবেষ্টন করিয়া “অমৃতোপস্তরমসি”  
এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক জল পান ( গার্ভ্য )  
করিবে । অনন্তর ‘প্রাণায় স্বাহা’ বলিয়া প্রথমে  
প্রাণাহতি প্রদান করিবে । তৎপরে ‘অপানায়  
স্বাহা’ বলিয়া অপানাহতি, ‘ব্যানায় স্বাহা’  
বলিয়া ব্যানাহতি, ‘উদানায় স্বাহা’  
বলিয়া উদানাহতি এবং সর্ব্বশেষে ‘সমানায়  
স্বাহা’ বলিয়া পঞ্চমী আহতি দিবে ।  
ইহাদিগের যথার্থ স্বরূপ চিন্তা করিয়া  
আত্মাতে এই পঞ্চ প্রাণহতি প্রাণন  
করিবে । দেবগণ, প্রজাপতি এবং আত্মকে

শেষময়ঃ যথাকাম ভুক্তো ব্যক্তৈ-রু'ম্ ।  
 ধ্য.ত্ৱা তন্নস্যা দেবানাত্মানং বৈ প্রজাপতিম্ ।  
 অমৃতাপিধানমসীতাপরিষ্টাদপঃ পিবেৎ ।  
 আচ'ন্তঃ পুনরাচামেদমং গৌরিত্তি মজ্জতঃ ॥ ৯  
 দ্রপদাং বা ত্রিরাবর্ত্য সর্ষপাপপ্রণাশনৌম্ ।  
 প্রাণানাং বৈগ্রহিরসীত্যালভেদ্বং ততঃ ॥ ১০  
 আচম্যাস্তৃষ্ঠমাত্রেন পাদাস্তৃষ্ঠেহথ দক্ষিণে ।  
 নিশ্বাসয়েদ্বজ্জলমূৰ্দ্ধন্তঃ সম হিতঃ ॥ ১১  
 কৃতানুমজ্জণং কুধ্যাৎ সঙ্কায়ামিত্তি মজ্জতঃ ।  
 অথ মজ্জণ স্বাত্মানং যোজয়েদব্রাহ্মণত্বি হি ॥  
 সর্ষেষামেব যোগানামাত্মযোগঃ স্মৃতঃ পরঃ ।  
 যোহনেন বিধিনা কুধ্যাৎ স য়তি ব্রহ্মণঃ ক্ষম্  
 যজ্ঞোপবীতৌ ভুক্তৌ অগং কালম্ভুতঃ শুচিঃ ।  
 সাযস্ত্রাতর্নাস্তরা বৈ সঙ্কায়ান্তু বিশেষতঃ ॥ ১৪  
 নাদ্যাৎ সূর্যাগ্রহাৎ পূর্বং প্রতিশয়ং শশিগ্রহাৎ

মনে মনে চিন্তা করত অবশিষ্ট অন্ন  
 ইচ্ছানুসারে ব্যঞ্জনসংযুক্ত করিয়া মনোযোগ-  
 পূর্বক ভোজন করিবে। ভোজনানন্তর  
 “অমৃতাপিধানমসি” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জল  
 পান (গণ্ডুষ) করিবে। অনন্তর আচমন করিয়া  
 “অয়ং গো” ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পুনরায়  
 আচমন করিবে। তৎপরে সর্ষপাপনাশক  
 “দ্রপদা” মন্ত্র তিনবার পাঠ করিয়া “প্রাণানাং  
 গ্রহিরসি” এই মন্ত্রে উদর স্পর্শ করিবে।  
 ১—১০। সমাহিতচিত্তে আচমন করিয়া  
 অস্তৃষ্ঠদ্বারা অগ্রে বামপাদাস্তৃষ্ঠে পরে দক্ষিণ-  
 পাদাস্তৃষ্ঠে জল প্রদান করিবে। অনন্তর  
 হস্তোত্তোলনপূর্বক হস্তস্থিত জল অপসারিত  
 করিবে। পরে “সঙ্কায়ান্” মন্ত্র দ্বারা কৃতানুমজ্জণ  
 করিবে। অনন্তর “ব্রাহ্মণ” ইত্যাদি মন্ত্র  
 দ্বারা আত্মযোগ করিবে। সর্ষপ্রকার যোগের  
 মধ্যে আত্মযোগই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত  
 আছে। যে ব্যক্তি এই বিধানানুসারে আত্ম-  
 যোগ করিয়া থাকেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন  
 করেন। গন্ধ-মাল্যে অলঙ্কৃত, শুচি ও উপবীতী  
 হইয়া ভোজন করিবে। সাযংকাল বা প্রাতঃ  
 কালের মধ্যে বিশেষতঃ পূর্ণ সঙ্কায়াকালে

গ্রহকালে ন চান্নীধাৎ স্নানান্নীয়াদ্বিমুক্তমোঃ ।  
 যুক্তে শশিনি চান্নীয়াদ্যদি ন স্নানান্নানশা ।  
 অমুক্‌রয়োরন্তগয়োরদ্যাদৃষ্টা পরেহহনি ॥ ১৬  
 নান্নীয়াৎ প্রেক্ষমাণানামপ্রদায় চ তুস্মতিঃ ।  
 যজ্ঞাবশিষ্টমদ্যাধা ন ক্রুদ্ধো ন্যন্তমানসঃ ॥ ১৭  
 আত্মার্থং ভোজনং যস্য রত্নার্থং যস্য মৈথুনম্ ।  
 রত্নার্থং যস্য চাধীভং নিফলং তস্য জীবিতম্ ॥  
 যদুৎক্রে বেদীতশিরা যচ্চ ভুৎক্রে বিদিত্যুধঃ  
 সোপানংকশ্চ যো ভুৎক্রে সর্বং বিদ্যাস্তদা-  
 সুরম্ ॥ ১৮

নার্জরাত্রে ন মধ্যাহ্নে নাজীর্নে নার্জবস্ত্রধৃক্ ।  
 ন চ ভিন্নাসনগতো ন যানসংস্থিতোহপি বা ॥

ভোজন করিবে না। সূর্যাগ্রহণের পূর্বেও  
 ভোজন করিবে না, চন্দ্রগ্রহণের পূর্বে সাযং-  
 কাল হইতে আর ভোজন করিবে না এবং  
 চন্দ্র-সূর্যাগ্রহণ সময়ে ভোজন করিবে না;  
 গ্রহণ বিমুক্ত হইলে স্নান করিয়া ভোজন  
 করিবে। কিন্তু মহানিশার সময় যদি চন্দ্র  
 গ্রহণবিমুক্ত হয়, তাহা হইবে ভোজন করিবে  
 না এবং চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রস্তান্ত হইলেও ভোজন  
 করিবে না, পরদিন মুক্তি দর্শন করিয়া ভোজন  
 করিবে। তুস্মতি মানবও ভোজনদর্শনকারী  
 বৃদ্ধকিত ব্যক্তিকে না দিয়া ভোজন করিবে  
 না। যজ্ঞাবশিষ্ট ভোজন করিবে, কিন্তু ক্রুদ্ধ  
 বা অন্তমনা হইয়া ভোজন করিবে না। যে  
 ব্যক্তি নিজের নিমিত্ত পাক করিয়া নিজেই  
 ভোজন করে, যে ব্যক্তি কামোপভোগের  
 নিমিত্ত মৈথুন করে এবং যে ব্যক্তি অর্থো-  
 পার্জনের নিমিত্ত অধায়ন করে, তাহাদের  
 জীবন নিষ্ফল জানিবে। বেষ্টিতশিরা হইয়া,  
 বিদিত্যুধ হইয়া (অগ্ন্যাগ্নি কোণে মুখ করিয়া)  
 কিংবা চর্ষপাঙ্কুর পরিধান করিয়া, ভোজন  
 করিলে সেই ভোজন অনুরের তৃপ্তিকর হয়  
 জানিবে। সম্পূর্ণ অর্জরাত্রে বা সম্পূর্ণ মধ্যাহ্ন  
 সময়ে ভোজন করিবে না। অজীর্ণ হইলে  
 ভোজন করিবে না; আর্জবস্ত্র পরিধান,  
 ভ্রাম্যসনে উপবেশন এবং যানে আরোহণ

ন ক্রিয়াজ্ঞান চৈব ন ক্রিয়াঃ ন চ পাপিষু ।  
 নোক্তরাতিমুখঃ স্বপ্নাৎ পশ্চিমাতিমুখো ন চ  
 ন চাকাশে ন নগ্নো বা নাভূর্ণি সনে কঠি  
 ন নীর্ণাস্ত খট্টায়াং শূভাগারে ন চৈব কি  
 নান্নবংশে ন পালশে শয়নে বা কদাচন  
 ইত্যোক্তদধিলেনোক্তমস্ততনি বৈ ময়া ।  
 ব্রাহ্মণাং কৃত্যজ্ঞাতমণবর্গকলপ্রদম্ ॥ ৩০  
 না স্তকাপদখালস্তাদ্ভ্রাশ্বণে ন কয়োক্তি  
 স যতি নরকান্ ঘোরান্ কাকযোনৌ চ জ্ঞান  
 নাত্মো বিমুক্তয়ে পশ্চাৎ মুক্ত্যঃ বিধিঃ স্বকম্ ।  
 তস্মাৎ কৰ্ম্মাণি কুর্য্যত তুষ্টিয়ে পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩১  
 ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে উপনিষাদে  
 বিদ্যায়াং ভোজনাদিনিম্নবিধিনামৈ-  
 কোনবিশোধায়াঃ ॥ ১১ ॥

করিয়া ভোজন করিবে না ॥ ১১—২০ ॥ ভয়  
 পায়ে বা কোন প্রাণীর উপর রাধিয়া এবং  
 মুক্তিকার উপর রাধিয়া ভোজন করিবে না ।  
 আহারে প্রস্তুত হইয়া স্বতঃপ্রণ বা মস্তকস্পর্শ  
 করিবে না । ভোজন করিতে করিতে বেদ পাঠ  
 করিবে না । নিঃশেষ করিয়া ভোজন করিবে  
 না । ভাষার সহিত ভোজন করিবে না ।  
 অন্ধকারে উভয় সন্ধ্যাকালে এবং দেবালয়ে  
 ভোজন করিবে না । এক বস্ত্রে ভোজন  
 করিবে না । শান্ধিত হইয়া বা শয়ন করিয়া  
 ভোজন করিবে না । কাঠপাতলা পরিধান  
 করিয়া এবং তাসিতে হাতিতে বা বিলাপ  
 করিতে করিতে ভোজন করিবে না । যতকণ  
 পর্যন্ত ভুক্ত অন্ন পরিপাক না হয়, ভোজনের  
 পর ততকণ স্তম্বে উপবেশন করিবে এবং  
 ইত্যোক্তস-পুণ্যাদিগুণ বেদার্থ ব্যাখ্যা করিবে ।  
 তদনন্তর গুচি হইয়া উপবেশন করত পুরোক্ত  
 বিধানমুসারে সারংসন্ধ্যা উপাসনা করিবে ।  
 পশ্চিমাতিমুখ হইয়া গায়ত্রীজপ করিবে । যে  
 ব্রাহ্মণ বিধানমুসারে প্রাতঃসন্ধ্যা বা সারং-  
 সন্ধ্যা না করিয়া ভোজনাদি করে, সে সৰ্ব-  
 শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইয়া শূন্যকলা হয় । সারং-  
 সন্ধ্যাও বিধিপূৰ্ব্বক অর্ঘ্যে আহুতি প্রদান

সত্যবাস্তবজনঃ স্বপেচ্ছকপাদা নিম্নি ॥ ৩১  
 নোক্তরাতিমুখঃ স্বপ্নাৎ পশ্চিমাতিমুখো ন চ  
 ন চাকাশে ন নগ্নো বা নাভূর্ণি সনে কঠি  
 ন নীর্ণাস্ত খট্টায়াং শূভাগারে ন চৈব কি  
 নান্নবংশে ন পালশে শয়নে বা কদাচন  
 ইত্যোক্তদধিলেনোক্তমস্ততনি বৈ ময়া ।  
 ব্রাহ্মণাং কৃত্যজ্ঞাতমণবর্গকলপ্রদম্ ॥ ৩০  
 না স্তকাপদখালস্তাদ্ভ্রাশ্বণে ন কয়োক্তি  
 স যতি নরকান্ ঘোরান্ কাকযোনৌ চ জ্ঞান  
 নাত্মো বিমুক্তয়ে পশ্চাৎ মুক্ত্যঃ বিধিঃ স্বকম্ ।  
 তস্মাৎ কৰ্ম্মাণি কুর্য্যত তুষ্টিয়ে পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ৩১  
 ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে উপনিষাদে  
 বিদ্যায়াং ভোজনাদিনিম্নবিধিনামৈ-  
 কোনবিশোধায়াঃ ॥ ১১ ॥

করিবে । অনন্তর যজ্ঞাংশিষ্ট ভোজন করিবে ।  
 পরে পা মুছিয়া শুকপদে ভূত্যা ও বাস্তবকর্মের  
 সহিত শয়ন করিবে । উত্তরাতিমুখে বা  
 পশ্চিমাতিমুখে ( উত্তরাশিরাঃ বা পশ্চিমাশিরাঃ  
 হইয়া ) শয়ন করিবে না । অনাবৃত স্থানে বা  
 বিবস্ত্র ও অন্ত্রি হইয়া শয়ন করিবে না এবং  
 বসিবার আসনে শয়ন করিবে না । ভয়  
 খট্টায় বা জনশূন্য গৃহে বা বাঁশবৃক্ষ খট্টায় বা  
 পলাশ-নির্মিত খট্টায় কথবই শয়ন করিবে না ।  
 ব্রাহ্মণদিগের প্রতিদিন কর্তব্য মোক্ষকলায়ক  
 বর্ণসমূহ আমা কর্তৃক এই কথিত হইল ।  
 নাস্তিকাবশতঃ বা আলস্তবশতঃ যে ব্রাহ্মণ  
 এই বিধি সকল পালন না করে, সে দেহান্তে  
 ঘোরতর নরকে গমন করে ও তৎপরে কাক-  
 যোনিতে জন্মগ্রহণ করে । স্বীয় আশ্রয়বিধি  
 ছাড়া অন্য কিছুই মুক্তির উপায় নাই;  
 অতএব পরমেশ্বর সন্তোষের নিমিত্ত কথিত  
 কৰ্ম্ম সকলের যতপূৰ্ব্বক অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত  
 করিবে । ২১—৩২ ।

উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

## বিংশোহধ্যায়ঃ

বাস উবাচ।

অথ আত্মমাবাস্তাং প্রাপ্য কার্ঘ্যং দ্বিজে স্তম্ভৈঃ  
 পিণ্ডাধাহার্যকং তক্ত্যা ভুক্তি মুক্তিকলপ্রদম্ ।  
 পিণ্ডাধাহার্যকং আত্মং কপৌষে রাজনি শস্ত্রে  
 অপরাহ্নে দ্বিজাতীনাং প্রশস্তেনামিষেণ চ ॥ ২  
 প্রতিপৎপ্রভৃতি হস্তান্তিধঃ কৃষ্ণপক্ষে ।  
 চতুর্দশী বর্জয়িত্বা প্রশস্তা হ্যস্তরোত্তরাঃ ॥ ৩  
 অমাবস্তাষ্টকাস্তিষাঃ গোমমাদিদ্যু ত্রিষু ।  
 ত্রিষন্ত শুষ্ককাঃ পূণা মাঘী পঞ্চদশী তথা ॥ ৪  
 ত্রয়োদশী মঘাযুক্তা বর্ষান্তে চ বিশেষতঃ ।  
 শস্ত্রপাকঃ আত্মকালো নিত্যঃ প্রোক্তাদিনেদিনে  
 নৈমিত্তিকস্ত কৰ্ত্তব্যং গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ ।

## বিংশ অধ্যায়।

বাস বলিলেন,—দ্বিজগণ অমাবস্তা  
 তিথিতে ভক্তিসহকারে ভোগ-মোক্ষ-প্রদ  
 পিণ্ডাধাহার্যক নামক আত্ম করিবে। অমা-  
 বস্তা তিথিতে অপরাহ্নকালে প্রশস্ত আমিষ  
 দ্বারা পিণ্ডাধাহার্যক আত্ম করা অতীব প্রশস্ত।  
 (কেবল অমাবস্তা কেন,) প্রতিপৎ প্রভৃতি  
 কৃষ্ণপক্ষের সমস্ত তিথিতেই আত্ম করিতে  
 পারিবে, কেবল চতুর্দশীতে পারিবে না। কিন্তু  
 উত্তরোত্তর তিথিতে আত্ম করিলে প্রশস্ত কল  
 হইবে। সকল অমাবস্তা, গোণপৌষী, গোণ-  
 মাঘী ও গোণফাল্গুনী কৃষ্ণাষ্টমীত্রেয়, মাঘ-  
 মাসী পঞ্চদশী, বর্ষাকালের মঘাযুক্তা ত্রয়ো-  
 দশী ও যে সময়ে শস্ত্র পরিপক হয়,—এই  
 সকল কালে বিহিত আত্ম এবং প্রতিদিন  
 বিহিত আত্ম, এই সকল আত্ম নিত্য জানিবে,  
 অর্থাৎ ইহা অবশ্য কর্ত্তব্য, না করিলে পাপ  
 হয়। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ এবং বান্ধব-  
 দিগের (আত্মীয়দিগের) মৃত্যু-নিমিত্ত আত্মের  
 নাম নৈমিত্তিক আত্ম। এই নৈমিত্তিক আত্ম  
 অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহা না করিলে নরকপ্রাপ্তি  
 হয়। চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণকালে ও বর্ষাকাল

বান্ধবান্যক মরণে (ক) নারকী ভাদ্রমাসেহতথা  
 কাম্যানি চৈব আত্মানি শস্ত্রে গ্রহণানি ॥  
 অয়নে বিবুবে চৈব ব্যতীপাতে দ্বন্দ্বকম্ ॥ ৭  
 সংক্রান্ত্যামকমং আত্মং তথা জন্মদিনেষপি ।  
 নক্ষত্রেষু চ সর্কেষু কার্ঘ্যং কাম্যং বিশেষতঃ ॥ ৮  
 স্বর্গক লভতে কৃষা কৃত্তিকাসু দ্বিজোত্তমঃ ।  
 অপর্য্যমথ রোহিণ্যাং সৌম্যে তু ব্রহ্মবর্চনম্ ॥ ৯  
 রোহিণ্যাং কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিয়ার্জ্যায় শৌর্য্যমেব চ  
 পুনর্কসৌ তথা ভূমিঃ ত্রিষং পুষ্যা তথৈব চ ॥  
 সর্কান্ কাম্যাস্তথা সার্পে পিত্তো

সৌভাগ্যমেব চ।

আর্য্যয়ে তু ধনং বিন্দ্যাং কল্লভাং পাপনাশনম্ ।  
 জ্যোতিষ্যে তথা হস্তে চিত্রায়াং বহুন্মুতান্  
 বাণিজ্যসিদ্ধিং স্বানৌ তু বিশাখাসু স্বর্ণকম্ ॥

অন্যকালে কাম্য আত্ম সকল প্রশস্তকলকারক  
 হয়। উত্তরায়ণ, দক্ষিণায়ন, বিবুৎ এবং  
 ব্যতীপাত যোগে আত্ম করিলে অনন্ত কল  
 হয়। সংক্রান্তি ও জন্মদিনে কৃত্ত আত্ম অক্ষয়-  
 কলের নিমিত্ত হয়। আর, সমস্ত নক্ষত্রে এই  
 সকল বিশেষ কলের নিমিত্ত কাম্য আত্ম  
 করিবে;—আত্ম কৃত্তিকাতে আত্ম করিলে  
 স্বর্গ লাভ করেন। রোহিণী নক্ষত্রে আত্ম  
 করিলে পুত্র লাভ হয়। মৃগশিরা নক্ষত্রে  
 আত্ম করিলে ব্রহ্মভেজ প্রাপ্ত হন। আর্জ্য-  
 নক্ষত্রে আত্ম করিলে উগ্র কৰ্ম্মের সিদ্ধি ও  
 শৌর্য্য প্রাপ্ত হন। পুনর্কসু নক্ষত্রে আত্ম  
 করিলে ভূমি ও পুষ্যা নক্ষত্রে আত্ম করিলে  
 লক্ষী প্রাপ্ত হন। ১—১০। অশ্লেষা নক্ষত্রে  
 আত্ম করিলে সমস্ত অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত  
 হন। মঘা নক্ষত্রে আত্ম করিলে সৌভাগ্য  
 প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বফাল্গুনী নক্ষত্রে আত্ম করিলে  
 আত্মের সমস্ত পাপনাশ এবং আর্য্য অর্থাৎ  
 উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্রে আত্ম করিলে ধনপ্রাপ্তি  
 হয়। হস্তানক্ষত্রে আত্ম করিলে জ্যোতির মধ্যে  
 খেই ও চিত্রানক্ষত্রে আত্ম করিলে বহু পুত্রবান্..

(ক) বান্ধবান্যক মরণে পতি পাঠান্তঃ

মৈত্রে বহু নি মিত্রাণি রাজ্যং শাক্রে ভৈব চ ।  
মুলে কৃষ্ণং লংভদ্যানং সিদ্ধিপাপ্রোতি শ্রাদ্ধঃ  
সর্গান কামান বৈবস্বদেবে ঐষ্ঠ্যন্তু অবশে পুনঃ ।  
ধনিষ্ঠায়াং তথা কামানকুপে চ পুং বলম্ ॥ ১৪  
অষ্টৈকপাদে কুপ্যঃ শ্রাদ্ধহিত্বৈধ গুণং শুভম্ ।  
বেবত্যাং বহুবো গানো হুষ্টিস্তাং তুরগাঃ শুধা ।  
যামো তু জীবিতস্তু শ্রাদ্ধাদি শ্রাদ্ধং প্রযচ্ছতি ।  
আদিভ্যাবারৈহবারোগ্যাং চন্দ্রে সৌভাগ্যমেব চ  
কুজে সর্গত্র বিজ্ঞঃ সর্গান কামান বৃধে ন তু ।  
বিদ্যামভৌষ্টান্তু তুরো ধনং বৈভার্গবে পুনঃ ।  
শনৈশ্চৈব লভেগায়ুঃ প্রতিপৎসু সূতান শুভান

বস্ত্রকাং বৈ দ্বিতীয়ায়াং তৃতীয়ায়াং বেদিনঃ ।  
পশুন্ কুজাঃ চতুর্থ্যাং বৈপকম্যাং শোভনানসূতান  
বষ্ঠ্যাং যুতং কৃষিকাণি সপ্তম্যাঞ্চ ধনং নয়ঃ ।  
অষ্টম্যামপি বাণিজ্যং লভতে শ্রাদ্ধঃ সদা ॥ ১২  
শ্রাদ্ধবম্যামেকধ্বং দশম্যাং দ্বিধ্বং বহু ।  
একাদশ্যাং তথা কুপ্যঃ ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ সূতান ॥  
দ্বাদশ্যাং জাতকগণঞ্চ রজতং কুপ্যমেব চ ।  
জ্যোতিষ্যেভ্যঃ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দশ্যন্তু কুপ্তজাঃ ।  
পঞ্চদশ্যাং সর্গকামান প্রাপ্রোতি শ্রাদ্ধঃ সদা ॥  
তস্মাচ্ছ্রাদ্ধং ন কর্তব্যং চতুর্দশ্যাং বিজ্যাততিঃ  
শরৈণ তু হতানান্তু শ্রাদ্ধং তত্র প্রবহয়েৎ ॥ ২২  
দ্রব্যব্রাহ্মণসম্পত্তৌ ন কালনিয়মঃ কৃতঃ ।

হয়। শ্রাদ্ধে নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বাণিজ্য-  
সিদ্ধি ও বিশাখা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুবর্ণ  
লাভ হয়। অম্বরাষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে  
বহু মিত্র লাভ হয়। জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ  
করিলে রাজ্যপ্রাপ্তি হয়। মূলানক্ষত্রে শ্রাদ্ধ  
করিলে কৃষিকার্যে লাভ এবং পুরীষাঢ়া  
নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত কার্যে সিদ্ধি লাভ  
করেন। উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে  
সমস্ত অভিলষিত দ্রব্য লাভ হয়। শ্রবণা  
নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রেষ্ঠত্ব এবং ধনিষ্ঠা  
নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সমস্ত অভিলষিত দ্রব্য  
লাভ করেন। শতভিষা নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ  
করিলে শ্রেষ্ঠ বল প্রাপ্ত হন। পূর্বভাদ্রপদ  
নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে সুবর্ণরজত ভিন্ন ধাতু  
দ্রব্য লাভ হয়। উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ  
করিলে উত্তম গৃহ প্রাপ্ত হন। রেবতী নক্ষত্রে  
শ্রাদ্ধ করিলে বহু গোক লাভ করেন। অশ্বিনী  
নক্ষত্রে শ্রাদ্ধ করিলে বহু গধ লাভ করেন।  
আর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে যদি শ্রাদ্ধ করেন, তবে  
দীর্ঘ জীবন লাভ হয়। রবিবারে শ্রাদ্ধ  
করিলে আরোগ্যপ্রাপ্তি হয়। সোমবারে  
শ্রাদ্ধ করিলে সৌভাগ্য হয়। মঙ্গলবারে শ্রাদ্ধ  
করিলে সর্গত্র বিজয় হয়। বুধবারে শ্রাদ্ধ  
করিলে সমস্ত অশ্রুত বস্তু দ্রব্য লাভ হয়।  
বৃহস্পতিবারে শ্রাদ্ধ করিলে বিদ্যা ও অভৌষ্ট  
সিদ্ধি হয়। শুক্রবারে শ্রাদ্ধ করিলে ধনলাভ

এবং শনিবারে শ্রাদ্ধ করিলে দীর্ঘ পরমায়ু  
লাভ হয়। প্রতিপৎ তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে  
উৎকৃষ্ট পুত্র লাভ হয়। দ্বিতীয়া তিথিতে  
শ্রাদ্ধ করিলে কন্যা লাভ হয়। তৃতীয়া  
তিথিতে শ্রাদ্ধ করিলে বেদী অর্থাৎ বহুজ্ঞ  
হয়। চতুর্থীতে শ্রাদ্ধ করিলে ক্ষুদ্র পুত্র লাভ  
হয়। পঞ্চমীতে শ্রাদ্ধ করিলে শ্রেষ্ঠ পুত্র লাভ  
হয়। ষষ্ঠীতে শ্রাদ্ধ করিলে যুতপ্রাপ্তি ও  
কৃষিকার্যে লাভ হয়। সপ্তমীতে শ্রাদ্ধ  
করিলে মানব ধনবান হয়। অষ্টমীতে শ্রাদ্ধ  
করিলে বাণিজ্যে সর্গদা লাভবান হয়। নব-  
মীতে শ্রাদ্ধ করিলে একধ্বং (অশ্বাদি) পুত্র  
লাভ হয়। দশমীতে শ্রাদ্ধ করিলে বহু দ্বিধ্বং  
(গবাদি) পুত্র লাভ হয়। একাদশীতে  
শ্রাদ্ধ করিলে রৌপ্যলাভ ও ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন  
বহুপুত্র লাভ হয়। ১১--২০। দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ  
করিলে স্বর্ণ, রজত ও অস্ত্র ধাতু লাভ হয়।  
ত্রয়োদশীতে শ্রাদ্ধ করিলে জ্যোতির মধ্যে  
শ্রেষ্ঠত্ব-প্রাপ্তি হয়। চতুর্দশীতে শ্রাদ্ধ করিলে  
কুসন্তান হয়। পঞ্চদশীতে (অমাবস্তায়) শ্রাদ্ধ  
করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা সর্গদা সমস্ত অভিলষিত  
দ্রব্য লাভ করিতে পারেন। (চতুর্দশীতে  
শ্রাদ্ধ করিলে কুসন্তান হয় বলিয়া) চতুর্দশীতে  
শ্রাদ্ধ কারবে না। কেবল শ্রাদ্ধের ব্যক্তি-  
দ্বির শ্রাদ্ধ চতুর্দশীতেই করিতে হইবে।

উদ্ভাটোগাপবর্গার্থঃ আকঃ কুর্বাণুজাতঃ ॥ ২৩ চেযাক্ত সমবেতানাং যদ্যোকোহপি গয়াং  
কর্ষারন্তেবু সর্কেবু কুর্বাণুদ্বাদশে পুনঃ । অজ্ঞে ॥ (১)  
পুত্রজন্মাদিষু আকঃ পার্শ্বণঃ পর্কসু স্মৃতম্ ॥ ২৪ গয়াং প্রাপ্যাহুযজ্ঞেণ যদি আকঃ সমাচরেৎ ।  
অহন্তহনি বিত্যাং স্তাৎ কাম্যাং নৈমিত্তিকং পুনঃ হারিতাঃ পিতরন্তেন স যাতি পরমাং গতিম্ ॥  
একোদ্বিষ্টাদি বিজ্ঞেয়ঃ বুদ্ধিআকন্ত পার্শ্বণম্ ॥ ২৫ বরাহপর্কতে চৈব গয়ায়াক্ত বিশেষতঃ ।  
এতৎ পঞ্চবিধং আকঃ মনুনা পরিকীর্তিতম্ । বারাগস্ত্যাং বিশেষেণ যত্র দেবঃ স্বয়ং হরঃ ॥ ২৬  
যাজ্ঞায়াং বঠমাখাতঃ তৎ প্রযত্নেন পালয়েৎ ॥ গঙ্গাদ্বারে প্রভাসে তু বিশ্বকে নীলপর্কতে ।  
ওদয়ে সপ্তমঃ আকঃ ব্রহ্মণা পরিভাসিতম্ । কুরুক্ষেত্রে চ কুজাজ্ঞে ভূভূতুঙ্গ মহালয়ে ॥ ৩৩  
দৈবিকক্কাষ্টমঃ আকঃ যৎ কৃত্বা মুদাতে ভয়াৎ ॥ কেরারে কন্তুতীর্থে চ নৈমিষারণ্য এব চ ।  
সজ্জা-বাজৌ ন কর্তব্যঃ রাহোরন্তত্র দর্শনাৎ । সরস্বত্যাং বিশেষেণ পুঙ্করে চ বিশেষতঃ ॥ ৩৪  
দেশানাক্ত বিশেষেণ ভবেৎ পুণ্যমনস্তকম্ ॥ ২৮ নর্মদায়াং কুশাবর্তে ত্রীশৈলে ভদ্রকর্ণকে ।  
গঙ্গায়ামকরঃ আকঃ প্রয়াগেহমংকটকে । বেত্রবত্যাং বিপাশায়াং গোদাবর্যাং বিশেষতঃ  
গায়ন্তি পিতরো গাথা কীর্ত্তন্তি মনীষিণঃ ॥ ২৯ এবমাদিষু গন্তেষু তীর্থেষু পুলিনেষু চ ।  
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রাঃ লীলবন্তো গুণবিতঃ । নদীনাক্তেব তীরেষু তুষ্যন্তি পিতরঃ সদা ॥ ৩৬  
বীহিভিষ্ঠ যাবর্মায়ৈরন্তির্মূলফলেন বা ।  
জামাক্ষ চ ভূভেঃ শাণৈনীবাক্ষৈশ্চ প্রিঃকৃভিঃ ।

উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ বা উৎকৃষ্ট বস্ত্র লাত হইলেই  
আক করিবে, তাহাতে কোন কালনিম  
নাই, অতএব ভোগ বা মুক্তিলাভের নিমিত্ত  
বিজ্ঞাতিগণ তখন আক করিবেন। পুত্রজন্মাদি  
সমস্ত কর্মের আরম্ভ এবং অভ্যাসকার্যের  
নিসিদ্ধ আক করিবে। পর্কদিনে পার্শ্বআক  
করিবে। প্রতিদিন কর্তব্য (ও অষ্টকাদি)  
মিত্যাআক, কাম্যাআক, একোদ্বিষ্টাদি নৈমিত্তিক  
আক, বুদ্ধিআক ও পার্শ্বআক, এই পঞ্চপ্রকার  
আক মনু বলিয়াছেন। তীর্থযাত্রা-নিমিত্তক  
আক বঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে, এই আক  
বত্পর্কক অন্তর্ধান করিবে। প্রায়শ্চিত্তকালে  
কর্তব্য আক—সপ্তম, ইহা ব্রহ্মা বলিয়াছেন।  
যে আক করিলে ভয় হইতে মুক্ত হইতে পারা  
যায়, সেই দৈবিকআকট অষ্টম আক জানিবে।  
সজ্জা ও রাজিকালে আক করিবে না; কিন্তু  
সজ্জা বা রাজিকালে গ্রহণ হইলে আক  
করিতে পারিবে। স্থানবিশেষে আক সকল  
অনন্তপুণ্যজনক হইয়া থাকে। যথা;—গঙ্গা,  
অমরকণ্টক পর্কত ও প্রয়াগতীর্থে কুহআক  
অনন্তফলপ্রদ হয়। পিতৃগণ এই গাথা গান  
করিয়া থাকেন এবং বিদ্বান সকল ইহা কীর্ত্তন  
করিয়া থাকেন যে, লীলবান ও গুণবিত ২৬

পুত্রই অভিলাষ করা উচিত, কারণ এই সকল  
বহু পুত্রের মধ্যে যদি কেহ পিতৃদান করিতে  
গয়ায় যয়। যদি অস্ত্র প্রসঙ্গক্রমেও গয়ায়  
গিয়া আক করে, তাহা হইলে সেই আক দ্বারা  
পিতৃগণ নরক হইতে উত্তীর্ণ হন এবং সেই  
আককর্তাও শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হন। ২১—৩১।  
বরাহপর্কত, গয়া, দেবাদিদেব মহাদেবের  
বাসস্থান বারাগসী, গঙ্গাদ্বার, প্রভাসক্ষেত্র,  
বিশ্বকতীর্থ, নীলপর্কত, কুরুক্ষেত্র, কুজাজ্ঞ,  
ভূভূতুঙ্গ, মহালয়, কেরারতীর্থ, কন্তুতীর্থ,  
নৈমিষারণ্য, সরস্বতীতীর, পুঙ্করক্ষেত্র, নর্মদা-  
তীর, কুশাবর্ত, ত্রীশৈল, ভদ্রকর্ণক, বেত্রবতী,  
বিপাশা ও গোদাবরী নদীর তীর এই সকল  
স্থান ও এই প্রকার অসংখ্য তীর্থ এবং  
পুলিন (চড়া) ও নদীতীরে আক করিলে  
পিতৃগণ সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন। বীহি (হৈম  
স্তিক ধাতু) যব, মাষ, জল, মূল, ফল,

(১) এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যোকোহপি  
গয়াং অজ্ঞেৎ । যজ্ঞত বাধমেধেন নীলং বা  
বৃষমুংসু ৩৬ ইতি পাঠান্তরং কটক পুস্তকে ।



গোধৈমন্ত তিলৈর্নৈকোদ্যাসঃ ক্রীণয়তে পিতৃন।  
অম্ন ন পানিরতানিন্দুন মুদীকাংশ সদাতিমান  
বিদারীশ্চ ভরুণাংশ্চ শ্রাদ্ধকালে প্রদাপয়েৎ।  
লাজান মধুযুতান্ দদ্যাচ্ছত্বান্ শর্করয়া সহ।  
দদ্যাচ্ছাদ্ধে প্রযত্নেন শৃঙ্গাটক-কশেরুকান ॥৩১  
যৌ মাসৌ মৎস্তমাংসেন ত্রীন মাসান হারিণেনতু  
ঔরভ্রোগাধ চতুঃ শাকুনেনৈহ পঞ্চ তু ॥ ৪০  
যগ্নাসাং হাগমাংসেন পার্বতেনৈহ সপ্ত বৈ।  
অষ্টাংবশস্ত মাংসেন রোরবেণ নবৈব তু ॥৪১  
দশ মাসাংস্ত তৃপ্যন্তি বরাহমহিষামিষৈঃ।  
শশকুর্ময়োস্ত মাংসেন মাসানৈকাদশৈন তু ॥৪২  
সংবৎসরস্ত গব্যেন পয়সা পায়সেন তু।

বাঈশসস্ত মাংসেন তৃপ্তির্দাদশবার্বিকী ॥ ৪৩  
কালশাকঃ মহাশকঃ খড়্গলোহামিষঃ মধু।  
আনন্ত্যায়ৈব বদ্যন্তে মৃত্তয়ানি চ সর্ষপঃ ॥ ৪৪  
ক্রীড়া শক। স্বয়ং বাধ মৃত্তান্নিত্য বৈ দ্বিজঃ।  
দদ্যাচ্ছাদ্ধে প্রযত্নেন তদন্ত্যাক্ষয়মুচ্যতে ॥ ৪৫  
পিপ্ললীং ক্রমুককৈব তথা চৈব মন্থরকম।  
কুম্ভালাবৃষাভাকুভূক্ষণং স্বরসং তথা ॥ ৪৬  
কুম্ভ-পিপ্ললীং বৈ ততুলীয়কমেব চ।  
রাজমাযান্তথা কীরং মাহিষাজং বিবর্জয়েৎ ॥  
কোদ্রবান কোবিদারান্চ পালশ্যাম্ মরিচাংস্তথ  
বর্জয়েৎ সর্ষপত্বেন শ্রাদ্ধকালে বিজোতমঃ ॥৪৭  
ইতি ত্রিকোশ্রে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-  
বিদ্যায়াং শ্রাদ্ধকল্পে বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২০ ॥

শ্রামাক ( শ্রামাধান ), উত্তম শাণ, নীবার  
( উড়িধান ), প্রিয়ঙ্গু, গোধূম, তিল ও মুদগ।  
এই সকল বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ  
একমাস কাল পরিতৃপ্ত থাকেন। অম্ন,  
পানিরত ( কুমদক ) ইক্ষু, মুদীকা ( দ্রাক্ষা ),  
লাজিম, বিদারী ও ভরুণা শ্রাদ্ধকালে পিতৃ-  
উদ্দেশে প্রদান করিবে। মধুসংযুক্ত লাজা  
( খই ), শর্করাসংযুক্ত শকু, শৃঙ্গাটক ( পানি-  
ফল ) ও কশেরুক ( কেশুর ) এই সকল বস্তু  
অতি যত্নপূর্বক শ্রাদ্ধে দান করিবে।  
৩২—৩৩। মৎস্ত মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে  
পিতৃগণ দুইমাস পর্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন।  
হরিণমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে তিনমাস  
পর্যন্ত তৃপ্ত থাকেন। মেঘমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ  
করিলে চারিমাস এবং পক্ষিমাংস দ্বারা  
শ্রাদ্ধ করিলে পঞ্চমাস পরিতৃপ্ত থাকেন।  
হাগমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে ছয়মাস, পূষত  
( মুগবিশেষ ) মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে সপ্ত-  
মাস, এণমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে অষ্টমাস  
এবং কুম্ভগের মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে  
নয়মাস পরিতৃপ্ত থাকেন। বরাহ বা মহিষ-  
মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে দশমাস এবং শশ  
বা কুর্মমাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে একাদশমাস  
পরিতৃপ্ত থাকেন। গব্যস্তম্ব বা জাহার  
পায়স দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ সংবৎসর-

কাল তৃপ্ত থাকেন। অম্ন বাঈশস মাংস  
দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে দাদশবৎস পর্যন্ত পরিতৃপ্ত  
থাকেন। কালশাক নামক শাক, যে সকল  
মৎস্তে বড় বড় আইশ আছে—সেই সকল  
মৎস্ত, গণ্ডারের মাংস, রক্তবর্ণ ছাগের মাংস,  
মধু এবং মুনিজনভক্ষ্য নীবারাদি অন্ন শ্রাদ্ধে  
প্রদান করিলে পিতৃলোকের অনন্তকালের  
জন্ত তৃপ্তি সাধিত হয়। ক্রমুক মাংস,  
প্রতিগ্রহলক মাংস অথবা স্বয়ংমুত পশুর মাংস  
—যেহুপই হউক, শ্রাদ্ধে মাংস প্রদান করিবে,  
তদ্বারা অক্ষয় ফল লাভ হয়। পিপ্ললী,  
ক্রমুককল ( সুপারি ), মন্থর, কুম্ভা, গাউ,  
বেত্তণ, ভূক্ষণ, স্বরস, কুম্ভ, পিণ্ডমূল, ততুলীয়  
( নটেশাক ), রাজমায ( বরবলী ) এবং  
মহিষ বা ছাগলের হৃদ, এ সমস্তই শ্রাদ্ধে  
পরিভ্যাগ করিবে। কোদ্রব ( কেন্দোধানের  
চাউল ), কোবিদার, পালশাক ও মরিচ,  
এই সমস্ত দ্রব্য শ্রাদ্ধে দান করিবে  
না ॥ ৪০—৪৮ ॥

বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

স্বাস্থ্য যথোক্তং সন্তর্প্য পিতৃশ্চন্দ্রকপে দ্বিজঃ ।  
 পিতৃস্বাহার্য্যকং শ্রাদ্ধংকুর্য্যৎ সৌম্যমনাঃ শুচিঃ  
 পূর্ব্বমেব পরৈকেত ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ।  
 তীর্থং তদ্রব্য-কব্যানাং প্রদানানানঞ্চ স স্মৃতঃ ॥২  
 যে সোমপা বিরজসো ধর্ম্মজাঃ শান্তচেতসঃ ।  
 ক্রতিনো নিয়মস্থাশ্চ ঋতুকালান্তিগায়িনঃ ॥ ৩  
 পঞ্চাগ্নিরাপ্যধীযানো যজুর্কৌদবিদেব চ ।  
 বহুচন্দ্র ত্রিসৌপর্ণ-ত্রিমধুর্বাথ যো ভবেৎ ॥ ৪  
 ত্রিণাটিকৈতচ্ছন্দোগো জ্যেষ্ঠসামগ এব চ ।  
 অধ্বর্কশিরসোহযোতা রুদ্রাধ্যায়ী বিশেষতঃ ॥৫  
 অগ্নিহোত্রপরো বিদ্বান্ স্তায়বিচ্ছ যজ্ঞবিৎ ।

একবিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—অমাবস্ত্যা তিথিতে  
 স্নান করিয়া যথোক্ত বিধানে ( অর্থাৎ স্বীয়  
 স্বীয় গৃহস্থসারে ) পিতৃগণের তর্পণ সমাধা  
 করিয়া ও শুচি হইয়া, ব্রাহ্মণ শুদ্ধান্তঃকরণে  
 পিতৃস্বাহার্য্যক শ্রাদ্ধ করিবে । দেবকার্য্যে ও  
 পিতৃকার্য্যে অগ্রে বেদপারগ ব্রাহ্মণ পরীক্ষা  
 করিবে : যেহেতু বেদজ্ঞ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণই  
 হব্য-কব্যা দান ও অপর দানের উপযুক্ত  
 পাত্র : সোমপায়ী, রজোগুণহীন, ধর্ম্মজ,  
 শান্তচেতাঃ, ব্রতী, নিয়মস্থ ও ঋতুকালান্তি-  
 গায়ী ব্যক্তি সকল পণ্ডিতপাবন । পঞ্চাগ্নি-  
 হোমকর্তা, অধ্যয়নকারী, যজুর্কৌদবেতা,  
 বহুচন্দ্র, ত্রিসৌপর্ণ, ত্রিমধু, ত্রিণাটিকৈত, সাম-  
 বেদাধ্যায়ী, জ্যেষ্ঠসামগ, \* অধ্বর্কশিরোধ্যায়ী,  
 রুদ্রাধ্যায়ী, অগ্নিহোত্র-পরায়ণ, বিদ্বান্, স্তায়-

\* ঋগ্বেদের অংশবিশেষ ত্রিসৌপর্ণ;  
 মধুর্বাংগাদি ঋক্বেদ—ত্রিমধু এবং যজুর্কৌদের  
 অংশবিশেষ ত্রিণাটিকৈত । এতৎপাঠী বা  
 এতদ্রতভাষ্যায়ীরা যথাক্রমে—ত্রিসৌপর্ণ, ত্রি-  
 মধু ও ত্রিণাটিকৈত । সামবেদের আরণ্যক-  
 গায়ককে জ্যেষ্ঠসামগ বলে ।

মজ্জ-ব্রাহ্মণবিজ্ঞেব যশ্চ শ্রাদ্ধরূপ ঠং ॥ ৬

ঋষিব্রতী ঋষীকশ্চ তথা স্বাদশবার্ষিকঃ ।

ব্রহ্মদেয়াস্তুসন্ত নো গর্ভতদ্রকঃ সংশ্রবঃ ॥ ৭

চান্দ্রায়ণব্রতচরঃ সত্যবাদী পুরাণবিৎ ।

শুকদেবার্ণিপূজাসু প্রসক্তো জ্ঞানতৎপরঃ ॥ ৮

বিমুক্তঃ সর্ব্বতো ধীরো ব্রহ্মভূতো দ্বিজোত্তমঃ ।

মহাদেবার্চনরতো বৈকবঃ পণ্ডিতপাবনঃ ॥ ৯

অহিংসানিরতো নিত্যমপ্রতিগ্রহণস্তথা ।

সত্রী চ দাননিরতো বিজ্ঞেয়ঃ পণ্ডিতপাবনঃ ॥১০

মাতাপিত্রোহীতে যুক্তঃ প্রাতঃস্নায়ী

তথা দ্বিজঃ ।

অধ্যাবির্ম্ম-দাস্তো বিজ্ঞেয়ঃ পণ্ডিতপাবনঃ

জ্ঞাননিষ্ঠো মহাযোগী বেদান্তার্থবিচিন্তকঃ ।

শ্রদ্ধালুঃ শ্রাদ্ধনিরতো ব্রাহ্মণঃ পণ্ডিতপাবনঃ ॥১২

বেদবিদ্যাভ্রতস্ততো ব্রহ্মচর্য্যপরঃ সদা ।

আত্মকর্মে যুযুক্ষ্ণশ্চ ব্রাহ্মণঃ পণ্ডিতপাবনঃ ॥১৩

অসমানপ্রবরকো হৃদগোব্রতস্তথৈব চ ।

বেতা, শিক্ষাকল্পাদি যজ্ঞবেতা, মজ্জ, যশের

ব্রাহ্মণভাগবেতা, ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠক, ঋষিচান্দ্রায়ণ-

ব্রতভাষ্যায়ী, ঋষিব্রতভাষ্যায়ী, স্বাদশবার্ষিক-

ব্রতকারী, ব্রাহ্মবিবাহে বিবাহিত স্ত্রীর গর্ভ-

জাত সন্তান, গর্ভাধানাদিসংস্কার-বৈতদ্র এবং

বহুদাতা এই সকল ব্যক্তি পণ্ডিতপাবন ।

চান্দ্রায়ণব্রতকারী, সত্যবাদী, পুরাণবেতা,

শুক-দেবতাপূজাপরায়ণ, অগ্নিহোত্রী, জ্ঞানরতঃ

সর্ব্বপ্রকারে বিমুক্ত ( বিধিনিষেধ তীত ),

ব্রহ্মজ্ঞ, মহাদেব-পূজাপরায়ণ ও বিপূজা-

পরায়ণ ব্রাহ্মণেরা পণ্ডিতপাবন । আহিংসা-

রত, নিত্য, অপ্রতিগ্রহকারী, ব্যক্তিক ও দান-

নিরত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপাবন । ১—১০ । মাতা-

শিক্ষার হিতকর্মে রত, প্রাতঃস্নায়ী, অধ্যাবি-

বিদ্যাবিদ, মুনিব্রতাবলম্বী ও দান্ত ( ইন্দ্রিয়-

দমনশীল ) ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপাবন । জ্ঞানী,

মহাযোগী, বেদান্তার্থচিন্তাকারী, শ্রদ্ধালু ও

শ্রাদ্ধনিরত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতপাবন । কৃত-সমা-

বর্ত্তন-জ্ঞান, সর্ব্বদা ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ, অধ্বর্ক-

বেদাধ্যায়ী, যুযুক্ষ্ণ, এবং অসমান-প্রবর, অস-

অসংখ্য ৫ বিজ্ঞেয়ো ব্রাহ্মণঃ পণ্ডিতপাবনঃ ॥ ১৪  
ভোজয়েদযোগিনং শাস্তং তত্ত্বজ্ঞানরতং যতিম্  
অলাভে নৈষ্ঠিকং দাস্তমূপকূৰ্ণাণকং তথা ॥ ১৫  
তদলাভে গৃহস্থস্ত মুমুকুঃ সঙ্গবর্জিতম্ ।  
সৰ্বালাভে সাধকঃ বা গৃহস্থমপি ভোজয়েৎ ॥  
প্রকৃতেৰ্গৃহস্থস্তো যস্তাপ্রাপ্তি যতির্হবিঃ ।  
কলঃ বেদবিদাং তস্মৈ সঙ্গাদতিরিচ্যতে ॥ ১৭  
তস্মাদযত্নেন যোগীশ্রমীশ্বরজ্ঞানতৎপরম্ ।  
ভোজয়েদব্যাকব্যেবু অলাভাদিতরান্ দ্বিজান্ ॥  
এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্যকব্যয়োঃ ।  
অমুৎসন্নস্থঃ জ্ঞেয়ঃ সদা সন্তিরনুষ্ঠিতঃ ॥ ১৯  
মাতামহং মাতুলঞ্চ স্বশ্রীঞ্চ স্বশ্বরং গুরুম্ ।  
দৌহিত্রং বিটপতিং বন্ধুস্বিগৃযাজ্যো ৫

ভোজয়েৎ ॥ ২০

ন ব্রাহ্মে ভোজয়েন্নিদ্রাং ধনৈঃ কার্যোহস্তু  
সংগ্রহঃ ।

মান-গোত্র ও সংস্কারবিহীন ব্রাহ্মণ সকল  
পণ্ডিতপাবন জানিবে। যোগী, শাস্ত ও  
তত্ত্বজ্ঞানী যতিকেই ব্রাহ্মে ভোজন করাইবে,  
ইহার অলাভ হইলে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বা  
উপকূৰ্ণাণ ব্রহ্মচারীকে ভোজন করাইবে।  
ইহাদের অভাবে মুমুকু ও বিষয়াসক্তি-বর্জিত  
গৃহস্থকে ভোজন করাইবে। এই সকলের  
অলাভ হইলে সাধক গৃহস্থকে ভোজন  
করাইবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ হব্যাদি ভোজন  
করিলে যে কল হয়, প্রকৃতির গুণতত্ত্বজ্ঞ যতি  
হব্যাদি ভোজন করিলে তাহার সংশ্লিষ্ট  
অধিক কল হয়। অতএব দৈব ও পৈতৃক কার্যে  
যত্ন সহকারে ঈশ্বর-জ্ঞান-পরায়ণ যোগিশ্রেষ্ঠ-  
গণকে ভোজন করাইবে। ইহাদের অলাভ  
হইলে অস্ত্র ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে।  
হব্য-কব্যপ্রদানে এইটাই মুখ্যকল্প। ইহা-  
দের অলাভ হইলে সাধুগণকর্তৃক অনুষ্ঠিত  
বক্ষ্যমাণ ব্যক্তিগণ অমুৎসন্ন জানিবে। মাতা-  
শ্রম, মাতুল, ভাগিনেয়, স্বশ্রী, গুরু, ( আচার্য্য  
বা বিদ্যাগুরু ), দৌহিত্র, জামাত, বন্ধু, অর্থাৎ  
মাতৃস্বশ্রু, পিতৃস্বশ্রু পুরোহিত ও শিষ্য

পৈশাচী দক্ষিণা সা হি নেহামুক্তকলপ্রদা ॥ ২১  
কামং ব্রাহ্মেহর্চয়েন্নিদ্রাং নাভিরূপমপি ত্রিষু  
দ্বিষতী হি হবিভূক্তং ভবতি প্রেত্য নিফলম্ ॥  
ব্রাহ্মণো হননীয়ানস্তৃণাশ্চিরব শাম্যতি ।  
ভস্মৈ হব্যং ন দাতব্যং ন হি ভস্মনি হুয়তে ॥  
যথোষরে বীজমুপ্তং ন বপ্তা নভতে কলম্ ।  
তথানুচে হবির্দত্তা ন দাতা নভতে কলম্ ॥ ২৪  
যাবতো গ্রসতে পিণ্ডান্ হব্যকব্যোহমমুবিৎ ।  
তাবতো গ্রসতে প্রেত্য দৌণ্ডান্  
স্থলাঃস্থয়োগুর্ভান্ ॥ ২৫  
অপি বিদ্যাকুলৈর্গুপ্তা হীনবৃত্তা নরাধমাঃ ।  
যত্রৈতে ভুঞ্জতে হব্যং তস্তবেদাসুরং দ্বিজাঃ ॥

এই দশ জনকে ভোজন করাইতে পারে।  
১১—২০। ব্রাহ্মে মিত্রকে ভোজন করাইবে  
না; ধন দ্বারা মিত্রের সহিত মিত্রতা সম্পাদন  
করিবে। পিশাচবৎ আচারবান ও দক্ষিণা-  
লুক ব্যক্তিকে ভোজন করাইবে না;  
যেহেতু এই সকল লোককে ভোজন করাইলে  
ইহলোকে ও পরলোকে কোনই কল হয় না।  
অথবা পূৰ্ব পূৰ্ব ভোজনযোগ্য ব্যক্তির  
অভাবে মিত্রকেও ভোজন করাইতে পারিবে,  
কিন্তু শত্রু পণ্ডিত হইলেও তাহাকে ভোজন  
করাইবে না। যেহেতু শত্রু যে হবি ভোজন  
করে, সে হবি পরলোকে কলপ্রদ হয় না।  
সূর্য ব্রাহ্মণ তৃণাশ্রয় স্ত্রী আশ্রয়-আশ্রয়  
নিস্তেজ হয়, অতএব তাহাকে হব্যাদি দান  
করিবে না; যেহেতু কেহই ভস্মে হোম করে  
না। যেমন উষর ভূমিতে বীজ বপন  
করিলে, বপনকর্তা কলভাগী হয় না, সেইরূপ  
বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণকে হব্যাদি দান করিলে  
হব্যাদিদাতা কলভাগী হয় না। মদ্রানভিজ্ঞ  
ব্যক্তি হব্য কব্যের যত পরিমিত পিণ্ড  
ভোজন করিয়া থাকে, পরলোকে তত পরি-  
মিত প্রজলিত নৌবর্জুল ভক্ষণ করিয়া  
থাকে। বিদ্যাসম্পন্ন ও সংকুলোৎপন্ন হইয়া  
যে নরাধম ব্রাহ্মণ হীনবৃত্তি অবলম্বন করে,  
সে ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মে ভোজন করাইলে সেই

যন্ত বেদে চ বেদী চ বিজ্ঞদ্যেতে ত্রিপুরবম্ ।  
 ন বৈ হুত্বাঙ্গো নারঃ শ্রাদ্ধাদিষু কদাচন ॥ ২৭  
 শূদ্রেণো ভূতো রাজো যুবলো গ্রামযাজকঃ  
 বধবক্ষোপজ্জীমী চ যজ্ঞেতে ব্রহ্মবক্ষবঃ ॥ ২৮  
 দত্তাশ্রয়োগো বৃত্তার্থং পতিতান্ মনুরব্রবীৎ ।  
 বেদবিক্রয়িণো হেতে শ্রাদ্ধাদিষু বিগর্হিতাঃ ।  
 সূতবিক্রয়িণো যে তু পরপূর্যাসমুত্তবাঃ ।  
 অসমানান্ যাজয়ন্তি পতিতান্তে প্রকীর্তিতাঃ ।  
 অসংক্ৰত্যাধ্যাপকা যো ভূত্যাৰ্থেহধ্যায়ন্তি যে ।  
 অধীয়েতে তথা বেদান্ পতিতান্তে প্রকীর্তিতাঃ  
 বৃক্শ্রাবকনিগ্রহাঃ পঞ্চরাত্রবিদো জনাঃ ।  
 কাপালিকাঃ পাণ্ডপতাঃ শাযণা যে চ তদ্বিধাঃ ॥

হব্য কব্য অশুরের তৃপ্তিজনক হয়। যাহার  
 দেহ তিন পুরুষ পর্যন্ত বেদ ও বেদী  
 (বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ) বিলুপ্ত হইয়াছে,  
 তাহার কুৎসিত ব্রাহ্মণ এবং তাহার শ্রাদ্ধাদি  
 ভোজনের অযোগ্য। শূদ্রের দাস, রাজার  
 বেতনগ্রাহী, শূদ্রযাজক, গ্রামযাজক এবং বধ  
 ও বহনকারী জীবিকানির্বাহকারী এই ছয়  
 জন ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ অধম ব্রাহ্মণ। যাহারা  
 প্রাণের উত্তর করিয়া জীবিকানির্বাহ করে,  
 তাহাদিগকে এবং প্রাপ্ত ব্রাহ্মণদিগকে  
 পতিত বলিয়াছেন। ইহাদিগকে এবং  
 যাহারা বেদবিক্রয়ী (অর্থাৎ যাহারা বেদ-  
 পাঠ, বেদাধ্যাপনা ও বেদগ্রন্থবিক্রয় করিয়া  
 জীবিকানির্বাহ করে) তাহাদিগকে শ্রাদ্ধ-  
 নিষেধ করিবে না। কস্তাপুত্রবিক্রয়ী, পর-  
 পূর্য্যাদী 'গর্ভজাত পুত্র ও নীচ বর্ণের  
 যাজনকর্তা, ইহারা সকলেই পতিত, মুনিগণ  
 ইহা বলিয়াছেন। ১১—৩০। সংস্কৃত ভাষা  
 ভিন্ন ভাষা যে অধ্যাপনা করে ও যাহারা  
 বেতন গ্রহণ করিয়া বেদপাঠ ও বেদের  
 অধ্যাপনা করে, তাহারা সকলেই পতিত;  
 ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন। অধ্যয়ন না  
 করিয়া কেবল ব্রহ্মদিগের নিকটে শাস্ত্র শ্রবণ  
 শ্রবণ করে এমন ব্যক্তি, নিগ্রহ, পঞ্চরাত্র-  
 গ্রন্থাধ্যায়ী, কাপালিক ও পাণ্ডপতশাস্ত্রাধ্যায়ী,

যস্তাঙ্গি হব্যঃসোহেতে হ্রাস্তানন্ত হামসাঃ ।  
 ন তন্ত তত্তবেচ্ছাদ্যঃ প্রোচ্য দেহ কলপ্রদম্ ॥ ৩৩  
 অনাশ্রমী যো বিজ্ঞঃ স্তাদাশ্রমী বা নিরর্থকঃ ।  
 মিথ্যাশ্রমী চ তে বিপ্রা বিজ্ঞেয়াঃ  
 \*উক্তিদূষকঃ ॥ ৩৪  
 হুশ্রী কুনখী কুঞ্জী খিত্রী চ স্তাবদন্তকঃ ।  
 বিদ্বৎপ্রজননশ্চৈব স্তেনঃ ক্রীবোহধ নাস্তিকঃ  
 মদ্যপো যুবলীসক্তো বীরহা দিধিযুপতিঃ ।  
 অগারদাহী কুণ্ডলী সোমবিক্রয়িণো বিজ্ঞাঃ ॥ ৩৬  
 পরিবেতা চ হিংস্রশ্চ পরিবিস্তির্নিরাকৃতিঃ ।  
 পৌনর্ভবঃ কুসীদী চ তথা নকত্রহৃচকঃ ॥ ৩৭  
 গীতবাদিজলীলশ্চ ব্যাধিতঃ কাণ এব চ ।  
 হীনাশ্রমচাতিরিজ্ঞাজ্ঞো হব্যকীণী তথৈব চ ॥ ৩৮

পাষণ্ড এবং পাষণ্ডত্ব—এই সকল নির্দিত  
 হ্রাস্তগণ যাহার শ্রাদ্ধীয় অন্ন ভোজন করে,  
 তাহার কৃত শ্রাদ্ধ ইহলোকে বা পরলোকে  
 কোনই ফলপ্রদ হয় না। যে অনাশ্রমী ও  
 যে আশ্রমে থাকিয়াও আশ্রমধর্ম্ম প্রতিপালন  
 করে না এবং মিথ্যাশ্রমী (ধূর্ত), ইহার  
 সকলেই পণ্ডিতদূষক জানিবে। হুশ্রী, কুনখী  
 (কুৎসিত-নধরোগবিশিষ্ট), কুঠ বা খিত্র-  
 যোগাকান্ত, স্তাবদন্তক, বিদ্বলজ, চোর,  
 ক্রীব, নাস্তিক, মদ্যপায়ী, শূদ্রাগামী, বীর-  
 ঘাতী, দিধিযুপতি (ধর্ম্মতঃ নিযুক্তা যুত্ৰাত্ত-  
 পত্নীতে কামবশতঃ আসক্ত), গৃহদাহী,  
 কুণ্ডলী (জ্বরজ্বরভোজী) ও সোমবিক্রয়-  
 কারী ব্রাহ্মণ সকল এবং পরিবেতা, হিংস্র,  
 পরিবিস্তি\* নিরাকৃতি (পঞ্চমহাযজ্ঞাভ্যাস-  
 রহিত) পুনর্ভূত্বীতে উৎপন্ন সন্তান, টাকার  
 হৃদগ্রহণকারী এবং নকত্রহৃচক (ধূর্ত-গণক)  
 ইহারা সকলেই পণ্ডিতদূষক জানিবে। গীত-  
 বাদ্যাসুরক্ত, পাপরোগী, কাণ (একচক্ষুহীন),

\* জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনগ্রিক বা অবিবাহিত  
 থাকিলে, যে কনিষ্ঠ অগ্রে বিবাহ বা অগ্নি  
 স্বীকার করে, সেই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিবেতা  
 ও সেই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পরিবিস্তি বলে।

মহাভারতবিহীনশ্চ ব্রাহ্মণঃ পণ্ডিতদুষকঃ । ৪৫  
 অধীহনাশনশ্চৈব স্নান-দানবিবর্জিতঃ ।  
 তামসো রাজসশ্চৈব ব্রাহ্মণঃ পণ্ডিতদুষকঃ । ৪৬  
 বহনাত্ত্ব কিমুক্তেন বিহিতান্ যে ন কুৰ্বতে ।  
 নিন্দিতানাচরন্ত্যেতে বৰ্জ্যাঃ শ্রাদ্ধে প্রযত্নতঃ ।  
 ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-  
 বিদ্যায়াং শ্রাদ্ধকল্পে একাবংশো-  
 দ্ব্যধায়ঃ । ২১ ।

ବାମ ଡିବାଟ ।

সঙ্কোচাপাননা পরিত্যাগকারী এবং মহা-  
যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ সকল পণ্ডিত-  
দুষক জানিবে। বেদ পড়িয়া যে ব্রাহ্মণ বেদ  
ভুলিয়া গিয়াছে এবং স্নান-দান-পরিত্যাগ-  
কারী, তমোশুণাবলম্বী বা রজোশুণাবলম্বী  
ব্রাহ্মণকে পণ্ডিতদুষক জানিবে। আর  
অধিক কি বলিব, যে সকল ব্যক্তি বিহিত  
কর্মের অনুষ্ঠান না করে এবং নিষিদ্ধ কর্মের  
অনুষ্ঠান করে, তাহারা সকলেই শ্রাদ্ধ-তোজ-  
নের অযোগ্য জানিবে। ৩১—৪৭।

একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২১ ।

## ষাতিংশ অধ্যায় ।

অজ্ঞান বা অধিকারবিশিষ্ট, অবহীন ( ব্রহ্ম  
চর্যাবস্থায় যোষিদগামী ) কুমারীগামী, কুণ্ড  
( পতিসঙ্গে জারজ পুত্র ), গোলক ( বিধবা-  
গর্ভজাত পুত্র ), অভিশস্ত ( অপবাদগ্রস্ত ),  
দেবল ( পুত্রারি ব্রাহ্মণ ) মিষ্টকৃৎ ( ক্রোধ-  
বশতঃ মিত্রের অপকারকারী ), ক্রুর, সর্বদা  
ভাৰ্য্যার আত্মাকারী, খল, মাতা পিতা বা  
গুরুভাগ্যকরী, ভাৰ্য্যাভাগ্যকারী, গোত্রস্পৃক  
( সগোত্রাগামী ), ভট্টাচারী, কাণ্ডপৃষ্ঠ ( অস্থ-  
ব্যবহারজীবী ), পুত্রহীন, কুটুম্বী, পাচক,  
বন্ধুদ্বারা জীবিকানিৰ্ব্বাহকারী, সমুদ্রযাত্রাকারী,  
অকৃতজ্ঞ এবং ঐহিকভোগকারী, এই সকল  
ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদুষক। বেদনিন্দা ও দেব-  
নিন্দাকারী, এবং হিজনিন্দায় রত ব্রাহ্মণ-  
দ্বিগকে আত্মাধিতে পরিত্যাগ করিবে।  
কৃত্তর, খল, ক্রুর, নাস্তিক, বেদনিন্দাকারী,  
মিত্রবঞ্চক ও ঐশ্র্যজালিক এই সকল ব্রাহ্মণ  
বিশেষরূপে পণ্ডিতদুষক জানিবে। পুৰোক্ত  
নিন্দিত ব্রাহ্মণগণ সকলেই আত্মীয় ভোজনের  
অযোগ্য ( বা তাহাদের অন্ন ভোজনের  
অযোগ্য ) ও স্বকীয় কৰ্ম্মে দানের অযোগ্য।  
আর ব্রহ্মহত্যাকারী বা পরিবাদগ্রস্ত ব্রাহ্মণকে  
যত্নপূৰ্ব্বক আত্মে পরিত্যাগ করিবে। শূদ্রের  
অন্নরসাদি দ্বারা শরীর-পোষণকারী ও

ব্যাস বলিলেন,—গোময় ও জলদ্বারা  
সমাহতচিত্তে ভূমি শোধন করিয়া, আন্ধের  
পূৰ্ব্বদিন ‘আগামী কল্য আমি আশ্রয় করিব’  
এই বলিয়া পুষ্কোত্তলকণসমাদিত নিমন্ত্রণ-  
যোগ্য ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া সাধুলোক-  
দ্বারা নিমন্ত্রণ করিবে। পূৰ্ব্বদিনের অসন্তব

তন্তু তে পিতরঃ শ্রাক্ষাঃ শ্রাক্ষকালমুপস্থিতম্ ।  
 অন্তোন্তঃ মনসা ধ্যাত্বা সম্পতন্তি মনোজবাঃ ।  
 তৈত্র্যাক্ষণৈঃ সহস্রন্তি পিতরো হস্তরীক্ষগাঃ ।  
 বায়ুভূতাঃ তিষ্ঠন্তি ভূত্বা যান্তি পরাং গতিম্  
 আমন্ত্রিতাঃ তে বিপ্রাঃ শ্রাক্ষকাল উপস্থিতে ।  
 বসেশ্বনিষতাঃ সর্কৈ অক্ষচর্যপরায়ণাঃ ॥ ৫  
 অক্রোধনোহহরোহমন্তঃ সত্যবাদী সমাহিতঃ ।  
 ভারং মৈথুনমধ্বানং শ্রাক্ষকৃষর্জ্জঘেদুঃস্রবম্ ॥ ৬  
 আমন্ত্রিতো শ্রাক্ষণো বৈ যেহন্ত্যৈ কুরুতে

কণম্ ।

স যাতি নরকং ঘোরং শূকরহং প্রযাতি চ ॥ ৭  
 আমন্ত্রয়িষ্য যো মোহাদমৃতকামস্তয়েদ্বিজঃ ।  
 স তস্মাদধিকঃ পাপী বিষ্টাকৌটোহভিজায়তে ॥

হইলে উক্ত বিধানানুসারে পরদিনেও ( শ্রাক্ষ দিনেও ) নিমন্ত্রণ করিতে পারে। এইরূপে শ্রাক্ষগণের নিমন্ত্রণ করা হইলে, সেই শ্রাক্ষকারী ব্যক্তির পিতৃগণ সকলে “শ্রাক্ষকাল উপস্থিত হইয়াছে, মনে মনে এই চিন্তা করিয়া, মনের আশ্রয় বেগে সহস্র শ্রাক্ষকালে আসিয়া উপস্থিত হন। অন্তরীক্ষচারী পিতৃগণ সেই শ্রাক্ষগণের সহিত ভোজন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বায়ুরূপ হইয়া অবস্থান করেন এবং শ্রাক্ষ ভোজন করিয়া উৎকৃষ্ট-গতি প্রাপ্ত হন। শ্রাক্ষকালে উপস্থিত হইলে, যে সকল শ্রাক্ষ নিমন্ত্রিত হইবেন, তাঁহারা সকলেই নিয়মিত ও অক্ষচর্য-পরায়ণ হইয়া বাস করিবেন। যিনি শ্রাক্ষ করিবেন, তিনি ক্রোধ, হরা (বাস্ততা), ও মন্ততা পরিত্যাগ করিবেন, সত্যবাদী ও সাবধান হইবেন। কোনও ভারবহনকর্ম, মৈথুন ও অধ্বগমন পরিত্যাগ করিবেন। একজনের নিকট নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহার গৃহে ভোজন না করিয়া যে শ্রাক্ষ অন্তের নিকট ভোজন করে, সে ঘোরতর নরকে বাস করিয়া শূকরযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। আর যে ব্যক্তি এক শ্রাক্ষকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে উপেক্ষা করত অন্য শ্রাক্ষকে ভোজন করায়, তাহাকে

শ্রাক্ষে নিমন্ত্রিতো বিপ্রো মৈথুনং যোহধিগচ্ছতি  
 ব্রহ্মহত্যাং বাপ্নোতি তিথ্যাক্ষণো চ জায়তে  
 নিমন্ত্রিতঃ যো বিপ্রো হৃদ্যানং যাতি কৃষিঃ  
 ভবন্তি পিতরন্তস্ত তন্মাসং পাংস্তভোজনাঃ ॥ ১০ -  
 নিমন্ত্রিতঃ যঃ শ্রাক্ষে কুর্য্যাৎ কলহং দ্বিজঃ ।  
 ভবন্তি পিতরন্তস্ত তন্মাসং মলভোজনাঃ ॥ ১১  
 তস্মান্নিমন্ত্রিতঃ শ্রাক্ষে নিয়তাত্মা ভবেদ্বিজঃ ।  
 অক্রোধনঃ শৌচপরঃ কৰ্ত্তা চৈব দ্বিতেশ্রিয়ঃ ॥  
 ষোড়শে দক্ষিণাং গহা দিশং দর্ভান সমাহিতঃ  
 সমুলানাহরেদ্বারি দক্ষিণাগ্রান স্তুনির্ম্মলান ॥ ১৩  
 দক্ষিণাগ্রবণং স্নিগ্ধং বিভক্তং শুভলক্ষণম্ ।  
 শুচিং দেশং বিবিক্তঞ্চ গোময়েনোপলপয়েৎ  
 নদীতীরেষু তীর্থেষু স্বভূমৌ চৈব সাহস্রম্ ।  
 বিবিক্তেষু চ তুষান্তি দন্তেন পিতরঃ সদা ॥ ১৪

উঃ হইতেও অধিক পাপী জানিবে ;  
 সে মরিয়া বিষ্টার কঁট হইবে। শ্রাক্ষে নিম-  
 ত্রিত হইয়া যে শ্রাক্ষ মৈথুন আচরণ করে,  
 সে ব্রহ্মহত্যাকারীর পাপ প্রাপ্ত হয় এবং  
 তিথ্যাক্ষণোনিতে জন্মগ্রহণ করে। নিমন্ত্রিত  
 হইয়া যে শ্রাক্ষ পথগমন করে, তাহার পিতৃ-  
 গণ সেই মাস পাংস্ত ( ধূণ ) ভোজন করেন।  
 যে শ্রাক্ষ নিমন্ত্রিত হইয়া কলহ করে, সেই  
 মাস তাহার পিতৃগণ মল ভোজন করেন।  
 ১—১১। অতএব শ্রাক্ষগণ শ্রাক্ষে নিম-  
 ত্রিত হইয়া নিয়তাত্মা, অক্রোধী ও শৌচ-  
 পরায়ণ হইবেন। শ্রাক্ষকর্ত্তাও দ্বিতেশ্রিয়  
 হইয়া এই সমস্ত আচরণ করিবেন এবং  
 শ্রাক্ষের পূর্বদিনে সমাহিতচিত্তে দক্ষিণদিকে  
 গমন করিয়া স্তুনির্ম্মল সমূল দক্ষিণাগ্র কুশ  
 সকল ও জল আহরণ করিবেন। দক্ষিণা-  
 গ্রবণ ( দক্ষিণে ক্রমাবনত ), স্নিগ্ধ, বিভক্ত,  
 ( অস্ত্র সহজ রহিত ) বিবিক্ত ( সুপ্রকাশ—  
 অন্ধকাররহিত ) ও শুভলক্ষণ শুচি স্থানকে  
 গোময়াদি দ্বারা লেপন করিবে। নদীতীর  
 তীর্থ, স্বকীয়ভূমি, সাহস্র ( পূর্বতের উপরিস্থ  
 সমতল ভূমি ) ও বিজন এই সকল স্থানে  
 শ্রাক্ষ করিলে পিতৃগণ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।



পারকো ভূমিভাগে তু পিতৃণাং নৈব নির্কপেৎ  
স্বামিত্তিস্বহিহন্তেত মোহাদৃশং ক্রিয়তে নরৈঃ  
অটব্যঃ পরিতাঃ পুণ্যাস্তীর্থাস্তায়তনানি চ ।  
সর্বাণ্যস্বামিকান্তাহ্নং হেতেবু পরিগ্রহঃ ॥ ১৭  
তিলান্ প্রবিকিরেৎ তত্র সর্বতো বন্ধয়েদজ্ঞান  
অনুরোপহতঃ সর্বাং তিলৈঃ শুধ্যত্যজ্ঞেন তু ॥  
ততোহন্নঃ বহনংস্বারং নৈকবাজ্ঞনমধ্যগম্ ।  
চোষ্য-পেষয়স্বক্ষুঞ্চ যথাশক্তি প্রকল্পয়েৎ ॥ ১৯  
ততো নিবৃত্তে মধ্যাহ্নে লুপ্তরোম-নখান্ দ্বিজান্  
অবগম্য যথামার্গং প্রযচ্ছেদস্তথাবনম্ ॥ ২০  
তৈলেনাত্যজ্ঞনং স্নানং স্নানীয়ঞ্চ পৃথগ্ধ্বম্ ।  
পাট্রেরৌত্বরৈর্দদ্যাৎঐষদৈবতাপূরকম্ ॥ ২১  
ততঃ স্নানান্নিবৃত্তেভ্যাঃ প্রত্যাখ্য কৃত্যঞ্জলিঃ ।  
পাদ্যমাত্মনীয়ঞ্চ সম্প্রযচ্ছেদযথাক্রমম্ ॥ ২২  
ষে চাত্র বিশ্বদেবানাং বিপ্রাঃ পূর্বং নিমন্তিতাঃ

প্রাচ্যুখাস্তাসনাভেবাং ত্রিভৌগহতানি চ ॥ ২৩  
দক্ষিণামুখযুক্তানি পিতৃণামানানি চ ।  
দক্ষিণাগ্রেষু দর্ভেবু প্রোক্ষিতানি তিলোদকৈঃ  
ভেবুপবেশয়েদেতানাসনং সম্পূর্ণরপি ।  
আসনধ্বমিতি সঞ্জল্লাসীরংস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ২৫  
সৌ দৈবে প্রাচ্যুখো পিত্র্যে ত্রয়শ্চোদ্যুখাস্তা  
একৈকং তত্র দৈবস্ত পিতৃমাতামহেতুপি ॥ ২৬  
সংক্রিয়াং দেশকালো চ শৌচং ব্রাহ্মণসম্পদম্  
পর্জিতান্ বিস্তরো হস্তি তস্মিন্নেহেত বিস্তরম্ ॥  
অপি বা ভোজয়েদেকং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ।  
ঋতশীলাদিসম্পন্নমলক্ষণবিবর্জিতম্ ॥ ২৮  
উক্ত্য পাট্রে চান্নং তৎ সর্বস্মাৎ প্রকৃত্যং ততঃ  
দেবতায়তনে বাসৌ নিবেদ্যাত্তং প্রবর্তয়েৎ ॥  
প্রাশ্তোদন্নং তদগৌ তু দদ্যাৎঐ ব্রহ্মচারিণে ।  
তস্মাদেকমপি শ্রেষ্ঠং বিদ্বাংসং ভোজয়ৌদ্ভজম্

পরকীয়-ভূমিতে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ কখনই  
করিবে না। মোহবশতঃ পরকীয়-ভূমিতে  
শ্রাদ্ধ করিলে, ভূস্বামী শ্রাদ্ধীয় অন্নাদি বিকৃত  
(দূষিত) করিয়া থাকেন। অটবী, পরিত,  
পুণ্যস্থান ও তীর্থ সকল এবং দেবায়তন এই  
সকল স্থান অস্বামিক বলিয়া মুনিগণকর্তৃক  
উক্ত হইয়াছে। ইহাতে পরিগ্রহ হয় না।  
শ্রাদ্ধীয়ভূমির সর্বদিকে তিল বিক্ষেপণ করিয়া  
ছাগ বন্ধন করিবে। যেহেতু অনুরোপহত  
সমস্ত দোষই তিলবিক্ষেপে ও ছাগবন্ধনে  
নষ্ট হয়। তদনন্তর বহুপ্রকারে সংস্কৃত, চোষ্য  
পেষ-সংযুক্ত, অনেকব্যঞ্জন-মধ্যস্থিত অন্ন  
যথাশক্তি পট্টিকল্পনা করিবে। মধ্যাহ্নের  
পরিসমাপ্তি হইলে, যে সকল ব্রাহ্মণ, কৌরাদি-  
ক্রিয়া সমাপন করিয়াছেন তাঁহাদিগকে  
নিয়মায়ুসারে দস্তকাঠ দিবে। ১২—২০।  
অভ্যাজনোপযোগী তৈল, স্নানীয় বস্ত্র ও  
স্নানীয় জল বৈশ্বদৈবতায় মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক  
ঔত্বরপাট্রে প্রদান করিবে। অনন্তর স্নান-  
ক্রিয়া সমাপ্ত হইলে, কৃত্যঞ্জলি হইয়া প্রত্যা-  
খ্যান করত যথাক্রমে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচ-  
মনীয় দিবে। বিশ্বদেব পক্ষে যে সকল

ব্রাহ্মণ পূর্বে নিমন্তিত হইয়াছেন, তাঁহাদের  
আসন দর্ভত্রয়ে উপহত ও পূর্বমুখী করিয়া  
প্রদান করিবে। দক্ষিণাগ্রকূশোপরি দক্ষিণ-  
মুখ ও তিলোদকদ্বারা প্রোক্ষিত করিয়া পিতৃ-  
ব্রাহ্মণের আসন দিবে। ‘উপবেশন করুন’  
এই কথা ব্রাহ্মণদিগকে বলিয়া পূর্বোক্ত  
পৃথক্ পৃথক্ আসনে আসনসম্পর্শপূর্বক উপ-  
বেশন করাইবে। দেবপক্ষে দুইটি ব্রাহ্মণকে  
পূর্বাভিমুখে বসাইবে; পিতৃপক্ষে তিনটি  
ব্রাহ্মণকে উত্তরাভিমুখে বসাইবে। ঐ দুইটি  
ব্রাহ্মণ পিতৃপক্ষে ও মাতামহপক্ষে একএকটি  
দেবতাস্বরূপ, ইহাতে অধিক ব্রাহ্মণ নিমন্তন  
করিবে না, যেহেতু ব্রাহ্মণাধিক্য হইলে, দেশ,  
কাল, সংকার, শৌচ ও ব্রাহ্মণসম্পদ এই  
পাঁচটিই নষ্ট হয়। অথবা দুর্লক্ষণ-বিবর্জিত,  
ঋতশীলাদি-সম্পন্ন ও বেদপারগ একটি  
ব্রাহ্মণই ভোজন করাইবে। সমস্ত প্রকৃত  
বস্ত্র হইতে অন্ন উদ্ধার করিয়া দেবপক্ষের  
অন্নোৎসর্গের পর, পিতৃদিগর উদ্দেশে অন্নাদি  
দান করিবে। শ্রাদ্ধীয় অন্ন সকল ব্রাহ্মণ-  
গণকে ভোজন করাইলে বা ব্রহ্মচারী  
ব্রাহ্মণকে দান করিলে ‘অগ্নৌকরণ’ হয়; সেই  
হেতু শ্রেষ্ঠ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ একটিকেও ভোজন



ভিক্ষুকো ব্রহ্মচারী বা ভোজনার্থমুপস্থিতঃ ।  
 উপবিষ্টো যঃ শ্রাদ্ধে কাম্যে তমপি ভোজয়েৎ  
 অতিথির্ভুক্ত নাস্তি ন তচ্ছ্রাদ্ধং প্রশস্ততঃ ।  
 তস্মাৎ ১২১—৩০ পূজ্যা হতিথয়ো দ্বিজৈঃ  
 আতিথ্যরহিতে শ্রাদ্ধে কুর্কতে যে দ্বিজাতয়ঃ ।  
 কাকযোনিং ব্রহ্মস্বোত্তে দাতা চৈব ন সংশয়ঃ  
 হীনাকঃ পতিতঃ কুষ্ঠী ব্রণী পুঙ্কশনাস্তিকৌ ।  
 কুকুটঃ শূকরখানৌ বর্জ্যঃ শ্রাদ্ধেষু দূরতঃ ॥৩৪  
 বীভৎসমণ্ডচিৎ নগ্নঃ মস্তঃ ধূর্তঃ রজস্বলায় ।  
 নীলকাষায়বসনপাশভাংস্চ বিবর্জয়েৎ ॥ ৩৫  
 যৎ তত্র ক্রিয়তে কর্ণ পৈতৃকে ব্রাহ্মণান্ প্রতি  
 তৎ সর্বমেব কর্তব্যং বৈশ্বদেবতাপূর্বকম্ ॥৩৬  
 যথোপবিষ্টান সর্বাংস্তানলকুর্ধ্যাদিত্বমণৈঃ ।  
 অগ্নদামতিঃ শিরোবেষ্টৈধুপবাসোহম্মলপনৈঃ

ততঃপাৰ্বাহবেদেবান্ ব্রাহ্মণানামমুজয়া ।  
 উদমুখো যথাস্থায়ঃ বিধে দেবা ন ইচ্ছ্যাচা ॥  
 যে পবিত্রে গৃহীতাস্ত ভোজনে কালিতে পুনঃ ।  
 শন্নো দেবী জলং কিণ্ডু যবোহসীতি  
 যবাস্তথা ॥ ৩৯  
 যা দিব্যা ইতি মন্ত্ৰেণ হস্তে অর্ঘ্যং বিনিকিপেৎ  
 প্রদদ্যাৎগাংস্চ মাল্যানি ধূপাদীনি চ শক্তিতঃ ॥৪০  
 অপসবাং ততঃ কুহা পিতৃণাং দক্ষিণামুখঃ ।  
 আবাহনং ততঃ কুর্ধ্যাহস্তস্তথেষ্টাচা বৃধঃ ॥ ৪১  
 আবাহ তদমুজাতো অগ্নেদায়ান্ত নন্ততঃ ।  
 শন্নো দেবোদকং পাশ্রে তিলোহসীতি  
 তিলাংস্তথা ॥ ৪২  
 কিণ্ডু। চর্ঘ্যং যথাপূর্বং দত্ত্বা হস্তেষু বা পুনঃ ।  
 সংস্রবাংস্চ ততঃ সর্বাণ্ পাশ্রে কুর্ধ্যাংসমাহিতঃ

করাইবে। ২১—৩০। ভিক্ষুক বা ব্রহ্মচারী  
 ভোজনের নিমিত্ত উপস্থিত হইয়া উপবিষ্ট  
 হইলে, তাহাদিগকে শ্রাদ্ধসময়ে উৎকৃষ্টরূপে  
 ভোজন করাইবে। যে শ্রাদ্ধে অতিথি  
 ভোজন হয় না, সেই শ্রাদ্ধ প্রশস্তকলদানে  
 সমর্থ হয় না। এই হেতু শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত  
 হইলে অতিশয় যত্নপূর্বক অতিথি ভোজন  
 করাইবে। অতিথিভোজনরহিত শ্রাদ্ধে যে  
 সকল ব্রাহ্মণ ভোজন করে এবং যে শ্রাদ্ধ  
 করে, তাহারা কাকযোনিতে জন্ম গ্রহণ করে,  
 ইহাতে সংশয় নাই। অজহীন, পতিত, কুষ্ঠ-  
 রোগগ্রস্ত, কতশোচ-বিশিষ্ট, পুঙ্কশ (চণ্ডাল-  
 বিশেষ), নাস্তিক, কুকুট, শূকর ও কুকুর  
 ইহাদিগকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে।  
 (অর্থাৎ শ্রাদ্ধীয় অন্ন যেন ইহারা ভোজন  
 করিতে বা দেখিতে না পায়)। বীভৎস  
 (সুগিহ), অণ্ডচি, নগ্ন, মস্ত, ধূর্ত, রজস্বলা  
 নীল বা কাষায়বস্ত্রপরিধারী ও পাশও ব্যক্তি-  
 দিগকে শ্রাদ্ধ সময়ে পরিত্যাগ করিবে। শ্রাদ্ধে  
 পৈতৃকশ্রাদ্ধগোদেবে যে সকল কর্তব্য করিতে  
 হইবে, তাহা বৈশ্বদেব বিধানানুসারে করিবে।  
 যথাস্থ খে আসনে উপবিষ্ট সেই ব্রাহ্মণদিগকে  
 অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। মাল্য, হুত্ৰ,

গন্ধ, শিরোবেষ্টন, বস্ত্র এবং চন্দনাদি দ্বারাও  
 অলঙ্কৃত করিবে; তদনন্তর উত্তরাভিমুখ হইয়া  
 ব্রাহ্মণদলের অনুমতি লইয়া শাস্ত্রানুসারে  
 “বিধে দেবা সঃ” এই ঋকমন্ত্রদ্বারা আহ্বান  
 করবে। অনন্তর অর্ঘ্যপাত্র প্রকাশন করিয়া  
 ত্রিষ্টী পবিত্র গ্রহণপূর্বক “শন্নো দেবী” এই  
 মন্ত্র পাঠ করিয়া জল ক্ষেপণ করিবে; পরে  
 “যবোহসি” এই মন্ত্র পাঠপূর্বক যব নিক্ষেপ  
 করিবে। পরে “যা দিব্যা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া  
 ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। অনন্তর  
 শক্তানুসারে গন্ধ, মাল্য, ধূপ, দীপাদি দান  
 করিবে। ৩১—৪০। তদনন্তর বিধান শ্রাদ্ধ-  
 কর্ত্তা দক্ষিণামুখ ও অপসব্য হইয়া “উপস্বত্বা”  
 এই ঋকমন্ত্রদ্বারা পিতৃগণের আবাহন করিবে।  
 অনন্তর পিতৃব্রাহ্মণের অমুজা গ্রহণ করিয়া  
 শাস্ত্রানুসারে “আয়াক্ নঃ” এই মন্ত্র পাঠ  
 করিবে। তারপর “শন্নো দেবী” এই মন্ত্র-  
 দ্বারা জল এবং “তিলোহসি” এই মন্ত্র পাঠ  
 করিয়া অর্ঘ্য-পাশ্রে তিল দিবে। যথাপূর্ব  
 ব্রাহ্মণহস্তে অর্ঘ্য দান করিবে। অনন্তর  
 সর্গাহিত হইয়া পিতামহপাত্র ও প্রপিতামহ-  
 পাত্রের সংস্রব অর্ঘ্য অর্ঘ্যের অবশিষ্ট জল

পিতৃভাঃ স্থানমসৌতি স্থানপাত্নঃ নিধাপয়েৎ ।  
অঃস্কোরিষ্যেত্যাদায় পৃচ্ছেদন্নং স্তুষ্পুতম্ ।  
কুরুষেত্যভ্যহুজাতো জুহুয় হুপবীতবান ॥ ৪৪  
যজ্ঞোপবীতিনা হোমঃ কর্তব্যঃ কুশপানিনা ।  
প্রাচীনাবীতিনা পিত্নাঃ বৈশ্বদেবন্ত হোময়েৎ  
দক্ষিণঃ পাত্নয়েজ্জানুঃ দেবান পরিচরন সদা ।  
পিতৃণাঃ পরিচর্য্যামু পাত্নয়েদিতরং তথা ॥ ৪৬  
সোমায় বৈ পিতৃমতে স্বধা নম ইতি ক্রবন ।  
অগ্নয়ে কবা বাহায় স্বধেতি জুহুয়াৎ ততঃ ॥ ৪৭  
অগ্ন্যভাবে তু বিপ্রস্ত পাণাবেবোপপ দ্যেৎ ।  
মহাদেবাস্তিকে বাথ গোষ্ঠে বা সূসমাহিতঃ ॥ ৪৮  
তঃ স্তৈরভ্যহুজাতঃ গতা বৈ দক্ষিণাঃ দিশম  
গোময়েনোপলিপ্যাথ স্থানং কুর্য্যাৎ সসৈকতম্  
মণ্ডলং চতুরশ্রং বা দক্ষিণাপ্রবণং শুভম্ ।

পিতৃপাত্নে রাখিবে । অনস্তর “পিতৃভা স্থান-  
মসি” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্যপাত্ন হুজ  
( উপুত ) করিবে । তদনস্তর স্তুষ্পুত অন্ন  
গ্রহণ করিয়া “অগ্নৌ করিষ্যে” এই কথা  
ব্রাহ্মণদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে । ব্রাহ্মণগণ  
“কুরুষ” এই কথা বলিলে, উপবীতী হইয়া  
হোম করিবে ( অথবা ব্রাহ্মণগণকে দান  
করিবে ) । কুশপানি ও যজ্ঞোপবীতী হইয়া  
উক্ত হোম ( বা অন্নদান ) করিবে ; তার  
পৈত্ন হোম ও বৈশ্বদেব হোম প্রাচীনাবীতী  
হইয়া করিবে । পাত্নিতদক্ষিণজ হু হইয়া  
দেবকার্য্য করিবে, এবং পাত্নিত বামজানু হইয়া  
পিতৃকার্য্য করিবে । “সোমায় পিতৃমতে স্বধা  
নমঃ” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া এবং “অগ্নয়ে কবা-  
বাহনায় স্বধা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া হোম  
করিবে । অগ্নির অভাব হইলে ব্রাহ্মণের  
হস্তেই হোম ( দান ) করিবে । কিংবা সমাহিত  
চিত্তে মহাদেবের নিকটে অথবা গোষ্ঠে  
হোম করিবে । তদনস্তর পিতৃব্রাহ্মণ কর্তৃক  
অহুজাত হইলে, দক্ষিণ দিকে গমন করত  
সিকতাময় ভূমি গোময়দ্বারা উপলেপন  
করিবে, পরে সেই স্থানে দক্ষিণাপ্রবণ মণ্ডল-

ত্রিকলিখেৎ তন্ত মধ্যং দর্ভৈশ্চৈকেন চৈব হি ।  
ততঃ সংস্তৌর্য্য তৎ স্থানে দর্ভান বৈ

দক্ষিণাগ্রকান ।

দ্বীপ পিণ্ডান নির্বপেৎ তত্র হবিঃশেষাৎ সমাহিতঃ  
স্থাপ্য পিণ্ডাংস্ত তং হস্তং নিমুজ্যালেপ-

ভোজিনাম্ ।

তেষু দর্ভেষথ্যচম্য ত্রিরাচম্য শনৈরন্বন ।  
যতঞ্চ তুংশ্চ নমস্কর্য্যাৎ পিতৃনেব চ মন্ত্রবিৎ ॥ ৫২  
উদকং নিনেয়চ্ছেদ্যং শনৈঃ পিণ্ডান্তিকে পুনঃ ।  
অবজিহ্নেচ তান পিণ্ডান যথাস্থাপ্তান

সমাহিতঃ ॥ ৫৩

অথ পিণ্ডাচ্চ শিষ্টাশ্নং বিধিবন্তোজয়েদ্বিজান্ ।  
মাংসান্তপুণান বিবিধান দদ্যাৎ কুশর-পায়সম্  
স্থপশাককলানিক্কূন্ পয়ো দধি স্তুতং মধু ।  
অন্নঞ্চৈব যথাকামং বিবিধং ভোজ্যপেষকম্ ॥ ৫৫  
যদ্যদিষ্টং দ্বিজেন্দ্রাণাং তৎ সর্বং বিনিবেদয়েৎ

কার্য্য (বস্ত) বা চতুর্কোণ স্থান করিবে । তাহার  
মধ্যদেশে কুশদ্বারা তিন স্থানে তিনবার  
( দেবপক্ষ, মাতামহপক্ষ ও পিতৃপক্ষের )  
উল্লিখন করিবে । ৪১—৫০ । উক্ত স্থানে  
দক্ষিণাগ্র কুশজ্ঞ আস্তরণ করিয়া হবির  
অবশিষ্টাংশ ( হোমের অন্ন ) দ্বারা তিনটি পিণ্ড  
দান করিবে । পিণ্ড দান করিয়া সেই হস্ত  
লেপভোজী পিতৃগণের উদ্দেশে উক্ত কুশমূলে  
নির্ম্মার্জ্জন ( হস্তময়পিণ্ডার কুশদ্বারা মার্জ্জন )  
করিবে । অনস্তর তিনবার আচমন করিয়া  
ধীবে ধীবে নিশ্বাস ত্যাগ ও মন্ত্রপাঠ করত  
যতঞ্চ ও পিতৃগণকে নমস্কার করিবে ।  
সমাহিত হইয়া ক্রমপ্রদত্ত পিণ্ডের সমীপে যথা-  
ক্রমে ধীরে ধীরে জল দান করিবে এবং যথা-  
ক্রমে আত্মাণ করিবে । অনস্তর পিণ্ডের অব-  
শিষ্ট অন্ন সকল বিধানানুসারে ব্রাহ্মণগণকে  
ভোজন করাইবে এবং মাংস, বিবিধ প্রকার  
অপুণ ( পিঠা ), ভিলমোদক, পায়স, দাইল,  
শাক, ইন্দু, কল, ছয়, দধি, স্তুত, মধু,  
দাতার অতিলাভিত বহুবিধ ভোজ্য পেক্

ধাতাংস্তিলাংশ বিবিধান শৰ্করা বিবিধান্থা ।  
 উষ্ণময়ং দ্বিজাতিভোজ্য দাতব্যং শ্রেয় ইচ্ছতা ।  
 অমৃত কলমূলেভ্যঃ পানকেভ্যস্তথৈব চ ॥ ৫৭  
 ন কুমৌ পাতয়েজ্জাহ্নুং ন কুপ্যোন্নানুতং বদেৎ  
 ন পাদেন স্পৃশেদন্নং ন চৈতদবধূনয়েৎ ॥ ৫৮  
 ক্রোধেনৈব চ যদন্তং যদন্তং ভরয়া পুনঃ । \*  
 যাতুধানা বিলুপ্তস্তি জহ্নুত্যা চোপপাদিতম্ ॥ ৫৯  
 শ্বিন্নগাজো ন তিষ্ঠেত সন্নিধৌ চ দ্বিজন্নানাম্ ।  
 ন চাত্ত শ্চেন-কাকাদীন পক্ষিণঃ প্রত্নিষেধয়েৎ  
 তজ্জপাঃ পিতৃরন্তত্ৰ সমায়াস্তি বৃত্তকবঃ ॥ ৬০  
 ন দদ্যাৎ তত্র হস্তেন প্রত্যক্ষং লবণং তথা ।  
 ন চায়সেন পাত্রেণ ন চৈবাজ্জহ্নুয়া পুনঃ ॥ ৬১  
 কাকেনেন তু পাত্রেণ রাজভোহুদ্ববেণ বা ।

দত্তমক্ষয়ত্যাং যান্তি ধ্বংগেন চ বিশেষতঃ ॥ ৬২  
 পাত্রে তু মূন্ময়ে ঘো বৈ শ্রাদ্ধে বৈ ভোজয়ে-  
 দ্বিজান্ ।

স যান্তি নরকং ঘোরং ভোক্তা চৈব পুরোধসা ॥  
 ন পণ্ডিত্যং বিষয়ং দদ্যাদ্ধ য়াচেত ন দাপয়েৎ  
 যাচিতা দাপিতা দাতা নরকান্ যান্তি ভীষণান্ ॥  
 ভূঞ্জীরন্ বাগ্‌যতাঃ শিষ্টা ন ক্রয়ঃ প্রকৃতান্  
 গণান্ ।

তাবদ্ধি পিতরোহস্তি যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ  
 নাগ্রাসনোপবিষ্টস্ত ভূঞ্জীত প্রথমং দ্বিজঃ ॥ ৬৬  
 বহুনাং পণ্ডিতাং সোহজঃ পণ্ডিত্য হরতি  
 কনিষম্ ।

ন কিঞ্চিদ্বর্জ্যেচ্ছাদ্ধে নিযুক্তস্ত দ্বিজোন্তমঃ ।

প্রভৃতি ও ব্রাহ্মণের ইচ্ছানুরূপ বিবিধপ্রকার  
 অন্নপানাদি এবং তিল ও শৰ্করা ব্রাহ্মণ-  
 দিগকে প্রদান করিবে। মঙ্গলকামী ব্যক্তি  
 ব্রাহ্মণদিগকে উষ্ণ অন্ন ভোজন করাইবেন।  
 কিন্তু ফল, মূল, জল, এই সকল বস্তু উষ্ণ  
 দিবেন না। তৎকালে জাহ্নু ভূমিতে পাতিত  
 করিবে না, ক্রুদ্ধ হইবে না, মিথ্যা বাক্য  
 বলিবে না, পদদ্বারা অন্ন স্পর্শ করিবে না ও  
 পদদ্বয় কম্পন করিবে না। ক্রোধযুক্ত  
 হইয়া বা অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত যে  
 সকল বস্তু দান করা যায়, তাহা ব্রাহ্মণগণ  
 গ্রহণ করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণের নিকটে  
 আর্জগাত হইয়া থাকিবে না এবং শ্রাদ্ধ-  
 কালে শ্চেন-কাকাদি পক্ষিগণকে তাড়া-  
 ইয়া দিবে না; যেহেতু ক্ষুধার্ত পিতৃগণ সেই  
 প্রকার রূপ ধরিয়া আগমন করেন। ৫১—৬০।  
 হস্তদ্বারা সাক্ষাৎ সন্মুখে লবণ দিবে না, লৌহ  
 পাত্র দ্বারা পরিবেশন করিবে না ও অশ্রদ্ধা  
 করিয়া কোন বস্তু দান করিবে না। স্বর্ণপাত্র,  
 রজতপাত্র বা উদ্ভূতনির্মিত পাত্রে যাহা পরি-

বেশন করা যায়, তাহা অক্ষয় ফল উৎপাদন  
 করিয়া থাকে। খড়্গশত্রু (গণ্ডারচর্মনির্মিত  
 পাত্র) দ্বারা দত্ত বস্তু বিশেষ ফল জন্মাইয়া  
 থাকে। শ্রাদ্ধকালে মূন্ময় পাত্রে ব্রাহ্মণ-  
 গণকে ভোজন করাইলে, দাতা পুরো-  
 হিত ও ভোক্তা তিন জনেই ঘোরতর  
 নরকে গমন করে। এক পণ্ডিতের বিবম  
 দিবে না (অর্থাৎ কাহাকেও অধিক বা  
 কাহাকেও অল্প করিয়া দিবে না), যাচঞা  
 করিবে না এবং কাহাকেও অধিক বা অল্প  
 দেওয়াইবে না। যাহারা এইরূপ যাচঞা  
 করে, এইরূপ দান করে বা দেওয়ায়, তাহারা  
 সকলেই ভীষণ-নরকগামী হয়। শিষ্ট সকল  
 সংযতবাক হইয়া ভোজন করিবেন, এবং  
 পক বস্তুর গুণাগুণ কিছুই বলিবেন না।  
 পিতৃগণ সেই পর্য্যন্তই ভোজন করেন, যে  
 পর্য্যন্ত হবির কোন গুণাগুণ বলা না হয়।  
 আসনে অগ্রে উপবিষ্ট হইয়া সকলের অগ্রেই  
 যে ব্রাহ্মণ ভোজন করিতে আরম্ভ করে, তৎ-  
 পণ্ডিতস্বিত দর্শনকারী বহু ব্রাহ্মণের পাপ  
 তাহাতে সংক্রমিত হয়। শ্রাদ্ধে নিযুক্ত ব্রাহ্মণ  
 কিছুই পরিত্যাগ করিবেন না। যাঃসভোজনে  
 কোন কারণে নিষেধ থাকিলেও শ্রাদ্ধনিযুক্ত

\* ক্রোধেনৈব চ যদন্তং যদন্তস্তদ্বধা-  
 বিধৌতি কঠং পাঠঃ ।

ন মাংসস্ত নিষেধেন ন চান্তস্তান্নমীক্ষয়েৎ ॥ ৬৭।  
যো নান্নাতি দ্বিজো মাংসং নিযুক্তঃ পিতৃকর্ষণি  
স প্রোত্য পশুভ্যঃ যতি সন্তবানেকবিংশতিম্  
স্বাধ্যায়ং আবয়েদেয়াং ধর্মশাস্ত্রানি চৈব হি ।  
ইতিহাস-পুরাণানি শ্রাদ্ধকল্পাঃ চ শৌভনান্ ॥ ৬৮।  
ততোহন্নমুৎসৃজেতুস্তেষাং তা বিকিরন ভুবি ।  
পৃষ্ট্বা তদন্নমিত্যেব তৃপ্তানাচাময়েৎ ততঃ ॥ ৬৯।  
আচান্তান্নজ্ঞানীয়াদভিতো রম্যতামিতি ।  
স্বধাস্থিতি চ তে ক্রয়ব্রাহ্মণস্তু মনস্তরম্ ॥ ৭০।  
ততো ভুক্তবতাং তেষামন্নশেষং নিবেদয়েৎ ।  
যথা ক্রয়স্তথা কুর্যাদন্নজ্ঞাতস্ত তৈর্দ্বিজৈঃ ॥ ৭১।  
পিত্রো স্বদিতমিত্যেব বাচ্যং গোষ্ঠেষু স্মৃতিতম্  
সম্পন্নামভ্যাদয়ে দৈবে কচিতিমিত্যপি ॥ ৭২।  
বিস্মজ্য ব্রাহ্মণাংস্তান বৈ পিতৃপূর্বস্তু বাগ্যহঃ  
দক্ষিণাং দিশমাকঙ্কন যাচেতেমান বরান  
পিতৃন ॥ ৭৩।

দাতারো নোহভিবর্জস্তাং বেদাঃ সন্ততির্যেব চ  
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদবহ দেয়ঞ্চ নোহস্থিতি ॥  
অন্নঞ্চ নো বহ ভবেদতিষ্ঠাংশ্চ লভেমহি ।  
যাচিত্তারশ্চ নঃ সন্ত মা চ যাচিত্য কঞ্চন ॥ ৭৪।  
পিণ্ডাংস্ত গোহজবিপ্রভ্যো দদ্যাদগ্নৌ-  
জলেহপি বা  
মধ্যমস্ত ততঃ পিণ্ডমদ্যাং পত্নী স্তুতীর্ধনী ॥ ৭৫।  
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য জ্ঞাতিং শেষেণ তোষয়েৎ  
জ্ঞাত্যুপিচতুশ্চৈব স্বন ভৃত্যান্ ভোজয়েৎ  
ততঃ  
পশ্যাৎ স্বয়ঞ্চ পত্নীভিঃ শেষমন্নং সমাচরেৎ ।  
নোদ্যাসয়েৎ তদুচ্ছিষ্টং যাবন্নাস্তং গতৌ রবিঃ  
ব্রহ্মচারী ভবেতাস্ত দম্পতী ব্রজনৌস্ত তাম্ ।  
দত্ত্বা শ্রাদ্ধং তথা ভুক্তা সেবতে যন্ত মৈথুনম্ ।  
মহারৌরবমাসাদ্য কীটযোনিং ব্রজেৎ পুনঃ ॥ ৭৬।

ব্রাহ্মণ তাহা ভক্ষণ করিবেন ও অন্তের অন্তের  
প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন না । শ্রাদ্ধে নিযুক্ত  
হইয়া যে ব্রাহ্মণ মাংস ভোজন না করে, সে  
একবিংশতি বার পশুঘোনিতে জন্মগ্রহণ করে।  
বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশাস্ত্র ও অতি  
সুন্দর শ্রাদ্ধকল্প ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইবে।  
তদনন্তর অন্ন উৎসর্গ করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে  
জিজ্ঞাসা করিয়া ভুক্ত ব্রাহ্মণদিগের সম্মুখবর্তী  
ভূমিতে সেই অন্ন বিক্ষিপ্ত করিবে। তদন-  
ন্তর তৃপ্ত ব্রাহ্মণদিগকে আচমন করাইয়া  
দিবে। ৬১—৭০। “অভিবর্যতাং” এই  
বলিয়া ভুক্ত ব্রাহ্মণদিগের অন্তজ্ঞা গ্রহণ  
করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ তাহাকে “স্বধাস্ত”  
এই কথা বলিবেন; সেই ভুক্ত ব্রাহ্মণগণ  
ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন সকল যাহা করিতে বলি-  
বেন, তাহাই করিবে। পিতৃকর্মে “স্বদিতং”  
গোষ্ঠশ্রাদ্ধে “স্মৃতিতং”, আভ্যাদয়িক শ্রাদ্ধে  
“সম্পন্নং” ও দেবশ্রাদ্ধে “কচিৎ” এই কথা  
বলিবে। অনন্তর সংযতবাক হইয়া পিতৃ-  
পূর্বক ব্রাহ্মণ সকলকে বিসর্জন করিয়া দক্ষিণ

দিকে পিতৃগণকে উদ্দেশ্য করত বক্ষ্যমাণ বর  
যাচঞা করিবে,—আমাদের দাতা সকল বুদ্ধি  
প্রাপ্ত হউন, বেদ ও সন্ততি সকল বুদ্ধি প্রাপ্ত  
হউক, আমাদের শরীর হইতে শ্রদ্ধা অপগত  
না হউক, আমাদের দেয় বস্তু বহু হউক, বহু  
অন্ন হউক, প্রত্যহ যেন অতিথি লাভ করি,  
অনেকেই যেন আমাদের নিকটে যাচঞা  
করে, কিন্তু আমরা দিগকে যেন কাহারও কাছে  
যাচঞা না করিতে হয় শ্রাদ্ধীয় পিণ্ড সকল  
গো, ব্রাহ্মণ বা অজ্ঞদিগকে দিবে অথবা জলে  
নিক্ষেপ করিবে। পত্নী পুত্রাকাজ্ঞা করিলে,  
মধ্যম পিণ্ড অর্থাৎ পিতামহপিণ্ড ভোজন করি-  
বেন। অনন্তর হস্তদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক আচমন  
পূর্বক শেষ বস্তু দ্বার প্রথমে স্বীয় জ্ঞাতি  
ও পরে ভৃত্যবর্গকে পরিতুষ্ট করিয়া ভোজন  
করাইবে। এই সকল ব্যক্তির ভোজন  
হইলে অবশিষ্টাংশ স্বয়ং পত্নীর সহিত ভোজন  
করিবে। যে পর্যন্ত সূর্য্যদেব অস্তমিত না হন,  
সেই কালপর্যন্ত সেই উচ্ছিষ্ট স্থান উপলেনন  
করিবেন। শ্রাদ্ধদিনের রাত্রিতে পতি-পত্নী  
ব্রহ্মচারী হইয়া যাপন করিবেন। শ্রাদ্ধ  
করিয়া বা শ্রাদ্ধে ভোজন করিয়া যে ব্যক্তি

শুচিরক্ৰোধনঃ শাস্তঃ সত্যবাদী সমাহিতঃ ।  
 স্বাধ্যায়ক তথাধ্বানঃ কৰ্ত্তা ভোক্তা চ বৰ্জ্যেৎ  
 শ্রাদ্ধং কুৰ্ব্বা পরশ্রাদ্ধে ভুঞ্জতে যে দ্বিজাতয়ঃ ।  
 মহাপাতকিভিঃ সন্ত্যাজ্য যান্তি তে নরকান্ বহুন্ ॥৮২॥  
 এষ বোহতিহিতঃ সম্যক্ শ্রাদ্ধকরঃ সমাসতঃ ।  
 অনেন বৰ্ত্তয়ৈরিহ্যমুনাসীনোহথ তদ্বিৎ ॥ ৮৩ ॥  
 অনায়রধ্বগো বাপি ব্রাহ্মণো ব্যাসনাধিতঃ ।  
 আমশ্রাদ্ধং দ্বিতঃ কুৰ্ব্বাদ্ধ্বমন্ত সনৈব হি ॥ ৮৪ ॥  
 আমশ্রাদ্ধং যথা কুৰ্ব্বাদ্বিধিজঃ শ্রদ্ধয়াধিতঃ ।  
 তেনাগ্নৌকরণং কুৰ্ব্বাৎ পিতৃংস্তেনৈব নির্বপেৎ  
 যোহনেন বিধিনা শ্রাদ্ধং কুৰ্ব্বাৎ শাস্তমানসঃ ।  
 ব্যপেতকল্যাণো নিত্যং যতিনাং বৰ্ত্তয়েৎ পদম্  
 তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্না শ্রাদ্ধং কুৰ্ব্বাদ্বিজোক্তমঃ ।  
 আরাধিতো ভবেদীশস্তেন সম্যক্ সনাহনঃ ॥৮৫॥  
 অপি মূলৈঃ কলৈর্বাপি প্রকুৰ্ব্ব্যান্নিধনো দ্বিজঃ ।  
 তিলোলকৈস্তর্পয়িত্বা পিতৃন স্নাত্বা সমাহিতঃ ॥

মৈথুন করে, সে মহারৌরব নরক ভোগ করিয়া  
 কীটখোনিতে জন্মগ্রহণ করে। ৭১-৮০ ।  
 শাস্ত, সত্যবাদী, শুচি, অক্ৰোধী ও সমাহিত  
 হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তা বা শ্রাদ্ধভোক্তা বেদাধ্যয়ন ও  
 অধ্বগমন পরিত্যাগ করিবে। যে ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধ  
 করিয়া অপরের শ্রাদ্ধে ভোজন করে, সেই  
 ব্রাহ্মণ মহাপাতকীর তুল্য হয় ও বহুতর নরকে  
 গমন করে। আমি সজ্জপে তোমাদিগকে  
 এই সকল শ্রাদ্ধকল্প বলিলাম। কি উদাসীন,  
 কি বৃদ্ধ, সকলেই এই নিয়মের অনুবর্ত্তী হই-  
 বেন। বিপৎপাত হইলে বা অগ্ন্যাগ্নি অলাভে  
 ব্রাহ্মণ আমান্নদ্বারাও শ্রাদ্ধ করিবেন। শূদ্র  
 সন্মুখাই আমান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে। শ্রদ্ধাবান  
 বিধিজ যে অন্ন আম শ্রাদ্ধ করিবেন, সেই  
 প্রকার আমান্নদ্বারা অগ্নৌকরণ এবং পিতৃদান  
 করিবেন। শাস্তাচিত হইয়া যে ব্যক্তি এই নিয়ম  
 মানুসারে শ্রাদ্ধ করিলে, সে ব্যক্তি নিষ্পাপ  
 হইয়া যতদিগের লভ্য নিত্য পদ প্রাপ্ত  
 হইবে। অতএব যত্নসহকারে ব্রাহ্মণগণ শ্রাদ্ধ  
 করিবেন, তাহা হইলেই সনাতন মহাদেবও  
 সম্যক্ৰূপে আরাধিত হইবেন। নিধন ব্রাহ্মণ

ন জীবৎপিতৃকো দদ্যাৎকোষান্তং বা বিধীয়তে  
 যেবাং বাপি পিতৃা দদ্যাৎ তেষাংকৈ  
 প্রচকতে ।  
 পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রাপিতামহঃ ।  
 যো যন্ত দ্বিত্যে তেষ্ট্রৈ দেয়ং নান্তস্ত হেন তু  
 ভোজয়েদ্বাপি জীবন্তং যথাকামন্ত ভজিতঃ ।  
 ন জীবন্তমতিক্রম্য কিঞ্চিদদ্যাদিত্তি শ্রুতিঃ ॥৯১॥  
 দ্ব্যামুস্যাগ্নিকো দদ্যাৎদ্বীজ-কেন্দ্রিকয়োঃ সমন্  
 অধিকারী ভবেৎ শোহথ নিম্নোগোৎপাদিতো  
 যদি ।  
 অনিয়ুক্তাৎ সূতো যশ্চ শ্রুততো জাহতে দ্বিহ  
 প্রদদ্যাৎদ্বীজনে পিতৃং কেন্দ্রিণে তু  
 ততোহন্তথা ॥ ৯২ ॥  
 দ্বৌ পিতৃৌ নির্বপেৎ তাত্যাং কেন্দ্রিণে  
 বীজিনে তথা ।

স্নান করিয়া তিলোলকদ্বারা পিতৃলোকদিগকে  
 তর্পিত করত সমাহিতচিত্তে কল বা মূল দ্বারা  
 শ্রাদ্ধ করিতে পারে। জীবৎপিতৃক ব্যক্তি  
 শ্রাদ্ধ করিবে না, কিন্তু কেহ কেহ বলেন, পিতা  
 যাহাদিগের শ্রাদ্ধ করিবেন, তিনিও তাহাদের  
 শ্রাদ্ধ করিতে পারেন। পিতা, পিতামহ ও  
 প্রাপিতামহ ইহাদের মধ্যে যাহার মৃত্যু হইবে,  
 তাঁহাকেই শ্রাদ্ধ দিবে, অন্যকে দিবে না।  
 ৮১-৯০। ইহারা জীবিত থাকিলে, এই  
 সকল ব্যক্তিকেই ভোজন করাইবে।  
 জীবিত ব্যক্তিকে না দিয়া কোন কাজ করিবে  
 না। যদি দ্ব্যামুস্যাগ্নিক \* পুত্র যদি নিম্নোগ  
 বশতঃ উৎপাদিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ তুমি  
 আমার এই স্থাতে পুত্র উৎপাদন কর, এই  
 প্রকার নিম্নোগে যদি উৎপন্ন হয়, তবে সেই  
 পুত্র জীবী ও কেন্দ্রীকে সমান দান করিতে  
 অধিকারী হইবে। যে পুত্র অনিম্নোগোৎ-  
 পাদিত হইবে, সে কেবল জন্মদাতাকেই পিতৃ  
 দান করিবে। যদি নিম্নোগোৎপাদিত হয়,  
 তাহা হইলে কেন্দ্রীকেও পিতৃদান করিবে;

\* যাহার দুই পিতা—আরজ ।

কর্তব্যেদং চৈবান্নান বীজিনং ক্লেব্রণং ততঃ  
মৃত্যুহানি তু কর্তব্যমেকোদষ্টং বিধানতঃ।  
অশৌচে স্যে পরিক্রীণে কাম্যং বৈ কামতঃ

পুনঃ ॥ ১৫

পূর্বাহ্নে চৈব কর্তব্যং শ্রাদ্ধমভ্যুদয়ার্চনা।  
দেববৎ সর্বমেবং স্তাদ্যবে: কার্য্য। তিলক্রিয়া  
মর্ত্যশ্চ শ্রাদ্ধবঃ কার্য্য। যুগ্মান্ বৈ তোজয়েদ্বিজান্  
নান্দৌমুখান্ পিতরঃ প্রীয়ন্তামিতি বাচয়েৎ ॥ ১৬  
মাতৃশ্রাদ্ধ পূর্বং ত্রাং পিতৃণাং তদনন্তরম্।  
ততো মাতামহগনান্ বুদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং সূতম্ ॥ ১৭  
দৈবপূর্বং প্রদন্যাতৈ ন কুর্যাদপ্রদক্ষিণম্।  
প্রাভ্যুদ্যো নিক্রপেৎ পিণ্ডায়ুপনীতৌ সমাহিতঃ।  
পূর্বকৃত মাতরঃ পূজা ততো বৈ সগণেশ্বরঃ।  
স্বপ্নেষু বিচিত্রেষু প্রাতিমাসু বিজাতিষু ॥ ১০০

কিন্তু সেই ব্যক্তি শ্রাদ্ধে অগ্রে বীজীর, অন-  
ন্তর ক্লেব্রণ ন গোম্পথপূর্বক দুই পিণ্ড দান  
করিবে। মৃত্যুতথিতে বিধানানুসারে একো-  
দষ্ট শ্রাদ্ধ করিবে। স্বয়ং অশৌচ অপগত  
হইলে, ইচ্ছাপূর্বক কাম্যশ্রাদ্ধ করিতে  
পারিবে। আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ পূর্বাহ্নে করিবে।  
ইহাতে দেবশ্রাদ্ধের স্ত্রয় সমস্ত কার্য্য করিবে  
এবং তিলের কার্য্য সমস্তই যব দ্বারা সমাপন  
করিবে। উগাতে পিতৃপক্ষ ভূয় কুশ না দিয়া  
শুভ্র মর্দ (সোভা কুশ) দিবে এবং যুগ্ম  
ব্রাহ্মণকে হোজন করাইবে। “নন্দৌমুখাঃ  
পিতরঃ প্রীয়ন্তাঃ” এইরূপ পাঠ করিবে।  
অর্থাৎ অস্ত শ্রাদ্ধে যেখানে যেখানে কেবল  
‘পিতৃঃ’ ‘পিতৃঃ’ এইরূপ পিতৃশব্দ থাকিবে,  
নান্দৌমুখ-শ্রাদ্ধে সেইখানে সেইখানে পিতৃ-  
পদের “নন্দৌমুখ” এই বিশেষণ দিবে। যজু-  
র্বেদী ও ঋগ্বেদীর) নান্দৌমুখ শ্রাদ্ধে প্রথমে  
মাতৃদিগের, অনন্তর পিতৃদিগের ও তদনন্তর  
মাতামহগণের এই তিনপ্রকার শ্রাদ্ধ হইবে।  
উক্ত তিন শ্রাদ্ধে পূর্বে দেবশ্রাদ্ধ করিবে  
এবং প্রদক্ষিণ না. ২ ব্রিগা শ্রাদ্ধ করিবে  
না। সমাপ্তিচিহ্নে উপবীতী হইয়া পূর্বমুখে

পূর্বমুখপৈশ্চ নৈবেদ্যগন্ধানৌর্ভূষণৈঃ।  
পূজয়িত্ব মাতৃগণং কুর্যাদ্ধাশ্রাদ্ধং বিজঃ ॥ ১০১  
অকুত্বা মাতৃগণং যঃ শ্রাদ্ধস্ত নিবেশয়েৎ।  
তস্ত ক্রোধসমাবিষ্টাঃ হিংসামিচ্ছন্তি মাতরঃ ॥ ১১২  
ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে উপনিষাদগে-  
বিদ্যায়ঃ শ্রাদ্ধকল্পে দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৩ ॥

### ত্রয়োবিংশোহধ্যায়ঃ।

ব্যাস উবাচ।

দশাহং প্রাহ্বরশৌচং সপিণ্ডেষু বিপশ্চিতঃ।  
মৃতেষু বাপি জাতেষু ব্রাহ্মণানাং বিজোক্তমাঃ  
মিত্যানি চৈব কুর্য্যণি কাম্যানি চ বিশেষতঃ।  
ন কুর্য্যদ্বিহিতং কিঞ্চিদ্বাদ্যায়ং মনুষ্যি চ ॥  
ওচীনক্রোধনাহ্বাস্তাহ্বানাগৌ ভাবয়েদ্বিজান্।

পিণ্ড দান করিবে। বিচিত্র স্বপ্নে, প্রতিমায়  
বা ব্রাহ্মণে ভক্তিসংকারে প্রথমতঃ গণেশ ও  
যোক্তশমাতৃকার পূজা করিবে। পুষ্প, গন্ধ,  
ধূপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি এবং বহুপ্রকার অল-  
ঙ্কারদ্বারা মাতৃগণের পূজা করিয়া শ্রাদ্ধত্রয়  
সম্পন্ন করিবে। যে ব্যক্তি উক্ত যোক্তশ-  
মাতৃকার পূজা না করিয়া বৃত্তিশ্রাদ্ধ করে,  
মাতৃগণ তাহার উপর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া  
তাহাদগকে হিংসা করেন। ১১—১০২।

দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

### ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

ব্যাস বলিলেন,—হে ব্রাহ্মণগণ! সপিণ্ড-  
জনন বা সপিণ্ড-মরণে ব্রাহ্মণের দশাহাশৌচ  
মুনিগণ বলিয়াছেন। এই অশৌচাবস্থায়  
মিত্য, কাম্য বা অস্ত বিহিত কর্তব্য কিছুই  
করিবে না এবং মনেও বেদের আগোচনা  
করিবে না। ওচ, অক্রোধী, শান্ত ব্রাহ্মণ-  
গণকে শালাগিতে হোম করিবার জন্ত নিযুক্ত



তৎকালে কলৈবাপি বৈবাহিক জুহুয়াং তথা ১০, প্রাক্ সংস্কারাং ত্রিরাত্রঃ স্তাদশরাত্রঃ ততঃ  
 ন স্পৃশেয়ুঃ স্মারমন্ত্রে ন চ তেভ্যঃ সমাহরেৎ । পরম্ ১০  
 চতুৰ্থে পঞ্চমে চার্হ সংস্পর্শঃ কথিতো বৃধৈঃ ১৪ উনর্ধ্বাবিক্রে প্রেতে মাতাপিত্রোস্তদিত্যতে ।  
 সূতকে তু স্পিণ্ডানাং সংস্পর্শো নৈব হুয়াতি ত্রিরাত্রেণ শুচিস্বস্তো যদি হু তাস্তনির্ভণঃ ১১  
 সূতকং সূতিকাকৈব বর্জয়িত্বা নৃণাং পুনঃ ১৫ অজাতদন্তমরণে পিত্রোরেকার্মম্ব্যতে ।  
 অধীমানস্তথা যজ্ঞা বেদবিজ্ঞা পিতা ভবেৎ । জাতদন্তে ত্রিরাত্রঃ স্তাদৃযদি স্তাতাস্ত নিভণৌ  
 স্পৃশ্তাঃ স্যুঃ সস্র এবেতে স্নানায়াতা দশাহতঃ আ দন্তজননাং সদ্য স্না চূড়াদেকরাত্রিকম্ ।  
 দশাহং নিভণে প্রোক্তমশৌচং বাতিনিভণে ত্রিরাত্রমোপনয়নাং স পশু নামশৌচিকম্ ১৩  
 এক-ব-ত্রিভুগৈর্যুক্ততুহ্যোকাদৈনঃ শুচিঃ ১৭ জাতমাত্রস্ত বালস্ত যদি স্নায়ণং পিতুঃ ।  
 দশাহং তু পদং সমাগধীয়াত জুহোতি চ । মাতৃশ্চ সূতকং তৎ স্তাৎ পিতা চাম্পৃশ্ত এব চ  
 চতুৰ্থে তস্ত সংস্পর্শঃ মনুঃ প্রাক্ প্রজাপতিঃ ১৮ সদ্যঃশৌচং স্পিণ্ডানাং বর্জয়্য সোদয়স্ত তু ।  
 ক্রিয়াহীনস্ত মূর্খস্ত মহারোগিণ এণ চ । উর্দ্ধং দশহাদেকাহং সোদরো যদি নিভণঃ ১৫  
 যথেষ্টাচাণস্তেহ মরণান্তমশৌচিকম্ ১২ ততোর্দ্ধং দন্তজননাং স্পিণ্ডানামশৌচিকম্ ।  
 ত্রিরাত্রঃ দশরাত্রঃ বা ব্রাহ্মণানামশৌচিকম্ । একরাত্রঃ নিভণানাং চোড়াদূর্দ্ধং ত্রিরাত্রিকম্ ।  
 অজাতদন্তমরণং সন্তবেদৃযদি সন্তমাঃ ।

করিবে পরন্তু নিযুক্ত ব্রাহ্মণগণ শুদ্ধার বা কল  
 দ্বারা যজ্ঞাঘ অগ্নিতে হোম করিবে । অস্ত  
 ব্যক্তিসকল অশৌচা ব্যক্তিদিগকে স্পর্শ এবং  
 অশৌচীর নিকট হইতে কোনও বস্তু গ্রহণ  
 করিবে না । চতুর্থ বা পঞ্চম দিনে ইহা-  
 দিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে । জননাশৌচে  
 স্পিণ্ডাদির স্পর্শে দোষ নাই, কিন্তু কেবল  
 বালক ও প্রসূতিকে স্পর্শ করিতে পারিবে  
 না । বেদাধ্যায়ী, যাগকর্তা ও বেদজ্ঞ পিতা  
 এবং অস্তান্ত সকলে স্নান করিলেই স্পৃশ্ত  
 হইবেন, আর দশাহ অতীত হইলে মাতাও  
 স্পর্শযোগ্য হইবেন । এই দশাহাশৌচ  
 নির্ভণ বা অতি নির্ভণের পক্ষে জানিবে ।  
 একটী শুণ, দুইটি শুণ বা তিনটিশুণযুক্ত  
 ব্রাহ্মণের যথাক্রমে চারিদিন, তিনদিন ও  
 ঐকাদশদিন গত হইলে শুদ্ধি জানিবে । দশাহ  
 অতীত হইলে অধায়ন ও হোমাদি সমাক্  
 করিবে এবং চতুর্থ দিন অতীত হইলে  
 সংস্পর্শদোষ থাকিবে না, মনু প্রজাপতি এই  
 কথা বলিয়াছেন । ক্রিয়াহীন, মূর্খ, মহারোগ-  
 প্রস্ত ও যথেষ্টাচাণী ব্যক্তিদিগের যাবজ্জীবনই  
 অশৌচ জানিবে । ব্রাহ্মণদিগের ত্রিরাত্র  
 বা দশরাত্র অশৌচ জানিবে । উপনয়ন

সংস্কারের পূর্বে মরণ হইলে ত্রিরাত্র এবং  
 উপনয়নসংস্কারের পরে মরণ হইলে দশরাত্র  
 অশৌচ হইবে । ১—১০ । দুই বর্ষের ন্যূন-  
 বয়স্ক শিশুর মৃত্যু হইলে মাতাপিতার  
 ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে এবং অত্যন্ত নির্ভণ  
 স্পিণ্ডের ত্রিরাত্রাশৌচ জানিবে । অজাত-  
 দন্ত বালকের মরণে মাতা-পিতার একাহ  
 অশৌচ হইবে এবং জাতদন্ত বালকের  
 মৃত্যু হইলে অত্যন্ত নির্ভণ মাতা-পিতার-  
 ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে । দন্ত জন্মবার পূর্বে  
 বালকের মরণে সদ্যঃশৌচ, চূড়ার পূর্বে  
 পর্যাস্ত বালক মরণে একাহাশৌচ ও উপনয়-  
 নের পূর্বে পর্যাস্ত মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ, এই-  
 শুলি স্পিণ্ডের পক্ষে জানিবে । বালকের জন্ম  
 হইবার পর, যদি অশৌচের মধ্যে মরণ হয়,  
 তাহা হইলে পিতা ও মাতার অঙ্গাম্পৃশ্যযুক্ত  
 সম্পূর্ণাশৌচ হইবে ; স্পিণ্ডদিগের ও সোদ-  
 রের সদ্যঃশৌচ, কিন্তু সোদর নির্ভণ হইলে  
 দশদিনের পরেও একাহ অশৌচ হইবে । দন্ত  
 জননের পরে বালকের মৃত্যু হইলে নির্ভণ  
 স্পিণ্ডদিগের একাহ অশৌচ হইবে এবং  
 চূড়ার পর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ জানি-



একরাত্রং সপিণ্ডানাং যদি তেহত্যন্তনির্ণণাঃ ।  
 তদ্যাদেশাৎ সপিণ্ডানামবাকুলানং বিধীয়তে ।  
 সর্কেষামেব শুণিনামূর্দ্ধস্ত বিবয়ঃ পুংঃ ॥ ১৮  
 অর্ষাক যথাসহঃ স্ত্রীণাং যদি স্তাদ্গর্ভসংস্রঃ  
 তদ্যাদেশাৎ সপিণ্ডানাং দিব্যৈঃ স্মৃতম্ ॥ ১৯  
 তত উর্দ্ধস্ত পতনে স্ত্রীণাং স্তাদ্গর্ভসংস্রম্ ।  
 সপাঃশৌচং সপিণ্ডানাং গর্ভস্রাবাচ্চ বা ততঃ ॥  
 গর্ভচ্যুতাদগোরাহং সপিণ্ডেহত্যন্তনির্ণণে ।  
 যথেষ্টাচরণে জাতৌ ত্রিরাত্রমিত নিশ্চয়ঃ ॥ ২১  
 যদি স্তাৎ স্মৃতকে স্মৃতর্ষরণে বা স্মৃতিভবেৎ ।  
 শৌ.যণৈব ভবেচ্ছ্রদ্ধিবহঃশেষে দ্বিরাত্রকম্ ॥ ২২  
 মরণোৎপত্তিযোগে তু মরণাচ্ছ্রদ্ধিবিঘাতে ।  
 অঘবৃদ্ধিমদাশৌচমূর্দ্ধং চেৎ তেন শুধ্যতি ॥ ২৩

১৮

বে । অজাতদন্ত বালকমরণে অত্যন্ত নির্ণণ  
 সপিণ্ডের একরাত্র অশৌচ হইবে, উপনয়নের  
 পূর্বে মৃত্যু হইলে সপ্ত সপিণ্ডের সম্বন্ধে স্নান  
 বিহিত হইয়াছে এবং উপনয়নের পর মরণেও  
 স্নান-বিধান আছে । যথাসের মধ্যে স্ত্রী-  
 দিগের গর্ভস্রাব হইলে, যত মাসের গর্ভ,  
 ততসংখ্যক দিন অশৌচ হইবে । যথাসের পর  
 গর্ভস্রাব হইলে স্ত্রীর দশরাত্র অশৌচ হইবে,  
 সপিণ্ডদিগের সদ্যঃশৌচ হইবে । কিন্তু যদি  
 সপ্তম বা অষ্টম মাসে বালক জন্মিয়াই সেই  
 দিন মরে, তাহা হইলে গর্ভস্রাবাশৌচের স্রাব  
 অশৌচ জানিবে । গর্ভস্রাবে অত্যন্ত নির্ণণ  
 সপিণ্ডের একরাত্র অশৌচ হইবে । যথেষ্টা-  
 চারী জাতের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে ।  
 ১১—২১ । যদি জননাশৌচের মধ্যে জননা-  
 শৌচ হয়, এবং মরণাশৌচ মধ্যে মরণাশৌচ  
 হয়, তাহা হইলে, পূর্বাশৌচের যে কয়েক দিন  
 অবশিষ্ট আছে, তাহাতেই দুই অশৌচ  
 যাইবে ; কিন্তু যদি পূর্বাশৌচের শেষদিনে  
 অশৌচ হয়, তাহা হইলে দুই দিন অশৌচ  
 বৃদ্ধি হইবে । যদি মরণাশৌচের মধ্যে জন-  
 নাশৌচ হয় এবং জননাশৌচের মধ্যে মরণা-  
 শৌচ হয়, তাহা হইলে মরণাশৌচ দ্বারা  
 জননাশৌচ হইবে । যদি মরণাশৌচ মধ্যে

অথ চেৎ পক্ষ্মীঃ রাজিমতীত্য পরতো ভবেৎ  
 অঘবৃদ্ধিমদাশৌচং তদ্যাদেশাৎ শুধ্যতি ॥ ২৪  
 দেশান্তরগতং স্রাবা স্মৃতকং শাবমেব চ ।  
 তাবদপ্রযতো মর্ন্তো যাবচ্ছেদঃ সমাপ্যতে ॥ ২৫  
 অতীতে স্মৃতকে প্রোক্তং সপিণ্ডানাং

ত্রিরাত্রকম্ ।

তথৈব মরণে স্নানমূর্দ্ধং সংবৎসরাদ্যদি ॥ ২৬  
 বেদার্থবিচ্চাধীযানো যোহগ্নিবান বৃত্তিকর্ষিতঃ  
 সদ্যঃশৌচং ভবেৎ তস্মৈ সর্কাবহানু সর্কদা ॥ ২৭  
 স্ত্রীণামসংস্রতানাস্ত প্রদানাৎ পরতঃ সদা ।  
 সপিণ্ডানাং ত্রিরাত্রং স্তাৎ সংস্রারে তর্জুধেব হি  
 অ স্মৃতকস্তানামশৌচং মরণে স্মৃতম্ ।

জননাশৌচ হয়, বা জননাশৌচমধ্যে মরণা-  
 শৌচ হয়, তবে মরণাশৌচই গুরুতর । যদি  
 কোনও অশৌচের পরার্কে (সম্পূর্ণ অশৌচের  
 অর্কে-দিন গত হইলে) অঘবৃদ্ধিমৎ অশৌচ  
 হয়, তাহা হইলে, অঘবৃদ্ধিমৎ অশৌচেই  
 পূর্বাশৌচ যাইবে । যদি কোনও অশৌচের  
 পাঁচদিন অতীত না হইলে (পূর্বার্কে) অঘ-  
 বৃদ্ধ অশৌচ হয়, তাহা হইলে পূর্বাশৌচেই  
 অঘবৃদ্ধি অশৌচ যাইবে । স্নানান্তরে থাকিয়া  
 জননাশৌচ বা মরণাশৌচ শ্রবণ করিলে,  
 অশৌচের যে কয়েক দিন অবশিষ্ট আছে,  
 সেই কয়েক দিন অশৌচ হইবে । সংবৎসরের  
 মধ্যে অতীত মরণাশৌচ শ্রবণ করিলে সপিণ্ড-  
 দিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে । সংবৎসরের  
 পর শ্রবণ করিলে স্নান-মার্জ্যেই শুদ্ধি হয় ।  
 বেদার্থবেত্তা, অধ্যয়নকর্তা ও অগ্নিহোত্রী  
 এই সকল ব্যক্তির সকলকালেই সকল প্রকার  
 অশৌচই তৎক্ষণাৎ নাশ হইবে । অবস্থা,  
 বিশেষে অর্থাৎ বৃত্তার্থ জাতিগত কার্যে সক-  
 লেরই তৎক্ষণাৎ অশৌচ যায় (যেমন যোদ্ধক  
 জাতীয়দিগের মিষ্টান্ন পাক) । বাগ্‌দানের  
 পর বিবাহসংস্কারের পূর্বে স্ত্রীদিগের মৃত্যু  
 হইলে সপিণ্ডদিগের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে ;  
 বিবাহসংস্কার হইয়া মৃত্যু হইলে কেবল তর্জুর  
 (তর্জুসপিণ্ডঃ) অশৌচ হইবে । বাগ-

উনবিবর্ধামরণে সদ্যঃশৌচমুদাহৃতম্ ॥ ২১

আ দস্তাৎ সোদরে সদ্য আ চূড়াদেকরাজকম্ ।

আ প্রদানাত্ ত্রিরাত্রঃ স্তাদশরাজমতঃ পরম্ ॥

সাত্তামহানাত্ মরণে ত্রিরাত্রঃ স্তাদশৌচকম্ ।

একোদশানাত্ মরণে সূতকে চৈতদেব হি ॥ ৩১

পক্ষিনী ঘোনিসম্বন্ধে বাক্যেষু তথৈব চ ।

একরাজঃ সপ্তদ্বিষ্টঃ ষোরো সত্রস্কারিণি ॥ ৩২

শ্রেতে রাজনি সজ্যোতির্ধন্য স্তাতিষয়ে স্থিতঃ ।

গৃহে মৃত্যু দস্তাসু কস্তাসু চ ত্রাঃ পিতৃঃ ॥ ৩৩

পরপূর্ণাসু ভাৰ্য্যাসু পুত্রেষু কৃতকেষু চ ।

ত্রিরাত্রঃ স্তাৎ তথাচার্যে স্বভাৰ্য্যাস্তগাসু চ ॥

আচার্য্যপুত্রে পত্ন্যাক্ষ অহোব্রাজমুদাহৃতম্ ।

একাঃ স্তাহপাধ্যায়ে স্বগ্রামে শ্রোত্রিয়েহপি চ  
ত্রিরাত্রমসপিণ্ডেষু স্বগৃহে সংস্থিতেষু চ ।

একাহঞ্চ স্বসর্ঘ্যে স্তাদেকর ত্রঃ তদ্ব্যভে ॥ ৩৬

ত্রিঃ ত্রঃ স্বশ্রমরপাচ্ছত্তরে চৈতদেব হি ।

সদ্যঃশৌচ সপ্তদ্বিষ্টং সগোত্রে সংস্থিতে সতি

শুধ্যোহিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিণঃ ।

বৈশ্বঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি ॥ ৩৮

কত্রিবিহীশূদ্রদায়াদা য়ে স্ত্যাবিশ্রস্ত বাক্যবাঃ ।

তেষামশৌচে বিপ্রস্ত দশাহাচ্ছুদ্ধিরিধ্যতে ॥ ৩৯

রাজস্তবৈশ্রাবপোবঃ হীনবর্ণাসু ঘোনিষু ॥

সমেব শৌচঃ কুৰ্য্যাতাঃ বিশুদ্ধার্থমসংশয়ম্ ॥ ৪০

সর্কে ত্তবর্ণানামশৌচঃ কুৰ্য্যাদাহৃতঃ ।

দানের পূর্বে স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে একাদশ  
অশৌচ হইবে। দুই বৎসর বয়সের পূর্বে  
স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ অর্থাৎ  
জ্ঞানের পরই অশৌচনিবৃত্তি হইবে। দন্ত-  
জননের পূর্বে ভগিনীমরণে ভ্রাতার সদ্যঃ-  
শৌচ হইবে; দুই বৎসরের পূর্বে মরণে ভ্রাতার  
একাহ অশৌচ হইবে; বিবাহ পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র  
অশৌচ হইবে। বিবাহের পর (গোত্রান্তরিতা  
হইয়া) ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে তর্কসপিণ্ডিগের  
দশরাত্র অশৌচ হইবে। ২২—৩০। স্ত্রীভা-  
মহের মরণে দৌহিত্রের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।  
সমানোদকের মরণে বা জননে ত্রিরাত্র অশৌচ  
হইবে। যাহাদিগের সহিত ঘোনিসম্বন্ধ আছে  
(অর্থাৎ পিতৃষসেয়, ভাগিনেয় ইত্যাদি) ও  
পিতৃবন্ধু এই সকল ব্যক্তির মরণে পক্ষিনী  
(এক রাজি তৎপূর্বপর-দিবা; কোথাও বা  
দুইদিনের রাজি ও ত্রয় দিবা) অশৌচ  
হইবে। ষষ্ঠমরণে একাহ অশৌচ ও সত্রস্কা-  
চারি-মরণে একাহ অশৌচ হইবে। যাহার  
অধিকারে বাস করা যায়, সেই ক্রম রাজার  
মৃত্যু হইলে সজ্যোতি অশৌচ হইবে। দস্তা  
কস্তার পিতৃগৃহে মৃত্যু হইলে পিতার ত্রিরাত্র  
অশৌচ হইবে। যে নারী পূর্বে অস্ত্র পুরুষের  
ভাৰ্য্যা ছিল, তাহার মরণে ও তৎপূর্বজাত  
পুত্রের মরণে এবং কৃতক পুত্রের মরণে ত্রিরা-

ত্রাশৌচ হইবে। আচার্য্যমরণে ত্রিরাত্র অশৌচ  
হইবে। অস্ত্রপুরুষগতা ভাৰ্য্যার মৃত্যু হই-  
লেও ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। আচার্য্যপুত্র  
ও আচার্য্যপত্নীর মৃত্যু হইলে অহোব্রাজ  
অশৌচ হইবে এবং উপাধ্যায় ও স্বগ্রাম-  
স্থিত শ্রোত্রিয়ের মৃত্যু হইলে একরাত্র অশৌচ  
হইবে। পিতৃষসেয় ও মাতৃষসেয় বা অস্ত্র  
কোনও একাহ বা পক্ষিনী-অশৌচ-সম্বন্ধ  
বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বগৃহে মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ  
হইবে। অস্ত্রগ্রামস্থিত শ্রোত্রিয়াদির স্বগৃহে  
মরণে একাহ অশৌচ হইবে ও শিষ্যমরণে  
ষষ্ঠর একাহ অশৌচ হইবে। স্বশ্রম (শাণ্ডী)  
ও স্বত্তরের মরণে ত্রিরাত্রাশৌচ হইবে;  
সগোত্রের মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ হইবে।  
ব্রাহ্মণ দশদিনে, কত্রি দ্বাদশ দিনে, বৈশ্ব  
পঞ্চদশ দিনে এবং শূদ্র একমাসে অর্থাৎ ত্রিণ  
দিনে শুদ্ধ হয়। কত্রিয়া, বৈশ্ব বা শূদ্রার গর্ভে  
উৎপন্ন বাক্যবের জননে বা মরণে ব্রাহ্মণ দশ  
দিনেই শুদ্ধ হইবেন। কত্রিয় বৈশ্বের  
পক্ষেও এই প্রকার হীমবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন  
পুত্রের জননে বা মরণে স্বজাত্যুক্ত অশৌচ  
গ্রহণ করিতে হয়, তাহাতেই তাহাদের শুদ্ধি  
হইবে। ৩১—৪০। সকল বর্ণই স্ব স্ব বর্ণ  
অনেকা ৫০ বর্ষ সপিণ্ডের জন্ম বা মরণে

তদ্বর্ণবিধিষ্টেন শুভ শৌচং স্বযোনিষু ॥ ৪১  
 সপ্তাত্ত্বং বা ত্রিরাত্রং স্ত্রীকেন্দ্রাৎ ক্রমণ তু ।  
 বৈশ্বকত্রিবিপ্রাণাং শূদ্রেষাশৌচমেব চ ॥ ৪২  
 অর্কমাসৌহৃৎ ষড়্রাঃ ত্রিরাত্রং দ্বিজপুংস্বাঃ ।  
 শূদ্রকত্রিবিপ্রাণাং বৈশ্বকত্রিবিপ্রাণাং মস্যাং ॥ ৪৩  
 ষড়্রাঃ বৈ দশাহং বিপ্রাণাং বৈশ্বশূদ্রেণাঃ ।  
 অশৌচং কত্রিয়ে প্রোক্তং ক্রমেণ দ্বিজপুংস্বাঃ  
 শূদ্রবিটকত্রিযাণাং ব্রাহ্মণস্ত তৈব চ ।  
 দশরাত্রৈশ শুদ্ধিঃ স্তাদিত্যাং কমলাপতিঃ ॥ ৪৫  
 অসপিণ্ডং দ্বিজং প্রেতং বিপ্রো নিহুংস্তা বন্ধুবৎ  
 অশিষা চ সহোষিত্বা দশব ত্রৈশ শুধ্যতি ॥ ৪৬  
 যদ্যন্নমন্তি তেষাম্ ত্রিরাত্রৈশ ততঃ শুচ্যে ।  
 অনাথং যদ্যন্নমন্তি তু চ তদ্বিন্ গৃহে বসেৎ ॥ ৪৭

সোদকেহং তদেব স্নানাতুরাগেযু বন্ধুযু ।  
 দশাহেন শবস্পশী সপিণ্ডশ্চৈব শুধ্যতি ॥ ৪৮  
 যদি নির্হরতি প্রেতং লোভাভ্যাজ্ঞানসঃ ।  
 দশাহেন দ্বিজঃ শুদ্রো দশাহেন ভূমিণঃ ॥ ৪৯  
 অর্কমাসেন বৈশ্বশূদ্রে মাসেন শুধ্যতি ।  
 ষড়্রাঃ ত্রৈশ বা সর্গে ত্রিরাত্রৈশ বা পুনঃ ॥ ৫০  
 অনাথং নিহুংস্তা ব্রাহ্মণং ধনবর্জিতম্ ।  
 স্নাত্বা সপ্তাশ্রু চ মৃতং শুধ্যতি ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥ ৫১  
 অবশেষেহং বর্ণমবরঞ্চ বয়ো যদি ।  
 অশৌচে সংস্পৃশেৎ স্নেহাৎ তদাশৌচেন  
 শুধ্যতি ॥ ৫২  
 প্রেতীকৃতং দ্বিজং বিপ্রো হৃদগচ্ছেত কামতঃ  
 স্নাত্বা সলেন স্পৃষ্টাশ্রিৎ মৃতং প্রাপ্তা বিশুধ্যতি  
 একাশ্রু কত্রিয়ে শুদ্ধির্বেশে স্নাত্ত্বা দ্ব্যহেন তু

তত্তদ্বর্ণের নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে সাবধানে  
 অশৌচ গ্রহণ করিবে (যথা;—কত্রিয়া-  
 পুত্র নিজ বৈশ্বকত্রি ভাতা ব্রাহ্মণের মরণে  
 দশদিন অশৌচ পালন করিবে, ইত্যাদি) ।  
 আর স্বজাতীয় সপিণ্ডের জনন বা মরণে  
 স্ববর্ণবিহিত অশৌচ গ্রহণ করিবে । কিন্তু  
 শূদ্র-সপিণ্ডের জনন বা মরণে বৈশ্বের ছয়  
 রাত্রি, কত্রিয়ার তিন রাত্রি ও ব্রাহ্মণের এক  
 রাত্রি অশৌচ; হে দ্বিজপুংস্বগণ! বৈশ্ব-  
 সপিণ্ডের জনন বা মরণে শূদ্রের অর্কমাস  
 (১৫ দিন), কত্রিয়ার ছয় রাত্রি ও ব্রাহ্মণের  
 তিন রাত্রি অশৌচ; কত্রিয়ার সপিণ্ডের জনন  
 বা মরণে ব্রাহ্মণের ছয় দিন ও বৈশ্ব-শূদ্রের  
 দশাহ (১০ দশাহ) অশৌচ আর ব্রাহ্মণ-  
 সপিণ্ডের জনন বা মরণে শূদ্র, বৈশ্ব ও কত্রি-  
 যের দশাহ শুদ্ধি হইবে । ইহা কমলাপতি  
 বিষ্ণু বলিয়াছেন । অসপিণ্ড মৃত ব্রাহ্মণকে  
 বন্ধুব ভাষ্য দহন-বহন করিয়া ব্রাহ্মণ যদি  
 তাহার সপিণ্ডের অন্ন ভোজন করত সেই  
 গৃহে বাস করেন, তাহা হইলে দশরাত্রের পর  
 শুদ্ধ হইবেন । যদি কেবল তাহাদের অন্ন  
 ভোজন করেন, তবে ত্রিরাত্র গত হইলে  
 শুদ্ধ হন । যদি অন্ন ভোজন ও তাহার গৃহে  
 বাস না করেন, তাহা হইলে সেই দিনেই শুদ্ধ

হন । সনানে দক ও মাতৃবন্ধুর দহন-বহন  
 করিয়া ত্রিরাত্র গত হইলে শুদ্ধ হন । দহন-  
 বহনকারী সপিণ্ড দশদিনে শুদ্ধ হন । লোভ-  
 বশতঃ শবদাহ করিলে ব্রাহ্মণ দশদিনে,  
 কত্রিয়ার দশদিনে, বৈশ্ব পঞ্চদশ দিনে ও  
 শূদ্র ত্রিশ দিনে শুদ্ধ হয় অথবা সকলেই ছয়-  
 রাতে শুদ্ধ হয়, অথবা ত্রিরাত্র গতে সকলেই  
 শুদ্ধ হইবে । অনাথ ধনহীন ব্রাহ্মণকে  
 দহন-বহন করিলে, স্নানানন্তর মৃতপ্রাণন  
 করিলে সকলেই শুদ্ধ হইবেন । উৎকৃষ্ট  
 বর্ণ যদি অপকৃষ্ট বর্ণের দহন-বহনাদি কার্য  
 করে, তাহা হইলে সেই অপকৃষ্ট বর্ণের যে  
 অশৌচ বিহিত আছে, তাহা প্রতিপালন  
 করিবে এবং অপকৃষ্ট ব্যক্তি যদি উৎকৃষ্ট  
 বর্ণের দহন-বহন করে, তাহা হইলে সেই  
 উৎকৃষ্ট বর্ণের যে অশৌচ বিহিত আছে,  
 তাহা প্রতিপালন করিবে । অশুচি ব্যক্তিকে  
 স্পর্শ করিলে স্নানানন্তর শুদ্ধ হইবে । বৈশ্ব-  
 পুংস্বক যে ব্রাহ্মণ মৃত ব্রাহ্মণের অন্নগমন  
 করিবেন, তিনি স্নান করিয়া আশ্রমস্পর্শপূর্বক  
 মৃত পান করিলে শুদ্ধ হইবেন । শবদাহক  
 করিয়া কত্রিয়ার একাহের পর শুদ্ধ হইবে, বৈশ্ব  
 দুই দিনের পর, শূদ্র তিন দিনের পর শুদ্ধ

শূদ্রে দিনত্রয়ং প্রোক্তং প্রাণায়ামতঃ পুনঃ ॥  
অনস্থিসন্ধিতে শূদ্রে রোতি চেদব্রাহ্মণঃ স্বকৈঃ  
ত্রিযাত্রাঃ স্ত্রাং তথাশৌচমেকাহস্তথা স্মৃতম্ ॥  
অস্থিসঙ্কয়নাদব্রাহ্মণৈকাতঃ কত্রবৈশ্রাভোঃ ।

অন্তথা চৈব সজ্যোতির্ব্রাহ্মণে স্নানমেব তু ॥৫৮॥  
অনস্থিসন্ধিতে বিপ্রো ব্রাহ্মণো ৌতি চেৎ  
তদা ।

স্নানেনৈব ভবেচ্ছুদ্ধিঃ সচেতেন ন সংশয়ঃ ॥ ৫৭ ॥  
যন্তৈঃ সহাশনং কুর্ঘ্যাচ্ছয়নাদীনি চৈব হি ।  
বান্ধবো বাপরো বাপি স দশাহেন শুধ্যতি ॥৫৮॥  
যন্তেষাং সমমপ্নাতি স কুদেবাপি কামতঃ ।  
তদাশৌচে নিবৃত্তেহসৌ স্নানং কৃত্বা বিশুধ্যতি  
বাবৎ তদগ্নমপ্নাতি হৃর্তিক্যভিহতো নরঃ ।

তাবস্ত্যাহান্তশৌচং স্ত্রাং প্রায়শ্চিত্তং ততশ্চরেৎ

হইবে, কিন্তু সকলকেই শত বার প্রাণায়াম  
করিতে হইবে। যদি ব্রাহ্মণ (শূদ্রগৃহে  
গমন করিয়া) শূদ্রের অস্থিসঙ্কয়নের পূর্বে  
বিলাপ করেন, তাহা হইলে ত্রিযাত্রা অশৌচ  
হইবে; অন্তত্বে রোদন করিলে একযাত্রা  
অতীত হইলে শুদ্ধ হইবেন। অস্থি-  
সঙ্কয়নের পূর্বে কত্রিয় বা বৈশ্রা যদি শূদ্রগৃহে  
গমন করিয়া রোদন করে, তাহা হইলে একাহ  
অশৌচ হইবে, অন্তত্বে রোদন করিলে  
সজ্যোতিঃ অশৌচ হইবে, এবং ব্রাহ্মণের  
অস্থিসঙ্কয়নের পূর্বে বৈশ্রা বা শূদ্র যদি  
ঐরূপ রোদন করে, তাহা হইলে স্নানমাত্র  
করিবে। ব্রাহ্মণের অস্থিসঙ্কয়নের পূর্বে  
যদি ব্রাহ্মণ তাহার গৃহে গমন করিয়া রোদন  
করে, তাহা হইলে সবস্নান করিয়া শুদ্ধ  
হইবে। অশৌচী ব্যক্তির সহিত যে ব্যক্তি  
উপবেশন, শয়ন বা ভোজনাদি প্রকৃষ্টরূপে  
করিবে, সে বান্ধব হটক বা পরই হউক,  
দশাহ অশৌচ প্রাপ্তিপালন করিয়া শুদ্ধ হইবে।  
যে ব্যক্তি জ্ঞানপূর্বক একবারও অশৌচীর  
অন্ন ভক্ষণ করে, অশৌচ নিবৃত্ত হইলে পর  
স্নান করিয়া সে শুদ্ধ হইবে। হৃর্তিকপ্রাপী-  
কৃত্ত ব্যক্তি যত দিন অশুচি অন্ন ভক্ষণ

দাহাদ্যশৌচং কর্তব্যং বিজ্ঞানামগ্নিহোত্রিণাম্  
সপিণ্ডাণাঞ্চ মরণে মরণান্দিভরেষু চ ॥ ৬১ ॥

সপিণ্ডত্ৱা চ পুরুষে সপ্তমে বিনিবর্ততে ।

সমানোদকতাবস্ত জন্মনায়োরবেদনে ॥ ৬২ ॥

পিতা পিতামহশ্চৈব তথৈব প্রপিতামহঃ ।

লেপভোজস্বঘো জ্ঞেয়াঃ সাপিণ্ডাঃ সাপ্তপৌরুষম্  
অপ্রত্নানাং তথা স্ত্রাণাং সাপিণ্ডাঃ সাপ্ত-

পৌরুষম্ ।

তাসান্ত ভর্তৃসাপিণ্ডাঃ প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥

যে চৈকজাতা বহুবো ভিন্নঘোনয় এব চ ।

ভিন্নবর্ণান্ত সাপিণ্ডাঃ ভবেৎ তেষাং ত্রিপুরুষম্

কারবঃ শিল্লিনো বৈজা দাসীদাসান্তথৈব চ ।

দাতারো নিয়মাস্চৈব ব্রহ্মবিদব্রহ্মচারিণৌ ॥৬৬॥

সজ্রিণৌ ব্রতনস্তাবৎ সদাঃশৌচা উদাহৃত্যঃ ।

রাজা চৈবাতিথ্যকৃৎ জন্মসজ্রিণ এব চ ॥৬৭॥

যজ্ঞে বিবাহকালে চ দেবযাগে তথৈব চ ।

করিবে, ততদিন অশৌচ হইবে, অশৌচ  
অপগত হইলে প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ৪১—৬০ ।

সায়িক বিজদিগের দাহ অবধি অশৌচ পালন

করিবে। সপিণ্ডমরণে ও সপিণ্ডজনে

অশৌচ পালন করিবে। সপ্তম পুরুষ অতীত

হইলে সপিণ্ডতা নিবৃত্ত হইবে। (স্বকীয়

বংশের) কোন পুরুষের সন্তান, তাহার

অজ্ঞান ও নামের অজ্ঞানে সমানোদকতা

নিবৃত্ত হইবে। পিতা, পিতামহ ও প্রপিতা-

মহ এবং বৃদ্ধ-প্রপিতামহাদি লেপভোজী তিন

জন ও স্ত্রয়ঃ, এই প্রকার সপ্তপুরুষে সপি-

ণ্ডতা জানিবে। অদত্তা কস্তার সপ্তপুরুষে

সাপিণ্ড্য ও দত্তা কস্তার ভর্তৃকুলে সাপিণ্ড্য,

ইহা দেব পিতামহ বলিষাছেন। এক পুরুষ

কর্তৃক ভিন্নবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রসকলের

ত্রৈপুরুষিক সাপিণ্ড্য হইবে। কারকর্ম্যকারী,

শিল্পকর্ম্যকারী, বৈদ্য, দাসী, দাস, দাতা,

ব্রতাহবৃত্ত, ব্রহ্মজ, ব্রহ্মচারী, যজ্ঞকারী ও

ব্রতী ইহাদিগের সত্যশৌচ জানিবে। রাজা,

অতিথিক ব্যক্তি ও অন্নদাতা ইহাদিগের

সত্যশৌচ জানিবে। আরিক্ষযজ্ঞে, আরিক্ষ-

সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং হৃদিকৈ চাপ্যপন্নবে।৬০  
সদ্যঃশৌচানাঞ্চ বিদ্যাতা পার্শ্বৈবৈষিষ্টৈঃ ।  
সদ্যঃশৌচং সমাখ্যাতং সর্পাদিমরণে তথা ।৬১  
অগ্নিসংস্পর্শপ্রপত্তেন বীরাধ্বস্তপানান্যকে ।  
গোত্রাঙ্কণার্থে সন্ন্যস্তে সদ্যঃশৌচং বিদীয়তে ।৭০  
নৈষ্টিকানাং বনহানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ।  
নাশৌচং কীর্ত্যতে সন্তঃ পাততে চ তথা যতে ।  
পতিতানাং ন দাহঃ স্ত্রাশ্চ্যোষ্টির্নাস্থিসংকয়ঃ ।  
নাঙ্কপাতো ন পিণ্ডো বা কথং শ্রাদ্ধাদিকং  
কচিৎ । ৭২  
ব্যাপাদয়েৎ তথাহুতানং স্বয়ং যোহগ্নিবিষাদিত্তিঃ  
বিহিতং তন্ত নাশৌচং নাগ্নির্নাপাদকাদিকম্ ।  
অথ কচিৎ প্রমাদেন ত্রিঘোহগ্নিবিষাদিত্তিঃ ।  
তন্তাশৌচং বিধাতব্যং কার্ষ্যকৈবোদকাদিকম্ ।  
জাতে কুমারে তদঃ কামং কুর্ধ্যাৎ প্রতিগ্রহম্ ।

হিরণ্যধাতুগোবাসস্তলারণ্ডসর্পিষাম্ । ৭৫  
কলানি পুষ্পাং শাকঞ্চ লবণং কাষ্ঠমিব চ ।  
তোয়ং দধি স্নাতং তৈলমৌষধং কীরমেব চ ।  
আশৌচিনো গৃহাদ্গ্ৰাহং শুদ্ধার্কৈব নিত্যশঃ  
আহিত্যগ্নির্ধাত্বায়ং পৃথ্ব্যাগ্নিভিরগ্নিত্তিঃ ।  
অনাহিত্যগ্নির্গৃহেণ লৌকিকেনেতরো জনঃ ৭৭  
দেহাতাবাৎ পলাশৈশ্চ কৃত্বা প্রতিকৃতিং পুং ।  
দাহঃ কার্ষ্যো যথাশ্রায়ং সপিণ্ডঃ শ্রদ্ধাবিহিতঃ ।  
স্কৃতং প্রসংস্কৃত্যদকং নামগোত্রেন ব গৃযতাঃ ।  
দশাহং বান্ধবাঃ শ্রাদ্ধং সর্কে চৈবার্জবাসসঃ ।৭৯  
পিণ্ডং প্রতিদিনং দত্বাঃ সাং প্রাতঃপ্রদীপবিধি ।  
প্রোতায় চ গৃহস্থার চতুর্থোত্তোজয়েদ্ভুজান্ ।৮০  
দ্বিতীয়ৈহর্নি কর্তব্যং ক্ষুদ্রকর্ম্ম সবাঙ্কবৈঃ ।  
চতুর্থো বান্ধবৈঃ সর্কৈরশ্রুতং সঙ্কলনং ততঃ ।৮১  
পূর্বান্ প্রযুক্তয়োদধান যুগ্মান্ স্নানান্য গুণীন ।

বিবাহে ও আরিক্রমেবপূজায় তৎকালের জন্ত  
শুদ্ধি জানিবে এবং হৃদিক ও নগর-গ্রাম-  
দাহাদি উপপ্নবে সদ্যঃশৌচ জানিবে । যুদ্ধে  
মৃত বা বিহীন, রাজ্য, পক্ষী ও সর্পাদি দ্বারা  
হত হইলে সদ্যঃশৌচ হইবে । অগ্নি বা  
বায়ুতে মৃত্যু হইলে, দুর্গমপথ-গমনে মরণ  
হইলে, অনশনব্রত করিয়া মরণ হইলে, গো  
বা ব্রাহ্মণার্থে মরণ হইলে অথবা সন্ন্যাসী  
হইয়া মরণ হইলে সদ্যঃশৌচ হইবে ।  
৬১—৭০ । নৈষ্টিকব্রহ্মচারী, বান-প্রস্থদ্বারা-  
বলদ্বী, যতি ও উপকূক্ষপকব্রহ্মচারীর  
মৃত্যুতে এবং পতিত ব্যক্তির মৃত্যুতে  
সাধুগণকর্তৃক অশৌচ কীর্তিত হয় নাই ।  
পতিত ব্যক্তির মরণে দাহ, আস্থসংকয় বা  
অশৌচিক্রিয়া কিছুই নাই এবং অঙ্কপাত,  
পিণ্ডদান বা শ্রাদ্ধাদি কিছুই করিবে না । যে  
ব্যক্তি স্বয়ং ইচ্ছাপূর্বক অগ্নি বা বিষাদি  
দ্বারা স্বীয় আত্মাকে নষ্ট করে, তাহার অশৌচ  
বা অগ্নিসংস্কার কিংবা জল-পিণ্ডাদান  
কিছুই বিহিত নাই । যদি প্রমাদবশতঃ  
অগ্নি বা বিষাদিতে মৃত্যু হয় তাহা হইলে  
তাহার শ্রাদ্ধাদি করিবে এবং তাহার অশৌচ

প্রতিপালন করিবে । পুত্রের জন্ম হইলে সেই  
দিনে হিরণ্য, বস্ত্র, গোক, ধাতু, তিল, অন্ন,  
শুভ্র ও ঘৃত এই সকল বস্তু ইচ্ছানুসারে  
প্রতিগ্রহ করিবে । অশৌচী ব্যক্তির নিকট  
হইতে ফল, পুষ্প, শাক, লবণ, কাষ্ঠ, জল,  
দধি, স্নাত, তৈল, ঔষধ, কীর ও শুদ্ধার্ক এই  
সকল বস্তু প্রোতায় গ্রহণ করিতে পারিবে ।  
আহিত্যগ্নিকে তিন প্রকার অগ্নি দ্বারা শাস্ত্রানু-  
সারে দাহ করিবে । অনাহিত্যগ্নিকে গৃহোক্ত  
বিহিত অগ্নি দ্বারা দাহ করিবে । অস্ত্র ব্যক্তি-  
দিগকে লৌকিকায়তে দাহ করিবে । মৃত-  
দেহের অভাবে পলাশপত্র দ্বারা মৃতব্যক্তির  
প্রতিমূর্ত্তি নিৰ্ম্মাণ করিয়া সপিণ্ডগণ শ্রদ্ধাযুক্ত  
হইয়া যথাশ্রয়ে তাহা দাহ করিবেন । দশ-  
দিন পর্যন্ত বান্ধব সকল আর্জবস্ত্র ও সংযত-  
বাক হইয়া নামগোত্র উচ্চারণ করিয়া একবার  
তর্পণ করিবেন । প্রতিদিন গৃহের বহির্ভাগে  
সায়ং ও প্রাতঃকালে প্রোতের উদ্দেশে পিণ্ড-  
দান করিবে । চতুর্থ দিবসে ব্রাহ্মণভোজন  
করাইবে । দ্বিতীয় দিনে বান্ধবের সহিত  
ক্ষুদ্রকর্ম্ম করিবে ও চতুর্থদিনে অহিসংকর  
করিবে । তচি পূর্বমুখ কুম্ভব্রাহ্মণদিগকে

পঞ্চমে নবমে চৈব তথৈবৈকাদশেহৰ্ণ ।  
 অযুগ্মান ভোজনয়েদ্বিশ্রান্ নবজ্ঞানকৃত্ত্বিদ্ধিভাঃ ৮২  
 একাদশেহ'হু কুবৌত প্রেতমুদ্ভিভাভবতঃ ।  
 দ্বাদশে বা'হু কৃত্ত্বাঃ নবমেহপা'ৰ্ধ বাহান ৮৩  
 একং পাবিত্র্যমেকোহৰ্ণঃ পিণ্ডপাত্র্যং তথৈব চ ।  
 এবং মুক্তা'হু কৃত্ত্বাঃ প্রতিমাসকু বৎসরম্ ৮৪  
 সপিণ্ডীকরণং প্রোক্তং পূৰ্ণে সংবৎসরে পুনঃ ।  
 কুৰ্য্যচ্ছ্রাদ্ধা'র পাত্রাণি প্রেতা'দীনাং দ্বিজোক্তমাঃ  
 প্রেতাঃ পিতৃপাত্রেষু পাত্র্যমাসেচয়েৎ ততঃ ।  
 যে সখানা ইতি দ্বাভ্যাং পিণ্ডানপোবমেব হি ॥  
 সপিণ্ডীকরণজ্ঞানং দেবপুৰুষং বিধীয়তে ।  
 পিতৃনৃবাহুযেস্তত্র পুনঃ প্রেতং বিনির্দ্দেশেৎ ॥  
 যে সপিণ্ডীকৃত্ত্বাঃ প্রেতা ন তেষাংসু : পৃথক্ক্রিয়া  
 যন্ত কুৰ্য্যাৎ পৃথক্পণ্ডং পিতৃণা সেহ'ভজায়তে

যুতে পিতরি বৈ পুত্রং পিতৃমন্ডং সমাচরেৎ ।  
 দত্তাচ্ছ্রাদ্ধং সোদকুস্তং প্রত্যহং প্রেতধর্ম্মতঃ ৮১  
 পার্শ্বণেন বিধানেন সাংবৎসরিক্রিয়াক্রমেণ ।  
 প্রতি সংবৎসরং কুৰ্য্যা'র্হিবিষেব সনাতনঃ ৮০  
 মাতাপিত্রেঃ স্মৃতেঃ কার্য্যং পিণ্ডদানাদবঞ্চ মৎ  
 পত্নী কুৰ্য্যাৎ স্নাত্যভাবে পত্ন্যভাবে তু সোদরঃ ৮১  
 অনেনৈব বিধানেন জীঃ শ্রাদ্ধং সমাচরেৎ ।  
 কুত্ব দানাদিকং সর্বং শ্রাদ্ধযুক্তং সমাচরেৎ ৮৪  
 এবং বঃ কথিতং সমাপ্তগৃহস্থানাং ক্রিয়াবিধিঃ ।  
 শ্রীপাত্ত ভর্তৃশ্রদ্ধা ধর্ম্মো নাস্তি উচ্যেতে ৮৩  
 স্বধর্ম্মতৎপরো নিঃস্বামীহবা'র্পিতমানসঃ ।  
 প্রাপ্তবস্তি পরং স্থানং যদুক্তং বেদবাদিতঃ ৮৪  
 ইতি ত্রীকোশ্বে মণিপাণে উপ'রভাগে ত্র্যম-  
 বিজ্ঞানমশৌচবি ধর্ম্ম ম ত্রয়ো-

বিংশে হব্যায়ঃ ২৩ ॥

অতি শ্রদ্ধার সহিত ভোজন করাইবে এবং  
 মরণের পঞ্চম দিনে, নবমদিনে, একাদশদিনে  
 অযুগ্ম জ্ঞানগণিককে ভোজন করাইবে,  
 ইহারই নাম নবজ্ঞান ১১—৮২ । একাদশ  
 দিবসে বা দ্বাদশ দিবসে অথবা নবম দিবসে  
 প্রেতকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে । এই  
 শ্রাদ্ধে একটা পবিত্র, একটা অর্ঘ্য এবং একটা  
 পিণ্ড দিবে । এই প্রকার প্রতি মাসের ও  
 প্রতি বৎসরের মৃত্যুতে শ্রাদ্ধ করিবে । সংবৎসর  
 পূর্ণ হইলে সপিণ্ডীকরণ করিবে । প্রেত,  
 পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহের  
 উদ্দেশে এক একটা করিয়া চারিটা অর্ঘ্যপাত্র  
 করিবে । 'যে সখানাঃ' এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ  
 পূর্বক পিতামহ, প্রপিতামহ ও বৃদ্ধপ্রপিতামহ-  
 পাত্রে প্রেত, অর্ঘ্য মিশ্রিত করিবে এবং প্রেত-  
 পিণ্ড ও ঐরূপ পিতামহাদি-পিণ্ডত্রয়ে মিশ্রিত  
 করিবে । দেবজ্ঞানপূর্বক সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ  
 করিবে ; তদনন্তর পিতামহাদির আবাচন  
 করিবে ও তদনন্তর প্রেতের আবাচন করিবে ।  
 যে সকল প্রেতের সপিণ্ডীকরণ করা হইয়াছে,  
 তাহাদের প্রেতপদ উল্লেখ করিয়া কার্য্য  
 করিবে না ; যে ব্যক্তি সপিণ্ডীকৃত প্রেতের  
 প্রেতপদ উল্লেখ করিণা কার্য্য করে, সে পিতৃ-

হত্যার পাপভাগী হয় । পিতার মৃত্যু হইলে  
 এক বৎসরকাল পিতৃদান কারবে এবং  
 প্রত্যহ প্রেতধর্ম্মানুসারে এক বৎসরকাল  
 অমুঘটশ্রাদ্ধ করিবে । প্রতি সংবৎসর পার্শ্বণ-  
 বিধানেন সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ করিবে, ইহা সনা-  
 তন বিধি । মাতা-পিতার পিণ্ডদানাদি যে  
 কিছু কার্য্য, তাহা পুত্র করিবে ; পুত্রের  
 অভাবে কন্যা, কন্যার অভাবে পত্নী এবং  
 পত্নীর অভাবে সহোদর ভ্রাতা করিবেন ।  
 মনুষ্য সকল সমাহৃতিচিন্তে শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া  
 দানাদি করিয়া এই বিধানমতে শ্রাদ্ধ করি-  
 বেন । গৃহস্থের এই ক্রিয়াবিধি সম্যকরূপে  
 আপনাদিগকে বলিলাম । কিন্তু শ্রীদিগের  
 পক্ষে ভর্তৃশ্রদ্ধা ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্ম  
 নাই । স্বধর্ম্মতৎপর ও সর্বদা ঈশ্বর পতচেতাঃ  
 ব্যক্তিগণ বেদবাদিপ্ৰোক্ত সেই উৎকৃষ্ট স্থান  
 প্রাপ্ত হয় । ৮০—৮৪ ।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । ২৩ ॥



### চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

অগ্নিহোত্রস্ত জুত্বাৎ সায়ম্প্রাতর্থাবিধি ।  
দর্শনং চৈব পক্ষান্তে পৌর্ণমাসেন চৈব চি ॥ ১  
শস্তান্তে নবশস্তোষ্ট্রা তথর্বস্তে দ্বিজোহধবৈঃ ।  
পশুনা ত্বধনস্তান্তে সমাহু সৌমিকৈর্মথৈঃ ॥ ২  
নানিষ্টা নবশস্তোষ্ট্রা পশুনা বাগ্নিমান দ্বিজঃ ।  
ন চান্নমতা স্নাতং বা দীর্ঘমায়ুর্জিজীবিসুঃ ॥ ৩  
নবেনারেন চানিষ্টা পশুহবেন চাগ্নয়ঃ ।  
প্রাণানেবাভুমিচ্ছন্তি নবান্নামিষগৃদ্ধিনঃ ॥ ৪  
সাবিত্রান্ শান্তহোমান্চ কুর্ধ্যাৎ পরম্ন

নিত্যশঃ ।

পিতৃশ্চৈব ষষ্ঠিকাঃ সর্কে নিত্যমবষ্টিকান্ম চ ॥ ৫  
এষ ধর্মঃ পরো নিত্যমপধর্মোহস্ত উচ্যতে ।  
ব্রহ্মণ মিহ বর্ণনাত্ গৃহস্থান্নমবাসিনাম্ ॥ ৬

### চতুর্বিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন,—সায়ংকালে ও প্রাতঃ-  
কালে বিধানানুসারে অগ্নিহোত্র হোম  
করিবে। কৃকপক্ষান্তে (অমাবস্তায়) দর্শ-  
মাসক ষাগ এবং শুক্লপক্ষশেষে (পূর্ণিমাত্তে)  
পৌর্ণমাসনামক ষাগ করিবে। নূতন শস্ত  
প্রাপ্ত হইলে ব্রাহ্মণগণ তাহা দ্বারা যজ্ঞ  
করিবে; ঋতুর অন্তে চাতুর্মাস্য যজ্ঞ করিবে;  
অধনের অন্তে পশুযজ্ঞ করিবে এবং বৎসরের  
অন্ত হইলে সোমরসসাধ্য অগ্নিষ্টোমাদি ষাগ  
করিবে। দীর্ঘ কাল বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছুক  
সাগ্নিক ব্রাহ্মণ নবশস্তোষ্ট্র এবং পশুযাগ না  
করিয়া অন্ন বা মাংস ভক্ষণ করিবে না।  
যাহারা নবান্ন দ্বারা ষাগ না করিয়া বা পশু-  
হব্য দ্বারা ষাগ না করিয়া নবান্ন বা মাংস  
ভক্ষণ করে, তাহারা স্বীয় প্রাণকেই ভক্ষণ  
করিতে ইচ্ছা করে। প্রতিপক্ষে সাবিত্রী-  
হোম ও শান্তিহোম করিবে। আর অষ্টকা  
অবষ্টিকার সকলেই পিতৃদিগের নিত্য ভাজ  
করিবে। গৃহস্থান্নবী জৈবর্ষিকদিগের (ব্রাহ্মণ,  
কজ্রি ও বৈশ্যের) এই তুলি নিত্য খেঁট

নাস্তিক্যাদথ খালস্তাদ্যোহগ্নীন নাধাতুমিচ্ছন্তি  
যজ্ঞে চ বা ন যজ্ঞে ন স যাতি নরকান্ বহুন্ ॥ ৭  
তামিশ্রমস্ততামিশ্রঃ মহাবোরব-রোরবো ।  
কুন্তীপাকং বৈতরণীমসিপত্রবনং তথা ॥ ৮  
অস্তাংস্ত নরকান ঘোরান্ সম্প্রাপ্যান্তে স  
হর্ম্মতিঃ ।

অস্ত্যজানাং কুলে বিপ্রাঃ শূদ্রযোনৌ চ  
জায়তে ॥ ৯  
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নে ব্রাহ্মণো হি বিশেষতঃ ।  
আধায়াগ্নিং বিশুদ্ধান্না যজ্ঞেত পরমেশ্বরম্ ॥ ১০  
অগ্নিহোত্রাৎ পরো ধর্ম্মো দ্বিজানাং নেহ  
বিদ্যতে ।

তস্মাদ্ভার্যহ্নেগ্নিত্যমগ্নিগোত্রেণ শাস্তম্ ॥ ১১  
যশ্চায়াগ্নিমালস্তান্ন পশ্চাদেনমিচ্ছতি ।  
স সন্ন্যসো ন সন্তাযাঃ কিং পুনর্নাস্তিকো জনঃ ॥  
যস্ত বৈ বার্ষিকং ভক্তং পর্যাপ্তং ভূত্বান্তয়ে ।  
অধিকং বা ভবেদযন্ত স সোমং পাতুমর্হতি ॥

ধর্ম্ম; অস্তগুলি অধর্ম্ম বলিয়া কথিত আছে।  
নাস্তিক্য বা খালস্ত বশতঃ যে সাগ্নিক  
ব্রাহ্মণ অগ্ন্যাধান না করে বা যজ্ঞ না  
করে, সে বহুতর নরক ভোগ করে এবং  
তামিশ্র, অস্ততামিশ্র, মহারোরব, রোরব,  
কুন্তীপাক, বৈতরণী, অসিপত্রবন এবং অস্তান্ত,  
ঘোরতর বহুতর নরক ভোগ করিয়া সেই  
হর্ম্মতি বিপ্র অস্ত্যজকুলে বা শূদ্রযোনিতে  
জন্ম গ্রহণ করে। সেই হেতু ব্রাহ্মণ অতি  
যত্নসহকারে অগ্ন্যাধান করিয়া বিশুদ্ধান্ন হইয়া  
পরমেশ্বরকে পূজা করিবে। ১—১০। ব্রাহ্মণ-  
দিগের অগ্নিহোত্র অপেক্ষা অস্ত খেঁট ধর্ম্ম  
আর কিছুই নাই, সেই হেতু তাঁহারা নিরন্তর  
অগ্নিহোত্র দ্বারাই ঈশ্বর-আরাধনা করিবেন।  
যে ব্যক্তি সাগ্নিক হইয়া পরে খালস্তবশতঃ  
অগ্নিহোত্র না করে, তাহার সন্ততি বাক্যলাপ  
করিবে না। সে ভিন্ন নাস্তিক আর নাই  
নাই। যাহার পোষ্যবর্গের জীবিত্যর জন্ত  
জৈবর্ষিক আহার্য সামগ্রী পর্যাপ্ত পরিমাণে  
আছে অথবা যাহার ভাণ্ড অপেক্ষা অধিক



এষ তৈব সৰ্ব্বযজ্ঞানাং সোমঃ প্রথম ইষ্যতে ।  
সোমেনারাধয়েদেবং সোমলোকমহেশ্বরম্ ॥১৪  
ন সোমযাগাদধিকো মহেশারাধনে ক্রতুঃ ।  
সমো বা বিদ্যাতে তস্মাৎ সোমেনাত্যর্জয়েৎ

পরম্ ॥ ১৫

পিতামহেন বিপ্রাণামাদাবতিহতঃ শুভঃ ।  
ধর্মো বিশ্বক্ৰমে সাক্ষাচ্ছ্রোতঃ স্মার্তো দ্বিধা

পুনঃ ॥ ১৬

শ্রোতস্তেতাগ্নসম্বন্ধাৎ স্মার্তঃ পূর্বং ময়োদিতঃ  
শ্রোতস্বতমঃ শ্রোতস্তস্মাচ্ছ্রোতঃ সমাচরয়েৎ ॥১৭  
উভাবপি হি তৌ ধর্মৌ বেদাদেব বিনিঃসৃতৌ  
শিষ্টাচারবৃত্তৌঃ স্মাচ্ছ্রুতিস্মৃত্যোরনাততঃ ॥১৮  
ধর্মোণাধিগতো যৈষ্ম বেদঃ স পরিসুংহনঃ ।  
তে শিষ্টা ব্রাহ্মণ ক্রেমা নিত্যমাদ্যন্তপাষিতাঃ ॥  
তেষামভিমতৌ যঃ স্মাচ্ছ্রুতস্যা নিত্যমেব হি ।

আছে, সেই ব্যক্তিকে সোমযাগ করিতে পারিবে। সমস্ত যজ্ঞের মধ্যে সোমযাগই অতিশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত আছে। সোমলোকস্থিত মহেশ্বরকে সোমযাগ দ্বারা আরাধনা করিবে। মহাদেবের আরাধনা করিতে সোমযাগ অপেক্ষা আর কোনও শ্রেষ্ঠ যাগ নাই কিংবা তাহার সমানও কোনও যাগ নাই। অতএব সোমযাগ দ্বারাই সেই শ্রেষ্ঠতম মহাদেবের আরাধনা করিবে। ব্রাহ্মণদিগের মুক্তির নিমিত্ত পিতামহ ব্রহ্মা প্রথমতঃ যে উৎকৃষ্ট ধর্ম বলিয়াছেন, উহা শ্রোত ও স্মার্ত তেদে দ্বিবিধ। শ্রোতধর্ম জ্যোতিষসম্বন্ধজ্ঞ। আর স্মার্তধর্ম পূর্বে আমি বলিয়াছি। শ্রোতধর্মই অতীব শ্রেয়স্কর; অতএব শ্রোতধর্মেরই আচরণ করিবে। উভয় প্রকার ধর্মই বেদ হইতে বিনিঃসৃত, অতএব উভয় প্রকার ধর্মই বেদস্কর। ঋতিস্মৃতির অন্মতে সাধুজনের আচরিত ধর্মই তৃতীয় প্রকার ধর্ম জানিবে। ঋহারা সান্দোপাদ বেদ ধর্মতঃ অধ্যয়ন করিয়াছেন, সেই সর্বকর্ম আশ্র-

ম ধর্মঃ কথিতঃ সন্তিনীক্লেবামিতি ধারণা ॥ ২০  
পুরাণং ধর্মশাস্ত্রাণি বেদানামুপসুংহনম্ ।

একস্মাদব্রহ্মবিজ্ঞানং ধর্মজ্ঞানং তথৈকতঃ ॥২১  
ধর্ম্যং জিজ্ঞাসমানানাং তৎ প্রমাণত্বং স্মৃৎম্ ।

ধর্মশাস্ত্রং পুরাণানি ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণাঃ ॥ ২২  
নাত্ততো জায়তে ধর্মো ব্রহ্মবিদ্যা চ বৈদিকৌ ।  
তস্মাদ্ধর্ম্যং পুরাণঞ্চ ব্রহ্মাহবাং মনীষিতিঃ ॥২৩

ইতি জীকৌর্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-  
বিদ্যায়ামগ্নিহোত্রাদিনিয়মো নাম

চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৪ ॥

গুণাধিত ব্রাহ্মণ সকলকে শিষ্ট (সাধু) বলিয়া জানিবে। নিরন্তর বিচার দ্বারা যাহা তাঁহাদের অভিমত, সাধুগণ তাহাকেই ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু অস্ত্র-বিধলোকের আচরিত ধর্মকে ধর্ম বলিয়া নির্দেশ করেন নাট, ইহাই নিশ্চয়। পুরাণ ও ধর্মশাস্ত্র বেদের বিস্তৃতি; তন্মধ্যে একটি হইতে (পুরাণ হইতে) ব্রহ্মবিজ্ঞান হয় ও অপরটি হইতে (ধর্মশাস্ত্র হইতে) ধর্মজ্ঞান হয়। ঋহারা ধর্ম জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের ধর্মশাস্ত্র উৎকৃষ্ট প্রমাণ এবং হে ব্রহ্মজ্ঞানপরায়ণ বিজ্ঞগণ! আপনাদের পুরাণই শ্রেষ্ঠতম প্রমাণ। ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণ ব্যতীত অস্ত্র কিছু হইতেই ধর্ম এবং বেদ-বিহিত ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় না; সেই হেতু ধর্মশাস্ত্র ও পুরাণের প্রতি পাণ্ডত-গণের শ্রদ্ধা করা কর্তব্য। ১১—২৩।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্রাস উবচ ।

এষ বোহতিহিতঃ কংসো গৃহস্থান্নমবাসিনঃ ।  
 দ্বিজাত্যেঃ পরমো ধর্মো বর্তমান নিবোধত ॥ ১  
 দ্বিবিধস্ত গৃহী জ্ঞেয়ঃ সাধকচাপ্যসাধকঃ ।  
 অধ্যাপনঃ যাজনঞ্চ পূর্বশ্রুতঃ প্রতীগ্রহম্ ।  
 কুসৌদকৃষিবাণিজ্যং প্রকুবোভাসয়দ্ ॥ ২  
 কৃষেরভাবে বাণিজ্যং তদভাবে কুসৌদকম্ ।  
 আপৎকল্পস্থঃ জ্ঞেয়ঃ পূর্বোক্তো মুখ্য ইযাতে  
 স্বয়ং বা কর্ণনং কৃষ্যাদ্বাণিজ্যং বা কুসৌদকম্ ।  
 কষ্টা পাপীয়সা বৃত্তিঃ কুসৌদঃ তদ্বিবর্জয়েৎ ॥ ৪  
 কাত্যবৃত্তিঃ পরাং প্রত্ন স্বকর্ষণং দ্বিজৈঃ ।  
 তস্মাৎ কাত্যেণ বর্জিত বর্জতে নাপদ দ্বিজঃ ।  
 তেন চৈবাপ্যজীবন্ত বৈশ্ববৃহিঃ কৃষিঃ ব্রজেৎ

পঞ্চবিংশ অধ্যায় ।

ব্রাস কহিলেন,—আশ্রমবাসী গৃহস্থ দ্বি-  
 জাতিগণের এই নিখিল পরম ধর্ম তোমাদিগকে বলিলাম; এখন তোমাদের অবলম্বনীয় বৃত্তি বলিব, শ্রবণ করা। সাধক ও অসাধক এই দুইপ্রকার গৃহী জানিবে। ইহার মধ্যে সাধক গৃহী বৃত্তির তত্ত্ব অব্যাপনা, প্রতিগ্রহ ও যাজন করিবে, কুসৌদ (অর্থাৎ কুসৌদ কারবার), কৃষিকার্য ও বাণিজ্যও করিতে পারিবেন, কিন্তু স্বয়ং না করিয়া অন্য দ্বারা করাইবেন। কৃষিকার্যের অভাবে বাণিজ্য করাইবেন এবং বাণিজ্যের অভাব হইলে কুসৌদ করিবেন। আপৎকালেই কৃষি, বাণিজ্য বা কুসৌদ করিবেন; আর অধ্যাপনা যাজন ও প্রতিগ্রহ মুখ্য কল্প জানিবে। অথবা স্বয়ংই বাণিজ্য, কৃষিকার্য বা কুসৌদকর্ম করিবেন, কিন্তু কুসৌদ অতি পাপজনক জীবিকা, তাহা পরিত্যাগ করাই উচিত। ঋষিগণ কাত্যয়ের বৃত্তিকেও খেঁচ বলিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং কর্ণনকে ভাল বলেন নাই, সেই হেতু ব্রাহ্মণ কাত্যবৃত্তিতে থাকিলেও আপদে পতিত হন না। ব্রাহ্মণ যদি কাত্যবৃত্তিও

না করিলে কুবোভ ভ্রাক্ষণঃ কর্ম কর্ণনম্ ॥ ৬

লকলাভঃ পিতৃন দেবান ব্রাহ্মণাংশাপি

পূজয়েৎ

তে তৃপ্তান্তত তং দোষং শময়ন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ৭  
 দেবেভ্যশ্চ পিতৃভ্যশ্চ দদ্যাভাগস্ত বিংশকম্ ।  
 ত্রিংশভাগং ব্রাহ্মণানাং কৃষিঃ কুর্ক্বন ন হুয়াতি  
 বাণিজ্যে দ্বিগুণং দদ্যাৎ কুসৌদৌ দ্বিগুণং পুনঃ  
 কৃষিপালান্ন দোষেণ যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৯  
 শিলোক্তং বাপ্যাদদীত গৃহস্থঃ সাধকঃ পুনঃ ।  
 বিদ্যাশিল্পাদয়স্তস্তে বহবো বৃত্তিহেতবঃ ॥ ১০  
 অসাধকস্ত যঃ প্রোক্তো গৃহস্থান্নমসংস্থিতঃ ।  
 শিলোক্তে তস্ত কথিতে যে বৃত্তৌ পরমর্ষিভিঃ ॥ ১১  
 অমৃতেনাথবা জীবৈশ্চ তেনাপাথবাপদি ।  
 অযাচিতং শ্রাদ্ধমুতং মৃতং ভৈকন্ত যাচিতম্ ॥  
 কুশ্লধাতুকো বা স্ত ৯ কুস্তীধাতুক এব চ ।

জীবিকা নির্বাহ না করিতে পারেন, তাহা হইলেই বৈশ্ববৃত্ত্যাবলম্বন করিতে পারিবেন। তথাপি ব্রাহ্মণ স্বয়ং কখনই কৃষিকর্ম করিবেন না। লাভ হইলে পিতা, দেবতা এবং ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিবে। ইহারা তৃপ্ত হইয়া তাহার কৃষিকর্মজনিত দোষসকল নষ্ট করিবেন। দেবতা ও পিতৃগণকে উপার্জিত বস্তুর বিংশভাগের একভাগ দিবে এবং ত্রিংশ ভাগের এক ভাগ ব্রাহ্মণদিগকে দিবে, তাহা হইলে কৃষিকর্মে দোষ হইবে না। বাণিজ্য শ্রেষ্ঠ কৃষি অপেক্ষা দ্বিগুণ দিবে ও কুসৌদকর্মে তিন গুণ দিবে এইরূপ দান করিলে এই সকল কর্মে দোষ হইবে না, ইহাতে সংশয় নাই। অথবা সাধক গৃহস্থ শিলোক্তবৃত্তিও অবলম্বন করিতে পারে। তাহার বিদ্যা-শিল্পাদি অন্তরূপ আরও বহুতর জীবিকার উপায় আছে। ১—১০। অসাধক গৃহস্থেরও শিল ও উজ্জ নামে পূর্বোক্ত দুইটি বৃত্তি ঋষিগণকর্তৃক কথিত হইয়াছে। অথবা ‘অমৃত’ দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবে। আর আপৎকালে ‘মৃত’ দ্বারাও জীবিকানির্বাহ করিতে পারে। অযাচিত বস্তুর নাম অমৃত

ত্ৰ্যাহৈহিকো বাপি ভবেদমন্তনিক এব চ ॥ ১৩  
চতুৰ্ণামপি টৈ তেষাং দ্বিজানাং গৃহমেধিনাম্ ।  
শ্ৰেয়ান্ পরঃ পরো জ্ঞেযো ধৰ্ম্মস্তো লোকজিতমঃ  
বর্হকৰ্ম্মকো ভবেৎ তেষাং ত্ৰিভিন্নমঃ প্রবর্ততে  
যাত্যামেকশচতুৰ্থস্ত ব্রহ্মসত্ত্বো জীবতি ॥ ১৫  
বর্তমন্ত শিলোহাত্যামগ্নিহোত্ৰপরাধনঃ ।  
ইধীঃ পার্শ্বায়ণান্তীয়াঃ কেবলা নিক্ষেপেৎ সদা ॥  
ন লোকবৃন্তঃ বর্তেত বৃন্তিহেতোঃ কথঞ্চন ॥

এবং তিকালক বছর নাম মৃত। কুশল-  
ধাত্তক বা কুশীধাত্তক বা ত্ৰ্যাহৈহিক অথবা  
অমন্তনিক হইবে \* । কুশলধাত্তাদি তিন  
প্রকার সঞ্চয়ী এবং অসঞ্চয়ী এক প্রকার,  
এই চ রি প্রকার গৃহস্থ ব্রাহ্মণের মধ্যে উক্ত-  
রোস্তরকে প্রশস্ত জানিবে। কারণ, রুতি-  
সঙ্কেচরূপ সংযম-ধর্ম্মানুসারে তাহার। পর  
কালে সর্বশ্রেষ্ঠ লোকজয়ী হইয়া থাকেন।  
তন্মধ্যে বহুপোষ্যবর্গসম্পন্ন গৃহস্থ ব্রাহ্মণ ঋতু,  
অবাচি, ভৈক্য, কৃষি, বাণিজ্য এবং কুশী  
এই বর্হকৰ্ম্মদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে  
পারেন। তদপেক্ষা অল্প পরিবার সম্পন্ন গৃহস্থ  
যাজন, অধ্যাপনা এবং প্রতিগ্রহ দ্বারা জী বিকা  
নির্বাহ করিতে পারেন। তদপেক্ষাও অল্প-  
পোষ্য হইলে অধ্যাপন এবং যাজন দ্বারা  
জীবিকা নির্বাহ করিবেন। আর যিনি  
সর্বাপেক্ষা অল্পপরিবারসম্পন্ন, তিনি কেবল  
অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবে না।  
শিলোহুতিপরাধন দ্বিজ, ধনসাধ্য পুণ্যকার্যে  
অক্ষমবিধাৎ কেবলমাত্র অগ্নিহোত্ৰপরাধন

\* সঞ্চিত ধাত্ত দ্বারা যাহার তিন বৎসর  
বা তদধিক কাল চলে, তাহাকে কুশলধাত্তক  
এবং যাহার এক বৎসর বা তদধিক কিছুকাল  
চলে, তাহাকে কুশীধাত্তক বলা যায়। সপরি-  
বারে তিন দিন চলে, এরূপ সঞ্চয়ের চেষ্টা  
যে করে, তাহার নাম ত্ৰ্যাহৈহিক আর আগামী  
কলা খাইবার জন্য যাহার কিছুমাত্র সঞ্চয় না  
থাকে সে অমন্তনিক।

অজিহামশঠাঃ শুদ্ধাঃ জীবদ্ভ্রাক্ষণজীবিকাম্  
যাচিহ্না গাথ সন্তোহন্নঃ পিতৃন দেবাংস্ত

তোষয়েৎ ॥

যাচয়েদ্বা শুচিং দাস্তং ন তু তুপ্যেৎ স্বয়ং ততঃ  
যন্ত দ্রব্যার্জনং কৃত্বা গৃহস্থান্তোষয়েন্ন তু ॥

দেবান্ পিতৃংস্ত বিধিনা শুনাং যোনিঃ

ব্রজত্যানৌ ॥ ১৯

ধৰ্ম্মশ্চাৰ্থশ্চ কামশ্চ শ্ৰেয়ো মোক্ষশ্চতুষ্টম্ ॥

ধৰ্ম্মাবিকল্পঃ কামঃ স্তাদ্ভ্রাক্ষণানান্ত নৈতরঃ ॥ ২০

যোহর্থো ধৰ্ম্মায় না ম্ভাৰ্থং সোহর্থো নার্বন্ত-

থেতরঃ ॥

তন্মাদর্গং সমাসাদ্য দদ্যাদৈ জুহুয়াদ্বিত্তঃ ॥ ২১

ইতি ত্রীকোশ্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-

বিদ্যায়াং দ্বিবিধগৃহস্থত্বিকথনং নাম

পৰ্কাবংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৫ ॥

হইবেন এবং পক্ষ ও অযনাস্তে যে সকল যজ্ঞ  
( অর্থাৎ দর্শ পৌর্ণমাসাদি যজ্ঞ ) করিতে হয়,  
তাঁহা করবেন। অল্পসম্ব প্রাকৃত জনেরা  
জীবিকার দায়ে মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, তোষামোদ,  
স্বগ্নানুখ্যাপন, প্রভুর অমুরূপ বেনাদিধারণ  
ইত্যাদি নানা অবৈধ কার্যে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু  
জীবিকার জন্য সেই লোকবৃন্তির অনুকরণ  
করবেন না। যাহা দত্ত ব্যাজাদি শূন্ত, সয়ল,  
যে জীবিকাগাথে কিছুমাত্র শঠতা বা বঞ্চনা  
করিতে হয় না, যাহা অতি বিত্তক অর্থাৎ  
যাহাতে পাপের সংস্পর্শদ্বারাও নাই—এইরূপ  
ব্রাহ্মণজীবিকা যজন-যাজনাদি দ্বারা গৃহস্থ  
ব্রাহ্মণ জীবন যাপন করিবেন। সাধুদিগের  
নিকট হইতে অল্প যাচঞা করিয়া দেবতা ও  
পিতৃদিগের তুষ্টি করিবে অথবা শুচি সন্ন্যাসী-  
দিগকে দান করিবে, কিন্তু স্বয়ং শুদ্ধারা পরি-  
তুষ্ট হইবে না। যে ব্যক্তি দ্রব্য উপার্জন  
করিয়া গৃহস্থ, দেবতা এবং পিতৃলোককে  
বিধিপূর্বক তুষ্ট না করে, সে কুকুরযোনি  
প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই  
চারিটই শ্রেয়স্বর। ব্রাহ্মণের ধর্ম্মের অবি-  
রোধী কাম অবলম্বনীয়, কিন্তু ধর্ম্মবিরুদ্ধ

ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

বাস উবাচ ।

অধাতঃ সস্ত্রাবক্যামি দানধর্মমুত্তমম্ ।  
ব্রহ্মণাভিহিতং পূরুষমীশং ব্রহ্মবাদিনাম ॥ ১  
অর্থানামুচিতং পাত্রে ব্রহ্মণা প্রতিপাদনম্ ।  
দানমিত্যভিনির্দিষ্টং ভুক্তি-মুক্তিকলপ্রদম্ ।  
যদদাতি বিশিষ্টেভ্যঃ শিষ্টেভ্যঃ শ্রদ্ধয়া যুতঃ ।  
তথৈ বিত্তমহং মন্ত্রে শেষং কস্তাপি রক্ষাৎ ॥ ৩  
নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং ত্রিবিধং দানমুচ্যতে  
চতুর্থং বিমলং প্রোক্তং সন্নদানোত্তমোত্তমম্ ।  
অহস্তহনি যৎকিঞ্চিদীয়তেহমুপকারিণে ।  
অহুদিষ্টা কলং তস্মাদব্রাহ্মণায় তু নিত্যকম্ ॥ ৫

কাম কখনই অবলম্বনীয় নহে। যে অর্থ কেবল ধর্মের নিমিত্ত সঞ্চিত—স্বাস্থ্যনির্মিত নহে, সেই অর্থই অর্থ; যে অর্থ নিজের জন্য সঞ্চিত,—ধর্মার্থ নহে, তাহা অর্থই নহে। অতএব যিহ অর্থ সঞ্চয় করিয়া সংপাতে দান করিবে ও যজ্ঞ করিবে। ১১—২১।

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায় ।

বাস কহিলেন,—পূর্বের স্বয়ং ব্রাহ্মা, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণকে যে অমুত্তম দানধর্ম বলিয়া ছিলেন, অনন্তর আমি তাহা বলিতেছি। ব্রহ্মপূর্বক সংপাত্রে অর্থের যে প্রতিপাদন, তাহাই ভুক্তি-মুক্তি-কলপ্রদ দান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ব্রহ্মাবিত হইয়া বিশিষ্ট শিষ্টদিগকে যাহা দান করা যায়, তাহাকেই আমি বিত্ত বলিয়া বিবেচনা করি; নতুবা দান না করিয়া যাহা রাখে, সে হন অস্ত্রয হন, তাহার নহে—সে রক্ষা করে যাত্র। দান প্রথমতঃ তিন প্রকার; নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য; আর চতুর্থ বিমল নামক দান; এই দান সকল দান অপেক্ষা অতিশয় উত্তম। উপকারীকে দত্তে—সাধারণ ব্রাহ্মণকে, কল

যৎ তু পাপোপশান্ত্যর্থং দীয়তে বিহ্বাৎ করে  
নৈমিত্তিকং হুদ্বিষ্টং দানং সন্তিঃস্তুতিতম্ ॥ ৬  
অপত্যবিজ্ঞৈষধর্ম্যস্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়ত ।  
দানং তৎ কাম্যামাখ্যাতমুযিতিধর্ম্যচিহ্নকৈঃ ॥ ৭  
যদৌষরপ্রাণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রদীয়তে ।  
তেতসা ধর্ম্যযুক্তেন দানং তদ্বিমলং শিবম্ ॥ ৮  
দানধর্ম্যং নিষেবেত পাত্রমাসাদ্য শক্তিঃ ।  
উৎপৎস্রতে হি তৎ পাত্রং যৎ তারয়তি সর্বতঃ  
কুটুম্বভক্তবসনাদেয়ং যদতিরিচ্যতে ।  
অন্তথা দৌষতে যদ্বি ন তদানং কলপ্রদম্ ॥ ১০  
শ্রোত্রিয়ায় কুলীনায় বিনোদায় তপস্বিনে ।  
ব্রতস্থায় দরিদ্রায় প্রদেয়ং ভক্তিপূর্বকম্ ॥ ১১  
যস্মৈ দদ্যামহৌ ভক্তা ব্রাহ্মণায়াহিতায় য়ে ।

উদ্দেশ্য না করিয়া, অহরহ যে কিছু দান করা হয়, তাহা নিত্যদান। পাপনাশার্থ পণ্ডিত-দিগের হস্তে সাধু ব্যক্তিগণ যে দানান্তান করিয়া থাকেন, তাহাকে নৈমিত্তিক দান বলা যায়। সন্তান, বিজয়, ঐশ্বর্য বা স্বর্গ প্রভৃতির জন্য যে দান, তাহাই ধর্ম্যচিহ্নক ঋষিগণ-কর্তৃক কাম্যদান বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। ধর্ম্যযুক্তচিত্তে বেদবিৎ ব্রাহ্মণগণকে ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত যে দান করা যায়, তাহাকে মজ্ঞ-জনক বিমলনামক দান বলে। সংপাত্র প্রাপ্ত হইলেই শক্ত্যনুসারে দানরূপ ধর্ম্যক সেবা করিবে। কারণ এইরূপ সর্বদা দান-লীল ব্যক্তির নিকটে কদাচিত্ একরূপ দানপাত্রও উপস্থিত হন,—যিনি তাঁহার দান গ্রহণ করিয়া দাতাকে সর্বপ্রকার পাপ হইতে নিস্তার করিতে সমর্থ। কুটুম্বাদির ভরণ-পোষণ করিয়া যাহা অতিরিক্ত থাকিবে, তাহাই দান করিবে; কুটুম্ব-ভরণ-পোষণ না করিয়া দান করিলে, সে দান কলপ্রদ হয় না। ১—১০। শ্রোত্রিয়, কুলীন, বিনোদ, তপস্বী, ব্রহ্মচারী ও দরিদ্র ইহাদিগকে ভক্তিপূর্বক দান করিবে। যে ব্যক্তি ভক্তিপূর্বক সার্বিক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করে সে সেই পরম স্থান প্রাপ্ত হয়—কে

স যাতি পরমং স্থানং যত্র গচ্ছা ন শোচতি ॥ ১২  
ইকান্তঃ সন্ততাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীম্ ।  
দদাতি বেদবিহুযে যঃ স ভূয়ো ন জায়তে ॥ ১৩  
গোচর্যমাত্রামপি বা যো ভূমিং সম্প্রযচ্ছতি ।  
ব্রাহ্মণায় দরিদ্রায় সৰ্বপাঠৈঃ প্রযুচ্যতে ॥ ১৪  
ভূমিদানং পরং দানং বিদ্যাতে নেহ কিঞ্চন ।  
অন্নদানং তেন তুলাং বিদ্যাদানং ততোহধিকম্  
যো ব্রাহ্মণায় শাস্ত্রায় শুচয়ে ধর্মশালিনে ।  
দদাতি বিদ্যাং বিধিনা ব্রহ্মলোকে মহৌষতঃ ॥  
দদ্যাদহরহস্তন্নং ব্রহ্মণা ব্রহ্মচারিণে ॥  
সৰ্বপাথবিনিস্কৃত্য ব্রহ্মণঃ স্থানমাশ্রুয়াৎ ॥ ১৭  
গৃহস্থায়ান্নদানেন কলং নাপ্নোতি মানবঃ ।  
আমমেবাস্ত দাতব্যং দদ্বাপ্নোতি পরাং গতিম্  
বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যন্ত ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা  
উপোষ্য বিধিনা শাস্ত্রান্ শুচীন প্রযতমানসঃ ।  
পূজয়িত্বা তিলৈঃ কৃষ্টৈর্মধুনা চ বিশেষতঃ ।

স্থানে গমন করিলে আর কোনও প্রকার  
শোকভগ্নী হইতে হয় না । যে ব্যক্তি ইক্ষু,  
যব ও গোধূমযুক্ত ভূমি বেদবদ্ ব্রাহ্মণকে  
দান করে, তাহার আর পুনর্জন্ম হয় না । যে  
ব্যক্তি গোচর্যপারমিত ভূমি দরিদ্র ব্রাহ্মণকে  
দান করে, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ।  
ভূমিদান হইতে শ্রেষ্ঠ দান আর পৃথিবীতে  
কিছুই নাই । অন্নদান ভূমিদানের তুলা বিস্ত  
বিদ্যাদান তাহা অপেক্ষাও অধিক ফলজনক ।  
যে ব্যক্তি শান্ত শুদ্ধাচারী ধার্মিক ব্রাহ্মণকে  
বিধিপূর্বক বিদ্যাদান করে, সে ব্রহ্মলোকে  
সম্মানিত হয় । যে ব্যক্তি ব্রহ্মপূর্বক প্রত্যহ  
ব্রহ্মচর্য্যকে অন্নদান করে, সে সৰ্বপাথবিনি-  
স্কৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে । গৃহ-  
স্থকে অন্নদান করিলে মনুষ্যগণ কলভাগী  
হয় না ; গৃহস্থকে দান করিতে হইলে আমন্ন  
(অর্থাৎ তণ্ডুল) দান করা উচিত ; তাহা  
করিলে দাতা অতি শ্রেষ্ঠগতি প্রাপ্ত হয় ।  
বৈশাখী পূর্ণিমায় উপবাসপূর্বক বিব্রাহ্ম-  
স্বকরণে শান্ত ও শুদ্ধাচারী সাতটি বা পঁচটি  
ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণতিল ও মধু দ্বারা বিধিপূর্বক

গচ্ছাদিভিঃ সমভ্যর্চ্য বাচয়িত্বা স্বয়ং বদেৎ ॥ ২০  
প্রীযতাং ধর্মরাজোতি যথা মানসি বর্ততে ।  
যাবজ্জীবং কৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্ততি ॥ ২১  
কৃষ্ণাজিনে তিলান্ কৃষ্ণা হিরণ্যং মধুসর্পবী ।  
দদাতি যন্ত বিপ্রায় সৰ্ব্বঃ তরতি দুষ্কৃতম্ ॥ ২২  
কৃতান্নমদকুষ্ঠকং বৈশাখ্যাক বিশেষতঃ ।  
নির্দগ্ধা ধর্মরাজায় বিপ্রোভ্যো যুচ্যতে ভয়াৎ ॥  
শুভ্রণতিলযুক্তৈস্ত ব্রাহ্মণান্ সপ্ত পঞ্চ বা ।  
তর্পণেচ্ছদপাত্রাণি ব্রহ্মগত্যাং বাপোহতি ॥ ২৪  
মাঘমাসে তমিস্রে তু দাদস্ত্যাং সমুপোষিতঃ ।  
শুক্লদ্রবধরঃ কৃষ্টৈস্তিলৈর্হুত্বা হতাননম্ ॥ ২৫  
প্রদদ্যাদ ব্রাহ্মণেভ্যস্ত তিলান এব সমাহিতঃ ।  
জন্মপ্রভৃতি যৎ পাপং সৰ্বং তরতি বৈ বিজঃ -  
অমাবাস্ত্যামনুপ্রাপ্য ব্রাহ্মণায় তপস্বিনে ।  
যৎকিঞ্চিদেবদেবেশং দদ্যাদ্বোদিশু শকরম্ ॥ ৭

পূজা করিয়া বিশেষরূপে গচ্ছাদি দ্বারা অর্চনা  
করিবে, পরে “হে ধর্মরাজ ! তোমার প্রীতি  
হউক” এই কথা সেই ব্রাহ্মণদিগকে বলাইবে  
ও স্বয়ং বলিবে । অথবা মনে অস্ত কোনও  
কামনা থাকিলে তাহাও বলাইবে ও স্বয়ং  
বলিবে । এইরূপ করিলে যাবজ্জীবনকৃত  
পাপ তৎক্ষণাৎ নাশ হয় । ১১—২১ । যে  
ব্যক্তি কৃষ্ণপারের চর্ম্মে হিরণ্য, তিল, মধু ও  
যুত এই সকল বস্তু ব্রাহ্মণকে দান করেন  
তিনি সকল পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন । বৈশাখ-  
মাসের পূর্ণিমায় কৃতান্ন ( পকান্ন—শকু ) ও  
জলপূর্ণ কুস্ত ধর্মরাজের উদ্দেশে ব্রাহ্মণদিগকে  
দান করিলে ভয় হইতে মুক্ত হয় । আর,  
সাতটি বা পঁচটি সৎপাত্র ব্রাহ্মণকে শুভ্রণযুক্ত  
তিলের সহিত জলদানদ্বারা তর্পণ করিলে  
( অর্থাৎ শুভ্রণ তিল ও জল দান করিলে ),  
ব্রহ্মহত্যাপাপ হইতে নিস্তার পায় । মাঘ  
মাসের কৃষ্ণা দ্বাদশীতে উপবাসপূর্বক শুক্লবস্ত্র  
পরিধান করিয়া অগ্নিতে কৃষ্ণতিল দ্বারা হোম  
করত সমাহিতচিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে তিল দান  
করিলে জন্মাবধিকৃত সমস্ত পাপ হইতে পরি-  
তাপ পায় । অমাবাস্ত্য তিথিতে “উমা সহিত

প্রীতমীষরঃ সোমো মণাদেবঃ সনাতনঃ ।  
 সপ্তজন্মকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্রুতি ॥ ২৮  
 কৃষ্ণচতুর্দশীং স্নাত্বা দেবং পিনাকিনম্ ।  
 আরাধয়েদ্ভিক্ষুর্থে ন তস্মাচ্চি পুনর্ভবঃ ॥ ২৯  
 কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষেণ ধর্ম্মিকায় বিজ্ঞাতয়ে ।  
 স্নাত্বাভ্যর্চ্য যথাস্থায়ং পাদপ্রক্ষালনানিতিঃ ॥ ৩০  
 প্রীতমীষঃ মে মহাদেবো দদ্যাৎস্ববাং স্বকীয়কম্  
 সর্বপাপবিনিমুক্তঃ প্রাপ্নোতি পরমাং গতিম্ ॥  
 দ্বিঃ কৃষ্ণচতুর্দশীং কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিশেষতঃ ।  
 অমাবান্ত্যস্ত বৈ ভক্তৈঃ পূজনীয়স্তিলোচনঃ ॥ ৩১  
 একাদশ্যাং নিরাগারো দ্বাদশ্যাং পূর্বষোত্তমম্ ।  
 অর্চয়েদ্ভ্রাক্ষণমুখে স গচ্ছেৎ পরমং পদম্ ॥ ৩২  
 এষা তিথির্বৈকবা স্নাত্বাদানী গুরুপক্ষকে ।  
 ভক্ত্যমারাধয়েদেবং প্রযত্নে জনার্দনম্ ॥ ৩৩  
 যৎকিঞ্চিদেবমীশানমুদ্ভিষ্টা ব্রহ্মণে শুচৌ ।

দীপ্তে বিকসে বাপি তদনন্তকলং স্মৃতম্ ॥ ৩৪  
 যো তি য়ং দেবতামিচ্ছেৎ সমারাধয়িতুং নরঃ ।  
 ব্রাহ্মণান্ পূজয়েদ্বিতান্ স তস্মাত্তোষেৎভূতঃ ॥  
 বিজ্ঞানং বপুর্গাহায় নিত্যং তিষ্ঠতি দেবতাঃ ।  
 পূজ্যন্তে ব্রাহ্মণালাভে প্রতিমাদিষপি কটিং ॥  
 তস্মাৎ সপ্তপ্রযত্নে ন ততৎকলমভীপুতিঃ ।  
 বিজ্ঞেয়ং দেবতা নিত্যং পূজনীয়া বিশেষতঃ ॥ ৩৫  
 বিদ্বত্কাব্যমঃ সততং পূজয়েৎ পুণ্ডরিকম্ ।  
 ব্রহ্মবর্চসকামস্ত ব্রাহ্মণং ব্রহ্মসামুখ্যকঃ ॥ ৩৬  
 আরোগ্যকামোহথ রবিং ধনকামো হস্তাশনম্ ।  
 কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিকামস্ত পূজয়েৎ বিনায়কম্ ॥ ৩৭  
 ভোগকামস্ত শশিনং বলকামঃ সমীরণম্ ।  
 মুমুক্শুঃ সর্বসংসারং প্রযত্নে নার্কয়েদ্রিম্ ॥ ৩৮  
 যন্ত যোগং তথা মোক্ষমিচ্ছেৎ তজ্জ্ঞানমৈশ্বরম্  
 সোহর্চয়েৎ বিক্রপাকং প্রযত্নে মতেশ্বরম্ ॥ ৩৯

ঈশ্বর সনাতন মণাদেব প্রীত হউন” এই বলিয়া  
 দেবদেবেশ মণাদেবের উদ্দেশে তপস্বী  
 ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু দান করা যায়, তদ্বারা  
 সপ্তজন্মকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়। যে  
 ব্যক্তি স্নান করিয়া কৃষ্ণচতুর্দশীতে মহাদেবের  
 আরাধনা-পূর্বক ব্রাহ্মণভোজন করায়, তাহার  
 পুনর্জন্ম হয় না। কৃষ্ণাষ্টমীতে স্নানপূর্বক  
 ধর্ম্মিক ব্রাহ্মণদিগকে যথাবিধি পাদপ্রক্ষাল-  
 নাদি দ্বারা বিশেষরূপে পূজা করিয়া “মণাদেব  
 আমার প্রতি প্রীত হউন” এই বলিয়া স্বকীয়  
 দ্রব্য দান করিবে। তাহা হইলে সকল পাপ  
 হইতে মুক্ত হইয়া পরম গতি প্রাপ্ত হয়।  
 ২২—৩১। কৃষ্ণ চতুর্দশী কৃষ্ণাষ্টমী ও অমা-  
 বস্ত্যাতে ভক্ত ব্রাহ্মণগণ বিশেষরূপে মহা-  
 দেবকে পূজা করিবে। একাদশীতে উপবাস  
 করিয়া দ্বাদশী তিথিতে পূর্বষোত্তম বিষ্ণুর  
 পূজাপূর্বক বিষ্ণুপ্ৰীতিকামনায় ব্রাহ্মণ ভোজন  
 করাইলে পরমগতি লাভ হয়। গুরুপক্ষীয়  
 এই দ্বাদশী তিথি বিষ্ণুস্বরূপ। অতএব  
 এই দ্বাদশীতে দেব জনার্দনকে অতি যত্ন-  
 পূর্বক পূজা করিবে। এই তিথিতে দেবাদি-  
 দেব স্নাত্বা দেবকে উদ্দেশ করিয়া বা বিষ্ণুকে

উদ্দেশ করিয়া শুদ্ধচারী ব্রাহ্মণকে যাহা কিছু  
 দান করা যায়, তাহাতে অনন্ত কল হয়, ইহা  
 ঋগিগণ কর্তৃক কথিত আছে। যে মানব  
 যে দেবতাকে আরাধনা করিতে ইচ্ছা করিবে,  
 সেই বিদ্বান, সেই দেবতার সন্তোষের জন্য  
 ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিবেন; কারণ ব্রাহ্মণ-  
 দিগের শরীরে সর্বদা দেবতাসকল বাস  
 করেন। ব্রাহ্মণের অলাভ হইলে কখনও  
 কখনও প্রতিমাদিতেও দেবতার পূজিত হইয়া  
 থাকেন। সেই হেতু দেবতাবিশেষে কল-  
 বিশেষের কামনা করিয়া প্রযত্নসহকারে  
 ব্রাহ্মণেই বিশেষ করিয়া দেবতাপূজা করিবে।  
 ঐশ্ব্যকামী সন্নদা ইন্দ্রকে পূজা করিবে।  
 ব্রহ্মবর্চসকামী ও ব্রহ্মপ্রাপ্তিচ্ছুক ব্রাহ্মকে  
 পূজা করিবেন। আরোগ্যকামী সূর্য্যপূজা  
 করিবেন। ধনকামী হস্তাশনকে -পূজা করি-  
 বেন। সর্বকর্ম্মসিদ্ধিকামী গণেশকে পূজা  
 করিবেন। ৩২—৪০। ভোগকামী শশীকে পূজা  
 করিবেন। বলকামী বায়ুকে পূজা করিবেন;  
 সর্বসংসারমুক্ত ব্যক্তি অতি যত্নপূর্বক হরিকে  
 পূজা করিবেন। যিনি যোগ, মোক্ষ বা ঈশ্বর  
 জ্ঞান ইচ্ছা করিবেন, তিনি স্নাত্বা ব্রহ্মপুত্রকে

যো বাহুতি মহাভোগান্ জ্ঞানান চ মহেশ্বরম্  
স পূজয়তি ভূতেশং কেশবক্যাপ ভোগিনম্ ।  
বারিদকৃৎপুমাংপ্রোতি ধনমক্ষয়মরুণঃ ।  
ভিলপ্রদঃ প্রজামিষ্টাং দীপদশচক্ৰভূতমম্ ॥ ৪৪  
ভূমিকঃ সৰ্বমাপ্রোতি দীর্ঘমায়ুঃকিরণদঃ ।  
গৃহদোহগ্র্যাপি বেষ্মানি রূপদো রূপমুত্তমম্ ।  
বাসোদশচক্রসালোকামধদো যানমুত্তমম্ ।  
অনভূদঃ শ্রিয়ং পুষ্ঠাং গোদো হস্তস্ত বিষ্টপম্ ॥  
যানশয্যা প্রদো ভার্গ্যমৈশ্বর্যমভয়প্রদঃ ।  
ধাত্তদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্ম শাশ্বতম্ ।  
ধাত্তান্তপি যথাশক্তি বিপ্রেষু প্রতিপাদয়েৎ ।  
বেদবিৎসু বিশিষ্টেষু শ্রেষ্ঠা স্বর্গং সমশ্রুতে ॥ ৪৮  
গবাং ঘাসপ্রদানেন সৰ্বপাটৈঃ প্রমুগ্যতে

বিক্রপাক মহাদেবকে পূজা করিবেন। যিনি  
মহাভোগসমূহ বা জ্ঞান ইচ্ছা করিবেন, তিনি  
ভূতেশ মহাদেব বা অনন্তরূপী কেশবকে  
পূজা করিবেন। জলদান করিলে ভূতলাভ  
হয়। অন্নদান করিলে অক্ষয় ধন লাভ হয়।  
ভিলদান করিলে মনোমত সন্তান-সন্ততি লাভ  
হয়। দীপদান করিলে উত্তম চক্ষু লাভ হয়,  
ভূমি দান করিলে ভূমি, অক্ষয় ধন, অতি-  
লবিত সন্তান, উত্তম চক্ষু ও আধিপত্য এই  
সমস্তই লাভ হয়। সূবর্ণদান করিলে দীর্ঘ  
পরমায়ু প্রাপ্ত হয়। গৃহদান করিলে উত্তম  
অট্টালিকা লাভ হয়। রৌপ্যদান করিলে  
উত্তম রূপ লাভ হয়। বস্তু দান করিলে চক্র-  
লোকে বাস করে। ঘোটক দান করিলে  
উত্তম যান (শিবিকা) লাভ করে। বগীবর্ষ  
দান করিলে, অতুল সম্পত্তি লাভ হয় এবং  
গাভীদান করিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয়।  
যানদান বা শয্যা দান করিলে মনোমত স্ত্রী  
লাভ হয়। ভীতকে অভয়দান করিলে অতুল  
ঐশ্বর্য হয়। ধাত্তদান করিলে চিরস্থায়ী সুখ  
লাভ হয়। বেদ প্রধান করিলে অবিদ্যার  
ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি শতাব্দীসারে  
কৈবল্য-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে ধাত্ত প্রদান করে,  
সে পুরুষলোকে স্বর্গভোগ করে। গো-কদিগকে

ইক্ষনানাং প্রদানেন দীপ্য গজায়তে নরঃ ॥ ৪৫  
কলমুলানি শাকানি ভোজ্যানি বিবিধানি চ ।  
প্রদদ্যাদ ব্রাহ্মণেভ্যস্ত মূল্য যুক্তঃ সদা ভবেৎ ॥  
ঔষধং স্নেহমাণারং রোগিণে রোগশাস্তয়ে ।  
দদানো রোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুর্বেদ চ ॥ ৫১  
অসিপত্রবনং তুর্গং ক্ষুরধারাসমধিতম্ ।  
তীত্রহাপঞ্চ তরতি চ্ছত্রোপানং প্রদো নরঃ ॥ ৫২  
যদ্যদষ্টতমং লোকে যচ্চাস্ত নহিতং গৃহে ।  
তত্তদৃগণবতে দেবঃ তদেবাক্ষয়মিচ্ছত ॥ ৫৩  
অয়নে বিষুবে চৈব গ্রহণে চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ ।  
সংক্রান্ত্যাদিষু কাতেষু দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥  
প্রয়াগাদিষু তীর্থেষু পুণ্যেষু যতনেষু চ ।  
দত্তা চাক্ষয়মাপ্রোতি নদীষু চ নদেষু চ ॥ ৫৫  
দানধর্ম্মাৎ পরো ধর্ম্মো ভূতানাং নেহ বিদ্যতে ।  
তস্মাদ্বিপ্রায় দাতব্যং শ্রোত্রিয়ায় বিজাতিভিঃ ॥

ঘাস প্রদান করিলে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত  
হয়। ইক্ষন প্রদান করিলে মনুষ্য দীপ্যায়  
হয় (অর্থাৎ পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি হয়)। কল,  
মূল, শাক ও বিবিধপ্রকার ভোজ্য জব্য যে  
ব্রাহ্মণদিগকে দিবে, সে সর্বদা হর্ষবৃত্ত  
হইবে। ৪১—৫০। যে ব্যক্তি রোগীর রোগ-  
শাস্তির নিমিত্ত ঔষধ, স্নেহজব্য ও আহার্য  
সামগ্রী দান করে, সে রোগরহিত হইয়া সুখ  
ও দীর্ঘ জীবন লাভ করে। যে ব্যক্তি চ্ছত্র  
ও চন্দ্রপাত্র দান করে, সে ক্ষুরধার-সমধিত  
অসি-পত্রবন-নামক নরক এবং তাহার তীত্র  
তাপ হইতে উত্তীর্ণ হয়। ইহ-সংসারে যাহা  
যাহা ইষ্টতম ও নিজ গৃহে যাহা অতি মনোরম  
অক্ষয়-পুণ্য-ইচ্ছুক ব্যক্তি সেই সকল বস্তু  
গণবান ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। অয়ন ও  
বিষুব-সংক্রান্তিতে, চন্দ্র-সূর্যের গ্রহণে এবং  
সংক্রান্ত্যাদিকালে দত্ত বস্তু অক্ষয়-কলজনক  
হয়। প্রয়াগাদি তীর্থে, দেবালয়ে ও নদ-  
নদীতে সংপাদে দান করিলে তাহা অক্ষয়-  
কলজনক হয়। দানধর্ম্ম হইতে স্নেহধন প্রাপী-  
দিগের আর কিছুই নাই; সেই হেতু  
বিজাতিগণ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণদিগকে দান করি-



অর্গ্যমুর্ভূতিকায়েন তথ পাপোপশান্তয়ে ।  
 মুমুক্শুণা চ দাতব্যং ব্রাহ্মণেভ্যস্তথাবহম্ ॥ ৫৭  
 মানন্ত যো যোহাদ্গোবিপ্রান্নুর্যেব চ ।  
 নিব'রয়তি পাপাত্মা তির্ধ্যগু'ষোনিং ব্রজেৎ  
 তু সঃ ॥  
 যন্ত দ্রব্যার্জনং কৃদ্বা নার্কধেদ্ব্রাহ্মণান নুরান  
 সধনমপমু'হ্যনং ব্রাহ্ম'বিপ্রতিবাসয়েৎ ॥ ৫৮  
 যন্ত ত্তিকবলোন্নামন্নাদ্যং ন প্রযচ্ছতি ।  
 অন্নমাণেবু বিশেষু (ক) ব্রহ্মহা স তু গর্হিতঃ ॥  
 তন্নান্ন প্রতিগৃহীয়ান্ন তৈব দেহক তন্ত্ব হি ।  
 অক'তিয়া বক'জ হ্রাৎ তং রাজা বিপ্রবাসয়েৎ ॥  
 বহনন্ত্যো দদাতীহ স্বব্রব্যং ব্রহ্মসাধনম্ ।  
 ন পু'ক্ষাত্যধিকঃ পাপী নরকে পগাতে নরঃ ॥ ৬০  
 দাধ্যাদ্বেবন্তো যে বিপ্রা বিদ্যা'বন্তো জিতেন্দ্রিয়া

সত্যসংযমসংযুক্তাভ্যন্তো দদ্যা'দ্বিজোক্তব্যঃ ॥  
 মুমুক্শমপি বিদ্বাসং ধার্মিকং ভোজয়েদ্বিজম্  
 ন তু মুখমবৃত্তং নশরাজবুশোভিতম্ ॥ ৬১  
 সন্নিকটমতিক্রম্য ধোজিয়ং বঃ প্রযচ্ছতি ।  
 স তেন কর্ণণা পাপী দহত্যাশ্রমং কুশম্ ॥ ৬২  
 যদি স্তাদধিকো বিপ্রঃ শীলবিদ্যা'দিতঃ শরম্ ।  
 তটৈশ্ব যত্নেন দাতব্যমতিক্রম্যাপি সন্নিসি ॥ ৬৩  
 যে হর্ষিতঃ প্রতিগৃহীতি দদাত্যর্জিতমেব বা ।  
 তাবুভৌ গচ্ছতঃ স্বর্গং নরকন্ত্ব বিপর্য'য়ে ॥ ৬৪  
 ন বার্থ্যপি প্রযচ্ছত নাস্তিকে হেতুকেহাপ চ ।  
 ন পাবণেযু সর্কেষু নাবেদবিদি ধর্মাবৎ ॥ ৬৫  
 অপূপক হিরণ্যক গামশং পৃথিবীং তলান্ ।  
 অবিদ্বান্ প্রতিগৃহীনো ভস্মীভবতি কাঠবৎ ॥  
 বিজ্ঞাতিত্যো ধনং লিপেৎ প্রশস্তেভ্যো  
 দ্বিজোক্তমঃ ।

বেন । অর্গ্য অর্ঘ ও ঐশ্বর্যকামী বা মুমুক্শ  
 ব্যক্তির অথবা পাপীর পাপক্ষয়ের নিমিত্ত  
 প্রত্যহ ব্রাহ্মণদিগকে দান করা বিধেয় । গোত্র,  
 বিপ্র, অগ্নি বা অন্ত দেবতাদিগকে দান করি-  
 বার সময়ে যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ তাহা  
 নিবারণ করে, সে পাপাত্মা জন্মান্তরে তির্ধ্যক-  
 ষোনি প্রাপ্ত হয় । যে ব্যক্তি দ্রব্য উপার্জন  
 করিয়া তদ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণকে অর্চনা  
 না করে, রাজা তাহার সর্বস্ব অপহরণ করিয়া  
 তাহাকে রাজ্য হইতে বর্হীকৃত করিবেন ।  
 ত্তিক উপস্থিত হইলে যে ব্যক্তি অন্নভাবে  
 অন্নমাণ বিপ্রদিগকে ( পাঠান্তরে—কুখা-  
 পীড়িত যে জাতিই হউক, ভাণ্ডাদিগকে ),  
 অন্নাদি দান না করে, সেই ব্যক্তি নিন্দিত  
 ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হয় । ৫১—৬০ ।  
 এইরূপ ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ করিবে না ও  
 ইহাকে দানও করিবে না । রাজা এই  
 ব্যক্তিকে দ্বিহিত করিয়া দিয়া রাজ্য হইতে  
 নিষ্কাশিত করিবেন । যে ব্যক্তি ব্রহ্মসাধন  
 য়ীয় দ্রব্য অসাধু ব্যক্তিকে দান করে, সে  
 ব্যক্তি পূর্বেক্ত ব্যক্তি হইতেও অধিক পাপী

হয় ও পরলোকে নরক প্রাপ্ত হয় । যে  
 দ্বিজোক্তমগণ! যে সকল ব্রাহ্মণ বেদাধ্যায়ী,  
 বিদ্বান্, জিতেন্দ্রিয়, সহ্যনিষ্ঠ ও সংযম-পরায়ণ  
 ভাণ্ডাদিগকেই দান করিবে । বিদ্বান্ ধার্মিক  
 ব্রাহ্মণ উত্তমরূপে ভোজন করিলেও ভাণ্ডা-  
 কেই ভোজন করাইবে । অধার্মিক মুখ  
 নশরাজ উপবাসী থাকিলেও কখনই ভাণ্ডাকে  
 ভোজন করাইবে না । যে ব্যক্তি সন্নিকট  
 ধোজিয়কে অতিক্রম করিয়া অন্ত ব্রাহ্মণকে  
 দান করে, সেই পাপী সেই পাপে বংশের  
 সপ্তম পুরুষ পর্যন্ত দগ্ধ করে । পুরহ ব্রাহ্মণ  
 যদি বিদ্যা-শীলাদিতে অধিক হয়, তাহা হইলে  
 সন্নিকট ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়াও  
 ইহাকেই যত্নপূর্বক দান করিবে । যে আর্চক  
 বস্ত্র দান করে বা যে অর্চক বস্ত্র প্রতিগ্রহ  
 করে, উভয়েই স্বর্গে গমন করে । ইহার  
 বিপরীত হইলে, উভয়েই নর-গামী হয় ।  
 নাস্তিক, হেতুক, ( অসৎ তর্কিক ), পাবক  
 ও বেদজ্ঞানবর্জিত ব্যক্তিকে জল পর্যন্ত  
 দান করিবে না । হিরণ্য, অপূপ, গোত্র,  
 অগ্নি, কুমি ও তিল এই সকল বস্ত্র অবিদ্বান্  
 ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিলে, সে কাঠের স্থায়

(ক) 'সবে'ব'তি কচিৎ পাঠঃ ।

অপি রাজভবৈস্তাতাং ন তু শূন্যং কথকন ।  
 বৃত্তিগচ্ছোচমবিচ্ছেদেহেত ধনবিস্তরম্ ।  
 ধনলোভপ্রসক্তস্ত ব্রাহ্মণ্যাদেব হীদ্রতে ॥ ৭১  
 বেদানধীতা সকলান যজ্ঞং চাবাপ্য সৰ্ব্বশঃ ।  
 ন তাং গতিমবাপ্নোতি সঙ্কোচাদ্যামবাশুয়াং ।  
 প্রতিগ্রহকর্মে স্তাদ্যাদ্যার্থস্ত ধনং হরেৎ ।  
 স্থিত্যর্থাদধিকং গৃহ্নত্ব ব্রাহ্মণো যাত্যধোগতিম্  
 যন্ত যাচনকো নিত্যং ন স স্বর্গস্ত তাজনম্ ।  
 উচ্ছেদয়তি ভূতানি যথা চৌরস্তথৈব সঃ ॥ ৭৪  
 গৃহ্নত্ব ভূত্যাং স্বেচ্ছাচ্ছীর্ষন্নর্চিষ্যান দেবতাতিথীন  
 সৰ্ব্বতঃ প্রোতগৃহীয়ান্ন তু তপোং স্বয়ং ততঃ ॥ ৭৫  
 এবং গৃহস্থো বৃদ্ধাশ্চ দেবতাতিথিপূজকঃ ।  
 বর্তমানঃ সংযতাস্থা যতি তৎ পরমং পদম্ ॥ ৭৬

ভস্মীভূত হয় । বিজ্ঞোত্তম প্রশস্ত-ব্রাহ্মণ  
 হইতেই প্রতিগ্রহ ইচ্ছা করিবেন । অভাবে  
 ক্ষত্রিয় বৈশ্য হইতেও প্রতিগ্রহ করিতে পারা  
 যায়, কিন্তু শূদ্র হইতে যে কোন প্রকারেই  
 প্রতিগ্রহ করিতে পারিবে না । ৬১—৭০ ।  
 ব্রাহ্মণ বৃত্তির সঙ্কোচ ইচ্ছা করিলে, ধনের  
 বিস্তার ইচ্ছা করিবে না । যেহেতু ধনলোভী  
 ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ্য হইতে হীন হয় । সমস্ত বেদ  
 অধ্যয়ন করিয়া ও সমস্ত যজ্ঞ করিয়াও ধন-  
 সঙ্কোচকারীর মত গতি প্রাপ্ত হইতে পারে  
 না । প্রতিগ্রহে অতিশয় আসক্ত হইবে না,  
 কেবল জীবিকানির্বাহের উপযোগী ধন  
 আহরণ করিবে । জীবনযাত্রা নিৰ্ব্বাহের  
 উপযোগী ধন অপেক্ষা অধিক গ্রহণ করিলে  
 ব্রাহ্মণ অধোগতি প্রাপ্ত হন । যে সৰ্ব্বদা  
 বাচ্ছা করে, সে স্বর্গের উপযুক্ত পাত্র ত  
 নহেই, প্রত্যুত সে গৃহস্থাদিগের নিত্য  
 উচ্ছেদনকারী চোরের তুল্য । গুরু ও  
 ভূতাদির ভরণপোষণ বা দেবতা-অতিথির  
 অর্চনার জন্ত সকল বর্ণের নিকট হইতেই  
 প্রতিগ্রহ ক্রিতে পারেন, কিন্তু এই প্রতি-  
 গৃহীত বস্তু দ্বারা স্বয়ং ভুগ্ন হইতে পারিবেন  
 না । দেবতা ও অতিথির পূজক সংযতাস্থা  
 গৃহস্থ এই প্রকারে থাকিলে পরম পদ প্রাপ্ত

পুত্রে নিধায় বা সৰ্ব্বং গন্ত্ব রণাস্ত তদ্বিৎ ।  
 একাকী বিবেচনিত্যমুদাসীনঃ সমাহিতঃ ॥ ৭৭  
 এষ বঃ কথিতো ধর্মো গৃহস্থানাং বিজ্ঞোত্তমঃ  
 জ্ঞাত্বা তু ভিত্তৈর্নিত্যং তথাভূতাপয়েদ্ধিজন ॥ ৭৮  
 ইতি দেবমনাদিঃ সমবলীনাং  
 গৃহস্থধর্মোপ সমর্চয়েদজ্ঞশ্রম ।  
 সমতীত্য সর্বভূতযোনিং  
 প্রকৃতিং পরং ন যতি জন্ম ॥ ৭৯  
 ইতি শ্রীকৌশ্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-  
 বিদ্যায়াম্ দানধর্ম্য দিকথনং নাম  
 ষড়্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ২৬ ॥

### সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ ।

এবং গৃহস্থশ্রমে স্থিত্বা দ্বিতীয় ভাগদ্বায়ুসঃ ।  
 বানপ্রস্থাজ্ঞমঃ গচ্ছেৎ সদারঃ সান্নিধ্যেব বা ॥ ১

হয় । অথবা পুত্রের উপর সমস্ত বিত্তাদি সম-  
 র্পণপূর্বক তদ্বিদ্ ব্যক্তি অরণ্যে গমন করিয়া  
 উদাসীন ও সমাহিত হইয়া একাকী বিচরণ  
 করিবে । হে বিজ্ঞে স্তমগণ ! আপনাদিগকে  
 এই সকল গৃহস্থধর্ম্য বলিলাম । এই সকল  
 জানিয়া এইমত চলিবেন ও ব্রাহ্মণ সকলকে  
 এইরূপ অজ্ঞান করাইবেন । যে ব্যক্তি  
 অনাদিদেব অর্চনায় মনোনিবেশ করে, গৃহ-ধর্ম্মাঙ্ক-  
 সারে নিরন্তর অর্চনা করে, সে ব্যক্তি সমস্ত  
 ভূতযোনি প্রকৃটিকে অতিক্রম করে, তাহার  
 আর পুনর্জন্ম হয় না । ৭১—৭৯ ।

ষড়্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

### সপ্তবিংশ অধ্যায়ঃ

ব্যাস কহিলেন,—এই প্রকার গৃহস্থশ্রমে  
 অবস্থানপূর্বক আয়ুঃ দ্বিতীয় ভাগ অতি-  
 বাহিত করিয়া অগ্নি ও তর্পণের সহিত বান-

নিকিপ্য ভাৰ্ঘ্যং পুত্ৰবু গচ্ছেনমথাপি বা ।  
দৃষ্ট্বাপত্যস্ত চাপত্যং জর্জরীকৃতবিগ্রহঃ ॥ ২  
গুরুপক্ষস্ত পূৰ্বাহ্নে প্রশস্তে চোত্তরায়ণে ।  
গাহারণ্যং নিয়মবাঃস্তপঃ কুৰ্ঘ্যং সমাহিতঃ ॥ ৩  
কলমূলানি পুত্ৰানি নিত্যমাচাৰ্যমাহরেৎ ।  
যতাহারো ভবেৎ তেন পূজয়েৎ পিতৃদেবতাঃ  
পূজয়েদতিথীন নিত্যং স্নাত্বা চাত্যর্চ যৎ সুরান  
গৃহানাগত্য চান্নোয়াদষ্টৌ গ্রাসান সমাহিতঃ ॥ ৫  
জটাং বৈ বিভূষান্নিত্যং নথরোমাণি নোৎসৃজেৎ  
স্বাধ্যায়ং সৰ্বদা কুৰ্য্য স্নিগ্ধচ্ছেদ্যচমত্ততঃ ॥ ৬  
অগ্নিগোত্রক জুহ্বাৎ পঞ্চ যজ্ঞান সমাচরেৎ ।  
মুক্তগ্নৈর্বিবিধৈর্বৈষ্ণুঃ শাকমূলকলেন চ ॥ ৭  
চৌবাসা ভবেন্নিত্যং স্নানং ত্রিষবণং শুচিঃ ।  
সৰ্বভূতানুকম্পৌ স্নাত্ব প্রতিগ্রহং ববর্জিতঃ ॥ ৮  
সদৰ্শপোর্ণমাসেন যজ্ঞেভ্য নিয়তং বিজঃ ।

প্রহাশ্রমে গমন করিবে । অথবা শরীর  
জরাক্রান্ত হইলে, পুত্রের কাছে ভাৰ্ঘ্যাকে  
অৰ্পণ করিয়া বনে গমন করিবে । উত্তরায়ণের  
গুরুপক্ষীয় প্রশস্ত দিনের পূৰ্বাহ্নে বনে গমন  
করিয়া নিয়মান্ন ব্যক্তি স্নানাহুতান্তে তপস্তা  
করিলে । প্রত্যহ অহারের নিমিত্ত পবিত্র  
কলমূল আহরণ করবে এবং সংযতাহারী  
হইবে ও কল-মূলদ্বারা দেবতা ও পিতৃলোকের  
অৰ্চনা করিবে । স্নান করিয়া প্রত্যহ দেবতা-  
দিগের পূজা করিবে ও অতিথিদিগের পূজা  
করিবে । অনন্তর গৃহে (কুটীরে) গমন  
করিয়া সমাহিতাচ্যন্তে অষ্টগ্রাস মাত্র ভক্ষণ  
করিবে । সৰ্বদা জটা ধারণ করিবে ; নথ  
ও গোম সকল ছেদন করিবে না ; সৰ্বদা  
বেদাধ্যয়ন করিবে এবং অস্ত্রের সহিত  
বাক্যলাপ করিবে না । মুনিদিগের ভক্ষণীয়  
বিবিধ বস্ত্র বস্ত্র শাক, মূল বা কল দ্বারা  
অগ্নিহোত্র ও পঞ্চ যজ্ঞ করিবে । সৰ্বদা  
কল পরিধান করিবে । ত্রিসন্ধ্য স্নান  
করিবে, সৰ্ব প্রাণীতে দয়াবান হইবে ।  
কাহারও নিকট প্রহিণ্ড করিবে না । নিমিত্ত

অকেহাগ্রায়ণে চৈব চাতুৰ্ম্মাসানি চাহরেৎ ॥ ৯  
উত্তরায়ণক ক্রমশো দক্ষিণায়নমেব চ ।  
বাসন্তৈঃ শারদৈর্মৈধ্যৈর্মুক্তগ্নৈঃ স্বয়মাহুতৈঃ ॥ ১০  
পুরোডাশাংচক্রংচৈব বিধিবিক্রিপেৎ পৃথক্ ।  
দেবতাভ্যশ্চ তক্ষুহা বস্ত্রং মেধ্যতরং হবিঃ ॥ ১১  
শেষং সমুপভূজ্যত লবণঞ্চ স্বয়ং কৃতম্ ।  
বর্জয়েন্মধু-মাংসানি ভৌমানি কবকানি চ ॥ ১২  
ভূত্বণং শিষ্টকর্কৈব শ্লেষ্মাতককলানি চ ।  
ন কালকৃষ্টমশ্মীয়াহুৎসৃষ্টমপি কেনচিৎ ॥ ১৩  
ন গ্রামজাতঃস্তার্ভেঃপি পুষ্পাণি চ কলানি চ ।  
প্রাণেনৈব বিধিনা বহিঃ পরিচরেৎ সদা ॥ ১৪  
ন ক্রোহং সৰ্বভূতানি নির্বন্দ্যে নির্ভয়ো ভবেৎ  
ন নক্তং কিঞ্চিদশ্মীয়াজাতৌ ধ্যানপরো ভবেৎ ॥  
জিতেন্দ্রিয়ো জিতক্রোধস্তত্ত্বজানবিচিন্তকঃ ।  
ব্রহ্মচারী ভবেন্নিত্যং ন পত্নীমপি সংগ্রয়েৎ ॥ ১৫

দর্শ ও পোর্ণমাস যাগ করিবে ; নক্ষত্র যাগ,  
নবশস্ত্রি ও চাতুৰ্ম্মাস যাগ করিবে । বসন্ত  
ও শরৎকালসম্বৃত নীবারাদি স্বয়ং আহরণ  
করিয়া বিধানানুসারে উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন  
যাগ সম্পাদন করিবে । ১—১০ । উক্ত  
নীবারাদি দ্বারা পুরোডাশ ও চক্র পৃথক  
পৃথক রূপে প্রস্তুত করিবে এবং উহা পিতৃগণ  
ও দেবতাদিগকে নিবেদন করিয়া স্বয়ং  
ভোজন করিবে, যেহেতু উহাই পবিত্র বস্ত্র  
হবিঃ । আপনি স্বয়ং লবণ প্রস্তুত করিয়া  
ভোজন করিবে । মধু, মাংস, ভূমি-জাত  
ছত্রাক, ভূত্বণ (মালবদেশীয় শাকবিশেষ)  
ও শ্লেষ্মাতক কল (চালতা) বর্জন করিবে ।  
কালকৃষ্ট ভূমিতে উৎপন্ন শস্তাদি ও কাহারও  
উৎসৃষ্ট পদার্থ ভক্ষণ করিবে না । কৃষা-  
প্রসীড়িত হইলেও গ্রামজাত পুষ্প বা কল  
ভক্ষণ করিবে না এবং প্রাণ-বিধি অনুসারে  
সৰ্বদা অগ্নির পরিচর্যা করিবে । প্রাণি-  
সকলের দ্রোহ করিবে না, সৰ্বদা বিবাদশূন্য  
ও নির্ভয় হইবে । রাজিতে কিছুই ভোজন  
করিবে না, রাজকালে কেবল ধ্যানহংসর  
হইবে । সৰ্বদা জিতেন্দ্রিয় ও জিতক্রোধ

বস্ত্র পত্ন্যা বনং গম্ভা মৈথুনং কামচন্দ্রেৎ ।  
তদ্ব্রতং তস্ত নৃপোহ প্রাশস্তীয়েতে বিজঃ ॥  
তত্ত্ব যো জাহতে গৰ্ভো ন সংসৃজ্যে

বিজাতিতিঃ ।

ন চ বেদেহধিকারোহস্ত তদ্বশেহপোবমেত্বি  
অথঃ শবীঃ নিমিত্তং সাবিজীজপতৎপরঃ ।  
শরণ্যং সৰ্বভূতানাং সংবিভাগরতঃ সদা ॥১১  
পরিবাদং মৃষাবাদং নিজাঙ্গতং বিবৰ্জ্যত্নেৎ ।  
একান্তিরনিকেষতঃ স্ত ২ প্রোক্ষিতাঃ

ভূমিমাশ্রয়েৎ ॥ ২০

মুগৈঃ সহ চরেহাসং তৈঃ সইহে চ সংবশেৎ ।  
শিলায়াঃ বা শৰ্করায়াঃ শবীত্ব সুসমাহিতঃ ॥২১  
সদ্যঃপ্রক্ষালকো বা স্ত্রায়াসমঞ্চয়িকোহপি বা ।  
যথাসনিচয়ো বা স্ত্রাৎ সমানিচয় এত চ ॥ ২২  
তাজ্জেনাশ্বযুজে মাদি যুক্তরং পূৰ্বসংকিতম্ ।  
জীর্ণাণি চৈব বাসাসি শাক-মূল ফলানি চ ॥২৩

হইবে, তত্ত্বজানী হইয়া ব্রহ্মচারীর ধর্ম প্রা-  
পালন করিবে ও পত্নীর সহিত সহবাস  
করিবে না। যে ব্যক্তি বনে গমন করত  
কামাতুর হইয়া পত্নীতে উপগত হয়, তাহার  
সেই ব্রত নষ্ট হয় ও সেই আশ্রম প্রাশস্তিও  
জানিবে। বানপ্রস্থাত্ম্যে উৎপাদিত সন্তানের  
সহিত আলাপাদি করিবে না, আর সেই বা-  
কের ও সেই বালক বংশীয়দিগের বেদপাঠে  
অধিকার থাকিবে না। নিমিত্ত ভূমিতে শয়ন  
করিবে, সাবিজীজপ-পরায়ণ হইবে, সমস্ত  
প্রাণিকে রক্ষা করিতে চেষ্টাবান হইবে ও  
সর্বদা সংবিভাগরত হইবে। পরিবাদ, মিথ্যা-  
বাক্য, নিজা ও আলস্ত পরিত্যাগ করিবে।  
একান্তি হইবে। অনিকেত (গৃহশূন্য) হইবে।  
প্রোক্ষিত ভূমিকে আশ্রয় করিবে। ১১—২০।  
মুগের সহিত বিচরণ করিবে, মুগের সহিত  
নিদ্রা বাইবে, শিলা বা কাঁকরে সমাহিতচিত্তে  
শয়ন করিবে। একাহমাত্র নির্বাহের উপযুক্ত  
ফলাদি বা এক মাসের ব্যয়োপযুক্ত ফলাদি  
কিংবা ছয় মাসের, বা এক বৎসরের উপযুক্ত  
নীবারাদি অন্ন সংগ্রহ করিবে। পূর্বসংকিত

দন্তোদুখলিকো বা স্ত্রাৎ কাপে, ভীংবৃন্তিমাশ্রয়েৎ  
অশ্বকুটো ভবেদ্যপি কালপকভুগেব চ ॥ ২৪  
নক্তকালঃ সমশ্রীয়াদিব চাহত্যা শক্তিঃ ।  
চতুর্থকালিকো বা স্ত্রাৎ স্ত্রায়া চাষ্টমকালিকঃ ॥২৫  
চাত্রায়ণবিধানৈর্বা শুক্রে কৃকে চ বর্তয়েৎ ।  
পক্ষে পক্ষে সমশ্রীয়াদ্যগাণ্ডঃ কথিতাঃ সত্ত্বৎ ॥  
পুষ্পমূল-কলৈর্বাপি কেবলৈববর্তয়েৎ সদা ।  
স্বাভাবিকৈঃ স্বয়ংশীর্ণৈর্বেখানসমতে স্থিতঃ ॥ ২৬  
ভূমৌ বা পরিবর্তেত তিষ্ঠেদ্য প্রপদৈর্দীনম্ ।  
স্থানাসনাভ্যাং বিহরেন্ন কচিৎকৈর্যামুৎসজেৎ ॥২৮  
গ্রীষ্মে পঞ্চতপাত্ত্বমর্ষ্যাস্ত্রাবকাশকঃ ।

উদ্বর্তিত নীবারাদি অন্ন, জীর্ণ বস্ত্র ও শাক-  
ফলমূলাদি সমুদায়ই আশ্রিন মাসে পরিত্যাগ  
করিবে। দন্তকেই উদুখল-মুখল করিয়া আহার  
করিবে (কৈ চ স্বাত্তাদি চিনাইয়া ভূষাদি-  
রহিত করত খাইবে), কপোত্রাস্ত (খুঁটিয়া  
খাওয়া) অবলম্বন করিবে কিংবা পাষণ  
দ্বারা চূর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিবে। যথাকাল-  
পরপক বস্ত্র ভক্ষণ করবে। শস্ত্রাশ্রাস্তে  
দিবাভাগে অন্ন আহার করিয়া, সায়াহ্নে  
ভোজন করিবে। অথবা একদিন উপবাস  
করিয়া দ্বিতীয় দিন রাত্রিতে ভোজন করিবে  
অথবা তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিন  
রাত্রিতে ভোজন করিবে। শুক্রে-কৃকেভ্যে  
চাত্রায়ণ ব্রতদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে  
অথবা পূর্ণিমা-অমা-স্ত্রা-দিনে সিদ্ধ স্বাগ্ণ  
আহার করিবে। অথবা স্বয়ংপতিত স্বাভা-  
বিক ফল-মূল-পুষ্পাদি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ  
করিবে; ইগাই বানপ্রস্থমতে থাকি জানিবে।  
কেবল ভূমিতে শয়ন করিয়া থাকিবে অথবা  
(কিঞ্চ কেবল নিয়মিত স্থানে ও আসনে এক  
বার উশ্মিত হইবে, একবার পর্যটন করিবে),  
পাদাঙ্গে দণ্ডাংমান হইয়া দিনযাপন করিবে,  
কিছুকাল উশ্মিত ও কিছুকাল উপবিষ্ট  
থাকিবে, (নিমিত্ত পর্যটন করিবে না) এবং  
কোন সময়েই বৈধা ত্যাগ করিবে না।  
গ্রীষ্মকালে পঞ্চতপা হইবে, বর্ষাকালে বৃষ্টি-

আর্জিবাসাত্ত্বং হেমন্তে ক্রমশো বর্জয়ন্তঃ ॥২৯  
উপশ্রুত জীবনং পিতৃদেবাংশ্চ তর্পয়েৎ ।  
একপাশেন তিষ্ঠেত মরীচান বা পিবেৎ তপা ॥  
পঞ্চাশির্মুখো বা স্তাহুশ্বপঃ সোমপোহথবা ।  
পরঃ পিবেচ্চুক্রপক্ষে কৃষ্ণপক্ষে চ গোময়ম্ ॥ ৩১  
শীর্ণপাশনো বা স্তাৎ কুচ্ছৈব বর্জয়েৎ সদা ।  
যোগাত্যাসরতশ্চৈব ক্রদ্রাধ্যায়ী ভবেৎ সদা ।  
অথর্কশিঃসোহধ্যোতা বেদান্তাত্যাসতৎপরঃ ॥  
যমান সেবেত সততং নিয়মাংশ্চাপ্যতস্ত্রিতঃ ।  
কৃষ্ণজিনী সোস্তরীযঃ শুক্রযজ্ঞোপবীতবান ॥ ৩৩  
অথ চারীন্ সমারোপ্য স্বান্নানি ধ্যানতৎপরঃ ।  
অনগ্নিরনিকেতঃ স্তান্নানির্দোকপরো ভবেৎ ॥৩৪  
ভাপসেধেব বিশেষু যাত্রিকং তৈত্বেকমাহরেৎ ।  
গৃহমোধিষু চাত্রেষু দ্বিজেষু বনবাসিসু ॥ ৩৫

যারায় দণ্ডায়মান হইবে, হেমন্তকালে অর্জবান পরিধান করিবে; এইরূপে ক্রমে ক্রমে উপশ্রুত রুক্মি করিবে। ত্রিসঙ্খ্যায়ান করিবে, পিতৃ ও দেবতাদিগের তর্পণ করিবে, একপাশে দণ্ডায়মান থাকিবে এবং সর্বদা ক্রিয়মান ভূকণ করিবে। অথবা পঞ্চাশি হইয়া উষ্ণম পান করিবে, উপায়ী হইবে, সোমপান করিবে, শুক্রপক্ষে শুক্র পান করিবে ও কৃষ্ণপক্ষে গোময় ভূকণ করিবে। গালত পত্র সকল ভূকণ করিবে; অথবা সর্বদা প্রাজাপত্যাদি ত্রিত করিবে; যোগাত্যাস করিবে, ক্রদ্রাধ্যায় পাঠ করিবে, অথর্কবেদেয় শিরোভাগ অধ্যয়ন করিবে এবং বেদান্তাত্যাসপরায়ণ হইবে। সর্বদা সংবমী হইবে, অতন্ত্রিত হইয়া নিয়ম সকল অবলম্বন করিবে। উত্তরীয় ও কৃষ্ণমুগচর্ম্মধারী হইবে এবং শুক্রযজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে। আত্মাতে অগ্নি-আরোপণ করিয়া ধ্যানতৎপর হইবে এবং মৌনব্রতাবলম্বনপূর্ব্বক অগ্নিশূক ও অনিশ্চিত-গুহীয়া মোক্ষতৎপর হইবে। কল-মূলের অভাবে তপস্বী ব্রাহ্মণদিগেব নিকট হইতে প্রাণধারণের উপযুক্ত ভিক্ষা আহরণ করিবে। যদি তথায় তাদৃশ ব্রাহ্মণ না থাকেন, তাহা

প্রাণাদাহৃত্য চারীয়াবস্তৌ প্রাসান বনে বসন্ ।  
প্রতিগৃহ পুটেতৈব পানিমা করকেণ বা ॥ ৩৬  
বিবিধাশ্চোপনিষদ আত্মসংশোধয়ে জনৈঃ ।  
বিদ্যাবিশেষান সাবজীঃ ক্রদ্রাধ্যায়ঃ তথৈব চ  
মহাপ্রজ্ঞানিকং বাসৌ কুর্ধ্যাদনশনন্ত বা ।  
অগ্নিপ্রবেশমন্তব্য ব্রহ্মার্চণবিধৌ স্থিতঃ ॥ ৩৮  
ইতি ত্রীকোশ্রে মহাপুরাণে উপনিষাদাগে ব্রহ্ম-  
বিদ্যায়াং বানপ্রস্থঃপ্রথমশ্লো নাম  
সম্ভাবিশোধনধ্যায়ঃ ॥ ২৭ ॥

### অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ

ব্যাস উবাচ ।

এবং বনপ্রস্থে স্থিত্ব তৃতীয় ভাগমায়ুষঃ ।  
চতুর্থমায়ুষো ভাগং সম্যাসেন নয়েৎ ক্রমাৎ ॥  
অগ্নীনাশ্বান সংস্থাপ্য দ্বিজঃ প্রততিষ্ঠো ভবেৎ  
যোগাত্যাসরতঃ শাস্তো ব্রহ্মবিদ্যাপরায়ণঃ ॥ ২

হইলে অস্তান্ত বনবাসী গৃহস্থ দ্বিজাতির নিকট হইতেও ভিক্ষা গ্রহণ করিবে। এইরূপ ভিক্ষার অসম্ভবে গ্রাম হইতে পত্রপুটে, শরা-বাধিযুগে বা হস্তেই ভিক্ষা আহরণ করিয়া বনে বাস করত অষ্টপ্রাস মাত্র ভোজন করিবে। আত্মসংশোধনের জন্ত বিবিধ উপ-নিষৎ পাঠ করিবে এবং বিশেষ নিদ্রা, সাবজী ও ক্রদ্রাধ্যায় পাঠ করিবে। অনন্তর ব্রহ্মার্চণবিধিতে অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মদয় হইয়া অনশন-ব্রত কিংবা অগ্নিপ্রবেশরূপ মহাপ্রজ্ঞানিক বার্ষ্য (মৃত্যুর উপায়) অবলম্বন করিবে। ২১—৩৮ ।

সম্ভাবিশোধন অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

### অষ্টাবিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—এই প্রকার বানপ্রস্থা-শ্রমে থাকিয়া আয়ুর তৃতীয় ভাগ অতিবাহিত করত আয়ুর চতুর্থ ভাগে সম্যাসপূর্ণ অবলম্বন করিবে। শাস্ত, যোগাত্যাসরত, ব্রহ্মবিদ্যা-

যদা মনসি সঞ্জাতং বৈতৃষ্ণং সর্ববন্ধবৃ ।  
 তদা সন্ন্যাসমিচ্ছন্তি পতিতঃ স্ত্রাষিপৰ্য্যয়ে ॥ ৩  
 প্রাজাপত্যং নিকপ্যেষ্টিমাগ্নেয়ীমথবা পুনঃ ।  
 দাত্তঃ পকঃ কষায়োহসৌ ব্রহ্মাশ্রমমুপাশ্রয়েৎ ॥  
 জ্ঞানসন্ন্যাসিনঃ কেচিৎবেদসন্ন্যাসিনঃ পরে ।  
 কৰ্ম্মসন্ন্যাসিনস্তে ত্রিবিধাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥ ৫  
 যঃ সৰ্ব্বশুদ্ধিমিশ্রুক্তো মিধ্বশ্চৈব নির্ভয়ঃ ।  
 প্রোচ্যতে জ্ঞানসন্ন্যাসী স্বাস্ত্রস্তেব ব্যবস্থিতঃ ॥  
 বেদমেবাত্ম্যসেন্ৰিত্যং নির্ধন্যো নিম্পরিগ্রহঃ ।  
 প্রোচ্যতে বেদসন্ন্যাসী মুমুকুর্বিজ্ঞিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ৭  
 যদ্বরীনাশ্রয়াং কৃতা ব্রহ্মার্চনপরো দ্বিভঃ ।  
 স জ্ঞেয়ঃ কৰ্ম্মসন্ন্যাসী মহাযজ্ঞপরায়ণঃ ॥ ৮  
 জ্ঞাপ্যামপি চৈতেষাং যোগী অভ্যাথিকো মতঃ ।  
 ন তস্ত বিদ্যাতে কার্যং ন জিৎং বা বিপশ্চিতঃ  
 নির্ভ্রমো নির্ভয়ঃ শান্তো নির্ধন্যো নিম্পরিগ্রহঃ ।  
 জীর্ণকৌশীনবাসাঃ স্ত্রায়ে বা ধ্যানতৎপরঃ ॥

পরায়ণ ব্রাহ্মণ আশ্রিতে অগ্নি সংস্থাপন  
 করিয়া প্রব্রজ্যা করিবেন। যখন সর্ববন্ধভেদেই  
 বিতৃষ্ণা জন্মিবে, তখনই সন্ন্যাস অবলম্বন  
 করিবে। ইহার বিপরীত হইলে পতিত  
 হইতে হয়। ইন্দ্রিয়দমনশীল ও পরিপক  
 হইয়া প্রাজাপত্য অথবা আগ্নেয় যাগ করত  
 কাষায়-বস্ত্র পরিধানপূর্বক সন্ন্যাসআশ্রম গ্রহণ  
 করিবেন। সন্ন্যাসী তিনপ্রকার;—জ্ঞান-  
 সন্ন্যাসী, বেদসন্ন্যাসী ও কৰ্ম্মসন্ন্যাসী। যিনি  
 সমস্ত বিষয়ে আসক্তিরহিত, ভয়বর্জিত,  
 শীতোষ্ণাদিষ্ম-বিনিমুক্ত এবং আশ্রচিন্তা-  
 পরায়ণ, তিনি জ্ঞানসন্ন্যাসী বলিয়া কথিত  
 হন। যিনি শীতোষ্ণাদিষ্ম-রহিত ও পরি-  
 গ্রহশূন্য হইয়া নিত্য বেদাত্ম্য করেন,  
 বিজ্ঞিতেন্দ্রিয় সেই মুমুকু বেদসন্ন্যাসী বলিয়া  
 কথিত। যে ব্রাহ্মণ অগ্নি সকল আশ্রয়াৎ  
 করিয়া মহাযজ্ঞাহুষ্ঠান করেন এবং সমস্তই  
 পরব্রহ্মে সমর্পণ করেন, তিনি কৰ্ম্মসন্ন্যাসী  
 বলিয়া কথিত। এই তিন প্রকার সন্ন্যাসীর  
 মধ্যে যিনি যোগী তিনিই শ্রেষ্ঠতম। জ্ঞানী  
 যোগীর কোন কার্য বা কোন চিন্তাদি কিছুই

ব্রহ্মচারী মিতগ্রাসী গ্রামাৎ ব্রহ্ম সমাহরেৎ ।  
 অধ্যাত্মমতিরাসীত নিরপেক্ষো নিরাশ্রয়ঃ ।  
 আশ্রমৈব সহায়েন সুখার্থী বিচরেদিহ ॥ ১১  
 নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতম্ ।  
 কালমেব প্রতীক্ষেত নিদেশং ভূতকো যথা ॥ ১২  
 নাধ্যেতব্যং ন বক্তব্যং ন শ্রোতব্যং কদাচন ।  
 এবং জ্ঞানপরো যোগী ব্রহ্মভূমায় কল্পতে ॥ ১৩  
 একবাসাথবা বিদ্বান্ কৌশীনাক্ষাদনস্তথা ।  
 মুণ্ডী শিখী বাধ ভবেৎ জিন্ডী নিম্পরিগ্রহঃ ॥  
 কাষায়বাসাঃ সততং ধ্যানযোগপরায়ণঃ ।  
 গ্রামান্তে বৃক্ষমূলে বা বসেদেবালয়েহপি বা ॥

নাই। তিনি জীর্ণ কৌশীন বা জীর্ণবস্ত্র পরি-  
 করিয়া কিংবা উল্লঙ্গ অবস্থায় মমতাশূন্য,  
 নির্ভয়, শান্ত, শীতোষ্ণাদি-ষ্ম-রহিত ও পরি-  
 গ্রহ-বিবর্জিত হইয়া ধ্যানতৎপর হইবেন।

১—১০। সন্ন্যাসী পরিমিত-গ্র সভোজী ও  
 ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া গ্রাম হইতে অন্ত আচরণ  
 করিবেন; সর্বদা ব্রহ্মচিন্তাপরায়ণ হইয়া  
 উপাবষ্ট থাকিবেন, কোন বিষয়ের অপেক্ষা  
 রাখিবেন না; সর্ববিষয়ে নিঃস্পৃহ হইবেন  
 এবং আশ্রকে :হায় করিয়া (অর্থাৎ  
 একাকী) মোক্ষার্থ হইয়া ইহলোকে বিচরণ  
 করিবেন। মরণ হউক, বা পরমায়ু বৃদ্ধি  
 হউক বলিয়া তিনি কামনা করিবেন না।  
 ভৃত্য-যমন প্রভুর আদেশকেই অপেক্ষা  
 করে, সেইরূপ কেবল কৰ্ম্মাধীন জীবনকাল  
 বা মরণকাল প্রতীক্ষা করিবেন। কখন  
 বেদাদি অধ্যয়ন করিবেন না, বেদাদি শ্রবণ  
 করিবেন না ও বেদাদির উপদেশ দিবেন  
 না। এইরূপ জ্ঞানতৎপর যোগীই ব্রহ্মত্ব  
 প্রাপ্ত হন অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন। বিদ্বান  
 সন্ন্যাসী একবস্ত্র পরিধান করিবেন অথবা  
 কৌশীন ধারণ করিবেন। মুস্তক মুণ্ডন  
 করিবেন অথবা সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করিয়া  
 কেবলমাত্র শিখাধারী হইবেন। পরিগ্রহ-  
 শূন্য ও জিন্ডী (বাচনঃকাষসংযম) ধারণ  
 করিবেন। কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া গ্রামের

সমঃ শত্রো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ ।

তৈকে্যেণ বর্জয়েন্নিত্যং নৈকান্নাদী ভবেৎ

কচিৎ ॥ ১৬

যন্ত যোহেন বাস্ত্রাদেকান্নাদী ভবেদ্যহিঃ ।

ন তন্ত নিকৃতিঃ কাচিৎকর্ষণাস্ত্রেষু কথ্যতে ॥ ১৭

রাগদ্বেষবিমুক্তান্না সমলোষ্টীশ্চকাঞ্চনঃ ।

প্রাণিহিংসানিবৃত্তশ্চ মৌলী স্তাৎ সর্বনিষ্পৃঃ

দৃষ্টিপূতং স্তম্বে পাদং বস্ত্রপূতং জলং পিবেৎ

সত্যপূতাং বদেদ্বাগীং মনঃপূতাং সমাচরেৎ ॥ ১৮

নৈকত্র নিবসেদেদশে বর্ষ ভোহন্তত্র ভিক্ষুকঃ ।

স্নানশৌচরতো নিত্যং কমণ্ডলুকরঃ শুচিঃ ॥ ২০

ব্রহ্মচর্য্যরতো নিত্যং বনবাসরতো ভবেৎ ।

মোকশাস্ত্রেষু নিরন্ত্রে ব্রহ্মচারী জিতেন্দ্রিয়ঃ ।

দস্তাহঙ্কারনিষ্পৃক্তো নিন্দ পৈশ্চত্চবর্জিতঃ ।

আত্মজ্ঞানভোগোপেতো ॥ উপনিষৎ ১৬

অত্যসৎ সততং হেবং প্রণবাধ্যং সনাতনম্ ।

ব্রাহ্মাচর্য্য বিধানেন শুচির্দেবালয়াদিষু ॥ ২০

যজ্ঞোপবীতী শান্তাশ্চ কুশপাণিঃ সমাহিতঃ ।

ধৌতকাষায়বসনো তস্মচ্ছরতনুধরঃ ॥ ২১

অধিযজ্ঞঃ ব্রহ্ম জপেদাধির্দৈবিকমেব বা ।

আধ্যাত্মিকঞ্চ সততং বেদান্তাভিহিতঞ্চ যৎ ।

পত্রেষু চাথ নিবসন ব্রহ্মচারী যতির্ভূনিঃ ।

বেদমেবাভাসেন্নিত্যং স যতি পরমাং গতিম্

অহিংসা সত্যমন্তেষং ব্রহ্মচর্য্যং ততঃ পরম্ ।

কমা দয়া চ সন্তোষো ব্রতান্তস্ত বিশেষতঃ ॥ ২৭

বেদান্তজ্ঞাননিষ্ঠো বা পঞ্চ যজ্ঞান্ সমাহিতঃ ।

কুর্ধ্যাদহরহঃ ব্রাহ্ম তিক্কারেন্নৈব তেন হি ॥ ২৮

হোমমন্ত্রান্ জপেন্নিত্যং হোমকালে সমাহিতঃ ।

প্রাপ্তত গো বৃক্ষমূলে অথবা দেবালয়ে ধ্যান বা যোগে তৎপর হইয়া বাস করিবেন। শত্রু, মিত্র, মান, অপমান সকল বিষয়েই সমান জ্ঞান করিবেন। প্রত্যহ তৈকে্য বস্ত্রদ্বারা জীবিকা নিষ্কাঠ করিবেন; কিন্তু প্রত্যহ এক জনের নিকট হইতে কখন অন্ন তিক্কা করিবেন না। যে যতি মোহবশতঃ বা অন্ত কারণে প্রত্যহ এক জনের নিকট অন্ন তিক্কা করিবে ভোজন করে, কোনও ধর্ম্মশাস্ত্রে তাহার সেই পাপেব কোনই নিকৃতি কথিত হয় নাই। য'ত রাগদ্বেষরহিত হইবেন; পাষণ্ড, লোষ্ট্র বাঞ্চন, সমান দেখিবেন, প্রাণিহিংসা হইতে নিবৃত্ত হইবেন, সর্ব বস্তুতে নিঃস্পৃহ ও মৌলী হইবেন। পথ দেখিয়া গোখরা পাদবিক্ষেপ করিবেন, বস্ত্রদ্বারা ছাঁড়িয়া জল পান করিবেন; কথা কহিতে হইলে সত্য বলিবেন; মনঃপূত কার্য্য করিবেন অথবা মনকে পবিত্র করিবেন। ভিক্ষুক বর্ষা ভিন্ন অল্পকালে একস্থানে বাস করিবেন না, কমণ্ডলুদ্বারা ধারণ করিয়া ও শু'চ হইয়া সর্বদা স্নান ও শৌচক্রিয়ায় রত থাকিবেন। ১১—২০। আর সর্বপা ব্রহ্মচর্য্য ও বনবাসে রত হইবেন। মোকশাস্ত্রে নিরত,

ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী, জিতেন্দ্রিয়, দস্ত অহঙ্কার নিন্দা ও পৈশ্চত্চরহিত এবং আত্মজ্ঞান-ভোগ-যুক্ত যতি মোকপ্রাপ্ত হন। স্নান করিয়া বিধানানুসারে আচমনপূর্ব্বক শু'চ হইয়া দেবালয়াদিতে নিরন্তর দেবরূপী সনাতন প্রণব জপ করিবেন। ধৌত-কাষায় বস্ত্র পরিধান ও তস্মচ্ছায়া লোম সকল আবৃত্ত করিয়া যজ্ঞোপবীতী কুশপাণি ও শান্তাশ্চা হইবেন এবং যজ্ঞবিষয়ক যে সকল বেদমন্ত্র আছে, দেবতাবিষয়ক যে সকল বেদমন্ত্র আছে, পরমাত্মবিষয়ক যে সকল বেদ আছে ও বেদান্তে (উপনিষদাদিতে) অভিহিত যে সকল জ্ঞতি, এই সমুদায় একাগ্রচিত্তে নিরন্তর পাঠ করিবেন। ব্রহ্মচারী ও মৌনব্রতাবলম্বী যে যতি পর্ণকুটীরে বাস করিয়া প্রত্যহ বেদমন্ত্র জপ করেন, তিনি উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, কমা, দয়া ও সন্তোষ এই সকল ব্রত বিশেষরূপে প্রতিপালন করণ যতির কর্তব্য। যতি বেদান্ত-জ্ঞাননিষ্ঠ হইবে অথবা প্রতিদিন স্নান করিয়া সমাহিত-চিত্তে তিক্কার দ্বারা পঞ্চযজ্ঞ সমাধা করিবে। হোমের সময়ে সমাহিতচিত্তে হোমমন্ত্র পাঠ করিবে। প্রক্টি-



স্বাধীনতাৰ কৰ্ম্য সাবিত্তিঃ সত্যবোধপেং  
ধ্যানত সততং দে মেকান্তে পরমেশ্বরম্ ।  
একান্তং বর্জয়েন্নিত্যং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্  
একবাস্যং যাবাস্য বা শিবী যজ্ঞোপবীতবান্ ।  
কমণ্ডলুধরো বিদ্যাংনিদগৌ যাত্ত তৎপরম্ ॥৩১

ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপনিষাদে  
ব্রহ্ম বদ্যায়াম্ যতিধর্মো নামাষ্টা ।  
বিশোদধ্যায়ঃ ॥ ২৮ ॥

একোনত্রিংশোধ্যায়ঃ ।

বাস উগচ ।

এবং স্বাভ্যাসনিষ্ঠানাং যতীনং নিয়ন্তব্যম্ ।  
তৈক্যেন বর্জ্যং প্রোক্তং কলমূলৈরথাপি বা  
এককালং চরৈকৈকং ন প্রসজ্জত বিস্তরে ।  
তৈক্যপ্রসজ্জো হি যতিবিবৰ্জ্যেহপি সজ্জতি ॥২  
সপ্তাঙ্গাঃ চরৈকৈকমলাভে তু পুনশ্চরেন্ ।

দিন বেদমন্ত্ৰজপৰূপ বেদাধ্যয়ন কৰিবে ;  
উত্তম সঙ্ঘাতে গায়ত্ৰী জপ কৰিবে । সৰ্বদা  
নিৰ্জনে পরমেশ্বৰকে ধ্যান কৰিবে, সৰ্বহো-  
তাবে কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ পরিত্যাগ  
কৰিবে । একবস্ত্ৰ পরিধান অথবা দুই বস্ত্ৰ  
(কৌশীন ও বহিৰ্ভাস) পরিধান, কমণ্ডলু  
ধারণ এবং ত্ৰিদণ্ড ধারণ কৰিবে । এই সব  
কৰিলেই বিদ্বান্ যতি সেই পরমব্ৰহ্ম লাভ  
কৰিতে পাবেন ॥ ২১—৩১ ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ অধ্যায় ।

বাস কৰিলেন,—এইরূপ স্বীয় আশ্রম-  
তৎপর সংযতাত্মা যতিগণ ভিক্কাৱক বস্ত্ৰদ্বারা  
অথবা কলমূলদ্বারা জীৱিকানিৰ্ব্বাহ কৰিবে ;  
এক সময়েই ভিক্কা কৰিবে । অধিক ভিক্কা  
কৰিবে না । যেহেতু ভিক্কাতে অত্যন্ত  
আসক্ত হইলে বিষয়েও আসক্ত হয় । সাত

প্রকাল্য পাণ্ডে ভুক্তো অ'তঃ প্রকালয়েৎ পুনঃ  
অথবাভূতপাদায় পাণ্ডে ভুক্তো নিত্যশঃ ।  
ভুক্তা তৎ সংযজেন্ পাণ্ডে যাত্ৰামাত্ৰমলোলুপঃ  
বিধূমে সন্নমুখেনে ব্যক্তয়ে ভুক্তবজ্জনে ।  
বৃন্তে শরাবসম্পাতে ভিক্কাং নিত্যং যতিশ্চরেন্  
গোদোহমাত্ৰং তিষ্ঠেত কালং ভিক্ষুরধোমুখঃ ।  
ভিক্ষেতুত্বা সতৎ তু কৌমন্তীয়ঃ বাগ্‌যতঃ ত'চঃ  
প্রকাল্য পানী পানৌ চ সমচ্য যথাবিধি ।  
আদিত্যঃ দৰ্শয়িত্বান্নং ভুক্তো প্রায়শ্চোদয়ঃ  
হৃদা প্রাণাহতঃ পঞ্চ গ্রাসানষ্টৌ সমাহিতঃ ।  
আচম্য দেবং ব্রহ্মানং ধ্যায়ীক পরমেশ্বরম্ ॥ ৮

বাড়ী ভিক্কা কৰিবে । সপ্তাঙ্গী হইতে তৈক্য  
বস্ত্ৰ অলাভ হইলে পুনৰ্ভাৰ ভিক্কা আহরণ  
কৰিবে । পাত্ৰ প্রকালন কৰিয়া স্ট পাত্ৰে  
ভোজন কৰিবে এবং তৈক্যনাশে পুনৰ্ভাৰ  
তাহা প্রকালন কৰিয়া লইবে । অথবা  
প্রত্যহ নুতন পাত্ৰ আহরণ কৰিয়া তাহাতে  
ভোজন কৰিবে । কিন্তু পাত্ৰ প্রকালন  
কৰিয়া লইতে হইলে জীবনযাত্ৰা নিৰ্ব্বাহের  
জন্তু অলোলুপ হইয়া একটা মাত্ৰ পাত্ৰ মৰ্জ্জন  
কৰিয়া লইবে । গৃহস্থের গৃহে পাক ধূম  
বগত হইলে, উদুখল মুখের কাৰ্য্য সমাধান  
হইলে, পাকায় নিৰ্ব্বাণ হইলে, গৃহস্থপৰ্য্যন্ত  
সমুদয় লোকের আহাৰ সমাপন ও আহাৰের  
উচ্ছিষ্ট-পত্ৰাদি ফেলিলে, (অৰ্থাৎ শেষত্ৰিমূৰ্ত্তা-  
য়ক সায়াহ্নকালে তাহার মাধ্য সঙ্ঘ্যাকাল  
ত্যাগ কৰিয়া) যতি ভিক্কাচরণ কৰিবে ।  
ভিক্ষুক 'ভিক্কা দিউন' এই কথা বলিয়া গো-  
দোহনের উপযুক্ত সময় ( দুই দণ্ড) অধোমুখে  
মৌনাবলম্বনপূৰ্ব্বক দণ্ডাচমান হইয়া থাকিবেন ।  
তিনি ত'চ ও বাগ্‌যত হইয়া একবার ভোজন  
কৰিবেন । হস্ত-পদ প্রকালনপূৰ্ব্বক যথাবিধি  
আচমন কৰিয়া, সূৰ্য্যকে অন্ন প্রদৰ্শন করত  
পূৰ্ব্বমুখ হইয়া, ধীরে ধীরে ভোজন কৰবে ।  
প্রথমে 'প্রাণায় স্বাহা' ইত্যাদি মন্ত্ৰ উচ্চারণ  
কৰিয়া, পঞ্চ-প্রাণার্হতি প্রদানপূৰ্ব্বক সমাহিত  
হইয়া অষ্টগ্রাস ভোজন কৰিবে ; অনন্তর

অলাবুপাত্ৰং দার্কিণ্যমুদ্যৎ বৈবৰ্ণ্যং ততঃ ।  
 ৫৮৫ যতিশাস্ত্রাণি মনুবাৎ প্রজাপতিঃ ॥ ৯  
 প্রাগ্রাত্রে পররাত্রে চ মধ্যরাত্রে তদৈব চ ।  
 সন্ধ্যাষ্মিণ্যবশেষেণ চৈবৈরিত্যমীষরম্ ॥ ১০  
 কৃদ্বা হুৎপদানিলয়ে বিশ্বাখ্যং বিশ্বসম্ভবম্ ।  
 অ জ্ঞানং সৰ্বভূতানাং পরস্তাৎ তমসঃ স্থিতম্  
 সৰ্বশ্রাদ্ধারমবাস্তমানন্দং জ্যোতিরন্যথম্ ।  
 প্রধানপুরুষাতীতমাকালকুঃখং শিবম্ ॥ ১২  
 ইদম্ভঃসম্ভাবানামীষরং ব্রহ্মরূপিনম্ ।  
 ধ্যায়েদনাদমধ্যাহ্নম নন্দাখ্যঙণালয়ম্ ॥ ১৩  
 মহাস্তং পুরুষং ব্রহ্ম ব্রহ্মাণং সত্যমব্যয়ম্ ।  
 তিত্ততরাক্রানাকারং মহেশ্বং বিশ্বরূপিনম্ ॥ ১৪  
 ওক্তারেরণার্থ চাত্মনং সংস্থাপ্য পরমাত্মনি ।  
 আকাশে দেবমীশানং ধ্যায়ীতাকালমধ্যগম্ ॥  
 কারণং সৰ্বভাবানামানন্দকসমাপ্রথমম্ ।  
 পুরাণং পুরুষং শুভ্রং ধ্যানীন্ মুচ্যেত ব্রহ্মণ ॥

অচমনপুরুষক সৰ্বব্যাপী পবঃশবের চিন্তা  
 করিবে । অলাবুপাত্ৰ, কাষ্ঠপাত্ৰ, মুগ্ধপাত্ৰ  
 ও বংশনির্ম্মিত পাত্ৰ—এই চারিটা পাত্ৰ যতি  
 দিগের পাত্ৰ বলিয়া প্রজাপতি মনু নির্দিষ্ট  
 করিয়াছেন । রাত্ৰির প্রথমে, মধ্যরাত্রে,  
 রাত্ৰির শেষভাগে এবং বিশেষতঃ সন্ধ্যাকালে  
 ঈশ্বরকে অগ্নি বিশেষে চিন্তা করিবে ১১—১০ ।  
 প্রথম হুৎপদানিলয়ে বিশ্বরূপ অথচ বিশ্বের  
 কারণ, সৰ্বভূতের আত্মা, তমোঙণাবস্থিত  
 অথচ তমোত্তীত, সকলের আধার-স্বরূপ,  
 অব্যক্ত, আনন্দময়, অবিনাশী, প্রকৃতি পুরু-  
 বাতীত, আকাশস্বরূপ, মঙ্গলময় জ্যোতির ধ্যান  
 করিবে । অনন্ত তন্মধ্যে সৰ্বলোকেশ্বর,  
 ব্রহ্মরূপী, আদি-মধ্য-অন্তরহিত, সৰ্বঙণাবস্থিত,  
 অবিনাশী, সত্যস্বরূপ, সৰ্বব্যাপী, পত্রব্রহ্ম,  
 মহাপুরুষ বিশ্বরূপী, নীললোহিত পরমেশ্বরের  
 ধ্যান করিবে । ওক্তারদ্বারা আকাশরূপ  
 পরমাত্মাতে আত্মাকে সংস্থাপন করিয়া,  
 আকাশমধ্যস্থিত দেব ঈশানকে ধ্যান  
 করিবে । সৰ্বভাবের কারণ, আনন্দাশ্রয়  
 ব্রহ্ম সেই পুরাণ পুরুষকে ধ্যান করিলে

বদ্ধা শুভায়াং প্রকৃতৌ জগৎসমোহনাত্ময়ে ।  
 বিচিন্ত্য পরমং ব্যোম সৰ্বভূতৈককারণম্ ॥ ১৭  
 জীবনং সৰ্বভূতানাং যত্র লোকঃ প্রলীয়তে ।  
 আনন্দং ব্রহ্মণঃ স্মৃৎস্বঃ যৎ পশ্যন্তি মুমুক্শবঃ ১৮  
 তন্মধ্যে নিহিতং ব্রহ্ম কেবলং জ্ঞানলক্ষণম্ ।  
 অনন্তং সত্যমীশানং বিচিন্ত্যাসীত সংযতঃ ॥ ১৯  
 শুভদৃষ্টম্ভ্রমং জ্ঞানং যতীনাং মেতদীরিতম্ ।  
 যে হৃদ্ব্যবহিতং সত্যং সৌহৃদ্ব্যুতে যোগমৈশ্বর্যম্  
 তস্মাদ্ভ্যাসরতো নিত্যমাত্মাবিদ্যা-প্রায়ণঃ ।  
 জ্ঞানং সমত্যসেদব্রাহ্মণং যেন মুচ্যেত ব্রহ্মণ ॥  
 মহা পৃথক্ স্বমাত্মনং সৰ্বমাত্মদেব কেবলম্ ।  
 আনন্দমজরং জ্ঞানং ধ্যায়ীত চ পুনঃ পরম্ ॥ ২২  
 যস্মৈ শুভস্তু ভূতানি যদগচ্ছা নৈব জায়তে ।  
 স তস্মাদীশরো দেবঃ পরস্তাদবোধার্থিতষ্ঠতি ॥

সংসারবন্ধন হইতে জীবের মুক্তি হয় । অথবা  
 জগৎসমোহনের আশ্রয় যে মূলপ্রকৃতি, সেই  
 প্রকৃতিরূপ শুভামধ্যে সৰ্বভূতের একমাত্র  
 কারণ, সৰ্বভূতের জীবন, সৰ্বভূতের লয়স্থান,  
 ব্রহ্মানন্দস্বরূপ এবং ঐহিকেন্দ্রিয়মুগ্ধগণ স্মৃৎস্বরূপে  
 দর্শন করিয়া থাকেন, তাদৃশ পরম ব্যোম-  
 কাণের চিন্তা করিয়া তন্মধ্যস্থিত, কেবল  
 জ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত পরমার্থ, সত্য এবং সৰ্বেশ্বর  
 যে পরব্রহ্ম, তাঁহাকে চিন্তা করত, সংযত হইয়া  
 উপবস্তু থাকিবে । আমি যত্নদগের অতি  
 গুহ্যতম জ্ঞানের বিষয় বললাম; যে ব্যক্তি  
 সৰ্বাঙ্গ ইহার অনুষ্ঠান করিবেন, তিনি ঈশ্বর  
 যোগ প্রাপ্ত হইবেন ১১—২০ । সেই হেতু  
 ধ্যানরত এং সৰ্বদা আত্মাবিদ্যাপ্রায়ণ হইয়া  
 ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করিবে; সেই ব্রহ্মজ্ঞান  
 অভ্যাস করিলে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত  
 হওয়া যায় । সকল পদার্থ হইতে স্বীয়  
 আত্মাকে পৃথক্ বিবেচনা করিয়া, অদ্বিতীয়,  
 অজর, আনন্দস্বরূপ শ্রেষ্ঠজ্ঞানের ধ্যান  
 করিবে । ঐহ্য হইতে প্রাণী সকল উৎপন্ন  
 হয়, ঐহ্যকে পাইলে প্রাণিসকল পুন-  
 র্কার ইহসংসারে জন্মগ্রহণ করে না, সকলকেই  
 অতিক্রম করিয়া যিনি অবস্থিতি করেন,

যদন্তরে তদুগগনং শাখতং শিবমব্যয়ম্ ।

যদংশতংপরো যন্ত স দেবঃ স্ত্র্যাম্বেশ্বরঃ ॥ ২৪

অতানি যানি ভিক্শুঃ তথৈবোপব্রজানি চ ।

একৈকান্তিক্রমে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিধীয়তে ॥

উপেত্য তু ত্রিধং কামং প্রায়শ্চিত্তং সমাহিতঃ

প্রাণায় মসমায়ুক্তং কুর্ধ্যাচ্ছাস্তপনং শুচিঃ ॥ ২৬

তিনিই সেই দেব ঈশ্বর । মঙ্গলময়, অব্যয় শাখত, ঈশ্বর থা গগন যাত্রার অংশ, এবং তাঁহার পরবর্তী যিনি, তিনিই মহেশ্বর পদ-বচ্য । ভিক্শুদগের যতগুলি ব্রত আছে, বা যতগুলি উপবাস আছে, ইহার কোনটী না করিলে, তাঁহাদের যেরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্তব্য, তাহা বলিতেছি । কামবশতঃ স্ত্রীগমন করিলে, সমাহিতচিত্তে শুচি হইয়া, প্রাণায়াম-সমায়ুক্ত সন্তপন প্রায়শ্চিত্ত করবে । \*

\* ৩৩শ অধ্যায় পর্য্যন্ত ইহাতে বিবিধ প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, এরূপ সান্তপনাদি ব্রত কি, তাহা বিবৃত হইতেছে, যথা ;—

সান্তপন—এই ব্রতের অল্পষ্ঠানে গোমূত্র, গোময়, গাং দুগ্ধ, গব্য দধি, গব্য ঘৃত এবং কুশজল পান করিয়া পঃদিবস উপবাস করিবে ।

মহাসান্তপন—সান্তপন ব্রতে গোমূত্রাদি যে ছয়টি দ্রব্য উক্ত হইয়াছে, তাহার এক একটী মাত্র আহার করিয়া ক্রমে ছয় দিন অতিবাহিত করিবে এবং সপ্তম দিনে উপবাসী থাকিবে, এইরূপ এই ব্রতের অল্পষ্ঠান করিতে হয় ।

প্রাজাপত্য বা কুঙ্কু—এই ব্রতে প্রথম তিন দিন কুকুটাত্ত-প্রমাণ ষড়্বিংশতি গ্রাস দিবাত্তাগে ভোজন করিবে; তারপর তিন দিন ষড়্বিংশতি গ্রাস সাংকালে ভোজন করিবে । তারপর তিন দিন অষাচিত-ভাবে—যখন উপবাস হইবে—তখন চতুর্বিংশতি গ্রাস ভোজন করিবে; সুতরাং এই ব্রত ষাদশদিন-সাধ্য ।

ততশ্চরিত নিয়মাং কুঙ্কু সংযতমানসঃ ।

পুনরাজ্ঞমাগম্য চর্যেত্তি কৃত্যত্মিতঃ ॥ ২৭

ন নশ্ববুদ্ধমবুতং হিনস্ত্যতি মনীয়িণঃ ।

তথাপি ন চ কর্তব্যং প্রসঙ্গে ছেষ দাক্ষণঃ ॥ ২৮

তদনন্তর যথানিয়মে সংযতমানসে কুঙ্কু ব্রত করিবে । পরে সেই সন্ন্যাসী পুনর্বার আশ্রমে প্রবিষ্ট হইয়া, সাবধানে বিচরণ করিবে । মনোবী সকল পরিহাসযুক্ত মিথ্যাকথনকে যদিও দোষ

অতিক্রম—এই ব্রত করিতে হইলে প্রথম তিন দিন দিবাত্তাগে এক এক গ্রাস; তৃতীয় তিন দিন সাংকালে এক এক গ্রাস ও তৃতীয় তিন দিন অষাচিত-ভাবে উপবিত্ত অন্ন এক এক গ্রাস ভোজন করিবে এবং শেষ তিন দিন উপবাস করিবে । ইহাও ষাদশাহ-সাধ্য ।

পরাক—এই ব্রতে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ষাদশাহ উপবাস করিতে হয় ।

তপ্তকুঙ্কু—এই ব্রত করিতে হইলে সমা-হিতভাবে থাকিয়া একবার মাত্র স্নান করিয়া প্রতি তিনদিন জল দ্বন্দ্ব ও স্নাত উষ্ণ করিয়া পান করিবে এবং শেষ তিন দিন উষ্ণ বায়ু ভক্ষণ করিবে । এই ব্রতও ষাদশাহ-সাধ্য ।

কুঙ্কুতিকুঙ্কু—এষবিংশতি দিন দুগ্ধমাত্র পান করিয়া থাকিলে এই ব্রত আচরিত হয় ।

পানকুঙ্কু—এই ব্রতে একদিন একভুক্ত, একদিন নক্ত, একদিন অষ চিত ভোজন এবং একদিন উপবাস করিতে হয় ।

চান্দ্রায়ণ—এই ব্রত আচরণ করিতে হইলে রিসঙ্কায় স্নান করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে, তৎপরে কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে চতুর্দশী পর্য্যন্ত প্রতিদিন এক এক গ্রাস ভোজন কমাইবে । পরে অমাবস্যায় উপবাস করিয়া শুক্ল-প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পুনর্বার প্রতিদিন এক এক গ্রাসের বৃদ্ধি করিয়া পূর্ণিমাতে পঞ্চদশ গ্রাস ভোজন করিবে ।

একরাত্রোপবাসন্ত প্রাণায়ামশতং তথা ।  
উক্তানুতং প্রকর্তব্যং যতিনা ধর্মনিপুনা ॥ ২০  
পরমাপন্নভেনাপি ন কার্যং স্তেঘমন্তঃ ।  
স্তেঘাদত্যধিকঃ কশ্চিন্নাস্ত্যধর্ম ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৩০  
হিংসা চৈষা পরা দিষ্টা যা চান্দ্ৰজ্ঞাননাশিকা ।  
তদেতদ্রবিণং নাম প্রাণা হেতে বচিষ্ঠরাঃ ॥  
স তন্ত হরতি প্রাণান্ যো যন্ত হরতে ধনম্ ।  
এতৎ কৃৎস্না স হৃষ্টাশ্চ ভিন্নবৃত্তো ব্রতাক্র্যুতঃ ।  
ভূয়ো নির্বেদমাপন্নচরেচ্চান্দ্রাণব্রতম্ ॥ ৩২  
বিধিনা শাস্ত্রদৃষ্টেন সংবৎসরমিতি শ্রুতিঃ ।  
ভূয়ো নির্বেদমাপন্নচরেচ্চিকুর তস্মিন্ ॥ ৩৩  
অকস্মাদেব হিংসাস্ত যদি ভিক্ষুঃ সমাচরেৎ ।  
কুর্যাৎ কচ্ছাতিকচ্ছন্ত চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥ ৩৪

বলেন নাই, তথাপি ভিক্ষু তাহা করিবেন না ।  
কারণ এই মিথ্যাপ্রসঙ্গ অতি ভয়ানক পাপ  
জনক । ধর্মনিপুণ যতি মিথ্যা কথা বলিয়া  
একরাত্র উপবাস এবং শত প্রাণায়াম করিবে ।  
অতিশয় আপৎকাল উপস্থিত হইলেও ভিক্ষু  
অন্তের বস্ত্র অপহরণ করিবেন না । চুপি  
অপেক্ষা অধিক অধর্ম শাস্ত্রে আর কিছু কথিত  
নাই । ২১—৩০ । এই চৌধারী উৎকট হিংসা  
শব্দে নির্দিষ্ট হইয়া থাকে, কারণ, যাহা দ্রবিল  
( ধন ) নামে অভিহিত হয়, উহাই মানব-  
গণের বহিষ্ঠ প্রাণস্বরূপ । যে ব্যক্তি যাহাব  
ধন অপহরণ করে, সে তাঁহার প্রাণই অপহরণ  
করে ( অর্থাৎ একজনের প্রাণ নষ্ট করিলে  
যেমন পাপ হয়, একজনকে সর্বস্বান্ত করিয়া  
ধন অপহরণ করিলেও তেমনি পাপ কথা  
হয় ) । এই চৌধারী হিংসা যে কেবল  
ধনীর প্রাণ-ঘাতিনী হয় তাহা নহে, তদ্বারা  
চৌধারীর স্বীয় জ্ঞানেরও বিনাশ হইয়া  
থাকে । যে ছুরাচার এই প্রকাণ্ড কাহারও  
ধন অপহরণ করিবে, সে বিহিত আচার ও  
ব্রত হইতে ভ্রষ্ট হইবে । কিন্তু সেই কার্য-  
জন্ত নির্বেদ প্রাপ্ত হইলে ভিক্ষু শাস্ত্রদৃষ্ট-  
বিধানানুসারে সংবৎসর চান্দ্রায়ণ ব্রত করি-  
বেন । ভিক্ষু যদি অকস্মাৎ ( অর্থাৎ অজান-

কন্দে দিক্রিয়দৌর্জল্যাৎ ত্রিঘং দৃষ্ট্বা যতির্বিদী ।  
তেন ধারয়িতব্যং বৈ প্রাণায়ামান্ত যোক্তব ।  
দিবাক্ষরে ত্রিরাত্রং স্তাৎ প্রাণায়ামশতং তথা ॥  
একাস্মৈ মধুমাংসে চ নবজ্ঞানকে তর্ধৈব চ ।  
প্রত্যক্ষলবণে চোক্তং প্রাজ্ঞাপত্যং বিশোধনম্  
ধ্যাননিষ্ঠস্ত দততং নশ্রুতে সর্বপাতকম্ ।  
তস্মান্নমহেশ্বরং জাহা তদ্যানপরমো ভবেৎ ॥ ৩৭  
যদব্রক্ষ পরমং জ্যোতিঃ প্রতিষ্ঠাকরমব্যয়ম্ ।  
যোহম্বরা পরমং ব্রহ্ম স বিজ্ঞেযো মহেশ্বরঃ ॥  
এব দেবো মহাদেবঃ কেবলঃ পরমঃ শিবঃ ।  
তদেবাঙ্করমধৈতং তদাদিত্যাস্তরং পরম্ ॥ ৩৯  
যস্মান্নহীয়েত দেবঃ স্বধায় জ্ঞানসংস্থিতে ।  
আত্মযোগাচ্ছয়ে তব্ধে মহাদেবস্ততঃ স্মৃতঃ ॥ ৪০  
নান্তং দেবং মহাদেবাদব্যতিরিক্তং প্রপশুতি ।

বশতঃ ) হিংসা করেন, তাহা হইলে, কচ্ছাতিক-  
চ্ছন্ত অথবা চান্দ্রায়ণ করিবেন । যতি যদি  
ইন্দ্রিয়ের দুর্বলতাপ্রযুক্ত হইয়া দেহিয়া রেতঃপাত  
হয়, তাহা হইলে যোক্তবী প্রাণায়াম  
করিবে । দিবাতাগে রেতঃস্রব হইলে,  
ত্রিরাত্র উপবাস এবং শত-প্রাণায়াম কর্তব্য ।  
প্রত্যহ এক জনের নিঃট ভিক্ষা করিয়া  
ভোজন করিলে বা মধুমাংস ভক্ষণ করিলে  
কিংবা নবজ্ঞানের অন্ন ভোজন করিলে অথবা  
প্রত্যক্ষতঃ লবণ ভক্ষণ করিলে তদ্বির জন্ত  
প্রাজ্ঞাপত্য ব্রত করিবে । সর্বদা ধ্যাননিষ্ঠতা  
যতিদিগের সমস্ত পাপ নষ্ট করে ; সেই হেতু-  
মহেশ্বরকে জানিয়া তাঁহার ধ্যানে রত থাকিবে ।  
জ্যোতির্ময়, অক্ষর, অব্যয় যে পরমব্রহ্ম, সেই  
পরমব্রহ্মে যিনি অবস্থিত, তাঁহাকেই মহেশ্বর  
বলিয়া জানিবে । এই যে দেব মহাদেব—  
ইনিই কেবল শ্রেষ্ঠ, কল্যাণপ্রদ ; জ্যোতির্ময়,  
অক্ষর, দ্বিতীয়রহিত পরমব্রহ্ম ; কলতঃ সেই  
মহেশ্বর ও পরমব্রহ্ম একই পদার্থ । মহাদেব  
শব্দে যোগার্থও এই যে, জ্ঞানসংস্থিত স্বায়  
ধামে আত্মযোগাধ্য তব্ধে পূজিত হন  
বলিয়া সেই মহাদেব নামে স্মৃত হইয়া

তমেবান্মনমবেতি যঃ স যাতি পরং পদম্ ॥৪১  
 মন্তস্তে যে স্বমাত্মানং বিভিন্নঃ পরমেশ্বরায় ।  
 ন তে পশুস্তি তং দেবং বৃথা তেষাং পরিশ্রমঃ ॥  
 একমেব পরং ব্রহ্ম বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বমবায়ম্ ।  
 স দেবস্ত মহাদেবো নৈতদ্বিজ্ঞায় বধ্যতে ॥ ৪৩  
 তস্মাদ্ভজত নিঃতং যতিঃ সংযতমানসঃ ।  
 জ্ঞানযোগরতঃ শাস্তো মহাদেবপরায়ণঃ ॥ ৪৪  
 এষ বঃ কথিতো বিপ্রা যতীনাশ্রমঃ শুভঃ ।  
 পিতামহেন বিভূনা মুনীনাং পূর্বমীরিতঃ ॥ ৪৫  
 নাপুত্রশিষ্যেষে গিভ্যো দদাদিদ্মমুত্তমম্ ।  
 প্রোক্তং স্বশ্রুত্বা জ্ঞানং যতিব্রহ্মাশ্রমং শুভম্ ॥৪৬  
 ইতি যতিনিষ্যমানায়েতদ্বক্তং বিধানং  
 পশুপতিপরিতোষে যদ্ববেদেকহেতুঃ ।

থাকেন। ৩১—৪০। যিনি মন্ত দেবতাকে  
 মহাদেব হইতে ভিন্ন দেখেন না এবং সেই  
 মহাদেবকেই যিনি আত্মা বলিয়া বিবেচনা  
 করেন, তিনিই পরমপদ প্রাপ্ত হন। যে  
 ব্যক্তি পরমেশ্বর হইতে স্বীয় আত্মা বিভিন্ন  
 বিবেচনা করে, সে ব্যক্তি সেই পরম দেবকে  
 দেখিতে পায় না, তাহাশ লোকের পরিশ্রম  
 সকল বৃথা হয়। সেই অব্যয় তত্ত্বস্বরূপ এক-  
 মাত্র পরব্রহ্মই বিজ্ঞেয়; আর সেই ব্রহ্মই  
 মহাদেব, এইরূপ জানিতে পারিলে, তবে  
 সংসারে আর ভ্রম গ্রহণ করিতে হয় না। সেই  
 হেতু যত সন্ত সংযত চিত্তে জ্ঞানযোগরত,  
 শাস্ত ও মহাদেবপরায়ণ হইয়া যজন করিবে।  
 হে বিপ্রগণ! যতদিগের এই শুভ আশ্রম-  
 ধর্ম ভোমদিগের নিকট কথিত হইল। পূর্বে  
 ভগবান পিতামহ পরমেশ্বর ব্রহ্মা মুনীগণ-  
 সমীপে ইহা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মা কর্তৃক  
 কথিত যতিব্রহ্মাশ্রমরূপ এই শুভ শ্রেষ্ঠ জ্ঞান,  
 পুত্র শিষ্য ও যোগী ভিন্ন অন্যকে উপদেশ  
 করিবে না। যতদিগের নিয়ম-বিধান এই  
 কথিত হইল, এই সকল নিয়মের অনুষ্ঠান  
 করিলে ভাগ্যের প্রতি পশুপতি মহাদেব অতি-  
 শয় পরিতুষ্ট হন। যে সকল যতি নিষিষ্ট-

ন ভবতি পুনরেষামুত্তমো বা বিনাশঃ  
 প্রণিষ্ঠমনসা যে নিত্যমেবাচরন্তি ॥ ৪৭  
 ইতি ত্রীকোণে মণাপুবাণে উপরিভাগে  
 ব্রহ্মবিদ্যায়াং যতিধর্মো ন্যমৈকো-  
 ত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ২২ ॥

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ।

বাস ডবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তবিধিঃ শুভম্  
 দিতায় সর্গবিপ্রাণাঃ পাপানামপমুক্তয়ে ॥ ১  
 অকৃত্য পিতৃত্বং কন্য কৃত্য নিদিতমেব চ ।  
 দোষমাশ্রেতি পুরুষঃ প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্ ॥  
 প্রায়শ্চিত্তমকৃত্য তু ন তিষ্ঠেদ্ভাস্করঃ ৬:৫৭ ।

চিত্তে প্রতিদিন এই নিয়মের অনুষ্ঠান করেন,  
 তাহাদের আর জন্ম বা বিনাশ হয়  
 ১। ৪১—৪৭ ।

উনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রিংশ অধ্যায় ।

বাস ক'হলেন,—ব্রাহ্মণগণের হিতের  
 নিমিত্ত পাপসমূহের নশহেতু শুভজনক প্রায়-  
 শ্চিত্তবিধি বলিতেছি। \* শাস্ত্রবিহিত কর্মের  
 অননুষ্ঠান ও শাস্ত্র-প্রতিষিদ্ধ কর্মের অনু-  
 ষ্ঠান জন্ত মানবগণ পাপগ্রস্ত হইয়া থাকে,  
 প্রায়শ্চিত্ত করিলে এই পাপ হইতে বিমুক্ত  
 হয়। প্রায়শ্চিত্তই ব্রাহ্মণ প্রায়শ্চিত্ত না  
 করিয়া কণকালও অবস্থিতি করিবে না।

\* অধিকারভেদে এবং জ্ঞানকৃত ও  
 অজ্ঞানকৃত ইত্যাদি ভেদে পাপ নানাবিধ।  
 সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে একজাতীয় পাপের  
 প্রায়শ্চিত্ত সঙ্গত যেখানে পুনরুক্তি বা মন্ত-  
 ভেদ আছে, সেইখানে পূর্কোক্ত পাপভেদ  
 অবলম্বন করিয়াই মীমাংসা করিতে হইবে।

যদ্যুৎসর্গাঙ্গাঃ শাস্ত্র বিদ্যাংসমুৎ সমাচর্যেৎ ।  
বেদার্থবিত্তমঃ শাস্ত্রো ধর্ম্যকামোহয়িমান দ্বিজঃ  
ন এব স্তাৎ পরো ধর্ম্যো যমেকোহপি বাবস্ততি  
অনাহিতাশ্রয়ো বিপ্রাশ্রয়ো বেদার্থপারগাঃ ।  
যদ্যুৎসর্গাঙ্গাঙ্গান্তে তচ্ছ্রুতমঃ ধর্ম্যম ধনম্ ॥ ৫  
অনেকধর্ম্যশাস্ত্রজ্ঞ উগাপোহবিপারগাঃ ।  
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ স্তৈশ্চৈতে পরিকৌষ্ঠিতাঃ ॥ ৬  
মৌমাংসান্তায়তব্রজা বেদান্তকুণলা দ্বিজাঃ ।  
একবিশতি বিখ্যাভ্যাঃ প্রাশস্তিতঃ বদন্তি বৈ ॥  
ব্রহ্মণা মদ্যপঃ স্তেনো গুরুতরগ এব চ ।  
মহাপাতকিনস্তেহৈব যশ্চৈতেঃ সহ সংবিশেৎ ॥ ৮  
সংবৎসরস্ত পতিতঃ সংসর্গঃ কুরুতে তু যঃ ।  
যানশয্যাসনৈর্নিত্যং জ্ঞানম্ বৈ পতিতো ভবেৎ  
যাজনং যোনিসম্বন্ধং তথৈবাধ্যাপনং দ্বিজঃ ।

শাস্ত্র ও বিদ্যান ব্রাহ্মণগণ যাহা বলিবেন,  
তাছাই করা উচিত। শ্রেষ্ঠ বেদার্থবেত্তা,  
শাস্ত্র, ধর্ম্যকর্ম্মানুসৃত সাধিক এক ব্রাহ্মণও  
যে ধর্ম্য করিতে ব্যবস্থা প্রদান করিয়া থাকেন,  
সেই ধর্ম্যই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্য। নিরর্থক অথচ বেদ-  
পারগ হইলে, তিনজন ব্রাহ্মণ ধর্ম্মার্থী হইয়া,  
যে ধর্ম্মকে ধর্ম্ম-ধর্ম্ম বলিয়া নির্দেশ করবেন,  
সেই ধর্ম্মই ধর্ম্মসাধন জ্ঞানবে। অনেক  
ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ, উগাপোহবিপারগ (তর্ক সিদ্ধান্ত-  
পারগ), বেদাধ্যয়নশীল, সাহজান ব্রাহ্মণের  
বাক্য ধর্ম্মার্থ্যে গ্রাহ্য হইয়া থাকে। মৌমাংস-  
ভ্রাতব্রজ ও বেদান্তশাস্ত্রে নিপুণ একাবিশতি  
সংখ্যক ব্রাহ্মণ প্রাশস্তিত সম্বন্ধে উপদেশ  
করিবেন। ব্রহ্মহত্যাকারী, নিষিদ্ধমদ্যপারী,  
ব্রাহ্মণের স্ত্রবর্ণাপহারী ও গুরুপত্নীগামী ইহারা  
সকলেই মহাপাতকী; এবং ইহাদিগের  
সহিত যাহারা এক বৎসর পর্য্যন্ত সংসর্গ করে,  
তাহারাও মহাপাতকী। যে ব্যক্তি জ্ঞান-  
পূর্বক অবিচ্ছেদে সংবৎসর কাল পতিতের  
সহিত একঘানারোহণ, একশয্যায় শয়ন ও  
একাসনে উপবেশন করে, সেও পতিত হয়।  
জ্ঞানপূর্বক পতিত কষ্টকে বিবাহ বা পতিত  
ব্যক্তির যাজন-কর্ম্ম করিলে অথবা পতিত

কর সদাঃ পতেজ্জ্ঞানাতঃ সহতোজনঃসমাচ ॥  
অবজ্ঞাতাধ যো যোহাৎ কুর্যাদধ্যাপনং দ্বিজঃ  
সংবৎসরেণ পতিতি সগাধ্যয়নমেব চ ॥ ১১  
ব্রহ্মণা দ্বাদশাব্দানি কুটিং কুত্বা বনে বসেৎ ।  
'ভিক্ষেদাশ্রয়বস্ত্রার্থঃ কুত্ব শ শিরোধর্ম্মজম্ ॥ ১২  
ব্রাহ্মণবসস্থান সর্বান দেবাগারানি বর্জয়েৎ ।  
বিন্দনং দয়মাংসং ব্রাহ্মণং তৎ সংস্মরন ॥ ১৩  
অসকলিতযে গ্যানি সন্তাগারানি সংবিশেৎ ।  
ধূম শনৈর্মিত্যং শাস্ত্রে ভুক্তবজ্রনে ॥ ১৪  
এককালং চরেত্তৈক্যং দোষং বিখ্যাপয়ন নৃণাম্  
বস্ত্রমূলকলৈর্বাপি বর্জয়েদৈক্যমাশ্রিতঃ ॥ ১৫  
কপালপাণিঃ খট্টাকৌ ব্রহ্মচর্য্যপরাধনঃ ।  
পূর্ণে তু দ্বাদশে বর্ষে ব্রহ্মহত্যাং বাপোহতি ॥ ১৬

ব্যক্তিকে অধ্যাপনা করিলে, কিংবা পতিত  
ব্যক্তির সহিত একপাত্রে ভোজন করিলে,  
দ্বিজগণ সদ্যই পতিত হইয়া থাকে। ১১-১০। যে  
ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ পতিত ব্যক্তিকে অধ্যা-  
পন করে অথবা পতিত ব্যক্তির সহিত একত্র  
অধ্যয়ন করে, তাহার সংবৎসরে পতিত হয়।  
ব্রহ্মহত্যাকারী আশ্রমভ্রষ্টের জন্য কুটির নির্মাণ  
করিয়া দ্বাদশবর্ষকাল বনে বাস করিবে  
এবং হত ব্রাহ্মণের মস্তক বা অন্ত্র মৃত ব্যক্তির  
কপাল চিরুশ্বরূপ হস্তে লইয়া ভিক্ষা করিবে;  
কিন্তু দেবগৃহ ও ব্রাহ্মণালয় পরিভ্রাণ  
করিবে। সেই হত ব্রাহ্মণকে স্মরণ করিতে  
করিতে ও স্বয়ং আশ্রম্যানি করিতে করিতে  
পূর্বে সঙ্কল্পিত নহে—এমত সপ্ত গৃহে, ভিক্ষার  
অন্ত প্রবেশ করিবে। গৃহস্থের গৃহে পাক-  
ধূম বিগত হইলে, পাকার্থ নির্ব্বণ হইলে,  
ভুক্তোচ্ছিষ্টাদি পরিহৃত্য হইলে অর্থাৎ  
দিবসের অপরাহ্ন-ভাগে, মন্ত্রযাদিগের নিকট  
স্বায় পাপ ধ্যাপনপূর্বক, এক সময়ে ভিক্ষা  
আহরণ করিবে। অথবা দৈর্ঘ্যাবলম্বনপূর্বক  
বনজাত কলমূল দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ  
করবে। হত ব্রাহ্মণের কপাল হস্ত করিয়া,  
খট্টাক ধারণপূর্বক ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ হইবে;  
এইরূপে দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ

অকামতঃ কুতে পাপে প্রাশ্চিত্তমিদং শুভম্ ।  
 কামতো মরণাচ্ছুক্তির্জেষু নাশ্চেন কেনচিত্ ॥  
 কুর্যাদনশ্চ-বাধ ভূগোঃ পতনমেব বা ।  
 জলিতং বা বিশেষদগ্নিং জলং বা প্রবিশেৎ শয়ম্ ।  
 ত্রাঙ্কণার্থে গবার্ণে বা সম্যকপ্রাণান্ পরিতাজেৎ  
 ব্রহ্মহত্যাপনোদার্মমস্তরা বা মৃতস্ত তু ॥ ১৯  
 দীর্ঘামঘাবিনং বিপ্রং কৃহানামঘমেব বা ।  
 দ্বা চারুং সুবিহসে ব্রহ্মহত্যাং ব্যাপোহতি ॥  
 অশ্বমেধাবতৃথকে স্নাত্বা বৈ শুধ্যতে দ্বিজঃ ।  
 সর্ষপং বা বেদবিদে ত্রাঙ্কণায় প্রদায় চ ॥ ২১  
 সরস্বত্যাশ্বরূপয়া সঙ্গমে লোকবিক্রমে ।  
 শুধোং ত্রিষবণান্নাং ত্রিরাত্রোপোষিতো দ্বিজঃ  
 গঙ্গা রামেশ্বরং পুণ্যং স্নাত্বা চৈব মহোদধৌ ।  
 ব্রহ্মচর্যাতিভির্যুক্তো দৃষ্টো কল্লং বিমোচয়েৎ ॥ ২২

হইতে মুক্ত হইবে। অজ্ঞানতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলে, এই প্রাশ্চিত্ত শুভজনক জানিবে। কিন্তু জ্ঞানপূর্বক ব্রহ্মহত্যা করিলে প্রাণত্যাগ ভিন্ন তাহার আর অন্য প্রাশ্চিত্ত নাহি। জ্ঞানপূর্বক ব্রহ্মহত্যাকারী শয়ন অনশন ব্রত করিবে অথবা পরিতাজি উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইবে কিংবা প্রজলিত অগ্নির মধ্যে প্রবেশ বা জলমধ্যে প্রবেশ করিবে। ব্রহ্মহত্যাকারী যদি ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে নিষ্কৃতির জন্য ত্রাঙ্কণার্থে বা গবার্ণে প্রাণত্যাগ করে, অথবা যদি অত্যন্ত রোগগ্রস্ত ত্রাঙ্কণকে রোগ হইতে মুক্ত করে, এবং এই সকলের সঙ্গ যদি বিহীন ত্রাঙ্কণকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করে তাহা হইলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১১—২০। অশ্বমেধে অবতৃথ স্নান করিলে অথবা বেদবিৎ ত্রাঙ্কণকে সর্ষপ দান করিলে ব্রহ্মহত্যা দ্বিজ ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়। ব্রহ্মহত্যা ত্রিরাত্র উপবাস করত যদি অরুণা নদী সহিত সরস্বতী নদীর লোকবিক্রম সঙ্গমস্থলে ত্রিকালিক স্নান করে, তাহা হইলেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়; ব্রহ্মচর্যাতিভির্যুক্ত হইয়া, পবত্র রামেশ্বর তীর্থে গমনপূর্বক

কপালমে চনং নাম তীর্থং দেবস্ত শুলিনঃ ।  
 স্নাত্বা ত্রাঙ্কণং পিতৃন দেবান্ ব্রহ্মহত্যাং  
 ব্যাপোহতি ॥ ২৪  
 যত্র দেবাধিদেবেন তৈরবেণামিতৌজসা ।  
 কপালং স্থাপিতং পূর্বং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৫  
 সমভ্যর্চ্য মহাদেবং তত্র তৈরবরূপিণম্ ।  
 তর্পয়িত্বা পিতৃন স্নাত্বা শুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ২৬  
 ইতি শ্রী কার্ণে মহাপুর্ণাণে উপরিভাগে  
 ব্রহ্মবিজ্ঞায়াং প্রায়শ্চিত্তকথনে  
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং দেবেন কদ্রেণ শক্ত্রেণ মিতৌজসা ।  
 কপালং ব্রহ্মণঃ পূর্বং স্থাপিতং দেহজং ভূবি ॥

মহাপুর্ণাণে স্নান করিয়া, মহেশ্বরকে দর্শন করিলেও শুদ্ধ হয়। ব্রহ্মর মানব দেবাদিদেব মহাদেবের কপাল-মোচন নামক তীর্থে গমন করিয়া, স্নানপূর্বক দেবতা ও পিতৃলোকের অর্চনা করিলে, ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে স্থানে অপরিমিত প্রভাবশালী দেবাদিদেব তৈরবরূপী পূর্বে পরমেশ্বর ব্রহ্মার কপাল স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানে স্নানপূর্বক তৈরবরূপী মহাদেবকে পূজা করিয়া, পিতৃলোকের তর্পণ করিলে, ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ২১—২৬।

ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ কহিলেন,—পূর্বকালে অমিত-প্রভাবশালী দেব শক্তর ক্রিয়াকলাপ ব্রহ্মার দেহজ কপাল পৃথিবীতে সংস্থাপন করিয়া-



ব্যাস উবাচ ।

পুণ্ড্রযযয়ঃ পুণ্যঃ কথাং প পপ্রণাশিনীম ।  
মাহাত্ম্যং দেবদেবস্ত মগাদেবস্ত ধীমতঃ ॥ ২  
পুরা পিতামহং দেবং মেকশৃঙ্গে মহর্ষয়ঃ ।  
প্রোচুঃ প্রণম্য লোকাধিঃ কমেকং তত্তমব্য ম  
স মায়ায় মহেশস্ত মোহিতো লোকসন্তবঃ ।  
অবিজ্ঞায় পরং ভাবঃ স্বাত্মানং প্রাহ চর্ষিণাম্ ॥  
অহং ধাতা জগদ্যোনিঃ স্বপ্তুরেক ঈশ্বরঃ ।  
অনাদিমং পরং ব্রহ্ম মামভ্যর্চ্য বিষুচ্যতে ॥ ৫  
অহং হি সর্বদেবানাং প্রবর্তকনিবর্তকঃ ।  
ন বিদ্যতে চাত্মধিকো মত্তো লোকেষু কচন  
ভক্তেবং মন্তমানস্ত যজ্ঞো নাবায়ণাংশজঃ ।  
প্রোবাচ প্রহসন বাক্যং রোষতাত্ত্ববিলোচনঃ ॥  
কিং কারণমিদং ব্রহ্মান বর্ততে তব সাম্প্রতম্ ।  
অজ্ঞানযোগযুক্তস্ত ন ত্রেহুচিৎ তব ॥ ৮

ছিলেন? ব্যাস কহিলেন,—হে ঋষিগণ ।  
আপনারা সেই পাপবিনাশিনী পুণ্যকথা ও  
দেবাদেব মহামতি মহাদেবের মাহাত্ম্য  
শ্রবণ করুন । পূর্বে মহর্ষিগণ সুমেক-  
শৃঙ্গেপরি লোকাধিদেব পিতামহ ব্রহ্মাকে  
প্রণাম করিয়া “অবায় তব কি” এই কথা  
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন । লোকশ্রষ্টা ব্রহ্মা  
মহাদেবের মায়ায় মোহিত হওয়ায় পরমতাব  
না জানিয়া ঋষিদিগের নিকটে স্বীয় আত্মা-  
কেই সেই অব্যয়ত্ব লিখা এইরূপে বর্ণন  
করিতে লগিলেন,—আমিই বিধাতা, আমিই  
জগৎকারণ, আমি স্বপ্তু, অদ্বিতীয় ব্রহ্মার  
মনে এইরূপ মিথ্যা ধারণা জন্মিয়াছে, বুঝা  
আমাকে অর্চনা করিলে মানবগণ সংসার  
হইতে বিমুক্ত হয় । আমি সমস্ত দেবতা-  
দিগের প্রবর্তক ও নিবর্তক ; এই সংসারমধ্যে  
আমা হইতে ঐষ্টপদার্থ আর কিছুই নাই ।  
ব্রহ্মা এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে,  
নারায়ণাংশজ যজ্ঞরূপী বিষ্ণু কোষে আরক্ত-  
নয়ন হইয়া হাস্ত করিয়া বলিলেন,—হে  
ব্রহ্ম ! সাম্প্রতিক তোমার এরূপ বলিবার কারণ  
কি আছে? তুমি অজ্ঞান-রোগযুক্ত, তোমার

অহং ধাতা হি লোকানাং যজ্ঞো নারায়ণঃ

প্রভুঃ ।

ন মামহেহস্ত জগতো জীবনং সর্বদা কচিৎ ॥  
অমেব পরং জ্যোতিরহমেব পরা গতিঃ ।  
মৎপ্রেরিতেন ভবতা সৃষ্টং ভুবনমণ্ডলম্ ॥ ১০  
এবং বিবদতোর্ভোগাৎ পরস্পরজন্মেষিণোঃ ।  
অজগুর্বত্র তো দেবৌ বেদাশ্চর্য এব হি ॥ ১১  
অদীক্ষ্য দেবং ব্রহ্মাণং ব্রহ্মাত্মানঞ্চ সংস্থিতম্ ।  
প্রোচুঃ সংবিগ্নহৃদা যথাশাস্ত্রং পরমেশ্বিনঃ ॥ ১২  
ঋগ্বেদ উবাচ ।

মস্তান্তঃস্থানি ভূতানি যস্মাৎ সকাং প্রবর্ততে ।  
যদাহুস্তং পরং তত্ত্বং স দেবঃ স্তায়নেশ্বরঃ ॥ ১৩  
যজুর্বেদ উবাচ ।

যো যজ্ঞেহাখিলেরীশো যোগেন চ সমর্চ্যতে ।  
যমাহুরীশ্বরং দেবং স দেবঃ স্তায়নেশ্বরঃ ॥ ১৪  
সামবেদ উবাচ ।

যেনেদং ভ্রামাতে বিধং যদাকাশান্তরং শিবম্ ।

এ সকল কথা বলা কখনই কর্তব্য নহে ।  
আমি যজ্ঞ, আমি সর্বলোকের বিধাতা ; আমি  
প্রভু নারায়ণ, আমা ব্যতীত এই জগৎ কখন  
কণকালের জন্তও জীবিত থাকিতে পারে  
না । আমিই পরমজ্যোতিঃ, আমিই ঐষ্টগতি ;  
আমার আদেশেই তুমি এই ভুবনমণ্ডল সৃষ্টি  
করিয়াছ । ১—১০ । ব্রহ্মা ও বিষ্ণু পরস্পর  
বিজিগীষু হইয়া মোহবশতঃ এইরূপ বলিতে  
হরত হইলে, তাঁহাদের নিকটে বেদচতুষ্টয়  
আসিয়া উপস্থিত হইলেন । দেব প্রজাপতি  
ব্রহ্মা ও যজ্ঞাচ্ছা বিষ্ণুকে অবস্থিত দর্শন  
করিয়া তাঁহারা সংবিগ্নহৃদয়ে পরমেশ্বর মহেশ্বরের  
যথাশাস্ত্র বলিতে লাগিলেন । ঋগ্বেদ বলিলেন,  
প্রণিগণ যাহার মধ্যস্থিত ও ইহা হইতে সমস্ত  
প্রবর্তিত হইতেছে এবং মূর্নিগণ ইহাকে  
সেই ঐষ্টত্ব বলিয়া থাকেন, তিনিই দেবাদি-  
দেব মহাদেব । যজুর্বেদ বলিলেন,—যিনি  
অখিল যজ্ঞ ও যোগদ্বারা সমর্চিত হইতেছেন  
ও যে দেবকে মূর্নিগণ ঈশ্বর বলিয়া থাকেন ;  
সেই দেবই মহেশ্বর । সামবেদ বলিলেন,—

যোগিভিষিক্ত্যতে তহং মহাদেবঃ ন শক্ভ : ॥১৫  
অধর্ম বদ উবাচ ।

রং প্রপশুস্তি দেবেশং যন্তো যতঃ পরম্ ।  
মহেশং পুরুষং ক্রুদ্রং স দেবো ভগবান্ ভবঃ ।  
এবং স ভগবান্ ব্রহ্ম বেদোন্মীরিতং ভুতম্  
ঋত্বা বিহস্ত বিখায়া ততশ্চাহ বিমোহিতঃ ॥১৬  
পিতামহ উবাচ ।

কথং তৎ পরমং ব্রহ্ম সর্বসঙ্গাবর্জিতম্ ।  
রমতে ভাষ্যয়া সাক্ষিঃ প্রমথশ্চাত্তি ক্রিচ্ছ : ॥১৮  
ইতীরিতেন্থেধ ভবন প্রণবাস্য সনাতনঃ ।  
অমূর্তে মূর্তমান ভূহা বচঃ প্রাহ পিতামহম্ ।  
প্রণব উবাচ ।

ন হ্যেষ ভগবান্ পত্ন্যা স্বাস্ত্রনো ব্যতিরিক্তয়া  
কষাচিদ্রমতে কদস্তাদৃশো হি মহেশ্বরঃ ॥২০  
অয়ং স ভগবানীশঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ সনাতনঃ ।  
স্বানন্দভূতা কথিতা দেবো নাগস্তকা শিবা ॥২১

যিনি এই বিপকে ভ্রমণ করাইতেছেন এবং  
যোগীগণ আকাশমধ্যস্থ মঙ্গলময় যে তরুকে  
সর্বদা চিন্তা করিয়া থাকেন, তিনিই মহাদেব ।  
অধর্মবেদ বলিলেন,—যে ক্রুদ্ররূপী পরমপুরুষ  
মহেশকে যতগণ যতপূর্বক দর্শন করিয়া  
থাকেন, তিনিই ভগবান্ মহাদেব । বিখায়া  
ভগবান্ ব্রহ্মা বেদচতুষ্টয়কর্তৃক কথিত এই  
শুভজনক বাক্য শ্রবণ করিয়া মোহবশতঃ  
হাস্ত করিয়া বলিলেন,—প্রমথগণে পার-  
বেষ্টিত হইয়া ভাষ্যার সহিত যে ক্রোড়  
করে, সেই শিব, কেমন করিয়া সর্বসঙ্গ-  
বিবর্জিত ও পদব্রজপদবচ্য ? ব্রহ্মা এই  
প্রকার বলিলে, প্রণবাস্য সনাতন ভগ-  
বান্, স্বভাবতঃ অমূর্ত হইলেও তৎকালে  
মূর্তিমান হইয়া, ব্রহ্মাকে বলিলেন,—ভগ-  
বান্ ক্রুদ্র স্বীয় আশ্রা ব্যতিরিক্ত অন্য  
কোনও পত্নীর সহিত ক্রোড়া করেন না;  
ইনিই মহেশ্বর । এই সেই ভগবান্ স্বয়ং  
জ্যোতিঃস্বরূপ ও সনাতন মহেশ্বর; অনাদি  
শিবা দেবী ইহার আশ্রানন্দস্বরূপা বলিয়া  
কথিত । পরন্তু ইনি আগন্তুক শক্তি নহেন ।

ইত্যেবমুক্ত্বাহপি তদা যজ্ঞমূর্তিরজস্র ১।  
নাভ্যনাম মন্ত্রশমীশ শৈব মায়া ॥ ২২  
তদন্তরে মগাজ্যেতিবিবিকো বিশ্বভাবনঃ ।  
প্রাদর্শনকৃত্যং দিব্যং পুরং গগনাস্তরম্ ॥ ২৩  
তদ্রথ্যসংহিতং জ্যোতির্মণ্ডলং তেজসোজ্জলম্  
ব্যোমমধ্যগতং দিব্যং প্রাহুরাসীদ্ধজোহমাঃ ॥  
স দৃষ্ট্বা বদমং দিব্যমূর্ত্যং লোকপিতামহঃ ।  
তৈজসং যন্তুলং ঘোরমলোকঘননিদ্রিতম্ ॥ ২৪  
প্রজজ্ঞানাতিকোপেন ব্রহ্মণঃ পঞ্চমঃ শিরঃ ।  
কণাদপশ্চৎ স মহান পুরুষো নীললোহিতঃ ॥  
ত্রিশূলী পিঙ্গলো দেবো ন গঘজ্যোপবীতবান্ ।  
তং প্রাহ ভগবান্ ব্রহ্মা শকরং নীললোহিতম্  
জানামি পূর্বং ভগবান্ ললাটাদেব শক্ভ ম্ ।  
প্রাতর্ভূতং মহেশান মামতঃ শরণং ব্রজ ॥ ২৮  
ঋত্বা সগমিবচনং পদ্মঘোনেবথেশ্বরঃ ।

১১—২১ প্রণব এই প্রকার বাণলেও,  
ঈশ্বরেরই মায়ায় মোহিত থাকায় ব্রহ্মার ও  
যজ্ঞমূর্তি বিষ্ণুর অভ্যন নাশ হইল না ।  
ইত্যবসরে বিশ্বশ্রুতি বিবিকি একটি অদ্ভুত  
দিব্য মহাজ্যোতি দর্শন করিলেন । ঐ মহা-  
জ্যোতিদ্বারা গগনমণ্ডল পরিপূরিত হইয়া-  
ছিল । হে দ্বিজোত্তমগণ ! অনন্তর উহার  
মধ্যে আর একটি দিব্যজ্যোতি প্রাতর্ভূত  
হইল; এই জ্যোতি তেজোময় মণ্ডলকৃতি ।  
লোক-পিতামহ ব্রহ্মা এইরূপ দর্শন করিলেন ।  
সেই অনিন্দিত তথাক-হেতুস মণ্ডল  
দর্শন করিয়া ব্রহ্মার উচ্চ হৃদয়ের পঞ্চম মন্তক  
তখন অতিকোপে প্রজগত হইয়া উঠিল;  
পরন্তু কণকালের মধ্যেই সেই তেজা-  
মণ্ডলও ত্রিশূলধারী, পিঙ্গলবর্ণ এবং নাগ-  
যজ্যোপবীতশালী নীললোহিত মণ্ডল-  
রূপে পরিণত হইল । তখন ভগবান্ ব্রহ্মা  
সেই নীললোহিত শকরকে বলিলেন, আমি  
ভগবান্, হে মহেশ্বর ! আমি জানি তুমি  
আমার ললাট চন্দ্রে পূর্ব এই স্বরূপে  
প্রাতর্ভূত হইয়াছ; অতএব তুমি আমার  
শরণাপন্ন হও । মহেশ্বর, পদ্মঘোনির এই

প্রাহিণোৎ পুরুষঃ কালঃ তৈত্তরবঃ লোকদাহকম্ ।  
স কহা স্মমহদ্যুক্তঃ ব্রহ্মণা কালতৈত্তরবঃ ।  
প্রচকর্তাস্ত বদনং বিরিক্তস্তাথ পঞ্চমম্ ॥ ৩০  
নিকৃতবদনো দেবো ব্রহ্মা দেবেন শঙ্কনা ।  
মমার চেশো যোগেন জীবিতং প্রাপ বিবকৃতং ॥  
অথাবশস্তদীপানং মণ্ডলাস্তরসংস্থিতম্ ।  
সমানীনং মহাদেব্যা মহাদেবং ত্রিলোচনম্ ॥ ৩১  
ভুজঙ্গরাজবলয়ং চন্দ্রাবয়বভূষণম্ ।  
কোটীশ্বর্যপ্রতীকাশং জটাজুটবিরাজিতম্ ॥ ৩২  
শাঙ্গুলচর্ম্মসনং দিব্যমালাসমধিতম্ ।  
ত্রিশূলপাণিঃ তুষ্ণেক্যং যোগিনং ভূতিভূষণম্ ॥  
যমস্তরা যোগনিষ্ঠাঃ প্রপশুন্তি হৃদীশ্বরম্ ।  
তমাদিমেকং ব্রহ্মাণং মহাদেবং দদর্শ হ ॥ ৩৩  
যন্ত সা পরমা দেবী শক্তিরাকাশসংজিতা ।  
সোহনন্তৈশ্বর্যযোগীন্দ্ৰা মহেশো দৃষ্টতে কিল ॥

যন্তাশেষজগদ্বীজং বিলয়ং বাতি যোহনম্ ।  
সকলং প্রণামমাজ্ঞেয়ং স কহঃ খলু দৃষ্টতে ॥ ৩১  
যেহং নাচারনিরতান্তত্বত্বাশ্চৈব কেবলম্ ।  
বিলোচয়তি লোকাঙ্ক্য নায়কো দৃষ্টতে কিল ॥  
যন্ত ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
অর্চয়ন্তি সদা লিঙ্গং স শিবঃ খলু দৃষ্টতে ॥ ৩২  
যন্তাশেষজগৎসৃষ্টিবিজ্ঞানতত্ত্বরীশ্বরঃ ।  
ন মুকতি সদা পার্থঃ শঙ্করোহসৌ চ দৃষ্টতে ॥  
বিদ্যাসহায়ো ভগবান্ যন্তাসৌ মণ্ডলাস্তরম্ ।  
হিরণ্যগর্ভপুত্রোহসাবীশ্বরো দৃষ্টতে পরঃ ॥ ৩৩  
পুষ্পং বা যদি বা পত্রং যৎপাদয়ুগলে জলম্ ।  
দহা তরতি সংসারং ক্রোধোহসৌ দৃষ্টতে কিল ॥  
তৎসন্নিধানে সকলং নিযচ্ছতি সনাতনঃ ।  
কালং কিল নিয়োগীন্দ্ৰা কালঃ কালো হি দৃষ্টতে

সগর্ভ বচন অবগণ করিয়া লোকদাহক কাল-  
তৈত্তরবকে প্রেরণ করিলেন। কালতৈত্তরব  
ব্রহ্মার সহিত স্মমহদ যুক্ত করিয়া ব্রহ্মার পঞ্চম  
মস্তক কর্ত্তন করিলেন (তখন ব্রহ্মার পাঁচটি  
মস্তক ছিল। তদবধি ব্রহ্মা চতুর্মুখ হইলেন)।  
দেবদেব শঙ্কু কর্ত্তক ছিন্নবদন হইয়াই ব্রহ্মার  
মৃত্যু হইয়াছিল, কিন্তু বিশ্বকর্ত্তা মহেশ যোগ-  
দ্বারা তাঁহাকে জীবিত করিয়া দিলেন। ভুজঙ্গ-  
রাজ (বাসুকি) ঋহার বলয় (করভূষণ),  
অর্ধচন্দ্র ঋহার শিরোভূষণ, যিনি কোটি-  
শূর্য্যসদৃশ, যিনি জটাসমূহে সূশোভিত, ব্যাঘ্র-  
চর্ম্ম ঋহার বস্ত্র, যিনি দিব্য অক্ষমালাযুক্ত ও  
তম্র ঋহার ভূষণ এতাদৃশ ত্রিলোচন ত্রিশূল-  
পাণি তুষ্ণেক্য মহাযোগী মহাদেব মহেশ্বরকে,  
দেব প্রজাপতি ব্রহ্মা জীবিত হইয়া,  
মণ্ডলমধ্যস্থিত ও মহাদেবীর সহিত সমাবিষ্ট  
দর্শন করিয়াছিলেন। যোগনিষ্ঠ ষোগিগণ  
ঋহাকে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বররূপে দর্শন করিয়া  
ঋকেন, সেই অদ্বিতীয় আদি পুরুষ ব্রহ্মরূপী  
মহাদেবকে তিনি দর্শন করিতে লাগিলেন।  
আকাশসংজিতা সেই শ্রেষ্ঠা দেবী ঋহার  
শক্তি, অনন্তৈশ্বর্য্য ষোগীন্দ্ৰা সেই মহেশ

ব্রহ্মা কর্ত্তক দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। ঋহাকে  
একবার মাত্র প্রণাম করিলে মুক্তকারক অশেষ  
জগদ্বীজ বিনষ্ট হয়, সেই ক্রুদ্র ব্রহ্মাকর্ত্তক দৃষ্ট  
হইতে লাগিলেন। লোকে আচারনিষ্ঠ না  
হইয়াও কেবলমাত্র তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ  
হইলেই ঋহাকে দর্শন করিতে পারে, সেই  
লোকাঙ্ক্য লোকনায়ক মহাদেব ব্রহ্মা কর্ত্তক  
দৃষ্ট হইলেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ব্রহ্ম-  
বাদী ঋষিগণ সর্বদা ঋহার লিঙ্গ অর্চনা  
করিয়া থাকেন, সেই শিব দৃষ্ট হইতে লাগি-  
লেন। অশেষ জগৎপ্রসৃতি প্রকৃতি কখনই  
ঋহার পার্শ্ব পরিত্যাগ করেন না, বিজ্ঞান-  
তত্ত্ব ঈশ্বর সেই শঙ্কর ব্রহ্মাকর্ত্তক দৃষ্ট  
হইলেন। ২১—৪০। ঋহার মণ্ডলাস্তরে এই  
বিদ্যাসহায় ভগবান্ হিরণ্যগর্ভপুত্র ক্রুদ্র অব-  
স্থিত সেই পরমেশ্বর দৃষ্ট হইতে লাগিলেন।  
ঋহার পাদপদ্মযুগলে পুষ্প পত্র বা জল দান  
করিলে মানব সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়, সেই  
ক্রুদ্র দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। সনাতন কাল  
তাঁহার সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহারই নিয়োগে  
সকলের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন, সূতরাং  
কালেরও কাল সেই শঙ্কর দৃষ্ট হইতে লাগি-

জীবনং সৰ্বলোকানাং ত্রিলোকৈব ভূষণম্ ।  
 সোমঃ স দৃষ্টতে দেনঃ সোমো যন্ত বিভূষণম্  
 দেব্যা সহ সঙ্গা সাক্ষাদ্ভূষণং যোগস্বভাবতঃ ।  
 গীৰ্বতে পরমা মুক্তিৰ্হাদেবঃ স দৃষ্টতে ॥ ৪৫  
 যোগিনো যোগতত্ত্বজ্ঞা নিয়োগাতিমুখানিশম্ ।  
 যোগঃ ধ্যায়ন্তি দেব্যাসৌ স যোগী দৃষ্টতে কিল  
 সোহম্ববীক্য মহাদেবঃ মহাদেব্যা সনাতনম্ ।  
 বরাসনে সমাসীনমবাপ পরমাং স্মৃতিম্ ॥ ৪৭  
 লক্ষা মাহেশ্বরীং দিব্যাং সংসৃতিং ভগবানজঃ ।  
 ভোষণামাস বরদং সোমং সোমার্দ্ধভূষণম্ ॥ ৪৮

ব্রহ্মোবাচ ।

নমো দেবায় মহতে মহাদেব্যা নমো নমঃ ।  
 নমঃ শিবায় শান্তায় শিবায়ৈ সততং নমঃ ॥ ৪৯  
 নমোহস্ত ব্রহ্মণে তুভ্যং বিদ্যায়ৈ তে নমো নমঃ  
 মহেশায় নমস্তভ্যং মূলপ্রকৃতয়ে নমঃ ॥ ৫০

লেন । সৰ্বলোকের জীবন ও স্বৰ্গ, মর্ত্য ও  
 পাতালের ভূষণ চন্দ্র ষাঁহার আভরণ, সেই  
 মহাদেব উমার সহিত দৃষ্ট হইতে লাগিলেন ।  
 দেবীর সহিত ষাঁহার যোগ স্বাভাবিক পরম  
 মুক্তি বলিয়া সৰ্বদা কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে, সেই  
 মহাদেব দেবীর সহিত সাক্ষাৎ দৃষ্ট হইতে  
 লাগিলেন । বৈয়োগাতিমুখ যোগতত্ত্বজ্ঞ  
 যোগিগণ নিরন্তর ষাঁহাকে যোগরূপে ধ্যান  
 করিয়া থাকেন, দেবীর সহিত সেই যোগপুরুষ  
 দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । মহাদেবীর সহিত  
 বরাসনে উপবিষ্ট সনাতন মহাদেবকে দর্শন  
 করিয়া ব্রহ্মা পরমা স্মৃতি প্রাপ্ত হইলেন ।  
 ভগবান্ ব্রহ্মা মহেশ্বর সহস্রে পরমা স্মৃতি লাভ  
 করিয়া উমা সহিত সোমার্দ্ধভূষণ মহাদেবকে  
 এইরূপ স্তবে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন ৪৫—৪৮ ।  
 ব্রহ্মা বলিলেন,—মহাদেবকে নমস্কার, মহা-  
 দেবীকে নমস্কার । শান্ত-মূৰ্ত্তি শিব ও  
 শিবাকে সতত নমস্কার করি । তুমি ব্রহ্মা,  
 তোমাকে নমস্কার করি ; তুমি বিদ্যা  
 ( অর্থাৎ বিদ্যাস্বরূপা প্রকৃতি ) তোমাকে  
 বারংবার নমস্কার ! তুমি মহেশ, তোমাকে নম-  
 স্কার ; তুমি মূল-প্রকৃতি, তোমাকেও নমস্কার

নমো বিজ্ঞানদেহায় চিত্তয়ে তে নমো নমঃ ।  
 নমোহস্ত কালকালায় ঈশ্বরায়ৈ নমো নমঃ ॥ ৫১  
 নমো নমোহস্ত কল্লায় কল্লায়ৈ তে নমো নমঃ  
 নমো নমস্তে কালায় মায়ায়ৈ তে নমো নমঃ ॥ ৫২  
 নিয়ন্ত্রে সৰ্বকার্য্যানাং কোভিকায়ৈ নমো নমঃ ।  
 নমোহস্ত তে প্রকৃতয়ে নমো নারায়ণায় চ ॥ ৫৩  
 যোগদায়ৈ নমস্তভ্যং যোগিনাং শুকবে নমঃ ।  
 নমঃ সংসারনাশায় সংসারোৎপত্তয়ে নমঃ ॥ ৫৪  
 নিত্যানন্দায় বিভবে নমোহস্তানন্দমূর্ত্তয়ে ।  
 নমঃ কার্য্যবিহীনায় বিশ্বপ্রকৃতয়ে নমঃ ॥ ৫৫  
 ওঙ্কারমূর্ত্তয়ে তুভ্যং তদন্তঃসংস্থতায় চ ।  
 নমস্তে ব্যোমসংস্থায় ব্যোমশক্ত্যৈ নমো নমঃ ।  
 ইতি সোমাস্তিকেনেশং প্রণিপত্য পিতামহঃ ।

করি ; তুমি বিজ্ঞান-দেহ, তোমাকে নমস্কার  
 করি ; তুমি চিত্তি ( নির্বিকল্প জ্ঞান ) স্বরূপা,  
 তোমাকেও পুনঃপুন নমস্কার ; তুমি কালের ও  
 সংহারকর্তা, তোমাকে নমস্কার ; তুমি ঈশ্বর,  
 তোমাকেও নমস্কার কর । কল্লকে বারংবার  
 নমস্কার করি । কল্লায়ৈকেও পুনঃপুন নমস্কার ।  
 তুমি কালস্বরূপ, তোমাকে বারংবার নমস্কার ;  
 তুমি মায়াস্বরূপা, তোমাকেও বারংবার নম-  
 স্কার করি । তুমি সৰ্বকার্য্যের নিয়োগকর্তা,  
 তোমাকে বারংবার নমস্কার ; আর তুমি  
 কোভিকা, তোমাকেও বারংবার নমস্কার ;  
 সূত্রায় নারায়ণস্বরূপ তোমাকে নমস্কার করি ;  
 এবং প্রকৃতিরূপী তোমাকেও নমস্কার করি ;  
 তুমিই যোগীদিগের গুরু, তোমাকে নমস্কার ;  
 তুমি যোগদাত্তী, তোমাকেও নমস্কার ; তুমি  
 সংসার-নাশক আর তুমি সংসারোৎপাদিকা,  
 তোমাদিগকে নমস্কার করি । তুমি নিত্যানন্দ-  
 বিগ্রহ, তুমি প্রভু, তোমাকে নমস্কার ; তুমি  
 আনন্দমূর্ত্তিরূপী, তোমাকেও নমস্কার । তুমি  
 কার্য্যবিহীন আর তুমি বিশ্বপ্রকৃতি, তোমা-  
 দিগকে নমস্কার করি । তুমি ওঙ্কারমূর্ত্তি  
 পরমেশ্বরী এবং তুমি ওঙ্কারমধ্যে অবাস্তত  
 পরমেশ্বর ; তুমি অকাশশক্তি এবং তুমি  
 আকাশে সংস্থিত ; তোমাদিগকে নমস্কার

পশ্যত দণ্ডবদ্ধমৌ গৃণন বৈ শতরজ্জিষম্ ॥৫৭  
অথ দেবো মহাদেবঃ প্রণতাস্তিহরোহরঃ ।  
প্রোবাচোখাপ্য হস্তাত্যাং প্রীতেহস্মি তব  
সম্প্রতি ॥ ৫৮  
দৃষ্ট্বাস্মৈ পরমং যোগমৈশ্বর্যমতুলং মহৎ ।  
প্রোবাচাত্মা স্থিতঃ ক্রদ্রং নীললোহিতমীশ্বরম্ ॥৫৯  
এষ ব্রহ্মান্ত জগতঃ সম্পূজ্যঃ প্রথমঃ স্থিতঃ ।  
আত্মনা রক্ষণীয়ন্তে গুণজ্যোষ্ঠঃ পিতা তব ॥ ৬০  
অয়ং পুরাণঃ পুরুষো ন হস্তব্যস্তধানঘ ।  
স যোগৈশ্বর্যমাত্মাত্মায়ামেব পরমং গতঃ ॥ ৬১  
অয়ঞ্চ যজ্ঞো-গর্ভোহসৌ সগর্ভো ভবতানঘ ।  
শাসিতব্যো বিরিক্তস্ত ধারণীয়ং শিরস্তম্ ॥ ৬২  
ব্রহ্মহত্যা-পনোদার্ষং ব্রতং লোকে প্রদর্শয়ন ।  
চরত লততং ভিক্ষাং সংস্থাপয় সুরজিজ্ঞান ॥৬৩

করি। ব্রহ্ম এই প্রকার সোমাস্টিক, ( ইমা-  
সহিত শব্দবের অষ্টশ্লোকাস্থক স্তোত্র ) দ্বারা  
প্রণাম করিয়া শতরজ্জিষ গান করিতে করিতে  
ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইলেন। অনন্তর  
প্রণতজনের পীড়নাশক মহাদেব ব্রহ্মাকে  
হস্তদ্বয়দ্বারা উত্তোলন করত বলিলেন,—  
সম্প্রতি তোমার প্রতি আমি প্রীত হইয়াছি  
তারপর মহাদেব ব্রহ্মাকে পরমযোগ ও অতুল  
মহৎ ঐশ্বর্য দান করিয়া সমুখে অবস্থিত নীল-  
লোহিত মহেশ্বর ক্রদ্রকে বলিলেন,—জগতের  
প্রথম স্থিত ও পূজনীয় এই ব্রহ্মাকে তুমি  
স্বয়ং বক্ষা করিবে। ইনি গুণজ্যোষ্ঠ, ইনি  
তোমার পিতা। হে অনঘ! এই আদিপুরুষকে  
বধ করা তোমার উচিত নহে, ইনি যোগৈশ্বর্য-  
মাত্মাত্মা আমারই শরণাপন্ন হইয়াছেন।  
৪৯—৬১। এই দেখ যজ্ঞও,—যেন সাক্ষাৎ  
মূর্ত্তমান; হে অনঘ! তাহা হইলে এই সগর্ভ  
যজ্ঞকেও তোমার শাসন করা উচিত। সম্প্রতি  
বিরিক্ত এই ছিন্ন মস্তক তোমাকে ধারণ  
করিতে হইবে। তুমি ব্রহ্মহত্যা-পাপনাশের  
নিমিত্ত পৃথিবীতে ব্রত প্রদর্শনপূর্বক সর্বদা  
ভিক্ষা কর এবং তদ্বারা দেব-বিজগৎকে

ইত্যেতদ্বক্ষ্য। বচনং ভগবান্ পরমেশ্বরঃ ।  
স্থানং স্বাভাবিকং দিব্যং যথৌ তৎ পরমং পদম্  
ততঃ স ভগবানীশঃ কপদী নীললোহিতঃ ।  
গ্রাহয়ামাস বদনং ব্রহ্মণঃ কালভৈরবম্ ॥ ৬৪  
চরত্বং পাপনাশার্থং ব্রতং লোকে হিতাবহম্ ।  
কপালহস্তো ভগবান্ ভিক্ষাং গৃহ্নাতু সর্বতঃ ॥  
উক্তেবং প্রাহিণোৎ কত্যাং ব্রহ্মহত্যোতি  
বিশ্রুতাম্ ।  
দংষ্ট্রাকরালবদনাং জালামালাবিভূষণাম্ ॥ ৬৭  
যাবদ্বারাগসীং দিব্যাং পুরীমেষ গমিষ্যতি ।  
তাবৎ ত্বং ভীষণে কালমহুগচ্ছ ত্রিশূলিনম্ ॥৬৮  
এবমাত্মা কালাগ্নিং গ্রাহ লোকমহেশ্বরম্ ।  
অটম্ব লোকানখিলান্ ভৈক্ষার্থী ময়িরোগতঃ ॥৬৯  
যদা দ্রক্যসি দেবেশং নারায়ণমনাময়ম্ ।  
তদাসৌ বক্ষ্যতি স্পষ্টমুপায়ং পাপশোধনম্ ॥৭০  
স দেবদেবতাবাক্যমাকর্ণ্য ভগবান্ হরঃ ।

সংস্থাপন কর। ভগবান্ মহেশ্বর এই বলিয়া  
সেই পরমপদ স্বাভাবিক দিব্যস্থানে গমন করি-  
লেন। তদনন্তর কপদী ভগবান্ নীললোহিত  
কালভৈরবকে ব্রহ্মার ঐ পঞ্চম বদন গ্রহণ  
করাইয়াছিলেন। “লোকভৈরব এই ব্রত  
ব্রহ্মহত্যা-পাপনাশের নিমিত্ত অনুষ্ঠান কর এবং  
এই কপাল হস্তে লইয়া ভিক্ষা গ্রহণ কর”  
কালভৈরবকে এই কথা বলিয়া দংষ্ট্রাকরাল-  
বদনা জালামালাবিভূষণা ব্রহ্মহত্যা নামে  
বিখ্যাতা কত্যা-কে এই বলিয়া প্রেরণ করিলেন  
যে, এই কালভৈরবের দিব্য বারাগসী  
পুরীতে গমন করিতে যতদিন লাগিবে, তে  
ভীষণে! সেই কালপর্যন্ত তুমি ত্রিশূলী,  
কালভৈরবের অনুগমন কর। ভগবান্, ব্রহ্ম-  
হত্যা-কে এইরূপ আদেশ করিয়া লোক-মহে-  
শ্বর কালভৈরবকে বলিলেন,—আমার  
নিয়োগ হেতু ভিক্ষার্থী হইয়া অখিল জগৎ  
ভ্রমণ কর। যে সময় তুমি অনাময় নারায়ণকে  
দর্শন করিবে, সেই সময় তিনি পাপশোধ-  
নের স্পষ্ট উপায় বলিয়া দিবেন। ৬২—৭০।  
দেবদেব কপদীর বাক্য শ্রবণ করিয়া বিশ্রুত

কপালপানিবিধায়া চচার ভুবনজয়ম্ ॥ ৭১  
 আহার বিকৃতং বেশং দীপ্যমানং যতেজসা ।  
 ক্রীমৎ পবিজ্ঞং কচিরং লোচনজয়সংযুতম্ ॥ ৭২  
 কোটিস্বর্ঘ্যপ্রতীকার্শৈঃ প্রমথৈশ্চাতিগর্জিতৈঃ ।  
 ভাতি কালান্নিনয়নো মহাদেবঃ সমারুহঃ ॥ ৭৩  
 শীত্বা তদযুতং দিব্যমানন্দং পরমেষ্ঠিনঃ ।  
 লীলাবিলাসবহলো লোকানাংগচ্ছতীশ্বরঃ ॥ ৭৪  
 তং দৃষ্ট্বা কালবদনং শঙ্করং কালভৈরবম্ ।  
 রূপলাবণ্যসম্পন্নং নারীকূলমগাদমু ॥ ৭৫  
 গায়ন্তি বিবিধং গীতং নৃত্যন্তি পুরঃ প্রভোঃ  
 সন্মিতং প্রেক্ষ্য বদনং চক্ৰক্ৰান্তমিব চ ॥ ৭৬  
 স দেবদানবাদীনাং দেশানভ্যোক্ত্য শূলধ্বক্ ।  
 জগাম বিকোৰ্ভুবনং যজ্ঞান্তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৭৭  
 সম্ভ্রাণ্য দিব্যভবনং শঙ্করো লোকশঙ্করঃ ।  
 সঠৈব ভূতপ্রবরৈঃ প্রবেষ্টুমুপচক্রমে ॥ ৭৮

ভগবান্ কালভৈরব কপালপানি হইয়া বিকৃত-  
 বেশে ভুবনজয় বিচরণ করিয়াছিলেন।  
 বিকৃত হইলেও ঐ বেশ স্বীয় তেজঃপুঞ্জদ্বারা  
 দীপ্যমান, অতিশুন্দর, লোচনজয়বিশিষ্ট  
 ক্রীমান্ ও পবিজ্ঞ। কোটিস্বর্ঘ্যসদৃশ অতি  
 গর্জিত প্রমথগণে সমারুত হইয়া কালান্নিনয়ন  
 মহাদেব তখন শোভা পাইতে লাগিলেন।  
 পরমেষ্ঠীর অমৃত স্বরূপ সেই দিবা আনন্দ  
 পান করত লীলাবিলাসবহল ঈশ্বর লোক-  
 সমীপে উপস্থিত হইতে লাগিলেন; তৎকালে  
 নারীকূল সেই কালবদন কালভৈরব শঙ্করকে  
 রূপলাবণ্যসম্পন্ন দর্শন করিয়া তাহার অমু-  
 গমন করিয়াছিল; তাহার প্রভুর সম্মুখে  
 বিবিধপ্রকার গান ও নৃত্য করিতে লাগিল  
 এবং ভগবানের সন্মিত বদন দর্শন করিয়া  
 ভক্তজ্ঞী করিতে লাগিল। শূলধারী মহাদেব  
 দেবদানবাদির দেশ সকলে গমন করিয়া  
 গরে, যে স্থানে পুরুষোত্তম অবস্থান করিতে-  
 ছেন, সেট বিকুলোকে গমন করিলেন।  
 লোকহিতকর শঙ্কর বিষ্ণুর দিব্য ভবন প্রাপ্ত  
 হইয়া ভূতপ্রবরগণের সহিতই তাহাতে প্রবেশ

অবিজ্ঞায় পরং ভাবং দিব্যং তৎ পারমেশ্বরম্ ।  
 ভবায়মৎ ত্রিশূলভং স্বারপালো মধাবলঃ ॥ ৭৯  
 শঙ্খ-চক্ৰ-গদাপাণিঃ শীতবাসা মহাভুজঃ ।  
 বিষক্সেন ইতি খ্যাতো বিকোরং শসমুত্তবঃ ।  
 অধৈনং শঙ্করগণে যুযুধে বিক্সসত্তবম্ ।  
 ভীষণো ভৈরবাদেশাৎ কালবেগ ইতি স্মৃতঃ ॥  
 বিজিত্য তং কালবেগং ক্রোধসংরক্তলোচনঃ ।  
 হুদ্রাবাতিমুখং ক্রুৎ চিক্কেপ চ সুদর্শনম্ ॥ ৮২  
 অথ দেবো মহাদেব ত্রিপুরারিত্রিশূলভুৎ ।  
 ভমাপত্তন্তং সাবজ্জমালোকয়দমিত্রজিৎ ॥ ৮৩  
 তদন্তরে মহভুতং যুগাস্তদহনোপমম্ ।  
 শূলেনোরসি নির্ভীদ্য পাতয়ামাস তং ভুবি ॥ ৮৪  
 স শূলাভিহতোহত্যর্থং ত্যক্তা স্বং পরমং বলম্  
 তত্যাগ জীবিতং দৃষ্ট্বা মৃত্যুং ব্যাধিহতা ইব ॥

করিতে উদ্যত হইলেন। বিষ্ণুর অংশগম-  
 ভূত শঙ্খ-চক্ৰ-গদাপাণি, শীতবস্ত্রপরিধারী,  
 বিষক্সেন নামে বিখ্যাত মহাভুজ মহাবল-  
 শালী স্বারপাল, পরমেশ্বরের দিব্য পরমভাব  
 না জানিয়া, ত্রিশূলপাণি মহাদেবকে তাহাতে  
 প্রবেশ করিতে বারণ করিয়াছিলেন। অন-  
 তর কালবেগ নামে বিখ্যাত ভয়ঙ্কর শঙ্কর-  
 গণ কালভৈরবের আদেশে সেই বিক্সসত্তব  
 স্বারপালের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল।  
 স্বারপাল বিক্সসেন কালবেগনামক গণকে  
 জয় করিয়া ক্রোধসংরক্ত লোচনে হুদ্রাভি-  
 মুখে ধাবমান হইয়া ক্রুরে প্রতি সুদর্শন  
 ক্কেপণ করিয়াছিলেন। অনন্তর ত্রিপুরারি  
 ত্রিশূলধারী, শঙ্কজেতা দেব মহাদেব সেই  
 বিক্সসেনকে আক্রমণ করিতে উদ্যত দেখিয়া  
 অবজ্ঞার সহিত দর্শন করিয়াছিলেন। সেই  
 সময়ে প্রলয়ানলসদৃশ তেজস্বী ভূতনাথ  
 শূলধারী বক্ক বিদারণ করত বিষক্স সেনাকে  
 ভূতলশায়ী করিলেন। বিক্সসেন শূল  
 দ্বারা অতিশয় অভিহত হইয়া স্বীয় পরম  
 বল পরিত্যাগ করিয়া, ব্যাধিহত ব্যক্তির  
 ভায়, মৃত্যুদর্শনপূর্বক জীবন ত্যাগী করিলেন ॥



নিহত্য বিষ্ণুপুরুষং সর্দিং প্রমথপুরুষৈঃ ।  
 বিবেণ চান্দ্রগৃহং সমাধায় কলেবরম্ ॥ ৮৬  
 বীক্য তং জগতে। হেতুমৌশ্বরং ভগবান্ হরিঃ।  
 শিরাং ললাটাং সন্তদ্য রক্তধারামপাতয়ৎ ॥ ৮৭  
 গৃহাণ ভিক্ষাং ভগবন্ মদৌষায়মিতদ্যতে ।  
 ন বিদ্যাতেহস্তা হ্যচিহ্না তব ত্রিপুরমর্দন ॥ ৮৮  
 ন সম্পূর্ণং কপালং তদব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।  
 দিব্যং বর্ষসংস্রজ সা চ ধারা প্রবাহিতা ॥ ৮৯  
 অখাত্রবীং কালকরুং হর্নির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ।  
 সংস্কৃষ্য বিবিধৈর্ভাবৈর্বহ্মানপুরঃসরম্ ॥ ৯০  
 তিম্রমেতদ্বদনং ব্রহ্মণো ভবতা যুতম্ ।  
 প্রোবাচ বৃন্তমর্ষলং দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ৯১  
 সমাহুয় হৃষীকেশো ব্রহ্মহত্যামধাচ্যুতঃ ।  
 প্রার্থয়ামাস ভগবান্ বিমুঞ্চতি ত্রিশূলনম্ ॥ ৯২  
 ন তত্যা জাথ সা পার্থঃ ব্যাহতাপি মুরারিণা ।

চিরং ধ্যানা জগদ্যোনিং শঙ্করং প্রাহ সর্কবিৎ  
 ব্রহ্মণ ভগবন্ দিব্যাং পুরীং বারানসীং ততাম্  
 যত্রাখিলজগদ্যোনিং কিপ্রং নাশয়তীশ্বরঃ ॥ ৯৪  
 ততঃ সর্কবিণ্ডুহানি তীর্থাত্মায়তনানি চ ।  
 জগাম লীলয়া দেবো লোকানাং হিতকাময়া ॥  
 সংস্কৃষ্মানঃ প্রমথৈর্মহাযোগৈরিতিভক্তভুতঃ ।  
 নৃত্যমানো মহাযোগী হস্তস্তম্বকলেবরঃ ॥ ৯৬  
 তমভ্যধাবন্তগবান্ হরির্নারায়ণঃ প্রভুঃ ।  
 সমাহুয় পংকজং নৃত্যদর্শনলালসঃ ॥ ৯৭  
 নিরীক্ষমাণো গোবিন্দং বুধেন্দ্রাভিতশাসনঃ ।  
 সম্ময়োহনন্তযোগাচ্চা নৃত্যতি স্ম পুনঃপুনঃ ॥ ৯৮  
 অথ সাহুচরো ক্রজঃ সহরিশর্ষবাহনঃ ।  
 ভেজে মহাদেবপুরীং বারানসীতি বিজ্ঞতাম্ ॥ ৯৯  
 প্রবিষ্টমাত্রে বিবেশে ব্রহ্মহত্যা কপর্দিনি ।  
 হা হেতু্যাক্ষা সনাদং সা পাতালং প্রাপ হুংখিতা

মহাদেব বিষ্ণুপুরুষকে এইরূপে বধ করিয়া  
 তাঁহার কলেবর গ্রহণ করত প্রমথপুরুষদিগের  
 সহিত বিষ্ণু অন্তঃপুরগৃহে প্রবেশ করিলেন।  
 ভগবান্ হরি, জগৎকারণ ঈশ্বরকে সন্দর্শন  
 করিয়া ললাটশিরা সন্তদ্য করত রক্তধারা  
 বাহির করিয়া দিলেন এবং বলিলেন,—হে  
 অমিতদ্বাতে! হে ভগবন্। আমার এই  
 ভিক্ষা গ্রহণ কর; হে ত্রিপুরমর্দন! তোমার  
 সম্বন্ধে অস্ত্র ভিক্ষা উচিত নহে। তদনন্তর  
 দিব্য সহস্র বৎসরের মধ্যেও পরমেষ্ঠি ব্রহ্মার  
 কপাল সম্পূর্ণ (মোচিত) হইল না এবং সেই  
 রক্তধারাও দিব্য সহস্র বৎসর ব্যাপিয়া প্রবা-  
 হিত হইতে লাগিল। ৮১—৮২। অনন্তর  
 প্রভু নারায়ণ হরি বহমানপূর্বক বিবিধভাবে  
 স্তব করিয়া কালকরুকে বলিলেন,—আপনি  
 কি নিমিত্ত ব্রহ্মার এই বদনধারণ করিয়াছেন?  
 উচ্চবণে দেবদেব মহেশ্বর সমস্ত বৃন্তাস্ত বলি-  
 লেন। হৃষীকেশ ভগবান্ অচ্যুত তখন  
 ব্রহ্মহত্যাকে আচ্ছাদন করিয়া প্রার্থনা করি-  
 লেন,—তুমি ত্রিশূলীকে পরিত্যাগ কর। ব্রহ্ম-  
 হত্যা মুরারিকর্তৃক এইরূপ কথিত হইলেও  
 ত্রিশূলীর পার্শ্ব পরিত্যাগ করিল না। অনন্তর

সর্কবিৎ বিষ্ণু কিয়ৎকাল ধ্যান করিয়া জগদ-  
 যোনি শঙ্করকে বলিলেন,—হে ভগবন্। যে  
 স্থানে মহেশ্বর অখিল জগতের দোবসমুহ  
 অতি সম্বর নাশ করিয়া থাকেন, তুমি সেই  
 অতি পবিত্র দিব্য বারানসী পুরীতে গমন  
 কর। তদনন্তর চারিদিকে মহাযোগী প্রমথ-  
 গণ কর্তৃক সংস্কৃষ্মান মহাযোগী মহাদেব  
 বিষ্ণুসেনের কলেবর হস্তে ধারণপূর্বক নৃত্য  
 করিতে করিতে লোকসমূহের হিতকামনায়  
 লীলাবশতঃ গোপনীয় সমস্ত তীর্থ ও দেবালয়-  
 সমূহে গমন করিয়াছিলেন। নারায়ণ হরি  
 নৃত্যদর্শনেচ্ছু হইয়া পরম রূপ ধারণকরত মহা-  
 দেবের অঙ্গগমন করিয়াছিলেন। বুধভ-  
 বাহন অনন্ত যোগাচ্চা মহাদেব গোবিন্দকে  
 দর্শন করিতে করিতে ঈশ্বাকান্তের সহিত পুনঃ-  
 পুন নৃত্য করিয়াছিলেন। অনন্তর নারায়ণ  
 ও অহুচরগণের সহিত ধর্ম্মবাহন ক্রজ, বারান-  
 সী নামে বিখ্যাতা মহাদেব-পুরীতে উপনীত  
 হইলেন। ৯০—৯২। কপলী বিবেশ্বর বারান-  
 সী-প্রবেশ করিবামাত্রই ব্রহ্মহত্যা কল ল  
 শব্দে আর্জনার করত হুংখিতা হইয়া পাতালে



প্রবিশ্ত পরমঃ স্থানং কপালং ব্রহ্মণো হরঃ ।  
 গণানামগ্রতো দেবঃ স্থাপয়ামাস শকরঃ ॥ ১০১  
 স্থাপয়িত্বা মহাদেবো দদৌ তুচ্চং কলেবরম্ ।  
 উক্তা স জীবমন্ত্রীতি বিষ্ণুবেহসৌ স্থানানিধিঃ ॥  
 যে অরন্তি যমাজস্যঃ কপালং বেষমুস্তমম্ ।  
 তেষাং বিনশ্চতি কিপ্রমিহামুক্ত চ পাতকম্ ॥  
 আগম্য তীর্থপ্রবরে স্নানং কৃত্বা বিধানতঃ ।  
 তর্পয়িত্বা পিতৃন্ দেবান্ মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥  
 অশাস্বতঃ জগজ্জ্যোত্বা যেন্দ্রিয়ন স্থানে

বসন্তি বৈ ।

দেহান্তে তৎ পরং জ্ঞানং দদামি পরমং পদম্ ॥  
 ইতীদমুক্তা ভগবান্ সমালিঙ্গ্য জনার্দনম্ ।  
 সঠৈব প্রমথোখ্যাতৈঃ কপাদন্তরায়ত ॥ ১০৬  
 স লক্ । ভগবান্ কৃষ্ণো বিষ্ণুসেনঃ ত্রিশূলিনঃ  
 স্বঃ দেশমগমৎ তুর্ণং গৃহীত্বা পরমং বপুঃ ॥ ১০৭  
 এতচ্চ কথিতং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্ ।

প্রবেশ করিয়াছিল। মহাদেব পরম স্থানে  
 প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মার কপাল, গণসকলের  
 সম্মুখে স্থাপন করিলেন। দয়ানিধি মহাদেব  
 কপাল স্থাপন করিয়া “জীবন প্রাপ্ত হউক”  
 এই বলিয়া বিষ্ণুকে বিষ্ণুসেনের কলেবর  
 প্রদান করিয়াছিলেন। “যে ব্যক্তি আমার  
 উত্তম কপালমুক্ত রূপ সর্কদা অরণ করিবে,  
 তাহারিগের ঐহিক ও পারত্রিক পাপসমূহ  
 অতি সঙ্কর নষ্ট হইবে। মানবগণ এই তীর্থ-  
 প্রবরে আগমন করিয়া স্নান করত পিতৃ ও  
 দেবতাগণের তর্পণ করিলে, ব্রহ্মহত্যা-পাপ  
 হইতে মুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি এই জগৎকে  
 অনিত্য জানিয়া এই তীর্থে বাস করিবে,  
 দেহান্তকালে আমি তাহাকে পরম জ্ঞান ও  
 পরমপদ প্রদান করিব।” ভগবান্ মহাদেব  
 এই কথা বলিয়া জনার্দনকে আলিঙ্গন করত  
 করকালমধ্যে প্রথমগণের সহিত অভ্যর্জিত  
 হইলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ ও ত্রিশূলী হইতে  
 বিষ্ণুসেনকে লাভ করিয়া পরম শরীর ধারণ  
 করত অতি সঙ্কর স্বীয় স্থানে গমন করিলেন।  
 মহাদেবের অভিশ্রিত ওতজনক ও মহাপাতক-

কপালমোচনঃ তীর্থং স্থাপোঃ প্রিয়তরং শুভম্ ।  
 য ইমং পঠতেহধ্যায়ঃ ব্রাহ্মণানাং সমীপতঃ ।  
 মানসৈর্বাচিকৈঃ পার্শ্বৈঃ কাষিকৈশ্চ প্রমুচ্যতে ॥

ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে উপরিভাগে  
 কপালমোচনমাহাত্ম্যং নামৈক-  
 ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩১ ॥

ষা ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥

ব্যাস উবাচ ।

সুপ্রাপ্ত সুপ্রাং তপ্তামগ্নিবর্ণাং স্বয়ং পিবেৎ ।  
 নির্দম্ভকাঃ স তপ্তা মুচ্যতে চ দ্বিজোত্তমঃ ॥ ১  
 গোমুত্রমগ্নিবর্ণং বা গোশকুটসমেব বা ।  
 পয়ো বৃত্তং জলং বাধ মুচ্যতে পাতকাং ততঃ  
 জলার্জবাসাঃ প্রয়তো ধাত্বা নারায়ণং হরিম্ ।  
 ব্রহ্মহত্যাভতকাঞ্চ চরেৎ কৃত্যোপশান্তয়ে ॥ ৩  
 সুবর্ণস্তেয়কুচিপ্রো রাজানমভিগম্য তু ।

নাশক কপালমোচননামক তীর্থের বিষয়  
 আপনারিগের নিকটে এই কথিত হইল। যে  
 ব্যক্তি ব্রাহ্মণসমীপে এই অধ্যায় পাঠ করে,  
 সে কাষিক, বাচিক ও মানসিক সর্ব প্রকার  
 পাপ হইতে মুক্ত হয়। ১০০—১০২।

একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

ষা ত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস কহিলেন,—সুপ্রাপ্ত সুপ্রাং তপ্তামগ্নি-  
 বর্ণা তপ্ত সুপ্রা স্বয়ং পান করিবে। সেই অগ্নি-  
 বর্ণা সুপ্রাচার শরীর দৃষ্ট হইলে পাপ হইতে  
 সে মুক্ত হইবে। অথবা গোমুত্র বা গোময়রস  
 বা গব্য, ছদ্ম বা বৃত্ত অথবা জল অগ্নিবর্ণ  
 করিয়া পান করিবে; তাহার শরীর দৃষ্ট  
 হইলেই সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অথবা  
 পাপক্ষয়ের নিমিত্ত জলার্জ বস্ত্র পরিধানপূর্বক  
 তর্পণ ও বিষ্ণু-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া ব্রহ্মহত্যা-  
 ব্রত্যাশ্রয় করিবে। সুবর্ণস্তেয়কারী (ব্রাহ্মণ-  
 স্বামিক-অধীতিরিক্তানু-সুবর্ণাশ্রয়ী) দ্বিজ

স্বকর্ম ব্যাপনং ক্রমায়াং ভবানুশাসিত্বিতি ॥ ৪  
 গৃহীয়া যুযলং রাজা সুরুকৃত্যং তু তং স্বয়ম্ ।  
 বধেন তথ্যতে স্তেনো ব্রাহ্মণস্তপসাথবা ॥ ৫  
 স্বক্লেদাদায় যুযলং লকুচং বাপি খাদিরম্ ।  
 শক্তিকাদায় তীক্ষ্ণাশ্রোমায়সং দণ্ডমেব বা ॥ ৬  
 রাজা তেন চ গন্তব্যো মুক্তকেশেন ধাবতা ।  
 আচক্ষাণেন তৎ পাপমেতৎকর্ম্মাশ্চি শাধি যাম্  
 শাসনায়া বিমোক্ষায়া স্তেনঃ স্তেনাধিমুচ্যতে ।  
 অশাসিত্বা তু তং রাজা স্তেনস্তাপ্রোতি কিম্বিমম্  
 তপসাপনোত্তমেষু স্তেনস্তেয়জং মলম্ ।  
 চীরবাসা যিজোহরণ্যে চরেদব্রহ্মহণো ব্রতম্ ॥ ১০  
 স্নানাদ্যধাথ বিপ্রৈঃ স্নানতুল্যং দ্বিগুণ্যকম্ ॥  
 চরেদ্বা বৎসরং কৃচ্ছ্রং ব্রহ্মচর্য্যপরাশ্রমঃ ।  
 ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণহারী তু তৎপাপস্তাপমুত্তরে ॥ ১১

রাজার নিকটে ঘাইয়া বলিবে, “মহারাজ !  
 আমি সুবর্ণ অপহরণ করিয়াছি, আমাকে  
 শাসন করুন।” রাজা যুযল গ্রহণ করিয়া  
 তদ্বারা স্বয়ং তাহাকে এ ফবার আঘাত করি-  
 বেন। মৃত্যু হইলে সুবর্ণহারী পাপ হইতে  
 মুক্ত হইবে। কিন্তু ব্রাহ্মণ কেবল তপস্তা-  
 দ্বারাও সেই পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন।  
 লকুচ অথবা খাদিরকাষ্ঠ-নির্ম্মিত যুযল তীক্ষ্ণ  
 শক্তি (লৌহাশ্রবিশেষ) ও লৌহদণ্ড ইহার  
 অন্ততম স্বক্লে লইয়া মুক্তকেশে দ্রুতগমনে  
 রাজসমীপে গমন করিয়া স্বকীয় সেই পাপ-  
 প্রকাশপূর্ব্বক বলিবে যে, এই কর্ম্ম আমি  
 করিয়াছি, ইহা দ্বারা আমার শাসন করুন।  
 রাজার শাসনে বা রাজার ক্রমায় সুবর্ণপহারী  
 পাপ হইতে মুক্ত হইবে। কিন্তু রাজা  
 তাহাকে যদি শাসন না করেন, তবে রাজাই  
 সেই পাপে লিপ্ত হইবেন। তপস্তা দ্বারা  
 সুবর্ণস্তেয়-পাপনাশেচ্ছ হইলে ব্রাহ্মণ চীর  
 পরিধান করিয়া অরণ্যে ব্রহ্মচর্য্যব্রত  
 করিবে অথবা ব্রাহ্মণ অশ্বমেধাবত্থে স্নান  
 করিবে অথবা স্বীয় শরীর-পরিমিত সুবর্ণ  
 ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। অথবা সুবর্ণপ-

হারী ব্রাহ্মণ সমাক্রম্য ব্রাহ্মণঃ কামমোহিতঃ ।  
 আলিঙ্গয়েৎ স্নিগ্ধং তপ্তাং দীপ্তাং কাঞ্চাদিসীং  
 কৃত্যম্ ॥ ১২  
 স্বয়ং বা শিশু যুযলবুৎকৃত্যধায় চাঙ্গসৌ ।  
 অভিগচ্ছেদক্ষিপাশামানিপাতাদজিহ্বগঃ ॥ ১৩  
 শুক্লবর্ণং বা হতঃ শুভ্যচ্চরেদ্বা ব্রহ্মহং ব্রতম্ ।  
 শাখাং বা কণ্টকোপেতাং পরিষজ্যাথ বৎসরম্  
 অধঃ শরীত নিয়তো মুচ্যতে শুক্লতল্লগঃ ॥ ১৪  
 কৃচ্ছ্রং বান্দং চরেদ্বিপ্রশ্চীরবাসাঃ সমাধিতঃ ।  
 অশ্বমেধাবত্থকে স্নান্বা বা শুধ্যতে বিজঃ ॥ ১৫  
 কালেহষ্টমে বা ভূজানো ব্রহ্মচারী সঙ্গব্রতী ।  
 স্নানাপনাত্যাং বিহরং স্নিরহোহভ্যাপয়ন্নপঃ ॥ ১৬

হারী ব্রাহ্মণ তৎপাপক্ষয়ের নিমিত্ত ব্রহ্মচর্য্য-  
 পরায়ণ হইয়া এক বৎসরকাল ব্রাহ্মচর্য্য  
 করিবে। ১—১১। কামাতুর হইয়া শুক-  
 পত্নীগমন করিলে লৌহ দ্বারা স্ত্রী-আকৃতি  
 নির্ম্মাণ করিয়া তাহা উত্তপ্ত করিয়াও আলিঙ্গন  
 করিবে। অথবা স্বয়ং স্বীয় লিঙ্গ অণ্ডকোষ  
 ছেদন করত স্বহস্তে লইয়া, যতক্ষণ দেহ-  
 পাত না হয়, ততক্ষণ বক্রগতি পরিত্যাগ  
 করিয়া দক্ষিণদিকে গমন করিবে। অথবা  
 শুক্ল কার্ধ্যার্থে হত হইলে শুক্ল হইবে, অথবা  
 ব্রহ্মহত্যাব্রত করিবে অথবা কণ্টকযুক্ত বৃক্শ-  
 শাখা আলিঙ্গন করিয়া বৎসর ব্যাপিয়া নিয়ত  
 অধঃশয়ন করিবে; তাহা হইলে শুক্লতল্লগ  
 পাপমুক্ত হইবে। অথবা বকল পরিধানপূর্ব্বক  
 সমাধিত হইয়া সংবৎসর ব্যাপিয়া প্রাজাপত্য-  
 ব্রত করিলে বা অশ্বমেধাবত্থে স্নান  
 করিলে মুক্ত হইবে। শুক্লপত্নীগামী ব্যক্তি  
 তিন বৎসর কাল সর্ব্বদা ব্রতী, ব্রহ্মচারী  
 ও অষ্টমকালে ভোজনকারী \* হইবে;  
 তিন দিন অন্তর জলমাত্র পান করিবে এবং

\* তিন দিন উপবাস করিয়া চতুর্থ দিনের  
 রাজিতে যে ভোজন করে, তাহাকে অষ্টমকালে  
 ভোজনকারী বলে।

অধঃশায়ী জিহ্বাবৈতন্মব্যপোহতি পাতকম্ ।  
 চান্দ্রায়ণানি বা কুর্ধ্যাৎ পঞ্চচহ্মারি বা পূনঃ ॥ ১৭  
 পতিতৈঃ সপ্তযুক্তানামথ বক্ত্যামি নিকৃতিম্ ।  
 পতিভেন তু সংসর্গঃ যো যেন কুরুতে বিজঃ ।  
 স তৎপাপাপনোদার্থঃ তত্শিব ব্রতযাচরেৎ ॥ ১৮  
 তপ্তকৃচ্ছং চরেৎস্বাংধ সবৎসরমতপ্তিতঃ ।  
 বাগ্মসিকে তু সংসর্গে প্রায়শ্চিত্তার্থমর্থি ॥ ১৯  
 এতিব্রতৈরপোহন্তি মহাপাতকিনো মলম্ ।  
 পুণ্যতীর্থাভিগমনাৎ পৃথিব্যাং বাথ নিকৃতিঃ ॥ ২০  
 ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেধঃ গুর্জরনাগমম্  
 কুহা তৈশ্চাপি সংসর্গঃ ব্রাহ্মণঃ কামচারণতঃ ॥ ২১  
 কুর্ধ্যাদনশনং বিপ্রঃ পুণ্যতীর্থে সমাহিতঃ ।  
 জলস্তং বা বিশেষায়ং ধ্যানাং দেবং কপর্দিনম্ ।  
 ন হস্তা নিকৃতিদৃষ্টা মুনিতির্ধর্মবানিতিঃ ।

অধঃশায়ী হইবে ; স্থানাসনে (৩) বিরহনকারী  
 হইবে ; তবে তৎপাপ হইতে মুক্ত হইবে ।  
 অথবা চারিটী বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিলে  
 মুক্ত হইবে । পতিত সংসর্গের নিকৃতি বলি-  
 তেছি । যে ব্যক্তি যেহুপ পতিতের সহিত  
 সংসর্গ করিবে, তাহারও সেই পাপ হইবে,  
 তৎপাপনাশের নিমিত্ত সেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে  
 সে ব্যক্তি নিরলস হইয়া সংবৎসর কাল তপ্ত-  
 কৃচ্ছ করিবে । ছয় মাস সংসর্গ করিলে অর্ধ  
 প্রায়শ্চিত্ত করিবে অর্থাৎ ছয় মাস তপ্তকৃচ্ছ  
 করিবে । এই সকল ব্রত করিলে মহাপাত-  
 কীর পাপনাশ হইবে । অথবা পৃথিবীস্থ পুণ্য-  
 তীর্থে পর্যটন করিলেও পাপক্ষয় হইবে  
 ১২—২০ । ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেধ  
 গুর্জরনাগমন ও এই সকল ব্যক্তির সহিত  
 জ্ঞানতঃ সংসর্গ করিলে ব্রাহ্মণ অনশন করিবে  
 অথবা সমাহিত হিত সমস্ত পুণ্যতীর্থে পর্যটন  
 করিবে অথবা মহাদেবকে ধ্যান করত জলস্ত  
 অগ্নিতে প্রবেশ করিবে । মহাপাতকীর পক্ষে

\* স্থানাসনে বিরহণ লুটীয়া লুটীয়া যাওয়া  
 অথবা খেচ্ছাবিচরণ অর্থাৎ কিছুকাল বসিয়া  
 কিছুকাল দণ্ডায়মান থাকিয়া বিচরণ করা ।

তন্মাৎ পুণ্যেব তীর্থেবুদয়ন বাপি যদেহকম্ ।  
 গহা হুহিতরং বিপ্রঃ স্বসারং বা সুর্যমপি ।  
 প্রবিশেজ্ঞানং দীপ্তং মতিপূর্ণমতি স্থিতিঃ ।  
 মাতৃশলাং মাতুলানীং তথৈব চ পিতৃশলাম্ ।  
 ভাগিনেয়ীং সমাক্রুত কুর্ধ্যাৎ কঙ্কাতিকঙ্ককম্ ।  
 চান্দ্রায়ণং বা কুর্বাতি তস্ত পাপস্ত শাস্তয়ে ।  
 ধ্যানেন দেবং জগদ্বৈশ্বানরাদিনিধনং হরিম্ ॥  
 ভ্রাতৃত্বার্থ্যাং সধাক্রুত কুর্ধ্যাৎ তৎপাপশাস্তয়ে ।  
 চান্দ্রায়ণানি চহ্মারি পঞ্চ বা সুরমাহিতঃ ॥ ২৭  
 পিতৃশসেয়ীং গহা তু স্বসীয়াং মাতৃশেষ চ ।  
 মাতুলস্ত সূতাং বাপি গহা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥  
 সখিভার্থ্যাং সমাক্রুত গহা জ্ঞানীং তথৈব চ ।  
 অহোরাত্রোষিতো তুহা তপ্তকৃচ্ছং সমাচরেৎ ॥  
 উদক্য গমনে বিপ্রস্মিরাজ্ঞেণ বিভূষ্যতি ।  
 চাণালীগমনে চৈব তপ্তকৃচ্ছত্রয়ং বিহঃ ।  
 শুদ্ধিঃ সান্তপনেন স্তান্নাস্তথা নিকৃতিঃ সূতা ॥ ৩০

ব্রহ্মবাদী অ'বগণকর্তৃক ইহা ভিন্ন আর অন্য  
 প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট হয় নাই, অতএব মহাপাতকী  
 পুণ্যতীর্থে পর্যটন অথবা স্বীয় দেহকে দধ  
 করিবে । স্বীয় হুহিতা ভগিনী বা পুত্রবধূতে  
 জ্ঞানতঃ গমন করিলে জলস্ত অগ্নিতে প্রবেশ  
 করিবে; ইহাই শাস্ত্রমর্থ্যাদা । মাতৃশলা, পিতৃশলা,  
 মাতুলানী বা ভাগিনেয়ীগমন করিলে কঙ্কাতিক-  
 কঙ্ক ব্রত করিবে ; অথবা সেই পাপের শাস্তির  
 জন্ত জগদ্বৈশ্বানর অনাদিনিধন তরিকে ধ্যান  
 করত চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে । ভ্রাতৃত্বার্থ্যা-গমন  
 করিলে সেই পাপ-শাস্তির নিমিত্ত সমাহিত  
 হইয়া চারিটী বা পাঁচটী চান্দ্রায়ণ করিবে । পিতৃ-  
 শলার কস্তা ( পিসতুতা ভগিনী ), মাতৃশলার  
 কস্তা ( মাসতুত ভগিনী ) বা মাতুলকস্তা গমন  
 করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে । সখার ভার্থ্যা বা  
 জ্ঞানী গমন করিলে অহোরাত্র উপবাস করিয়া  
 তপ্তকৃচ্ছ করিবে । স্ত্রীমতী গমন করিয়া জিহ্বা  
 উপবাস করিলে তপ্ত হইবে । চাণালী গমন  
 করিলে তিনটী তপ্তকৃচ্ছ করিবে, অথবা সান্তপন  
 ব্রত করিবে; ইহা ভিন্ন নিকৃতি নাই ২১—৩০ ।

মাতৃগোত্রাঃ সমানপ্রবরাঃ তথা ।  
 চাত্রায়ণেন ভব্যোত প্রবহায়া সমাহিতঃ । ৩১  
 ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণীং গম্বা কৃচ্ছ্রমেকং সমাচরেৎ ।  
 কন্তকাং দুষয়িত্বা তু চরেচ্চাত্রায়ণব্রতম্ । ৩২  
 অমাহুযীষু পুরুষ উদক্যায়ামযোনিষু ।  
 রেতঃ সিক্তা জলে চৈব কৃচ্ছ্রং সান্তপনং চঃ২  
 বহুকীগমনে বিপ্রস্মিরাজেণ বিতুধ্যতি ।  
 গবি মৈথুনমাসেব্য চরেচ্চাত্রায়ণব্রতম্ । ৩৪  
 অজাবিমৈথুনং কৃষা প্রাজাপত্যং চরেদ্বিজঃ ।  
 পতিভাঞ্চ জিহং গম্বা ত্রিভিঃ কৃচ্ছ্রবিতুধ্যতি ।  
 পুরুষীগমনে চৈব কৃচ্ছ্রং চাত্রায়ণং চরেৎ । ৩৬  
 নটীং শৈলুযকাঞ্চৈব রজকীং বেণুজীবিনাম্ ।  
 গম্বা চাত্রায়ণং কুর্য্যাৎ তথা ধর্ম্মোপজীবিনাম্ ।  
 ব্রহ্মচারী ব্রহ্মং গচ্ছেৎ কথঞ্চিৎ কামমোহিতঃ ।  
 সপ্তাগারং চরেত্তৈকং বসিত্বা গর্দভাজিনম্ । ৩৮  
 উপশ্লুশেৎ ত্রিষবং স্থাপাং পরিকীর্তয়ন ।  
 সংবৎসরেণ চৈকেন তস্মাৎ পাপাং প্রমুচ্যতে ।

মাতৃগোত্রা বা সমানপ্রবরাগমন করিলে বিতুধ্য চিত্তে চাত্রায়ণ করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদি অস্ত্র ব্রাহ্মণীতে গমন করেন, তাহা হইলে একবৎসর কৃচ্ছ্র (প্রাজাপত্য) এবং কন্তা (অবিবাহিতা বা অনুভূমতী) গমন করিলে চাত্রায়ণ করিবে। মনুষ্যাভিঙ্গে, ঋতুমতীতে, যোনিভিন্ন স্থানে ও জলে, রেতঃসেক করিলে সান্তপন ব্রত করিবে। অসভ্য স্ত্রী গমন করিলে জিহাজ উপবাস করিয়া শুদ্ধ হইবে। গো-গমন করিলে চাত্রায়ণ ব্রত করিবে। ছাগী বা মেঘী গমন করিলে প্রাজাপত্য করিবে। পতিভা স্ত্রী গমন করিলে তিনটী প্রাজাপত্য করিবে। পুরুষী গমন করিলে চাত্রায়ণ ব্রত করিবে, নটী, শৈলুযী, রজকী, বংশজীবিকী এবং চর্ম্মোপজীবিনী রমণী গমন করিলে চাত্রায়ণ করিবে। ব্রহ্মচারী যদি কামমোহিত হইয়া স্ত্রী গমন করে, তবে গর্দভচর্ম্ম পরিধান করিয়া সপ্ত গৃহভিক্ষা করিবে এবং নিজের পাপ খ্যাপন করিয়া ত্রিসত্য়া স্নান করিবে; এইরূপ ব্রত এক

ব্রহ্মহত্যা ব্রতকাপি যথাশানচরেদুভৌ ।  
 ব্রুচাত্তে অবকীনী তু ব্রাহ্মণীহমতিহিতঃ । ৪০  
 সপ্তরাত্রমকৃষা তু তৈকচর্য্যাগ্নিপূজনম্ ।  
 রেতসচ্চ সমুৎসর্গে প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ । ৪১  
 ওকারপূর্ব্বিকান্তিভ্য মহাব্যাহতিভিঃ সদা ।  
 সংবৎস ত যজ্ঞানো নক্তং তিক্কাশনং তুচিঃ । ৪২  
 সাবিজীক জপেচৈব নিত্যং ক্রোধবিবর্জিতঃ ।  
 নদীতীরেষু তীরেষু তস্মাৎ পাপাশ্চিনুচ্যতে । ৪৩  
 হত্বা তু কজিয়ং বিপ্রঃ কুর্যাদব্রহ্মহণো ব্রতম্ ।  
 অকামতোবৈ যথাশান দত্বাৎ পঞ্চশতং গবাম্ ।  
 অকং চরেদ্যানযুক্তো বনবাসী সমাহিতঃ ।  
 প্রাজাপত্যং সান্তপনং তপ্তকৃচ্ছ্র বা শ্রমম্ । ৪৫  
 প্রমাথ্য কামতো বৈশ্বঃ কুর্য্যাৎ সংবৎসব্রতম্ ।  
 গোসহস্রত পাদন্ত কুর্যাদব্রহ্মহণো ব্রতম্ ।  
 কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রো বা কুর্য্যাকাত্রায়ণমথাপি বা । ৪৬

বৎসর করিলে সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবে। অথবা যদি ছয়মাস ব্রাহ্মণীহমতিহিত হইয়া ব্রহ্মহত্যা-ব্রত করিবে, তাহা হইলে অবকীনার \* পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ৩১—৪০।—রেতঃ সমুৎসর্গ হইলে তৈকচর্য্যা ও অগ্নিপূজন সপ্তরাত্র না করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ওকার-পূর্ব্বক মহাব্যাহতিদ্বারা সংবৎসর কাল হোম করিবে, তুচি হইয়া রাজিতে তৈক্য বস্ত্র আহার করিবে, নদীতীরে বা তীরে, ক্রোধ-বিবর্জিত হইয়া সাবিজী জপ করিবে; তাহা হইলে সেই পাপ হইতে বিমুক্ত হইবে। ব্রাহ্মণ, কজিয় বধ করিয়া ব্রহ্মহত্যা-ব্রত করিবে কিন্তু অজ্ঞানতঃ বধ করিলে ছয়মাস ব্যাপিয়া পঞ্চাশৎ গোক দান করিবে। অথবা বনে বাস করত ধ্যানযুক্ত হইয়া সমাহিত চিত্তে সংবৎসরকাল প্রাজাপত্য, সান্তপন, অথবা তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। জ্ঞানপূর্ব্বক বৈশ্বহত্যা করিলে তিনবৎসর ব্যাপিয়া সহস্র গোক দান করিবে অথবা ব্রহ্মহত্যা-ব্রতের পাদ (শিকি) প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অথবা কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র

রেতঃসেককারী ব্রহ্মচারীর নাম অবকীনী।

সংবৎসরং ব্রতং কুর্ধ্যাদ্বয়ং হৃদ্যাঃ প্রমাদতঃ ।  
 গোমহত্যাধিকারক দদ্যাৎ তৎপাপশাস্তয়ে ॥ ৪৭  
 অষ্টৌ বর্ষাণি ষট্ ঙ্গীণি কুর্ধ্যাদ্বয়ক্রমেনো ব্রতম্  
 হৃদ্যা তু কত্রিৎ বৈশ্বাং শূদ্রকৈব যথাক্রমম্ ॥ ৪৮  
 নিহত্যা ব্রাহ্মণীং বিপ্রাশ্চৈব বৎসং ব্রতং চরেৎ ।  
 রাজকন্তাং বর্ষাষ্টকং বৈশ্বাং সংবৎসরজয়ম্ ॥  
 সংবৎসরেন শুধ্যত শূদ্রাঃ হৃদ্যা বিজোক্তমঃ ।  
 বৈশ্বাঃ হৃদ্যা বিজাতিস্ত কিঞ্চিদুদ্যাঙ্গিভ্রাতয়ে  
 অন্ত্যজানাং বধে চৈব কুর্ধ্যাদ্বয়ক্রমঃ ব্রতম্ ।  
 পরাক্রোধান্থা তদ্বিরিত্যাহ ভগবান্ মম্বুঃ ॥ ৫১  
 মণ্ডুকং নকুলং কাকং বিড়ম্বরাঙ্কম্ মুষকম্ ।  
 শ্বানং হৃদ্যা বিজঃ কুর্ধ্যাৎ ঘোড়শাংশং মহাব্রতম্  
 পরঃ পিবেৎ জিহ্বাত্ত শ্বানং হৃদ্যা হতজিতঃ ।  
 মার্জারং বাধ নকুলং ঘোজনকাদ্বনো ব্রজেৎ ॥  
 কচ্ছং শাদশরাজস্ত কুর্ধ্যাদ্বয়বধে বিজঃ ।

বা চন্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। জ্ঞানপূর্বক শূদ্র-  
 হত্যা করিলে সংবৎসরকাল ব্রত করিবে  
 অথবা সেই পাপ-করের নিষিদ্ধ পাঁচশত বা  
 আড়াই শত গোক দান করিবে। কত্রিৎ,  
 বৈশ্ব বা শূদ্রহত্যা করিলে যথাক্রমে আট  
 বৎসর, ছয় বৎসর ও তিন বৎসর ব্রতহত্যা  
 ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণী-হত্যাকারী ব্রাহ্মণ আট  
 বৎসর ব্রতহত্যা ব্রত করিবে। কত্রিৎকন্তা-  
 হত্যাকারী ব্রাহ্মণ ছয় বৎসর ব্রত করিবে।  
 বৈশ্ব রমণী হত্যাকারী ব্রাহ্মণ তিনবৎসর  
 ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণ শূদ্রহত্যা করিলে সংবৎ-  
 সর ব্রতহত্যা ব্রত করিবে। বৈশ্বাহত্যাকারী  
 বিজাতি, ব্রাহ্মণকে কিছু দান করিলে শুদ্ধ  
 হইবে। ৪১—৫০। অন্ত্যজ-ভাতীয় রমণী বধ  
 করিলে চন্দ্রায়ণ ব্রত করিবে অথবা পরাক  
 ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে, ভগবান্ মম্বু এই কথা  
 বলিয়াছেন। ভেক, নকুল, কাক, গ্রাম্যশূকর,  
 মুষিক ও কুকুর হত্যা করিলে মহাব্রতের  
 ( শাদশবার্ষিক ব্রতবিশেষের ) ঘোড়শাংশ  
 প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। অথবা কুকুরহত্যাকারী  
 নিরলস হইয়া জিহ্বাত্ত পরঃ পান করিবে।  
 বিড়াল বা নকুল বধ করিলে ঘোজনপরিমিত

অর্চাঃ কাকায়সীং দদ্যাৎ সর্পং হৃদ্যা  
 বিজোক্তমঃ ॥ ৫৪  
 পলালভারকং বণ্ডে সসীকৈকমায়কম্ ।  
 স্ততকুস্তং বরাহে তু তিলজোপস্ত তিস্তিরে ॥ ৫৫  
 শুকে বিহারনং বৎসং ক্রৌঞ্চং হৃদ্যা জিহারনম্ ।  
 হৃদ্যা হংসং বলাকাঞ্চ বকং বর্হিণমেব চ ॥ ৫৬  
 বানরং শ্চেনভাসৌ চ স্পর্শয়েদ্ ব্রাহ্মণায় গাম্ ।  
 ক্রব্যাপাংস্ত মৃগান্ হৃদ্যা ধেম্বুঃ দদ্যাৎ পরশ্বিনীম্  
 অক্রবাগদান্ বৎসতরীমুহুঃ হৃদ্যা তু ককলম্ ।  
 কিঞ্চিদেব তু বিপ্রায় দদ্যাৎ দ্বিমত্যাং বধে ॥ ৫৮  
 অনশ্বাষ্টকৈব হিংসার্যাং প্রাণায়ামেন শুধ্যতি ।  
 কলদানান্ত বৃক্ষাণাং ছেদনে অপ্যমুকশতম্ ॥ ৫৯  
 ভল্লবরী মতানান্ত পুষ্পিতানাঞ্চ বীকধান্ ।  
 অন্তেষ্টাষ্টকৈব বৃক্ষাণাং সরসানঞ্চ সর্ষপঃ ॥ ৬০

পথ গমন করিবে। ব্রাহ্মণ অপবধ করিয়া  
 শাদশরাত্র ব্রত করিবে; সর্পহত্যা করিয়া এক  
 ব্রাহ্মণকে ককলমৌহময় অর্চা ( প্রতিমা )  
 প্রদান করিবে। নপুংসকে বধ করিলে  
 একভার (১৮০০০) তোলা পলাল (বড়) প্রদান  
 করিবে। অথবা ব্রাহ্মণকে একমায়কপরি-  
 মিত সীসক দান করিবে। বরাহ হত্যা  
 করিলে স্ততকুস্ত এবং তিস্তির-পক্ষী হত্যা  
 করিলে এক জোণ (৩২ সের) পরিমাণ তিল  
 দান করিবে। শুকপক্ষী বধ করিলে বিবরী  
 গোক দান করিবে; ক্রৌঞ্চ বধ করিলে তিন-  
 বৎসরবয়স্ক গোক দান কর্তব্য; এবং হংস,  
 বলাক, বক, ময়ূর, বানর, শ্চেন পক্ষী ও  
 ভাসপক্ষী বধ করিলে ব্রাহ্মণকে একটী গোক  
 দান করিবে। আর মাংসভক্ষণীস ব্যাভাদি  
 বধ করিলে পরশ্বিনী ধেম্বু দান করিবে।  
 হরিণাদি পশু বধ করিলে বৎসতরী দান  
 করিবে। উষ্ট্র বধ করিলে একরতি সুবর্ণ  
 দান করিবে। অনশ্ববৃক্ষ প্রাণী বধ করিলে  
 ব্রাহ্মণদিগকে কিঞ্চিদ দান করিবে। অশ্ব-  
 হীন প্রাণীর বধে প্রাণায়াম করিলে শুদ্ধ  
 হইবে। কলবান্ বৃক্ষের ছেদনে ঋকশত  
 অপ করিবে। ভল্ল বরী, ও মতা ছেদন

কলপুশোভনানাং স্তুতপ্রাশো বিশোধনম্ ।  
হস্তিনাং বধে দৃষ্টং তপ্তকঙ্করং বিশোধনম্ ॥ ৬১  
চান্দ্রায়ণং পরাকং বা গাং হস্তা তু প্রমাদতঃ ।  
মতিপূর্ববধে চান্দ্রাঃ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥ ৬২

ইতি ঐকোশ্বে মহাপুরাণে উপনিষাদে  
ত্রয়বিদ্যায়ঃ প্রায়শ্চিত্তনিয়মে  
ষাঃ শোভনায়ঃ ॥ ৩২ ॥

ত্রয়ত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ব্যাস উবাচ ।

মহুয্যাণাং হরণং কৃতা স্ত্রীণাং গৃহস্ত চ ।  
বাপীকুপজলানাং শুধ্যোচ্চান্দ্রায়ণেন তু ॥ ১  
দ্রব্যায়মন্নসার্যাণাং স্তেয়ং কৃত্যন্তবেশনঃ ।  
চরেৎ সাত্ত্বপনং কঙ্করং তরিত্যাভ্যাসশুদ্ধয়ে ॥ ২  
খাত্তারধনচৌর্যাস্ত কৃত্বা কামাদ্বিজোত্তমঃ ।  
সজাতীয়গৃহাদেব কঙ্করেন বিত্তাতি ॥ ৩

করিলে এবং কলপুশবিশিষ্ট বৃক্ষলতাদির  
ছেদনে স্তুতপ্রাশনই প্রায়শ্চিত্ত । হস্তী বধ  
করিলে তপ্তকঙ্কর অত প্রায়শ্চিত্ত করিবে ।  
অজ্ঞানপূর্বক গোহত্যা করিলে চান্দ্রায়ণ বা  
পরাক অত করিবে; কিন্তু জ্ঞানপূর্বক  
গোহত্যা করিলে প্রায়শ্চিত্ত নাই  
জানিবে । ৫১—৬২ ।

ষাঃ শোভনায়ঃ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়ত্রিংশ অধ্যায় ।

ব্যাস বলিলেন,—পুরুষহরণ, স্ত্রীহরণ বা  
গৃহহরণ করিলে এবং বাপী ও কূপের জল  
হরণ করিলে চান্দ্রায়ণ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ  
হইবে । অন্নমূল্য দ্রব্য, যাগের বিশেষ প্রায়-  
শ্চিত্ত কথিত নাই, এমনত জপ সৌমক প্রভৃতির  
চৌর্যে, ঐ সকল দ্রব্য তৎস্বামীকে প্রত্যর্পণ  
করিয়া সাত্ত্বপন অত করিবে । অশ্বপ ইচ্ছা-  
পূর্বক সজাতীয় গৃহ হইতে খাত্ত ও তক্তাদি

তক্ত্যতোজ্যাপহরণে যানশস্যাসনস্ত চ ।  
পুষ্প-মূল-কলানাং পক্ষগব্যং বিশোধনম্ ॥ ৪  
তৃণ-কাষ্ঠ-ক্রমাণাং শুদ্ধায়ন্ত শুভ্রস্ত চ ।  
চৈল-চর্ম্মামিষাণাং ত্রিরাত্রঃ স্তাদতোজনম্ ॥ ৫  
মণি-মুক্তা-প্রবালানাং তাম্রস্ত রজতস্ত চ ।  
অয়ঃকাংস্তোপলানাং স্বাদশাহং কণাদনম্ ॥ ৬  
কার্পাসকীটজোর্ণানাং দ্বিশকৈকশকস্ত চ ।  
পুষ্পগন্ধোষধীনাং পিবেচ্চৈব জ্যাহং পয়ঃ ॥ ৭  
নরমাংসাশনং কৃত্বা চান্দ্রায়ণমধ্যাচরেৎ ।  
কাকৈকৈব তথা স্বানং জঙ্ঘা হস্তিনমেব বা ।  
বরাহং কুকুটং বাথ তপ্তকঙ্করং শুধ্যতি ॥ ৮  
ক্রব্যাদানাং মাংসানি পুরীষং মূত্রমেব বা ।  
গো-গোমায়ু-কপীনাশ্চ তদেব ব্রতমাচরেৎ ॥ ৯  
উপোষ্য স্বাদশাহক কুমাউর্জ্জ্বহাদ্ভ্যুতম্ ॥ ১০

ধন চৌর্য করিয়া একবৎসর প্রাজাপত্য  
করিলে শুদ্ধ হইবে । মোদকাদি তক্ত্য দ্রব্য,  
পায়সাদি তোজ্য দ্রব্য, শকটাদি যান, শয্যা,  
আসন, পুষ্প, মূল, ও কলের অপহরণে পক্ষ-  
গব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে । তৃণ কাষ্ঠ  
বৃক্ষ শুদ্ধার (তণ্ডুলাদি), শুভ্র, বস্ত্র, চর্ম্ম ও  
মাংসের অপহরণে ত্রিরাত্র উপবাস করিবে ।  
মণি, মুক্তা, প্রবাল, তাম্র, রজত, লৌহ, কাংস্ত  
ও পাষণ ইহার মধ্যে যে কোন দ্রব্যের হরণে  
স্বাদশ দিন তণ্ডুল-কণা ভক্ষণ করিবে ।  
কার্পাস বস্ত্র, পট্ট-বস্ত্র, উর্ণানির্ধিত কষ্মাদি,  
দ্বিশক (গবাদি), একশক (অশ্বাদি), পুষ্প  
(মহুসমস্ত পাঠ—পক্ষী) তাহাই সজত),  
চন্দনাদি গন্ধোষধি, এই সকল বস্তুর অপ-  
হরণে তিনদিন দুগ্ধপান প্রায়শ্চিত্ত । নরমাংস  
ভক্ষণ করিলে চান্দ্রায়ণ অত করিবে । কাক,  
কুকুর, হস্তী, গ্রামাশুকর, গ্রাম্য-কুকুট এই  
সকল ভক্ষণ করিলে তপ্তকঙ্কর করিয়া শুদ্ধ  
হইবে । ক্রব্যাদ (আম-মাংসতোজী পশু-  
পক্ষী) গোক (বাঁড়), শূগাল ও বানর এই  
সকল জন্তুর মাংস, বিষ্ঠা বা মূত্র ভক্ষণ করি-  
লেও তপ্তকঙ্কর করিবে এবং স্বাদশ দিন উপ-  
বাস করিয়া কুমাউম্বহাদ্ভ্যুতম দান



নকুলোলুকমার্জারান্ জঙ্ঘা সান্তপনং চরেৎ ।  
 খাপদোষ্ট্র-খরান্ জঙ্ঘা তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ।  
 প্রকুর্খ্যাকৈব সংস্কারং পূর্বেণ বিধিনৈব তু ॥১১  
 বককৈব বলাকাঞ্চ হংসঃ কারণ্ডবং তথা ।  
 চক্রবাকপলং জঙ্ঘা দ্বাদশাহমভোজনম্ ॥ ১২  
 কপোতঃ টিষ্টিভাংসৈব শুকং সারসমেব চ ।  
 উলুকং জাগপাদঞ্চ জঙ্ঘাপ্যেতদব্রতং চরেৎ ॥ ১৩  
 শিশুমারং তথা চাবং মৎস্তমাংসং তথৈব চ ।  
 জঙ্ঘা চৈব কটাহারমেতদেব ব্রতং চরেৎ ॥ ১৪  
 কোকিলকৈব মৎস্তাদান্ মণ্ডুকং ভুজগং তথা ।  
 গোমুত্রযাবকাহারো মাসেনৈকেন শুধ্যতি ॥ ১৫  
 জলেচরাংশ্চ জলজান্ প্রণুদানঞ্চ বিধিরান্ ।  
 রক্তপাদাংশ্চ জঙ্ঘা সপ্তাহকৈতদাচরেৎ ॥ ১৬  
 শুনো মাংসং শুকমাংসমাত্মার্কঞ্চ তথা কৃতম্ ।

করিবে। নকুল (বেজী), পেচক ও গিড়াল  
 ভক্ষণ করিলে সান্তপন ব্রত করিবে। ১—১০।  
 খাপদ উষ্ট্র ও গর্দভ ভক্ষণ করিলে শুক্লির  
 জন্ত তপ্তকৃচ্ছ্রেণ ব্রত করিবে এবং পূর্বে-  
 বিধানমত সংস্কার করিবে। বক, বলাক,  
 হংস, কারণ্ডব (হংস বিশেষ) ও চক্রবাকের  
 মাংস ভোজন করিলে দ্বাদশাহ উপবাস  
 করিবে। কপোত, টিষ্টিভপকী, শুকপকী,  
 সারস, পেচক ও শরারিপকী ভক্ষণ করিলে  
 দ্বাদশাহ উপবাস করিবে। শিশুমার (জল-  
 জন্ত বিশেষ), চাব (নীলকণ্ঠপকী) ও মৎস্ত  
 মাংস ভক্ষণ করিলে কটাহার (সময়বদ্ধ  
 আহার অর্থাৎ যখন ইচ্ছা তখনই আহার না  
 করা) হইয়াও পূর্বোক্ত ব্রত (দ্বাদশাহ উপ-  
 বাস) করিবে। কোকিল, মৎস্তাদ (দেড়  
 প্রভৃতি), ভেক ও সর্প এই সকল ভক্ষণ  
 করিলে এক মাস গোমুত্রের সহিত সিদ্ধ যাবক  
 (যবান) আহার করিলে শুদ্ধ হইবে। জল-  
 চর, জলজ, প্রভূত (চকু দ্বারা যাহারা ঠোঁট-  
 দ্বারা—কাক-ময়ূরাদি) পকী, বিধির পকী  
 (বাহারা খাইবার সময়ে ছড়াইয়া খায়—  
 তিড়িরাদি), রক্তপাদ এই সকল পকী ভক্ষণ  
 করিলে সপ্তাহ গোমুত্রের সহিত সিদ্ধ যাবক

ভুক্তা মাংসং চরেদেতৎ তৎপাপস্তাপহৃত্তয়ে ।  
 বার্তাকং মূলকং শিগ্রুং কুটকং চটকং তথা ।  
 প্রাজাপত্যং চরেজ্জঙ্ঘা শম্বঃ কুন্তীরমেব বা ॥ ১৮  
 পলাঙঃ লতনকৈব ভুক্তা চাত্রায়ণং চরেৎ ।  
 নালিকাং তণ্ডুলীয়ঞ্চ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ॥ ১৯  
 অশ্বাত্থকং তথা পাতং তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ।  
 প্রাজাপত্যেন শুক্লিঃ স্তাৎ কুসুমন্ত চ তক্ষণে  
 অলাবুঃ কিং শুককৈব ভুক্তাপ্যেতদব্রতং চরেৎ  
 উদ্ভূতরঞ্চ কালেন তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ২১  
 বৃথাক্রসর-সংঘাব-পায়সাপুপসঙ্কলম্ ।  
 ভুক্তা চৈবংবিধস্তৎ জিরায়েণ বিশুধ্যতি ॥ ২২  
 পীত্বা কীরাত্যপেয়ানি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।  
 গোমুত্রযাবকাহারো মাসেনৈকেন শুধ্যতি ॥ ২৩

(আহার করবে। কুকুরমাংস, শুকমাংস ও  
 স্বীয় উদরভূক্তির জন্ত আহৃত মাংস (বৃথা-  
 মংস) ভোজন করিলে সেই পাপক্ষয়ের জন্ত  
 এক মাস গোমুত্রের সহিত পক যাবক আহার  
 করিবে। বার্তাক (বেগুন-সদৃশ কলবিশেষ),  
 মূলক, শিগ্রু (শজিনা), কুটক ও চটক এই  
 সকল ভক্ষণ করিয়া প্রাজাপত্য করিবে। শম্ব  
 ও কুন্তীর ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য করিবে।  
 পলাঙ বা লতন ভক্ষণ করিলে চাত্রায়ণ  
 করিবে। নালিকাশাক (মিষ্টপত্র নালিতা-  
 শাক) ও তণ্ডুলীয় শাক (কুদেনটে কাঁটা-  
 নটে) ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য করিবে।  
 অশ্বাত্থক (অন্নকুচুই) ও পাত (হরিভাল)  
 ভক্ষণ করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ হইবে।  
 কুসুম ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য করিবে।  
 ১১—২০। অলাবু (নিঃস্কল লাউ বা তিৎ-  
 লাউ) ও কিংক (পলাশ) ভক্ষণ করিলে  
 প্রাজাপত্য করিবে। যজ্ঞভূতর ভক্ষণ করিলে  
 তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধ হইবে। দেবতাদিগকে  
 নিবেদন না করিয়া বা যোগাদি ব্যতিরেকে  
 ক্রুর (ভিল ও তণ্ডুল সিদ্ধ অন্ন), সংঘাব  
 (স্বত, কীর, শুক ও গোধূমচূর্ণ পাকোৎপন্ন  
 বস্ত), পায়স, অপুপ (পিষ্টক), এই সকল  
 বস্ত এবং এই প্রকার অন্ত বস্ত ভক্ষণ করিলে



অনির্দ্বন্দ্বং গোক্ষরং মহিবন্ধমেব চ ।  
সম্ভিদ্ধাশ্চ বিবৎসায়াঃ পিবন্ কীরমিদং চরেৎ  
এতেষাঞ্চ বিকারাণি পীত্বা মোহেন মানবঃ ।  
গোমূত্রযাবকাহারঃ সপ্তরাশ্রেণ শুধ্যতি ॥ ২৫  
ভুজ্যে চৈব নবশ্রাদ্ধে মৃতকে স্মৃতকে তথা ।  
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যত ব্রাহ্মণঃ সুসমাহিতঃ ॥ ২৬  
যন্তাগ্নৌ হুয়তে নিত্যমন্নস্তাগ্নে ন দৌষতে ।  
চান্দ্রায়ণং চরেৎ সম্যক্ তস্তান্নপ্রাশনে দ্বিজঃ ॥  
অভোজ্যানাস্ত সর্কেষাং ভুজ্যে চান্নমুপস্থতম্ ।  
অন্ত্যাবসায়িনাটৈকব তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যতি ॥ ২৮  
চণ্ডালান্ দ্বিজো ভুজ্যে সম্যক্ চান্দ্রায়ণং চরেৎ  
বুদ্ধিপূর্বক কজ্জাদং পুনঃ সংস্কারমেব চ ॥ ২৯

ত্রিরাত্র উপবাস করিলে শুদ্ধ হইবে। অপেয়  
দুগ্ধ ( উষ্ট্রী প্রভৃতির দুগ্ধ ) পান করিয়া সমা-  
হিতভাবে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক গোমূত্র-  
যাবকাহারী হইলে ( অর্থাৎ গোমূত্রসিদ্ধ যবান্ন  
ভোজন করিলে ) এক মাসে শুদ্ধ হইবে।  
প্রসবের পর দশাহ অতীত না হইলে সেই  
প্রসূতা গাভীর দুগ্ধ বা ঐরূপ দশাহ অতীত  
না হইলে মহিবীর দুগ্ধ বা অজার দুগ্ধ বা বৃষ-  
সঙ্গতা গাভীর দুগ্ধ কিংবা বৎসহীন গাভীর  
দুগ্ধ পান করিলে শুদ্ধির জন্য এক মাস গোমূত্র  
যাবকাহারী হইবে। আর এই সকল দুগ্ধ  
এইরূপ দোষযুক্ত না হইলেও যদি বিকার-  
প্রাপ্ত হয়, তবে তাহা পান করিয়া সাত রাত্রি  
গোমূত্রযাবকাহারী হইলে শুদ্ধ হইবে। নব-  
শ্রাদ্ধে অথবা জননাশোচী বা মরণশোচীর  
এর ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ সমাহিত হইয়া  
চান্দ্রায়ণ করিবে। যিনি প্রত্যহ অগ্নিহোত্র  
করেন, কিন্তু অন্তের অগ্রভাগ দান করেন  
না; তাঁহার অন্ন ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ  
চান্দ্রায়ণে শুদ্ধ হইবে। অভোজ্যজাতিদিগের  
পকার ও অন্ত্যাবসায়ীদিগের পকার ভোজন  
করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রেণ করিয়া শুদ্ধ হইবে।  
ব্রাহ্মণ, চণ্ডালান্ন ভোজন করিলে যথাবিধি  
চান্দ্রায়ণ করিবে; বুদ্ধিপূর্বক ভোজন করিলে  
সংবৎসর প্রাজাপত্য করিবে ও তাহার পুনঃ

অনুরামন্যপানন কুর্য্যাকান্দ্রায়ণব্রতম্ ।  
অভোজ্যান্ন ভুজ্যে তু প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ।  
বিগৃহপ্রাশনং কৃৎস্না রেতসশ্চৈতদ্বাচরেৎ ।  
অনাদিষ্টে তু চৈকাহং সর্কেষ তু যথার্থতঃ ॥ ৩১  
বিভ্রবরাহখরোষ্ট্রাণাং গোমায়োঃ কপি-

কাকমোঃ ।

প্রাশ্ন মূত্রপূরীষাণি দ্বিজচান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥ ৩২  
অজ্ঞানাং প্রাশ্ন বিগৃহং সুরাসংস্পৃষ্টমেব চ ।  
পুনঃ সংস্কারমর্হন্ত ঐষো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৩৩  
ক্রব্যাদাং পক্ষিণাটৈকব প্রাশ্ন মূত্রপূরীষকম্ ।  
মহাসান্তপনং মোহাৎ তথা কুর্য্যাদ্বিজোক্তমঃ ।  
ভ.স-মণ্ডক কুররে বিকিরে কৃচ্ছ্রাচরেৎ ।  
প্রাজাপত্যেন শুধ্যত ব্রাহ্মণোচ্ছিষ্টভোজনে ।  
কজিয়ে তপ্তকৃচ্ছ্রং স্মারৈশ্চৈব চৈবাতিকৃচ্ছ্রকম্ ।

সংস্কার করিতে হইবে। সুরা তির অস্ত্র মদ্য  
পান করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে।\*  
অভোজ্যান্ন ভোজন করিলে প্রাজাপত্য  
করিবে। ২১—৩০। বিষ্ঠা, মূত্র ও রেতঃ  
ভক্ষণ করিলে প্রাজাপত্য ব্রত করিবে।  
অনাদিষ্ট পাশে সর্কেষই যথানিয়মে একাহ  
উপবাস করিবে। গ্রাম্যশূকর, গর্দভ, উষ্ট্র,  
শৃগাল, বানর বা কাক এই সকল প্রাণীর  
মূত্র বা বিষ্ঠা ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ চান্দ্রায়ণ  
করিবে। দ্বিজগণ মনুষ্যের বিষ্ঠা, মূত্র অথবা  
সুরাসংস্পৃষ্ট বস্ত্র অজ্ঞানপূর্বক ভক্ষণ করিলে  
পুনর্বার তাহার উপনয়ন-সংস্কার করিতে হয়।  
আমমংসভোজী ব্যাঘ্রাদি পশু বা পক্ষীর বিষ্ঠা  
মূত্র অজ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ মহাসান্ত-  
পন ব্রত করিবে। ভাসপক্ষী, ভেক, কুর-  
পক্ষী ও বিকির এই সকল ভক্ষণ করিলে  
প্রাজাপত্য ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণের উচ্ছিষ্ট  
বস্ত্র ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্য ব্রতে  
শুদ্ধ হইবে। কজিযোচ্ছিষ্ট ভোজনে তপ্ত-  
কৃচ্ছ্র, বৈশ্ণোচ্ছিষ্টভোজনে অতিকৃচ্ছ্র এবং

\* সুরাপানের প্রারম্ভে ৩২শ অধ্যায়ের  
প্রথমে বলা হইয়াছে।

শূজোচ্ছিষ্টং ত্রিজো ভুজা কুর্ঘ্যাক্ষায়াণব্রতম্  
 সুরায়া ভাণ্ডকে বারি পীত্বা চাক্ষায়াণং চরেৎ ।  
 সপ্তচ্ছিষ্টং ত্রিজো ভুজা ত্রিরাত্রোণ বিশুধ্যতি ।  
 গোমূত্রযাবকাহারঃ পীতশেষক বা গবাম্ ॥ ৩৭  
 অপো মূত্রপুৰীষাদৈর্দুঃস্বিতাঃ প্রাশয়েদ্যদি ।  
 তদা সাস্তপনং কৃচ্ছ্রং ব্রতং পাপবিশোধনম্ ॥ ৩৮  
 চাণ্ডালকূপভাণ্ডেষু যদি জ্ঞানাৎ পিবেজ্জলম্ ।  
 চরেৎ সাস্তপনং কৃচ্ছ্রং ব্রাহ্মণঃ পাপশোধনম্ ॥ ৩৯  
 চণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টং পীত্বা বারি ত্রিজোতমঃ  
 ত্রিরাত্রব্রতমুখ্যেন পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৪০  
 মহাপাতকিসংস্পর্শে ভুজা স্নাত্বা ত্রিজো যদি ।  
 বুদ্ধিপূর্বক মূঢ়ায়া তপ্তকৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥ ৪১  
 স্পৃষ্টা মহাপাতকিনঃ চণ্ডালং বা রজস্বলাম্ ।  
 প্রমাণাতোজনং কৃৎবা ত্রিরাত্রোণ বিশুধ্যতি ॥ ৪২  
 স্নানার্থে যদি ভুজীত হহোরাত্রোণ শুধ্যতি ।  
 বুদ্ধিপূর্বক কৃচ্ছ্রোণ ভগবানাহ পান্যজঃ ॥ ৪৩

শূজের উচ্ছিষ্ট বস্ত্র ভক্ষণ করিলে ব্রাহ্মণ  
 চাক্ষায়াণ করবে। সুরাপাত্রে জল পান  
 করিলে ব্রাহ্মণ চাক্ষায়াণ করবে। উচ্ছিষ্ট  
 জল পান করিলে ব্রাহ্মণ ত্রিরাত্র উপবাসে শুদ্ধ  
 হইবে। গোকুর পীতশেষ জল পান করিলে  
 গোমূত্র-যাবকাহারী হইবে। মূত্র বা বিষ্ঠাদি-  
 দ্বারা দূষিত জল পান করিলে বিতুষ্কির নিমিত্ত  
 সাস্তপন ব্রত করবে। চণ্ডালের কূপে বা  
 ভাণ্ডে জ্ঞানপূর্বক জল পান করিলে ব্রাহ্মণ  
 পাপক্ষয়ের নিমিত্ত সাস্তপন ব্রত প্রায়শ্চিত্ত  
 করবে। চণ্ডালসংস্পৃষ্ট জল পান করিলে  
 ব্রাহ্মণ পঞ্চগব্য পান করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস  
 করবে। ৩৭—৪০। মহাপাতকি-সংস্পর্শ  
 থাকিতে থাকিতে যদি জ্ঞানপূর্বক স্নান-  
 ভোজন করে, তাহা হইলে সেই মূঢ়ায়া তপ্ত-  
 কৃচ্ছ্র করবে। মহাপাতকী, চণ্ডাল বা ঋতু-  
 মতী স্পর্শ করিয়া যদি ব্রাহ্মণ অজ্ঞান বশতঃ  
 ভোজন করেন, তাহা হইলে ত্রিরাত্র উপবাসে  
 শুদ্ধ হইবেন। স্নানার্থ ব্যক্তি যদি স্নান না  
 করিয়া অজ্ঞানতঃ ভোজন করেন, তাহা হইলে  
 অহোরাত্র উপবাসে শুদ্ধ হইবেন। অ্যুর

ভুজা পদ্যুবিভালীনি গবাদিপ্রতিদূষিতম্ ।  
 ভূকোপবাসং কুর্বাতি কৃচ্ছ্রপানমখাপি বা ॥ ৪৪  
 সংবৎসরান্তে কৃচ্ছ্রং চরোষপ্রঃ পুনঃপুনঃ ।  
 অজ্ঞানভুক্তশুদ্ধার্থং জ্ঞাতস্ত তু বিশেষতঃ ॥ ৪৫  
 ব্রাহ্মণাঃ যাজনং কৃৎবা পরেযামন্ত্যকর্ম্ম চ ।  
 অভিচারমহীনঞ্চ ত্রিভিঃ কষ্টৈকুর্বিশুধ্যতি ॥ ৪৬  
 ব্রাহ্মণাদিহিতানাস্ত কৃৎবা দাহাদিকং বিজঃ ।  
 গোমূত্রযাবকাহারঃ প্রাজাপত্যেন শুধ্যতি ॥ ৪৭  
 তৈলাভাক্তোহথবাস্তো বা কুর্ঘ্যামূত্র-পুৰীষকে  
 অহোরাত্রোণ শুধ্যতে শাক্ককর্ম্মণি মৈথুনে ॥ ৪৮  
 একাহেন বিবাহাগ্নিঃ পরিহার্য্য ত্রিজোতমঃ ।  
 ত্রিরাত্রোণ বিশুধ্যোত ত্রিরাত্রাৎ যতঃ পরম্ ॥ ৪৯

বুদ্ধিপূর্বক ভোজন করিলে প্রাজাপত্য ব্রতে  
 শুদ্ধ হইবেন; ভগবান্ স্নায়ভুব মহু এই কথা  
 বলিয়াছেন। পদ্যুবিভাদি বস্ত্র ভোজন  
 করিলে বা গবাদি দূষিত (গবাত্তাদি) বস্ত্র  
 ভোজন করিলে উপবাস করিবে অথবা কৃচ্ছ্র-  
 পান প্রায়শ্চিত্ত করিবে। সংবৎসরকাল অজ্ঞান-  
 ত অভক্ষ্যভক্ষণ (অর্থাৎ পতিতসংস্পৃষ্টান্ন  
 প্রভৃতির ভক্ষণ) করিলে বারংবার প্রাজাপত্য  
 করিবে; জ্ঞানপূর্বক ভোজন করিলে আরও  
 অধিক প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ব্রাত্যদিগের  
 (সংস্কারহীন বা অযোগ্য কালে উপনীতগণের)  
 যাজনিক কর্ম্ম করিলে বা নিঃসম্পর্কীয় ব্যক্তির  
 অস্ত্যেষ্টি-কর্ম্ম করিলে, অথবা মারণ প্রভৃতি  
 অভিচার কর্ম্ম করিলে কিংবা অহীন-নাশক যাগ  
 করিলে, তিন প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধ হইবে।  
 ব্রাহ্মণাদির শাপাদি দ্বারা নিহত ব্যক্তির  
 দাহাদি কর্ম্ম করিলে গোমূত্র-যাবকাহারী হইয়া  
 প্রাজাপত্যব্রত করিলেই শুদ্ধ হইবে। তৈলা-  
 ভাক্ত করিয়া) তৈল মাখিয়া কিংবা বমন করিয়া  
 যদি মূত্রপুৰীষোৎসর্গ বা ক্ষোরাদি কর্ম্ম কিংবা  
 মৈথুন করে, তবে অহোরাত্র উপবাস করিয়া  
 শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ প্রমাদ বশতঃ একদিন  
 মাত্র বিবাহাগ্নি পরিহার করিলে অর্থাৎ হোমাদি  
 না করিলে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া শুদ্ধ  
 হইবে; তিন দিন পরিত্যাগ করিলে ছয় দিন

দশাহং বাদশাহং বা পরিহর্য প্রমাদতঃ ।  
কুঙ্ক চান্দ্রায়ণং কুর্য্যৎ তৎপাপশ্রোণশাস্তয়ে ॥  
পতিতাদ্ ব্যাদাদ্য তৎসংসর্গেণ শুধ্যতি ।  
চরেচ্চ বিধিনা কুঙ্কমিত্যাহ ভগবান্ মনুঃ ॥ ৫১  
অনাশকারিত্বস্তাৎ প্রজ্ঞাবাসিতান্তথা ।  
চরেয়ুস্মিণি কুঙ্কণি ত্রৌণি চান্দ্রায়ণানি চ ॥ ৫৩  
পুনশ্চ জাতকর্যাদি-সংস্করৈঃ সংস্কৃত্য দ্বিজাঃ ।  
শুধ্যয়ন্তদ্রতং সম্যক্ চরেয়ুর্ধর্মদর্শিনঃ ॥ ৫৩  
অনুপাসিতসঙ্ঘাত্ত তদহর্জাপকো বসেৎ ।  
অনশন সংযতমনা রাত্রৌ চেদ্রাত্রিমেব হি ॥ ৫৪  
অকৃত্বা সমিদাধানং শুচিঃ স্নাত্বা সমাহিতঃ ।  
গায়ত্রীসহস্রস্ত জপং কুর্য্যদ্বিশুদ্ধয়ে ॥ ৫৫  
উপবাসী চরেৎ সঙ্ঘাত্ত গৃহস্থো হি প্রমাদতঃ ॥  
স্নাত্বা বিশুদ্ধাতে সদ্যঃ পরিষ্ণাত্ত চ সংযমাত্ ॥ ৫৬

উপবাসে শুদ্ধ হইবে। আর দশ বার দিন  
পরিভ্যাগ করিলে সেই পাপক্ষয়ের জন্য চান্দ্রা-  
য়ণ ব্রত করিবে। ৪১—৫০। পতিত ব্যক্তির  
নিকট জব্য গ্রহণ করিলে তাহা পরিভ্যাগ করত  
বিধিপূর্বক প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে  
ভগবান্ মনু এই কথা বলিয়াছেন। অনশন  
অর্থাৎ প্রায়োপবেশন ব্রত হইতে ত্রিষ্ট ও  
প্রজ্ঞাচ্যুত ব্যক্তি তিনটী প্রাজাপত্য ও  
তিনটী চান্দ্রায়ণ করিবে; তৎপরে পুনর্বার  
জাতকর্যাদি সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া ব্রাহ্মণগণ  
শুদ্ধ হইবেন এবং ধর্মদশী হইয়া সম্যকরূপে  
সেই ব্রতচরণ করিবেন। (ব্রহ্মচারী) সঙ্ঘা  
উপাসনা না করিলে সেই দিন ভোজন না  
করিয়া সংযতমনা হইয়া জপপরায়ণ হই-  
বেন। যদি সাংসঙ্ঘা না করেন, তাহা হইলে  
সেই রাত্রিতে ভোজন না করিয়া জপ-পরায়ণ  
হইবেন। (ব্রহ্মচারী) সমিদাধান না করিলে  
বিশুদ্ধির নিমিত্ত স্নান করিয়া শুচি হইয়া সমা-  
হিত-চিত্তে অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ  
করিবে। গৃহস্থ যদি অনবধানতা বশতঃ  
সঙ্ঘা না করে, তবে স্নানান্তর উপবাস  
করিয়া সঙ্ঘা উপাসনা করিবে। আর বিশেষ-  
রূপ অর্থ হওয়াতে যদি সঙ্ঘা করিতে

বেদোদিতানি নিত্যাদিকর্য্যাণি চ বিশোচ্যতু ।  
স্নাতকো ব্রতলোপন্ত কৃত্বা চোপবসেদ্বিনম্ ॥ ৫৭  
সংবৎসরং চরেৎ কুঙ্কমদ্ব্যুৎসাদী দ্বিজোত্তমঃ ।  
চান্দ্রায়ণং চরেদ্ভ্রাত্যো গোপ্রদাণেন শুধ্যতি ॥  
নাস্তিক্যং যদি কুব্বীত প্রাজাপত্যং চরেদ্বিজঃ  
দেবদ্রোহং শুক্লদ্রোহং তপ্তকুঙ্কম শুধ্যতি ॥ ৫৯  
যষ্ঠান্নকালতা মাসং সংহিতাজপ এব চ ।  
হোমাস্ত শাকলা নিত্যমযাজ্ঞানাং বিশোধনম্  
নৌলং রক্তং বাসভা চ ব্রাহ্মণো বস্ত্রমেব হি ।  
অহোরাত্রৌষিতঃ স্নাতঃ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥ ৬১  
উষ্ট্রধানং সমাক্রুত্ব খরযানঞ্চ কামভঃ ।  
ত্রিরাত্রৈণ বিশুদ্ধোচ্চ নয়ো বা প্রবিশেজ্জলম্ ॥  
বেদধর্মপূরণানাং চণ্ডালস্ত তু ভাষণে ।  
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্নান হত্যা তস্ত নিকৃতিঃ ॥ ৬৩

অসমর্থ হয়, তবে উপবাস মাত্র করিয়া শুদ্ধ  
হইবে। যদি বেদবিহিত নিত্য কর্ম সকল  
ও ব্রত লোপ করে, তবে স্নাতক ব্রাহ্মণ এক-  
দিন উপবাস করিবে। অগ্নি-পরিভ্যাগকারী  
ব্রাহ্মণ সংবৎসর প্রাজাপত্য করিবেন।  
ব্রাত্যদ্বিজ চান্দ্রায়ণ এক গোক দান করিলে  
শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ নাস্তিকতা করিলে  
প্রাজাপত্য করিবে। আর দেবদ্রোহ বা  
শুক্লদ্রোহ করিলে তপ্তকুঙ্কম ব্রত করিবে।  
সংহিতা জপপরায়ণ হইয়া দুই দিন উপবাস  
পূর্বক তৃতীয় দিন রাত্রে ভোজন ও প্রত্যহ  
“দৈবকৃতশ্রোমস” ইত্যাদি শাকল-মন্ত্রে শাকল  
হোম করিবে; এক মাস কাল এইরূপ ব্রত-  
চরণ অযাজ্য-যাজনের প্রায়শ্চিত্ত। ৫১—৬০।  
ব্রাহ্মণ যদি নৌল বা রক্ত বস্ত্র পরিধান করেন,  
তাহা হইলে অহোরাত্র উপবাস করিয়া স্নান  
করত পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবেন।  
জানপূর্বক উষ্ট্রধান বা গর্দভযানে আরোহণ  
করিলে কিংবা বিবস্ত্র হইয়া জলে  
অবগাহন করিলে ত্রিরাত্র উপবাসে  
বিশুদ্ধ হইবেন। চণ্ডালদিগের নিকট  
বেদ বা ধর্ম কিংবা পুরাণাদি বলিলে চান্দ্রা-  
য়ণে শুদ্ধ হইবে, ইহা ভিন্ন অন্য নিকৃতি

উষকাদিনিহতঃ সংস্পৃষ্ট ব্রাহ্মণঃ কচিৎ ।  
 চাত্ৰায়ণেন শুকঃ শ্রীং প্রাজাপত্যেন বা পুনঃ  
 উচ্ছিষ্টৌ যদ্যনাচাত্তশাণ্ডলাদীন স্পৃশেদ্বিজঃ  
 প্রমাদার্থে জপেৎ স্রাব্য গাংস্ত্র্যষ্টসহস্রকম্ ॥৬৫  
 দ্রুপদানাং শতং বাপি ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।  
 ত্রিরাত্রোপোষিতঃ সম্যক পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥  
 চাণ্ডালপতিতাদীশ্চ কামাদ্যঃ সংস্পৃশেদ্বিজঃ ।  
 উচ্ছিষ্টস্তত্র কুব্বীত প্রাজাপত্যং বিশুকয়ে ॥ ৬৭  
 চাণ্ডালস্বতকিশবাংস্তথা নারীং রজস্বলান্  
 স্পৃষ্ট্বা স্রাব্যদ্বিশুক্যর্থং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥৬৮  
 চাণ্ডালস্বতকিশবৈঃ সংস্পৃষ্টং সংস্পৃশেদ্যদি ।  
 ততঃ স্রাব্যথ আচম্য জপং কুর্যাৎ সমাহিতঃ ॥  
 তৎস্পৃষ্টাঙ্গশর্শিনঃ স্পৃষ্ট্বা বুদ্ধিপূর্ব্বং দ্বিজোত্তমঃ ।  
 স্রাব্যচামেদ্বিশুক্যর্থং প্রাহ দেবঃ পিতামহঃ ॥ ৭১  
 ভূজানস্ত তু বিপ্রস্ত কনাচিৎ সংশ্ৰবেদ্ গুণম্ ।

নাই। যদি ব্রাহ্মণ উষকাদিতে মৃত ব্যক্তিকে  
 স্পর্শ করেন, তাহা হইলে চাত্ৰায়ণ অথবা  
 প্রাজাপত্য ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবেন। উচ্ছিষ্ট  
 ব্রাহ্মণ যদি আচমনের পূর্বে প্রমাদবশতঃ  
 চণ্ডালাদিকে স্পর্শ করে তাহা হইলে স্নান  
 করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র গাংস্ত্র্য জপ করিবে।  
 ব্রহ্মচারী একপ করিলে সমাহিত হইয়া দ্রুপদা-  
 মস্ব শতবার জপ করিবেন এবং ত্রিরাত্র উপ-  
 বাস করিয়া পঞ্চগব্য পান করিলে শুদ্ধ হই-  
 বেন। যে উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ ইচ্ছাপূর্ব্বক চণ্ডালা  
 দিকে স্পর্শ করে, সে বিশুদ্ধির নিমিত্ত প্রাজা-  
 পত্যব্রত করিবে। চণ্ডাল, অশৌচী শব  
 কিংবা রজস্বলাকে স্পর্শ করিলে স্নান করিতে  
 হইবে, এই কথা পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়াছেন।  
 চণ্ডাল, অশৌচী, বা শবস্পর্শকারী ব্যক্তিকে যদি  
 কেহ স্পর্শ করে, তাহা হইলে সে স্নান করিয়া  
 আচমন করত সমাহিতচিত্তে জপ করিবে।  
 চণ্ডালাদিষ্পৃষ্ট ব্যক্তিকে যে স্পর্শ করিয়াছে,  
 তাহাকে জ্ঞানপূর্ব্বক স্পর্শ করিলে বিশুদ্ধির  
 নিমিত্ত স্নান করিয়া আচমন করিবে, পিতামহ  
 প্রাজাপতি এই কথা বলিয়াছেন। ৬১—৭০।  
 ভোজন করিতে করিতে যদি ব্রাহ্মণের

কৃদ্বাশৌচং ততঃ স্রাব্যহপোষ্য কুর্হ্বান্শুভম্ ॥  
 চাণ্ডালস্ত শবং স্পৃষ্ট্বা কুঙ্করং কৃদ্বা বিশুধ্যতি ।  
 দৃষ্ট্বাভ্যক্তবসংস্পৃষ্ট অহোরাত্রেণ শুধ্যতি ॥৭২  
 স্রবাং স্পৃষ্ট্বা দ্বিজঃ কুর্যাৎ প্রাণায়ামত্রয়ং শুচিঃ  
 পলাতুঃ লগুনকৈব যুতঃ প্রাশ্ত ততঃ শুচিঃ ॥  
 ব্রাহ্মণস্ত শুনা দষ্টস্রাব্যং সাযং পয়ঃ পিবেৎ ।  
 দষ্টস্ত তদেব দ্বিগুণং ভবেৎ ॥ ৭৪  
 স্রাদেহঃ ত্রিগুণং বাহোমূর্দ্ধি চ স্রাচ্চতুগুণম্  
 স্রাহা জপেদ্বা সাবিজীং যতির্দষ্টৌ দ্বিজোত্তমঃ ॥  
 অনির্কৃষ্টা মহাযজ্ঞান যোভুভেক্ততু দ্বিজোত্তমঃ  
 অনাতুরঃ সতি ধনে কুঙ্কার্দ্ধেন বিশুধ্যতি ॥ ৭৬  
 আহিহ্মায়িকপস্থানং ন কুর্যাদ্যন্ত পর্ব্বণি ।  
 ঋতৌ ন গচ্ছেদ্যাত্যাং বা সৌহৃদি কুঙ্কার্দ্ধমাচরেৎ  
 বিনাস্তিরপ্সু নাপ্যার্তঃ শরীরং সন্নিবেশ্ত চ ।

মল-নিঃসরণ হয় তাহা হইলে শৌচ  
 করিয়া স্নান করিবে এবং উপবাস করিয়া  
 স্রাহ্যত্ব দান করিবে। চণ্ডালের শব স্পর্শ  
 করিলে ব্রাহ্মণ প্রাজাপত্যব্রত করিয়া শুদ্ধ  
 হইবে। অভ্যক্ত অবস্থায় স্পর্শ না করিয়া  
 কেবলমাত্র দেখিলে, অহোরাত্র উপবাস দ্বারা  
 শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ যদি স্রবাস্পর্শ করে,  
 তাহা হইলে তিনটি প্রাণায়াম করিয়া শুচি  
 হইবে। পলাতু ও লগুন স্পর্শ করিলে যুত-  
 প্রাশন করিয়া শুচি হইবে। কুঙ্করে দংশন  
 করিলে ব্রাহ্মণ ত্রিগুণ দিন সাযংকালে পয়ঃ পান  
 করিবে। নাভির উর্দ্ধদেশে দংশন করিলে  
 ছয় দিন, বাহুতে দংশন করিলে নয় দিন এবং  
 মস্তকে দংশন করিলে বার দিন, সাযংকালে  
 পয়ঃপান করিবে। অথবা কুকুরদষ্ট ব্রাহ্মণ  
 স্নান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবেন। নীরোগ  
 ব্রাহ্মণ ধন থাকিতেও যদি পঞ্চযজ্ঞ না করিয়া  
 ভোজন করেন, তাহা হইলে অর্দ্ধপ্রাজাপত্য  
 ( তিন দিন উপবাস ) করিয়া শুদ্ধ হইবেন।  
 সায়িক ব্রাহ্মণ যদি পর্ব্বতিধিতে অগ্নিহোত্র না  
 করেন, তাহা হইলে অর্দ্ধপ্রাজাপত্য করিয়া  
 শুদ্ধ হইবে। যে সকল ব্যক্তি ঋতুকালে  
 ভাষ্যতে উপগত না হয়, তাহারাও অর্দ্ধ-

সচেতনো জলমাগ্ন্য গামালভ্য বিতৃষ্ণতি ॥ ৭৮ ॥  
বুদ্ধিপূর্ব্বভূতাদিতে জপেদন্তর্জলে দ্বিজঃ ।  
গায়ত্র্যষ্টসহস্রং ত্র্যচশোপবসেদ্ব্রতী ॥ ৭৯ ॥  
অম্লগমোচ্ছয়া শূদ্রং প্রেতীভূতং দ্বিজোত্তমঃ ।  
গায়ত্র্যষ্টসহস্রং জপং কুর্ধ্যান্নদীযু চ ॥ ৮০ ॥  
কুহা তু শপথান বিপ্রো বিপ্রস্তাবধিসংযুতম্ ।  
স তৈব যাবকালেন কুর্ধ্যাচ্চান্নায়ণং ব্রতম্ ॥ ৮১ ॥  
পণ্ডিতো বিবসদানক কুহা কচ্ছুপ শুধ্যতি ।  
ছায়াং ষপাকস্তাকুহ স্নাত্বা স্প্রশয়েদযুতম্ ॥  
ঐকেনাদিত্যমণ্ডিতদৃষ্টো স্নেচ্ছান্নমেব বা ।  
মাহুযকাস্তি সম্পৃক্ত স্নানং কুহা বিতৃষ্ণতি ॥  
কুহা তু মিথ্যাধ্যয়নং চরৈকৈকস্তু বৎসরম্ ।  
কৃতয়ো ব্রাহ্মণগৃহে পঞ্চসংবৎসরব্রতী ॥ ৮৪ ॥

প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিনা  
রোগে যদি মল-মূত্র ত্যাগ করিবার পর জল-  
শৌচ না করে বা জলমধ্যে অঙ্গ নিমজ্জিত  
করিয়া শৌচ করে, তাহা হইলে, ঐ  
ব্যক্তি সেই বস্ত্রসহিত স্নান করিয়া  
গোম্পর্শ করিলে শুদ্ধ হয়। জ্ঞানপূর্ব্বক উহা  
করিলে ব্রাহ্মণ সূর্যোগদয় হইতে জলমধ্যে  
স্থিত হইয়া অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ  
করিবে ও ব্রতী হইয়া তিন দিন উপবাস  
করিবে। ব্রাহ্মণ যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক মৃতশূদ্রের  
অম্লগমন করে, তাহা হইলে নদীতীরে যাইয়া  
অষ্টোত্তর সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে।  
৭১-৮০। ব্রাহ্মণ যদি শূদ্রের নিকট অবধি  
সংযুক্ত শপথ করে, তাহা হইলে যাবকাল  
হারি চাত্রায়ণ ব্রত করিবে। এক পণ্ডিতের  
মধ্যে কাহাকেও অধিক বা অল্প পরিবেশন  
করিলে প্রাজাপত্য করিবে। চাণালাদির  
ছায়া স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া যুতপ্রাশন  
করিবে। স্নেচ্ছান্ন-দর্শনে অণুচি হইলে সূর্য  
দর্শন করিবে। মাহুযের অস্থি স্পর্শ করিলে  
স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। মিথ্যা অধ্যয়ন  
করিলে এক বৎসর তিকা করিবে। কৃত্রিম  
ব্যক্তি ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক পঞ্চ  
বৎসর ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণকে

হুকার ব্রাহ্মণস্তোত্র হুকারক গরীয়সঃ ।  
স্নাত্বানব্রতঃশেষং প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥ ৮৪ ॥  
তাড়য়িত্বা তুণেনাপি কণ্ঠে বন্ধাথ বাসসা ।  
বিবাদে চাপি নির্জিত্য প্রণিপত্য প্রসাদয়েৎ ॥  
অবগৃহ্য চরেৎ কচ্ছুমতিকচ্ছুং নিপাতনে ।  
কচ্ছাঃ কচ্ছৌ কুবীরে বিপ্রস্তোৎপাদ্য  
শোণিতম্ ॥ ৮৭ ॥  
ওরোরাক্রোশমনুতং কুহা কুর্ধ্যাষিশোধনম্ ।  
একরাত্রং নিরাহারস্তৎপাপস্তাপনুতয়েৎ ॥ ৮৮ ॥  
দেবযৌগমতিমুখং জীবনাক্রোশনে কুতে ।  
উক্চয়া চ দহেজ্জিহ্বাং দাতব্যঞ্চ ত্রিণ্যকম্ ॥ ৮৯ ॥  
দেবোদ্যানেষু যঃ কুর্ধ্যান্নদ্রোচ্চারং স্তুত্বিজঃ ।  
দ্বিন্দ্যাচ্ছিন্নং বিতৃষ্ণ্যর্থং চরেচ্চাত্রায়ণং ব্রতম্ ॥

হুকার করিলে (ধমক দিলে) ও ওকতর  
ব্যক্তিকে 'তুমি' বাক্য বলিলে ("তুই  
তোকারি করিলে) স্নান করিয়া, যখন  
বলা হইয়াছে তখন হইতে, দিনশেষ পর্যন্ত  
ভোজন করিবে না এবং ষাঁহাকে ঐরূপ বলা  
হইয়াছিল, তাঁহার পা ধরিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন  
করিবে। ব্রাহ্মণকে তুণ দ্বারাও তাড়ন  
করিলে বা তাঁহার গলায় কাপড় দিলে বা  
বাক্কলহে জয় করিলে প্রণাম করিয়া  
তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে। ব্রাহ্মণকে হননে-  
চ্ছায় দণ্ড উত্তোলন করিলে প্রাজাপত্য ব্রত  
করিবে। দণ্ড দ্বারা আঘাত করিলে অতিকচ্ছু  
ব্রত করিবে। ব্রাহ্মণের রক্তপাত করিলে  
প্রাজাপত্য ও অতিকচ্ছু করিবে। ওকর  
আক্রোশজনক কণ্ঠ করিলে বা তাঁহার নিকট  
মিথ্যা কথা বলিলে ঐ পাপের বিতৃষ্ণির জন্ত  
একদিন উপবাস করিবে। দেবতা ও ঋষি-  
দিগের অতিমুখ হইয়া জীবন (খুত) কেলিলে  
। তাঁহাদিগের প্রতি আক্রোশ প্রকাশ  
করিলে অগ্নি দ্বারা জিহ্বাকে পোকাইয়া  
কেলিবে ও ব্রাহ্মণদিগকে স্পর্শ দান করিবে।  
দেবোদ্যানেষু যে ব্রাহ্মণ মূত্র বা বিষ্ঠা ত্যাগ  
করে, সে সেই পাপক্ষয়ের জন্ত শির ছেদন  
করিয়া চাত্রায়ণব্রত করিলে শুদ্ধ হয় ৮১-৯০।

দেবতায়ঃ নে মুক্তঃ কৃতা মোহাদ্বিজোত্তমঃ ।  
 শিশ্নুস্তোত্রকর্ত্তনং কৃতা চান্দ্ৰায়ণমখাচরেৎ ॥ ৯১  
 দেবতানামুয্যৈণাঞ্চ দেবানাকৈব কুৎসনম্ ।  
 কৃতা সম্যক্ প্রকুব্বীত প্রাজাপত্যং দ্বিজোত্তমঃ  
 তৈস্ত সত্যবৎ কৃতা স্নাত্বা দেবং সমৰ্চয়েৎ ।  
 দৃষ্ট্বা বীক্ষেত ভাস্কর্য্যং স্নাত্বা বিশেষরং স্মরেৎ ॥  
 যঃ সৰ্বভূতাদিপিহিং বিশেষানং বিনিন্দতি ।  
 ন তস্তা নিমুক্তিঃ শকা কৰ্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ৯৪  
 চান্দ্ৰায়ণং চবৎ পূৰ্ব্বং কৃচ্ছ্রৈকবাতিকৃচ্ছ্রম্ ।  
 প্রশ্নঃ শবণং দেবং তস্মাৎপাপাষ্মিযুচাতে ॥ ৯৫  
 সৰ্বস্বদানং বিধিবৎ পাতকানাং বিশোধনম্ ।  
 চান্দ্ৰায়ণঞ্চ বিধিনা কৃচ্ছ্রৈকবাতিকৃচ্ছ্রকম্ ॥ ৯৬  
 পুণ্যক্ষেত্রাগমনং সৰ্বপাপবিনাশনম্ ।  
 দেবতাভ্যর্চনং নৃণামশেষাঘবিনাশনম্ ॥ ৯৭  
 অমাবাস্তাং তিথিং প্রাপা যঃ সমারাদয়েত্তবম্  
 ব্রাহ্মণান পূজয়িত্বা তু সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৮

অজ্ঞানপূৰ্ব্বক যে ব্রাহ্মণ দেবগৃহে মুত্র ন্যাগ করে, সে শিশ্নু-ছেদন করিয়া চান্দ্ৰায়ণ করিলে শুদ্ধ হয়। দেবতা বা পুসি বা দেবতুল্য ব্যক্তিদিগের নিন্দা করিলে ব্রাহ্মণ সম্যকরূপে প্রাজাপত্য ব্রত করিলে শুদ্ধ হইবে। দেবাদিনিন্দক ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলে স্নান করিয়া দেবতার অর্চনা, করিবে উত্থাকে দর্শন করিলে সূর্য্য দর্শন করিবে এবং উত্থাকে স্মরণ করিলে বিশেষর মহাদেবকে স্মরণ করিবে। কিন্তু সৰ্বভূতাদিপিহিং বিশেষরকে জ্ঞানপূৰ্ব্বক নিন্দা করিলে শত বর্ষও তাহার নিমুক্তি নাই। সেই পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার শরণাগত হইয়া অগ্রে চান্দ্ৰায়ণ পরে প্রাজাপত্য ও তৎপরে অত্কৃচ্ছ্র ব্রত করিবে। বিধানানুসারে সৰ্বস্ব দানে পাপকৌর বিশুদ্ধি হয় এবং বিধানানুসারে প্রাজাপত্য বা অত্কৃচ্ছ্র কিংবা চান্দ্ৰায়ণ ও পাপীর বিশুদ্ধির কারণ। পুণ্যক্ষেত্রাগমন ও সৰ্বপাপের বিনাশক আর দেবতা-পূজা ও হনুয়াদিগের সৰ্বপ্রকার পাপনাশক। অমাবাস্তা তিথিতে যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পূজা করিয়া মহাদেবকে পূজা করে,

কৃষ্ণাষ্টম্যাং মহাদেবীং তথা কৃষ্ণচতুর্দশীম্ ।  
 সম্পূজ্য ব্রাহ্মণমুখে সৰ্বপ পৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৯৯  
 ত্রয়োদশ্যাং তথা রত্রৌ সোপহারং ত্রিলোচনম্  
 ইষ্টেশং প্রথমে যামে মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ১০০  
 উপোষিতশ্চতুর্দশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সমাহিতঃ ।  
 যমায় ধর্ম্মরাজায় মৃত্যবে চান্ডকায় চ ।  
 বৈবস্বতায় কালায় সৰ্বপাপক্ষয়ায় চ ॥ ১০১  
 প্রত্যেকং তিনসংযুক্তান দদ্যাৎসপ্তোদকাঞ্জলীন  
 স্নাত্বা দদ্যাচ্চ পূৰ্ব্বাহ্নে মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥  
 ব্রহ্মচর্য্যমধঃশয্যা উপবাসো দ্বিজার্চনম্ ।  
 ব্রতেষেতেষু কুব্বীত শাস্তঃ সংযতমানসঃ ॥ ১০৩  
 অমাবাস্তায়াং ব্রহ্মাণং সমুদ্ভিষ্ট পিতামহম্ ।  
 ব্রাহ্মণাংস্ত্রীন সমভ্যর্চ্য মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥  
 ষষ্ঠ্যামুপোষিতো দেবং শুক্লপক্ষে সমাহিতঃ ।  
 সপ্তম্যামর্চয়েত্তান্নং মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ১০৫  
 ভরণ্যাঞ্চ চতুর্থ্যাঞ্চ শনৈশ্চরদিনে যমম্ ।

সে সৰ্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়। কৃষ্ণাষ্টমীতে বা কৃষ্ণ-চতুর্দশীতে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া মহাদেবী তুর্গার পূজা করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ত্রয়োদশীর রাত্রির প্রথম প্রহরে উপহারের সহিত ত্রিলোচনকে পূজা করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ৯১—১০০। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে উপবাস করিয়া সমাহিত চিত্তে সৰ্বপাপক্ষয়ের জন্ত যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কালা ও সৰ্বপাপক্ষয় এই সাতজনকে প্রত্যেকের উদ্দেশে তিনসংযুক্ত উদকাঞ্জলি দান করিবে। স্নান করিয়া পূৰ্ব্বাহ্নে এইরূপ উদকাঞ্জলি দান করিতে হয়, তাপাতে সমস্ত পাপ হইতে মুক্তি হয়। সমস্ত ব্রতেই শাস্ত ও সংযতমনা হইয়া ব্রহ্মচর্য্য, ব্রাহ্মণের পূজা, উপবাস ও অধঃশয়ন করিবে। অমাবাস্তা তিথিতে পিতামহ ব্রহ্মার উদ্দেশে তিনটি ব্রাহ্মণের সম্যকরূপে পূজা করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শুক্লপক্ষের ষষ্ঠীতে উপবাস করিয়া যে ব্যক্তি সপ্তমীতে সমাহিত-চিত্তে সূর্য্যপূজা করে, সে সৰ্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়। শনি-



পূজয়েৎ সন্তজয়োঽখমুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ।  
 একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য জনাৰ্দ্দিনম্ ।  
 দ্বাদশ্যাং গুরুপক্ষস্ত মহাপাতৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ১০৭  
 তপো জপস্তীর্থসেবা দেবতাক্ষণপূজনম্ ।  
 গ্রহণাদিষু কালেষু মহাপাতকশোধনম্ ॥ ১০৮  
 যঃ সৰ্বপাপযুক্তোহপি পুণ্যতীর্থেষু মানবঃ ।  
 নিয়মেন ত্যজেৎ প্রাণান্ মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥  
 ব্রহ্মহত্য বা কৃতঘ্নঃ বা মহাপাতকদূষিতম্ ।  
 ভর্তারমুহুরেন্নারৌ প্রবিষ্টা সহ পাবকম্ ॥ ১১০  
 এতদেব পরং স্ত্রীণাং প্রায়শ্চিত্তং বিহুবুধাঃ ।  
 সৰ্বপাপসমমুত্তৌ নাত্র কার্য্য বিচারণা ॥ ১১১  
 পতিব্রতা তু যা নারী ভর্তৃশ্রদ্ধায়া রতা ।  
 ন তস্যা বিদ্যাতে পাপমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ১১২  
 পতিব্রতা ধর্ম্মব্রতা ভদ্রাণ্যেব ন সংশয়ঃ ।  
 নাস্তাঃ পরাভবঃ কর্ত্ত্বা শক্ৰোত্তীহ জনঃ কচিৎ ॥

বারে ভরণীক্ষত্র ও চতুর্থী তিথি হইলে, সেই দিনে যে ব্যক্তি যমের পূজা করে, সে সন্ত-জয়োখিত সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি গুরুপক্ষের একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে ভগবান্ জনাৰ্দ্দিনের পূজা করে, সে মহাপাপ হইতে মুক্ত হয়। গ্রহণ প্রভৃতি কালে জপ, তীর্থসেবা, তপস্যা এবং দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা এই সকল কর্ম্ম করিলে মহাপাপ পর্য্যন্ত নাশ হয়। যে ব্যক্তি সৰ্ব্বপ্রকার পাপে পাপী হইয়াও পুণ্যতীর্থে নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করে, সে সৰ্বপাতক হইতে মুক্তি লাভ করে। স্বামী ব্রহ্মহত্য, কৃতঘ্ন বা মহাপাতকী হইলেও সহমতা রমণী সেই দাম্পত্যকে উদ্ধার করে। ১০১—১১০। স্ত্রীলোকেরা যে কোনও পাপ করুক না কেন, সহগমনই তাহাদের পক্ষে একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া কথিত আছে, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। স্বামিসেবানুরতা পতিব্রতা স্ত্রীকে ইহলোকে ও পরলোকে পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। পতিব্রতা ও ধর্ম্মাচরণরতা কামিনী সকল মঙ্গল লাভ করে, তাহাতে সংশয় নাই। ঐরূপ স্ত্রীকে ইহলোকে কোনও সময়েই কেহ পরাভব

যথা রামস্ত সুভগা সীতা ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতা ।  
 পত্নী দাশরথ্যেদেবী বিজিগ্যো রাক্ষসেশ্বরম্ ॥ ১১৪  
 রামস্ত ভাৰ্য্যাঃ সুভগাঃ রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।  
 সীতাং বিশালনয়নাং চক্রে কালনোদিতঃ ॥ ১১৫  
 গৃহীত্বা মায়ায়া বেষং চরন্তীং বিজনে বনে ।  
 সমাহতুং মতিং চক্রে তাপসঃ কিল ভাবিনীম্ ॥  
 বিজায় সা চ তন্তাবং স্মৃতা দাশরথিঃ পতিম্ ।  
 জগাম শরণং বহির্মাবসথ্যং শুচিস্মিতা ॥ ১১৭  
 উপতস্থে মহাযোগং সৰ্বলোকবিদাহকম্ ।  
 কুশাজলিং রামপত্নী সাক্ষাৎ পতিমিবাচ্যুতম্ ॥  
 নমস্ত্যামি মহাযোগং কুশাস্তং গচ্ছরং পরম্ ।  
 দাহকং সৰ্বভূতানামীশানং কালরূপিনম্ ॥ ১১৮  
 নমস্তো পাবকং দেবং সাক্ষিণং বিশ্বতোমুখম্ ।  
 আত্মানং দাপ্তবপুষং সৰ্বভূতহৃদি স্থিতম্ ॥ ১২০  
 প্রপদ্যে শরণং বহিঃ ব্রহ্মণ্যং ব্রহ্মরূপিনম্ ।

করেতে সমর্থ হয় না। দেখ, ত্রিলোকবিখ্যাতা সুভগা রামপত্নী সীতা কেবলমাত্র সতীত্ব-ধর্ম্ম-বলেই রাক্ষসেশ্বর রাবণকে জয় করিয়াছিলেন। একদা রাক্ষসেশ্বর রাবণ কালকর্ত্ত্বক প্রেরিত হইয়া বিশালনয়না রামপত্নী সীতাকে কামনা করিয়াছিল। রাক্ষসেশ্বর রাবণ মায়া-তাপস-বেশ ধারণ করিয়া বিজনবনে বিচরণকারিণী ভাবিনী সীতাকে হরণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। সেই শুচিস্মিতা সীতা রাবণের মনোভাব অবগত হইয়া স্বীয় পতি দাশরথি রামকে শরণপূর্ব্বক স্মিতমুখে আবসথ্যাগ্নির শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। রামপত্নী সীতা কুশাজলি হইয়া স্বায় পতি সাক্ষাৎ বিষ্ণুর স্বরূপ জ্ঞানে মহাযোগস্বরূপ ও সৰ্বলোকবিদাহক অগ্নিকে এইরূপে আরাধনা করিতে লাগিলেন;—যিনি মহাযোগস্বরূপ, যিনি গচ্ছর ( অর্থাৎ অনির্বিচ্ছিন্ন ) এবং যিনি সৰ্বপ্রাণীর দাহক, সৰ্বভূতের ঈশ্বর ও সৰ্বভূতের সংহারক, সেই পরম বহিকে নমস্কার করি। যিনি সাক্ষী, সৰ্বতোমুখ, প্রদীপ্তবপু এবং যিনি সৰ্বভূতের হৃদয়স্থিত-আত্মস্বরূপ, সেই পাবকদেবকে নমস্কার করি। ১১১—১২০। যিনি ব্রাহ্মণগণের



যোগিনঃ কৃন্তিবসনঃ ভূতেশঃ পরমঃ পদম্ ॥ ১২১ ॥  
 তং প্রপদ্যে জগদ্ব্যক্তিং প্রভবং সৰ্বভূতেশম্ ।  
 মহাযোগেশ্বরঃ বহির্মানিত্যঃ পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ১২২ ॥  
 প্রপদ্যে শরণং ক্রদং মহাগ্রাসং ত্রিশূলিনম্ ।  
 কালারিঃ যোগিনামৌশং ভোগমোকফলপ্রদম্ ।  
 প্রপদ্যে হাং বিরূপাকং ভূর্ভুবঃস্বঃশ্বরূপিনম্ ।  
 হিরণ্যগৃহে গুপ্তং মহাস্তমমিতৌজসম্ ॥ ১২৪ ॥  
 বৈশ্বানরং প্রপদ্যেহং সৰ্বভূতেশবান্বিতম্ ।  
 হব্যকব্যবহং দেবং প্রপদ্যে বহিমীশ্বরম্ ॥ ১২৫ ॥  
 প্রপদ্যে তৎপরং তৎসং বরেন্যং সবিতুঃ শিবম্ ।  
 স্বর্গময়িঃ পরংজ্যোতী রক্ষ মাং হব্যবাহন ॥ ১২৬ ॥  
 ইতি বহুষ্ঠকং জপ্ত্বা রামপত্নী যশস্বিনী ।  
 ধায়ন্তী মনসা তত্শো রামমুখীলিতেক্ষণা ॥ ১২৭ ॥  
 অথাবস্থাস্তগবান্ হব্যবাহো মহেশ্বরঃ ।

হিতজনক, সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, যোগী, যুগচর্য-  
 পরিধায়ী, সৰ্বভূতেশ ঈশ্বর এবং পরমপদস্বরূপ,  
 এতাদৃশ বহির শরণাপন্ন হই। জগদ্ব্যক্তি,  
 সৰ্বভূতেশের উৎপত্তি স্থান, মহাযোগেশ্বর,  
 আদিত্য, সৰ্বভূতেশের প্রভব এবং প্রজাপতি-  
 স্বরূপ সেই বহির শরণাপন্ন হই। যিনি  
 মহাগ্রাস ( অর্থাৎ সর্বসংহারক, ) ত্রিশূল-  
 ধারী, সৰ্বযোগীশ্বর, ভুক্তিমুক্তিপ্রদ, সেই  
 কালারিক্রদস্বরূপ বহির শরণাপন্ন হই।  
 হে বহু! তুমি বিরূপাক, মহাব্যাহতিস্বরূপ,  
 হিরণ্যগৃহে অব্যক্তরূপে স্থিত, মহান এবং  
 অমিতভেজা, তোমার শরণাপন্ন হই। যিনি  
 সৰ্ব জাগীতে অবস্থিত, সেই বৈশ্বানরের শরণা-  
 পন্ন হই এবং যিনি হব্যকব্যবাহক ও ঈশ্বর,  
 আমি সেই বহির্দেবের শরণাপন্ন হই। যিনি  
 জগৎপ্রসবিতা সবিতার আকাশমণ্ডলস্থ পরম-  
 জ্যোতিঃস্বরূপ, বরেন্য ( জন্ম-মৃত্যুহঃখাদিভীক  
 জনগণের উপাসনীয় ) মঙ্গলময় পরম তব,  
 সেই বহির শরণাপন্ন হই। হে হব্যবাহন!  
 তুমি আমাকে রক্ষা কর। এই প্রকারে বহু-  
 ষ্টক মন্ত্র জপ করিয়া রাম-পত্নী যশস্বিনী সীতা  
 উন্নীলিত নয়নে রামকে মনেমনে ধ্যান করিতে  
 লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্ হব্যবাহন মহেশ্বর,

আবিরাসীৎ সুদীপ্তাশ্মা তেজসা নির্দহন্নিব ॥ ১২৮ ॥  
 সৃষ্টা মায়াময়ী সীতাঃ স রাবণবধেচ্ছয়া ।  
 সীতামাদায় রামেষ্টাঃ পাবকোহস্তরদীয়তে ॥ ১২৯ ॥  
 তাং দৃষ্টা তাদৃশীং সীতাং রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।  
 সমাদায় যযৌ লঙ্কাং সাগরাস্তরসংস্থিতাম্ ॥ ১৩০ ॥  
 কৃহাধ রাবণবধং রামো লক্ষ্মণসংযুতঃ ।  
 সমদায়াভবৎ সীতাং শঙ্কাকুলিতমানসঃ ॥ ১৩১ ॥  
 সা প্রত্যয়ায় ভূতানাং সীতা মায়াময়ী পুনঃ ।  
 বিবেশ পানকং দৌপ্তং দদাহ জননোহপি তাম্ ॥  
 দক্ষা মায়াময়ী সীতাং ভগবান্নকদৌধিতঃ ।  
 রামাদর্শয়ৎ সীতাং পাবকোহভূৎ সুরপ্রিয়ঃ ॥  
 গ্রগৃহ ভর্তৃশ্ররণো কণাত্যাং সা সুমধ্যমা ।  
 চকার প্রণতিং ভূমৌ রামায় জনকাস্বজা ॥ ১৩৪ ॥  
 দৃষ্টা হৃষ্টমনা রামো বিশ্বধাকুললোচনঃ ।  
 ননাম বহিঃ শিরসা ভোষয়ামাস রাঘবঃ ॥ ১৩৫ ॥

যেন তেজ দ্বারা দহন করিবার নিমিত্তই, সুদী-  
 প্তাশ্মা হইয়া আবস্থা অগ্নি হইতে আবির্ভূত  
 হইয়াছিলেন। সেই ভগবান্ রাবণ-বধের  
 ইচ্ছায় মায়াময়ী সীতার সৃষ্টি করিয়া রামাভি-  
 লষিতা সীতাকে গ্রহণ করত অন্তর্দান করি-  
 লেন। রাক্ষসেশ্বর রাবণ সেই মায়াময়ী  
 সীতাকে দর্শনপূর্বক গ্রহণ করত সাগরাস্তরী  
 লঙ্কাতে গমন করিল। ১২১--১৩০। তদনন্তর  
 লক্ষ্মণের সহিত রাম, রাবণকে বধ করিয়া  
 সীতাকে গ্রহণ করিতে শঙ্কাকুলিত হইয়া-  
 ছিলেন। সেই মায়াময়ী সীতা সকলের  
 বিশ্বাসের জন্ত পুনর্বার অগ্নিতে প্রবেশ করিয়া-  
 ছিলেন এবং অগ্নিও সেই সীতাকে দহন করিয়া-  
 ছিলেন। উগ্রদৌধিত ভগবান্ অগ্নি মায়াময়ী  
 সীতাকে দহন করিয়া রামকে প্রকৃত সীতা  
 দেখাইয়াছিলেন। এইজন্ত অগ্নি দেবতাদিগের  
 অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছিলেন। তখন কৃশমধ্যা  
 জনকাস্বজা সীতা হস্তদ্বয় দ্বারা স্বামীর চরণদ্বয়  
 গ্রহণ করিয়া রামোদ্দেশে ভূমিতে প্রণাম  
 করিলেন। এইরূপ বিচিত্রতা দর্শনে বিশ্বাস-  
 বিক্ষারিত লোচন রাম হৃষ্টান্তঃকরণে মন্তকদ্বারা  
 নমস্কার করিয়া বহির্কে সম্ভোষিত করিলেন।

উবাচ বহিঃ ভগবন্ কিমেবা বরবর্ণিনী ।  
 দক্ষা ভগবতা পূৰ্ণং দৃষ্টা মৎপার্ষমাগতা ॥ ১৩৬  
 তমাহ দেবো লোকানাং দাহকো হব্যবাহনঃ ।  
 যথারত্নং দাশরথিঃ ভূতানামেব সন্নিধৌ ॥ ১৩৭  
 ইয়ং সা মিথিলেশেন পার্কতীং রুদ্রবল্লভাম্ ।  
 আরাধ্য লক্ষা তপসা দেবাশ্চাত্যন্তবল্লভা ॥ ১৩৮  
 ভৰ্গুঃ শুশ্রূষণোপেতা সুনীলেয়ং পতিব্রতা ।  
 ভবানীপার্ষমানীতা ময়া রাবণকামিতা ॥ ১৩৯  
 যা নীতা রাক্ষসেশেন সীতা সা ভাস্বত্যাং গতা ।  
 ময়া মায়াময়ী সৃষ্টা রাবণস্ত বধায় সা ॥ ১৪০  
 যদর্থং ভবতা দৃষ্টো রাবণো রাক্ষসেশ্বরঃ ।  
 যয়োপসংহৃতা চৈব হতো লোকবিনাশনঃ ॥ ১৪১  
 গৃহাণ বিমলামেনাং জানকীং বচনাগ্ৰম ।  
 পশু নারায়ণং দেবং স্বাত্মানং প্রভবাব্যয়ম্ ॥ ১৪২  
 ইত্যুক্তা ভগবাংশচণ্ডো বিধার্কিবিব্রতোমুখঃ ।

মানিতো রাঘবেণাগ্নিভূতৈশ্চাস্তরধীয়ত ॥ ১৪৩  
 এতৎ পতিব্রতানাং বৈ মাহাত্ম্যং কথিতং ময়া ।  
 স্ত্রীণাং সৰ্বাঘশমনং প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্ ॥ ১৪৪  
 অশেষপাপসংযুক্তঃ পুরুষোহপি স্তুসংযতঃ ।  
 স্বদেহং পুণ্যভীর্থেষু ত্যক্ত্বা মূচ্যেত কিমিবাং ॥  
 পৃথিব্যাং সৰ্বভীর্থেষু স্নাত্বা পুণ্যেষু বা ভিজঃ ।  
 যুচ্যেতে পাতকৈঃ সৰ্বৈঃ সঞ্চিতৈরপি পুরুষঃ ॥  
 ইত্যেয মানবো ধর্মো যুযাকঃ কথিতো ময়া ।  
 মহেশ্বারাদনার্থায় জ্ঞানযোগান্ত শাস্বতঃ ॥ ১৪৭  
 যোহনেন বিধিনা যুক্তঃ জ্ঞানযোগং সমাচরেৎ ।  
 স পশ্চতি মহাদেবং নান্তঃ কল্পশতৈরপি ॥ ১৪৮  
 স্থাপয়েদ্ যঃ পরং ধর্ম্যং জ্ঞানং তৎ পারমেশ্বরম্  
 ন তস্মাদধিকো লোকে স যোগী পরমো মতঃ ॥  
 যঃ সংস্থাপয়িতুং শক্তো ন কুর্ধ্যাদ্যোহিতো জনঃ ।  
 স যোগযুক্তোহপি মুনির্নাত্যর্থঃ ভগবৎপ্রিয়ঃ ॥ ১৫০

তদনন্তর অগ্নিকে বলিলেন,—হে ভগবন্ ।  
 আপনি ত ইহাকে এখনই দক্ষ করিলেন,  
 তবে পুনর্বার কি সৃষ্টি হইয়া ইনি আমার  
 নিকট আসিলেন? সর্বলোক-বিদাহক হব্য-  
 বাহন অগ্নিদেব সমস্ত লোকের সাক্ষাতেই  
 দাশরথি রামকে এই যথাপূৰ্ণ বস্তান্ত বলিতে  
 লাগিলেন,—মিথিলেশ্বর জনক হরপ্রিয়া পার্ক-  
 তীকে তপস্বীদ্বারা আরাধনা করিয়া দেবীর  
 প্রিয়া এই সীতাকে লাভ করিয়াছিলেন। ভৰ্গু-  
 শুশ্রূষাপরায়ণ, পতিব্রতা, সুনীলা এই সীতাকে  
 রাবণকামিতা দেখিয়া আমি ভবানীপার্ষে  
 রাধিয়াছিলাম। রাবণ যে সীতাকে হরণ  
 করিয়াছিল, সে সীতা ভাস্বতুত হইয়াছে।  
 রাবণবধের জন্তই আমি সেই মায়াসীতার  
 সৃষ্টি করিয়াছিলাম। যাহার নিমিত্ত আপনি  
 রাক্ষসেশ্বর রাবণকে দর্শন করিলেন, সেই মায়া-  
 ময়ী সীতা আমাকর্তৃক উপসংহৃতা হইয়াছে।  
 এক্ষণে লোক-বিনাশন রাবণও হত হইয়াছে।  
 অতএব আমি বলিতেছি, এই বিমলা (অর্থাৎ  
 পাপশূভ্রা জানকীকে) গ্রহণ করুন এবং আপ-  
 নাকে অবিনাশী কারণ দেবনারায়ণ বলিয়া  
 চিন্তা করুন। বিধার্কিবিব্রতোমুখ ভগবান্ অগ্নি

এই প্রকার বলিয়া এবং রামচন্দ্র ও প্রাণিগণ  
 কর্তৃক সম্মানিত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। পতি-  
 ব্রতা স্ত্রীদিগের এই মাহাত্ম্য আমাকর্তৃক কথিত  
 হইল; মুনিগণ কহিয়াছেন, ইহাই স্ত্রীদিগের  
 সৰ্বপাপপ্রণাশক প্রায়শ্চিত্ত। নানাবিধ পাপ-  
 সংযুক্ত পুরুষও যদি স্তুসংযত হইয়া পুণ্য ভীর্থে  
 স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে সমস্ত  
 পাপ হইতে মুক্ত হয়। পৃথিবীস্থিত পুণ্যভীর্থে-  
 সমূহে স্নান করিলে সঞ্চিত পাতক হইতে  
 পুরুষ মুক্ত হয়। ১৩১—১৪৬। স্বায়ত্ব মনুর  
 মতানুসারী এই সকল ধর্ম্য তোমাদের নিকট  
 বলিলাম এবং মহেশ্বরের আরাধনার নিমিত্ত  
 নিতা জ্ঞানযোগও বর্ণন করিলাম। যে ব্যক্তি  
 এই বিধানানুসারে জ্ঞানযোগের অলুষ্ঠান  
 করেন, তিনিই মহাদেবকে দর্শন করিতে  
 পারেন, অস্ত্র ব্যক্তি শতকল্পেও তাঁহার দর্শন  
 পায় না। যে ব্যক্তি ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানরূপ পরম  
 ধর্ম্য স্থাপন করে, তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ লোক  
 ইহলোকে কেহই নাই এবং সেই ব্যক্তিই পরম  
 যোগী। যে ব্যক্তি এইরূপ ধর্ম্যস্থাপনে সমর্থ  
 হইয়াও মোহ বশতঃ এই ধর্ম্য সংস্থাপন করে  
 না, সে মুনি বা যোগযুক্ত হইলেও ভগবানের

তস্মাৎ সটৈব দাতব্যং ব্রাহ্মণেষ বিশেষতঃ ।

ধর্মযুক্তেষু শাস্ত্রেষু শ্রদ্ধয়া চাৰ্ব্বিতেষু বৈ ॥ ১৫১

যঃ পঠেত্তবতাং নিত্যং সংবাদং মম চৈব হি ।

সর্বপাপবিনিস্কৃতো গচ্ছেত পরমাং গতিম্ ॥ ১৫২

শ্রাদ্ধে বা বৈদিকে কার্যো ব্রাহ্মণানাঞ্চ সন্নিধৌ ।

পঠেত নিত্যং শ্রুতানাং শ্রোতব্যাঞ্চ দ্বিজাতিভিঃ ।

যোহর্থং বিচার্য যুক্তায়া শ্রাবয়েদ্বা দ্বিজানুচীত্ব

স দোষকঙ্কুং তাক্ষা যাতি দেবং মহেশ্বরম্ ॥

এতাবচ্ছা ভগবান্ ব্যাসঃ সত্যবতীশুভঃ ।

সমাশ্বাস্ত মুনীন্ সূতং জগাম চ যথাগতম্ ॥ ১৫৫

ইতি ত্রীকোশে মহাপুরাণে উপরিভাগে ব্রহ্ম-  
বিদ্যায়াং প্রায়শ্চিত্তবিবেকা নাম

ত্রয়স্বিংশোহধ্যায়ঃ ৩৩

বাসগীতা সমাপ্ত

অত্যন্ত প্রিয় হয় না। অতএব সর্বদা এই  
জ্ঞানের দান করিবে; বিশেষতঃ ধর্মযুক্ত শাস্ত্র  
ও শ্রদ্ধাযুক্ত ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। যে  
ব্যক্তি এই ব্যাসস্বামি-সংবাদ প্রত্যহ পাঠ  
করেন, তিনি সর্বপাপ হইতে বিনিস্কৃত হইয়া  
উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হন। শ্রাদ্ধ বা দৈবকার্যো  
অথবা ব্রাহ্মণের সন্নিধানে শ্রুতানাং হইয়া প্রত্যহ  
ইহা পাঠ করিবে এবং দ্বিজগণ প্রত্যহ ইহা  
শ্রবণ করিবেন। যে যুক্তায়া ব্যক্তি ইহার অর্থ  
বিচার করিয়া শুচি ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করায়,  
সে ব্যক্তি দোষকঙ্কু অর্থাৎ দোষরূপ আবরণ  
পরিভ্রাঙ্গ করিয়া মহেশ্বরসমীপে গমন করে।  
সত্যবতী-শুভ ভগবান্ ব্যাস এই প্রকার বাক্য  
দ্বারা মুনিদিগকে ও সূতকে সমাশ্বাসিত করিয়া  
সমাশ্বাসনে গমন করিলেন। ১৪৭—১৫৫।

ত্রয়স্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

বাসগীতা সমাপ্ত।

চতুস্বিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

তীর্থানি যানি লোকেহস্মিন্ বিস্তৃতানি মহাস্থাপি  
তানি হং কথয়াম্যাকং রোমহর্ষণ সাম্প্রতম্ ॥ ১

রোমহর্ষণ উবাচ ।

শৃণুধ্বং কথয়িষ্যেহহং তীর্থানি বিবিধানি চ ।

কথিতানি পুরাণেব মুনিভিব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ২

যত্র স্নানং জপো হোমঃ শ্রাদ্ধদানাদিকং কৃতম্ ।

একেকশো মুনিশ্রেষ্ঠাঃ পুনাত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥ ৩

পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণং ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ ।

প্রয়াগং প্রথিতং তীর্থং যন্ত মহাস্থায়ীশ্রিতম্ ॥ ৪

অনুচ্চ তীর্থপ্রবরং কুরুণাং দেববন্দিতম্ ।

ঋষীণামাশ্রমৈর্জুষ্টিং সর্বপাপবিশোধনম্ ॥ ৫

তত্র স্নাত্বা বিশুদ্ধায়া দম্ব-মাৎসর্যাবর্জিতঃ ।

দদাতি যৎ কিঞ্চিদপি পুনাত্যভয়তঃ কুলম্ ॥ ৬

পরং শুভং গয়াতীর্থং পিতৃণাঞ্চাতিদুর্লভম্ ।

চতুস্বিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে রোমহর্ষণ! সাম্প্রতি  
জগতে যে সকল মহাতীর্থ ও বিখ্যাত তীর্থ  
আছে, সে সকল আমাদের নিকট কৌতূহল কর।  
রোমহর্ষণ বলিলেন,—ব্রহ্মাদি মুনিগণ কর্তৃক  
পুরাণে কথিত বিবিধ তীর্থ সকল আমি বলি-  
তেছি, আপনারা শ্রবণ করুন। হে মহর্ষিগণ!  
যে স্থানে স্নান, জপ, হোম, শ্রাদ্ধ ও দানাদি  
ইহার এক একটি কৃত হইলেও তাহা সপ্তম  
পুরুষ পর্যন্ত পবিত্র করে, পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার  
ক্ষেত্র সেই পঞ্চযোজনবিস্তীর্ণ তীর্থ প্রয়াগ  
নামে বিখ্যাত। তাহার নাশায়া আমি ইতি-  
পূর্বে আপনাদিগকে বলিয়াছি। কুরুক্ষেত্র  
নামে আর এক উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে, উহা  
দেবতাদিগেরও বন্দিত। ঐ তীর্থ ঋষিগণের  
আশ্রমবিশিষ্ট ও সর্বপাপবিনাশন। দম্ব ও  
মাৎসর্যবহিত এবং বিশুদ্ধায়া হইয়া ঐ তীর্থে  
স্নানপূর্বক যাহা কিছু দান করা যায়, তাহা  
দাতার উভয় কুল পবিত্র করে। গয়াতীর্থ

কৃতা পিণ্ডপ্রদানস্ত ন ভূয়ো জায়তে নরঃ ॥ ৭

সকৃদগয়াভিগমনং কৃতা পিণ্ডং দদাতি যঃ ।

তাদ্রিতাঃ পিতরস্তেন যাস্তাস্তি পরমাং গতিম্ ॥ ৮

তত্র লোকহিতার্থায় কুদ্রেণ পরমাস্থনা ।

শিলাতলে পদং স্তম্ভং পিতৃন তত্র প্রসাদয়েৎ ॥ ৯

গয়াভিগমনং কর্ত্ব্যং যঃ শক্তো নাভিগচ্ছতি ।

শোচন্তি পিতরস্তঃ বৈ বৃথা তস্য পরিশ্রমঃ ॥ ১০

গায়ন্তি পিতরে গাথাঃ কৌতুহ্যন্তি মহর্ষয়ঃ ।

গয়াং যাস্তাস্তি যঃ কশিৎ সৌহৃদ্যান

সস্তারয়িষ্যতি ॥ ১১

যদি স্ত্রাৎ পাতকোপেতঃ স্বধর্ম্মপরিবর্জিতঃ ।

গয়াং যাস্তাতি বংশোথঃ সৌহৃদ্যান সস্তারয়িষ্যতি

এষ্টবা বহবঃ পুত্রাঃ শীলবন্তো গুণাধিতাঃ ।

তেষাস্ত সমবেতানঃ যদ্যেকোহপি গয়াং ব্রজেৎ

তদ্যং সর্বপ্রযত্নেন ব্রাহ্মণস্ত বিশেষতঃ ।

গতি শুভতীর্থ ও পিতৃলোকের অতি দুর্লভ ।

সে স্থানে পিণ্ডদান করিলে মনুষ্য পুনর্বার

জন্মগ্রহণ করে না । যে ব্যক্তি একবারও

গয়ায় গমন করিয়া পিণ্ড দান করে, তাহার

পিতৃলোক হৎকর্তৃক উদ্ধারিত হইয়া পরম

গতি প্রাপ্ত হন । পামাত্মা কুদ্র সর্বলোক-

হিতের নিমিত্ত গমাতীর্থে শিলাতলে পদস্তাস

করিয়াছেন ; ঐ স্থানে পিণ্ডদানাদি দ্বাৰা

পিতৃগণের প্রীত্যুৎপাদন করিতে হয় গয়া-

তীর্থে গমন করিতে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি

গমন না করে, সেই ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া

পিতৃলোক দুঃখ করিয়া থাকেন ; সুতরাং

তাহার অন্তান্ত কৰ্ম্ম করা বৃথা পরিশ্রম মাত্র

১—১০ । গয়া সন্দক্ষে পিতৃগণ যে গাথাগুলি

গান করেন, মহর্ষিগণ তাহা এইরূপে কৌতুহল

করিয়া থাকেন, যথা ;—“বংশেয যে কেহ গয়া

যাইবে, সে-ই আমাদিগকে উদ্ধার করিবে ।

আমাদিগের বংশসম্ভূত কোনও ব্যক্তি যদি

পাশ্চী ও স্বধর্ম্মপরিবর্জিত হইয়াও গয়ায় গমন

করে, তথাপি সে আমাদিগকে উদ্ধার করিবে ।

শুশীল এবং সদৃশপাত্রাস্ত বহুপুত্রের বাসনা

করিতে হয়, যেহেতু তৎসমুদায়ের মধ্যে কেহ

প্রদদ্যাধিবিবং পিণ্ডান গয়াং গয়া সমাহিতঃ ॥ ১৩

ধন্তাস্ত থলু তে মর্ত্যা গয়ায়াং পিণ্ডদায়িনঃ ।

কুলান্ভ্যভ্যতঃ সপ্ত সমুদ্রত্যাগয়ুঃ পরম্ ॥ ১৫

অন্তচ্চ তীর্থপ্রবরং সিদ্ধাবাসমুদাহৃতম্ ।

প্রভাসমিতি বিখ্যাতং যত্রাস্তে ভগবান্ ভবঃ ॥

তত্র স্থানং ততঃ ব্রাহ্মণং ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনম্ ।

কৃতা লোকমবাপ্নোতি ব্রহ্মণোহক্ষয়মুত্তমম্ ॥ ১৭

তীর্থং ত্রৈয়ম্বকং নাম সর্বদেবনমস্কৃতম্ ।

পূজয়িত্বা-তত্র কুদ্রং জ্যোতিষ্টোমস্কলং লভেৎ ॥

শুপর্ণাক্ষঃ মহাদেবঃ সমভ্যর্চ্য কপর্দিনম্ ।

ব্রাহ্মণান পূজয়িত্বা চ গাণপত্যং লভেৎ ধ্রুবম্ ॥

সোমেশ্বরং তীর্থবরং কুদ্রস্ত পরমেষ্ঠিনঃ ।

সর্বব্যাদিহরং পুণ্যং কুদ্রসালোক্যকারণম্ ॥ ২০

তীর্থানাং পরমং তীর্থং বিজয়ং নাম শোভনম্ ।

না কেহ গয়ায় গমন করিতে পারে ।” এই

কারণে সর্ববর্ণ, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সর্বপ্রযত্নে

গয়ায় গমন করিয়া একত্রিচক্রে বিধানানুসারে

পিণ্ড দান করিবে । যে সকল মানব গয়ায়

পিণ্ডদান করে, তাহারাই ধন্ত । তাহার পিতৃ-

কুল ও মাতামহকুল এই উভয় কুলের সপ্তম-

পুরুষ পর্যন্ত উদ্ধার করিয়া স্বয়ং পরম স্থান

প্রাপ্ত হয় । প্রভাস নামে বিখ্যাত অন্ত আর

একটি তীর্থপ্রবর আছে । তাহা সিদ্ধাবাস

( সিদ্ধগণের আবাসভূমি ) বলিয়া কথিত হয় ।

সেখানে ভগবান মহাদেব বাস করিতেছেন ।

ঐ তীর্থে স্থানান্তর ব্রাহ্মণপূজা করিলে

মানবগণ উত্তম অক্ষয় ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় ।

সর্বদেবনমস্কৃত ব্রাহ্মক-নামক যে তীর্থ আছে,

সেখানে কুদ্রের পূজা করিলে জ্যোতিষ্টোম

যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং তথায় শুপর্ণাক্ষ-

নামক মহাদেবকে অর্চনা করিলে ও ব্রাহ্মণ-

দিগকে পূজা করিলে নিশ্চয় গাণপত্য লাভ

করে । পরমেষ্ঠী মহাদেবের সোমেশ্বর নামে

যে শ্রেষ্ঠতীর্থ আছে, তাহা সর্বব্যাদি-বিনাশন,

পবিত্র ও কুদ্রসালোক্যের ( অর্থাৎ কুদ্রলোকে

বাসরূপ মুক্তিবিশেষের ) কারণ । ১১—২০ ।

বিজয়-নামক যে সুন্দর তীর্থ, উহা সকল তীর্থ

তত্র লিঙ্গং মহেশস্য বিজয়ং নাম বিজ্ঞতম ॥ ২১  
 যথাঃ নিয়তাহারো ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ।  
 উষিহা তত্র বিপ্রেশ্বাঃ প্রগাণ্ডি পরমং পদম্ ॥ ২২  
 অশ্রুত তীর্থপ্রবরং পুরুষদেশেষু শোভনম্ ।  
 একাত্মং দেবদেবস্য গাণপত্য-কলপ্রদম্ ॥ ২৩  
 দ্বাত্তা শিবভক্তানাং কিঞ্চিচ্ছবন্যহীং শুভাম্ ।  
 সার্কীভৌমো ভবেদ্রাজা মুমুক্শোর্হোক্ষমাণুয়াৎ ॥ ২৪  
 মহানদীজলং পুণ্যং সৰ্বপাপবিনাশনম্ ।  
 গ্রহণে তদ্পশ্পশ্চ মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥ ২৫  
 অত্রা চ বিরজা নাম নদী ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতা ।  
 তস্তাং স্নাত্বা নরো বিপ্রা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥  
 তীর্থং নারায়ণস্যাত্মরাস্য তু পুরুষোত্তমম্ ।  
 তত্র নারায়ণঃ স্রীমানাস্তে পরমপুরুষঃ ॥ ২৭  
 পূজয়িত্বা পরং বিষ্ণুং স্নাত্বা তত্র দ্বিজোত্তমঃ ।  
 ব্রাহ্মণান পূজয়িত্বা তু বিষ্ণুলোকমবাণুয়াৎ ॥ ২৮

হইতে শ্রেষ্ঠতীর্থ। এই তীর্থে মহাদেবের বিজয়-নামক একটি বিখ্যাত লিঙ্গ আছে। এইখানে ছয়মাস কাল সংযতাহার, সমাহিত-চিত্ত ও ব্রহ্মচারী হইয়া বাস করিলে বিপ্রগণ পরমপদ প্রাপ্ত হন। পুরুষদেশে মহাদেবের একাত্ম-নামক অপর একটি সুন্দর তীর্থপ্রবর আছে। সেই তীর্থে গমন করিলে গাণপত্য-প্রাপ্তি হয়। এইখানে শিবভক্তের উদ্দেশে অন্নপরিমাণেও ভূমি দান করিলে বিষয়ানুরাগী ব্যক্তি সার্কীভৌম রাজা হয় এবং মুমুক্শু যোক্ষ প্রাপ্ত হয়। মহানদীর অতি পবিত্র জল সর্ববিধ পাপ নষ্ট করে। গ্রহণ-সময়ে ঐ জল স্পর্শ করিলে মানব সমস্ত পাতক হইতে মুক্ত হয়। হে বিপ্রগণ। ত্রৈলোক্যবিজ্ঞতা বিরজা নামে অত্র একটি নদী আছে, যদ্যপি মানবগণ তাহাতে স্নান করে তাহা হইলে ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয়। ভগবান নারায়ণের পুরুষোত্তম-নামক অত্র একটি তীর্থ আছে; ঐ তীর্থে পরমপুরুষ স্রীমন্নরায়ণ দেব বিরাজ করিতেছেন। ঐ স্থানে স্নান করিয়া পরমপুরুষ বিষ্ণুর পূজা করত ব্রাহ্মণগণের পূজা করিলে বিষ্ণুলোক-

তীর্থানাং পরমং তীর্থং গোকর্ণং নাম বিজ্ঞতম ।  
 সৰ্বপাপহরং শস্তোনিবাসঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ২৯  
 দৃষ্ট্বা লিঙ্গস্ত দেবস্য গোকর্ণেষু মুক্তমম্ ।  
 ঈম্পিত্তীলভতে কামান্ কুদ্রস্ত দয়িতো ভবেৎ ॥  
 উত্তরঞ্চাপি গোকর্ণং লিঙ্গং দেবস্য শূলিনঃ ।  
 মহাদেবকার্চয়িত্বা শিবসামুজ্যমাণুয়াৎ ॥ ৩১  
 তত্র দেবো মহাদেবঃ স্থাগুরিতাভিবিজ্ঞতঃ ।  
 তং দৃষ্ট্বা সৰ্বপাপেভ্যস্তৎক্ষণান্মুচ্যতে নরঃ ॥ ৩২  
 অত্রা কুজাশ্রমং পুণ্যং স্থানং বিষ্ণোর্ষগাণ্ডনং ।  
 সম্পূজ্য পুরুষং বিষ্ণুং শ্বেতদ্বীপে মহীয়তে ॥ ৩৩  
 যত্র নারায়ণো দেবো কুদ্রেণ ত্রিপুরারিণা ।  
 ক্রুত্বা যজ্ঞস্ত মথনং দক্ষস্ত তু বিসর্জিতঃ ॥ ৩৪  
 সমস্তাদযোজনং ক্ষেত্রং সিদ্ধার্ধিগণসেবিতম্ ।  
 পুণ্যমায়তনং বিষ্ণোস্তত্রাস্তে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩৫  
 অত্রা কোকামুখং বিষ্ণোস্তীর্থমদ্ভুতকর্মণঃ ।

প্রাপ্তি হয়। তীর্থের মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ ও সৰ্বপাপহর গোকর্ণ নামে বিজ্ঞত একটি তীর্থ আছে; তাহা পরমেষ্ঠী শস্তুর নিবাসভূমি। ২১—২৯। মহাদেবের অত্যুত্তম লিঙ্গ গোকর্ণ-ধরকে দর্শন করিলে মানব বাহিত কল লাভ করে এবং ভগবান মহাদেবের প্রিয় হয়। উত্তর গোকর্ণেও শূলধারি-মহাদেবের লিঙ্গ আছে; তথায় মহাদেবের পূজা করিলে শিব-সামুজ্যপ্রাপ্তি হয়। উত্তর-গোকর্ণে দেবদেব মহাদেব স্থাগু নামে বিখ্যাত; তাঁহাকে দর্শন করিলে মনুষ্যাগণ তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। মহাত্মা বিষ্ণুর কুজাশ্রম নামে অত্র একটি অতি পবিত্র স্থান আছে, এই স্থানে মহাপুরুষ বিষ্ণুকে পূজা করিলে দেহান্তে শ্বেতদ্বীপে সম্মানিত হয় (বিষ্ণুলোকে গমন করে)। এই স্থানে ত্রিপুরারি ক্রুদ দক্ষযজ্ঞ নষ্ট করিয়া দেব নারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন। সেট ক্ষেত্র সিদ্ধ-ঋষিগণসেবিত, চতুর্দিকে যোজন-পরিমিত ও বিষ্ণুর অতি পবিত্র আয়তন; তাহাতে পুরুষোত্তম বিষ্ণু বিরাজমান। অদ্ভুতকর্ম্মা বিষ্ণুর কোকামুখ নামে আর একটি তীর্থ আছে; ঐ স্থানে

মুক্তোহত্র পাতকৈর্মর্জ্যো বিষ্ণুরূপায়াধুয়াৎ ।  
শালগ্রামং মহাতীর্থং বিষ্ণোঃ প্রীতিবির্কিনম্ ।  
প্রাণাস্তত্র নরন্ত্যক্তা হৃষীকেশঃ প্রপশুতি ॥ ৩৭  
অথতীর্থমিতি খ্যাতং সিদ্ধাবাসং সুপাবনম্ ।  
আন্তে হৃষিশিরা নিত্যং তত্র নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥ ৩৮  
তীর্থং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং (ক) ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ  
পুষ্করং সর্ষপাপনয়ং মৃতানাং ব্রহ্মলোকদম্ ॥ ৩৯  
মনসা সংস্প্রেদ্য যন্ত পুষ্করং বৈ দ্বিজোত্তমঃ ।  
পুণ্যতে পাতকৈঃ সর্ষৈঃ শক্রেণ সহ মোদতে ॥ ৪০  
তত্র দেবাঃ সগন্ধর্বাঃ সমক্ষোঃ গরাক্ষসঃ ।  
উপাসতে সিদ্ধসজ্জা ব্রহ্মাণং পদ্মসম্ভবম্ ॥ ৪১  
তত্র স্নাত্বা লভেচ্ছুদ্ধো ব্রহ্মাণং পরমেষ্ঠিন ।  
পূজয়িত্বা দ্বিজবধা ব্রহ্মাণং সম্প্রপশুতি ॥ ৪২

গমন করিলে মনুষ্য সর্ষপাপবমুক্ত হইয়া  
বিষ্ণুরূপা ( বিষ্ণুর তুল্য রূপ ) প্রাপ্ত হয় ।  
বিষ্ণুর প্রীতিবির্কিন, শালগ্রাম নামে একটি  
মহাতীর্থ আছে ; মানবগণ এই স্থানে প্রাণ  
ত্যাগ করিলে হৃষীকেশকে দর্শন করিয়া থাকে  
( তাহার সামৌপ্যমুক্তি হয় ) । সিদ্ধদিগের  
বাসস্থান অথতীর্থ নামে বিখ্যাত অতি  
পবিত্রতাকারক একটি তীর্থ আছে, ঐ তীর্থে  
ভগবান্ নারায়ণ হৃষীকেশরূপে সর্ষপা অবস্থিত  
আছেন । পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ত্রৈলোক্যবিষ্ণুত  
পুষ্কর নামে একটি তীর্থ আছে ; উহা সর্ষ-  
পাপনাশক ; তথায় মরিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি  
হয় । যে দ্বিজোত্তম মনে মনেও পুষ্করতীর্থ  
স্মরণ করেন, তিনি সর্ষপাতক হইতে মুক্ত  
হন এবং দেহান্তে ইন্দ্রলোকে ইন্দ্রের সহিত  
আনন্দ উপভোগ করেন । ৩০—৪০ । সেই  
পুষ্করক্ষেত্রে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, সিদ্ধ, উরগ  
ও রাক্ষসগণ ইহারা সকলেই পদ্মঘোনি ব্রহ্মার  
উপাসনা করিতেছেন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ !  
মনুষ্যাগণ সে স্থানে গমন করিলে শুদ্ধ হয়

তত্রাভিগম্য দেবেশং পুষ্করতমনিন্দিতম্ ।  
তত্রপো জাহতে মর্ত্য্যঃ সর্ষান্ কামানবাধুয়াৎ ॥  
সপ্তগোদাবরং তীর্থং ব্রহ্মাণ্যোঃ পরিষেবিতম্ ।  
পূজয়িত্বা তত্র ক্রদ্রমশ্বমেধকলং লভেৎ ॥ ৪৪  
যত্র মক্ষণকো ক্রদ্রঃ প্রপন্নঃ পরমেশ্বরম্ ।  
আরাধ্যামাস হরঃ পঞ্চাক্ষরপরাযণঃ ॥ ৪৫  
নমঃ শিবায়েতি মুনির্জপন্ পঞ্চাক্ষরম্বিদম্ ।  
আরাধ্যামাস শিবং তপসা গোরবধজম্ ॥ ৪৬  
প্রজ্জালাত তপসা মুনির্মক্ষণকস্তদা ।  
ননর্ভ হর্ষবেগেণ জাহ্না ক্রদ্রং সমাগতম্ ।  
তং প্রাহ ভগবান্ ক্রদ্রঃ কিমর্থং নর্ভিতং ত্বয়া ॥  
দৃষ্টাপি দেবমৌলানং নৃত্যতি স্ম পুনঃপুনঃ ।  
সোহসীক্য ভগবানৌশঃ সগর্ভঃ গর্ভশাস্তয়ে ॥ ৪৮  
স্বকং দেহং বিদার্য্যাসৌ ভাস্মরাশিমদর্শয়ৎ ।

এবং পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাকে পূজা করিলে ব্রহ্মাকে  
দর্শন করিতে পাবে । সেই স্থানে অনিন্দিত  
দেবরাজ ইন্দ্রের শরণাগত হইলে ( পূজা  
করিলে ) মনুষ্যাগণের সমস্ত অভিলষিত ফল  
লাভ হয় ও পরলোকে ইন্দ্ররূপ লাভ হয় ।  
ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্তৃক পরিষেবিত সপ্তগোদা-  
বর নামে একটি তীর্থ আছে ; তথায় মহা-  
দেবকে পূজা করিলে অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ  
হয় । সেই স্থানে মক্ষণক মুনি পরমেশ্বর ক্রদ্রের  
শরণাগত ও পঞ্চাক্ষরপরাযণ হইয়া মহা-  
দেবের আরাধনা করিয়াছিলেন । সেই মুনি  
“নমঃ শিবায়ে” এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করত  
তপস্যা দ্বারা বৃষধ্বজ মহাদেবের আরাধনা  
করিয়াছিলেন । তদনন্তর মক্ষণক মুনি তপস্যা  
দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন ( তখন তাঁহার  
তপঃসান্নিধ্য হইল ) এবং ভগবান্ ক্রদ্রকে  
সমাগত জানিয়া হর্ষ-বেগে নৃত্য করিতে  
লাগিলেন । ভগবান্ ক্রদ্র মুনির এই  
প্রকার নৃত্য দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করি-  
লেন—তুমি কি নিমিত্ত এরূপ নৃত্য করিতেছ ?  
মক্ষণক মুনি মহাদেব মহেশ্বরকে দর্শন করিয়াও  
পুনঃপুন নৃত্য করিতে লাগিলেন । ভগবান্  
মহেশ্বর মুনিকে গর্ভযুক্ত দেখিয়া গর্ভশাস্তির

(ক) ইতঃপরে কচিৎ পুস্তকে—“সিদ্ধাবাসং  
সুশোভনম্ । তত্রাভি পুণ্যদং তীর্থমিতি পাদ-  
দ্বয়মধিকং দৃশ্যতে ।



পশ্চাদ্ভ্রমঃ মচ্ছরীয়োথং ভস্মাপি হং দ্বিজোত্তম ।  
 মাহাত্ম্যমেতৎ তপসস্বাদৃশোহস্তোহপি বিদ্যাতে  
 যৎ সগৰ্ভঃ হি ভবতা নর্ভিতঃ মুনিপুঙ্গব ।  
 ন মুক্তঃ তাপসশ্চৈতৎ যন্তোহপ্যভ্যধিকো হৃদম  
 ইত্যাতাষ্য মুনিশ্রেষ্ঠঃ স ক্রুদঃ কিম্বিষদৃক্ ।  
 আত্মায় পরমং ভাবং ননর্ভ জগতো হরঃ ॥ ৫১  
 সহস্রশীর্ষা ভূহা স সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।  
 দংষ্ট্রাকরালবদনো জালামালী ভয়ঙ্করঃ ॥ ৫২  
 সৌহবপশ্চদধেশশ্চ পার্শ্বে তস্তু ত্রিশূলিনঃ ।  
 বিশাললোচনামেকাং দেবীং চাক্রবিলাসিনীম্ ॥  
 সূর্য্যায়ুতসমাকারাং প্রসন্নবদনাং শিবাম্ ।  
 সন্মিতঃ প্রেক্ষ্য বিবেশঃ তিষ্ঠন্তীমমিতহ্যতিম্ ॥  
 দৃষ্ট্বা সন্তস্তরুদয়ো বেপমানো মুনীশ্বরঃ ।  
 ননাম শিরসা ক্রুদ্রং ক্রুদ্রাধায়ং জপন বশী ॥ ৫৩

নিমিত্ত স্বকীয় দেহ বিদারণপূর্ব্বক তাহাকে  
 ভস্মের রাশি দেখাইলেন এবং বলিলেন,—  
 হে দ্বিজোত্তম । আমার শরীরোথিত এই  
 ভস্মরাশি তুমি দর্শন কর, ইহা তপস্যার  
 মাহাত্ম্য ! তোমার ছায় তপস্বী আরও  
 আছে । কিন্তু হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! তুমি যে সগর্ভে  
 এই নৃত্য করিয়াছ, ইহা তাপসের পক্ষে  
 অসম্ভব অযুক্ত । দেখ, তোমা আপেক্ষাও  
 আমি তপস্তাদ অধিক শ্রেষ্ঠ । ৪১—৫০ ।  
 বিশ্বদর্শী জগৎসংহারকর্তা ক্রুদ্র, মুনিশ্রেষ্ঠকে  
 এইরূপ বলিয়া পরম ভাব অবলম্বনপূর্ব্বক  
 সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ, সহস্রচরণ, দংষ্ট্রাকরাল-  
 বদন, জালামালী ও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করিয়া  
 নৃত্য করিতে লাগিলেন । অনন্তর মঙ্গলক-  
 ঋষি সেই মহাদেবের পার্শ্বার্ভিনী, বিশাল-  
 লোচনা, মণ্ডোহর বিলাসশালিনী, অযুতসূর্য্যবৎ  
 প্রকাশমানা, প্রসন্নবদনা রমণীয়া এক দেবীকে  
 দর্শন করিলেন । ঐ অমিতহ্যতিশালিনী দেবী  
 ক্রমৎ হস্ত সহকারে বিবেশ্বরের প্রতি দৃষ্টি-  
 পাত করিতেছিলেন । এইরূপ সন্দর্শন করিয়া  
 জিতেন্দ্রিয় মঙ্গলক মুনি ভয়ে কম্পাধিত-  
 কলেবর হইয়া ক্রুদ্রাধার জপ করত অবনত  
 মস্তকে ভগবান্ ক্রুদ্রকে প্রণাম করিলেন ।

প্রসন্নো ভগবানীশস্বাকো ভক্তবৎসলঃ ।  
 পূর্ব্ববেষঃ স জগৃহে দেবী চাস্তর্হিতাভবৎ ॥ ৫৬  
 আলিঙ্গ্য ভক্তং প্রণতং দেবদেবঃ স্বয়ং শিবঃ ।  
 ন ভেতব্যং ত্বয়া বৎস প্রাহ কিং তে দদাম্যহম  
 প্রণম্য মুক্ধা গিরিশং হরং ত্রিপুরসুদনম্ ।  
 বিজ্ঞাপয়ামাস তদা হৃষ্টঃ প্রষ্টুমনা মুনিঃ ॥ ৫৮  
 নমোহস্ত তে মহাদেব মহেশ্বর নমোহস্ত তে ।  
 কিমেতন্তগবজপং সূচোরং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ৫৯  
 কা চ সা ভগবৎপার্শ্বে রাজমানা ব্যবস্থিতা ।  
 অস্তর্হিতৈব সহসা সন্নিমিচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৬০  
 ইত্যুক্তো ব্যাজহারেশস্তদা মঙ্গলকং হরঃ ।  
 মহেশঃ স্বাঘনো যোগঃ দেবীঞ্চ ত্রিপুরানলঃ ॥  
 অহং সহস্রনয়নঃ সর্ব্বাঙ্গা সর্ব্বতোমুখঃ ।  
 দাহকঃ সর্ব্বপাশানাং কালঃ কালহরো হরঃ ॥ ৬২  
 ময়ৈব প্রের্য্যতে বিশ্বং চেতনাচেতনাস্বকম্ ।

ভগবান্ মহেশ্বর মুনির প্রতি প্রসন্ন হইয়া সেই  
 ভয়ঙ্কর রূপ পরিত্যাগপূর্ব্বক পূর্ব্বরূপ ধারণ  
 করিলেন এবং দেবীও অস্তর্হিতা হইলেন ।  
 প্রণত ভক্ত মঙ্গলক মুনিকে দেবদেব মহাদেব  
 স্বয়ং আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন ;—হে বৎস !  
 তোমার কোনও ভয় নাই । তোমাকে কি  
 দান করিব, বল । তখন মঙ্গলকমুনি হৃষ্ট হইয়া  
 ত্রিপুরসুদন মহাদেবকে নতমস্তকে প্রণাম  
 করত জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা বলিলেন,—হে  
 মহাদেব ! আপনাকে নমস্কার করি । হে  
 মহেশ্বর ! আপনাকে নমস্কার করি । আপনার  
 এই যে বিশ্বতোমুখ অতি ভয়ানক রূপ, ইহা  
 কি ? আর যিনি আপনার পার্শ্বে বিরাজমান  
 ছিলেন এবং সহসা অস্তর্হিতা হইলেন, তিনিই  
 বা কে ? এই সমস্ত জানিবার ইচ্ছা করি ।  
 ৫১—৬০ । মঙ্গলক মুনি মহাদেবকে এই  
 প্রকার বলিলে ত্রিপুরদাহক মহেশ্বর আপ-  
 নার যোগ ও দেবীর বৃত্তান্ত এইরূপে  
 বর্ণন করিতে লাগিলেন,—আমি সহস্রনয়ন,  
 সন্নিপ্রাণীর আত্মা ও আমি সর্ব্বতোমুখ ; আমি  
 সমস্ত পাশের ( সংসারবন্ধনের ) দাহক ; আমি  
 কালরূপ ও কালহর মহাদেব হর । চেতনা-



সোহৃদ্যমী স পুরুষো হৃৎ বৈ পুরুষোত্তমঃ ॥

তস্মা সা পরমা মায়া প্রকৃতিস্থিগ্ণাশ্বিকা ।

প্রোচাতে মুনিভিঃ শক্তির্জগদ্যোনিঃ সনাতনী ॥

স এষ মায়ায়া বিশ্বং ব্যামোহয়তি বিশ্বকুৎ ॥

নারায়ণঃ পরোহব্যক্তো মায়া রূপ ইতি শ্রুতিঃ ॥

এবমেতৎ জগৎ সৰ্বং সৰ্বদা স্থাপয়াম্যহম্ ॥

যোজয়ামি প্রকৃত্যাহং পুরুষং পঞ্চবিংশকম্ ॥ ৬৬

তস্মা স সঙ্গতো দেবঃ কূটস্থঃ সৰ্বগোহমলঃ ॥

স্বভূত্যাশেষমেবেদং স্বমূর্ত্তেঃ প্রকৃতেঃ জঃ ॥ ৬৭

স দেবো ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডবিশ্বরূপঃ পিতৃমহঃ ॥ ৬৮

তবৈতৎ কথিতং সমাক্ সষ্টৈঃ পরমেষ্ঠিনঃ ॥

যদি বিশ্বকে আমি প্রেরণ করিয়া থাকি ;

অতএব আমিই সেই অসৃষ্টমী পুরুষ এবং

পুরুষোত্তমও আমিই ( অর্থাৎ আমিই জীবাত্মা

ও পরমায়া ) । ত্রিগুণময়ী যে মূলপ্রকৃতি,

তিনি সেই পুরুষোত্তমেরই পরমা মায়া ।

মুনিগণ সেই মায়াশক্তিকেই জগদ্যোনি

সনাতনী বলিয়া থাকেন । সেই পবন অবাক্ত

বিপ্রস্রষ্টা নারায়ণ স্বীয় মায়া দ্বারা সমস্ত

জগৎকে বিমোহিত করিয়া থাকেন, এতরূপ

শ্রুতি আছে । ঐ নারায়ণ স্বরূপে আমি এই

সমস্ত জগৎকে এবশ্রুকারে সৰ্বদা স্ব স্ব

কার্যে স্থাপন করিয়া থাকি এবং পঞ্চবিংশ-

তত্ত্বকণী পুরুষকে প্রকৃতির সহিত যুক্ত করিয়া

থাকি । \* সৰ্বব্যাপী, নিম্নল, নিতা, কূটস্থ

চৈতন্যস্বরূপ ঐ অনাদি নারায়ণদেব স্বকীয়

শক্তিরূপ প্রকৃতির সহিত সঙ্গত হইয়া স্বীয়

মূর্ত্তি প্রকৃতি হইতে এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি

করিয়া থাকেন । মায়াসঙ্গত বিশ্বরূপ ভগবান্

নারায়ণদেবই সৰ্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা বলিয়া

\* সাংখ্য মতে পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব অর্থাৎ

পদার্থ; তন্মধ্যে চতুর্বিংশতি পদার্থ জড় অর্থাৎ

অচেতন আর পঞ্চবিংশতির পূর্ণবীভূত পদার্থটী

চিৎ অর্থাৎ চেতন পদার্থ, তাহাকেই পুরুষ

বলে । ঐ পুরুষ প্রকৃতির সহিত যোগে

জীব নামে বিখ্যাত হন ।

একোহং ভগবান্ কালে হনাদিশ্চাকৃদ্বিভূঃ ॥

সমাস্থায় পরং ভাবং প্রেক্ষ্যে ক্রুদ্ধো মনৌষিভিঃ ॥

মমৈব সা পরা শক্তির্দেবী বিদ্যোতি বিক্ৰতা ॥

দৃষ্টো হি ভবতা নূনং বিদ্যাং দেহঃ স্বয়ং ততঃ ॥ ৭০

এবমেতানি ভবানি প্রধানপুরুষেশ্বরঃ ॥

বিষ্ণুরক্ষা চ ভগবান্ ক্রুদ্ধঃ কাল ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৭১

ত্রয়মেতদনাদ্যন্তং ব্রহ্মণ্যেব ব্যবস্থিতম্ ॥

তদাত্মকং তদব্যক্তং তদক্ষরমিতি শ্রুতিঃ ॥ ৭২

আত্মানন্দপরং তব চিত্রাত্মং পরমং পদম্ ॥

আকাশং নিমলং ব্রহ্ম তস্মাদন্তরং বিদ্যাতে ॥ ৭৩

এবং বিজ্ঞায় ভবতা ভক্তির্যোগাশ্রয়েণ তু ॥

সম্পূজ্যো বন্দনীয়োহহং ততস্তং পশুসৌখরম্ ॥

এতাবত্বে ভগবান্ জগামাদর্শনং হরঃ ॥

প্রসন্ন । পরমেষ্ঠির সৃষ্টিকারক হ তোমার

নিকটে সমাক্রুপে এই উক্ত হইল । অদ্বিতীয়

ও বিহু ( সৰ্বব্যাপী ) আমিই ভগবান্

অনাদি কালস্বরূপ এবং জগতের অস্তকারী ;

পরম ভাব আশ্রয় করিয়া আমিই মনৌষিগণ

কর্তৃক ক্রুদ্ধপদ-বাচ্য হইয়া থাকি । হে বৎস !

যে দেবীকে আমার পার্শ্ববর্তিনী দেখিয়া-

ছিলে, তিনি আমারই শক্তি বিদ্যানামে

প্রসিদ্ধা । অতএব তুমি স্বয়ং আমার ঐ বিদ্যা-

দেহ দেখিয়াছ । ৬১-৭০ । এই সমস্ত তত্ত্ব

( জগতের প্রকৃত অবস্থা ) এইরূপ । প্রকৃতি

ও জীবের ঈশ্বর আমিই—স্থিতিকর্তা বিষ্ণু,

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এবং সৰ্বভূতের লয়কারক

ভগবান্ ক্রুদ্ধ ; এইরূপ শ্রুতি আছে । উৎ-

পত্তিবিলাপরহিত এই তিনটী তত্ত্বই ( পদার্থই )

পরব্রহ্মে ব্যবস্থিত ; এই নিমিত্ত এই তিন

পদার্থই ব্রহ্মাত্মক, অব্যক্ত ও অক্ষর ; শ্রুতিতে

এইরূপ উক্ত হইয়া থাকে । আত্মানন্দময়,

তত্ত্বস্বরূপ, চিত্রাত্ম, পরমপদ ( সৰ্বভূতের পরম

স্থান ) আকাশবৎ সৰ্বব্যাপী ও নিমল

( নিরংশ ) যে ব্রহ্ম, তন্নিহ্ন জগতে অস্ত পদার্থ

কিছুই নাই । এই প্রকার জানিয়া তুমি

ভক্তির্যোগ অবলম্বনপূর্বক আমার পূজা ও

বন্দনা কর, তাহা হইলেই ঈশ্বরকে তজ্জ

তদৈব ভক্তিব্যোগেন ক্রম্মারাধয়মুনিঃ ॥ ৭৫  
এতৎ পবিত্রমতুলং তীর্থং ব্রহ্মবিষেবিতম্ ।  
সংসেব্য ব্রাহ্মণো বিদ্বান্ মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥  
ইতি ত্রিকোণে মহাপুরাণে উপরিভাগে তীর্থো-  
পাখ্যানে চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

অস্তং পবিত্রং বিপুলং তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্  
কুদ্রকোটিরিতি খ্যাতং কুদ্রক পরমেষ্ঠিনঃ ॥ ১  
পুরা পুণ্যতমে কালে দেবদর্শনতৎপর্যায়ঃ ।  
কোটিরূপোহস্তো দাক্ষাস্তং দেশমগমন পরম্ ॥ ২  
অহং ব্রহ্ম্যামি গিরিশং পূর্বমেব পিনাকিনন ।  
অন্তোন্তং ভক্তিমুক্তানাং বিবাদোহভূন্নহান্ কিল  
তেষাং ভক্তিঃ তদা দৃষ্টা গিরিশো যোগিনাং  
গুরুঃ ।

দেখিতে পাইবে। এই সকল কথা বলিয়া  
ভগবান্ মহাদেব অন্তর্দান করিলেন। অনন্তর  
মহাকবুনি সেই সপ্তগোদাবর তীর্থেই ভক্তি-  
সহকারে কুদ্রকের আরাধনা করিয়াছিলেন।  
ব্রহ্মবিগণের সেবিত পবিত্র ও তুলনারহিত  
এই সপ্তগোদাবর তীর্থ সেবা করিলে জ্ঞানবান্  
ব্রাহ্মণ সৰ্বপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। ৭১-৭৬।

চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—পরমেষ্টী কুদ্রকের ত্রৈলোক্য-  
বিশ্রুত অতি বিস্তৃত কুদ্রকোটি নামে অস্ত  
একটি পবিত্র তীর্থ আছে। পূর্বে পুণ্যতমকালে  
জিতেন্দ্রিয় কোটি ব্রহ্মবি দেবদর্শন-তৎপর  
হইয়া সেই প্রদেশে গমন করিয়াছিলেন।  
ভক্তিমুক্ত ব্রহ্মবিগণের মধ্যে “পিনাকী গিরি-  
শকে আমি পূর্বে দর্শন করিব, আমি পূর্বে  
দর্শন করিব” এইরূপে পরস্পর মহান্ বিবাদ

কোটীকোপোহভবদ্রকো কুদ্রকোটিস্ততঃ সূতঃ ॥  
তে স্ম সর্বৈ মহাদেবঃ হরঃ গিরিশ্চাশ্রয়ম্ ।  
পশ্চাত্তঃ পার্শ্বতীনাথঃ দৃষ্টপুষ্টিম্যোহভবন্ ॥ ৫  
অনাদ্যন্তং মহাদেবঃ পূর্বমেবাহমীশ্বরম্ ।  
দৃষ্টবানিতি ভক্ত্যা তে কুদ্রকস্তম্যোহভবন্ ॥ ৬  
অথাস্তরীক্ষে বিমলং পশ্চাত্তি স্ম মহন্তরম্ ।  
জ্যোতিস্তদৈব তে সর্বৈ স্তলীয়ন্ত পরং পদম্ ॥ ৭  
যতঃ স দেবোহধীষিতস্তীর্থং পুণ্যতমং শুভম্ ।  
দৃষ্টা কুদ্রঃ সমভ্যাক্ত্য কুদ্রসামীপ্যামাশ্রুয়াৎ ॥ ৮  
অন্তচ্চ তীর্থপ্রবরং নায়া মধুবনং শুভম্ ।  
তত্র গহ্বা নিয়মবানিস্ত্রাস্তাঙ্গাসনং লভেৎ ॥ ৯  
অথান্তা পদ্মনগরী (ক) দেশঃ পুণ্যতমঃ শুভঃ ।  
তত্র গহ্বা পিতৃন্ পূজ্য কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ॥

উপস্থিত হইয়াছিল। তখন যোগীদিগের গুরু  
মহাদেব কুদ্র, ব্রহ্মবিগণের ভক্তি দর্শন করিয়া  
কোটীকোটি নামে বিখ্যাত। ব্রহ্মবিগণ, গিরি-  
শায়ী মহাদেব পার্শ্বতীনাথকে দর্শন করত  
সকলেই বিশেষ সানন্দচিত্ত হইয়াছিলেন।  
“উৎপত্তি-বিনাশরহিত ঈশ্বর মহাদেবকে  
আমিই পূর্বে দর্শন করিয়াছি” এই ভাবিয়া  
ব্রহ্মবিগণ ভক্তিতে কুদ্রগতচেতা হইয়াছিলেন।  
তদনন্তর তাঁহারা আকাশে একটা নির্মল ও  
অতি মহান্ জ্যোতিঃ দর্শন করিয়াছিলেন; এই  
পরম-জ্যোতিতেই তাঁহারা সকলে পরমপদে  
বিলীন হইয়াছিলেন। অতি পবিত্র এই শুভ-  
তীর্থে ভগবান্ কুদ্র অধিবাস করিয়াছেন, এই  
নিমিত্ত এই স্থানে কুদ্রদেবের দর্শন ও অন্তর্দান  
করিলে কুদ্রসমীপে বাস হয়। মধুবন নামে  
অস্ত আর একটি শুভতীর্থ আছে; এই স্থানে  
গমন করিয়া নিয়মবান্ হইলে, ইন্দ্রের অর্কাসন  
লাভ হয়। (অর্থাৎ দেহান্তে ইন্দ্রলোকে  
যাইয়া ইন্দ্রের সহিত একাসনে উপবেশন  
করিতে পায়।) অস্ত আর একটা পদ্মনগরী  
(বা পুশ্পনগরী) নামে পুণ্যতম দেশ আছে।

(ক) পুশ্পনগরীতি পাঠান্তরম্ ।

কালক্রমঃ মহাতীর্থং লোকে ক্রদ্রো মহেশ্বরঃ ।  
কালঃ অরিতবান্ দেবো যত্র ভক্তপ্রিয়ো হরঃ  
শ্বেতো নাম শিব-ভক্তো রাজর্ষিপ্রবরঃ পুরা ।  
তদাশীস্তমস্কারঃ পূজয়ামাস শূলিনম্ ॥ ১২  
সংস্থাপ্য বিধিনা লিঙ্গং ভক্তিযোগপুরঃসরঃ ।  
জজ্ঞাপ ক্রদ্রমনিশং তত্র সন্ন্যস্তমানসঃ ॥ ১৩  
সিতং কালোহথ দীপ্তাঙ্গা শূলমাদায় ভীষণম্ ।  
নেতুমভ্যাগতো দেশং স রাজা যত্র তিষ্ঠতি ॥ ১৪  
বীক্য রাজা ভয়াবিষ্টঃ শূলহস্তঃ সমাগতম্ ।  
কালং কালকরং ঘোরং ভীষণং চণ্ডদৌধিতিম্ ।  
উভাত্যামথ হস্তাভ্যাং স্পৃষ্ট্বাসৌ লিঙ্গমুত্তমম্ ।  
ননাম শিরসা ক্রদ্রং জজ্ঞাপ শতকুদ্রিয়ম্ ॥ ১৬  
জপস্তমাহ রাজানং নমস্তমস্কৃত্ত্বম্ ।  
এষেহীতি পুরঃ স্থিহা কৃতান্তঃ প্রহসন্নিব ॥ ১৭

ঐ স্থানে গমন করিয়া পিতৃলোকের পূজা করিলে স্ববংশীয় শত পুরুষের উদ্ধার হয় । ১—১০ । জগন্মধ্যে কালক্রম নামে একটি মহাতীর্থ আছে, তথায় সংহারকর্তা ভক্তপ্রিয় ভগবান্ মহেশ্বর ক্রদ্রদেব কালকে জীর্ণ (বিনষ্ট) করিয়াছিলেন । পূর্বকালে শিবভক্ত শ্বেত-নামক রাজর্ষিশ্রেষ্ঠ ঐ স্থানে যথাবিধি শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্বক শিবাভিলাষী ও শিব-নমস্কারী হইয়া শিবের পূজা করিয়াছিলেন এবং ভক্ত-যোগসহকারে শিবস্তূতচেতা হইয়া নিরন্তর ক্রদ্রমন্ত্র জপ করিয়াছিলেন । অনন্তর যে স্থানে শ্বেত-রাজর্ষি ছিলেন, তাঁহাকে স্বপ্নে লইয়া যাইবার জন্য প্রদীপ্তশরীর কাল, ভীষণ শূল গ্রহণ করিয়া ঐ স্থানে আগত হইয়াছিলেন । সর্বভূতের লয়কারক, ভয়ানক ঘোররূপ, প্রচণ্ড-দৌধিত কালকে শূলহস্তে সমাগত দেখিয়া শ্বেত-রাজর্ষি ভয়াবিষ্ট হইয়াছিলেন । তখন তিনি উভয় হস্ত দ্বারা অভ্যুত্থম শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিয়া অবনতমস্তকে ক্রদ্রকে নমস্কার করিতে লাগিলেন ও শতকুদ্রিয় নামক বৈদিকমন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন । রাজা শতকুদ্রিয় জপ ও বারংবার শিবকে নমস্কার করিতে থাকিলে, কৃতান্ত ভাণ্ডার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া উপ-

তস্থবাচ ভয়াবিষ্টো রাজা ক্রদ্রপরায়ণঃ ।  
একমীশার্চনরতং বিধায়ান্তান্ নিষূদয় ॥ ১৮  
ইত্যুক্তবস্তঃ ভগবানব্রবীদীতমানসম্ ।  
ক্রদ্রার্চনরতো বাস্তো মনশে কো ন তিষ্ঠতি ॥ ১৯  
এবমুক্তা স রাজানং কালো লোকপ্রকালনঃ ।  
ববন্ধ পার্শ্বে রাজাপি জজ্ঞাপ শতকুদ্রিয়ম্ ॥ ২০  
অথাস্তরৌকে বিপুলং দীপ্যমানং  
তেজোরার্শিঃ ভূতভট্টঃ পুরাণম্ ।  
জালামালাসংবৃতঃ ব্যাপ্য বিবং  
প্রাহুর্ভূতঃ সংস্থিতঃ সন্দর্শ ॥ ২১  
তন্মধ্যেহসৌ পুরুষঃ কৃষ্ণবর্ণঃ  
দেব্যা দেবং চন্দ্রলেখোজ্জ্বলাঙ্গম্ ।  
তেজোরূপং পশ্যতি স্মৃতিহৃষ্টো  
মেনে চান্দ্রস্বাথ আগচ্ছতীতি ॥ ২২  
আগচ্ছন্তঃ নাতিদূরেহ ধৃষ্টী  
কালো ক্রদ্রঃ দেবদেব্যা মহেশম্ ।

হাসপূর্বক “এস” “এস” বলিতে লাগিলেন ; ক্রদ্রপরায়ণ রাজা ভীত হইয়া কৃতান্তকে বলিলেন যে, একমাত্র মহাদেবার্চনারত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিগণকে বিনাশ কর । রাজা ভয়াবিষ্টচিত্তে এইরূপ বলিলে ভগবান্ কৃতান্ত তাঁহাকে বলিলেন যে, শিবার্চনরতই হউক বা অস্ত্রই হউক, কোন্ ব্যক্তি আমার বশীভূত না হয় ? সর্বলোকের লয়-কারক কাল রাজাকে এইরূপ বলিয়া পাশদ্বারা বন্ধন করিলেন, কিন্তু রাজা তখনও শতকুদ্রিয় জপ করিতে লাগিলেন । ১১—২০ । অনন্তর রাজর্ষি শ্বেত দেখিলেন যে, ভূতপতি মহাদেবের প্রদীপ্ত জালাবলিযুক্ত, পুরাণ (অনাদি) বিপুল তেজোরার্শি বিখ্যাপকরূপে প্রাহুর্ভূত হইয়াছে । রাজা ঐ তেজোমধ্যে দেবীর সহিত বর্তমান স্বর্ণবর্ণ ও চন্দ্রলেখা-শোভিতাক তেজোময় পুরুষকে দেখিতে পাইলেন । তাহা দেখিয়া তিনি অতি হুঁষ্ট হইলেন এবং বুঝিলেন যে, আমার নাথ আসিতেছেন । অনন্তর মহাদেবীর সহিত মহেশ্বর ক্রদ্রকে অনতিদূরে:

ବାପେତତ୍ତୌରଧିନୈକନାଥଃ  
 ରାଜସିଂ ତଃ ନେତୁମଭ୍ୟାଜଗାମ ॥ ୨୦  
 ଆଲୋକାସୌ ଉଗବାହଃଶ୍ରବଣା  
 ଦେବୋ କ୍ରୋଡ଼ୋ ଭୂତଭର୍ତ୍ତା ପୁରାଣଃ ।  
 ଏବଂ ଉକ୍ତଃ ସହସ୍ରଂ ସାଂ ଅରହଃ  
 ଦେହୀତୀମଂ କାଳରୂପଂ ଯମେତି ॥ ୨୪  
 ଶ୍ରଦ୍ଧା ବାକ୍ୟଂ ଗୋପତେକ୍ରଗ୍ରତାବଃ  
 କାଳାନ୍ତାସୌ ଯନ୍ତ୍ରମାନଃ ସ୍ବଭାବମ୍ ।  
 ବହ୍ନୀ ଉକ୍ତଂ ପୁନରେବାଥ ପାଟିଶଃ  
 କ୍ରୁଦ୍ଧୋ କ୍ରୁଦ୍ଧାତ୍ତିହ୍ରଦାବ ବେଗାଂ ॥ ୨୫  
 ଶ୍ରେୟାସାନ୍ତଃ ଶୈଳପୁତ୍ରୀୟଦେଶଃ  
 ସୋହୃଦ୍ୟାନ୍ତେ ବିଶ୍ବମାୟାବିଧିଜ୍ଞଃ ।  
 ସାବଜ୍ଞଃ ବୈ ବାମପାଦେନ କାଳଃ  
 ରାଜ୍ଞଶ୍ଚେନଂ ପଞ୍ଚତୋ ହାଞ୍ଜସାନ ॥ ୨୬  
 ଯମାର ସୋହୃତଭୌଷଣୋ ମହେଶପାଦଧାତିତଃ ।  
 ରରାଜ୍ଞ ଦେବତାପତିଃ ସହୋମୟା ପିନାକଧରଃ ॥ ୨୭  
 ନିରୌକ୍ୟ ଦେବମୌସରଂ ପ୍ରହୃଷ୍ଟମାନସୋ ହରମ୍ ।

ଆସିତେ ଦେଖିଲା ଏବଂ ରାଜସିଂହେ ଅଧିଲେଖର  
 ମହାଦେବେର ଶରଣାଗତ ଜାନିଆଓ କାଳ ନିର୍ଭୟ-  
 ଚିତ୍ତେ ଡାହାଣେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ଉନ୍ମତ  
 ହୁଇଲେ । ପୁରାଣପୁରୁଷ ଭୂତପତି ଉଗବାନ  
 ଉଗ୍ରକର୍ମା ଦେବ କ୍ରୁଦ୍ଧ ତାହା ଦେଖିଲା କାଳକେ ବଲି-  
 ଲେନ,—“ଏ ଆମାର ଉକ୍ତ, ଆମାକେ ବାଗ୍ରତାବେ  
 ଅରଣ କରିଛେ, ଅତଏବ ଇହାକେ ଆମାର  
 ନିକଟେ ଦେଓ । ବୃଷଭବାହନ ମହାଦେବେର ଏହି-  
 ରୂପ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରିଆଓ ନିଜେର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ  
 ବିବେଚନା କରିଆ କାଳ ଉଗ୍ରତାବେ ସେହି ଶିବ-  
 ଉକ୍ତକେ ପାଶ ଦ୍ବାରା ବନ୍ଧନ କରିଲେ ଏବଂ  
 କ୍ରୁଦ୍ଧତାବେ ( ଆକ୍ରମଣାର୍ଥ ) କ୍ରୁଦ୍ଧେର ପ୍ରୀତି ଧାବମାନ  
 ହୁଇଲେ । କାଳ ଆଗତ ହୁଇଛେ ଦେଖିଲା  
 ବିଶ୍ବମାୟାବିଧାନବିଦ୍ ମହାଦେବ ଶୈଳପୁତ୍ରୀର ପ୍ରୀତି  
 କଟାକ୍ଷପାତପୁର୍କର ରାଜସିଂହର ସମକ୍ଷେଇ ଅବଜ୍ଞାର  
 ସହିତ ବାମପଦ ଦ୍ବାରା କାଳକେ ଆଘାତ କରି-  
 ଲେନ । ମହେଶ୍ବରେର ପଦାଘାତେ ଅତିଭୀଷଣ କାଳ  
 ପଞ୍ଚତ୍ରପ୍ରାଣ ହୁଇଲ ଏବଂ ଦେବତାଧିପତି ମହେଶ୍ବର  
 ଉନ୍ମତ ସହିତ ବିରାଜ କରିତେ ଲାଗିଲେ ।  
 ୨୫—୨୭ ! ତତ୍କାଳେ ସେହି ରାଜପୁରୁଷ ଶ୍ରେତ,

ନନାମ ସାଂସଦ୍ୟାୟଂ ମ ରାଜପୁରୁଷଂ ॥ ୨୮  
 ନମୋ ଭବାୟ ହେତବେ ହରାୟ ବିଶ୍ବଶକ୍ତବେ ।  
 ନମଃ ଶିବାୟ ଧୌମତେ ନମୋହପବର୍ଗଦାୟିନେ ॥ ୨୯  
 ନମୋ ନମୋ ନମୋହସ୍ତ ତେ ମହାବିଭୂତୟେ ନମଃ ।  
 ବିଭାଗଶୈଳରୂପିନେ ନମୋ ନରାଧିପାୟ ତେ ॥ ୩୦  
 ନମୋହସ୍ତ ତେ ଗଣେଶ୍ବର ପ୍ରପନ୍ନହଃଖନାଶନ ।  
 ଅନାଦିନିତ୍ୟାଭୂତୟେ ବରାହଶୃଙ୍ଗଧାରିନେ ॥ ୩୧  
 ନମୋ ବୃଷଧ୍ବଜାୟ ତେ କପାଳମାଲିନେ ନମଃ ।  
 ନମୋ ମହାନଟାୟ ତେ ବିବାହବେ ହରାୟ ତେ (୧) ॥ ୩୨  
 ଅଥାଭୁଗୁହ ଶଙ୍କରଃ ପ୍ରଣାମତତ୍ପରଂ ନୃପମ୍ ।  
 ଅଗାଧପତ୍ୟାୟାୟଂ ଅରୂପତାୟାସୋ ନମୋ ॥ ୩୩

ଦେବ ଜିଏର ହରକେ ଦେଖିଲା ସବୁଶୃଙ୍ଗାନ୍ତର ସେହି  
 ଅବ୍ୟୟ ପୁରୁଷକେ ହୃଷ୍ଟମାନସେ ନମସ୍କାର କରିତେ  
 ଲାଗିଲେ ଏବଂ ବଲିଲେ,—ଜଗତ୍ତେର କାରଣ  
 ଭବକେ ନମସ୍କାର ; ବିଶ୍ବମଙ୍ଗଳ-ବିଧାତା ହରକେ  
 ନମସ୍କାର ; ଧୌମାନ ଶିବେର ପ୍ରୀତି ନମସ୍କାର ; ଅପ-  
 ବର୍ଗପ୍ରଦାତା ମହାଦେବେର ପ୍ରୀତି ନମସ୍କାର । ତୁମି  
 ମହାବିଭୂତିଶାଳୀ, ତୋମାର ଉଦ୍ଦେଶେ ଭ୍ରୋଡ଼ୟଃ  
 ନମସ୍କାର । ତୋମାର ରୂପେର ବିଭାଗ ନାହିଁ, ତୁମି  
 ନରାଧିପତି, ତୋମାକେ ନମସ୍କାର । ତେ  
 ଗଣେଶ୍ବର ! ତେ ପ୍ରପନ୍ନହଃଖନାଶନ ! ତୋମାକେ  
 ନମସ୍କାର । ତୁମି ଅନାଦି ନିତ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁଦୟ-  
 ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ବରାହଶୃଙ୍ଗଧାରୀ, (୨) ତୋମାକେ ନମ-  
 ସ୍କାର । ତୁମି ବୃଷଧ୍ବଜ, ତୋମାର ପ୍ରୀତି ନମସ୍କାର ।  
 ତୁମି କପାଳମାଳୀ, ତୋମାର ପ୍ରୀତି ନମସ୍କାର ।  
 ତୁମି ମହାନଟ (ନର୍ତ୍ତକ), ତୁମି ବିବାହ, ( ଅର୍ଥାତ୍  
 ନୂତ୍ୟକାଳେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବାତ୍ସଲ୍ୟାଳନକାରୀ )  
 ତୁମି ହର, ତୋମାର ପ୍ରୀତି ନମସ୍କାର । ଅନନ୍ତର  
 ପ୍ରଣାୟ-ତତ୍ପର ରାଜାକେ ମହାଦେବ ଅଭୁଗୁହ

(୧) ଇତଃ ପରଂ—“ବିଭୂତିଭୂଷଣାୟ ତେ ନମୋ  
 ମହାଜଟାୟ ତେ” ଇତି ପଦ୍ୟାନ୍ତର୍ଯ୍ୟାସିକଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ।

(୨) ନାରାୟଣ ବରାହମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କରିଆ  
 ପୃଥିବୀ ଉଦ୍ଧାର କରାର ପରେ ମହାଦେବ ଶରଭମୂର୍ତ୍ତି  
 ଧାରଣ କରିଆ ସେହି ବରାହକେ ବଧ କଲେ । ବଧ  
 କରିଆ ଡାହାଣ ଦନ୍ତ ଲହିଯାଇଲେ । ଏ ଯଜ୍ଞ-  
 ବରାହେର ଲୋମହି କୁଶରୂପେ ପରିଣତ ହୁଇଯାଚେ ।

সহোময়া সপাৰ্শদঃ সৰাজপুঙ্গবো হরঃ ।

মুনীশসিদ্ধবন্দঃ কণাদদৃশ্ণতামগাৎ ॥ ৩৪

কালে মহেশনিহতে লোকনাথঃ পিতামহঃ ।

অযাচত বরং ক্রুদং সজীবোহয়ং ভবহিতি ॥ ৩৫

নাস্তি কশ্চিদপীশান দোষলেশো বৃষধ্বজ ।

কৃতান্তস্তেব ভবতা তৎকার্যো বিনিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

স দেবদেববচনাদেবদেবেশ্বরো হরঃ ।

তথাস্তিত্যাহ বিশ্বাত্মা সোহপি তাদৃগিহোহভবৎ

ইত্যেতৎ পরমং তীর্থং কালঞ্জরমিতি ঋতিঃ ।

শ্রদ্ধাভ্যর্চ্যা মহাদেবং গাণপত্যঞ্চ বিন্দতি ॥ ৩৮

ইতি ত্রীকোণ্যে মহাপুবাণে উপরিভাগে

তীর্থোপাখ্যানে কালবধে পঞ্চ-

ত্রিশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৫ ॥

করিয়া স্বকীয় অক্ষয় গাণপতাপদ ও সাক্ষ্য ( শিবের তুল্যরূপ ) প্রদান করিলেন ! অনন্তর, উমা পারিষদবর্গ এবং শ্বেত-নামক রাজপুঙ্গবের সহিত মহেশ্বর হর, মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণের বন্দিত হইয়া, কণকালমধ্যে অদৃশ্ণতা প্রাপ্ত ( অস্তিত্ব ) হইলেন । মহেশ কর্তৃক কাল নিহত হইলে, লোকনাথ পিতামহ ব্রহ্মা “কাল জীবিত হউক” বলিয়া ক্রুদসমীপে বরপ্রার্থনা করিয়াছিলেন । ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন,—হে ঈশান ! হে বৃষধ্বজ ! কৃতান্তের দোষের লেশমাত্রও নাই, কারণ আপনিই কৃতান্তকে সেই কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন । দেবদেব ব্রহ্মার বাক্যানুসারে সেই দেবদেবেশ্বর বিশ্বাত্মা মহেশ্বর “তথাস্ত” এই কথা বলিলেন এবং কালও জীবন প্রাপ্ত হইলেন । এই পরমতীর্থ ॥ ৩৫ ॥ কালঞ্জর নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, শুনা যায় । তথায় গমনপূর্বক মহাদেবের অভ্যর্চনা করিলে গাণপতাপদ লাভ হয় । ২৮—৩৮ ।

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইদমন্তং পরং স্থানং শুভং দৃশ্যতরং মহৎ ।

মহাদেবস্ত দেবস্ত মহালয় ইতি ঋতিঃ ॥ ১

তত্র দেবাধিদেবেন ক্রুদ্রেণ ত্রিপুরারিণা ।

শিলাতলে পদং তন্তং নাস্তিকানাং নিদর্শনম্ ॥ ২

তত্র পাশুপতাঃ শাস্তা ভস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহাঃ ।

উপাসতে মহাদেবং বেদাধ্যয়নতৎপরঃ ॥ ৩

স্নানং তত্র পদং শাক্যং দৃষ্ট্য ভক্তিপূরঃসরম্ ।

নমস্কৃত্যথ শিরসা ক্রুদসামীপ্যামাশ্রুয়াৎ ॥ ৪

অন্তচ্চ দেবদেবস্ত স্থানং শম্ভোর্নিহায়নং ।

কেদারমিতি বিখ্যাতং সিদ্ধানালায়ঃ শুভম্ ॥

তত্র স্নানং মহাদেবমভ্যর্চ্যা বৃষকেতনম্ ।

পীত্বা চৈবোদকং শুদ্ধং গাণপতামবাশ্রুয়াৎ ॥ ৬

শ্রাদ্ধদানাদিকং কৃৎবা হৃৎকয়ং লভতে ফলম্ ।

বিজ্ঞাতিপ্রবরৈর্জুষ্টং যোগিভিজিতমানসৈঃ ॥ ৭

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় ।

সূত বলিলেন,—দেবদেব মহাদেবের অতি গোপনীয় ও মহৎ আর একটি উৎকৃষ্ট স্থান আছে ; তাহা মহালয় নামে প্রসিদ্ধ । মহালয় তীর্থে দেবাধিদেব ত্রিপুরারি ক্রুদ নাস্তিকদিগের নিদর্শনস্বরূপ শিলাতলে পদন্তাস করিয়াছিলেন ; সেইস্থানে ভস্মবিভূষিত-কলেবর শাস্ত পাশুপতগণ বেদাধ্যয়নপরায়ণ হইয়া মহাদেবকে উপাসনা করিয়া থাকেন ! তথায় স্নান করিয়া ভক্তিসংকারে ক্রুদপদ দর্শন ও অবনত-মস্তকে মহাদেবকে নমস্কার করিলে ক্রুদসামীপ্য লাভ হয় । দেবদেব মহাত্মা শম্ভুর কেদার নামে বিখ্যাত আর একটি স্থান আছে ; উহা সিদ্ধদিগের অতি পবিত্র আবাসভূমি । ঐস্থানে স্নান করিয়া বৃষদাহন মহাদেবকে পূজা করিলে এবং অতি পবিত্র উৎক পান করিলে গাণপতাপ্রাপ্তি হয় । কেদারতীর্থে শ্রাদ্ধ ও দানাদি করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয় । সংযতাত্মা যোগী ও বিজ্ঞাতি-

তীর্থং প্রকাবত্তরণং সৰ্বপাপবিনাশনম্ ।  
 তত্রাত্যৰ্চ্য ত্রিনিবাসং বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥  
 অস্ত্রচ্চ মগধারণ্যং স্বৰ্গলোকগতিপ্রদম্ ।  
 অক্ষয়ং বিন্দতে স্বৰ্গং তত্র গহ্বা দ্বিজোত্তমঃ ॥১০  
 তীর্থং কনখলং পুণ্যং মহাপাতকনাশনম্ ।  
 যত্র দেবেন ক্রদ্রেণ যজ্ঞো দক্ষশ্চ নাশিতঃ ॥ ১০  
 তত্র গঙ্গাম্পৃশ্ণস্তু তুচিৰ্ভাবসমধিতঃ ।  
 মুচ্যতে সৰ্বপাপৈশ্চ ব্রহ্মলোকে বসেন্নরঃ ॥ ১১  
 মহাতীর্থমিতি খ্যাতং পুণ্যং নারায়ণপ্রিথম্ ।  
 তত্রাত্যৰ্চ্য হৃষীকেশং শ্বেতদ্বীপং নিগচ্ছতি ॥  
 অস্ত্রচ্চ তীর্থপ্রবরং নান্যত্রীপৰ্কতং শুভম্ ।  
 অত্র প্রাণান্ পরিত্যজ্য ক্রদ্রশ্চ দদিতো ভবেৎ ॥  
 তত্র সন্নিহিতো ক্রদ্রো দেব্যা সচ মহেশ্বরঃ ।  
 স্নানপিত্তাদিকং তত্র দত্তমক্ষয়ামৃতমম্ ॥ ১৪  
 গোদাবরী নদী পুণ্য সৰ্বপাপপ্রণাশিনী ।

শ্বেতগণ কর্তৃক সেবিত সৰ্বপাপনাশন  
 প্রকাবত্তরণ নামে একটি তীর্থ আছে, এই  
 তীর্থে ত্রিনিবাস বিষ্ণু পূজা করিলে  
 বিষ্ণুলোকে সাদরে বাস হয় । স্বৰ্গলোকগতি-  
 প্রদ মগধারণ্য নামে অস্ত্র 'আর একটি তীর্থ  
 আছে ; ব্রাহ্মণ ঐখানে গমন করিলে অক্ষয়  
 স্বৰ্গ লাভ করেন । ১—১ । মহাপাতকের  
 নাশক কনখল নামে একটি পবিত্র তীর্থ আছে  
 —ঐখানে দেবাদিদেব ক্রদ্র দক্ষের যজ্ঞ  
 নষ্ট করিয়াছিলেন ; ঐ তীর্থে তুচি ও  
 ব্রহ্মাৰ্চিত হইয়া গঙ্গাজল স্পর্শ করিলে মানব  
 সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় ও ব্রহ্মলোকে বাস  
 করে । নারায়ণের অতি প্রিয় মহাতীর্থ নামে  
 বিখ্যাত একটি 'পবিত্র তীর্থ আছে ; ঐখানে  
 হৃষীকেশের অর্চনা করিলে শ্বেতদ্বীপে  
 ( বিষ্ণুলোকে ) বাস হয় । তীর্থশ্ৰেষ্ঠ অতি  
 পবিত্র ত্রীপৰ্কত নামে অস্ত্র একটি তীর্থ  
 আছে ; এই স্থানে প্রাণ পরিত্যাগ করিলে  
 মানব মহাদেবের অত্যন্ত প্রিয় হয় । ঐখানে  
 দেবীর সহিত মহেশ্বর ক্রয় সন্নিহিত আছেন ।  
 ঐখানে স্নান, দান ও ব্রাহ্মাৰ্চন করিলে অক্ষয়  
 ফল লাভ হয় । সৰ্বপাপ-প্রণাশিনী অতি

তত্র স্নান পিতৃন দেবাঃস্তৰ্পয়িত্বা যথাবিধি ।  
 সৰ্বপাপবিনশ্চাত্মা গোদহশকলং লভেৎ ॥ ১৫  
 পবিত্রসলিলা পুণ্য কাবেরী বিপুল নদী ।  
 তস্তাং স্নানোদকং কুহা মুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ॥  
 ত্রিরাত্রোপোষিতেনাথ একরাত্রোষিতেন বা(ক)  
 দ্বিজাতীনাঞ্চ কথিতং তীর্থানাংমিহ সেবনম্ ॥১৭  
 যশ্চ বাহ্মনসে শুদ্ধে হস্তপাদৌ চ সংযতো ।  
 অলোনুপো ব্রহ্মচারী তীর্থানাং কলমাপুয়াৎ ॥  
 স্বামিতীর্থং মহাতীর্থং ত্রিভু লোকেষু বিজ্ঞতম্ ।  
 তত্র সন্নিহিতো নিত্যং কন্দোহমরনমস্কৃতঃ ॥ ১৯  
 স্নান কুমারধারায় কুহা দেবাদিতৰ্পণম্ ।  
 অরাধ্য যগ্মধং দেবং কন্দেন সহ মোদতে ॥ ২০  
 নদী ত্রৈলোক্যবিখ্যাতা তাম্রপানীতি নামতঃ ।  
 তত্র স্নান পিতৃন তস্ত্যা তৰ্পয়িত্বা যথাবিধি ।

পুণ্য গোদাবরী নামে নদী আছে ; ঐ নদীতে  
 স্নান করিয়া বিধানানুসারে দেবতা ও পিতৃ-  
 লোকের তৰ্পণ করিলে সৰ্বপাপবিনশ্চুত হইয়া  
 সহস্রগোষ্ঠানের ফল লাভ করে । পবিত্রসলিলা  
 অতি বিপুল কাবেরী নামে একটি পুণ্য নদী  
 আছে , ঐ কাবেরী নদীতে স্নান করিয়া তৰ্পণ  
 করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয় । ত্রিরাত্র  
 উপবাস বা একরাত্র উপবাস দ্বারা দ্বিজাতি-  
 দ্বিগের তীর্থসেবন শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ।  
 আর যে ব্যক্তির বাক্য ও মন শুদ্ধ, হস্ত ও  
 পদ সংযত এবং যে ব্যক্তি অনুচ্চ ও  
 জিতেন্দ্রিয়, সেই ব্যক্তিই তীর্থ সকলের ফল  
 প্রাপ্ত হয় । ত্রিভুবনে বিখ্যাত স্বামিতীর্থ নামে  
 একটি মহাতীর্থ আছে ; দেবগণ-বন্দিত কন্দ  
 সেইখানে নিত্য সন্নিহিত আছেন । তথায়  
 কুমার-ধারায় স্নান করত দেবাদির তৰ্পণ  
 করিলে, এবং যজ্ঞানন দেব কন্দকে পূজা  
 করিলে দেহান্তে কার্তিকেয়ের সহিত আনন্দ  
 উপভোগ করে । ১০—২০ । তাম্রপানী নামে  
 যে ত্রিভুবনবিখ্যাত একটি নদী আছে ; ঐ

(ক) ইতঃ পরং—বিমুক্তঃ সৰ্বপাপেত্যো ক্র-  
 স্যাকুপ্যমাপুয়াদিত্যধিকঃ পাঠঃ কচিদ্ব্যুততে ।



পাপকৰ্ত্তৃনাপি পিতৃঃ স্তারয়েন্নাজ্ঞ সংশয়ঃ ॥ ২১  
চন্দ্রতীর্থমিতি খ্যাতং কাবের্যাঃ প্রভবেহকম্বম্ ।  
তীর্থে তত্র ভবেদন্তং মৃতানাং সদগতিপ্রদম্ ॥  
বিদ্যাপাদে প্রপশুস্তি দেবদেবং সদাশিবম্ ।  
ভক্ত্যা যে তে ন পশুস্তি যমস্ত বদনং দ্বিজাঃ ॥  
দেবিকায়্যাঃ বুধো নাম তীর্থং সিদ্ধনিষেবিতম্ ।  
তত্র স্নাহোদকং কুহা যোগসিদ্ধিঞ্চ বিন্ধতি ॥ ২৪  
দশাশ্বমেধিকং তীর্থং সৰ্বপাপবিনাশনম্ ।  
দশানামশ্বমেধানাং তজ্জাপোতি কলং নরঃ ॥ ২৫  
পুণ্ডরীকং তথা তীর্থং ব্রাহ্মণৈরুপশোভিতম্ ।  
তজ্জাতিগম্য যুক্তাস্তা পৌণ্ডরীককলং লভেৎ ॥  
তীর্থেভ্যাঃ পরমং তীর্থং ব্রহ্মতীর্থমিতি কৃতম্ ॥  
ব্রহ্মাণমর্চয়িত্বাহ্ন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২৭  
সরস্বত্যা বিনশনং প্রকপ্রশ্রবণং কৃতম্ ॥

নদীতে স্নান করিয়া ভক্তিপূৰ্ব্বক বিধানানুসারে  
পিতৃলোকের তর্পণ করিলে পাপকারী (নরকস্থ)  
পিতৃগণকে উদ্ধার করিতে পারে, তাহাতে  
আর সন্দেহ নাই। চন্দ্রতীর্থ নামে বিখ্যাত  
তীর্থ আছে; ঐ তীর্থ কাবেরীর উৎপত্তি-  
স্থান। তাহাতে দত্ত-বস্ত্র অক্ষয়-কলজনক  
এবং মৃতদিগের সদগতি-প্রদায়ক হয়। হে  
দ্বিজগণ! যে সকল ব্যক্তি ভক্তি সহকারে  
বিদ্যাপাদে দেবাদিদেব সদাশিবকে দর্শন  
করেন, স্নাহাদিগকে আর যমের মুখ দর্শন  
করিতে হয় না। দেবিকা নদীতে সিদ্ধগণ  
কৰ্ত্তৃক সেবিত বুধ নামে একটি তীর্থ আছে,  
ঐ তীর্থে স্নান করিয়া তর্পণ করিলে  
পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি ত হয়ই, পরন্তু  
যোগসিদ্ধিও লাভ হয়। সৰ্বপাপ-বিনাশন  
দশাশ্বমেধিক নামে একটি তীর্থ আছে; এই  
তীর্থে স্নান করিলে মানব দশটি অশ্বমেধ  
যজ্ঞের কল লাভ করে। ব্রাহ্মণগণ কৰ্ত্তৃক  
পরিশোভিত পুণ্ডরীক নামে একটি তীর্থ  
আছে; সমাহিত হইয়া ঐ তীর্থে গমন  
করিলে পৌণ্ডরীক যজ্ঞের কল লাভ হয়।  
তীর্থসমূহের মধ্যে ব্রহ্মতীর্থ নামে বিস্তৃত একটি  
তীর্থ আছে; এই তীর্থে ব্রহ্মার পূজা করিলে

ব্যাসতীর্থমিতি খ্যাতং মৈনাকচ্চ নগোক্তম্ ।  
যমুনাপ্রভবৈশ্চৈব সৰ্বপাপবিনাশনঃ ॥ ২৮  
পিতৃণাং হুহিতা দেবী গন্ধকাণীতি বিজ্ঞতা ।  
তস্তাং স্নাত্বা দিবং যান্তি মৃতো জাতিস্মরো  
ভবেৎ ॥ ২৯  
কুবেরতৃক্ষং পাপম্ভং সিদ্ধচারণসেবিতম্ ।  
প্রাণাংস্তত্র পরিত্যজ্য কুবেরাহুচরো ভবেৎ ॥  
উমাতৃক্ষমিতি খ্যাতং যত্র সা কদ্রবজ্রতা ।  
তজ্জাত্যর্চ্য মহাদেবীং গোসহস্রকলং লভেৎ ॥  
ভৃগুতৃক্ষে তপস্তপ্তং ব্রাহ্ম দানং তথা কৃতম্ ।  
কুলাহুভয়তঃ সপ্ত পুনাভীতি মতির্মম ॥ ৩২  
কাঞ্চপশু মহাতীর্থং কালসর্পিঁরিত্তি কৃতম্ ।  
তত্র ব্রাহ্মানি দেহানি নিত্যং পাপকয়েচ্ছয়া ॥ ৩৩  
দশাশ্বাণাং তথা দানং ব্রাহ্ম হোমস্তপো জপঃ ।  
অক্ষয়ধাব্যয়কৈব কৃতং ভবতি সৰ্বদা ॥ ৩৪

ব্রহ্মলোকে সমস্মানে বাস হয়। সরস্বতী নদীর  
বিনশন (অন্তর্ধান দেশ), রমণীয় প্রকপ্রশ্রবণ,  
ব্যাসতীর্থ পরিত্যক্ত মৈনাক এবং যমুনা-  
প্রভব,—এই সকল তীর্থ সৰ্বপাপবিনাশক।  
পিতৃগণের হুহিতা দেবীকণা গন্ধকাণী নামে  
বিজ্ঞতা একটি নদী আছে; ঐ নদীতে স্নান  
করিলে সর্গ লাভ হয় এবং ঐ নদীতে মৃত-  
ব্যক্তি জন্মান্তরে জাতিস্মরত লাভ করে।  
সিদ্ধচারণগণ কৰ্ত্তৃক পরিষেবিত কুবেরতৃক্ষ  
নামে পাপম্ভ একটি তীর্থ আছে; এই তীর্থে  
প্রাণ পরিত্যাগ করিলে কুবেরের অন্তর হয়।  
২১—৩০। উমাতৃক্ষ নামে একটি তীর্থ  
আছে—যেখানে সেই কদ্রবজ্রতা উমাদেবী  
সতত বিরাজমানা আছেন। সেই স্থানে ঐ  
মহাদেবীকে পূজা করিলে সহস্রগোদানের কল  
লাভ হয়। ভৃগুতৃক্ষ তীর্থে তপস্তা, ব্রাহ্ম ও  
দান করিলে, তাহা পিতৃকুল ও মাতামহ-  
কুলের সপ্ত পুরুষ পর্যন্ত পবিত্র করে, আমার  
এইরূপ বিবেচনা। কাঞ্চপশুর কালসর্পিঁ নামে  
বিজ্ঞত একটি মহাতীর্থ আছে; পাপকরের  
নিবৃত্তি ঐ তীর্থে প্রত্যহ ব্রাহ্ম ও দান করিবে।  
দশাশ্ব তীর্থে দান, ব্রাহ্ম, হোম, তপস্তা ও জপ



তীর্থঃ দ্বিজাতিভির্ভূষ্টং নাশ্য বৈ কুরুজাজলম্  
 দশাত্ম দানং বিধিবদব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৩৫  
 বৈতরণ্যাং মগাভীর্থে স্বর্ণবেদ্যাং তথৈব চ ।  
 ব্রহ্মপৃষ্ঠে চ শিরসি (ক) ব্রহ্মণঃ পরমে শুভে ॥ ৩৬  
 ভরতশাস্ত্রমে পুণ্যে পুণ্যে গৃধ্রবনে শুভে ।  
 মহাহুদে চ কৌশিক্যাং দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥  
 মুগ্ধপৃষ্ঠে পদং ত্তত্তং মহাদেবেন ধীমতা ।  
 হিতায় সর্বভূতানাং নাস্তিকানাং নিদর্শনম্ ॥ ৩৮  
 অল্পেনাপি তু কালেন নরো ধর্ম্মপরায়ণঃ ।  
 পাপ্যানিযুৎসজেদ্যত্র জীর্ণাং ত্বেচমিবোরগঃ ॥ ৩৯  
 নাশ্য কনকনন্দেতি তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতম্ ।  
 উদীচ্যাং মুগ্ধপৃষ্ঠস্ত ব্রহ্মবিগণসেবিতম্ ।  
 তত্র শাস্তা দিবং যাস্তি কুলীলা বা দ্বিজাতয়ঃ ॥ ৪০  
 দত্তং বাপি সদা শ্রাদ্ধমক্ষয়ং সমুদাহৃতম্ ।

করিলে সর্বদা অক্ষয় ও অব্যয় (অবিকারী) ফল হয়। দ্বিজাতিগণ কর্তৃক সেবিত কুরু-জাজল নামে একটি তীর্থ আছে; এই তীর্থে বিধানানুসারে দান করিলে ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া আদর লাভ করে। বৈতরণী মহাভীর্থে স্বর্ণবেদীতে, ব্রহ্মপৃষ্ঠে (বা ধর্ম্মপৃষ্ঠে), ব্রহ্মার অতি মনোহর সরোবরে, পুণ্যজনক ভরতশ্রমে, পবিত্র মনোহর গৃধ্রবনে, মহাহুদে ও কৌশিকী নদীতে দান করিলে অক্ষয় ফললাভ হয়। সর্বভূতের হিতের নিমিত্ত ধীমান্ মহাদেব মুগ্ধপৃষ্ঠ তীর্থে নাস্তিকদিগের নিদর্শনস্বরূপ পদভ্রাস করিয়াছেন। সর্প যেরূপ জীর্ণ-চর্ম্মকে পরিভ্যাগ করিয়া থাকে, সেই স্থানে ধর্ম্মপরায়ণ মনুষ্যও সেইরূপ অল্পকালেই পাপকে পরিভ্যাগ করিতে পারে। মুগ্ধপৃষ্ঠের উত্তরদিকে ব্রহ্মবিগণ কর্তৃক সেবিত ত্রিভুবন-বিখ্যাত কনকনন্দা নামে একটি তীর্থ আছে; এই নদীতে স্নান করিলে স্নাত কুচরিজ দ্বিজগণ স্বর্গে গমন করে এবং সর্বদা (যখন ইচ্ছা) দান বা শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয়ফল হয়, ইহা স্মৃতিগণ কর্তৃক কথিত আছে। মানবগণ এই স্থানে স্নান

ঋগৈত্রিভির্নরঃ শাস্তা মুচ্যতে কৌণকনন্দঃ ॥ ৪১  
 মানসে সরসি শাস্তা শক্রশ্রাদ্ধাসনং লভেৎ ।  
 উত্তরং মানসং গতা সিদ্ধিং প্রাপ্নোত্যাত্মতমাম্ ॥  
 তস্মিন্ নির্বর্তয়েচ্ছ্রাদ্ধং যথার্শক্তি যথাবলম্ ।  
 স কামান লভতে দিব্যান মোক্ষোপায়কবিন্দিতঃ  
 পর্বতো হিমবান্ নাম নানাধাতুবিভূষিতঃ ।  
 যোজনানাং সহস্রাণি শাশ্বতীতি স্বাতো গিরিঃ ॥  
 সিদ্ধচারণসঙ্কীর্ণো দেববিগণসেবিতঃ ।  
 তত্র পুন্ডরিনী রম্যা সুবৃষা নাম নামতঃ ॥ ৪২  
 তত্র গতা দ্বিজো বিদ্বান ব্রহ্মহতাং বিষৃকতি ।  
 শ্রাদ্ধং ভবতি চাক্ষয়ং তত্র দত্তং মহোদয়ম্ ।  
 তারশেষ্ঠ পিতৃন্ সমাগ্ দশ পূর্বান দশাপরান  
 সর্বত্র হিমবান পুণ্যো গঙ্গা পুণ্যা সমন্ততঃ ।  
 নদ্যাঃ সমুদ্রগাঃ পুণ্যাঃ সমুদ্রাশ্চ বিশেষতঃ ॥ ৪৩  
 বদধ্যাশ্রমমাসাদ্য মুচ্যতে সর্বা কলিষাৎ ।  
 তত্র নারায়ণো দেবো নরেনাশ্তে সনাতনঃ ॥ ৪৮

করিলে নিষ্পাপ হইয়া তিনটি ঋণ (ঋষ-পিতৃ-মহুযা-ঋণ) হইতে মুক্ত হয়। মানস সরোবরে স্নান করিলে ইশ্বের অর্দ্ধাসন লাভ হয়। উত্তর-মানস সরোবরে গমন করিলে সঙ্কীর্ণ-কৃষ্টি সিদ্ধি লাভ হয়। এই স্থানে যে ব্যক্তি শক্রানুসারে দৃঢ়ভক্তিসহকারে শ্রাদ্ধ করে, সে ব্যক্তি দিব্য ভোগসমূহ লাভ করে ও মোক্ষপথ প্রাপ্ত হয়। অশ্বীতিসহস্রযোজন বিস্তৃত নানাপ্রকার ধাতুসমূহে বিভূষিত সিদ্ধচারণগণ-সঙ্কীর্ণ, দেববিগণসেবিত হিমবান্ নামে পর্বত আছে; এই পর্বতমধ্যে সুবৃষা নামে একটি অতি রমণীয়া পুন্ডরিনী আছে। বিদ্বান ব্রাহ্মণ এই স্থানে গমন করিলে ব্রহ্মহতা-পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারেন। শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয় ফল ও দান করিলে মহা সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন এবং পিতৃলোকদিগকে উদ্ধার করেন; উর্দ্ধ দশপুরুষ ও নিম্ন দশপুরুষকেও উদ্ধার করেন। হিমবান্ পর্বত ও গঙ্গা সহস্রই পবিত্র। সমুদ্রগামিনী নদী সকল পুণ্যা ও সমুদ্র সকল বিশেষরূপে পুণ্যজনক। বদধ্যাশ্রম শ্রাদ্ধ হইলে মনুষ্যগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত

(ক). ধর্ম্মপৃষ্ঠে চ সন্নিহিত পাঠ্যাক্ষয়ম্ ।

অকয়ং তত্র দানং শ্রাদ্ধপাং বাপি তথাবিধম্ ।  
মহাদেবপ্রিয়ং তীর্থং পাবনং তদ্বিশেষতঃ ।  
তারয়েচ্চ পিতৃন সৰ্গান্ দধা শ্রাদ্ধং সমাহিতঃ ।  
দেবদাকুবনং পুণ্যং সিদ্ধ-গন্ধৰ্ব্বসেবিতন্ ।  
মহতা দেবদেবেন তত্র দত্তং মহাকলম্ ॥ ৫০  
মোহয়িত্বা মুনীন সৰ্গান্ সমস্তৈঃ সম্পূজিতঃ ।  
প্রসন্নো ভগবানীশো মুনীন্দ্রান্ প্রাহ ভাবিতান্ ।  
ইহাশ্রমবরে রম্যো নিবসিষ্যথ সৰ্বদা ।  
মন্ডাবনাসমায়ুক্তান্ততঃ সিদ্ধিমবাপ্যথ ॥ ৫২  
যেহত্র মামৰ্চ্চয়ন্তীঃ লোকে ধৰ্ম্মপরায়ণাঃ ।  
তেষাং দদামি পরমং গাণপতাং হি শাশ্বতম্ ।  
অত্র নিত্যং বসিষ্যামি সহ নারায়ণেন তু ।  
প্রাণানিহ নরন্ত্যক্তা ন ভূয়ো জন্ম চাপুণ্যং ॥ ৫৪  
সংস্রবন্তি চ যে তীর্থং দেশান্তরগতা জনাঃ ।

তয় । সেই স্থানে সনাতন দেব নারায়ণ ঋষি  
নর ঋষির সহিত বাস করিতেছেন । অতি-  
শয় পবিত্রতাকারক সেই তীর্থ মহাদেবের  
প্রিয় । সেই স্থানে দান ও জপ করিলে  
অকয় কল লাভ হয় ; সমাহিত-চিত্তে শ্রাদ্ধ  
করিলে সমস্ত পিতৃগণের উদ্ধার হয় । সিদ্ধ  
ও গন্ধৰ্ব্বগণ কর্তৃক সেবিত এবং মহাদেব  
কর্তৃক অধ্যুষিত দেবদাকুবন-নামক তীর্থ  
অতি পবিত্র ; ঐ স্থানে দান করিলে মহাকল  
লাভ হয় । ৪১—৫০ । মহাদেব এই স্থান-  
বাসী সমস্ত মুনিকে মোহিত করিয়াছিলেন ।  
পরে ঐ সমস্ত মুনীন্দ্রগণ পূজা করিলে, ভগ-  
বান্ মহাদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে  
বলিয়াছিলেন,—“সৰ্বদা আমার ধ্যানপরায়ণ  
হইয়া এই রমণীয় শ্রেষ্ঠ আশ্রমে তোমরা বাস  
করিবে, তাহা হইলে সিদ্ধি লাভ করিতে  
পারিবে । ইহলোকে ধৰ্ম্মপরায়ণ যে সকল  
মানব এই স্থানে আমার অৰ্চনা করিবে,  
আমি তাহাদিগকে অবিনশী গাণপত্যপদ  
প্রদান করিব । এই স্থানে আমি নারায়ণের  
সহিত সৰ্বদা বাস করিব । মম্বষাগণ এই  
স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে পুনর্বার আর জন্ম  
গ্রাস্ত হইবে না । হে বিজ্ঞোত্তমগণ ! যে

তেষাং সৰ্গপাপানি নাশয়ামি বিজ্ঞোত্তমাঃ ॥ ৫৫  
শ্রাদ্ধং দানং তপো হোমঃ পিতৃনিৰ্ব্বপণং তথা ।  
ধ্যানং জপশ্চ নিয়মঃ সৰ্ব্বমজ্ঞাক্ষয়ং কৃতম্ ॥ ৫৬  
তস্মাৎ সৰ্ব্বপ্রযত্নেন দ্রষ্টব্যং হি বিজ্ঞাতিভিঃ ।  
দেবদাকুবনং পুণ্যং মহাদেবনিষেবিতম্ ॥ ৫৭  
যজ্ঞেশ্বরো মহাদেবো বিষ্ণুর্ভূ পুরুষোত্তমঃ ।  
তত্র সন্নিহিতা গঙ্গা তীর্থান্তায়তনানি চ ॥ ৫৮  
ইতি ত্রীকোণ্ঠে মহাপুরাণে উপরিভাগে তীর্থো-  
পাধ্যানে সট্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৬ ॥

### সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

ঋষয় উচুঃ ।

কথং দাকুবনং প্রাপ্তো ভগবান্ গোবৃষধ্বজঃ ।  
মোহয়ামাস বিপ্রেন্দ্রান্ সূত তদ্বক্তুমহিসি । ১  
সূত উবাচ ।  
পুরা দাকুবনে রম্যো দেবসিদ্ধনিষেবিতে ।

সকল ব্যক্তি দেশান্তরিত হইয়াও এই তীর্থের  
স্মরণ করিবে, তাহাদিগের সমস্ত পাপ আমি  
নাশ করিব । এই স্থানে শ্রাদ্ধ, দান, তপস্যা,  
হোম, পিতৃদান, ধ্যান, জপ এবং ব্রতাদি  
করিলে, তৎসমস্ত অকয়কলজনক হয় । সেই-  
হেতু মহাদেব-নিষেবিত, পবিত্র দেবদাকুবন  
সৰ্ব্বপ্রযত্নে ব্রাহ্মণগণের দর্শন করা কর্তব্য ।  
যে স্থানে ঋষির মহাদেব ও পুরুষোত্তম বিষ্ণু  
বাস করিতেছেন, সেই স্থানে গঙ্গা, তীর্থ ও  
আয়তনসমূহ ( দেবাদি-বন্দনস্থান—দেবালয় )  
সতত সন্নিহিত । ৫১—৫৮ ।

সট্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

### সপ্তত্রিংশ অধ্যায় ।

ঋষিগণ বলিলেন,—হে সূত । ভগবান্  
বৃষভধ্বজ কি নিমিত্ত দেবদাকুবনে উপ-  
স্থিত হইয়া বিপ্রগণকে মোহিত করিয়া-  
ছিলেন ? তাহা বল । সূত বলিলেন,—দেবদাকুবনে

সপুত্রদারা দুইরত্নপশ্চকঃ সহস্রশঃ ॥ ২  
 প্রবৃত্ত্যং বিবিধঃ কৰ্ম প্রকুর্য্যণা যথাবিধি ।  
 যজ্ঞান্তি বিবিধৈর্ষজৈস্তপন্তি চ মহর্ষয়ঃ ॥ ৩  
 তেষাং প্রবৃত্তিবিভক্ত্যন্ত-চেতসামথ শূলভূৎ ।  
 ব্যাখ্যাপন সদা দোষং যযৌ দাকবনং হরঃ ॥ ৪  
 কৃষ্য বিব্রণ্ডকং বিষ্ণুং পার্শ্বে দেবো মহেশ্বরঃ ।  
 যযৌ নিবৃত্তবিজ্ঞানস্থাপনার্থঞ্চ শকরঃ ॥ ৫  
 আস্থায় বিপুলং বেষ্মনবিশ্ৰুতিবৎসরঃ ।  
 লীলাসো মহাবাহুঃ পীনাক্ষচাক্রলোচনঃ ॥ ৬  
 চামীকরবপুঃ ক্রীমান পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ ।  
 মন্তমাতঙ্গগমনো দিঘাসা জগদীশ্বরঃ ॥ ৭  
 জাতরূপময়ীং মালাং সর্বরত্নৈরলঙ্কিতাম্ ।  
 দধানো ভগবানীশঃ সমাগচ্ছতি সান্মতঃ ॥ ৮  
 যোহনন্তঃ পুরুষো যোনির্লোকানামব্যয়ো হিঃ ।  
 ত্রীবেষং বিষ্ণুরাস্থায় সোহনুগচ্ছতি শ্লিনম্ ॥ ৯

ও সিন্ধুগণ কর্তৃক সেবিত রমণীয় দেবদাকবনে  
 পূর্বকালে সহস্র সহস্র মুনি পুত্রকলত্রের সজিত  
 তপস্তাচরণ করিয়াছিলেন। ঐ মহর্ষিগণ  
 নানাবিধ কাম্য কৰ্ম করিতে প্রবৃত্ত হইয়া  
 বিবিধ যজ্ঞ ও তপস্তা করিতে লাগিলেন।  
 অনন্তর কামনাসক্ত-চেতা ঐ মুনিগণের দোষ  
 খ্যাপনের ( ত্রৈলোক্যের মন্ত কলঙ্ক রটাইবার বা  
 প্রবৃত্তমার্গের দোষ-প্রদর্শনের ) নিমিত্ত ভগ-  
 বান মহাদেব দেবদাকবনে উপস্থিত হইলেন।  
 মহাদেব মহেশ্বর শকর বিব্রণ্ডক ভগবান  
 ( দেবীৰূপধারী ) বিষ্ণুকে পার্শ্বে করিয়া নিজাম  
 কৰ্মের প্রশস্তভাজ্যাপনের নিমিত্ত ঐ স্থানে  
 গমন করিয়াছিলেন। লীলামন্দগতি, আজাহু-  
 লম্বিতবাহু, শূলধার, চাক্রলোচন, স্বর্ণালঙ্কারযুক্ত,  
 ক্রীমান, পূর্ণচন্দ্রমুখ, মন্তমাতঙ্গ-গমন-  
 শালী, দিগম্বর, নানারত্নযুক্ত-স্বর্ণময়-মালাধারী,  
 ক্রয়ংহাস্তযুক্ত, উনবিশ্রুতিবৎ বয়স্ক—এইরূপ  
 বেশধারী হইয়া ভগবান মহাদেব তথায় আগ-  
 মন করিলেন। যে অনন্ত অবিনাশী পুরুষ  
 হার সর্বলোকের উৎপত্তি-নিধান, সেই বিষ্ণু  
 ত্রীবেশ ধারণপূর্বক মহাদেবের অঙ্গগমন  
 করিতে লাগিলেন। ঐ স্থানেই ত্রীবেশ

সম্পূর্ণচন্দ্রবদনঃ পীনোরতপদোধরঃ ।  
 ত্রিচন্দ্রিতঃ সুপ্রসন্নঃ রণরু পুরুষধরঃ ॥ ১০  
 সুপীতবসনঃ দিব্যঃ শ্রামলঃ চাক্রলোচনম্ ।  
 উদারহঃসগমনঃ বিলাসি-সুমনোহরম্ ॥ ১১  
 এবং স ভগবানীশো দেবদাকবনং হরঃ ।  
 চচার হরিণা সার্কং মায়ায়া মে হৃদয় জগৎ ॥ ১২  
 দৃষ্ট্বা চরন্তং বিবেশং তত্র তত্র পিনাকিনম্ ।  
 মায়ায়া মোহিতা নার্যো দেবো-বৎ সমবয়ুঃ ॥ ১৩  
 বিশস্ত বজ্রাভরণাস্ত্যক্তা লজ্জাঃ পরিত্রতঃ ।  
 সঠৈব তেন কামার্তা বিলাসিত্তচরন্ত হি ॥ ১৪  
 ঋষীণাং পুত্রকা যে স্থাধুবানো জিতমানসাঃ ।  
 অবগচ্ছন হৃষীকেশং সর্বো কামপ্রাপ্তিতাঃ ॥  
 গায়ান্ত নৃত্যন্তি বিগাসযুক্তা  
 নারীগণা নাযকমেকমীশম্ ।  
 দৃষ্ট্বা সপত্নীকমতীবকাস্ত-  
 মিষ্টাঃ তথালিঙ্গতমচরন্তি ॥ ১৬

পূর্ণচন্দ্রানন পীনোরত-পদোধর, চাক্রলোচন-  
 সম্পন্ন, বিলাস ( ক্রীড়ারত ), শ্রামল, ত্রিচ-  
 ন্দ্রিত ও সুপ্রসন্ন। তাঁহার পরিধানে পীত-  
 বসন ছিল এবং তাঁহার গমন রাজহংসের  
 স্তায় সুন্দর ও গমনকালে নুপুরধুগল শব্দিত  
 হইতছিল। ১—১১। ভগবান মহেশ্বর স্বীয়  
 মায়া দ্বারা জগৎ মোহিত করত ত্রীবেশধারী  
 হরির সজিত অবশ্রমকাবে দেবদাকবনে বিচরণ  
 করত লাগিলেন। বিবেশ্বর পিনাকী মণি-  
 দেবকে এইরূপে চিহ্নিত করিতে দেখিয়া  
 তত্রস্থ নারীগণ মায়ামোহিত হইয়া মহাদেবের  
 অঙ্গগামিনী হইয়াছিল। পরিত্রতা বলিয়া  
 ঐ নারীগণের খ্যাতি ছিল, কিন্তু এক্ষণে  
 মহাদেবকে তদ্রূপে দর্শন করিয়া তাহারা  
 কামার্তা হইল এবং শ্লবদ্বারা ও শ্লবদাতরণা  
 বিলাসিনীর ( বেস্তার ) স্তায় লজ্জা পরিত্যাগ-  
 পূর্বক শিবের সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতে লাগি-  
 লেন। ঋষগণের তরুণবয়স্ক পুত্রের জিহে-  
 ত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তৎকালে কামার্ত হইয়া  
 তাঁহারা ত্রীবেশধারী হৃষীকেশের অঙ্গগমন  
 করিলেন। বিলাসযুক্ত-নারীগণ সপত্নীক

তে সরিপত্য শ্রীমাংসজি  
গায়ন্তি গীতানি মুনীশপুত্রাঃ ।  
আলোক্য পদ্মাপতিমানিদেবঃ  
ক্রভক্ষমন্তে বিচরন্তি তেন ॥ ১৭  
আসামধৈষামপি বাসুদেবো  
মায়ী মুরারির্জনসি প্রবিষ্টে ।  
করোতি ভোগান মনসি প্রবৃত্তঃ  
মায়াজুহুতান্ স ইতীব সম্যক ॥ ১৮  
বিভাক্তি বিশ্বামরবিখনাথঃ  
সমাধবঃ স্বীগণসান্নবিষ্টে ।  
অশেষশক্ত্যা সময়ং নিবিষ্টো  
যথৈকশক্ত্যা সত দেবদেবঃ ॥ ১৯  
করোতি নিত্যং পৰমঃ প্রধানঃ  
তদা বিরূঢ়ঃ পুনরেন ভূতঃ ।  
যথৌ সমাক্রুহ হরিঃ স্বভাবঃ  
তমীদৃশং নাম তমানিদেবম ॥ ২০

মহেশ্বরকে অতি মনোহর এবং অদ্বিতীয় নাথকে দেখিয়া নৃত্য ও গান করিতে লাগিল এবং সময়ে সময়ে অভিলষিত আলিঙ্গনও করিতে লাগিল । আর সেই মুনিকুমার যুবকগণ নিকটে আসিয়া আদিদেব স্বীবৈশ্বারী লক্ষ্মীপতিকে দেখিয়া অল্প অল্প হাস্ত করিতে লাগিল এবং নৃত্য-গীত কয়িতে লাগিল । কেহ কেহ ২১ ক্রভক্ষ করিতে লাগিল । এইরূপে তাহার ভাহার সহিত ভ্রমণ করিতে লাগিল । অনন্তর সেই মায়ী মুরারি বাসুদেব ঐ স্বীসংহতির এবং মুনিকুমারগণের মনোমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া উপভোগ ও তাহাদের মনঃপ্রবৃত্তির উৎপাদন করিতে লাগিলেন । মায়ী মোহিত হওয়ায় তাহার ঐ উপভোগ যেন সম্পূর্ণরূপে অক্লান্তবই করিতে লাগিল । অশেষ শক্তিসম্বতা শক্তিপ্রধান পার্শ্বভীর সহিত অবস্থানকালে মহাদেব স্বরূপ শোভিত হন, সেই স্ববিপদাগণ ও স্বীবৈশ্বারী মাধবের সহিত অবস্থিত হইয়া অমরগণপ্রভু বিশ্বনাথ স্বরূপ শোভা পাইয়াছিলেন । তৎকালে ভগবান্ মহাদেব (নারীকুলের) ক্রভক্ষ্য

দৃষ্টা নারীকুলং ক্রভক্ষং পুত্রানপি চ কেশব ।  
মোহয়ন্তঃ মুনিক্রোভাঃ কোপঃ সন্দ্বিহে ভুগব ॥  
অতীব পরমং বাক্যং প্রোচুর্দেবঃ কুপাৰ্জুন ॥  
শেপুশ্চ শাটৈর্কবিধৈর্দীয়য়া তস্মৈ মোহিতাঃ ॥২  
তপাংসি তেষাং সর্বেষাং প্রত্যাহন্তস্ত শক্রে ।  
যথাচিত্তপ্রতীকাদি তারকা নভসি স্থিতাঃ ॥২৩  
তৎ তৎস্ব তাপসা বিপ্রাঃ সমেত্য যুবককলম্  
কো ভবানিতি দেবেশঃ পৃচ্ছাস্থ শ  
ব্রমোহিতাঃ ॥ ২৪  
সোহব্রবীত্তগবানীশস্তপশ্চতুর্মিহগতঃ ।  
ইদানীং ভাষায়া দেশে ভবান্তরিহ সূত্রতাঃ ॥২৫  
তস্মৈ তে বাক্যমাকর্ণ্য ভূধাধ্যা মুনিপুঙ্গবাঃ ।  
উচুগৃহীত্বা বসনং ত্যক্ত্বা ভাষাং তপশ্চর ॥

কৃত হইলেন এবং আদি-দেব নারায়ণ (যুবক-গণের) স্বভাবান্বেষণ করিয়া তাহাদিগকে চালিত করিতে লাগিলেন । ১২—২০ । ক্রভ নারীগণকে মোহিত করিতেছেন এবং কেশব পুত্রগণকে মোহিত করিতেছেন, ইহা দেখিয়া মুনীগণ কুপিত হইলেন । ঋষিগণ হরমায়্যায় মোহিত হইয়া দেবদেব কপদীর প্রতি অতিশয় নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিলেন এবং কবিধ অভিলাপ দিতে লাগিলেন । যেমন আদিত্য প্রভাযুক্ত আকাশে তারকাগণের প্রভা প্রত্যা-হত হয় অর্থাৎ তদীয়া প্রভা কলবতী হয় না, সেইরূপ মুনীগণের তপোবল মগাদেবে প্রতি-ঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিল; অর্থাৎ তপোবলে তাহাদিগের অভিলাপ অস্ত্র সমীপে স্বরূপ কলবান্ হয়, শিবসমীপে তাড়ন কলোৎপাদন করিতে পারে নাই । মায়ীব্রমোহিত তপস্বী বিপ্রগণ শিবকে অন্তর্ভুক্তনপুরুষ শিবসমীপে সমগত হইয়া “তুমি কে” ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন । ভগবান্ মহেশ্বর বলিলেন যে, হে সূত্রভগণ ! আমি আপনাদিগের সহিত তপস্বী করিবার নিমিত্ত এই দেশে ভাষা সমভিব্যাপারে ইদানীং আগমন করিয়াছি । মগাদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রভক্ষমুখ ঋষিগণ বলিলেন যে, বহু পরিধান করিয়াও

অথোবাচ বিচক্ষণঃ পিনাকী নীললোহিতঃ ।  
সম্প্রেক্ষ্য জগতাং যোনিং পার্শ্বস্থং জনাৰ্দ্ধনম্  
কথং ভবত্কিতং স্বভাৰ্ঘ্যাপোষণেৎসুকৈঃ ।  
ভাজব্যা মম ভাৰ্য্যোতি ধৰ্ম্মজ্ঞৈঃ শাস্তমানসৈঃ ॥

ঋষয় উচুঃ ।

ব্যভিচাররতা ভাৰ্ঘ্যাঃ সন্ত্যাজ্যাঃ পতিনেরিতাঃ ।  
অস্মাভিরেষা স্তুতগা তাদৃশী ভ্যাগমৰ্হতি ॥ ২১  
মহাদেব উবাচ ।

ন কদাচিদ্ধিং বিপ্রা মনসাপান্তমিচ্ছতি ।  
নাহমেনামপি তথা বিমুঞ্চামি কদাচন ॥ ৩০

ঋষয় উচুঃ ।

দৃষ্টা ব্যভিচারস্তীহ হৃৎস্বাভিঃ পুরুষাবম ।  
উক্তং হৃদত্যাং ভবতা গমতাং কিপ্রমেব হি ॥ ৩১  
এবমুক্তো মহাদেবঃ সত্যমেব ময়েরিতম্ ।  
ভবতাং প্রতিভাতোষেতাক্রাসৌ বিচচার হা ॥ ৩২

সোহগচ্ছদ্ধিৰ্ণা সার্কং মুনীশ্চ মহাত্মনঃ ।  
বসিষ্ঠস্ত্রয়ং পুণ্যং ভিক্ষাধী পরমেশ্বরঃ ॥ ৩৩  
দৃষ্টা সমাগতং দেবং ভিক্ষমাণমক্ৰতী ।  
বসিষ্ঠস্ত্র প্রিয়া ভক্ত্যা প্রত্যাঙ্গম্য ননাম তম্ ।  
প্রক্ষাল্য পাদৌ বিমলং দম্বা চাসনমুত্তমম্ ।  
সম্প্রেক্ষ্য শিখিলং গাত্রমভিঘাতহতং দ্বিজৈঃ ॥  
সঙ্কয়ামাস তৈষমজ্যৈর্বিষয়দন্য সতী ।  
চকার মহতীং পূজাং প্রার্থয়ামাস ভাৰ্ঘ্যহা ॥ ৩৬  
কো ভবান্ কৃত আয়াতঃ কিমাচারোভবানিতি  
উচ্যতামাহ ভগবান্ সিদ্ধানাং প্রবরো হুহুম ॥ ৩৭  
যদেতন্নগুণং শুদ্ধং ভাতি ব্রহ্মময়ং সদা ।  
এষেব দেবতা মহ্যং ধারয়ামি সদৈব তু ॥ ৩৮  
ইত্যুক্তা প্রযযৌ জীমাননুগৃহ্য পতিব্রতাম্ ।  
ভাজয়াক্রিত্রে দটৌর্ঘটিভির্মুষ্টিভির্দ্বিজাঃ ॥ ৩৯

ভাৰ্ঘ্যঃ পরিত্যাগ করিয়া তপস্শাচরণ কর ।  
অনন্তর মহাদেব হস্তপূৰ্ব্বক পার্শ্বস্থ জগদ্-  
যোনি জনাৰ্দ্ধনের প্রক্তি দৃষ্টিপাত করিয়া বলি-  
লেন,—আপনারা সকলেই স্বীয় স্বীয় ভাৰ্ঘ্যার  
ভরণপোষণে নিযুক্ত উৎসুক, তবে, এতাদৃশ  
ধৰ্ম্মজ্ঞ ও শাস্তননাঃ হইয়াও আপনাগা কিরূপে  
বলিলেন যে, আমাকে ভাৰ্ঘ্য্য পরিত্যাগ  
করিতে হইবে? ঋষিগণ বলিলেন,—ব্যভি-  
চারিণী পত্নীকে পতি পরিত্যাগ করিবেন, ইহা  
আমরা শাস্ত্রে বলিয়াছি । তোমার এই স্তুতগা  
পত্নী ব্যভিচারিণী, অতএব ইহাকে পরিত্যাগ  
করা উচিত । মহাদেব বলিলেন,—হে বিপ্র !  
আমার এত পত্নী কখনও মনে মনেও  
অন্তকে কামনা করে না । অতএব আমি  
ইহাকে কখনও পরিত্যাগ করিব না ।  
২১—৩০ । ঋষিগণ বলিলেন,—হে পুরু-  
ষাবম ! আমরা ইহাকে ব্যভিচারিণী  
দেখিতেছি, তোমার বাক্য মিথ্যা; অতএব  
তুমি শীঘ্র এখান হইতে গমন কর । ঋষিগণ  
এইরূপ বলিলে “আমি সত্যই বলিয়াছি,  
তোমাদের নিকটে ইনি ব্যভিচারিণীরূপে  
প্রতিভাত হইতেছেন (হউন)” মহাদেব

এইরূপ বলিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন ।  
অনন্তর হরির সহিত ভিক্ষাধী হইয়া পরমেশ্বর  
মুনিশ্রেষ্ঠ মহাত্মা বসিষ্ঠের পুণ্যাশ্রমে গমন  
করিলেন । দেবদেব ভিক্ষাধী হইয়া সমাগত  
হইতেছেন দেখিয়া বসিষ্ঠপত্নী অক্ৰতী প্রত্যা-  
ঙ্গমণপূৰ্ব্বক ভক্তিসংকারে তাঁহাকে নমস্কার  
করিলেন । অনন্তর পাদপ্রক্ষালন ও উত্তম  
নির্ম্মল আসন প্রদানপূৰ্ব্বক, ব্রাহ্মণদিগের  
দণ্ডাঘাতে শরীর ভগ্ন ও কৃত-বিকৃত হইয়াছে  
দেখিয়া বিষয়বদনে নানাবিধ ঔষধ দ্বারা তাহা  
সংযোজিত করিয়া দিলেন এবং সভাৰ্ঘ্য যোগীর  
মহতী পূজা করিলেন । পরে জিজ্ঞাসা করি-  
লেন,—আপনি কে, কোথা হইতে আসিতে-  
ছেন? আপনার কি আচার?—এই সমস্ত  
বলুন । ভগবান্ বলিলেন,—আমি সিদ্ধ-  
প্রবর । ব্রহ্মময় এই যে বিগুহ্ম গুণ সৰ্ব্বদা  
প্রকাশমান আছেন, ইনিই আমার দেবতা,  
আমি তাঁহাকে সৰ্ব্বদা ধারণা ( নিশ্চলচিত্তে  
তাবনা ) করিয়া থাকি । এইরূপ বলিয়া জীমান  
মহাদেব অক্ৰতীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া তথা  
হইতে গমন করিলেন । ঋষিগণ পুনর্বার  
দণ্ড, ঘটি ও মুষ্টিদ্বারা ভাজনা করিতে লাগি-

দৃষ্টা চরিত্রং গিরিশং নগং বিরুতলক্ষণম্ ।  
প্রৌচুরেতত্ত্বান লিঙ্গমুৎপ টমত্ব ত্বম্বতে ॥ ৪০ ॥  
তানব্রবীষ্যহাযোগী কবিশ্রীমীতি শব্দগঃ ।  
বুম্বাকং মামকে লিঙ্গে যদি দেবোহন্তিজায়তে ॥  
ঐত্যাকোৎপাটয়ামাস ভগবান্ ভগনেত্রহা ।  
নাশ্রুত্বংস্তৎক্ষণাচ্চক্ষং কেশং লিঙ্গমেব চ ॥  
তদোৎপাত্য বত্তুর্হি লোকানাং ভবশংসিনঃ ।  
নারাজত সহস্রাং শুচ্যাল পৃথিবী পুনঃ ।  
নিম্প্রভাশ্চ গহঃ সন্দ্র চক্ষুভ চ মহাদধিঃ ॥  
অশ্রুচ্চানসূধাত্রেঃ স্পৃগং ভার্যা প্রতিব্রতা ।  
কথয়ামাস বিপ্রাণাং ভয়াদাকুলিতেন্দ্রিয়া ॥ ৪৪ ॥  
ভেজসা ভাসয়ন কেশং নারায়ণসহায়বান ।  
ভিক্ষমাণঃ শিরো নৃং দৃষ্টোহস্মাকং গৃহেহ্বিতে  
তস্তা বচনমাকর্ণ্য শব্দমানা মহর্ষয়ঃ ।

লেন । অনন্তর শিরকে উলঙ্গ ও বিরুত-  
লক্ষণ হইয়া ভ্রমণ করিতে দেখিয়া ঋষিগণ  
বলিলেন,—রে ত্বম্বতে! তুই এই লিঙ্গ  
উৎপাটন কর। ৩১—৪০ । মহাযোগী শব্দ  
ভীতাদিগকে বলিলেন,—যদি আমার এই  
লিঙ্গে তোমাদিগের দেহ জন্মিয়া থাকে, তাহা  
হইলে উৎপাটন করিব। এই বলিয়া  
ভগনেত্রহা ভগবান্ লিঙ্গোৎপাটন করিলেন ।  
কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যে ভীতারা আর মহাদেব,  
কেশব এবং লিঙ্গ কিছুই দেখিতে পাইলেন  
না । তৎকালে সর্বলোক-ভয়ানক উৎপাত  
সকল উপস্থিত হইল; সহস্রাং সূর্য্যের প্রভা  
রহিল না; পৃথিবী কম্পিত হইতে লাগিল  
এবং সমস্ত গ্রহই নিম্প্রভ ও মহোদধি চঞ্চল  
হইতে লাগিল । এমন সময় অত্রি মুনির  
ভার্যা পতিব্রতা অনসূয়া স্বপ্ন দেখিলেন ও  
ভয়াকুলিত চিত্তে সেই ব্রাহ্মণদিগের নিকট  
বলিলেন,—আমরা ষাটো এইমাত্র দেখি-  
য়াছি, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ মহেশ্বর, স্বীয়  
তেজ দ্বারা সমস্ত বনকে উদ্দীপিত করত  
নারায়ণের সহিত আমাদের গৃহে ভিক্ষা  
করিতে আসিয়াছিলেন । অনসূয়ার বাক্য  
শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ সকলে শব্দাকুল হইয়া

সর্বের জন্মূর্গাযোগং ব্রহ্মাণং বিশ্বসম্ভবম্ ॥ ৪৬ ॥  
উপাস্তমানমমলৈঃ সর্গগিভব্রহ্মবিত্তমৈঃ ।  
চতুর্বেদৈর্মুর্তিম্যন্তিঃ সাবিত্র্যা সহিতং প্রভুম্ ॥ ৪৭ ॥  
আসীনমাসনে রম্যে নানাশর্চ্যাসমর্ষিতে ।  
প্রভাসহস্রকলিলে জ্ঞানৈশ্বর্যাদিসংযুক্ত ॥ ৪৮ ॥  
বিভ্রাজমানং বপুষা সন্মিতং শুভ্রলোচনম্ ॥  
চতুর্ভুজং মহাবাহুং ছন্দোময়মজং পরম্ ॥ ৪৯ ॥  
বিলোক্য দেববপুষং প্রসন্নবদনং শুচিম্ ।  
শিরোভিধারীণং গাত্রা তোষয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥  
তান্ প্রসন্নো মহাদেবশ্চতুর্মুর্তিশ্চতুর্ভুজঃ ।  
ব্রাহ্মহর মুনিশ্রেষ্ঠাঃ কিমাগমনকারণম্ ॥ ৫১ ॥  
তস্ত তে বৃত্তমর্থলং ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ ।  
জাপয়াক্রিরে সর্বের কৃপা শিরসি চাত্তলিম্ ॥

মহাযোগী বিশ্বকর্তা ব্রহ্মার সমীপে গমন  
করিলেন । নানা অশর্চ্যাসমর্ষিত প্রভাসহস্র-  
সমাচ্ছন্ন, জ্ঞানৈশ্বর্যাদিসংযুক্ত রমণীয় আসনে  
সাবিত্রীর সহিত উপবিষ্ট হইয়া প্রভু ব্রহ্মা  
তখন ব্রহ্মবিংশশ্রেষ্ঠ নিম্পাপ যোগিগণ ও মূর্তি-  
মান চতুর্বেদ কর্তৃক উপাসিত হইতেছিলেন ।  
সন্মিত-বদন, সুন্দরক, শোভিত-লোচন,  
চতুর্ভুজ, মহাবাহু, ছন্দোময়, পরম পুরুষ ঐ  
ব্রহ্মা তখন স্বীয় শরীর-কান্তি দ্বারা শোভা  
পাইতেছিলেন । অনন্তর পবিত্র প্রসন্নবদন  
দেববপুঃ ব্রহ্মাকে অবলোকনপূর্ব্বক ঋষিগণ  
ভূ-শিরঃ-সংযোগরূপ প্রণাম দ্বারা ভীতাকে  
সন্তোষিত করিয়াছিলেন । ৪১—৫০ । চতু-  
র্মুর্তিধর, \* দেবদেব, চতুর্ভুজ ব্রহ্মা প্রসন্ন  
হইয়া সেই মুনিগণকে বলিলেন,—হে মুনি-  
শ্রেষ্ঠগণ! তোমরা কি নিমিত্ত আগমন  
করিয়াছ? তখন মুনিগণ মন্তকে অঞ্জলি  
বন্দনপূর্ব্বক সেই পরমাত্মা ব্রহ্মার সমীপে সমস্ত

\* বিরাট, হ্রস্বাচ্ছা, অব্যাকৃত ও তৃতীয়—  
পরমেশ্বর এই চারি মূর্তিতে বিদ্যমান  
আছেন বলিয়া ব্রহ্মাকে “চতুর্মুর্তিধর” বলা  
হইয়াছে ।



ঋষয় উচুঃ ।

কশ্চিদাক্রবনং পুণ্যং পুরুষোহতীবশোহনঃ ।  
 ভার্ঘ্যয়া চাক্রসর্বাঙ্গ্য প্রবিষ্টো নগ্ন এব হি ॥৫৩  
 মোহয়ামাস বপুষা নারীণাং কুলমীশ্বরঃ ।  
 কস্তকানাং প্রিষা চান্দ্র দুষয়ামাস পুত্রকান্ ॥  
 অস্মাভিবিবিধাঃ শাপাঃ প্রযুক্তাস্ত পরাহতাঃ ।  
 ভাঙিতোহস্মাভিরত্যাগং লিঙ্গস্ত বিনিপাতিতম্  
 অস্ত্রহিতস্ত ভগবান্ সত্যার্থো লিঙ্গমেব চ ।  
 উৎপাতাশ্চাভবন্ ঘোরাঃ সর্ষভূতভয়ঙ্করাঃ ॥৫৬  
 ক এষ পুরুষো দেব ভীতাঃ স্ম পুরুষোত্তম ।  
 ভবন্তমেব শরণং প্রপন্না বয়মচ্যুত ॥ ৫৭  
 যং হি বেৎসি জগচ্চাস্মিন যৎকিঞ্চিদিহ  
 চেষ্টিতম্  
 অমুগ্রগেণ যুক্তেন তদস্মান্নুপপালয় ॥ ৫৮  
 বিজ্ঞাপিনো মুনিগণৈর্বিধ্বাত্বা কমলোদ্ভবঃ ।

বৃত্তান্ত এইরূপে বিজ্ঞাপন করিলেন । ঋষিগণ  
 বলিলেন,—অতি সুন্দর এক পুরুষ সর্ষভ-  
 সুন্দরী ভার্ঘ্যার সহিত উলঙ্গ হইয়া পবিত্র  
 দেবদাক্রবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন । ঐ  
 ব্যক্তি শরীর-সৌন্দর্য্য দ্বারা আমাদের পত্নী  
 ও কস্তাগণকে মোহিত করিয়াছিলেন, আর  
 তাঁহার ভার্ঘ্য্য আমাদের পুত্রগণকে দূষিত  
 করিয়াছিল । আমরা তাঁহার প্রতি বহুপ্রকার  
 শাপ দিলাম, কিন্তু তাহা নিষ্ফল হইল । পরে  
 তাঁহাকে অস্ত্রধর্তাভূতা করিলাম ও তাঁহার  
 লিঙ্গও নিপাতিত করিয়াছিলাম । লিঙ্গ-  
 নিপাতনের পরেই ঐ ভগবান্, তাঁহার ভার্ঘ্য্য  
 ও সেই উৎপাতিত লিঙ্গ—সমস্তই অস্ত্রহিত  
 হইয়া গেল এবং সর্ষভূতের ভয়ঙ্কর ঘোর  
 উৎপাত সমস্ত উপস্থিত হইল । হে দেব !  
 সেই পুরুষ কে ? হে পুরুষোত্তম ! আমরা  
 ভীত হইয়াছি, হে অচ্যুত ! এতদ্ভ  
 আমরা আপনায় শরণাপন্ন হইয়াছি । হে  
 ব্রহ্মন্ ! এই জগতে যে কোন ক্রিয়া হয়, শাপনি  
 তাহা সকলেই জানেন । অতএব উপযুক্ত  
 অমুগ্রহে আমরা আমাদের পালন করব ।  
 ৫১—৫৮ । মুনিগণ কর্তৃক এইরূপ বিজ্ঞাপিত

ধ্যাত্বা দেবং ত্রিশূলাকং কৃতাজ্জলিতাযত ॥৫৯  
 ব্রহ্মোবাচ ।

হা কষ্টং ভবতামদ্য জাতং সর্ষার্থনাশনম্ ।  
 বিধনং ধিক্ তপশ্চর্য্যা মিথ্যৈব ভবতামিহ ॥ ৬০  
 সম্ভ্রাপ্য পুণ্যসংস্থানাং নিধীনাং পরমং নিধিম্  
 উপেক্ষিতং ব্রথাভাটবর্তবস্ত্রিরিহ মোহিতৈঃ ॥৬১  
 কাজ্জস্তি যোগিনো নিত্যং যতন্তো যতয়ো  
 নিধিম্ ।  
 যমেব তং সমাসাদ্য হা ভবন্তিকপেক্ষিতম্ ॥৬২  
 যং সমাসাদ্য দেবানামৈশ্বর্য্যমধিলং ক্রবম্ ।  
 তমাসাদ্যাক্ষয়ং দেবং তা ভবন্তিকপেক্ষিতম্(১)  
 যমর্চয়িত্বা সততং বিশেষত্বমিদং যম ।  
 স দেবোপেক্ষিতো দৃষ্টো নিধানং ভাগ্যবর্জ্জিতাঃ  
 যস্মিন্ সমাহিতং দিব্যমৈশ্বর্য্যং যত্নদব্যয়ম্ ।

হইয়া বিশ্বাত্মা কমলযোনি ব্রহ্মা কৃতাজ্জলিপুটে  
 মহাদেবের ধ্যান করত বলিতে লাগিলেন,—  
 হা কষ্ট ! অদ্য তোমাদিগের সর্ষনাশ উপ-  
 স্থিত । ঐ দাক্রবনকে ধিক্ এবং তোমাদের  
 তপস্শাক্তকেও ধিক্ । আর তোমরা যে এই  
 দাক্রবনে তপশ্চর্য্যা করিয়াছ, সে সমস্তই  
 মিথ্যা । পুঞ্জপুঞ্জপুণ্যফলভ্যা নিধিগণের  
 নিধিস্বরূপ ভগবান্ মহাদেবকে লাভ করিয়াও  
 উপেক্ষা করিলে । তোমরা যে ব্রথা ভাবে  
 সমাহিত হইয়াছ । যোগী ও যতিগণ যে  
 নিধিকে সর্ষদা যত্নপূর্ব্বক আকাজ্জা করিয়া  
 থাকেন, হা ! তোমরা সেই নিধিকে প্রাপ্ত হই-  
 যাও উপেক্ষা করিলে ! ঐহাকে প্রাপ্ত হইয়া  
 দেবতাদিগের এই সমস্ত ঐশ্বর্য্য অধিনন্দন  
 হইয়াছে, হা ! সেই অক্ষয় দেবকে প্রাপ্ত  
 হইয়া তোমরা উপেক্ষা করিয়াছ ! ঐহাকে  
 সর্ষদা অর্চনা করিয়া আমি বিশ্বপাত হইয়াছি,  
 সেই পরমনিধি মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়াও  
 উপেক্ষা করিয়াছ ! তোমরা কি দুর্ভাগ্য !

১। “যজ্ঞস্তি যজ্ঞে বিবিধৈর্ধনৈঃ প্রাপ্তবৈদেবানিনঃ  
 মহানিধিং সমাসাদ্য হা ভবন্তিকপেক্ষিতম্  
 ইতি কচিং পাঠান্তরম্ ।



তমাসান্য নিধিঃ ব্রহ্ম হা ভবতিবুধাকৃতম্ ॥ ৬৫  
এষ দেবো মহাদেবো বিজ্ঞেয়স্ত মহেশ্বরঃ ।  
ন তস্ত পরমং কিঞ্চিৎ পুণ্যং সমধিগম্যতে ॥ ৬৬  
দেবতানামুদীপাং বা পিতৃণাঞ্চাপি শাস্বতঃ ।  
সহস্রযুগপর্ধ্যন্তে প্রলয়ে সর্বদেহিনাম্ ॥ ৬৭  
সংহরত্যৈষ ভগবান্ কালো হৃদা মহেশ্বরঃ ।  
এষ চৈব প্রজাঃ সর্বাঃ সৃজত্যেকঃ স্বতেজসা ॥  
এষ চক্রৌ চক্রেবস্তৌ জীবৎসকৃতলক্ষণঃ ।  
যোগী কৃৎযুগে দেবদ্বৈতাত্মাঃ যজ্ঞ এব চ ।  
দ্বাপরে ভগবান্ কালো ধর্ম্মকেতুঃ কালো যুগে  
কুদ্ভস্ত মূর্ত্তধাত্তস্যো যান্তির্বিশ্বমিদং ততম্ ।  
তমো হৃদী রজো ব্রহ্মা সর্বঃ 'বহুর্জিত স্মৃতিঃ  
মূর্ত্তিরস্তা স্মৃতা চ'স্ত দিখ্যাম্য বৈ শিবা ব্রুবা ।  
যত্র তিষ্ঠতি তদ্ব্রহ্ম যোগেন তু সমধিতম্ ॥ ৭১

যিনি প্রসিদ্ধ অব্যয় দিব্য ঐশ্বর্যের আধার,  
সেই নিধিস্বরূপ পরমব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া এ কি  
করিলে! ইহাকে দেবদেব মহাদেব মহেশ্বর  
বলিয়া জানিবে; তাঁহার পরমপদ কিছুমাত্র  
জানিতে পারা যায় না। সহস্রযুগান্তে কি  
দেবতা, কি ঋষি, কি পিতৃলোক, সমস্ত দেহী-  
রই প্রলয় হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ দেব নিত্য  
অর্থাৎ অবিনশ্বর। এই ভগবান্ মহেশ্বর  
কালস্বরূপ হইয়া সমস্ত প্রজাসংহতিতে সংহার  
করেন; ইনিই আবার স্বকীয় তেজ দ্বারা  
সমগ্র প্রজা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ইনি চক্র-  
বস্তী (অশেষ ভুবনের অধিপতি); ইনি  
চক্রধারী ও জীবৎসলাভন অর্থাৎ বিষ্ণুস্বরূপ।  
ইনি সত্যযুগে যোগিন্দ-বাচ্য, ত্রেতাযুগে  
যজ্ঞস্বরূপ, দ্বাপরযুগে কালস্বরূপ এবং কলি-  
যুগে ধর্ম্মকেতু। রুদ্রের গুণত্রয়াস্বক তিনটী  
মূর্ত্তি—বহুদ্বারা এই সমস্ত বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়াছে;  
তাঁহার একমূর্ত্তি তমোগুণপ্রধান অর্থাৎ অপর  
মূর্ত্তি রজোগুণপ্রধান ব্রহ্মা, তৃতীয় মূর্ত্তি সর্ব-  
গুণপ্রধান বিষ্ণু, শাস্ত্রে এইরূপ বলিয়া থাকে।  
ইহার মঙ্গলময় নিত্য অপর আর একটি মূর্ত্তি  
আছে, তাহা দিগম্বর, ঐ মূর্ত্তিতে পরব্রহ্ম  
যোগাধিষ্ঠ হইয়া নিত্য অবস্থান করেন।

যা চান্ত পার্শ্বগা ভাৰ্যা ভবান্তরাভভাষিতা ।  
স হি নারায়ণো দেবঃ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥ ৭২  
তস্মাৎ সর্কমিদং জাতং তদৈব চ লয়ং ব্রজেৎ  
স এষ মোহয়েৎ কুৎসং স এষ চ পরা গতিঃ ॥ ৭৩  
সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ ।  
একশৃঙ্গো মহানাত্মা পুরাণাত্মাকরো হরিঃ ॥ ৭৪  
চতুর্বেদশ্চতুর্মূর্ত্তিঃ ত্রিগুণঃ পরমেশ্বরঃ ।  
একমূর্ত্তিরনন্তাত্মা নারায়ণ ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৭৫  
স তস্ত গর্ভো ভগবানাপোময়তনুঃ প্রভুঃ ।  
স্বঘতে বিবিধৈর্মৈত্রৈর্ব্রাহ্মণৈর্নোক্তকাক্ষিকতিঃ ॥ ৭৬  
স হত্য সকলং বিশ্বং কল্লান্তে পুরুষোত্তমঃ ।  
শেতে যোগামৃতং পীত্বা যন্তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদম্  
ন জায়তে ন ভ্রিয়তে বর্দ্ধতে ন চ বিশ্বদৃক্ ।  
মূলপ্রকৃতিরব্যক্তা গীর্ষতে বৈদিকৈরজঃ ॥ ৭৮  
ততো নিশায়াং ব্যুষ্টায়াং দিস্থদ্বরাখিলং জগৎ ।

৫২—৭১। তোমরা ঈহাকে ঐ দেবের  
পার্শ্ববর্ত্তিনী ভাৰ্যা বলিয়া নির্দেশ করিলে,  
তিনি সনাতন পরমাত্মা নারায়ণ দেব। তাঁহা  
হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে এবং  
তাঁহাতেই লয় প্রাপ্ত হইবে। তিনি সমস্ত  
জগৎকে মোহিত করেন অথচ তিনিই পরম  
গতি। ইনিই সহস্রশীর্ষা, সহস্রাক্ষ ও সহস্রপদ,  
পুরুষ, অশ্বিতীয়, প্রধান, পরমাত্মা, পুরাণাত্মা,  
(অর্থাৎ অনাদি), অক্ষর (অর্থাৎ অবিনাশী)  
হরি। একমূর্ত্তি, অনন্তাত্মা নারায়ণ—চতু-  
র্বেদ, চতুর্মূর্ত্তি, ত্রিগুণ ও পরমেশ্বর বলিয়া  
বেদে কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। জলময় তনু প্রভু  
সেই পরম ব্রহ্মের গর্ভস্বরূপ; মোকাক্ষিকী  
ব্রাহ্মণেরা বিবিধ মন্ত্র দ্বারা ইহারই স্তব  
করয়া থাকেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম কল্লান্তে  
সমস্ত বিশ্ব সংগর করিয়া যে যোগামৃত  
আশ্বাদনপূর্ব্বক অধিষ্ঠান করেন, উহাই বিষ্ণু  
পরম পদ। ইহার জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, বৃদ্ধি  
নাই,—ইনি অজ, বিশ্বদশী, বেদ-বেত্তারী  
তাঁহাকেই অব্যক্ত মূল প্রকৃতি ব-  
লিয়া থাকেন। তদনন্তর প্রলয়কাল গত হইলে  
ভগবান্ জগৎসৃষ্টি করিতে অস্তিত্বা হইয়া

অজ্ঞানাতৌ তু তদ্বীজং কিপতোষ মহেশ্বরঃ ॥৭২

তং মাং বিত্তমগাখ্যানিং ব্রহ্মাণং বিশ্বতোমুখম্ ।

মহাত্মং পুরুষং বিশ্বমপাং গৰ্ভমমুত্তমম্ ॥ ৮০

ন তং জানীত জনকং মোহিতাস্তস্ত মায়ায়া ।

দেবদেবং মহাদেবং ভূতানামীশ্বরং হরম্ ॥ ৮১

এষ দেবো মগাদেবো হনাদিভগবান হরঃ ।

বিষ্ণুনা সহ সংযুক্তঃ করোতি বিকরোতি চ ॥

ন তস্মৈ বিদাতে কার্য্যং ন তস্মাদ্বিদাতে পরম্ ।

স বেদান্ প্রদদৌ পূৰ্ব্বং যোগমায়াতুৰ্ম্মম্ ॥ ৮৩

স মায়া মায়ায়া সৰ্ব্বং করোতি বিকরোতি চ ।

তমেব যুক্তয়ে জ্ঞাত্বা ব্রহ্মধ্বং শরণং শিবম্ ॥ ৮৫

ইতীরিতা ভগবতা মরীচি প্রমুখা বিভূম্ ।

প্রণমা দেবং ব্রহ্মাণং পৃচ্ছন্তি স্ম সমাহিতাঃ ॥ ৮৮

মুনয় উচুঃ ।

কথং পশ্যেম তং দেবং পুনরেব পি ক্রিনম্ ।

ক্রহি বিশ্বামবেশান ত্রাতা ত্বং শরণৈষিণাম্ ॥ ৮৯

অজ্ঞানভিতে (জলে) বীজ প্রক্ষেপ করেন ।  
জন্মমধ্যে প্রকৃষ্ট ঐ বীজকেই এই ব্রহ্মা ও  
বিশ্ব বলিয়া জান। আমিই সেই মহাত্মা,  
বিশ্বতোমুখ, মহাপুরুষ ব্রহ্মা । তাঁহার  
মায়ায় মোহিত বলিয়া সৰ্ব্বজনক সেই দেব-  
দেব মহাদেব ভূতপতি হরকে তোমরা  
জানিতে পার না । এই অনাদি ভগবান  
মগাদেব হরই বিষ্ণুর সহিত সঙ্গত হইয়া সমস্ত  
জগতের সৃষ্টি সংহার করিয়া থাকেন । তাঁহার  
কোনও কার্য্য নাই, তাঁহা হইতে কোনও পদার্থ  
ভিন্ন নহে । সেই যোগমায়া-দেহধারী প্রভুই  
আমাকে বেদ সকল প্রদান করিয়াছেন ।  
সেই মায়াবান্ মায়া দ্বারা সকল পদার্থের সৃষ্টি  
ও বিকার করেন ; তোমরা ইহা জানিয়া  
যুক্তির নিমিত্ত সেই শিবের শরণাপন্ন হও ।  
৭২—৮৪ । ভগবান্ ব্রহ্মা এইরূপ বলিলে  
মরীচি প্রভৃতি মহর্ষিগণ সমাহিত হইয়া বিভূ  
দেব ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন,  
হে নিখিলদেবেশ্বর ! আমরা পুনর্বার কিরূপে  
সেই মহেশ্বরকে দর্শন করিব, তাহা বলুন ।

ব্রহ্মোবাচ ।

যদৃষ্টং ভবতা তস্মৈ লিঙ্গং ভূবি নিপাতিতম্ ।

তল্লিঙ্গাহুকৃতীশস্ত কৃত্বা লিঙ্গমমুত্তমম্ ॥ ৮৭

পূজয়ধ্বং সপত্নীকাঃ সাদরং পুত্রসংযুতাঃ ।

বৈদিতৈকৈরেব নিয়মৈর্ব্যবিধৈস্ত্রিবিধৈঃ ॥ ৮৮

সংস্থাপ্য শাক্তরৈর্নৈঋত্যাং যজুঃসামসঙ্ঘটৈঃ ।

তপঃ পরং সমাশ্রায গৃণন্তুঃ শতক্ৰদ্রিয়ম্ ॥ ৮৯

সমাহিতাঃ পূজয়ধ্বং সপুত্রাঃ সহ বন্ধুভিঃ ।

সর্বৈ প্রাজ্ঞলয়ো ভূত্বা শূলপাণিং প্রণম্যথ ॥ ৯০

ততো দ্রব্যার্থ দেবেশং তুর্দর্শমকৃতাস্মভিঃ ।

যং দৃষ্ট্বা সৰ্বমজ্ঞানমধর্ম্মঞ্চ প্রণশ্যতি ॥ ৯১

ততঃ প্রণম্য বরদং ব্রহ্মাণমিতৌজসম্ ।

জগ্মুঃ সংহৃষ্টমনসো দেবদাকবর্নং পুনঃ ॥ ৯২

আরাধয়িতুমারকা ব্রহ্মণা কথিতং তথা ।

অজ্ঞানন্তঃ পরং ভাবং বীতরাগা বিমৎসরাঃ ॥ ৯৩

হৃদিলেঘু বিচিত্রেষু পর্কতানাং শুভাসু চ ।

নদীনাঞ্চ বিবিজেষু পুলিনেষু শুভেষু চ ॥ ৯৪

যেহেতু আপনি শরণাগতপরিত্রাতা । ব্রহ্মা  
বলিলেন,—তাঁহার যে লিঙ্গকে তোমরা  
ভূমিতে নিপাতিত দর্শন করিয়াছিলে, ঐ  
লিঙ্গের সদৃশ একটি মাহেশ্বর লিঙ্গ নির্মাণপূর্ব্বক  
পুত্র-কলত্রের সহিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া  
সাদরে বিবিধ বৈদিকনিয়মে পূজা কর ।  
তোমরা বন্ধু ও পুত্রগণের সহিত একত্র মিলিত  
হইয়া শতক্ৰদ্রাঘপাঠ ও পরম তপস্তা অবলম্বন-  
পূর্ব্বক ঋগ্-যজুঃসামসংঘটব শাক্তর মন্ত্রে প্রতিষ্ঠা  
করিয়া সমাহিতভাবে পূজা কর এবং সকলেই  
কৃতাজলিপুটে ভগবান্ শূলপাণির শরণাপন্ন  
হও ; তাহা হইলেই অকৃতাস্মা পুরুষদিগের  
তুর্দর্শ সেই দেবাধিপতি মহাদেবকে দর্শন  
করিতে সমর্থ হইবে । তাঁহাকে দর্শন করিলে  
অজ্ঞান ও সমস্ত অধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে ।  
৮৫—৯১ । তদনন্তর মহর্ষিগণ অমিতভৈরব  
বরদ ব্রহ্মাকে প্রণামপূর্ব্বক হৃষ্টমনে দেবদাক-  
বনে পুনর্বার গমন করিলেন । পরমপদার্থের  
অনাভ্যস্ত মহর্ষিগণ বীতরাগ ও বিমৎসর হইয়া  
বিচিত্র হৃদিলে, পর্কতগুহা, নির্জন শুভ নদী-

শৈবালভোজনঃ কেচিৎ কেচিদন্তর্জলেশয়াঃ ।  
 কেচিদভাবকাশাশ্চ পাদাঙ্গুষ্ঠে হৃষিক্তিতাঃ ॥১৫  
 দন্তোলুখলিনস্তে হৃষিকুটাস্থা পরে ।  
 শাকপর্ণাশনাঃ কেচিৎ সম্প্রকাল্য মরীচিপাঃ ॥১৬  
 ব্রহ্মমূলনিকেশান্ত শিলাশযাস্থাপারৈঃ ।  
 কাশং নযন্তি তপসা পূজয়ন্তো মহেশ্বরম্ ॥ ১৭  
 ততস্তেযাং প্রসাদার্থং প্রপন্নার্তিহরো হরঃ ।  
 চকার ভগবান্ বুদ্ধঃ প্রবোধায় বৃষধ্বজঃ ॥১৮  
 দেবঃ কৃতযুগে হৃষ্মিন শৃঙ্গে তিমবতঃ শুভে ।  
 দেবদাক্ষবনং প্রাপ্তঃ প্রসন্নঃ পরমেশ্বরঃ ॥ ১৯  
 ভাস্পপাতুরদিদ্ধাক্ষো নগো বিকৃতলক্ষণঃ ।  
 উন্মুকব্যগ্রহস্তশ্চ রক্তপিঙ্গললোচনঃ ॥ ১০০  
 কচিচ্চ হসতে রোদ্রং কচিদগাযতি বিস্মিতঃ ।  
 কচিচ্চ ত্যতি শৃঙ্গারী কচিদ্রোতি যুহুমুহঃ ॥১০১

পুলিন প্র ভূতিতে ব্রহ্মার আদেশানুসারে মহা-  
 দেবের আরাধনা করিতে আরম্ভ করিলেন ।  
 তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ শৈবালমাত্রভোজী,  
 কেহ বা জলমধ্যে অবস্থিত ; আর কেহ বা  
 অনাবৃত স্থানে পাদাঙ্গুষ্ঠ মাত্র দ্বারা ভূমি স্পর্শ  
 করত উপবিষ্ট ছিলেন । কেহ কেহ দন্ত লু-  
 খলী ( অর্থাৎ দন্ত দ্বারা নিস্তব্ব করিয়া  
 ভোজনকারী ) হইয়া, কেহ কেহ শিলা-  
 কুটিলমাত্র-ভোজী হইয়া, কেহ কেহ শাক-  
 পর্ণমাত্রভোজী হইয়া, কেহ স্নানপরায়ণ ও  
 কেহ মরীচিমাত্রপায়ী হইয়া, কেহ কেহ ব্রহ্মমূল  
 আশ্রয় করিয়া, আর কেহ বা শিলাশায়ী হইয়া  
 তপস্যা দ্বারা মহেশ্বরের পূজা করত কালযাপন  
 করিতে লাগিলেন । তদনন্তর শরণাগত-  
 ঙ্গঃধর ভগবান্ বৃষধ্বজ হর মুনিগণের প্রতি  
 অনুরোধ করিবার জন্ত তাঁহাদিগকে প্রবোধিত  
 করিতে সক্ষম করিয়াছিলেন । দেবদেব  
 পরমেশ্বর প্রসাদার্থ রক্তপিঙ্গললোচন, ভাস্প-  
 লিঙ্গকলেবর, দিগম্বর, বিকৃতবেশ ও হস্ত  
 দ্বারা জলদক্ষারধারী হইয়া, সেই সত্যযুগে হিমা-  
 লয়শৃঙ্গস্থিত রমণীয় দেবদাক্ষবনে উপস্থিত  
 হইলেন । ১২—১০০ । তিনি কখনও ভয়ানক  
 হাস্ত করিতে লাগিলেন, কখনও বিস্মিত হইয়া

আশ্রমে হটতে ভিক্ষুর্বাচতে চ পুনঃপুনঃ ।  
 মায়াং কৃৎস্নানো রূপং দেবস্তম্ভনভাগতঃ ॥ ১০২  
 কৃৎস্না গিরিসুতাং গৌরীং পার্শ্বং দেবঃ পিনাকধ্বক-  
 সা চ পূর্ববদেবেশী দেবদাক্ষবনং গতঃ ॥ ১০৩  
 দৃষ্ট্বা সমাগতং দেবং দেব্যা সহ কপর্দিনম্ ।  
 প্রণেমুঃ শিরসা ভূমৌ তোষয়ামাসুরীশ্বরম্ ॥১০৪  
 বৈদিতৈকবিবিধৈর্নৈঋঃস্তোত্রৈর্মহেশ্বরৈঃ শুভৈঃ ।  
 অথর্কশিরসা চাত্তে কুদ্রাদৈদার্য্যার্চনং ভবম্ ॥১০৫  
 নমো দেবাধিদেবায় মগাদেবায় তে নমঃ ।  
 ত্র্যম্বকায় নমস্তভ্যং ত্রিশূলবরধারিণে ॥ ১০৬  
 নমো দিগ্বাসসে তুভ্যং বিকৃতায় পিনাকিনে ।  
 সর্বপ্রণতদেহায় স্বয়মপ্রণতাস্মিনে ॥ ১০৭

গান করিতে লাগিলেন, কখনও শৃঙ্গারসাবিষ্ট  
 হইয় নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং কখনও বা  
 বারংবার চৌৎকার করিতে লাগিলেন । তিনি  
 ভিক্ষুরূপে আশ্রমে পর্যটন করিতে লাগিলেন  
 ও পুনঃপুন অন্নাদি যাচঞা করিতে লাগি-  
 লেন । এতাদৃশ মায়ায় রূপধারণপূর্বক  
 গিরিসুতা গৌরীকে পার্শ্ববর্তিনী করিয়া দেব  
 পিনাকধারী ঐ বনে উপস্থিত হইয়াছিলেন ।  
 পূর্বে নারায়ণ যেরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিলেন,  
 গিরিসুতাও ঐরূপ রূপ ধারণপূর্বক দেবদাক্ষ-  
 বনে গমন করিয়াছিলেন । দেবীর সহিত  
 সমাগত দেব কপদীকে দেখিয়া মুনিগণ  
 ভূমিতে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন  
 এবং বিবিধ বৈদিকমন্ত্র ও শুভ মাহেশ্বর  
 স্তোত্রদ্বারা, কেহ কেহ অথর্কশিরোমস্ত ও  
 কুদ্রাধ্যায়াদি পাঠ দ্বারা মহাদেবের আরাধনা  
 করত সন্তোষোৎপাদন করিতে লাগিলেন ।  
 ( ঋষিগণ বলিলেন ) “তুমি দেবাধিদেব,  
 তোমাকে প্রণাম ; তুমি মহাদেব, তোমাকে  
 প্রণাম ; তুমি ত্র্যম্বক, তোমাকে প্রণাম ; তুমি  
 ত্রিশূলবরধারী, তোমাকে প্রণাম । তুমি দিগ-  
 ম্বর, তুমি বিকৃত ( মায়াবী ), তুমি পিনাকী,  
 প্রণামপরায়ণ হইয়া সকলেই তোমার নিকট  
 অবনত হয়, কিন্তু তুমি প্রণাম করিবার জন্ত  
 কাহারও নিকট অবনতদেহ হও না, তোমার

অন্তকাস্তকুতে তুভ্যঃ সর্বসংহারায় চ ।  
 নমোহস্ত নৃত্যশীলায় নমো ভৈরবরূপিণে ॥১০৮  
 নরনারীশরীরায় যোগিনে গুরবে নমঃ ।  
 নমো দাস্তায় শাস্তায় তাপসায় হরায় চ ॥ ১০৯  
 বিভীষণায় রুদ্রায় নমস্তে কৃষ্ণিবাসসে ।  
 নমস্তে লেলিহানায় শিতিকণ্ঠায় তে নমঃ ॥ ১১০  
 অঘোরমূর্ত্তে বরুণায় বামদেবায় বৈ নমঃ ।  
 নমঃ কনকমালায় দেব্যাঃ প্রিয়করায় চ ॥১১১  
 গঙ্গাসলিলধারায় শস্তবে পরমেষ্ঠিনে ।  
 নমো যোগাধিপত্যে ভূতাদিপত্যে নমঃ ॥১১২  
 প্রাণায় চ নমস্তভ্যঃ নমো ভাস্মাক্ষধারিণে ।  
 নমস্তে হব্যাবাহকায় দংষ্ট্রীয়ে হব্যারেতসে ॥ ১১৩  
 ব্রহ্মণশ্চ শিরোহস্ত্রে নমস্তে কালরূপিণে ।  
 আগতিং তে ন জানীমো গতিং নৈব চ নৈব চ

প্রণাম করি। তুমি অন্তকেরও অন্তকারী,  
 তুমি সর্বসংহারক, তোমাকে নমস্কার। নৃত্য-  
 শীল ও ভৈরবরূপী তোমাকে প্রণাম করি।  
 তুমি অর্দ্ধনারীশ্বর, তুমি যোগী, তুমি গুরু;  
 তোমাকে প্রণাম। তুমি দাস্তা, শাস্ত ও  
 তাপসী হর; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি  
 বিভীষণ রুদ্র তুমি কৃষ্ণবাসা, তোমাকে  
 প্রণাম। তুমি লেলিহান (বাক-বাক জগৎ-  
 ভক্ষণোদাত), তোমাকে প্রণাম। তুমি  
 শিতিকণ্ঠ, তোমায় প্রণাম করি। ১০১—১১০।  
 তুমি অঘোরমূর্ত্তি, তুমি ঘোরমূর্ত্তি, তুমি বাম-  
 দেব, তোমাকে প্রণাম। তুমি কনকমালা  
 ধারী ও দেবীর প্রিয়কর; তোমায় নমস্কার  
 করি। তুমি গঙ্গা সলিলধারাদারী, তুমি  
 শস্ত্র, তুমি পরমেষ্ঠী; তোমাকে নমস্কার।  
 তুমি যোগাধিপতি, তুমি ভূতাদিপতি;  
 তোমায় নমস্কার করি। তুমি সর্বপ্রাণী  
 প্রাণস্বরূপ, তোমাকে নমস্কার। তুমি ভাস্মা-  
 ক্ষাদিত-কলেবর, তোমায় নমস্কার। তুমি  
 হব্যাবাহক অগ্নিস্বরূপ, তুমি দংষ্ট্রী ও তুমি হব্য-  
 রেতা; তোমায় নমস্কার করি। তুমি ব্রহ্মার  
 শিরোহস্ত্র, তুমি কালরূপী, তোমায় নমস্কার  
 আশ্রয় তোমার আগতি জানি না, তোমার

বিশেষের মহাদেব যোহসি সোহসি নমোহস্ত তে  
 নমঃ প্রমথনাথায় দাজ্জে চ শুভ-সম্পদাম্ ।  
 কপালপাণয়ে তুভ্যঃ নমো ভূষ্টতমায় তে ॥১১৫  
 নমঃ কনকপিঙ্গায় বারিলিঙ্গায় তে নমঃ ।  
 নমো বহ্যকলিঙ্গায় জ্ঞানলিঙ্গায় তে নমঃ (ক) ॥  
 নমো ভুজঙ্গহারায়ে কর্ণকারপ্রিয়ায় চ ।  
 কিরীটিনে কুণ্ডলিনে কালকালায় তে নমঃ ॥১১৭  
 বামদেব মহেশান দেবদেব ত্রিলোচন ।  
 ক্রম্যতাং যৎ কৃতং মোহাৎ স্বমেব শরণং হি নঃ  
 চরিত্তানি বিচিত্রানি গুহ্যানি গহনানি চ ।  
 ব্রহ্মাদীনাম্ সর্বেষাং দুর্কিজেয়োহসি শক্তর ॥  
 অজ্ঞানাদ্যদি বা জ্ঞানং কিঞ্চিদ্যৎ কুরুতে নরঃ  
 তৎসর্বং ভগবানেব কুরুতে যোগমায়া ॥১২০

গতিও জানি না; হে বিশেষের! হে মহা-  
 দেব। তুমি যেই হও না কেন, (তোমার  
 স্বরূপ না জানিলেও) তোমায় নমস্কার করি।  
 তুমি প্রমথনাথ, তুমি শুভসম্পদ-দাতা;  
 তোমাকে প্রণাম। তুমি কপালপাণি, তুমি  
 আরাধ্যতম, তোমায় প্রণাম করি। তুমি  
 কনকপিঙ্গ, তোমাকে নমস্কার। তুমি বারি-  
 লিঙ্গ, তোমায় নমস্কার। তুমি বহ্যক-  
 লিঙ্গ, তুমি জ্ঞানলিঙ্গ, তোমায় প্রণাম করি।  
 তুমি ভুজঙ্গহারী, তুমি কর্ণকারপ্রিয়;  
 তোমাকে নমস্কার। তুমি কিরীটী ও কুণ্ডলী,  
 তুমি কাল-কাল, তোমায় নমস্কার করি। হে  
 বামদেব! হে দেবদেব ত্রিলোচন মলেশ্বর!  
 আমরা অজ্ঞান বশতঃ যাণা করিয়াছি, তাহা  
 ক্ষমা কর; তুমিই আমাদের গের একমাত্র শরণ,  
 হে শক্তর! তোমার চরিত্ত সকল বিচিত্র, অতি  
 গোপনীয় ও দুর্কৌশল! তুমি ব্রহ্মাদি দেবগণে-  
 বও দুর্কৌশল। মনুষ্য অজ্ঞানতঃ বা জ্ঞানতঃ  
 যাণা কিছু কৰ্ম্ম করিয়া থাকে, ভগবান তুমিই  
 তৎসমস্ত যোগমায়া দ্বারা করিতেছ (কারণ  
 যোগমায়া অবলম্বনে তুমিই এই বিশ্বরূপে

(ক) ইতঃ পরং বিশেষের মহাদেব যোগিন

যোগিপ্রিয়ায় তে। ইত্যর্কমোকোহধিকঃ কচিং

এবং স্বাঃ মহাদেবঃ প্রবিষ্টৈরস্তরাশ্চতিঃ ।

উচুঃ প্রণম্য গিরিশং পশ্চামন্থাং যথা পুং ॥ ১২১

তেষাং সংস্তবমাকর্ণ্য সোমঃ সোমবিভূষণঃ ।

স্বমেব পরমং রূপং দর্শয়ামাস শঙ্করঃ ॥ ১২২

তং তে দৃষ্ট্বাথ গিরিশং দেবাঃ সহ পিনাকিনম্

যথাপূর্বে দ্বিতা বিপ্রাঃ প্রণেমুহুঃ ষ্টমানসাঃ ॥ ১২৩

ততস্তে মুনয়ঃ সর্কে সংস্কুয় চ মৎস্যবৎ ॥

ভৃগুজিহ্বা বসিষ্ঠস্ত বিশ্বামিত্রস্তথৈব চ ॥ ১২৪

গৌতমোহত্রিঃ স্নকেশচ পুলস্ত্যঃ পুলহঃ ক্রতুঃ

মরীচিঃ কশ্যপশ্চাপি সংবর্তকমহাতপাঃ ।

প্রণং দেবদেবেশমিদং বচনমব্রুবন ॥ ১২৫

কথং ত্বাং দেবদেবেশ কৰ্ম্মযোগেন বা প্রভো ।

জ্ঞানেন বাথ যোগেন পূজয়াথঃ সদৈব হি ॥

কেন বা দেব মার্গেণ সম্পূজ্যো ভগবানিহ ।

কিং তং সেবামসেবাং বা সৰ্ব্বমেতদ্ ব্রণীহি নঃ

দেবদেব উবাচ ।

এতথঃ সন্ত্রবক্যামি গাঢ়ঃ গহনমন্তঃ ॥

প্রতিভাত হইতেছে ) । ১১১—১২০ । মুনিগণ  
অভিনিবিষ্টচিত্তে মহাদেবকে এইরূপ স্তব  
করিয়া প্রণামপূর্বক বলিলেন,—পূর্বে আপ-  
নার যেরূপ দেখিয়াছি, সেইরূপ দেখিতে  
ইচ্ছা করি । উমাসহচর সোমভূষণ মহাদেব  
শঙ্কর মুনিগণের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, মুনি-  
গণকে স্বীয় পরম রূপ দেখাইলেন । সেই  
বিপ্রগণ মহাশিবের সহিত পিনাকী গিরিশকে  
দর্শন করিয়া যথাপূর্বে অবস্থিত হইয়া হৃষ্টমনে  
প্রণাম করিলেন । তদনন্তর ভৃগু, অজিরা,  
বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, অত্রি, স্নকেশ,  
পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, মরীচ, কশ্যপ ও মহা-  
তপা সংবর্তক প্রভৃতি মুনিগণ পুনর্বার মৎস্য-  
বরের স্তব করিয়া প্রণামপূর্বক দেবদেবকে  
বলিলেন,—হে প্রভো দেবদেবেশ ! আমরা  
কৰ্ম্মযোগে বা জ্ঞানযোগে—কি প্রকারে সর্বদা  
আপনার পূজা করিব ? হে দেব ! এক্ষণে  
কোন মার্গে ভগবান্ আপনাকে পূজা করিতে  
হইবে ? কি কি সেবা বা কি কি অসেবা—  
এই সমস্ত আশাদিগকে বলুন । দেবদেব  
বলিলেন,—হে মহর্ষিগণ ! অভিপ্রগাঢ় ও

ব্রহ্মণা কথিতং পূর্বমাদ্যবেব মৎস্যবৎ ॥ ১২৬

সাংখ্যযোগাভিহা জ্ঞেয়ং পুরুষাণাং হি সাধনম্

যোগেন সহিতং সাংখ্যং পুরুষাণাং বিশ্বজিতম্

ন কেবলং হি যোগেন দৃষ্টতে পুরুষঃ পরঃ ।

জ্ঞানন্তু কেবলং সম্যগপবর্গকলপ্রদম্ ॥ ১২৭

ভবন্তঃ কেবলং যোগঃ সমাশ্রিত্য বিমুক্তয়ে ।

বিহায সাংখ্যং বিমলমকুরীত পরিভ্রমম্ ॥ ১২৮

এতন্মাৎ কারণাধিপ্রা নৃণাং কেবলকৰ্ম্মণাম্ ।

আগতোহগমমং দেশং জ্ঞাপয়ন মোহসন্তবম্

তন্মাস্তবান্তিবিমলং জ্ঞানং কৈবল্যসাধনম্ ।

জ্ঞাতব্যং হি প্রযত্নেন শ্রোতব্যং দৃষ্টমেব চ ॥ ১২৯

একঃ সৰ্ব্বত্রগো হ্যাত্মা কেবলশ্চিতিমাত্রকঃ ।

আনন্দো নির্মলো নিত্য এতদ্বৈ সাংখ্যদর্শনম্

এতদেব পরং মানমথ মোক্ষোহব্রুগীশ্বতে ।

এতৎ কৈবল্যমমলং ব্রহ্মভাবশ্চ বর্ণিতঃ ॥ ১৩০

অতি দূরবগাহ এই বিষয়টী আমি তোমা-  
দিগকে বলিব ; পূর্বে ব্রহ্মা প্রথমেই তালা  
বলিয়াছেন । সাংখ্য ( জ্ঞান-যোগ ) ও যোগ  
( কৰ্ম্মযোগ ) এই দুই প্রকারে পুরুষদিগের  
সাধন হইয়া থাকে, জানিবে । পরন্তু যোগ-  
সহিত সাংখ্যসাধনই মুক্তিপ্রদায়ক । কেবল  
যোগ দ্বারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার ঘটে না ;  
কিন্তু কেবল জ্ঞান (সাংখ্য) মুক্তিপ্রদ ।—১২১  
—১৩০ । তোমরা বিমল সাংখ্য ( তত্ত্বজ্ঞান )  
পরিভ্রম্য করিয়া মুক্তিকামনায় কেবল যোগ  
অশ্রয়পূর্বক ব্রথা পরিভ্রম্য করিয়াছ । হে  
বিপ্রগণ ! এই নিমিত্তই আমি কেবল কৰ্ম্মমাত্র  
অমুষ্ঠায়ী মনুষ্যাদিগের কৰ্ম্ম যে মোহসন্তত,  
ইহা প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে এই দেশে  
আগমন করিয়াছি । অতএব কৈবল্যসাধন  
বিমল জ্ঞান ( সাংখ্যজ্ঞানমাত্র আশ্রিত )  
তোমাদের জানা উচিত, যত্নপূর্বক তদনুশ্রেণে  
অবণ করা উচিত ও প্রত্যক্ষ করা উচিত ।  
এক আত্মাই সৰ্ব্বত্রগামী, কেবল ( অর্থাৎ  
প্রকৃতিশূন্য ), জ্ঞানবর, আনন্দময়, নির্মল ও  
নিত্য, ইহা সাংখ্যের মত ; এই পরম জ্ঞান-  
কেই জীবমুক্তি বলে । ইহার পরিণামই

আশ্রিত্য চৈতৎ পরমং তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ । বেদাভ্যাসরতো বিদ্বান্ ধ্যায়েৎ পশুপতিং শিবম্  
 পশুপতি মাং মহাত্মানো যতনো বিশ্বমৌশ্বরম্ ॥১৩৬॥ এষ পাশুপতো যোগঃ সেবনীয়ো মুমুকুতিঃ ।  
 এতৎ তৎ পরমং জ্ঞানং কেবলং সন্নিরঞ্জনম্ । তস্মচ্ছন্নৈর্হি সততং নিকটৈর্বারতি হি ঞ্জতম্ ॥  
 অহং হি বেঙ্গো ভগবান্ মম মূর্তিরিয়ং শিবা ॥ বাঁতরাগভয়ক্রোধা ময়য়া মায়াপাশ্রিতাঃ ।  
 বহুনি সাধনানীহ সিদ্ধয়ে কথিতানি তু । বহুবোহেনেন যোগেন পুতা মন্তাবমাগতাঃ ॥১৪৫॥  
 তেষামভ্যাধিকং জ্ঞানং মামকং হি জপপুঙ্গবাঃ ॥ অস্তানি চৈব শাস্ত্রানি লোকেহস্মিন্মোহনানি চ  
 জ্ঞানযোগরতাঃ শাস্তা মামেব শরণং গতাঃ । বেদবাদাবিকৃদ্ধানি মমৈব কথিতানি তু ॥ ১৪৬॥  
 যে হি মাং তস্মান্নিত্য ধ্যায়ন্তি সততং হৃদি ॥ বামং পাশুপতং সোমং লাক্ষলক্কেব তৈরবম্ ।  
 মন্তক্ৰিতং পরা নিত্যং যতঃ কৌণকল্লবাঃ । অসেব্যমেতৎ কথিতং বেদবাহুঃ তথৈতরং ॥  
 নাশয়ামাচিরাৎ তেষাং ঘোরং সংসারসাগরম্ ॥ বেদমূর্তিরহং বিপ্রা নাত্তশাস্ত্রার্থবোদিভাঃ ।  
 নিশ্চিন্তং হি ময়া পূর্বং ব্রতং পাশুপতং শুভম্ ॥ জায়তে মৎস্বরূপস্ত মুক্তা দেবং সনাতনম্ ॥১৪৮॥  
 শুভাদ্ভুতমং স্মৃৎসং বেদসারং বিমুক্তয়ে ॥১৪৯॥ স্থাপয়ধ্বমিমং মার্গং পূজয়ধ্বং মহেশ্বরম্ ।  
 প্রশান্তঃ সংযতমনা তস্মোদ্ধূলিতবিগ্রহঃ । ততোহচিরাধ্বরং জ্ঞানমুৎপত্ততি ন সংশয়ঃ ॥  
 ব্রহ্মচর্যরতো নগ্নো ব্রতং পাশুপতং চরেৎ ॥১৪৯॥ মামি ভক্তিঞ্চ বিপুলং ভবতামন্ত সন্তমাঃ ।  
 যদ্বা কৌপীনবসনঃ স্তাদেকবসনো মুনিঃ । ধ্যাতমাত্রো হি সারিধ্যং দান্তাম্ মুনিসন্তমাঃ

বিদেহকৈবল্য ও ব্রহ্মভাব । এই পরম জ্ঞান  
 আশ্রয় করিয়াই ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রহ্মপরায়ণ মহাত্মা  
 যতিগণ সমস্ত বস্তুকে ঈশ্বররূপে—সূত্রাং  
 মৎস্বরূপে জানে । এই সেই নিত্য নিরঞ্জন  
 ( অবিদ্যাদোষ-রহিত ) শুদ্ধ পরম জ্ঞানযোগ,  
 এই জ্ঞানের বেগ ভগবান্ আমি এবং আমার  
 মূর্তি এই পার্শ্বতী । হে হি জপপুঙ্গবগণ !  
 সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক প্রকার সাধন শাস্ত্রে  
 কথিত আছে, কিন্তু মদ্বিষয়ক জ্ঞান তৎসমুদয়  
 অপেক্ষা উৎকৃষ্ট । যে সকল শাস্ত্র ( জিতে-  
 স্ত্রিয় ) জ্ঞানযোগরত মানব আমার শরণাপন্ন,  
 যে সকল তস্মভূষিতাজ যোগী সতত হৃদয়ে  
 আমাকে ধ্যান করে এবং যে সকল নিম্পাপ  
 যতি সর্বদা আমাতে ভক্তিপরায়ণ, তাহাদিগের  
 সকলেরই ঘোর সংসার-সাগর অচিরাৎ বিনষ্ট  
 করিয়া থাকি ( অর্থাৎ তাহারা মুক্ত হয় ) ।  
 ১৩১—১৪০ । আমি পূর্বকালে শুভ পাশু-  
 পত-ব্রতের সৃষ্টি করিয়াছি । অতি শুভ ও  
 বেদের সাধকৃত স্মৃৎসং এই ব্রত বিমুক্তির কারণ ।  
 প্রশান্ত, সংযতমনা, তস্মলিগুকেবর, ব্রহ্ম-  
 চর্যরত এবং দিগধ্বর হইয়া পাশুপত-ব্রতের  
 সন্তান করিতে হয় । অথবা, জানী সাধক

কৌপীনবাসা বা একবস্ত্রপরিধায়ী মৌনাবলম্বী  
 ও বেদাভ্যাস-পরায়ণ হইয়া পশুপতি শিবের  
 ধ্যান করিবে । মুমুকুগণ তস্মলিগু-কলেবর  
 ও নিকট হইয়া এই পাশুপতযোগের সেবা  
 করিবে, ইহাই ঞ্জতিসিদ্ধি । বিগতাস্থ-  
 রাগ, নির্ভয়, অক্রোধ, আমাতে একাগ্রচিত্ত  
 ও আমার শরণাপন্ন হইয়া বহুলোক এই পাশু-  
 পত-যোগের বলে নিম্পাপ হইয়া শিবের প্রাপ্ত  
 হইয়াছে । এই সংসারে বেদবাদাবিকৃদ্ধ  
 অনেক শাস্ত্র আছে, এই সকল শাস্ত্র আমিই  
 বলিয়াছি ; কিন্তু উহারা কেবল মোহকারক-  
 মাত্র । বাম, পাশুপত, সোম, লাক্ষল ও তৈরব  
 এই সকল শাস্ত্র এবং বেদাবিকৃদ্ধ অন্ত যে  
 কিছু শাস্ত্র—তৎসমস্তই অসেব্য বলিয়া কথিত  
 হইয়াছে । আমি বেদমূর্তি, অতএব বেদকে  
 পরিত্যাগ করিয়া যাগের অস্ত শাস্ত্রার্থে  
 কৃতিবদ্য হইয়াছে,—তাহারা আমার স্বরূপ  
 জানিতে পারে না । এই পথ ( পাশুপতব্রত  
 মার্গ ) স্থাপন কর, মহেশ্বরের পূজা কর ;  
 তাহা হইলে অচিরাৎ পরম জ্ঞানের উৎপত্তি  
 হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই । হে সাধ-  
 য়েগণ ! আমার প্রক্তি, তাহাদিগের বিপুল-



ইতুঙ্কা ভগবান্ সোমন্ত ত্রৈবাস্তহিতোহভবৎ  
 তেহপি দাকুবনে স্থিত্বা হর্ষমুপাশ্রিত্য শঙ্করম্ ।  
 ব্রহ্মসংসারতাঃ শাস্তা সাংখ্যযোগপরায়ণাঃ ।  
 সমেত্য তে মহাত্মানো মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনঃ ।  
 বিচক্রিরে বহুন্ বাদান স্বাস্ত্রজ্ঞানসমাপ্রদান ।  
 কিমন্ত জগতো মূলমাত্মা চাস্মাকমেব হি ।  
 কোহপি স্মাৎ সর্বভাবানং হেতুরীশ্বর এব চ ॥ ১২৪  
 ইত্যেবং মন্তমানানাং ধ্যানমার্গাবলম্বিনাম্ ।  
 আবিরাসীন্নগদেবৌ ততো গিরিবরাশ্চজা ॥ ১২৪  
 কোটিশূর্য্যপ্রভৌকাশ জালামালাসমাবৃত্তা ।  
 শ্ৰুতান্তির্নির্মলগাভিঃ সা পুরয়ন্তী নভস্তলম্ ॥ ১২৫  
 তামবপশ্যদ্ গিরিজামমেয়াং  
 জালাসংস্রাস্তরসন্নবিষ্টাম্ ।  
 প্রণেমুরতোমখিলেশপত্নীং  
 জ্ঞানান্ত চৈতৎ পরমন্ত বোজম্ ॥ ১২৬  
 অস্মাকমেবা পরমন্ত পত্নী  
 গতিস্তথাশ্চ গগনাভিধানা ।

ভক্তি থাকুক, হে মুনিসন্তমগণ! ধ্যান করিয়া  
 মাত্রই আমি তোমাদিগের নিকট উপস্থিত  
 হইব। ১২১—১২০। এইরূপ বলিয়া ভগ-  
 বান্ শঙ্কর উমার সহিত সেই স্থানেই অস্তুতি  
 হইলেন। সেই মুনিগণও দাকুবনে অবস্থান  
 পূর্ব্বক মহেশ্বরের অর্চনা করিতে লাগিলেন।  
 ব্রহ্মসংসারতঃ, শাস্তা ও সাংখ্যযোগপরায়ণ সেই  
 মহাত্মা ব্রহ্মবাদী মুনিগণ একত্র মিলিত হইয়া  
 আন্ত্রজ্ঞানবিষয়ক এইরূপ বহু বাদানুবাদ  
 করিয়াছিলেন। এই জগতের মূল অর্থাৎ সম-  
 বাধিকারণ কি? উত্তর—আমাদিগের আত্মা।  
 এই সর্ব্বদার্থের হেতু (অর্থাৎ নিমিত্ত-  
 কারণ) কে? উত্তর—ঈশ্বর। তদন্তর এই  
 রূপে পরস্পর বিচারশীল ও নিদ্রাশয়নরত  
 মুনিগণের সমক্ষে মহাদেবী পার্শ্বভৌ আবির্ভূত  
 হইয়াছিলেন। তিনি কোটিশূর্য্যদৃশী ও  
 জালামালাসমাবৃত্তা। তিনি নির্মল সর্কীয়  
 দীপ্তি স্বারা নভোমণ্ডল পূর্ণ করিতে লাগি-  
 লেন। কিরণসমূহমধ্যে সন্নিবিষ্টা অমেয়া  
 সেই গিরিজাত্যাকে মুনিগণ দর্শন করিলেন

পশ্যন্ত্যাখ্যানমিদঞ্চ কুংসং  
 তন্ত্রামধেতে মুনঃ প্রহৃষ্টাঃ ॥ ১২৭  
 নিরৌকিতাস্তে পরমেশপত্ন্যা  
 তদন্তরে দেবমশেষহেতুম্ ।  
 পশ্যন্তি শঙ্কুঃ কবিমৌলিতারং  
 ক্রুদ্রঃ বৃহস্তঃ পুরুষঃ পুরাণম্ ॥ ১২৮  
 আলোক্য দেবীমথ দেবমৌলং  
 প্রণেমুরানন্দমবাপুরগ্রাম্ ।  
 জ্ঞানং তদৈশং ভগবৎপ্রসাদা-  
 দাবিকীভৌ জন্মবিনাশহেতু ॥ ১২৯  
 ইয়ং যা সা জগতো ঘোনিরেকা  
 সর্কীয়াক্ষা সর্কীয়ামিকা চ ।  
 মাহেশ্বরী শক্তিরনাদিসিদ্ধা  
 ব্যোমাভিধানা দিবি রাজভীব ॥ ১৩০  
 অস্তাং মহান্ পরমেষ্ঠী পরস্তা-  
 মাহেশ্বরঃ শিব একঃ স ক্রুদ্রঃ ।

এবং মাহেশ্বরপত্নীকে প্রণামও করিলেন।  
 সেই মুনিগণ জানিতে পারিলেন যে,—ইনিই  
 এই জগতের মূলকারণ এবং পরমপুরুষের  
 পত্নী গগনাভিধানা এই দেবীই আমাদিগের  
 গতি ও আত্মা। তৎপরে তাঁহারা নির্ধূল  
 জগৎ আত্মাকে সেই দেবীদেহে দর্শন করি-  
 লেন। তদন্তর তাঁহারা দেবীকর্তৃক নিরৌ-  
 কিত হইয়া নিরতিশয় হর্ষ লাভ করিলেন।  
 মুনিগণ ইত্যবকাশে অশেষ জগতের হেতু,  
 কবি, বৃহৎ, পুরাণ-পুরুষ, দেবদেব, মহাদেব,  
 মহেশ্বর ক্রুদ্রকেও সন্দর্শন করিলেন। দেবী  
 গিরিতা ও দেব মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া,  
 মুনিগণ অত্যন্ত আনন্দলাভ করিলেন এবং  
 প্রণাম করিলেন। তৎকালে ভগবৎপ্রসাদে  
 তাঁহাদের জন্মধ্বংসে। (মুক্তির) বীজভূত  
 তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহারা  
 সেই জ্ঞানযোগে জানিতে পারিলেন,—এই  
 যে সর্ব্বভূতময়ী, সর্কীয়ময়ী, ব্যোমাভিধানা,  
 অনাদিসিদ্ধা মহেশ্বরী শক্তি যেন আকাশে  
 বিরাজমানার স্তব দৃষ্ট হইতেছেন, ইনিই  
 জগতের একমাত্র যেনি (উৎপত্তিকারণ)।  
 ১২১—১৩০। জলমাস্তে দেবদেব মহান্



চকার বিশ্বঃ পরশক্তির্নিষ্ঠঃ

মায়ামখ'কহ চ দেবদেবঃ ॥ ১৬১

একো দেবঃ সৰ্বভূতেষু গুণো

মায়া ক্রুদ্রঃ সকলো নিষ্কলচ ।

স এব দেবৌ ন চ তদ্বিত্ত্বম্

মেতজ্জাহ্নবঃ হমুহ্রবঃ ব্রজন্তি ॥ ১৬২

অন্তর্হিতাহভুত্তগবান্ মনোশো

দেব্যা ভবা সঃ দেবাধিদেবঃ ।

আরাধয়ন্ত্য স্ম তমাধিদে

বনোকসন্তে পুনরৈব ক্রুদ্রম্ ॥ ১৬৩

এতদ্বঃ কথিতং সৰ্বং দেবদেবস্ত চেষ্টিতম্ ।

দেবদাকবনে পুংসঃ পুরাণে যন্ময়া ক্রুদ্রম্ ॥ ১৬৪

যঃ পঠেচ্ছুগায়িত্যং যুচ্যতে সৰ্বপাতকৈঃ ।

আবয়েদ্য দ্বিজাঙ্ঘ্রিস্তান্ স যাতি পরমাং গতিম্

ইতি ঐকোশ্বে মহাপুরাণে উপরিভাগে তীর্থ

মাহাত্ম্যো দেবদাকবনপ্রবেশো নাম

সপ্তত্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৭ ॥

পরমেশ্বর পরমমঙ্গলময় অদ্বিতীয় মহেশ্বর ক্রুদ্র এই দেবী প্রকৃতি হইতে মায়াসহযোগে পরশক্তির্নিষ্ঠ বিশ্বকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অদ্বিতীয় দেব ক্রুদ্র সৰ্বভূতে গুণভাবে অবস্থিত, মায়া এবং সকল ও নিষ্কল তিনিই এই দেবীরূপ;—কিছুই তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে; এইরূপ ভজ্ঞান লাভ করিলে জীবমুক্ত হইয়া যায়। অনন্তর দেবাধিদেব তগবান্ মহেশ্বর দেবীর সহিত অন্তর্হিত হইলেন। বনবাসী যজ্ঞবিগণও পুনরায় সেই আদিদেব ক্রুদ্রের আরাধনা করিতে লাগিলেন। দেবদেব মহেশ্বরের দেবদাকবনে পূর্বকালীন কুর্শ, যাহা পুরাণে আমি শ্রবণ করিয়াছি, তাহা তোমাদিগের নিকট এই সম্পূর্ণভাবে কথিত হইল। যে ব্যক্তি এই ক্রুদ্রমাহাত্ম্য পাঠ অথবা শ্রবণ করেন, তিনি সৰ্ব পাপ হইতে মুক্ত হন এবং যে ব্যক্তি শান্ত ত্রিগণকে শ্রবণ করান, তিনি পরমগতি প্রাপ্ত হন। ১৬১—১৬৪।

সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত্র উবাচ ।

এষা পুণ্যতমা দেবী দেব-গন্ধর্বসেবিতা ।

নন্দদা লোকবিখ্যাতা তীর্থানামুত্তমা নদী ॥ ১

তস্তাঃ শৃণুধ্বং মাহাত্ম্যং মার্কণ্ডেধেন ভাবিতম্ ।

যুধিষ্ঠিরায় তু ততঃ সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ২

যুষ্টিঃ উবাচ ।

কৃতান্তে বিবিধা ধর্ম্মাশ্রয়প্রসাদান্নভামুনে ।

মাহাত্ম্যঞ্চ প্রয়াগস্ত তীর্থানি বিবিধানি চ ॥ ৩

নন্দদা সৰ্বতীর্থানাং যুধা তি ভবতেরিতা ।

তস্তান্দিদানীং মাহাত্ম্যং বভূবুর্হসি সন্তঃ ॥ ৪

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

নন্দদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা ক্রুদ্রদেহাধিনিঃসৃত্য ।

তারয়েৎ সৰ্বভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ ॥ ৫

নন্দদায়ান্ত মাহাত্ম্যং পুরাণে যন্ময়া ক্রুদ্রম্ ।

ইদানীং তৎ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধৈকমনাঃ

শ্রুতম্ ॥ ৬

অষ্টত্রিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত্র কহিলেন;—সৰ্বলোকবিখ্যাতা,

তীর্থোত্তমা, দেবগন্ধর্বসেবিতা নন্দদানারী

এক পুণ্যতমা নদী আছে। রাজা যুধিষ্ঠিরের

নিকটে মার্কণ্ডেয় ব্রহ্ম যেরূপ বলিয়াছিলেন,

সেই সৰ্বপাপনাশন নন্দদামাহাত্ম্য আপনারা

শ্রবণ করুন। যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হে মহর্ষে!

আমি আপনাব প্রসাদে বিবিধ ধর্ম্ম, প্রয়াগ-

মাহাত্ম্য এবং নানা তীর্থের কথা শ্রবণ

করিয়াছি। কিন্তু আপনি বলিয়াছেন,—

নন্দদা সৰ্বতীর্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট; অতএব হে

সন্তম! এক্ষণে নন্দদামাহাত্ম্য কীর্তন করা

উচিত। মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—নদীশ্রেষ্ঠা

নন্দদা ক্রুদ্রের দেহ হইতে বিনিঃসৃত হইয়া-

ছেন, তিনি চরাচর সৰ্বভূতকেই উদ্ধার

করিতে পারেন। আমি পুরাণে নন্দদা-

মাহাত্ম্য যেমন শ্রবণ করিয়াছি, অতীত তাহাই

বলিতেছি, তুমি একমনা হইয়া সেই স্তম্ভ

পুণ্য। কনখলে গঙ্গা কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী ।  
গ্রামে বা যদি বারণ্যে পুণ্য সৰ্ব্বত্র নৰ্মদা ॥ ৭  
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহাদ্যামুনং জলম্  
সদাঃ পুন্যতি গাঙ্গেয়ং দৰ্শনাদেব নার্মদম্ ॥ ৮  
কলিকদেশপশ্চাৎ পৰ্বতেহমরকটকে ।  
পুণ্য চ ত্রিষু লোকেষু রমণীয়া মনোরমা ॥ ৯  
সদেবানুরগচ্ছকী ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ ।  
তপস্তপ্তা তু রাজেন্দ্র সিদ্ধিঞ্চ পরমাং গতাঃ ॥ ১০  
তত্র স্নানং নরো রাজনু নিয়মন্তো জিতেশ্বিয়ঃ ।  
উপোষ্য রজনীমেকাং কুলানাং তারয়েচ্ছতম্ ।  
যোজনানাং শতং সাগ্রং শ্রয়তে সরিহুতমা ।  
বিস্তারেন তু রাজেন্দ্র যোজনদ্বয়মায়ত ॥ ১২  
যষ্টিতীৰ্থসহস্রাণি যষ্টিকোট্যন্তধৈব চ ।  
পৰ্বতস্ত সমস্তাং তু তিষ্ঠন্ত্যমরকটকে ॥ ১৩

আখ্যান শ্রবণ কর। কনখলতীর্থে \* গঙ্গা  
অতি পবিত্রা, কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী অতি  
পবিত্রা এবং গ্রামে বা অরণ্যে সৰ্ব্বত্রই নৰ্মদা  
পবিত্রা। সরস্বতীর জল মানবকে তিন দিনে  
পবিত্র করে, যমুনার জল সপ্তাহে পবিত্র করে,  
গঙ্গাজল সদাই পবিত্র করে; কিন্তু নৰ্মদার  
জল দর্শনমাত্রেই পবিত্র করে। কলিকদেশের  
পশ্চিমাংশে ও অমরকটকনামক পৰ্বতে  
ত্রিলোকপবিত্রা রমণীয়া নৰ্মদা অবস্থিত। হে  
রাজেন্দ্র! দেবতা, অমর, গচ্ছকী এবং তপো-  
ধন ঋষিগণ এই স্থানে তপস্তা করিয়া পরম-  
সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১—১০। হে  
রাজনু! নিয়মস্ব ও জিতেশ্বিয় হইয়া নৰ্মদাতে  
স্নান ও একরাত্র উপবাস করিলে শত কুল  
উদ্ধার হয়। অত আছে,—সরিহুতমা নৰ্মদা  
কিঞ্চিদধিক শতযোজন দীর্ঘ ও দুই যোজন  
বিস্তৃত; যষ্টিসহস্র-সহিত যষ্টিকোটি তীর্থ এই  
অমর-কটক পৰ্বতের চতুর্দিকে অবস্থিত।

\* খলঃ কো নাপি মুক্তিং বৈ তজতে তত্র  
মজ্জনাং । অতঃ কনখলং তীর্থং নান্য চকু-  
র্ভুনীযমাং ।

ব্রহ্মচারী শুচিভূত্বা জিতক্রোধো জিতেশ্বিয়ঃ ।  
সৰ্ব্বাঃ সানিবৃত্তস্ত সৰ্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥ ১৪  
এবং শুদ্ধসমাচারো যন্ত প্রাণান পরিত্যজেৎ ।  
তস্ত পুণ্যকলং রাজন শৃণুযাবহিতোহনঘ ॥ ১৫  
শতং বর্ষসহস্রাণি স্বর্গে যোদতি পাণ্ডব ।  
অপ্সরোগণসকীর্ণো দিব্যাস্ত্রীপরিবারিতঃ ॥ ১৬  
দিব্যগচ্ছালিগুণশ্চ দিব্যপুষ্পোপশোভিতঃ ।  
ক্রৌড়তে দিব্যালোকে তু বিবৃধৈঃ সহ যোদতে ॥  
ততঃ স্বর্গাং পরিভ্রষ্টো রাজা ভবতি দার্ষিক্যঃ ।  
গৃহস্ত লভতেহসৌ বৈ নানারত্নসমধিতম্ ॥ ১৮  
স্তম্ভৈর্বাগ্নিময়ৈর্দিব্যৈর্বজ্রবৈদূর্যভূষিতম্ ।  
আলেখ্য-বাহনৈঃ শুভ্রৈর্দাসীশতসমধিতম্ ॥ ১৯  
রাজরাজেশ্বরঃ স্রীমান্ সৰ্ব্বসৌজনবরতঃ ।  
জীবৈশ্বৰ্যশতং সাগ্রং তত্র ভোগসমধিতঃ ॥ ২০  
অগ্নিপ্রবেশেহথ জলে অথবানশনে কুতে ।  
অনবর্জিকা গতিস্তস্ত পবনস্তাধরে যথা ॥ ২১  
পশ্চিমে পৰ্বততটে সৰ্ব্বপাপবিনাশনঃ ।

জিতক্রোধ, শুচি, ব্রহ্মচারী, সৰ্ব্বাঃ সানিবৃত্ত, সৰ্ব্বভূতহিতে রত ও শুদ্ধাচারী হইয়া নৰ্মদাত্ত  
যাহারা প্রাণ পরিত্যাগ করে, হে অনঘ!  
তাহাদের পুণ্যকল সাবধানে শ্রবণ কর। হে  
পাণ্ডব! সে ব্যক্তি অপ্সরোগণসকীর্ণ ও দিব্য-  
স্ত্রীপরিবৃত্ত হইয়া লক্ষবর্ষ কাল স্বর্গলোকে  
শুখভোগ করে এবং দিব্যগচ্ছ অহুলিগুণ ও  
দিব্যপুষ্পে উপশোভিত হইয়া ক্রৌড়তে  
বিবৃধগণের সহিত ক্রৌড়া করে ও আহলাদিত  
হয়। তদনন্তর স্বর্গলোক হইতে পরিভ্রষ্ট  
হইয়া ধর্মপরায়ণ রাজা হয় এবং নানারত্নসম-  
ধিত, মণিময়স্তম্বযুক্ত, বৈদূর্যাদি-মণিভূষিত,  
নির্মল আলেখ্য ও বাহনযুক্ত দাসীশতসমধিত  
গৃহে অবস্থান করে। সেই ব্যক্তি সৰ্ব্বসৌজন-  
বরত, রাজরাজেশ্বর ও সৰ্ব্বভোগসমধিত হইয়া  
শতবর্ষ জীবিত থাকে। ১১—২০। এই তীর্থে  
অগ্নি বা জলে প্রবেশ করিলে অথবা অনশন  
ব্রত আচরিত হইলে, বায়ু যেমন আকাশে  
মিলিয়া যায়, সেইরূপ তাহারও অপূনরাবর্তিকা  
গতি লাভ (অর্থাৎ) মুক্তি হয়। এই পৰ্ব-  
১৫৬

হ্রদো জলেধরো নাম ত্রিযু লোকেষু বিজ্ঞতঃ ॥২২॥  
 তত্র পিণ্ডপ্রদানেন সন্তোষ্যাসনকর্ষণা ।  
 দশ বর্ষসম্রাণি তর্পিতাঃ স্মার্ন সংশয়ঃ ॥ ২৩॥  
 দক্ষিণে নর্মদাকূলে কপিলাখ্যা মহানদী ।  
 সরলার্জুনসঙ্করা নাতিদূরে ব্যবহিতা ॥ ২৪॥  
 সা তু পুণ্যা মহাভাগা ত্রিযু লোকেষু বিজ্ঞতা ।  
 তত্র কোটিশতং সাত্ৰং তীর্থানাং যুধিষ্ঠির ॥ ২৫॥  
 তস্মিন্‌স্তীর্থে তু যে বৃক্ষাঃ পতিতাঃ কালপর্যায়ং  
 নর্মদাতোয়সম্পৃষ্টান্তে যান্তি পরমাং গতিম্ ॥২৬॥  
 দ্বিতীয়া তু মহাভাগ বিশল্যকরণী শুভা ।  
 তত্র তীর্থে নদ্যঃ সাত্ৰা বিশল্যা ভবতি কণাৎ  
 কপিলা চ বিশল্যা চ ঋষেভে সরিহস্তমে ।  
 ঈশ্বরেণ পুরা প্রোক্তে লোকানাং হিতকাময়া  
 অনাশকং যঃ কুর্খ্যাং তস্মিন্‌স্তীর্থে নরাধিপ ।  
 সর্বপাপবিনষ্টোহা কুর্খলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৭॥  
 তত্র সাত্ৰা নরো রাজস্বমেধকলং লভেৎ ॥

হ্রদের পশ্চিমদিকে ত্রিলোকবিজ্ঞত সর্বপাপ-  
 কিনাশন জলেধর-নামা এক হ্রদ আছে ।  
 উহাতে সন্তোষ্যাসনা এবং পিণ্ডপ্রদান করিলে  
 দশবর্ষসম্রাট্যাপিনী পিতৃভূগু হয় । নর্মদার  
 দক্ষিণকূলে অনতিদূরে সরল ও অর্জুনবৃক্ষে  
 আচ্ছাদিত কপিলানামী মহানদী আছে । ঐ  
 মহাভাগা নদী পবিত্রা ও ত্রিলোকবিজ্ঞতা ।  
 হে যুধিষ্ঠির । উহাতে শতকোটির অধিক তীর্থ  
 অবস্থিত আছে । ঐ তীর্থে কালক্রমে যে  
 সকল বৃক্ষ পতিত হয়, নর্মদার তোয়স্পর্শে  
 ঐ সকল বৃক্ষও পরম গতি প্রাপ্ত হয় । হে  
 মহাভাগ । বিশল্যকরণী নামে যে দ্বিতীয় নদী  
 আছে, ঐ তীর্থে স্নান করিলে মানবগণ  
 তৎকণাৎ বিশল্যা ( কেশশূভ ) হয় । কপিলা  
 ও বিশল্যা-নামী যে দুইটি নদী আছে, পূর্ব-  
 কালে লোকের হিতকামনায় ঈশ্বর বলিয়াছেন,  
 জাহ্নবী নদীর মতো উত্তম । হে নরাধিপ !  
 ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি অনাশক ব্রত ( প্রায়োপ-  
 বেশন ) করে, সে ব্যক্তি সর্বপাপবিনিমুক্ত  
 হইয়া কুর্খলোকে গমন করে । উহাতে স্নান  
 করিলে অশ্বমেধযজ্ঞ, কুল লাভ হয় । আর

যে বসন্ত্যন্তরে কূলে কুর্খলোকে বসতি তে ॥ ৩০-  
 সরস্বত্যাং গঙ্গায়াং নর্মদায়াং যুধিষ্ঠির ।  
 সমং স্নানঞ্চ দানঞ্চ যথা যে শতরোহস্রবীৎ ॥৩১॥  
 পরিত্যজতি যঃ প্রাণান্‌ পরিত্যজ্যমরকটকে ।  
 বর্ষকেটিশতং সাত্ৰং কুর্খলোকে মহীয়তে ॥ ৩২॥  
 নর্মদায়াং জলং পুণ্যং কেনোশ্বিসমলভুতম্ ।  
 পবিত্রং শিরসা ধৃহা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩৩॥  
 নর্মদা সর্বতঃ পুণ্যা ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ।  
 অহোরাত্রোপবাসেন মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যা ॥ ৩৪॥  
 জালেধরং তীর্থবরং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।  
 তত্র গহ্বা নিয়মবান্‌ সর্বকামান্‌ লভেদ্বরঃ ॥৩৫॥  
 চন্দ্রসূর্যোপরাগে তু গহ্বা চামরকটকম্ ।  
 অশ্বমেধাদশতলং পুণ্যমাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩৬॥  
 এষ পুণ্যো গিরিবরো দেব-গন্ধর্বসেবিতঃ ।  
 নানাভ্রমলতাকীর্ণো নানাপুল্পোপশোভিতঃ ॥৩৭॥  
 তত্র সরিহিতো রাজন্‌ দেব্যা সহ মহেশ্বরঃ ।  
 ব্রহ্মা বিকুন্তথা কুর্খো বিদ্যাধরগণৈঃ সহ ॥ ৩৮॥

যে সকল ব্যক্তি উহার উত্তর-কূলে বাস করে,  
 তাহারা কুর্খলোকেই বাস করে । ২১—৩০ ।  
 সরস্বতী, গঙ্গা ও নর্মদায় স্নান ও দান তুল্য-  
 কলজনক ইহা মহাদেব আমাদের বলিয়াছেন ।  
 যে ব্যক্তি অমরকটক পরিত্যক্ত প্রাণ পরিত্যাগ  
 করে, সে ব্যক্তি কিঞ্চিদধিক শতকোটিবর্ষ  
 কাল কুর্খলোকবাসী হয় । কেন ও উশ্বিযুক্ত  
 নর্মদার পবিত্র জল মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব-  
 পাপবিনিমুক্ত হয় । নর্মদা সর্বত্র পবিত্রা ও  
 ব্রহ্মহত্যা-পাপক্ষয়কারিণী, ঐ তীর্থে অহোরাত্র  
 উপবাস করিলে, ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে বিনি-  
 মুক্ত হয় । জালেধর নামক তীর্থবর সর্বপাপ-  
 নাশন ; নিয়মযুক্ত হইয়া ঐ তীর্থে গমন  
 করিলে সমস্ত কাম্যকল লাভ হয় । চন্দ্র-  
 সূর্যের গ্রহণকালে অমরকটকপরিত্যক্ত গমন  
 করিলে, অশ্বমেধের দশতল পুণ্য লাভ হয় ।  
 পরম পবিত্র এই গিরিবর দেব ও গন্ধর্ব-  
 লোচের সেবিত, নানা বৃক্ষ ও বিবিধ লতা  
 আকীর্ণ এবং নানা পুষ্পে উপশোভিত ।  
 রাজন্ ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কুর্খ এবং বিদ্যাধরগণে

প্রদক্ষিণ যঃ কুৰ্ঘ্যাৎ পর্ত্তেহমরকটকে ।  
পৌণ্ডরীক যজ্ঞস্ত কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥ ৩০  
কাবেরী নাম বিখ্যাতা নদী কল্যণনাশিনী ।  
তত্র স্নাত্বা মহাদেবোহমরকটকং প্রাপ্নোতি ॥ ৪০  
সক্রে নর্যদায়া ক্রতুলোকে মহীয়তে ॥ ৪১  
ইতি ত্রিকোণেশ্ব মহাপুরাণে উপরিভাগে তীর্থ-  
মাধায়ে মার্কণ্ডেয়-মুণ্ডিত্রিসংবাদে নর্যদা-  
মাধায়ে নামাষ্ট্রিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৫৮ ॥

একোনচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

নর্যদা সন্নিভাঃ শ্রেষ্ঠা সৰ্পপাপবিনাশিনী ।  
মুনিভিঃ কথিতা পূৰ্ব্বমীশ্বরেণ স্বয়মুবা ॥ ১  
মুনিভিঃ সংস্রুতা হেমা নর্যদা প্রবরা নদী ।  
ক্রতুগাজাধিনিজ্ঞাস্তা লোকানাং হিতকাময়া ॥ ২  
সৰ্পপাপহরা নিত্যং সৰ্পদেবনমস্কৃতা ।

পরিবৃত্ত হইয়া দেব মহেশ্বর দেবীর সহিত ঐ  
পৰ্বতে অবস্থান করেন । যে মানব অমর-  
কটক পৰ্বতে উঠাকে প্রদক্ষিণ করে, সে  
পৌণ্ডরীক-নামক যজ্ঞের কল প্রাপ্ত হয় ।  
কাবেরী নামে পাপনাশিনী যে বিখ্যাতা নদী  
আছে, তাহাতে স্নানপূৰ্ব্বক মহাদেব কৃষ্ণ-  
ধ্বজের অর্চনা করিবে । কাবেরী ও নর্য-  
দার সক্রে স্নান করিলে ক্রতুলোকে বাস  
হয় । ৩১—৪১ ।

অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

উনচত্বারিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন, নর্যদা নদীদিগের  
মধ্যে শ্রেষ্ঠা ও সৰ্পপাপনাশিনী, মুনিগণ ও  
স্বয়মুদ্রের পূর্বে ইহা বলিয়াছেন । মুনি-  
গণের সংস্রুতা নর্যদানারী এই প্রবরা নদী  
সৰ্পলোকের হিতের নিমিত্ত ক্রতুর গাত্র  
হইতে ঈনিজ্ঞাস্তা হইয়াছে । ঐ নর্যদা

সংস্রুতা দেবগণের পুরোভিত্তিধৈব চ ॥ ৩  
উত্তরে চৈব তৎকূলে তীর্থে ত্রৈলোক্যবিক্রমঃ ।  
নাম্না ভদ্রেবরং পুণ্যং সৰ্পপাপহরং শুভম্ ।  
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দৈবভৈঃ সহ যোদতে ॥ ৪  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থমাশ্রিত্যহম্ ।  
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রকলং লভেৎ ॥ ৫  
ততোহজারেশ্বরং গচ্ছেন্নিস্যতো নিয়তাননঃ ।  
সৰ্পপাপবিমুক্তাত্মা ক্রতুলোকে মহীয়তে ॥ ৬  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কেন্দারং নাম পুণ্যদম্ ।  
তত্র স্নাত্বাদকং পীত্বা সৰ্পান্ কামানবাশুয়াৎ ॥ ৭  
নিম্পলেশং ততো গচ্ছেৎ সৰ্পপাপবিনাশনম্ ।  
তত্র স্নাত্বা মহারাজ ক্রতুলোকে মহীয়তে ॥ ৮  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র বাণতীর্থমমৃতমম্ ।  
তত্র প্রাণান্ পরিত্যজ্য ক্রতুলোকমবাশুয়াৎ ॥ ৯  
ততঃ পুষ্করিণীং গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ॥

নিত্যই সৰ্পপাপহারিণী, সৰ্প দেবতার নমস্কৃতা  
এবং গন্ধক ও অঙ্গুরাগণের সংস্রুতা ।  
নর্যদার উত্তরকূলে ত্রৈলোক্যবিক্রম তীর্থক্ষেত্রে  
সৰ্পপাপপনোদন ভদ্রেবর-নামক শুভদায়ক  
পুণ্যতীর্থ আছে । তাহাতে স্নান করিলে  
মমৃত্য দেবগণের সহিত সুখানুভব করে ।  
হে রাজেন্দ্র ! তথা হইতে আত্মতর্কেশ্বরনামক  
তীর্থে গমন করিবে; ঐতীর্থে স্নান করিলে গো-  
সহস্রদানের কল প্রাপ্ত হয় । অনন্তর নিয়ম-  
বান্ ও পরিমিতাহার হইয়া অজারেশ্বরনামক  
তীর্থে গমন করিবে; তাহাতে তাহার আশ্রয়  
সৰ্পপাপ হইতে বিমুক্তি হয় ও ক্রতুলোকে  
বাস হয় । হে রাজন্ ! তথা হইতে কেন্দারনামক  
পুণ্যদায়ক তীর্থে গমন করিবে, তাহাতে স্নান  
ও উদকপান করিলে সমস্ত কাম্যকল লাভ  
করে । হে মহারাজ ! অনন্তর সৰ্পপাপনাশন  
নিম্পলেশনামক তীর্থে গমন করিবে; তাহাতে  
স্নান করিলে ক্রতুলোকবাসী হয় । হে রাজেন্দ্র !  
তথা হইতে বাণতীর্থনামক অমৃতময় তীর্থে  
গমন করিবে; তথায় প্রাণ-পরিত্যাগ করিলে  
ক্রতুলোকপ্রাপ্তি হয় । তদনন্তর পুষ্করিণী-  
নামক তীর্থে গমন করিবে ও তাহাতে স্নান

স্নাতমাত্রে নরস্তুত্র ইন্দ্রকাসিনঃ স্তভেৎ ॥ ১  
 ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র শূলভেদমিতি ক্রতিঃ ।  
 তত্র নাস্তা চ পীত্বা চ গোসহস্রকলং স্তভেৎ ॥ ১১  
 ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র বলিতীর্থমহুত্তমম্ ।  
 তত্র নাস্তা নরো রাজান্ সিংহাসনপাতিভবেৎ ॥  
 শক্রতীর্থে ততো গচ্ছত কূলে চৈব তু দক্ষিণে  
 উপোষ্য রজনীমেকাং স্নানং কৃৎস্বা যথাবিধি ॥ ১৩  
 আরাধ্যৈয়রাযোগং দেবদেবং নরোহমলঃ ।  
 গোসহস্রকলং প্রাপ্য বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ১৪  
 ঋষিতীর্থে ততো গয়া সর্কপাপহরং নৃণাম্ ।  
 স্নাতমাত্রে নরস্তুত্র শিবলোকে মহীয়তে ॥ ১৫  
 নারদস্ত তু তত্রৈব তীর্থে পরমশোভনম্ ।  
 স্নাতমাত্রে নরস্তুত্র গোসহস্রকলং স্তভেৎ ॥ ১৬  
 যত্র তপ্তং তপঃ পূর্বং নারদেন সুরধিগা ।  
 প্রীতস্তস্ত বদৌ যোগং দেবদেবো মহেশ্বরঃ ॥ ১৭

ব্রহ্মণা নির্মিতং লিঙ্গং ব্রহ্মেশ্বরমিতি ক্রতম্ ।  
 যত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥  
 ঋণতীর্থে ততো গচ্ছতৃণানুচ্যায়রো হবম্ ।  
 বটেশ্বরং ততো গচ্ছতৃ পর্ষাণ্ডং জন্মনঃ কলম্  
 ভীমেশ্বরং ততো গচ্ছতৃ সর্কব্যাবিবিনাশনম্ ।  
 স্নাতমাত্রে নরস্তুত্র সর্কভূঃঋষিঃ প্রযুচ্যতে ॥ ২০  
 ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র পিজলেশ্বরমহুত্তমম্ ।  
 অহোরাত্রোপবাসেন ত্রিরাত্রকলমাপুয়াৎ ॥ ২১  
 তস্মিন্শ্রুতীর্থে তু রাজেন্দ্র কপিলাং যঃ প্রযচ্ছতি ।  
 যাবন্তি তস্তা রোমাণি তৎপ্রসূতিকুলেষু চ ।  
 তাবৎসহস্রাণি কদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ২২  
 যত্র প্রাণপরিভ্যাগং কুর্ঘ্যাৎ তত্র নরাধিপ ।  
 অক্ষয়ং মোদতে কালং যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ ॥ ২৩  
 নশ্বদাতটমাত্রিত্য যেষ চ তিষ্ঠন্তি মানবাঃ ।  
 তে যুতাঃ স্বর্গমায়াস্তি সন্তঃ সুরকৃতিনো যথা ॥ ২৪

করিবে। মহুয্য তাহাতে কেবল স্নানমাত্র  
 করিলেই ইন্দ্রের সহিত একাসনে বাস করিতে  
 পারে। ১—১০। হে রাজেন্দ্র! তৎপরে  
 শূলভেদ নামে বিখ্যাত তীর্থে গমন করিবে;  
 এই তীর্থে স্নান ও উদকপান করিলে গোসহস্র-  
 দানের কল লাভ করিতে পারে। হে রাজেন্দ্র!  
 অনন্তর অহুত্তম বলি তীর্থে গমন করিবে।  
 হে রাজান্! মহুয্য এই তীর্থে স্নান করিলে  
 সিংহাসনপতি (রাজা) হয়। তদনন্তর নশ্ব-  
 নার দক্ষিণকূলে শক্রতীর্থে গমন করিবে। যে  
 ব্যক্তি এই তীর্থে একরাত্র উপবাসপূর্বক যথা-  
 বিধি স্নান করত নির্মল হইয়া মহাযোগী  
 মহাদেবের আরাধনা করে, সে ব্যক্তি  
 গোসহস্রদানের কললাভপূর্বক বিষ্ণুলোক-  
 গামী হয়। তদনন্তর মানবগণের সর্কপাপহর  
 ঋষিতীর্থে গমন করিয়া তাহাতে স্নানমাত্র  
 করিলেই মহুয্য, দেহান্তে শিবলোকবাসী হয়।  
 সেই স্থলেই পরম শোভন নারদতীর্থে;  
 তাহাতে স্নান করিলে মানব গোসহস্রদানের  
 কল লাভ করে। পূর্বকালে দেবর্ষি নারদ এই  
 স্থানে তপস্তা করিয়াছিলেন, তাহাতে দেব-  
 ঋষ মহেশ্বর প্রীত হইয়া তাঁহাকে যোগ

দান করিয়াছিলেন। তথায় ব্রহ্ম-নির্মিত  
 ব্রহ্মেশ্বরনামক বিখ্যাত শিবলিঙ্গ আছে;  
 হে রাজান্! এই তীর্থে স্নান করিলে মহুয্য  
 ব্রহ্মলোকবাসী হয়। তদনন্তর ঋণতীর্থে গমন  
 করিবে; ঋণতীর্থে যাইলে মহুয্য ঋণ হইতে  
 নিশ্চয় মুক্ত হয়। তদনন্তর বটেশ্বরতীর্থে গমন  
 করিবে; তাহাতে তাহার জন্মের কল যথেষ্ট  
 হয় (জন্ম সার্থক হয়)। তদনন্তর সর্কব্যাবি-  
 বিনাশন ভীমেশ্বর তীর্থে গমন করিবে, তথায়  
 স্নানমাত্র করিলে মহুয্য সর্ক ভূঃঋষি হইতে  
 হয়। ১১—২০। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর  
 পিজলেশ্বর নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে;  
 তথায় অহোরাত্র উপবাস করিলে ত্রিরাত্রো-  
 পবাসের কল হয়। হে রাজেন্দ্র! সেই তীর্থে  
 যে ব্যক্তি কপিলা দান করে, সে ব্যক্তি এই  
 কপিলায় ও তাহার সন্তানকুলের গায়ে যত  
 রোম থাকে, তাবৎসহস্র বর্ষ কদ্রলোকে বাস  
 করে। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি এই তীর্থে  
 প্রাণভ্যাগ করে, চন্দ্র ও দিবাকর যতদিন  
 থাকিবেন, তাবৎকাল সে অক্ষয়ভূখণ্ডারী  
 হয়। যে মানবেরা নশ্বদাতট আশ্রয় করিয়া  
 বাস করে, অত্যন্ত পুণ্যকারী পুরুষের জন্ম

ততো দীপ্তেশ্বরং গচ্ছেদ্যাসতীর্থং তপোবনম্ ।  
নিবর্তিতা পুরা তত্র ব্যাসভীতা মহানদী ।  
হুঙ্কারিতা তু ব্যাসেন দক্ষিণেন ততো গতা ॥২৫॥  
প্রদক্ষিণন্ত যঃ কুৰ্ধ্যাৎ তস্মিন্স্থিতীর্থে যুধিষ্ঠির ।  
প্রীতস্তত্র ভবেদ্যাসো বাহিতং নভতে কলম্ ॥  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ইক্ষুনদ্যাং সঙ্গমম্ ।  
ত্রৈলোক্যবিজ্ঞাতং পুণ্যং তত্র সন্নিহিতং শিবঃ ।  
তত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ গাণপত্যমবাধুয়াৎ ॥২৭॥  
স্বন্দতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।  
আ জন্মনঃ কৃতং পাপং স্নাতস্তত্র ব্যাপোহতি ॥  
তত্র দেবাঃ সগন্ধৰ্বা ভৰ্গস্বজমমৃতমম্ ।  
উপাসতে মহাত্মানঃ স্বন্দং শক্তিধরং প্রভুম্ ।  
ততো গচ্ছেদাক্ষিরসং স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।  
গোসহস্রকলং স্নাপ্য কুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩০ ॥  
অক্ষির! যত্র দেবেশং ব্রহ্মপুত্রো বৃষধ্বজম্ ।

তাহারা মরণান্তে স্বৰ্গভাগী হয়। তদনন্তর  
দীপ্তেশ্বর নামক ব্যাসতীর্থ তপোবনে গমন  
করিবে। ঐ স্থানে মহানদী ব্যাস হইতে ভীতা  
হইয়া নিবর্তিতা হইয়াছিলেন এবং ব্যাসের  
হুঙ্কারে সেই স্থান হইতে দক্ষিণভাগে গমন  
করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি ঐ  
তীর্থ প্রদক্ষিণ করে, ব্যাস তাহার প্রতি প্রীত  
হন এবং সে ব্যক্তি বাহিত কল লাভ করে।  
হে রাজেন্দ্র! অনন্তর ইক্ষুনদীর ত্রিলোক-  
বিজ্ঞাত পবিত্র সঙ্গমে গমন করিবে, তথায় শিব  
সন্নিহিত আছেন; হে রাজান্! ঐ স্থানে  
স্নান করিলে মনুষ্য গাণপত্য প্রাপ্ত হয়।  
তদনন্তর সর্বপাপনাশন স্বন্দতীর্থে গমন  
করিবে; ঐ তীর্থে স্নান করিলে আজন্ম-কৃত  
পাপ বিনষ্ট হয়। ঐ স্থানে গন্ধৰ্বগণের সহিত  
দেবগণ; মহাদেবস্বজ শক্তিধারী অমৃতম্ প্রভু  
মহাত্মা কীর্তিকৈশ্বর উপাসনা করেন।  
তদনন্তর আক্ষিরস-নামক তীর্থে গমন করিবে  
ও তাহাতে স্নান করিবে; তাহা করিলে  
গোসহস্রকলের কললাভপূৰ্ব্বক কুদ্রলোকগামী  
হয়। ২১—৩০। ঐ স্থানে ব্রহ্মার পুত্র অক্ষির

তপসারাম্য বিশেষঃ লব্ধবান্ যোগবৃন্তমম্ ॥ ৩১ ॥  
কুশতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।  
তত্র স্নানং প্রকুৰ্ব্বীত অশ্বমেধকলং লভেৎ ॥ ৩২ ॥  
কোটিতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।  
আ জন্মনঃ কৃতং পাপং স্নাতস্তত্র ব্যাপোহতি (১)  
চন্দ্রভাগাং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ  
স্নাতমাত্রে নদস্তত্র নৌমলোকে মহীয়তে ॥ ৩৪ ॥  
নর্মদাদক্ষিণে কূলে সঙ্গমেধরমৃতমম্ ।  
তত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ সর্বযজ্ঞকলং লভেৎ ॥  
নর্মদায়োত্তরে কূলে তীর্থং পরমশোভনম্ ।  
আদিত্যায়তনং রম্যমীশ্বরেণ তু ভাষিতম্ ॥ ৩৬ ॥  
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র দশা দানন্ত শক্তিতঃ ।  
তস্ত তীর্থপ্রভাভেণ নভতে চাক্ষরং কলম্ ॥ ৩৭ ॥  
দরিদ্রা ব্যাধিতা যে চ যে চ হৃদ্ধতকর্ম্মিণঃ ।

তপস্তু দ্বারা বিশেষরূপে যোগবৃন্ত লাভ  
আরাধনা করিয়া উত্তম যোগ লাভ করিয়া-  
ছিলেন। তদনন্তর সর্বপাপনাশন কুশতীর্থে  
গমন করিবে এবং ঐ তীর্থে স্নান করিবে।  
উহাতে স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ  
করে। তদনন্তর সর্বপাপপ্রণাশন কোটিতীর্থে  
গমন করিবে। তাহাতে স্নান করিলে আজন্ম-  
কৃত পাপ ক্ষয় হয় ( পাঠান্তরে—নিশ্চয়ই রাজ্য  
লাভ করে )। তদনন্তর চন্দ্রভাগা নদীতে  
গমন করিবে ও তাহাতে স্নান করিবে; তথায়  
স্নানমাত্র করিলেই মনুষ্য চন্দ্রলোকে বাস  
করে। নর্মদার দক্ষিণকূলে সঙ্গমেধর নামক  
উত্তম তীর্থ আছে; তাহাতে স্নান করিলেই  
মনুষ্য যজ্ঞকলভাগী হয়। নর্মদার উত্তরকূলে  
পরমশোভন দেবরভাষিত আদিত্যায়তন নামক  
রম্য তীর্থ আছে। হে রাজেন্দ্র! তাহাতে  
স্নান ও শতযজ্ঞসারে দান করিলে তীর্থপ্রভাবে  
সেই পুণ্যকার্যের অক্ষয় কল লাভ হয়; যে  
সকল ব্যক্তি দরিদ্র, যোগাধিত ও পাপকর্ম্ম

(১) তত্র স্নাত্বা নরো রাজান্ নভতে নাক্ষ-  
সংধরঃ। ইতি পাঠান্তরং কচিত্তদুর্ভূতে।



মুচ্যন্তে সৰ্বপাপেভ্যঃ সূৰ্য্যালোকং প্রযাতি চ ।  
 মাতৃতীৰ্থং ততো গচ্ছৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।  
 স্নাতমাত্ৰো নরস্তত্র স্বৰ্গলোকমবাগ্নুয়াৎ ॥ ৩৯  
 ততঃ পশ্চিমতো গচ্ছৎ মকদালয়মুত্তমম্ ।  
 তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র শুচিৰ্ভূত্বা সমাহিতঃ ॥ ৪০  
 কাঞ্চনঞ্চ যতেদদ্যাদযথাবিভববিস্তরম্ ।  
 পুষ্পকেন বিমানেন বায়ুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪১  
 ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র অহল্যা তীৰ্থমুত্তমম্ ।  
 স্নাতমাত্ৰাদপ্সরোভির্ষোদতে কালমুত্তমম্ ॥ ৪২  
 চৈত্ৰমাসে তু সম্প্রাপ্তে শুক্লপক্ষে জ্যৈষ্ঠদশী ।  
 কামদেবদিনে তস্মিন্নহল্যাং যন্ত পূজয়েৎ ॥ ৪৩  
 যত্র তত্র সমুৎপন্নো নরোহত্যর্থপ্রিয়ো ভবেৎ ।  
 স্ত্রীবল্লভো ভবেচ্ছ্রীমান্ কামদেব ইবাপরঃ ॥ ৪৪  
 সরিষরাং সমাসাদ্য তীৰ্থং শক্ৰস্ত বিষ্ণুতমম্ ।  
 স্নাতমাত্ৰো নরস্তত্র গোসহস্রকলং লভেৎ ॥ ৪৫  
 সোমতীৰ্থং ততো গচ্ছৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ

তাহারা তৎকালে সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া  
 সূৰ্য্যালোকগামী হয়। তদনন্তর মাতৃতীৰ্থে  
 গমন করিবে ও তাহাতে স্নান করিবে।  
 তাহাতে স্নানমাত্র করিলেই নর স্বৰ্গলোক  
 প্রাপ্ত হয়। নন্দাদার পশ্চিম ভাগে মকদালয়-  
 নামক উত্তম তীৰ্থে গমন করিবে; হে  
 রাজেন্দ্র! ঐ তীৰ্থে স্নানপূৰ্ব্বক শুচি ও সমা-  
 হিত হইয়া যত্ন উদ্দেশে যথাশক্তি কাঞ্চন  
 দান করিবে, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি পুষ্পক  
 বিমান দ্বারা বায়ুলোকে গমন করে। ৩৯—৪১।  
 হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম অহল্যা তীৰ্থে  
 গমন করিবে; তাহাতে স্নানমাত্র করিলে  
 অপ্সরোগণের সহিত দীর্ঘকাল সুখানুভব  
 করে। চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষে যে জ্যৈষ্ঠদশী  
 তিথি, ঐ কামদেব-তিথিতে যে নর তথায়  
 অহল্যার পূজা করে, সেই নর যে কোনও  
 জাতিতে জন্মগ্রহণ করুক না কেন, সৰ্ব-  
 লোকের অন্তঃস্থ প্রিয় হয় এবং দ্বিতীয় কাম-  
 দেবের স্তায় স্ত্রীমান ও স্ত্রীজাতির প্রিয় হয়।  
 শক্ৰতীৰ্থনামক সরিষরাকে প্রাপ্ত হইয়া তথায়  
 স্নানমাত্র করিলে মানব গোসহস্রদানের কল

স্নাতমাত্ৰো নরস্তত্র সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৪৬  
 সোমগ্রহে তু রাজেন্দ্র পাপকরকরং ভবেৎ ।  
 ত্রৈলোক্যবিস্কৃতঃ রাজন্ সোমতীৰ্থং মহাকলম্ ॥  
 যন্ত চান্দ্ৰায়ণং কুর্যাৎ তত্র তীৰ্থে সমাহিতঃ ।  
 সৰ্বপাপবিশুদ্ধাত্মা সোমলোকং স গচ্ছতি ॥ ৪৮  
 অগ্নিপ্রবেশং যঃ কুর্যাৎ সোমতীৰ্থে নরাধিপ ।  
 জলে চানশনং বাপি নাসৌ মৰ্ত্যো হি জায়তে  
 স্তত্তীৰ্থং ততো গচ্ছৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।  
 স্নাতমাত্ৰো নরস্তত্র সোমলোকে মহীয়তে ॥ ৫০  
 ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র বিষ্ণুতীৰ্থমুত্তমম্ ।  
 যোধনীপুরমাখ্যাতং বিষ্ণোঃ স্থানমুত্তমম্ ।  
 অশুরা যোধিতান্তত্র বাসুদেবেন কোটিশঃ ॥ ৫১  
 তত্র তীৰ্থং সমুৎপন্নং বিষ্ণুতীকো ভবেদহি ।  
 অহোরাত্রোপবাসেন ব্রহ্মহত্যাং বাপোহতি ॥ ৫২

লাভ করে। তদনন্তর সোম তীৰ্থে গমন  
 করিবে ও তাহাতে স্নান করিবে; স্নানমাত্র  
 করিলেই মনুষ্য সৰ্বপাপ হইতে বিনিমুক্ত  
 হয়। হে রাজেন্দ্র! চন্দ্রগ্রহণকালে তথায়  
 স্নান পাপকরকর হয়। হে রাজন্! সোম-  
 তীৰ্থ ত্রৈলোক্যবিস্কৃত ও মহাকলজনক।  
 যে ব্যক্তি সমাহিত হইয়া ঐ তীৰ্থে চান্দ্রায়ণ  
 ব্রত করে, সে সৰ্বপাপবিশুদ্ধ হইয়া ত্রৈলোক্য-  
 গামী হয়। হে নরাধিপ! যে ব্যক্তি সোম-  
 তীৰ্থে অগ্নিপ্রবেশ করে, কিংবা জলে প্রবেশ  
 বা অনশন ব্রত করে (অর্থাৎ এই তিনের  
 মধ্যে যে কোনও উপায়ে প্রাণত্যাগ করে),  
 তাহার পুনর্জন্ম হয় না। তদনন্তর স্তত্তীৰ্থে  
 গমন করিবে ও তাহাতে স্নান করিবে;  
 তাহাতে স্নানমাত্র করিলে মনুষ্য সোমলোক-  
 বাসী হয়। ৪২—৫০। হে রাজেন্দ্র! তদ-  
 নন্তর অতি উৎকৃষ্ট বিষ্ণুতীৰ্থে গমন করিবে;  
 উহা বিষ্ণুর অমুত্তম স্থান ও যোধনীপুর নামে  
 বিখ্যাত। ঐ স্থানে বাসুদেব কোটি কোটি  
 অশুরের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই  
 নিমিত্ত সেই স্থানে তীৰ্থ উৎপন্ন হইয়াছে।  
 ঐ তীৰ্থগমনে মনুষ্য বিষ্ণুভূত্যা স্ত্রীমান্ হয়  
 এবং অহোরাত্র উপবাস করিলে ব্রহ্মহত্যা



নন্দাদাক্ষিণে কূলে তীর্থে পরমশোভনম্ ।  
কামতীর্থমিতি খ্যাতঃ যত্র কামোহর্চনস্তবম্ ॥৫৩॥  
তস্মিন্তীর্থে নরঃ স্নাত্বা উপবাসপরায়ণঃ ।  
কুশুম্ভায়ুধরূপেণ ক্রুদ্ধলোকে মহীয়তে ॥ ৫৪  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ব্রহ্মতীর্থমন্তমম্ ।  
অমোঘমিতি বিখ্যাতঃ তত্র সন্তপ্যয়েৎ পিতৃন ।  
পৌর্ণমাস্ত্রায়মাবস্থ্যঃ শ্রাক্ষ কুর্ধ্যাদযথাবিধি ॥৫৫॥  
গজরূপা শিলা তত্র ত্রায়মধ্যে ব্যবস্থিতা ।  
তস্মিন্স্থ দাপয়েৎ পিণ্ডান্ বৈশাখে তু সমাহিতঃ  
স্নাত্বা সমাহিতমনা দস্তমাৎসর্যবর্জিতঃ ।  
তৃপান্তি পিতরস্তত্র যাবৎ তিষ্ঠতি মেদিনী ॥৫৬॥  
সিন্ধেবরং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ  
স্নাতমাত্রে নরস্তত্র গাণপত্যপদং লভেৎ ॥ ৫৮  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র লিঙ্গো যত্র জনার্দনঃ ।  
তত্র স্নাত্বা নরো ভক্ত্যা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥  
যত্র নারায়ণো দেবো মুনীনাং ভাবিতাস্থানাম্ ।

পাপনাশ হয় । নন্দাদার দক্ষিণকূলে কামতীর্থ নামে বিখ্যাত পরম শোভন তীর্থ আছে ;  
তথায় কামদেব মহাদেবের অর্চনা করিয়া-  
ছিলেন । মনুষ্য সেই স্থানে উপবাসপরায়ণ  
হইয়া স্নান করিলে কামদেবরূপে ক্রুদ্ধলোকে  
বাস করে । হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর অমোঘ  
বলিয়া বিখ্যাত ব্রহ্মতীর্থে গমন  
করিবে । তথায় পিতৃলোকের তর্পণ করিবে  
এবং পৌর্ণমাসী বা অমাবস্যায় বিধানানুসারে  
শ্রাক্ষ করিবে । ঐ তীর্থের জলমধ্যে গজরূপা  
শিলা আছে, বৈশাখ মাসে সমাহিতচিত্তে  
তাহাতে পিণ্ডান দান করিবে । দস্ত-মাৎসর্য-  
বর্জিত হইয়া বিতৃষ্ণাস্তঃকরণে স্নান করিলে,  
যে পর্য্যন্ত মেদিনী থাকিবে, সেকাল পর্য্যন্ত  
তাহার পিতৃলোক পরিতৃপ্ত থাকেন । তদন-  
ন্তর সিন্ধেবরতীর্থে গমন করিবে । মনুষ্য ঐ  
তীর্থে স্নানমাত্র করিলে গাণপত্যপদ লাভ  
করিতে পারে । হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর যে  
স্থানে জনার্দন লিঙ্গরূপে অবস্থিত, সেই স্থানে  
গমন করিবে ; মনুষ্য ঐ স্থানে ভক্তিপূর্বক  
স্নান করিলে বিষ্ণুলোকে বাস করে । সেই

স্থানানং দর্শয়ামাস লিঙ্গং তৎ পরমং পদম্ ।  
অকোলস্ত ততো গচ্ছেৎ সর্বপাপবিনাশনম্ ।  
স্নানং দানঞ্চ তত্রৈব ব্রাহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ॥৬১॥  
পিণ্ডপ্রদানঞ্চ কৃতং প্রেত্যানন্তকলপ্রদম্ ।  
ত্রিযম্বকেণ ভোয়েন যশ্চকং অপর্যেদ্বিজঃ ॥ ৬২  
অকোলমূলে দদ্যাক্ষ পিণ্ডাংশৈশ্চ যথাবিধি ।  
তারিতাঃ পিতরন্তেন তৃপান্ত্যচস্ততারকম্ ॥ ৬৩  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তাপসেবরমুত্তমম্ ।  
তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র প্রাপ্তুয়াৎ তপসঃ কলম্  
গুরুতীর্থং ততো গচ্ছেৎ সর্বপাপবিনাশনম্ ।  
নাস্তি তেন সমং তীর্থং নন্দাদায়াঃ ধৃষ্টিম্ ॥ ৬৪  
দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ তন্ত স্নানাদানাত্ তপোজপাত্  
হোমাক্ষেবোপবাসাক্ষ গুরুতীর্থে মহৎ ফলম্ ॥৬৬॥  
যোজনং তৎ সূতঃ ক্ষেত্রং দেবগন্ধর্বসেবিতম্  
গুরুতীর্থমিতি খ্যাতঃ সর্বপাপবিনাশনম্ ॥ ৬৭

স্থানে দেব নারায়ণ ভাবিতাস্থা মুনদিগকে  
সেই পরম পদ লিঙ্গরূপে স্বীয় আত্মাকে দর্শন  
করাইয়াছিলেন । ৫১—৬০ । তদনন্তর সর্ব-  
পাপ-বিনাশন অকোল-নামক তীর্থে গমন  
করিবে ; তথায় স্নান দান ব্রাহ্মণভোজন ও  
পিণ্ডদান করিলে পরলোকে অনন্ত কলপ্রদ  
হয় । যে ব্যক্তি জল দ্বারা চকু পাক করিয়া  
“ত্রিযম্বক” মন্ত্রে তথায় চকুহোম করে এবং  
অকোলমূলে বিধানানুসারে পিণ্ড প্রদান করে,  
তাহার পিতৃলোক তৎকর্তৃক তারিত হইয়া,  
যেকাল পর্য্যন্ত চন্দ্র-তারকা বিদ্যমান থাকিবে  
—সেকাল পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত থাকেন । হে  
রাজেন্দ্র ! তদনন্তর অতিশ্রেষ্ঠ তাপসেবর  
তীর্থে গমন করিবে । হে রাজেন্দ্র ! ঐ তীর্থে  
স্নান করিলে তপস্তার ফল লাভ হয় । তদ-  
নন্তর সর্বপাপবিনাশক গুরুতীর্থে গমন  
করিবে । হে যুধিষ্ঠির ! নন্দাদাতে গুরুতীর্থের  
সমান আর তীর্থ নাই । গুরুতীর্থের দর্শন, স্পর্শন  
এবং গুরুতীর্থে স্নান, দান, তপস্তা, জপ,  
হোম অথবা উপবাস করিলে মহাকল লাভ  
হয় । দেব ও গন্ধর্বগণকর্তৃক সেবিত গুরু-  
তীর্থ নামে বিখ্যাত সর্বপাপবিনাশন ঐ তীর্থ-

পাদপাদ্রোণ দৃষ্টেন ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতি ।  
 দেব্যা সহ সপা ভগ্নস্তত্র তিষ্ঠতি শব্দরঃ ॥ ৬৮  
 কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং বৈশাখে মাসি সুব্রত ।  
 লোকাং স্বকাষিনিজ্জম্য তত্র সন্নিহিতো হরঃ ॥ ৬৯  
 দেবদানবগন্ধৰ্ব্বাঃ সিদ্ধ-বিদ্যাধরাস্তথা ।  
 গণাশ্চান্দ্রসো নাগাস্তত্র তিষ্ঠন্তি পুত্রবাঃ ॥ ৭০  
 রজিতং হি যথা বস্ত্রং শুক্রং ভবতি বারিণা ।  
 আজয়জ্ঞনিতং পাপং শুক্রতীর্থে ব্যপোহতি ॥ ৭১  
 স্নানং দানং তপঃ শ্রাদ্ধগননং তত্র দৃষ্টতে ।  
 শুক্রতীর্থাং পরং তীর্থং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥  
 পূর্বে বয়সি কৰ্ম্মাণি কুৰ্ব্বা পাপাণি মানবঃ ।  
 অহোরাত্রোপবাসেন শুক্রতীর্থে ব্যপোহতি ॥ ৭২  
 কার্ত্তিকস্ত তু মাসস্ত কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশী ।  
 স্তুতেন আপয়েদেবমুপোষ্য পরমেশ্বরম্ ॥ ৭৪  
 একবিংশতিকুলোপেতো ন চ্যবেদৌশরালয়াং ।

তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ যজ্ঞৈর্দানেন বা পুনঃ ।  
 ন তাং গতিম্বাপ্নোতি শুক্রতীর্থে তু যাং লভেৎ  
 শুক্রতীর্থং মহাতীর্থমুযিসিদ্ধনিষেবিতম্ ।  
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ পুনর্জন্ম ন বিলতি ॥ ৭৬  
 অয়নে বা চতুর্দশ্যাং সংক্রান্তো বিমূবে তথা ।  
 স্নাত্বা তু সোপবাসঃ সন্ বিজিতাস্তা সমাহিতঃ  
 দানং দদ্যাদযথাশক্তি প্রায়েতাং হরিশব্দরো ।  
 এততীর্থপ্রভাবেন সৰ্বং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥ ৭৮  
 অনাথং হৃগতং বিপ্রং নাথবস্ত্রমথাপি বা ।  
 উদ্বাহয়তি স্তুতীর্থে তস্ত পুণ্যফলং শৃণু ॥ ৭৯  
 যাবৎ তদ্রোমসংখ্যা তু তৎপ্রসূতিকুলেষু চ ।  
 তাবদ্বর্ষসহস্রাণি কুদ্রলোকে মহীয়তে ॥ ৮০  
 ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র যমতীর্থমমুত্তমম্ ।  
 কৃষ্ণপক্ষে চতুর্দশ্যাং মাঘমাসে যুধিষ্ঠির ॥ ৮১  
 স্নানং কুৰ্ব্বা নক্তভোজী ন পশ্চেদ্যোনিসকটম্ ।

কেন্ন যোজনপরিমিত । সেই তীর্থে কেন্নস্থিত  
 কৃষ্ণের অগ্রভাগ দর্শন করিলেও ব্রহ্মহত্যা-পাপ  
 নাশ হয় । তথায় ভগবান্ ভর্গ ( সূর্য্যমণ্ডলস্থ-  
 তেজোরূপী ) শব্দর দেবীর সহিত সর্বদা অব-  
 স্থান করেন । হে সুব্রত ! বৈশাখ মাসের  
 কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে মহেশ্বর স্বকীয় শিবলোক  
 হইতে নিজ্জান্ত হইয়া ঐ স্থানে সন্নিহিত  
 থাকেন । দেব, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ, সিদ্ধ ও  
 বিদ্যাধরগণ, ঞ্জমগণ, অপ্সরোগণ এবং  
 নাগপুত্রবস্তুহ ঐ তীর্থে অবস্থান করেন ।  
 ৬১—৭০ । যেমন রজিত বস্ত্র বারি দ্বারা  
 ( ধোত করিলে ) শুক্র হয় সেইরূপ আজয়জ্ঞত  
 পাপ শুক্রতীর্থ গমনে বিনষ্ট হয় । ঐ তীর্থে  
 স্নান, দান, তপস্যা ও শ্রাদ্ধ অনন্তকসম্পদ হয় ।  
 শুক্রতীর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর নাই এবং  
 হইবেও না । মনুষ্য প্রথম বয়সে, পাপকর্ম্ম  
 সকল করিয়া শুক্রতীর্থে অহোরাত্র উপবাস  
 করিলে ঐ সকল পাপ নাশ করিতে পারে ।  
 কার্ত্তিক মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে উপ-  
 বাসপূর্ব্বক দেব পরমেশ্বরকে স্তুত দ্বারা স্নান  
 করাইবে ; তাহা হইলে সে ব্যক্তি বংশের  
 একবিংশতি পুরুষের সহিত ঈশ্বরালয় হইতে

বিচ্যুত হয় না । শুক্রতীর্থে যে গতি লাভ  
 হয়, তপস্যা ব্রহ্মচর্য্য যজ্ঞ বা দান দ্বারাও  
 সেরূপ গতি লাভ হয় না । ঋষি ও সিদ্ধগণ-  
 কর্ত্তক পরিসেবিত শুক্রতীর্থে মহাতীর্থ  
 বলিয়া জানিবে ; হে রাজন্ ! ঐ তীর্থে  
 স্নান করিলে মনুষ্যের আর পুনর্জন্ম  
 হয় না । অয়নসংক্রান্তিতে চতুর্দশীতে  
 অথবা বিমূব-সংক্রান্তিতে বিজিতাস্তা, সমাহিত  
 ও উপবাসযুক্ত হইয়া স্নান করিয়া : “হরি ও  
 শব্দর প্রীত হউন” এই কামনায় শক্তি অমু-  
 সারে দান করিবে ; তাহা হইলে ঐ তীর্থ-  
 প্রভাবে সে সমস্তই অক্ষয় হইবে । অনাথ  
 হৃগত বিপ্রের অথবা নাথবস্ত্র ( সহায়সম্পন্ন )  
 বিপ্রেরই বা হটক, যে ব্যক্তি ঐ তীর্থে উদ্বাহ  
 দিয়া দেয়, তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর ;—  
 তাহার শরীরে যতগুলি রোম থাকিবে ও  
 তাহার সন্তান সকলের শরীরে যতগুলি রোম  
 থাকিবে, বিবাহপ্রদাতার তত সহস্র বর্ষ কুদ্র-  
 লোকে বাস হইবে । ৭১—৮০ । হে রাজেন্দ্র ।  
 তদনন্তর উত্তম যমতীর্থে গমন করিবে । হে  
 যুধিষ্ঠির ! মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীতে  
 স্নান করিয়া নক্তভোজী হইলে আর জন্মগ্রহণ

ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র এরণ্ডীতীর্থমুত্তমম্ ॥ ৮২  
সঙ্গমে তু নরঃ স্নাত্বা উপবাসপরায়ণঃ ।  
৭) ব্রাহ্মণং ভোজয়েদেকং কোটির্ভবতি ভোজিতা  
এরণ্ডীসঙ্গমে স্নাত্বা ভক্তিতাবান্বিজিতঃ ।  
যুক্তিকাং শিরসি স্থাপ্য অবগাহ চ তজ্জলম্ ।  
নর্ম্মদোদকসম্মিশ্রং মুচ্যতে সর্বকিঞ্চিদৈঃ ॥ ৮৪  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থং কল্লোলকেশ্বরম্ ।  
গজাবতরতে তত্র দিনে পুণ্যে ন সংশয়ঃ ॥ ৮৫  
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ দধ্বা চৈব যথাবিধি ।  
সর্বপাপবিনিস্কৃতো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ৮৬  
নন্দীতীর্থং ততো গচ্ছেৎ তত্র স্নানং সমাচরেৎ  
প্রীয়তে তন্ত নন্দীশঃ সোমলোকে মহীয়তে ॥ ৮৭  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীর্থস্থানরকং শুভম্ ।  
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ নরকং নৈব পশুতি ॥ ৮৮  
হস্মিন্স্তীর্থে তু রাজেন্দ্র স্নাত্ত্বানি বিনিক্ষিপেৎ

রূপবান্ জায়তে লোকে ধনভোগসমবিতঃ ॥ ৮৯  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কপিলাতীর্থমুত্তমম্ ।  
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ গোসহস্রকলং লভেৎ ॥  
জ্যৈষ্ঠমাসে তু সন্ধ্যাপ্তে চতুর্দশ্যাং বিশেষতঃ ।  
তত্রোপোষ্য নরো তক্ত্যা দধ্বা দীপং যুতেন তু  
যুতেন আপয়েজ্জদ্রং সপ্ততং শ্রীকলং দদেৎ ॥  
ঘণ্টাভরণসংযুক্তং কপিলাং বৈ প্রদাপয়েৎ ॥ ৯২  
সর্বাভরণসংযুক্তঃ সর্বদেবনমস্কৃতঃ ।  
শিবতুলাবলো ভূত্বা শিববৎ ক্রীড়তে সদা ॥ ৯৩  
অঙ্গারকদিনে প্রাপ্তে চতুর্থাঙ্কে বিশেষতঃ ।  
স্নাপয়িত্বা শিবং দদ্যাদব্রাহ্মণেন্যন্ত ভোজনম্  
সর্বভোগসমায়ুক্তো বিমানে সার্বকামিকে ।  
গহ্বা শক্রস্ত ভবনং শক্রেণ সহ মোদতে ।  
ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো ধনবান্ ভোগবান্ ভবেৎ  
অঙ্গারকনবম্যাস্ত অমাবাস্ত্যাং তথৈব চ ।

করিতে হয় না (অর্থাৎ যুক্তি হয়)। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম এরণ্ডী তীর্থে গমন করিবে; উপবাসপরায়ণ হইয়া মনুষ্য এরণ্ডী-সঙ্গমে স্নান করত একটি ব্রাহ্মণ ভোজন করা-ইলে কোটিব্রাহ্মণ ভোজনের ফল প্রাপ্ত হন। ভক্তিতাবে এরণ্ডীসঙ্গমে স্নানপূর্বক তদীয় সঙ্গমে স্নানপূর্বক তদীয় যুক্তিকা মস্তকে ধারণ করিয়া পুনর্বার নর্ম্মদাজলমিশ্রিত এই এরণ্ডী-সঙ্গমজলে অবগাহন করিলে সর্ববিধ পাপ হইতে মুক্তি লাভ হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর কল্লোলকেশ্বর তীর্থে গমন করিবে; এই তীর্থে পুণ্যদিনে গজা অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। এই তীর্থে স্নান, তদীয় জলপান এবং তথায় বধাশাস্ত্র দান করিলে সর্বপাপ-বিনিস্কৃত হইয়া ব্রহ্মলোকে বাস করে। তদনন্তর নন্দীতীর্থে গমন করিবে এবং তথায় স্নান করিবে; তাহা করিলে তাহার প্রতি নন্দীশ্বর প্রীত হন এবং সেই ব্যক্তির সোমলোকে বাস হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অনরক-নামক শুভ তীর্থে গমন করিবে; হে রাজন্! তথায় স্নান করিলে মানবের আর নরকদর্শন হয় না। হে

রাজেন্দ্র! এই তীর্থে যে ব্যক্তি স্বকীয় অশ্বি (দস্তাদি) নিক্ষেপ করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে ধনভোগসমবিত ও রূপবান্ হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর উত্তম কপিলাতীর্থে গমন করিবে; হে রাজন্! এই তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য গোসহস্রদানের ফল লাভ করে। ৮১—৯০। জ্যৈষ্ঠ মাস উপস্থিত হইলে, বিশেষতঃ চতুর্দশীতে মনুষ্য এই তীর্থে উপবাস-পূর্বক ভক্তিতাবে যতপ্রদীপ দান করিয়া যত দ্বারা রুদ্রকে স্নান করাইবে, যতসংযুক্ত শ্রীকল প্রদান করিবে এবং ঘণ্টাভরণসংযুক্ত কপিলা দান করিবে; তাহার ফলে এই ব্যক্তি সর্বাভরণসংযুক্ত সর্বদেবনমস্কৃত ও শিবতুলাপরা-ক্রম হইয়া সর্বদা শিবের স্তায় ক্রীড়া করে। মঙ্গলবারে বিশেষতঃ চতুর্থী তিথিতে তথায় মহাদেবকে স্নান করাইয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন দান করিবে; তাহার ফলে এই ব্যক্তি সার্বকামিক বিমানে সর্বভোগসমায়ুক্ত হইয়া শক্রস্তবনে গমনপূর্বক শক্রেণ সহিত আনন্দ লাভ করে। তদনন্তর স্বর্গলোক-পরিভ্রষ্ট হইয়া ধনবান্ ও ভোগবান্ হয়। আর মঙ্গলবারযুক্ত নবমীতে যে ব্যক্তি তথায়

আপনং তত্র যত্নে রূপবান্ অতগো ভবেৎ ।  
 ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র গঙ্গেশ্বরমমুত্তমম্ ।  
 জীবনে মাসি সন্ত্রাণ্ডে কৃষ্ণপক্ষে (১) চতুর্দশী ।  
 স্নাতমাজ্ঞো নরস্তত্র ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।  
 পিতৃণাং তর্পণং কৃৎস্না যুচ্যতে স ঋণত্রয়াং । ১৮  
 গঙ্গেশ্বরসমীপে তু গঙ্গাবদনমুত্তমম্ ।  
 অকামো বা সকামো বা তত্র স্নাত্বা তু মানবঃ ।  
 আজন্মজনিভৈঃ পাপৈর্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ । ১৯  
 তত্র বৈ পশ্চিমে ভাগে সমীপে নাতিদূরতঃ ।  
 দশাশ্বমেধিকং তীর্থং ত্রিবি লোকেষু বিজ্ঞতম্ ।  
 উপোষ্য রজনীমেকাং মাসি ভাদ্রপদে শুভে ।  
 অমাবাস্ত্যাং নরঃ স্নাত্বা পূজয়েদ্গোবৃষধ্বজম্ ।  
 কাঞ্চনেন বিমানেন কিচ্চিগীজালমালিনা ।  
 গহ্বা রুদ্রপুংঃ রম্যং রুদ্রেণ সহ যোদতে । ১০২

যত্পূর্বক মহাদেবকে স্নান করায়, সে রূপবান্ ও সৌভাগ্যশালী হয়। হে রাজন্! তদনন্তর গঙ্গেশ্বরনামক অমুত্তম তীর্থে গমন করিবে; জীবন মাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে ঐ তীর্থে স্নানমাত্র করিলে সেই মনুষ্যের ব্রহ্মলোকে বাস হয় আর পিতৃলোকের তর্পণ করিলে ঋণত্রয় (দেব-ঋষি-পিতৃ-ঋণ) হইতে মুক্ত হয়। গঙ্গেশ্বরের সমীপে গঙ্গাবদন-নামক উত্তম তীর্থ আছে; ঐ তীর্থে মানব অকাম বা সকাম হইয়া স্নান করিলে আজন্মকৃত পাপ-হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। তাহার পশ্চিম ভাগে অনতিদূরে—সমীপে দশাশ্ব-মেধিকনামক ত্রিলোকবিজ্ঞত তীর্থ আছে; শুভ ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় একরাত্র (অহোরাত্র) উপবাসপূর্বক ঐ তীর্থে স্নান করিয়া বৃষধ্বজ শিবের পূজা করিবে; তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি কিচ্চিগীজালমালাসম্বিত কাঞ্চনময় বিমান দ্বারা রমণীয় রুদ্রপুরে গমন করিয়া রুদ্রের সহিত আনন্দ উপভোগ করে।

(১) শুক্লপক্ষে ইতি বা পাঠঃ

সর্বত্র সর্বদিবসে স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।  
 পিতৃণাং তর্পণং কৃৎস্না চাশ্বমেধকলং লভেৎ ॥ ১০৩  
 ইতি ত্রিকোণে মহাপুত্রে উপরিভাগে  
 নন্দলাভীর্থমাহাশ্রমং নামৈকোনচহা-  
 রিংগোহধ্যায়ঃ ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

মার্কণ্ডেয় উবাচ ।

ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র ভৃগুতীর্থমমুত্তমম্ ।  
 তত্র দেবং ভৃগুভর্গং রুদ্রমারাদয়ৎ পুরা ।  
 দর্শনাৎ তস্ত দ্বেষস্ত সদ্যঃ পাপাৎ প্রযুচ্যতে ॥ ১  
 এতৎ ক্ষেত্রং সুবিপুলং সর্বপাপপ্রণাশনম্ ।  
 তত্র স্নাত্বা দিবং যাস্তি যে যুতান্তেহপুনর্ভবাঃ ॥ ২  
 উপানহৌ তথা যুগাং দেয়মগ্নঞ্চ কাঞ্চনম্ ।  
 ভোজনঞ্চ যথাশক্তি তদশ্রাক্ষয়চ্যতে ॥ ৩  
 কল্পন্তি সর্বদানানি যজ্ঞো দানং তপঃ ক্রিয়া !

সকল তিথিতেই ঐ তীর্থের সর্বস্থানেই স্নান ও পিতৃতর্পণ করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। ১১—১০৩

উনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৩৯

চত্বারিংশ অধ্যায় ।

মার্কণ্ডেয় বলিলেন,—হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর অমুত্তম ভৃগুতীর্থে গমন করিবে; ঐ স্থানে পূর্বকালে ভৃগু, দেবদেব ভর্গ রুদ্রের আরাধনা করিয়াছিলেন। ঐ দেবকে দর্শন করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ পাপ হইতে মুক্ত হয়। এই সুবিকৃত ক্ষেত্র সর্বপাপনাশক; তথায় স্নান করিলে মনুষ্য স্বর্গগামী হয় এবং সেখানে যাহাদের যত্ন হয়, তাহাদের আর পুনর্ব্যায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তথায় উপানহযুগল, যুগা (বাহন), অন্ন, কাঞ্চন ও ভোজন—যথাশক্তি এই সমস্ত দান করিলে অক্ষয় ফল লাভ হয়। সর্বপ্রকার দান, যজ্ঞ ও তপশ্চর্যা এই সমস্তেরই বিনাশ

ন কয়েদ্যং তপস্বতঃ ভূতীর্থে যুধিষ্ঠির । ৪  
তীর্থে তপসোগ্রাণ তুষ্টেন ত্রিপুরারিণা ।  
সারিধ্যং তত্র কথিতং ভূতীর্থে যুধিষ্ঠির । ৫  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র গৌতমেধমুত্তমম্ ।  
বরাহাধ্য ত্রিশূলান্বঃ গৌতমঃ সিদ্ধিমাণ্ডিয়াং । ৬  
তত্র স্নাত্বা নরো রাজমুপবাসপরায়ণঃ ।  
কাঞ্চনেন বিমানেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে । ৭  
বৃষোৎসর্গঃ ততো গচ্ছেচ্ছাতং পদমাণ্ডিয়াং ।  
ন জানন্তি নরা মুঢ়া বিকোর্ম্যাবিমোহিতাঃ । ৮  
ধোতপাপং ততো গচ্ছেদ্ধোতং যত্র বৃষেণ তু ।  
নর্মদায়াং স্থিতঃ রাজন্ সর্ষপাতকনাশনম্ ।  
তত্র তীর্থে নরঃ স্নাত্বা ব্রহ্মহত্যাং বিমুক্ততি । ৯  
তত্র তীর্থে তু রাজেন্দ্র প্রাণত্যাগঃ করোতি যঃ  
চতুর্ভুজস্বিনেহ্যচ হরতুল্যবলো ভবেৎ । ১০

হইতে পারে, কিন্তু হে যুধিষ্ঠির ! ভূতীর্থে কৃত  
তপস্বার কখনই করণ হইবে না । ভূতীর্থে  
উগ্রতপস্তা করিলে তদ্বারা ত্রিপুরারি তাহার  
প্রতি পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন । হে যুধিষ্ঠির !  
কথিত আছে যে, ভূতীর্থে মহেশ্বর সম্বদা  
সম্বিহিত ! হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর উত্তম  
গৌতমেধব তীর্থে গমন করিবে ; ঐ স্থানে  
গৌতম মুনি, ত্রিশূলধারী মহাদেবের আরাধনা  
করিয়া সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । মনুষ্য-  
উপবাসপরায়ণ হইয়া ঐ তীর্থে স্নান করিলে,  
কাঞ্চনবিমানে আরোহণপূর্বক ব্রহ্মলোকে  
যাইয়া তথায় সম্মানিত হয় । তদনন্তর বৃষোৎ-  
সর্গ নামক তীর্থে গমন করিবে ; বৃষোৎসর্গ  
তীর্থে গমন করিলে মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া  
যায়, কিন্তু বিমুমায়ায় বিমোহিত মুঢ় মনুষ্য  
সকল এই তীর্থ অবগত নহে । হে রাজন্ !  
নর্মদাস্থিত সর্ষপাণবিনাশক ধোতপাপ-নামক  
তীর্থে গমন করিবে ; বৃষরূপী ধর্ম্য সে স্থানে  
পাপ ধোত করিয়াছিলেন । ঐ তীর্থে স্নান  
করিলে মনুষ্য ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত  
হয় ! হে রাজেন্দ্র ! ঐ তীর্থে যে ব্যক্তি  
প্রাণত্যাগ করে, সে ব্যক্তি চতুর্ভুজ, ত্রিনেত্র  
ও হরতুল্য বলবান হয় । ১—১০ । শিব-

বসেৎ কল্মাশুচং সাগ্রং শিবতুল্যপরাক্রমঃ ।  
কালেন মহতা জাতঃ পৃথিব্যামেকরাভুভবেৎ ।  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র হংসতীর্থমনুত্তমম্ ।  
তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ।  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র যত্র সিদ্ধো জনাৰ্দ্দনঃ ।  
বরাহতীর্থমাখ্যাং বিষ্ণুলোকগতিপ্রদম্ । ১৩  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র চন্দ্রতীর্থমনুত্তমম্ ।  
পৌর্ণমাস্তাং বিশেষেণ স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।  
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র চন্দ্রলোকে মহীয়তে । ১৪  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কস্তাতীর্থমনুত্তমম্ ।  
স্নাত্বা তত্র নরো রাজন্ সর্ষপাটৈঃ প্রমুচ্যতে ।  
গুরুপক্ষে তৃতীয়ায়াং স্নানং তত্র সমাচরেৎ ।  
স্নাতমাত্রো নরস্তত্র পৃথিব্যামেকরাভুভবেৎ । ১৬  
দেবতীর্থং তন্তো গচ্ছেৎ সর্ষদেবনমনুত্তমম্ ।  
তত্র স্নাত্বা চ রাজেন্দ্র দৈবতীঃ সহ মৌদিতৈঃ । ১৭  
ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র শিখিতীর্থমনুত্তমম্ ।

তুল্যপরাক্রম সেই ব্যক্তি অঘূতকল্পেরও অধিক-  
কাল শিবলোকে বাস করিয়া এই দীর্ঘকালের  
পর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণপূর্বক সাম্রাজ্যাধি-  
পতি হয় । হে রাজেন্দ্র ! পরে অনুত্তম হংস-  
তীর্থে গমন করিবে ! মনুষ্য ঐ তীর্থে স্নান  
করিলে ব্রহ্মলোকে পূজিত হয় । হে রাজেন্দ্র !  
তদনন্তর, যে স্থানে জনাৰ্দ্দন সিদ্ধ হইয়াছেন,  
সেই বিষ্ণুলোকগতিপ্রদ বরাহ তীর্থ নামে  
বিখ্যাততীর্থে গমন করিবে । হে রাজেন্দ্র ! তদ-  
নন্তর অনুত্তম চন্দ্রতীর্থে গমন করিবে ; বিশেষ  
ফলার্থ তথায় পৌর্ণমাসীতে স্নান করিবে । ঐ  
তীর্থে স্নানমাত্র করিলে মানবের চন্দ্রলোকে বাস  
হয় । হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর অনুত্তম কস্তাতীর্থে  
গমন করিবে ; মানব ঐ তীর্থে স্নান করিলে  
সর্ষ পাপ হইতে মুক্ত হয় । গুরুপক্ষের  
তৃতীয়াতে ঐ তীর্থে স্নানমাত্র করিলে মানব  
( জন্মান্তরে ) পৃথিবীতে সমাট হয় । তদনন্তর  
সর্ষদেব-নমস্কৃত দেবতীর্থে গমন করিবে ; হে  
রাজেন্দ্র ! ঐ তীর্থে স্নান করিলে সর্ষ দেবতার  
সহিত একত্র বাসজনিত ঐতিলাভ করে ।  
হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর অনুত্তম শিখিতীর্থে

যৎ তত্র দীযতে দানং সৰ্বং কোটিভুগং ভবেৎ ।  
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র তীৰ্থং পৈতামহং শুভম্ ।  
 যৎ তত্র দীযতে শ্রাদ্ধং সৰ্বং তস্তাক্ষয়ং ভবেৎ ।  
 সাবিজ্রীতীৰ্থমাসাদ্য যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ ।  
 বিধুয় সৰ্বপাপানি ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥ ২০ ॥  
 মনোহরস্ত তত্রৈব তীৰ্থং পরমশোভনম্ ।  
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ কুদ্রলোকে মহীয়তে ।  
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র মানসং তীৰ্থমুত্তমম্ ।  
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ কুদ্রলোকে মহীয়তে ।  
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র কল্পতীৰ্থমুত্তমম্ ।  
 স্নাত্বা তত্র নরো রাজন্ সৰ্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ।  
 স্বৰ্গবিন্দুং ততো গচ্ছেৎ তীৰ্থং দেবনমস্কৃতম্ ।  
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ দুর্গতিং নৈব পশুতি ।  
 অপ্সরেশং ততো গচ্ছেৎ স্নানং তত্র সমাচরেৎ  
 ক্রীড়তে নাকলোকস্থো হপ্সরোভিঃ স মোদতে  
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ভারতুতিমুত্তমম্ ।

গমন করিবে ; এই তীর্থে যাহা কিছু দান করা যায়, তাহার কোটিভুগ কল হয় । হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর শুভ পিতামহতীর্থে গমন করিবে ; এই তীর্থে শ্রাদ্ধাদি দান করিলে অক্ষয়কল লাভ হয় । সাবিজ্রীতীৰ্থ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সৰ্বপাপবিবর্জিত হইয়া ব্রহ্মলোকে সম্মানিত হয় । ১১—২০ ।  
 এই স্থানেই অপর পরমশোভন মনোহর তীৰ্থ আছে ; এই তীর্থে স্নান করিলে মনুষ্য কুদ্রলোকে সম্মানিত হয় । হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর উত্তম মানস তীর্থে গমন করিবে ; এই তীর্থে স্নান করিলে কুদ্রলোকে আদৃত হয় । হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর অতু্যক্স কল্পতীর্থে গমন করিবে ; হে রাজন্ ! এই তীর্থে স্নান করিলে, মনুষ্য সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয় । তদনন্তর দেবনমস্কৃত স্বৰ্গবিন্দু-নামক তীর্থে গমন করিবে ; হে রাজন্ ! এই তীর্থে স্নান করিলে মানবকে নরকদর্শন করিতে হয় না । তদনন্তর অপ্সরেশ-নামক তীর্থে গমন করিবে এবং তথায় স্নান করিবে ; তাহা করিলে সে স্বৰ্গলোকে ক্রীড়া করে এবং অপ্সরোগণের

উপোষিতো যজ্ঞেভেশং কুদ্রলোকে মহীয়তে ।  
 অশ্মিঃস্তীৰ্ণে যতো রাজন্ গাণপত্যমবাধুয়াৎ ।  
 কার্তিকে মাসি দেবেশমর্চয়েৎ পার্বতীপতিম্ ।  
 অৰ্ধমেধাদশভুগং প্রবদন্তি মনৌষিণঃ ॥ ২৪ ॥  
 বুধভং যঃ প্রযচ্ছেত তত্র কুন্দেবুসপ্রভম্ ।  
 বুধযুক্তেন যানেন কুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৮ ॥  
 এতৎ তীৰ্থং সমাসাদ্য যন্ত প্রাণান্ পরিত্যজেৎ  
 সৰ্বপাপবিনিশ্চুক্তো/কুদ্রলোকং স গচ্ছতি ॥ ২৯ ॥  
 জলপ্রবেশং যঃ কুৰ্ব্যাৎ তস্মিঃস্তীৰ্ণে নরাধিপ ।  
 হংসযুক্তেন যানেন স্বৰ্গলোকং স গচ্ছতি ॥ ৩০ ॥  
 এরণ্ডা নৰ্মদায়াস্ত-সঙ্গমং লোকবিজ্ঞতম্ ।  
 তচ্চ তীৰ্থং মহাপুণ্যং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ॥ ৩১ ॥  
 উপবাসপরো ভূত্বা নিত্যং ব্রতপরায়ণঃ ।  
 তত্র স্নাত্বা তু রাজেন্দ্র মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ৩২ ॥  
 ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র নৰ্মদোদধিসঙ্গমম্ ।  
 জমদগ্নিমিতি খ্যাতং সিকো যত্র জনাৰ্দনঃ ॥ ৩৩ ॥

সহিত আনন্দ উপভোগ করে । হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর অতু্যক্স ভারতুতিনামক তীর্থে গমন করিবে । হে রাজন্ ! এই তীর্থে উপবাসপূর্বক শিবপূজা করিলে কুদ্রলোকে বাস হয় । আর তথায় মরিলে গাণপত্যপ্রাপ্তি হয় । কার্তিক মাসে যে ব্যক্তি তথায় দেবাধিপতি পার্বতী-পতির পূজা করে, পণ্ডিতেরা বলেন, তাহার অৰ্ধমেধযজ্ঞের দশভুগ পুণ্য হয় । এই তীর্থে যে ব্যক্তি কুন্দপুষ্প ও চন্দ্রের ছায় শুক্লবর্ণ বৃষভ প্রদান করে, সে বুধযুক্ত যান দ্বারা কুদ্রলোকে গমন করে । এই তীৰ্থ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে সৰ্বপাপ-বিনিশ্চুক্ত হইয়া কুদ্রলোকে গমন করে । হে নরাধিপ ! যে ব্যক্তি এই তীর্থে জলপ্রবেশ করে, সে হংস-যুক্ত যান দ্বারা স্বৰ্গলোকে গমন করে । ২১—৩০ ।  
 এরণ্ডী ও নৰ্মদার সঙ্গমরূপ তীৰ্থ ত্রিলোকবিজ্ঞত । এই তীৰ্থ মহাপুণ্যজনক ও সৰ্বপাপনাশন । হে রাজেন্দ্র ! উপবাস-পরায়ণ ও সতত ব্রতপরায়ণ হইয়া এই তীর্থে স্নান করিলে ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হয় । হে রাজেন্দ্র ! তদনন্তর জমদগ্নি নামে বিখ্যাত



তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ নর্ষদোদধিসঙ্গমে ।  
 ত্রিগুণধামেশ্বর কলং প্রাপ্নোতি মানবঃ ॥৩৪  
 ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র বিমলেশ্বরমুত্তমম্ ।  
 তত্র স্নাত্বা নরো রাজন্ কুদ্রলোকে মহীমতে ॥৩৫  
 তত্রোপবাসং যঃ কুৰ্ব্বা পশ্চত বিমলেশ্বরম্ ।  
 সপ্তজন্মকৃতং পাপং হিত্বা যাতি শিবালয়ম্ ॥৩৬  
 ততো গচ্ছত রাজেন্দ্র অলকাতীর্থমুত্তমম্ ।  
 উপোষ্য রজনীমেকাং নিয়তো নিম্নতাপনঃ ।  
 অস্ত তীর্থস্ত মাহাত্ম্যানুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়া ॥ ৩৭  
 এতানি তব সংক্ষেপাৎ প্রাধাত্যং কথিতানি চ  
 ন শক্যা বিস্তরাৎকুং সখ্যা তীর্থেষু পাণ্ডব ॥  
 এষা পবিজ্ঞা বিপুল্য নদী ত্রৈলোক্যবিশ্ৰুতা ।  
 নর্ষদা সরিতাং শ্রেষ্ঠা মহাদেবস্ত বজ্রভা ॥ ৩৮  
 মনসা সংস্মরেদ্যন্ত নর্ষদাং বৈ যুধিষ্ঠির ।  
 চাত্তারিংশতং সংগ্রং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৪০

নর্ষদা ও উদধির সঙ্গমরূপ তীর্থে গমন  
 করিবে; এখানে জনার্দন সিদ্ধ হইয়াছিলেন।  
 হে রাজন্! সেই নর্ষদোদধি-সঙ্গমরূপ তীর্থে  
 স্নান করিলে মানব অশ্বমেধ-যজ্ঞের ত্রিগুণ কল  
 প্রাপ্ত হয়। হে রাজেন্দ্র! তদনন্তর বিম-  
 লেশ্বর নামক উত্তম তীর্থে গমন করিবে;  
 হে রাজন্! এই তীর্থে স্নান করিলে কুদ্রলোকে  
 বাস হয়। সেই তীর্থে যে ব্যক্তি উপবাস-  
 পূর্বক বিমলেশ্বর দর্শন করে, সে সপ্তজন্মকৃত  
 পাপ পরিত্যাগ করিয়া শিবালয়ে গমন করে।  
 তদনন্তর উত্তম অলকাতীর্থে গমন করিবে;  
 এই তীর্থে প্রথমে নিম্নমব'ন ও পরিমিতাহারী  
 হইয়া পরে অহোরাত্র উপবাস করিলে, এই  
 তীর্থের মাহাত্ম্যবলে ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে  
 মুক্ত হয়। হে পাণ্ডব! সংক্ষেপে প্রধানতঃ  
 এই কয়েকটি তীর্থ তোমার নিকট কথিত  
 হইল; তীর্থসংখ্যা বিস্তাররূপে বলিতে পারা  
 যায় না। এই সরিৎশ্রেষ্ঠা নর্ষদা নদী  
 পবিজ্ঞা, বিপুল্য, ত্রিলোকবিশ্রুতা ও মহাদেব-  
 শ্রিয়া। হে যুধিষ্ঠির! যে ব্যক্তি নর্ষদাকে  
 মনে মনেও স্মরণ করে, সে শত চাত্তারিংশের  
 কলেরও অধিক কল প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয়

অশ্বদধানাঃ পুত্রবা নান্তিক্যং ঘোরমাবিভাঃ ।  
 পতন্তি নরকে ঘোরে ইত্যাহ পরমেশ্বরঃ ॥ ৪১  
 নর্ষদাং সেবতে নিত্যং স্বয়ং দেবো মহেশ্বরঃ ।  
 তেন পুণ্যা নদী জেয়া ব্রহ্মহত্যাপহারিণী ॥ ৪২  
 ইতি ত্রিকোণ্ডিনে মহাপুরাণে উপরিভাগে নর্ষদা-  
 মাহাত্ম্যং নাম চত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

সূত উবাচ ।

ইদং ত্রৈলোক্যবিখ্যাতং তীর্থং নৈমিষকুত্তমম্ ।  
 মহাদেবপ্রিয়তরং মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১  
 মহাদেবঃ বিষ্ণুশায়ীনাং পরমেষ্টিনা ।  
 ব্রহ্মণা নিম্নিতং স্থানং তপস্তপঃ বিজ্যোত্তমাং চ  
 মরীচয়োহত্রয়ো বিপ্রা বলিষ্ঠাঃ ক্রতবন্তথা ।  
 ভৃগবোহজিরসঃ পূর্বং ব্রহ্মাণং কমলোত্তমম্ ।  
 সমেতা সর্ববরদং চতুর্মুর্তিং চতুর্মুখম্ ।

নাই! অকারিত্তি এবং ঘোর নাস্তিক্যাবলম্বী  
 মনুষ্যেরা ঘোর নরকে পতিত হয়, ভগবান্  
 পরমেশ্বর এইরূপ বলিয়াছেন। দেবদেব  
 মহেশ্বর নর্ষদাকে স্বয়ং নিত্য সেবা করিয়া  
 থাকেন, এই নিমিত্ত এই নদী অতিপুণ্যা ও  
 ব্রহ্মহত্যাপাপনাশিনী জানিবে। ৩১—৪১।

চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

সূত বলিলেন.—ত্রিলোকবিখ্যাত এই  
 শ্রেষ্ঠ নৈমিষ তীর্থ মহাদেবের প্রিয়তর ও  
 মহাপাতক-নাশন। হে বিজ্যোত্তমগণ! মহা-  
 দেবের দর্শনেচ্ছু ঋষিগণের জন্ম পরমেষ্টী ব্রহ্মা  
 এই স্থান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছেন ও এই স্থানে  
 তপস্তা করিয়াছেন। হে বিপ্রগণ! মরীচি,  
 অজি, বসিষ্ঠ, ক্রতু, ভৃগু ও অজিরার বংশো-  
 ত্তব এই যটকুলীয় মহর্ষিগণ পূর্বকালে সর্ব-  
 বরদ বিবর্ত্তা চতুর্মুর্তি চতুর্মুখ কমলোত্তক



পূজাতি প্রণিপঠিতানঃ বিশ্বকর্মাণমব্যয়ম্ ॥ ৪

যটকুলীয়া উচুঃ ।

ভগবন্ দেবমীশানং তমেবৈকং কপর্দিনম্ ।

কেনোপায়েন পশ্চেম ক্রুহি দেব নমস্তব ॥ ৫

অম্বোবাচ ।

সত্রং মহৎ সমাসধং বাহ্মনোদোষবর্জিতাঃ ।

দেশক বঃ প্রবক্ষ্যামি যস্মিন্ দেশে চরিত্যথ ॥ ৬

মুক্ষা মনোময়ঃ চক্রং সংসৃষ্টা তাম্রবাচ হ ।

কিণ্ডমেতদগ্ৰা চক্রমহুত্রজত মা চিরম্ ॥ ৭

যজ্ঞান্ত নেমিঃ শীর্ষোত স দেশস্তপসঃ শুভঃ ।

ভতো মূমোচ চক্রকং তে চ তৎ সমহুত্রজন ॥ ৮

তন্ত বৈ ব্রজতঃ কিপ্রং যত্র নেমিরশীৰ্য্যত ।

নৈমিষং তৎ স্মৃতং নারা পুণ্যং সর্ক্ক পূজিতম্

সিদ্ধ-চারণসঙ্কীর্ণং যদগচ্ছসেবিতম্ ।

হানং ভগবতঃ শতৈরুদৈর্দেবৈশ্চৈব ॥ ১০

অত্র দেবাঃ সগচ্ছাঃ সযকোরগরাক্ষাঃ ।

তপস্তপ্তা পুরাদেবা ভেত্তিরে প্রবরান্ বরান্ ॥

ইমং দেশং সমাশ্রিত্য যটকুলীয়াঃ সমাহিতাঃ ॥ ১১

সজ্জেনারাদ্য দেবেশঃ দৃষ্টবহো মহেশ্বরম্ ॥ ১২

অত্র দানং তপস্তপ্তং শ্রাদ্ধ-যাগাদিকঞ্চ যৎ ।

এতৈকং নাশয়েৎ পাপং সপ্তজন্মকৃতং তথা ॥ ১৩

অত্র পূর্বং স ভগবানুযীণাঃ সজ্জাসতাম্ ।

স বৈ প্রোবাচ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণং ব্রহ্মভাবিতম্ ॥

অত্র দেবো মহাদেবো ক্রমাণ্য কিল বিশ্বদৃক্ ।

রমতেহদ্যপি ভগবান্ প্রমথৈঃ পরিবারিতঃ ॥

অত্র প্রাণান্ পরিত্যজ্য নিয়মেন দ্বিজাতয়ঃ ।

ব্রহ্মলোকং গমিষ্যন্তি যত্র গম্মা ন জায়তে ॥ ১৬

অত্ৰাচ্চ তীর্থপ্রবরং জাপ্যেখরমিতি শ্রুতম্ ।

জাপ ক্রমনিশং যথা নন্দী মহাগণঃ ॥ ১৭

প্রীতস্তস্ত মহাদেবো দেব্যা সহ পিনাকধৃক্ ।

দদাবাচসমানসঃ মুক্তযকনমেব চ ॥ ১৮

অব্যয় ব্রহ্মার সমীপে বাইরা তাঁহাকে প্রণিপাতপূর্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন,—হে দেব! আপনিকে নমস্কার করি। হে ভগবন! কোন্ উপায় দ্বারা সেই দেবদেব অদ্বিতীয় ঈশানকে আমরা দর্শন করিব বলুন। ব্রহ্মা বলিলেন,—তোমরা বাক্য ও মনে দোষরহিত হইয়া মহাসজ্জের সমাচরণ কর; যে দেশে আচরণ করিবে, আমি তাহার উপদেশ করিব। পরে মনোময়চক্র-মোচনে উদ্যত হইয়া তাহা স্পর্শ করত ঋষিগণকে বলিলেন,—“আমি এই চক্র কেপণ করিলাম, তোমরা এই চক্রের অহু-গমন কর, বিলম্ব করিও না; যে স্থানে এই চক্রের নেমি পতিত হইবে, তপস্তার নিমিত্ত সেই দেশই উত্তম”। এই বলিয়া ব্রহ্মা সেই চক্রমোচন করিলেন, ঋষিগণও তাহার অহু-গমন করিলেন। ঐ শীত্ৰগামী চক্রের নেমি যে স্থানে পতিত হইয়াছিল, তাহা নৈমিষ নামে স্মৃত হইয়া থাকে। ঐ কেন্দ্র পবিত্র এবং সর্ক্ক পূজিত; সিদ্ধ ও চারণগণে আকীর্ণ, যক ও গচ্ছগণের সৌত এই উত্তম নৈমিষ-কেন্দ্র ভগবান্ শতুর স্তান। ঐ স্থানে দেব,

গচ্ছ, যক, উরগ অনুর ও রাকসগণ পূর্ব-কালে তপস্তা করিয়া দেবদেবের নিকট উৎকৃষ্ট বর লাভ করিয়াছিলেন। ১—১১। ঐ দেশ আশ্রয় করিয়া পূর্বোক্ত যটকুলোদ্ভব ঋষিগণ সমাহিতভাবে সজ্জদ্বারা আরাধনা করিয়া দেব-দেব মহাদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। এই তীর্থে দান, তপস্তা শ্রাদ্ধ ও যাগাদি যাহা কিছু করা যায়, ইহার এক একটি সপ্তজন্মকৃত পাপ ক্ষয় করে। এই স্থানে পূর্বকালে সজ্জ-উপাসনালীল মহর্ষিগণের নিকটে সেই ভগবান্ ব্রহ্মভাবিত ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলিয়াছিলেন। এই স্থানে বিশ্বদর্শী দেব ভগবান্ মহাদেব প্রমথগণসম্মিত হইয়া ক্রদ্রাগীর সহিত অদ্যাপি ক্রীড়া করিয়া থাকেন। দ্বিজগণ এই স্থানে নিয়মপূর্বক প্রাণ পরিত্যাগ করিলে তাঁহাদের ব্রহ্মলোকে গমন হয়—যে স্থানে গমন করিলে পুনর্বার জন্ম হয় না। জাপ্যেখর নামে বিস্তৃত অস্ত্র দ্বারা একটি উৎকৃষ্ট তীর্থ আছে, তথায় গণকোঠ নন্দী নির-ন্তর ক্রমময় জপ করিয়াছিলেন। তাহাতে পিনাকধারী মহাদেব দেবীর সহিত প্রীত হইয়া তাহাকে আশ্বসারুণ্য ও অমর্য প্রদান

অতুষ্ণিঃ স ধর্মীনা শিলাদো নাম ধর্মবিৎ ।  
 আরাধয়গদেবং পুত্রার্থং বৃষভধ্বজম্ ॥ ১১  
 তন্ত বর্ষসংক্রান্তে তপ্যমানস্ত বিবধক্ ।  
 শর্কঃ সোমো গণবৃত্তো বরদোহস্মীত্যভ্যত ॥ ২  
 স বস্ত্রে বরমীশানং বরেণ্যং গিরিমাংসম্ ।  
 অয়োনিজং বৃত্যহীনং যাচে পুত্রং ত্বয়া সমম্ ॥  
 তথাহিত্যাহ ভগবান্ দেব্য। সহ মহেশ্বরঃ ।  
 পশুতন্তু বিপ্রর্ষেরতর্কানংগতো হরঃ ॥ ২২  
 ততো যিষকুঃ স্বাং ভূমিং শিলাদো ধর্মবিত্তমঃ ।  
 চকর্ব লাক্ষলেনোকৌ তিস্বাদৃশত শোভনঃ ॥ ২৩  
 সংবর্তকানলপ্রথঃ কুমারঃ প্রহসন্নিব ।  
 রূপলাবণ্যসম্পন্নস্তেজসা ভাসয়ন্ দিশঃ ॥ ২৪  
 কুমারতুল্যোহপ্রতিমো মেঘগভীরয়া গিরা ।  
 শিলাং তাত তাতেতি প্রাহ নন্দী পুনঃপুনঃ ॥

তং দৃষ্ট্বা নন্দনং জাতং শিলাদঃ পরিবব্ধজে ।  
 মুনীনাং দর্শয়াশাস তজ্জামনিবাসিনাম্ ॥ ২৬  
 জাতকর্ষাদিকাঃ সকাঃ ক্রিয়াস্তন্ত চকার হ ।  
 উপনীয় যথাশাস্ত্রং বেদমধ্যাপয়ং স্বয়ম্ ॥ ২৭  
 অধীতবেদো ভগবান্ নন্দী মতিমন্তুতমাম্ ।  
 চক্রে মহেশ্বরং দৃষ্ট্বা জেযো মৃত্যুমিতি প্রভূম্ ॥  
 স গতা সাগরং পুণ্যমেকাগ্রঃ অন্ধয়াবিতঃ ।  
 জজাপ ক্রদমনিশং মহেশাসক্তমানসঃ ॥ ২৯  
 তন্ত কোট্যাঞ্চ পুণ্যায়ঃ শঙ্করো তক্তবৎসলঃ ।  
 আগত্য সাহঃ সগণো বরদোহস্মীত্যভ্যত ॥ ৩০  
 স বস্ত্রে পুনরেবেশং জপের কোটিমীশ্বরম্ ।  
 তাবদায়ুর্নহাদেবং দেহীতি বরমীশ্বর ॥ ৩১  
 একমুহুর্তি শূন্তোচ্য দেবোহপ্যন্তরীষত ।  
 জজাপ কোটিং ভগবান্ ক্রদন্তমানসঃ ॥ ৩২

করিয়াছেন। শিলাদ নামে প্রসিদ্ধ ধর্মীনা  
 ধর্মবিদ একজন ঋষি ছিলেন; তিনি পুত্রের  
 নিমিত্ত বৃষভধ্বজ মহাদেবের আরাধনা করিয়া-  
 ছিলেন। তপস্বী করিতে করিতে সেই ঋষির  
 সহস্র বৎসর গত হইলে, বিশ্বপালক মহাদেব  
 প্রমথগণে পরিবৃত্ত হইয়া উমার সহিত  
 ( আগমনপূর্বক ) বলিলেন,—“আমি বরদান  
 করিতে আসিয়াছি।” ১২—২০। গিরিজা-  
 পতি বরেণ্য মহেশ্বরের নিকট সেই ঋষি এই  
 ধর যাচঞা করিলেন যে, আপনার ভায়  
 অযোনিসম্ভব ও মরণরহিত যেন একটি পুত্র  
 প্রাপ্ত হই। দেবীর সহিত ভগবান্ মহেশ্বর  
 হর—“তথাহ” বলিয়া সেই বিপ্রর্ষির সমক্ষেই  
 অস্তহিত হইলেন। তদনন্তর বর্ষজ্যেষ্ঠ ঋষি  
 শিলাদ যাগ করিবার ইচ্ছায় স্বীয় ভূমি কর্ণ  
 করিতে লাগিলেন। তিনি লাক্ষল দ্বারা ভূমি  
 ভেদ করিয়া মাত্র একটি শোভন পুত্র দেখিতে  
 পাইলেন। সংবর্তকানলসদৃশ-প্রভাশালী, রূপ-  
 লাবণ্যসম্পন্ন এই কুমার স্বীয় তেজঃ দ্বারা  
 চতুর্দিক্ আলোকিত করত যেন হাস্ত করিতে  
 ছিলেন। কাঙ্ক্ষিত-সদৃশ অল্পমরূপ কুমার-  
 রূপে অবগোণ নন্দী তখন মেঘশব্দের ভায়  
 গভীরভাবে শিলাদ ঋষিকে “তাত! তাত!”

বলিয়া বারংবার সঙ্ঘোষন করিতে লাগিলেন।  
 শিলাদ ঋষি সেই জাত পুত্রকে দর্শন করিয়া  
 আশ্চর্যজন করিলেন এবং এই স্থানে আশ্রমবাসী  
 মুনিগণকে দেখাইলেন। তিনি সেই পুত্রের  
 যথাকালে জাতকর্ষাদি ক্রিয়া করিলেন এবং  
 উপনয়ন দিয়া যথাশাস্ত্র স্বয়ং বেদাধ্যয়ন  
 করাইতে লাগিলেন। ভগবান্ নন্দী বেদ  
 অধ্যয়ন করিয়া এই অল্পম মতি করিলেন  
 যে, প্রভু মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া বৃত্ত্যকে  
 জয় করিব। সেই নন্দী পবিত্র সাগরতীরে  
 গমন করিয়া একাগ্রচিত্তে মহেশ্বরের ধ্যান  
 করত অন্ধা-সহকারে নিরন্তর ক্রদময় জপ  
 করিতে লাগিলেন। নন্দীশ্বরকৃত ক্রদময়-  
 জপের কোটিসংখ্যা পূর্ণ হইলে, তক্তবৎসল  
 শঙ্কর জগদধা এবং প্রমথাদিগণের সহিত  
 উপস্থিত হইয়া “আমি বর প্রদান করিতে  
 আসিয়াছি” এই কথা বলিলেন। ২১—৩০।  
 নন্দী মহেশ্বর মহাদেবের নিকট প্রার্থনা  
 করিলেন যে, হে ঈশ্বর! পুনর্বার কোটি  
 ক্রদজপ যাবৎ কাল পরিসমাণ করিতে পারি,  
 তাবৎকাল পরমায়ুরূপ বর প্রদান করুন।  
 “এবমত” বলিয়া মহাদেব অস্তহিত হইলেন,  
 ভগবান্ নন্দীও তদনন্তরই বর প্রাপ্ত হইলেন।

দ্বিতীয়বার কোটিঃ বৈ পূর্ণাংক বৃষধ্বজঃ ।  
 আগত্য বরদোহমীতি প্রাহ তৃতগণৈঃ ৩৩  
 তৃতীয়াঃ কণ্ঠমিচ্ছামি কোটিঃ কুমোহপি শকর ।  
 তথাষিদ্ধ্যাহ বিদ্বান্ দেব্যা চান্তরীযত ৩৪  
 কোটিব্রহ্মেণ সম্পূর্ণে দেবঃ প্রীতমনা ভূশম ।  
 আগত্য বরদোহমীতি প্রাহ তৃতগণৈঃ ৩৫  
 ভূশমঃ কোটিমক্তাঃ বৈ কুমোহপি ভব তেজসা  
 ইত্যুক্তে ভগবান্ হ ন ভণ্ডব্যঃ স্বয়া পুনঃ ৩৬  
 অমরো জরয়া ত্যক্তো মম পার্শ্বগতঃ সদা ।  
 মহাগণপতিদেব্যাঃ পুত্রো ভব মহেশ্বরঃ ৩৭  
 যোগীশ্বরো যোগনেত্রো গণানামৌষধেশ্বরঃ ।  
 সৰ্বলোকপ্রাপিঃ জীমান্ সৰ্বভ্যো মনসাভিতঃ ৩৮  
 জ্ঞানং ভাস্মাকং দিবাঃ হস্তামলকবৎ তব ।  
 অভূতসুপ্ৰবাহায়ী ভূতো যুস্তসি ৩৯ পদম্ ৩৯

কোটি রুদ্ররূপ জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ।  
 রুদ্ররূপের দ্বিতীয় কোটি সংখ্যা পূর্ণ হইলে  
 তৃতগণপরিবৃত্ত বৃষধ্বজ ( দেবীর সন্ততি )  
 আগমনপূর্বক “আমি বর প্রদান করিতেছি”  
 এই কথা বলিলেন । তখন নন্দী বলিলেন, হে  
 শকর । পুনর্বার তৃতীয় কোটি রুদ্ররূপ করিতে  
 ইচ্ছা করি ; বিদ্বান্ ও “তথাহ” এই বলিয়া  
 দেবীর সহিত অন্তর্হিত হইলেন । এবম্বাক্যে  
 কোটিরূপ সম্পূর্ণ হইলে মহাদেব অত্যন্ত  
 প্রীত হইয়া তৃতগণের সহিত আগমনপূর্বক  
 “আমি বর প্রদান করিতেছি” এই কথা  
 বলিলেন । “হে ভগবন ! তোমার প্রভাবে  
 পুনর্বার আর এক কোটি জপ করিব” নন্দী  
 এইরূপ বলিলে, মহাদেব বলিলেন,—তোমার  
 আর জপ করিতে হইবে না । তুমি মরণ ও  
 জরা-রহিত, সমস্ত গণের অধিপতি, মহেশ্বর-  
 শালী, যোগীশ্বর, যোগবলে ত্রিকালদর্শী, গণ-  
 পতিগণের প্রভু, সৰ্বলোকের অধিপতি জীমান্,  
 সৰ্বভ্যো ও মৎসঙ্গ বশশালী হইয়া দেবীর  
 পুত্ররূপে সর্বদা আমার সমীপবর্তী থাক, কদাচ  
 আমলকের ভায় মদ্যময়ক জ্ঞান তোমার  
 হউক । এইরূপে মন্ত্রপ্রণয় পর্যন্ত স্বায়ী হইয়া  
 তখনকার পরম্পর প্রাপ্ত হইবে । মহাদেব

এতদ্বাক্য মহাদেবো গণানামুয় শকরঃ ।  
 অভিষেকেন যুক্তেন নন্দীশ্বরমবোজয়ৎ ৪০  
 উবাচ যামাস চ তং স্বয়মেব পিনাকধ্বক ।  
 মক্তাং গুতাং কতাং সুযশেতি চ বিজ্ঞাতাম্ ।  
 এতজ্ঞাপ্যেশ্বরং স্থানং দেবদেবন্ত শূনিনঃ ।  
 যত্র তত্র যুতো মর্ত্যো রুদ্রলোকে মহীয়তে ৪১

ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপরিভাগে  
 নৈমিষারণ্যে জ্ঞাপ্যেশ্বরমাহাত্ম্যে  
 একচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ৪১ ।

বিচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ ।

শ্রুত উবাচ ।

অন্তচ্চ তীর্থপ্রবরং জ্ঞাপ্যেশ্বরসমীপতঃ ।  
 নাশ্য পঞ্চনদং পুণ্যং সৰ্বপাপপ্রণাশনম্ ৪২  
 ত্রিরাত্রমুখিতত্ত্বজ পূজয়িত্বা মহেশ্বরম্ ।  
 সৰ্বপাপবিমুক্তত্বা রুদ্রলোকে মহীয়তে ৪৩  
 অন্তচ্চ তীর্থপ্রবরং শক্ভামিততেজসঃ ।  
 মহাভৈরবমিত্যুক্তং মহাশক্তকনাশনম্ ৪৪

শকর এইরূপ বলিয়া সমস্ত প্রমথগণকে  
 আহ্বানপূর্বক নন্দীশ্বরের যথোচিত অতিবেক  
 করিলেন । মহেশ্বর স্বয়ং মক্তাং গুতাং সুযশা-  
 নায়ী কতাং সহিত তাঁহার উবাচ ক্রিয়া সম্পা-  
 দন করাইলেন । এই জ্ঞাপ্যেশ্বর-নামক তীর্থ  
 ত্রিশূলী মহাদেবের স্থান । এই তীর্থের  
 কোনও স্থানে যুতা হইলে মানবের রুদ্রলোক-  
 প্রাপ্তি হয় । ৩১—৪২ ।

একচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ৪১ ।

বিচত্বারিংশ অধ্যায় ।

শ্রুত বলিলেন,—জ্ঞাপ্যেশ্বর তীর্থের নিকটে  
 সৰ্বপাপবিনাশক অতি পবিত্র পঞ্চনদ নামে  
 আর একটি ঐর্ষ্য তীর্থ আছে । ঐস্থানে  
 ত্রিরাত্র উপবাস করিয়া মহেশ্বরের পূজা করিলে  
 সৰ্বপাপবিমুক্ত হইয়া রুদ্রলোকে সমানিত  
 হয় । অমিততেজা শক্ভের মহাভৈরব নামে

তীর্থানাঞ্চ পরং তীর্থং বিত্তম্ । পরমা নদী ।  
সৰ্বপাপহরং পুণ্যং স্বয়ং যব গিরীশ্রজা ॥ ৪  
তীর্থং পঞ্চতপো নাম শস্তোরমিত্তেজসঃ ।  
যত্র দেবাধি দেবেন চকার্থং পূজিতো ভবঃ ॥ ৫  
পিণ্ডদানাদিকং তত্র প্রেত্যানন্দমুখপ্রদম্ ।  
মৃতস্তত্রাথ নিয়মাদ্ভক্ষালোকে মহীয়তে ॥ ৬  
কার্ণাবরোহণং নাম মহাদেবানন্দং শুভম্ ।  
যত্র মাধেয়বা ধর্ম্মা মুনিভিঃ সম্প্রবর্তিতাঃ ॥ ৭  
শ্রাদ্ধং দানং তপো হোম উপবাস সমুখাঞ্চকঃ ।  
পরিভ্রাজতি যঃ প্রাণান কদলোকৈঃ স গচ্ছতি  
অন্তরীক্শ তীর্থপ্রবরঃ বস্ত্রাভীর্থমমৃতম্  
তত্র গহ্বা তাজন প্রাণারো কানাপ্রোতি  
শাস্ত্রতান ॥ ৮  
জামদগ্ন্যন্ত চ শুভং রামস্মাক্রিষ্টকর্ম্মণঃ ।  
তত্র স্নাত্বা তীর্থবরে গোমুতক্ষণং লভেৎ ॥ ৯

মহাকালমিতি খ্যাতং তীর্থং লোকেষু বিজ্ঞেয়ং ।  
গহ্বা প্রাণান পরিভ্রাজ্য গাণপত্যমবাধুয়াৎ ॥ ১০  
তত্রাদ্ভক্ষতমং তীর্থং নকুলীশ্বরং মম্ ।  
তত্র সন্নিহিতঃ স্রীমান্ ভগবান্ নকুলীশ্বরঃ ॥ ১১  
হিমবচ্ছবরে সম্যো গজাঘারে স্নোতোত্তমে ।  
দেব্যা সহ মহাদেবো নিত্যং শিষ্যোচ্চ সংযুতঃ  
তত্র স্নাত্বা মহাদেবং পূজয়িত্বা বৃষধ্বজম্ ।  
সৰ্বপাপাং প্রমুচ্যেত মৃতস্তজ্জ্ঞানমাপুয়াৎ ॥ ১২  
অন্তরীক্শ দেবদেবস্ত স্তানং পুণ্যতমং শুভম্ ।  
ভীমেশ্বরমিতি খ্যাতং গহ্বা মুকুতি পাতকম্ ॥  
তথাস্তচণ্ডবেগায়াঃ সন্তোদঃ পাপনাশনঃ ।  
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ মুগাতে ব্রহ্মহত্যাং ॥ ১৩  
সৰ্বকামাশি চৈতেষাং তীর্থানাং পরমা পুরী ।  
নান্য বাবাণাং স্নাত্বা কোটিভোজ্যমাদিত্য  
তস্তাঃ পুরস্তায়াহায়াঃ ভাবিতং বো ময়া দিহা

বিখ্যাত মহাপাতকনাশক একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ  
আছে । গিরীশ্রসমুদ্রা পবিত্রা বিত্তস্তা-নদী  
শ্রেষ্ঠ নদী, তীর্থের মধ্যে উৎকৃষ্ট তীর্থ ; উহা  
সৰ্বপাপবিনাশিনী । অমিততেজা শম্বুর পঞ্চ  
তপা নামে তীর্থ আছে ; এই স্থানে দেবাধি-  
দেব বিষ্ণু সূর্য্যর্চনচক্রের নিমিত্ত মহাদেবের  
পূজা করিয়াছিলেন । এই তীর্থে পিণ্ডদানাদি  
করিলে পরলোকে স্বর্গ ও মোক্ষ লাভ হয়  
এবং নিয়ম অবলম্বনপূর্ব্বক দেহ পরিভ্রা-  
জ্য করিলে মনুষ্য ব্রহ্মলোকে সন্মানিত হয় ।  
মহাদেবো অতিপবিত্র আলয় কার্ণাব-  
রোহণ নামে আর একটি তীর্থ আছে ;  
এ স্থানে মুনিগণ মাধেয়র ধর্ম্মের প্রচার  
করিয়াছিলেন । এই তীর্থে শ্রাদ্ধ, দান,  
তপস্বা, হোম এবং উপবাস করিলে  
অকরুণ লাভ হয় এবং যে ব্যক্তি প্রাণ  
পরিভ্রাঙ্গ করে, সে কদলোকে গমন করে ।  
কর্ত্তাতীর্থ নামে আর একটি শ্রেষ্ঠতীর্থ আছে ;  
এ তীর্থে গমন করিয়া প্রাণ পরিভ্রাঙ্গ করিলে  
মনুষ্য অকলোকে প্রাপ্ত হয় । অক্লিষ্টকর্ম্ম  
জামদগ্ন্য নামে একটি পবিত্র তীর্থ  
আছে ; এই শ্রেষ্ঠতীর্থে গমন করিলে সর্ব-

গোদানের কল লাভ হয় ॥ ১—১০ ॥ লোক-  
বিজ্ঞাত মহাকাল নামে বিখ্যাত একটি তীর্থ  
আছে ; এই তীর্থে গমন করিয়া প্রাণ ত্যাগ  
করিলে গাণপত্যপদ লাভ হয় । অতি গোপ-  
নীয় নকুলীশ্বর নামে বিখ্যাত একটি শ্রেষ্ঠ তীর্থ  
আছে ; এই তীর্থে স্রীমান্ ভগবান্ নকুলীশ্বর  
সন্নিহিত আছেন । মনোরম হিমালয় পর্ব্ব-  
তের শিখর দেশস্থ অতি শোভন গজাঘারে  
শিষ্যগণে সংযুত হইয়া মহাদেব দেবীর সহিত  
সৰ্বদা সন্নিহিত আছেন । এই স্থানে স্নান  
করিয়া বৃষধ্বজ মহাদেবের পূজা করিলে মনুষ্য  
সৰ্বপাপ হইতে মুক্ত হয় এবং মরিলে তদীয়  
জ্ঞান প্রাপ্ত হয় । দেবদেব মহেশ্বরের বাস-  
স্থান অতি পবিত্র পুণ্যতম ভীমেশ্বর নামে  
বিখ্যাত আর একটি রমণীয় তীর্থ আছে ; এই  
তীর্থে গমন করিলে মানব পাতকবিশুদ্ধ হয় ।  
চণ্ডবেগা নদীর সঙ্গমস্থল পাপনাশন ; তথায়  
স্নান ও তদীয় জল পান করিলে ব্রহ্মহত্যা-  
পাপ হইতে মুক্ত হয় । বায়াশঙ্গী নদী দিগ্ভা-  
পুরী সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ । কোটি কোটি অমৃত-  
অমৃত তীর্থ অপেক্ষাও উহা অধিক কলপ্রদ  
(ঐশীং বহুসংখ্য বিবিধ তীর্থে যে কল লাভ

নান্যত্র লভতে বৃত্তিঃ যোগেনাপ্যেকজনম ॥ ১৮

এতে প্রাধান্ততঃ প্রোক্তা দেশাঃ পাপহরা নৃণাম্ ।

গত্বা সংকালয়েৎ পাপং জন্মান্তরশট্ঠঃ কৃতম্ ॥

যঃ স্বধর্ম্মান পরিভ্রাজ্য তীর্থসেবাং করোতি হি

ন তত্ কলতে তীর্থমিহ লোকে পরত্র চ ॥ ২০

প্রারচিত্ত্বো চ বিধুবল্লভা যাবাবরো গৃহী ।

প্রকুর্ধ্যাৎ তীর্থসংসেবাং যশ্চাত্তস্তানুশো জনঃ ॥

সহস্রিকা সপত্নীকো গচ্ছেৎ তীর্থানি যত্নতঃ ।

সম্পাপাবিনিমুক্তো যথোক্তাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥

ঋণানি ত্রীণাপাকৃত্য কুর্ধ্যাদ্য তীর্থসেবনম্ ।

বিধায় বৃত্তিঃ পুঙ্খানাং ভাব্যাং তেষু নিধায় চ ॥

প্রারচিত্ত্বপ্রসঙ্গেন তীর্থযাত্রাস্বামীবিতম্ ।

যঃ পঠেচ্ছৃংষাষাপি সম্পন্নৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২৪

হীত আকৌশল্যমুপায়ে উপবিষ্টাং তীর্থ-

মাহাত্ম্যং নাম ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ॥ ৪২ ॥

করা যায়, একমাত্র বারানসতীর্থেই তদপেক্ষা অধিক ফলপ্রাপ্তি হয়) এই তীর্থকথনপ্রসঙ্গে পূর্বে আমি বারানসীমাহাত্ম্য তোষাদিগের নিকটে বলিয়াছি, ইহা ত্রিংশ অস্ত্র তীর্থে যোগ দ্বারাও একজন্মে বৃত্তি লাভ হয় না। মনুষ্য-দিগের পাপহারক এই সমস্ত প্রধান দেশ কথিত হইল। ঐ সকল স্থানে গমন করিয়া (তৎকালে) সতজন্মকৃত পাপ প্রকালন করিবে। যে ব্যক্তি স্বকীয় ধর্ম্ম পরিভ্রাণ করিয়া তীর্থসেবা করে, ইহলোকে বা পর-লোকে তাহার তীর্থফল লাভ হয় না। ১১—২০। প্রারচিত্ত্বার্থ বিধুর (ক্রিষ্ট) যাবাবর ও গৃহী ইহার তীর্থসেবা করিবে এবং অস্ত্র ব্যক্তিও ইহাদের মত হইলে তীর্থসেবা করিবে। অগ্নি সৎ করিয়া সপত্নীক হইয়া যতপূর্ব্বক তীর্থগমন করিবে, তাহা হইলে সম্প-পাপ বিনিমুক্ত হইয়া যথোক্ত গতি প্রাপ্ত হয়। দেব-ঋষি-পিতৃপুরুষ ঋণজর হইতে মুক্ত হইয়া, পুঙ্খাদিগের সম্বন্ধে বৃত্তিবিধান এবং পুঙ্খগণের প্রাক্ত ভাব্যার ভাব অর্পণ করিয়া, তীর্থসেবা করিবে। প্রোক্তা চ-প্রোক্তা তীর্থ-

ত্রিচছারিংশোহধ্যায়ঃ ।

স্বত উবাচ ।

এতদাকর্ণ্য বিজ্ঞানং নারায়ণমুখেরিতম্ ।

কুর্মরূপধরং দেবং পপ্রচ্ছূর্ব্বনয়ঃ প্রভূম্ ॥ ১

ঋষয় উচুঃ ।

কথিতো ভবতা ধর্ম্মো মোক্ষকামং সবিস্তরম্ ।

লোকানাং সর্গবিস্তারো বংশো মনস্তরান ২০২

ইদানীং দেবদেবেশু প্রণয়ং বক্তুমহসি ।

ভূতানাং ভূতভাবোশ যথাপূর্ব্বং ত্রয়োদিশম্ ॥ ৩

স্বত উবাচ ।

ঋষা তেষাং তদা বাক্যং ভগবান কুর্মরূপধক্

বাজগীর মহাযোগী ভূতানাং প্রতिसকরম্ ॥ ৪

কুর্ম উবাচ ।

মিত্যো নৈমিত্তিকশ্চৈব প্রাক্ততা তাত্ত্বিকো তথা

চতুর্দ্বায়ং পুরাণেহশ্মিন প্রোচ্যতে প্রতিসকরঃ

মাহাত্ম্য কথিত হইল; যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে সম্পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। ১১—২৪।

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচছারিংশ অধ্যায় ।

স্বত বলিলেন,—মুনিগণ নারায়ণ-নু-

নিঃসৃত এই বিজ্ঞান (পরমার্থতত্ত্ব-নির্ণয়ক-

শাস্ত্র) শ্রবণ করিয়া কুর্মরূপধারী দেব প্রভুকে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—চাতুর্ঋণ্যাদি ধর্ম্ম, মোক্ষ-

বিজ্ঞান, লোকসৃষ্টি বিস্তার ও মনস্তর এই

সকল ব্রহ্মান্ত্র আপনি সবিস্তারে বলিয় ছেন।

কিন্তু হে ভূতভাবোশ! আপনি ভূতগণের ব্যাপ্ত

সৃষ্টিক্রম বলিয়াছেন, হে দেবদেবেশ! সম্যক্তি

তদনুসারে তাহাদিগের প্রণয় বলুন। স্বত

বলিলেন,—কুর্মরূপধারী মহাযোগী ভগবান

সেই মুনিদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সংস্কৃতের

প্রণয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। কুর্ম বল-

িলেন,—মিত্যো, নৈমিত্তিক, প্রাক্ত ও আত্ম-

ত্বিক এই প্রকার প্রণয় পুরাণ-শাস্ত্রে

যোহং সংদৃষ্টতে নিতাং লোকে ভূতকয়স্থিহ।  
 নিতাং সঙ্কীর্ণ্যতে নামা মুনিভিঃ প্রতিসংকরঃ ॥৬  
 ব্রাহ্মে নৈমিত্তিকো নাম কল্পান্তে যো ভবিষ্যতি  
 ত্রৈলোক্যান্তান্ত কথিতঃ প্রতিসংগো মনৌষিভিঃ ॥৭  
 মহদাজং বিশেষান্তং যদা সংযাতি সংকয়ম।  
 প্রাকৃতঃ প্রতিসংগোহং প্রোচ্যতে কালচিন্তকৈঃ  
 জ্ঞানদাত্যন্তিকঃ প্রোক্তো যোগিনঃ পরমাত্মনি  
 প্রলয়ঃ প্রতিসংগোহং কালচিন্তাপরৈর্বিভৈঃ ॥৯  
 আত্মান্তিকস্ত কথিতঃ প্রলয়ো জ্ঞানসাধনঃ।  
 নৈমিত্তিকমিদানীং বঃ কথয়িস্যে সমাসতঃ ॥১০  
 চতুর্গুণসংস্থান্তে সম্প্রাপ্তে প্রতিসংকরে।  
 স্বাসংসংসং প্রজাঃ কর্ভুং প্রতিপেদে প্রজাপতিঃ  
 তত্তো ভবত্যনাষ্টিস্তীত্রী সা শতবার্ষিকী।  
 ভূতকয়করী ঘোরা সর্কভূতকয়করী ॥ ১২  
 তত্তো যান্ত্রগণারানি সমানি পৃথিবীতলে।  
 তানি চাগ্রে প্রলীয়েন্তে ভূমিসমুৎপাদি চ ॥ ১৩

বলিয়া থাকে। এই জগতে প্রতিদিন সুষুপ্তি-  
 কালে যে এই সমস্ত ভূতের লয় দৃষ্ট হইয়া  
 থাকে, তাহাকে মুনিগণ নিত্যপ্রলয় বলিয়া  
 কীৰ্ত্তন করিয়া থাকেন। কল্পান্তে ব্রহ্মার নিদ্রা-  
 গমননিমিত্তক ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই লোকত্রয়ের  
 যে প্রলয় হইয়া থাকে, তাহাকে মনৌষিগণ  
 নৈমিত্তিক প্রলয় বলিয়া থাকেন। মহদহঙ্কারাদি  
 স্থলভূত পর্য্যন্তের যে প্রলয় হয়, কালজ্ঞানী  
 পণ্ডিতগণ তাহাকে প্রাকৃত প্রলয় বলেন।  
 তত্ত্বজ্ঞান-হেতুক যোগীদিগের যে পরমাত্মাতে  
 লয় হয়, কালচিন্তাপরায়ণ বিজ্ঞগণ বলিয়াছেন,  
 তাঁহার নাম আত্মান্তিক প্রলয়। আত্মান্তিক  
 প্রলয় আত্মজ্ঞানজন্ম, ইহা বলা হইয়াছে।  
 অধুনা হোমাদিগের নিকট নৈমিত্তিক প্রলয়  
 সংক্ষেপে বলিব। ১—১০। চতুর্গুণ-সংস্থের  
 পর প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সমস্ত প্রজাকে  
 আত্মগত করিবার নিমিত্ত প্রজাপতি অভিনয়  
 করেন। তদন্তর শতবর্ষব্যাপিনী সর্কভূত-  
 কয়করী ও সর্কভূতকয়করী ঘোরা প্রবল  
 অনাষ্ট্র হয়। তদন্তর পৃথিবীমধ্যে যে  
 সকল প্রাণী কর্কট, তাহাদেরই প্রথমভঃ প্রলয়

সপ্তরশ্মিরথো ভূয়া সমুত্তিষ্ঠন্ দিবাকরঃ।  
 অসহরশ্মির্ভবতি পিবন্তো গতভিভিঃ ॥ ১৪  
 তন্ত তে রশ্ময়ঃ সপ্ত পিবন্ত্যসু মথার্ণবে।  
 হেনাহারেণ তে দীপ্তাঃ সূর্যাঃ সপ্ত ভবন্তি চি।  
 ততস্তে রশ্ময়ঃ সপ্ত শোষয়িত্বা চতুর্দিশম।  
 চতুল্লোকমিদং সর্কং দহন্তি শিখিনো যথা ॥১৬  
 ব্যাপ্তবস্তশ্চ তে দীপ্তা উর্জ্জ্বলাঃ স্বরশ্মিভিঃ।  
 দীপ্যন্তে ভাস্করাঃ সপ্ত যুগান্তাপ্রপ্রদীপিতাঃ।  
 তে সূর্যা বারিণা দীপ্তা বহুসাংস্বরশ্ময়ঃ।  
 যং সমাবৃত্য তিষ্ঠন্তি প্রদহন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ১৮  
 ততস্তেযাং প্রতাপেন দহমানা বসুন্ধরা।  
 সাদ্রিনদ্যাববছীপা নিম্নেহা সম্প্রপদ্যতে ॥ ১৯  
 মরৌচিভিঃ প্রদীপ্তাভিঃ সমুত্তাভিঃ সমন্ততঃ।  
 অধঃচোর্জ্জ্বলন্ত্যতিস্তির্ঘ্যাক্ চৈব সমাবৃত্তম্ ॥ ২০

হইয়া থাকে ও তাহার শ্মিকার প্রাপ্ত হয়।  
 অনন্তর সপ্তরশ্মি প্রকাশ করত দিবাকর  
 উদগত হইয়া থাকেন। তিনি ঐ সকল রশ্মি-  
 দ্বারা জলকে পান (বাস্পাকারে পরিণত  
 করত আকর্ষণ) করেন, তৎকালে তাঁহার  
 রশ্মি কেহই সহ করিতে পারে না। এইরূপে  
 সূর্যের সপ্ত-রশ্মি মথার্ণবে জলপান করিয়া  
 থাকে। ঐ জলপান দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়া সপ্ত-  
 রশ্মি সপ্তসূর্য্যাকারে পরিণত হয়। তদন্তর ঐ  
 সপ্তরশ্মি চতুর্দিকস্থ জল শোষণ করিয়া বহির  
 ভায়, লোকচতুর্দিককে (ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও মহ-  
 লৌক) দহ্য করিতে থাকে। সেই সপ্ত ভাস্কর  
 স্ব স্ব রশ্মিদ্বারা উর্জ্জ্ব ও অধোভাগে ব্যাপ্ত  
 এবং প্রলয়কালীন অগ্নির সহিত মিশ্রিত হইয়া  
 অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। সেই সপ্ত  
 সূর্য্য বারিশোষণ বশতঃ প্রদীপ্ত ও বহুসাংস-  
 রশ্মিযুক্ত হইয়া আকাশমণ্ডল আবরণপূর্ব্বক  
 পৃথিবীকে দহন করিতে থাকে। তদন্তর  
 পদন্ত, নদী, সমুদ্র ও ছীপের সহিত বর্তমান  
 বসুন্ধরা সেই সকল সূর্য্যের প্রতাপে দহমান  
 হইয়া নীরস হইয়া যায়। সর্কজ পরিব্যাপ্ত  
 ঐ প্রদীপ্ত সূর্য্যরশ্মিসমূহ উর্জ্জ্ব, অধঃ ও পার্শ্ব-  
 সমস্তই প্রাবৃত্ত করিয়া ফেলে। ১১—২০।



স্বর্ঘ্যায়িনা প্রমুষ্টিনাং সংসৃষ্টানাং পরম্পরম্ ।  
 একত্বমুপযাতান মেকজ্জলং ভবত্বাৎ ॥ ২১  
 সর্বলোকপ্রণাশচ সোহগ্নির্ভূত্বা তু মণ্ডলী ।  
 চতুল্লোকমিদং সসং নির্দহতাং তেজসা ॥ ২২  
 ততঃ প্রলীনে সর্বস্মিন জজ্ঞমে স্বাবরে তথা ।  
 নিবৃক্ষা নিকৃণা ভূমিঃ কুর্ষপৃষ্ঠা প্রকাশতে ॥ ২৩  
 অদ্বয়ীষমিবাভাতি সর্বমাপুরিতং জগৎ ।  
 সর্বমেতৎ তদর্চির্ভিঃ পূর্ণঃ জাজ্ঞাতে পুনঃ ॥  
 পাতালে যানি স্বানি মহোদধিগতানি চ ।  
 তত্র তানি প্রলীষন্তে ভূমিত্বমুপযান্তি চ ॥ ২৪  
 দ্বীপাংশ্চ পর্বতাংশ্চৈব বর্ষণাৎ মহোদধৌ ন ।  
 তান সর্বান ভস্মসাক্ষকে সপ্তাঙ্গা পাবকঃ প্রভুঃ  
 সমুদ্রেভ্যো নলীভাশ্চ পাতালেভাশ্চ সর্বশঃ ।  
 পিবন্নপঃ সমিকোহগ্নিঃ পৃথিবীমাশ্রিতোজ্জলেৎ  
 ততঃ সংবর্তকঃ শৈলানতিক্রম্য মহাস্তথা ।  
 লোকান দহতি দীপ্তাঙ্গ কদ্রতেজোবিজ্জ্বলিতঃ ॥

স্বর্ঘ্যানল-প্রমুষ্টি ও পরম্পর সংসৃষ্ট পদার্থ সকল  
 তখন একত্ব প্রাপ্ত হইয়া একজালাবিশিষ্ট হয় ।  
 অনন্তর উহা সর্বলোকনাশক মণ্ডলাকার অগ্নি-  
 রূপে পরিণত হইয়া তেজ দ্বারা এই সমস্ত  
 চতুল্লোক নীভ পহন করিতে থাকে । তার  
 পর সমস্ত স্বাবর ও জজ্ঞম প্রমুষ্টি হইলে বৃক্ষ  
 ও ভূগম্ভ হইয়া পৃথিবী, কুর্ষপৃষ্ঠের ভায়  
 প্রকাশ পাইতে থাকে । নিখিল জগৎ কিরণ-  
 মালায় আপুরিত হইয়া অদ্বয়ীষের ( ভর্জন  
 খোলার ) ভায় প্রকাশ পাইতে থাকে । পূর্বে  
 সমস্ত জগৎই সেই কিরণপরিপূর্ণ হইয়া  
 জাজ্ঞামান হইয়া উঠে । পাতালে ও মহো-  
 দধিতে অবস্থিত প্রাণী সকলও তখন ঐ সৌর-  
 বহ্নিতে প্রলীনে হইয়া ভূমিই প্রাপ্ত হয় ।  
 তদনন্তর সেই সমস্ত দ্বীপ, পর্বত, বর্ষ ( ভার-  
 তালি ) ও মহোদধিসমূহকে সপ্তস্বর্ঘ্যরূপ  
 প্রলীপ্ত বহ্নি ভস্মসাৎ করে । সমুদ্রসমূহ,  
 নলীসকল ও পাতালসমূহ হইতে সমস্ত জল  
 পান করত প্রলীপ্ত হইয়া সেই অগ্নি পৃথিবীকে  
 আশ্রয়পূরক প্রজলিত হইয়া থাকে । তদন-  
 তর ঐ সংবর্তকনাম পর্বতোপম মহাবাহু

স দক্ষঃ পৃথিবীং দেবো রসাতলমশোভয়ন ।  
 অধস্তাৎ পৃথিবীং দক্ষা দিবমুর্দ্ধং দধিষাতি ॥ ২৫  
 যোজনানাং শতানীহ সহস্রাণ্যুতানি চ ।  
 উত্তিষ্ঠন্তি শিখাস্তস্ত বহুঃ সংবর্তকস্ত তু ॥ ২৬  
 গন্ধকাংশ্চ পিশাচাংশ্চ সর্বকোরগরাক্ষসান্  
 তদা দহত্যসৌ দীপ্তঃ কালকুজপ্রণোদিতঃ ॥ ২৭  
 তুল্লোকঞ্চ ভুবলোকং স্বর্লোকঞ্চ তথা মহঃ ।  
 দহেনশেষং কালাগ্নিঃ কালাবিষ্টতমুঃ স্বয়ম্ ॥ ২৮  
 ব্যাপ্তেষেহেতু লোকেষু তির্ঘ্যগূর্ধমথায়িনা ।  
 তৎ তেজঃ সমুপ্রাপ্য কুৎসং জগদিদং শনৈঃ ।  
 অয়োজতি তঃ সর্বং তদা চৈকং প্রকাশতে ॥  
 ততো গজকুলোন্নাদান্তভিতিঃ সমলকৃতাঃ ।  
 উত্তিষ্ঠন্তি তদা ব্যোমি ঘোরাঃ সংবর্তকা ঘনাঃ  
 কেচিন্নীলোৎপলশ্চায়াঃ কেচিৎ কুমুদসরিভাঃ ।

কদ্রতেজে প্রলীপ্ত হইয়া সর্বলোক দাহ  
 করে । সেই প্রলয়ায়ি পৃথিবীকে দক্ষ  
 করিয়া রসাতল প্রজলিত করে । তারপর  
 পৃথিবীর অধোভাগ দক্ষ করিয়া উর্দ্ধভাগে  
 আকাশমণ্ডলকে দক্ষ করিতে প্রবৃত্ত হয় ।  
 ঐ সংবর্তকনামা মহাবাহুর শিখা শত সহস্র  
 ও অবুত যোজন উদ্ভিত হয় । ২১—৩০ ।  
 ভগবান কালকুজ-প্রণোদিত ঐ প্রলীপ্ত  
 বহ্নি উর্দ্ধভাগে গন্ধকা, পিশাচ, যক্ষ, উরগ  
 ও রাক্ষসগণকে দক্ষ করিতে থাকে ।  
 কালায়ি স্বয়ং কালাবিষ্টতমু হইয়া তুল্লোক,  
 ভুবলোক, স্বর্লোক ও মহর্লোক এই চারি  
 লোককে নিঃশেষে দক্ষ করিতে থাকে । ঐ  
 অগ্নিদ্বারা এই লোকচতুষ্টয় সর্বতঃ ব্যাপ্ত  
 হইলে, ঐ তেজ প্রাপ্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমস্ত  
 জগৎ তখন, উত্তম লৌহগোলকের ভায়,  
 একত্র মিলিতরূপে প্রকাশ পাইতে থাকে ।  
 তার পর ঘোরতর সংবর্তক মেঘ সকল তৎ-  
 কালে বিদ্যুৎপূর্ণ-সমলকৃত হইয়া মহা বাতক-  
 গণের ভায় শব্দ করিতে করিতে আকাশে  
 আবির্ভূত হয় । ঐ মেঘসমূহের মধ্যে কটক-  
 তালি মেঘ নীলোৎপলের ভায় - জীববর্ণ,  
 কতকগুলি কুমুদের-ভায় শুভ্রবর্ণ, কতকগুলি



ধূমবর্ণান্তথা কেচিৎ কেচিৎ পীতঃ পয়োধরাঃ ।  
কেচিৎসত্তবর্ণাশ্চ লাক্ষারসনিভাঃ পরে ।  
শ্বেতবর্ণনিভাশ্চান্তে জাত্যজ্ঞাননিভান্তথা ॥ ৩৬  
মনঃশিলাভাস্তে চ কপোতসদৃশাঃ পরে ।  
কেচিৎক্রান্তবর্ণাশ্চান্তে কীরসনিভাঃ ॥ ৩৭  
তথা কৰ্করবর্ণাশ্চ তিন্নাজ্ঞাননিভান্তথা ।  
ইন্দ্রগোপনিভাঃ কেচিৎকিরিতাননিভান্তথা ।  
ইন্দ্রচাপনিভাঃ কেচিৎকিরিতাননিভান্তথা ॥ ৩৮  
কেচিৎ পৰ্বতসঙ্কশাঃ কেচিৎগজকূলোপমাঃ ।  
কূটাগারনিভাশ্চান্তে কেচিৎকীরসকূলোদ্ভবাঃ ॥ ৩৯  
বহুরূপা ঘোররূপা ঘোবস্তরনিভাদিনঃ ।  
তদা জলধরাঃ সৰ্ব্বৈ পুৰুষস্তি নভস্তমম ॥ ৪০  
ততস্তে জলদা ঘোবা রাবিণো ভাস্করাশ্চজাঃ ।  
সপ্তদাসন্তুতান্ভাঃ তময়িঃ শময়ন্ত্যত ॥ ৪১  
ততস্তে জলদা বৰ্ষং মুকুস্তীত মহারবম্ ।

সুধোরমশিবং সৰ্বং নাশয়তি চ পাবকম্ ॥ ৪২  
প্রবৃদ্ধৈস্তেজস্বীভ্যঃ সৰ্বমস্মদা পূৰ্ণ্যতে জগৎ  
অভিস্তেজোহতিতুতাত্তদাঃ প্রবিশন্ত্যপঃ  
নষ্টে চাগ্নৌ বৰ্ষশতৈঃ পয়োদাঃ কয়সন্তরাঃ ।  
প্রাবয়ন্তো জগৎ সৰ্বং মহাজলপরিমলৈঃ ॥ ৪৪  
ধারান্তিঃ পুৰুষস্তীদং নোদ্যমানাঃ শয়ন্তুবা ।  
অন্তস্তলিলোঘান্ত বেঙ্গা ইব মহোদধেঃ ।  
সাদ্রিশ্যোপা ততঃ পৃথ্বী জনৈঃ সংছাদ্যতে ঘনৈঃ  
আদিত্যরাশিভিঃ পীতং জলমভ্রুবু তিষ্ঠতি ।  
পুনঃ পতিতি তদ্বিমো পূৰ্ণ্যতে তেন চার্বাঃ ॥ ৪৬  
ততঃ সমুদ্রাঃ স্বাং বেলামতিক্রান্ত্য কৃৎশশঃ  
পক্ষিহাশ্চ বিলীয়ন্তে মহী চাপুসু নিমজ্জতি ॥ ৪৭  
তান্মরেকাণবে ঘোরে নষ্টে হাবরজজমে ।  
যোগনিদ্রাঃ সমাস্থায় শেতে দেবো জগৎপতিঃ

মহাশব্দে বারিবর্ষণ করত ঘোরতর অনিষ্ট  
কর পাবক সকলের শাস্তি বিধান করে ।  
৩১—৪২ । প্রবৃদ্ধ সেই মেঘগণ জল দ্বারা  
জগৎকে অভ্যস্ত পূরিত করিলে, জল  
দ্বারা বিনষ্টহেজা অগ্নি তৎকালে জল-  
মধ্যে প্রবিষ্ট হয় । অতিবর্ষণ দ্বারা অগ্নি  
বিনষ্ট হইলে স্বভূতপ্রোক্ত সেই প্রলয়কালীন  
মেঘগণ বারিধারা দ্বারা জগৎ একরূপ পূরণ  
করে যে, প্রবৃদ্ধ জলরাশি দ্বারা সমুদ্রের  
বেলাভূমি যাদৃশ প্রাবৃত হয়, তদ্রূপ এই মহা-  
বর্ষণে সমস্ত জগৎ প্রাবৃত হইয়া যায় ।  
তদনন্তর পৰ্বত ও দীপগণ-সহিত পৃথিবী  
মেঘসমূহ ও জলরাশি দ্বারা সৰ্বত্র আচ্ছাদিত  
হইয়া যায় । প্রথমতঃ আদিত্যরাশিসমূহ  
দ্বারা শোষিত হইয়া জল, জলধরমণ্ডল-বস্ত্র  
ধাকে, পুনরায় এই জল ভূমিতে পতিত হয়;  
তদ্বারাই তৎকালে অগ্নিবলি পুনরায় পূরিত  
হয় । তদনন্তর সমুদ্রগণ একীভূত বেলাভূমি  
সম্পূর্ণরূপে অগ্নি-ক্ৰিয়া করিতে থাকে; তৎক-  
ালেই ক্রমে পৰ্বত ও সমস্ত পৃথিবী জলধর  
হয় । হাবর-জজম বিনষ্ট হইলে তদনন্তর  
জগৎ-পতি ( স্বীয় দুখ-জিহ্বাসদৃশ দাঁত দ্বারা  
জলজাল বিনষ্ট করিয়া ও পরে এই দাঁত দ্বারা

ধূমবর্ণ, কতকগুলি পীতবর্ণ, কতকগুলি গর্দ-  
ভের সমানবর্ণ, কতকগুলি লাক্ষারসের স্তায়  
লোহিতবর্ণ, কতকগুলি শব্দ ও কুন্দের সমান  
অভিশয় শুভ্র ও কতকগুলি অজ্ঞানপুঞ্জসদৃশ  
গাঢ় নীলবর্ণ । কতকগুলি মেঘ মনঃশিলা-  
সদৃশবর্ণ, কতকগুলি কপোত-সদৃশ-বর্ণ, কতক-  
গুলি ক্রান্তবর্ণ, আবার কতকগুলি গুহ্মসদৃশ  
বর্ণ, কতকগুলি কৰ্করবর্ণ, কতকগুলি  
তিন্নাজ্ঞান-সদৃশবর্ণ, কতকগুলি ইন্দ্রগোপ-  
হামক কীটের সমানবর্ণ, কতকগুলি কিরিতান-  
নিভবর্ণ, কতকগুলি শক্রধনুঃ সদৃশ নানাবর্ণ ।  
আকাশমণ্ডলে এবস্ত্রকার নানাক্রম মেঘের  
আবির্ভাব হয় । এই মেঘ সকলের কতক-  
গুলি দেখিতে পৰ্বতের স্তায়, কতকগুলি গজ-  
সমূহের স্তায়, কতকগুলি কূটাগারের ( প্রাসা-  
দের সর্কোপরিস্থ গৃহের ) স্তায়, ও কতক-  
গুলি মৎস্তসমূহের স্তায় আকারবিশিষ্ট । বহু-  
রূপ ও ঘোররূপ সেই জলধরগণ ঘোর স্বরে  
নিনাদ করত তৎকালে নভোমণ্ডল  
করিতে থাকে । তদনন্তর ভাস্কর-সমুদ্রত  
গর্জনশালী সেই ঘোর জলধরগণ সপ্তদ্বীপা-  
দ্বয় সেই অগ্নিকে উপশান্ত করে; মেঘগণ

চতুর্ভুগসংস্রাভঃ কল্পমাহর্নবোষিণঃ ।  
 বারাহো বর্ততে কল্পো যন্ত বিস্তর ইরিতঃ ॥ ৪১ ॥  
 অসংখ্যাতান্তথা কল্পা ব্রহ্মবিশ্বশিবান্বকঃ ।  
 কথিতা হি পুরাণেষু মুনিভিঃ কালচিত্তকৈঃ ॥ ৫০ ॥  
 সাংখ্যিকেষু কল্পেষু মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ ।  
 তামসেযু হরস্তোক্তং রাজসেযু প্রজাপতেঃ ॥ ৫১ ॥  
 যোহহং প্রবর্ততে কল্পো বারাহঃ সাংখ্যিকো মতঃ ।  
 অহং চ সাংখ্যিকঃ কল্পা মম তেষু পরিগ্রহঃ ॥ ৫২ ॥  
 ধ্যানং তপস্তথা জ্ঞানং লক্ষ্যং তেষেব যোগিনঃ ।  
 আরাধ্য গিরিশং মাঞ্চ যান্তি তৎ পরমং পদম্ ।  
 দেহং তৎ সমাস্বাদয় মায়া ময়াময়ঃ স্বপ্নম্ ।  
 একাগ্বে জগত্শাস্ত্রিন যোগনিজাং ব্রজামি তু ॥  
 মং পশুন্তু মহাত্মানঃ সপ্ত কালে মহর্ষিণঃ ।  
 জন্মলোকে বর্তমানান্তাপসা যোগচক্ষুষা ॥ ৫৫ ॥  
 অহং পুরাণং পুরুষো ভূত্বঃপ্রভবো বিভূঃ ।

আবার পান করিয়া) যোগনিজা আশ্রয়পূর্বক  
 এই ঘোরতর অর্ণবে শয়ন করিয়া থাকেন।  
 চতুর্ভুগ-সংস্রপরিমিত কালকে পঁওতগণ কল্প  
 বলিচ্ছিলেন। সম্প্রতি বারাহকল্প বর্তমান—  
 যাহার বিস্তার আমি বলিলাম। কালবিদ  
 মুনিগণ পুরাণে বলিয়াছেন যে, কল্প অসংখ্যাত  
 এবং সে সকলই ব্রহ্ম-শিব-শিবান্বক।  
 ৪৩—৫০। সাংখ্যিক কল্পে বিষ্ণু-মাহাত্ম্য  
 অধিক। তামস কল্পে অধিকাংশ শিব-মাহাত্ম্য  
 ও রাজসকল্পে ব্রহ্মমাহাত্ম্য অধিক। এই  
 যে বারাহকল্প বর্তমান আছে, এটা সাংখ্যিক  
 কল্প। আরও কতকগুলি সাংখ্যিক কল্প আছে,  
 সেই সকল কল্পও আমার পরগৃহীত অর্থাৎ  
 বিষ্ণুমাহাত্ম্য-প্রধান। সেই সকল কল্পে  
 যোগিগণ ধ্যান, তপস্তা ও জ্ঞান লাভ করিয়া  
 শিবের ও আমার (বিষ্ণুর) আরাধনাপূর্বক  
 পরম পদ প্রাপ্ত হন। এই জগৎ একাগ্রব  
 হইলে একমাত্র আমি মায়াময় তব অবলম্বন-  
 পূর্বক যোগনিজা প্রাপ্ত হই। ঐ নিজাকালে  
 মহাত্মা সপ্ত মহর্ষি প্রমুখলোকে বর্তমান থাকিয়া  
 স্তম্ভাবলে যোগজ্ঞান দ্বারা আমাকে দর্শন  
 করিয়া থাকেন। আমি পুরাণ-পুরুষ;

সংস্রচরণঃ জীমান্ সংস্রাক্ষঃ সংস্রপাৎ ॥ ৫৬ ॥  
 মন্ত্রোহগ্নির্দক্ষিণা গাবঃ কুশাশ্চ সমিধো হৃদম্ ।  
 প্রোক্ষণী চ অবশেষেব সোমো যুতমথান্মাহম্ ॥ ৫৭ ॥  
 সংবর্তকো মহানাত্মা পবিত্রঃ পরমঃ যশঃ ।  
 বেদো বেদ্যাং প্রভূর্গোপ্তা গোপতিত্ৰাঙ্কণো  
 মুখম্ ॥ ৫৮ ॥  
 অনন্তস্তারকো যোগী গতির্গতিমত্যাং বঃ ।  
 হংসঃ প্রাণোহথ কপিলো বিশ্বমূর্তিঃ সনাতনঃ ।  
 ক্ষেত্রজঃ প্রকৃতিঃ কালো জগদ্বীজমথামৃতম্ ।  
 মাতা পিতা মহাদেবো মন্তো হৃদয়ং বিদ্যাতে ॥  
 আদিত্যবর্ণো ভুবনস্ত গোপ্তা  
 নারায়ণঃ পুরুষো যোগমূর্তিঃ  
 মাং পশুন্তে যত্নয়ো যোগনিজাঃ  
 জ্ঞাত্বাত্মানং মম তৎ ব্রজন্তি ॥ ৬১ ॥  
 ইতি ত্রীকোশ্মে মহাপুরাণে উপরিভাগে  
 ভূতপ্রলয়বর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশো-

অধ্যায়ঃ ॥ ৪৩ ॥

ভূত্বঃপ্রভব, সর্বব্যাপী, জীমান্, সংস্র-  
 চরণ, সংস্রাক্ষ ও সংস্রপাৎ। আমি মন্ত্র,  
 অগ্নি, দক্ষিণা, গোগণ, কুশ, সমিধ, প্রোক্ষণী,  
 অবশেষে, সোম ও যুতমরূপ। আমিই সংবর্তক,  
 মহানাত্মা, পবিত্র, পরম যশ, বেদ, বেদ্যা,  
 প্রভু, রক্ষিতা, গোপতি, ত্রাঙ্কণ ও আদ্য।  
 আমি অনন্ত, তারক এবং যোগীও আমি;  
 আমি গতি এবং গতিমানদিগের মধ্যে;  
 ক্ষেত্রও আমি; আমি হংস, প্রাণ, কপিল,  
 বিশ্বমূর্তি সনাতন। ক্ষেত্রজ, প্রকৃতি, কাল,  
 জগদ্বীজ, মোক্ষ, মাতা, পিতা ও মহাদেব—  
 সমস্তই আমি; আমি ভিন্ন কিছুই নাই।  
 আমি আদিত্যবর্ণ, ভুবনের রক্ষিতা ও যোগ-  
 মূর্তি, পুরুষ নারায়ণ; যতিগণ যোগনিজ  
 হইলে তবে আমাকে দেখিয়া থাকেন।  
 আত্মজ্ঞান জন্মিলেই তাঁহারা আমার  
 এইরূপ তব জানিতে সমর্থ হইয়া  
 থাকেন। ৫১—৬১।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুঃশচারিংশোহধ্যায়ঃ ।

কুর্শ্ব উবাচ ।

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি প্রতিসর্গমুত্তমম্ ।  
প্রাকৃতং তৎ সমাসেন শৃণুধ্বং গদতো মম ॥১  
গতে পরার্দ্ধাধিতয়ে কালে লোকপ্রকালনঃ ।  
কালার্ঘ্যৈর্ভাস্যসং বর্তুং চরতে চাখিলং জগৎ ॥২  
স্বাত্মাত্মাণ্যামাবেশ্য ভূত্বা দেবো মহেশ্বরঃ ।  
দেহেশেষং ব্রহ্মাণ্ডং স দেবাসুরমাছুষম্ ॥ ৩  
তমাবেশ্য মহাদেবো ভগবান্ নীললোহিতঃ ।  
করোতি লোকসংহারং ভীষণং রূপমাশ্রিতঃ ॥ ৪  
প্রবিশ্য মণ্ডলং সৌরং কৃৎসনো বহুধা পুনঃ ।  
নিদেহত্যখিলং লোকং সপ্তসপ্তিশ্বরূপধিক্ ॥ ৫  
স দক্ষা সকলং বিশ্বমস্তং ব্রহ্মশিরো মহৎ ।  
দেবতানাং শরীরেষু ক্ষিপত্যখিলদাক্ষকম্ ॥ ৬  
দেহেশেষদেবেষু দেবী গিরিবরাশুজা ।  
একা সা সাক্ষিণী স্তোত্রোত্তীর্ণতে বৈদিকী ঋতিঃ

চতুঃশচারিংশ অধ্যায় ।

কুর্শ্ব বলিলেন,—অতঃপর প্রাকৃত প্রলয়  
সংক্ষেপে বলিব, আমার নিকট শ্রবণ কর ।  
ব্রহ্মার পরমাণুর পূর্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধ গত হইলে  
অর্থাৎ শত বর্ষ কাল সমাপ্ত হইলে, সর্ব-  
লোকের লয়কারক কালার্ঘ্য সমস্ত জগৎ ভাস-  
সাৎ করিতে প্রবৃত্ত হয় । মহেশ্বর ক্রীড়াপর-  
বশ হইয়া আপনার আত্মাতে সমস্ত আত্মাকে  
( জীবাত্মাকে ) প্রবেশিত করিয়া দেব, অসুর  
ও মানুষ-সহিত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দহন করেন ।  
ভগবান্ নীললোহিত মহাদেব সেই অগ্নিমধ্যে  
প্রবেশ করিয়া, ভয়ানক রূপ আশ্রয় করত  
লোক সংহার করিয়া থাকেন । অনন্তর  
ভগবান্ সৌরমণ্ডলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে  
বহুপ্রকার করত সূর্য্যরূপ ধারণপূর্ব্বক সমস্ত  
লোক দহন করেন । ভগবান্ সমস্ত বিশ্ব দহন  
করিয়া দেবতাদিগের শরীরে সমস্ত দাহক  
ব্রহ্মশির নামে মহৎ অস্ত্র কেন্দ্র করেন ।  
তাহাতে সমস্ত দেবগণ দহন হইলে, কেবল

শিরঃকপালৈর্দেবানাং কৃতশ্বরভূষণঃ ।  
আদিত্য-চন্দ্রাদিগণাঃ পুরয়ন্ ব্যোমমণ্ডলম্ ॥ ৮  
সহস্রনয়নো দেবঃ সহস্রাকৃতিরীশ্বরঃ ।  
সহস্রহস্তচরণঃ সহস্রার্চ্চন্যহাভূজঃ ॥ ৯  
দংষ্ট্রাকরালবদনঃ প্রদীপ্তানললোচনঃ ।  
ত্রিশূলীকৃতিবসনো যোগমেশ্বরমাস্থিতঃ ॥ ১০  
পীড়া তৎপরমানন্দং প্রভূতমমৃতং স্বয়ম্ ।  
করোতি তাণ্ডবং দেবীমালোক্য পবনেশ্বরঃ ॥ ১১  
পীড়া নৃত্যামৃতং দেবী ভর্তুঃ পরমমঙ্গলম্ ।  
যোগামাস্থায় দেবস্ত দেহমায়ান্তি শূলিনঃ ॥ ১২  
সন্ত্যজ্য তাণ্ডবরসং যেচ্ছয়েব পিনাকধিক্ ।  
যাতি স্বভাবং ভগবান্ দক্ষা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলম্ ॥ ১৩  
সংস্থিতেষু দেবেষু ব্রহ্ম বিষ্ণু-পিনাকধিক্ ।  
গুণৈরশেষৈঃ পৃথিবী বিলয়ং যাতি বারিষু ॥ ১৪  
স বারিতবৎ সঙ্কটং গ্রাসতে হব্যবাহনঃ ।  
তেজঃ স্বভগদধুভূতং যাতো ন্যযাতি সংকটম্ ॥

পার্কীভী দেবী সাক্ষিরূপে শতরূপ সমাপে বর্ত-  
মান থাকেন, এইরূপ ঋতি আছে ।  
ইহা বেদবদগণ বলেন । দেবতাদিগের  
শিরোস্থি দ্বারা নির্মিত মাল্য-ভূষণধারী  
দেব মহেশ্বর, আদিত্য, চন্দ্র প্রভৃতি জ্যোতি-  
ক্ষমণ্ডলী দ্বারা আকাশমণ্ডল পূর্ণ করত  
সহস্রনয়ন, সহস্রাকৃতি, সহস্রহস্ত, সহস্রচরণ,  
সহস্রকিরণ, মহাভূজ, দংষ্ট্রাকরাল-বদন,  
প্রদীপ্ত অনলের ভায় লোচনশালী, ত্রিশূল-  
ধারী ও ব্যাজ্ঞশ্রুপরিধায়ী হইয়া ঐশ্বর্যযোগাব-  
লম্বনপূর্ব্বক যোগজ-পরমানন্দপ্রসূত অমৃত  
পান করিয়া দেবীর প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক স্বয়ং  
নৃত্য করিতে থাকেন । ১—১১ । দেবী,  
ভক্তার পরমমঙ্গল নৃত্যামৃত পান করিয়া  
যোগাবলম্বনপূর্ব্বক দেব ত্রিশূলের দ্বারা  
প্রবেশ করেন । ভগবান্ পিনাকধিক্ ব্রহ্মাণ্ড-  
মণ্ডলের দাহবসানে যেচ্ছায় নৃত্য পরিভ্যাগ  
পূর্ব্বক স্বভাব প্রাপ্ত হন । এইরূপে ব্রহ্মা,  
বিষ্ণু, পিনাকী প্রভৃতি বিনষ্ট হইলে পৃথিবী  
সমস্ত গুণের সহিত জলে বিলয় প্রাপ্ত হয়  
জল স্বীয় গুণের সাহিত অগ্নিতে লয়প্রাপ্ত হয়,

আকাশে সঞ্চারিত বায়ু প্রলয় যান্ত্রিক বিধিত।  
 ভূতাদৌ চ তথাকাশে লীঘতে গুণসংযুক্তম্ ॥ ১৬  
 ইন্দ্রিয়ানি চ সর্বানি তৈজসে যান্ত্রিক সংকল্পম্।  
 বৈকারিকে দেবগণাঃ প্রলয় যান্ত্রিক সত্তমাঃ ॥ ১৭  
 বৈকারিকতৈজসশ্চ ভূতাদিশ্চৈতি সত্তমাঃ।  
 ত্রিবিধোহমহাকারো মহতি প্রলয়ঃ ত্রয়ে ॥ ১৮  
 মহাস্তমেনিঃ সহিতঃ ব্রহ্মাণমমিতৌজসম্।  
 অব্যক্তং জগতো যোনিঃ সংহবেদেকমব্যয়ম্ ॥ ১৯  
 এবং সংহতা ভূতানি তদ্বানি চ মহেশ্বরঃ।  
 বিসৌজ্যতি চাহোহুং প্রধ্বানং পুরুষং পরম ॥ ২০  
 প্রধানপুংসাবজয়েৎ সঃ সংহার ঈরিতঃ।  
 মহেশ্বরেভ্যাজনিতো ন স্বয়ং বিদ্যাতে লয়ঃ ॥ ২১  
 গুণসাম্যং তদব্যক্তং প্রকৃতিঃ পরিসীদতে।  
 প্রধানং জগতো যোনির্মায়াতত্ত্বমচেতনম্ ॥ ২২  
 কূটস্থচিরায়ে হ্যাত্মা কেবলঃ পঞ্চবিংশকঃ।

অগ্নি স্বীয় গুণের সহিত বায়ুতে লয়প্রাপ্ত হয়,  
 বিশ্বতর্ভা বায়ু স্বকীয় গুণের সহিত আকাশে  
 লয়প্রাপ্ত হয় এবং আকাশ স্বীয় গুণের সহিত  
 ভূতাদিতে (তামস অহকারে) লয়প্রাপ্ত হয়।  
 ইন্দ্রিয় সকল তৈজস (বাতস) অহকারে লয়  
 প্রাপ্ত হয় এবং হে সত্তমগণ! ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা  
 দেবগণ বৈকারিক অহকারে লয়প্রাপ্ত হয়।  
 হে সত্তমগণ! বৈকারিক, তৈজস ও ভূতাদি  
 এই ত্রিবিধ অহকার মহত্ত্বের লয়প্রাপ্ত হয়।  
 ত্রিবিধ অহকারের সহিত মিশ্রিত অমিতৌজা  
 সর্বব্যাপী মহত্ত্বকে জগদ্যোনি, অদ্বিতীয়  
 আরাধ্য, অব্যক্ত (প্রকৃতি) সংহার করেন।  
 পরমেশ্বর পঞ্চভূত ও ভূতাদি তত্ত্ব সকলের  
 সংহার করিয়া প্রকৃত-পুরুষকে পরম্পর  
 বিচ্ছিন্ন করেন। অনাদি প্রকৃতি ও পুরুষের  
 ইহাই সংহার বলিয়া কথিত হয়। ইহা কেবল-  
 জ্ঞানমাত্র; আপনি লয় হয় না। মহেশ্ব-  
 রসম্প্রদায়ের সাম্যাবস্থাপ্রাপ্ত প্রকৃতি অব্যক্ত  
 রূপে উক্ত হয়। আর সেই মায়াতত্ত্বকে  
 জগৎ প্রকৃতিই প্রধান ও জগতের যে নি-  
 কলিমা কীর্তিত হইয়া থাকে। কূটস্থ, (জিহ্বা-  
 ব্যাপী), কেবল (জগৎ), চিরন্তন আত্মা—পঞ্চ-

গীযতে মুনিভিঃ সাক্ষী মহানেষ পিতামঃ ॥ ২৩  
 এবং সংহারশক্তিঞ্চ শক্তির্মায়েশ্বরী ধ্রুবা।  
 প্রধানাদ্যঃ বিশেষান্তঃ মহেশ্বর ইতি ঋতিঃ ॥ ২৪  
 যোগিনামধু সর্বেষাং জ্ঞানবিশুদ্ধচেতসাম্।  
 আত্মান্তর্কণ্ঠেব লয়ং বিদধাতৌহ শঙ্করঃ ॥ ২৫  
 ইত্যেষ ভগবান কদ্রঃ সংহারং কুরুতে বনী।  
 স্থাপিকা মোহিনী শক্তির্নারায়ণ ইতি ঋতিঃ ॥  
 তিরণ্যগর্ভো ভগবান জগৎ সদসদাত্মকম্।  
 মহেশ্বরেভ্যঃ প্রকৃতেস্তত্ত্বাঃ পঞ্চবিংশকঃ ॥ ২৬  
 সর্বজ্ঞাঃ সর্বগাঃ শাস্তাঃ স্বাত্মন্তেব বাবাহিতাঃ।  
 শক্ত্যে ব্রহ্মবিক্রীণা ভুক্তি-মুক্তিকলপ্রদাঃ ॥ ২৭  
 সর্বেশ্বরঃ সর্বদেবঃ শাস্তানন্তভোগিনঃ।  
 একমেবাক্ষরং তত্ত্বং পুস্ত্রধানেশ্বরাত্মকম্ ॥ ২৮  
 অন্ত্যশ্চ শক্ত্যে দিব্যাস্তত্র সন্তি সংশয়ঃ।  
 উজ্যন্তে বিবিধৈর্ধর্মেভ্যঃ শক্রাদিতাদয়োহমরাঃ ॥

বিংশক পুরুষ অর্থাৎ চতুর্বিংশতি ভিন্ন ভিন্ন  
 অধিক। ইহাকেই সর্বসাক্ষী, মহান (অপরি-  
 মিত) ও পিতামহ (জগতের কারণ সৃষ্টনেরও  
 উৎপাদক) বলিয়া মুনিগণ কীর্তন করিয়াছেন।  
 ১২—২৩। এইরূপ যে সংহার শক্তি, ইনিও  
 নিত্য। মায়েশ্বরী শক্তি। প্রকৃতি প্রকৃতি  
 স্বলভূত পর্যন্ত সমস্ত, মহেশ্বরই দক্ষ করিয়া  
 থাকেন, এইরূপ ঋতি আছে। তদ্বজ্ঞানবান  
 সমস্ত যোগীদিগের যে আত্মান্তিক প্রলয়,  
 তাহাও মহেশ্বরই বিধান করিয়া থাকেন।  
 ভগবান স্বাধীন কদ্র এইরূপে সংহার করিয়া  
 থাকেন। সেই ভগবানের যে জগৎপালিকা  
 মোহিনী শক্তি আছে, তাহা নারায়ণ বলিয়া  
 বিখ্যাত। পঞ্চবিংশক তত্ত্ব ভগবান তিরণ্যগর্ভ  
 প্রকৃত্যামিত হইয়া সদসদাত্মক সমস্ত জগৎ  
 প্রকৃতি হইতে সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সমস্ত  
 সর্বজ্ঞ ও শাস্ত পরমাত্মগত এই শক্তিপ্রয়  
 রজা বিষ্ণু মহেশ্বর নামে বিখ্যাত। ইহার  
 ভোগ ও ভুক্তিপ্রদায়ক এবং সর্বেশ্বর,  
 সর্বদেবত্ব ও নিত্যানন্দভোগী। পুরুষ,  
 প্রকৃতি ও ঈশ্বর ইহারা সকলেই অদ্বিতীয়  
 পরমাত্মক। সেই পরমাত্মাতে দিব্যশক্তি

একৈক্যঃ সহস্রানি দেহানাং বৈ শতানি চ ।  
 কথাস্তে দেবমাহাশ্বাচ্ছক্তিরেবৈব নির্গণা ॥৩১  
 ইমাং শক্তিং সগম্য স্বং দেবো মন্থেধ্বরঃ ।  
 কয়োতি বিবিধান দেহান্ প্রসতে চৈব লীলয়া ॥  
 ইত্যেতে সর্গযজ্ঞেযু ব্রাহ্মণৈর্বেদবাদিভিঃ ।  
 সর্বকামপ্রদো কুত্র ইত্যেযা বৈদিকী ক্রতিঃ ॥  
 সর্বাসামেব শক্তীনাং ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশ্বরঃ ।  
 প্রাধাতেন স্মৃতা দেবাঃ শক্তয়ঃ পরমাত্মনঃ ॥৩৪  
 আতাঃ পরমাত্মগবান পরমাত্মা সনাতনঃ ॥  
 গীয়তে সর্বমায়ায়া শূলপাণির্মহেশ্বরঃ ॥৩৫  
 এনমেকে বদন্ত্যগ্নিঃ নারায়ণপথাপরে ।  
 ইন্দ্রমেকে পরে প্র'ণং ব্রহ্মাণমপরে জগুঃ ॥৩৬  
 ব্রহ্মবিষ্ণুশিবকণাঃ সর্কে দেবাস্তথর্ষয়ঃ ।  
 একস্তেবাথ কুদন্ত ভেদান্তে পরিকীর্তিতাঃ ॥৩৭

যঃ যঃ ভেদং সমাশ্রিত্য যজন্তি পরমেশ্বরম্ ।  
 তত্তজপং সমাশ্রয় প্রদদাতি কলং শিবঃ ॥৩৮  
 তস্মাদেকতরং ভেদং সমাশ্রিত্যপি শাস্বতম্ ।  
 অরাধয়ম্মহাদেবং যাতি তৎ পরমং পদম্ ॥৩৯  
 কিন্তু দেবং মহাদেবং সর্বশক্তিং সনাতনম্ ।  
 আরাধয়েত গিরিশং সঙ্গং বাথ নিগূর্ণম্ ॥  
 যথা প্রোক্তো হি ভবতাং যোগঃ প্রাগেব  
 নির্গণঃ ।  
 অকুরুকুস্ত সঙ্গং পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥ ৪১  
 পিনাকিনং ত্রিনয়নং জটিলং কৃতিবাসসম্ ।  
 কক্কাভং বা সংস্কারাক্চিস্তন্ত্বেদৈকী ক্র'তিঃ ॥  
 এষ যোগঃ সমৃদ্ধিষ্ঠঃ সবীজো মুনিপুঙ্গবাঃ ।  
 অত্রাপাশক্তোহথ হরং বিষ্ণুং ব্রহ্মাণমর্চয়েৎ ॥  
 অথ চৈদসমর্থঃ স্তাৎ তত্রাপি মুনিপুঙ্গবাঃ ।  
 ততো বায়ুগ্নিশক্রাদীন পূজয়ন্তিসংযুক্তঃ ॥৪৪

আরও অনেক আছে ; এ সকল শক্তি ইন্দ্র-  
 আদিত্য প্রভৃতি দেবগণ-ভেদে বিবিধ যজ্ঞ  
 দ্বারা অর্চিত হইয়া থাকেন । মহেশ্বরের  
 মাহাত্ম্যবশতঃ এক একটি শক্তির আবার শত  
 শত সহস্র সংস্র দেহভেদে কথিত হইয়া  
 থাকে । প্রসারভেদে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান  
 হইলেও কিন্তু শক্তি একরূপা ও নির্গণা ।  
 দেবমহেশ্বর এই নির্গণা অবিভীণা শক্তি  
 আশ্রয় করিয়া লীলাচ্ছলে বিবিধ দেহের  
 উৎপাদন ও গ্রাস করিয়া থাকেন । ২৪—৩২ ।  
 বেদবাদী ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক সর্ব যজ্ঞে সর্ব-  
 কামপ্রদ ভগবান কুত্র অর্চিত হইয়া থাকেন,  
 এইরূপ ক্রটি আছে । বেদবাদগণ  
 এইরূপ বলেন । ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহে-  
 শ্বর এই দেবতৃত্বরূপ পরমাত্মশক্তি সমস্ত  
 শক্তির মধ্যে প্রধানরূপে স্মৃতা হইয়াছেন ।  
 সনাতন পরমাত্মা শূলপাণি ভগবান  
 মহেশ্বর এই সকল শক্তি হইতে পরবর্তী  
 (ততর) বলিয়া গীত হইয়াছেন । কেহ কেহ  
 শক্তিকে পরমাত্মা বলিয়া থাকেন ; কেহ  
 নারায়ণকে, কেহ ইন্দ্রকে, কেহ জ্ঞানকে,  
 কেহ বা অগ্নিকে পরমাত্মা বলিয়া থাকেন ।  
 কিন্তু ব্রহ্ম, বিষ্ণু, অগ্নি, বরুণ প্রভৃতি

সর্ব দেবতা এবং সমস্ত স্বর্ষি এক কদ্রেই  
 ভেদমাত্র বলিয়া পরিকীর্তিত । সাধক  
 যে যে ভেদ আশ্রয় করিয়া পরমেশ্বরের  
 পূজা করেন, ভগবান শিব সেই সেই  
 রূপ আশ্রয় করিয়া কল প্রদান করিয়া  
 থাকেন । সেই হেতু ইহার মধ্যে যে কোন  
 ভেদ আশ্রয় করিয়াও শাস্বত মহাদেবের  
 আরাধনা করিলে মনুষ্য পরমপদ প্রাপ্ত হয় ।  
 কিন্তু সর্বশক্তিমান ও সনাতন কৈলাসবাসী  
 মহাদেবকেই সঙ্গ বা নির্গণভাবে আরাধনা  
 কর । ৩৩—৪০ । আমি তোমাদিগের নিকটে  
 নির্গণ যোগ বলিয়াছি । কিন্তু যাজ্ঞক্য  
 স্বর্গালি লোকে আরোহণ করিতে উচ্ছা করে  
 তাহারা সঙ্গ মহেশ্বরের উপাসনা করিবে ।  
 সে স্থলে পিনাকীকে ত্রিনয়ন, জটিল,  
 পরিধায়ী, স্বর্গাভ ও সংস্কারকহইতেও বায়ুচন্দ্র  
 উজ্জলপ্রভরূপে ধ্যান করিবে, বেদবাদি-  
 গণের অভিমত এইরূপ ক্রটি আছে ।  
 হে মুনিজ্যেষ্ঠগণ ! এই সম্মীল যোগ কথিত  
 হইল । ইহাতে অশক্তি ব্যক্তি মহেশ্বর,  
 বিষ্ণু বা ব্রহ্মার অর্চনা করিবে ।  
 হে মুনিসত্তমগণ ! যদি তাহাতেও অশক্তি

তস্মাৎ সৰ্বান্ পৰিত্যজ্য দেবান্ ব্রহ্মপুৰো-  
গমান্ ।  
আরাধয়েৎকুৰূপাক্ষমাদিমধ্যান্তসংস্থিতম্ ॥৪৫  
ভক্তিযোগসমযুক্তঃ স্বকৰ্মনিরতঃ শুচিঃ ।  
তাদৃশং রূপমাশ্রয় সমায়াত্যান্তকং শিখঃ ॥ ৪৬  
এম যোগঃ সমুদ্ভিষ্টঃ সৰ্বীজৈঃ হত্যন্তভাবনঃ ।  
যথাবিধি প্রকৃষ্যণঃ প্রাপ্নু্যদৈশ্বর্যং পদম্ ॥ ৪৭  
যে চাক্তে ভাবনে শুদ্ধে প্রাপ্তক্তে ভবতামহা ।  
অত্রাপি কথিতো যোগো নিকবীজঃ সৰ্বীজকঃ ॥  
জ্ঞানং তদুক্তং নিকবীজং পূৰ্বং 'হ ভবতাং মধ্য-  
বিষ্ণুঃ ক্রুদ্রঃ বিরিক্ষক সৰ্বীজৈ সাধয়েদ্বিষ্ণুঃ ॥৪৯  
অথ বায়াদিকান্ দেবান্ স্তবপরো নিয়তাব্রবান ।  
পূজয়েৎ পুরুষঃ বিষ্ণুং চতুৰ্মুখীভধরং হরিম্ ॥৫০  
অনাদিনিধনং দেবং বাসুদেবং সনাতনম্ ।  
নারায়ণং জগদ্যোনিম কাশং পরমং পদম্ ॥৫১  
তন্নিষ্কধারী নিত্যং বহুভক্তস্তুতপাশ্রয়ঃ ।

হয়, তবে ভক্তিগুরু হইয়া বায়ু, অগ্নি ও  
ইন্দ্রাদির পূজা করিবে। অতএব ব্রহ্মাদি  
অন্ত দেবতাকে পবিত্রাণ কবিয়া সনাতন  
বিরূপাক্ষের উপাসনা করিবে। ভক্তিযোগ-  
যুক্ত ও শুচি হইয়া স্বকৰ্মনিরত পুরুষ যে  
দেবতার আরাধনা করে, শিব সেই দেবতার  
রূপ ধারণপূর্বক তাহার সমীপে আগমন  
করেন। এই যে সৰ্বীজ যোগ কথিত হইল,  
তদন্তর্ভুক্ত যথাবিধি ইহাও অনুষ্ঠান করিলে  
ঐশ্বর্য পদ প্রাপ্ত হয়। অতঃ পরে দুই প্রকার  
শুদ্ধ ভাবনা তোমাদিগের নিকট উক্ত  
হইয়াছে, তাহাতেও নিকবীজ ও সৰ্বীজ যোগ  
বলা হইয়াছে। তৎকর্ত্ত্বান নিকবীজ যোগ,  
ইহা পূর্বে তোমাদিগের নিকট বলিয়াছি।  
সৰ্বীজ যোগ করিতে হইলে বিষ্ণু ক্রুদ্র ও  
বিরিক্ষক সাধন করিবে। অথবা বায়ু প্রভৃতি  
দেবগণের সাধনা করিবে। অথবা বৈষ্ণব-  
লিঙ্গ ধারণপূর্বক বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুপরায়ণ হইয়া  
পরমপুরুষ, সর্বব্যাপী, চতুৰ্মুখীভধর, অনাদি-  
নিধন, অতএব সনাতন নারায়ণ, জগদ্যোনি,  
আকাশস্বরূপ, পরমপদ, দেবদেব বাসুদেব

এব এব বিধিব্রীক্ষে ভাবনে চাক্তিমে মতঃ ॥  
ইত্যেতৎ কথিতং জ্ঞানং ভাবনাসংগ্রহঃ পরম্ ।  
ইন্দ্রহ্যায় মুনয়ে কথিতং যদ্বা পুরা ॥ ৫৩  
অব্যক্তাক্ষকমেবেদং চেতনাচেতনং জগৎ ।  
ভদীশবঃ পরব্রহ্ম তস্মাদব্রহ্মময়ং জগৎ ॥৫৪  
স্মৃত উবাচ ।  
এতাবতুক্তা ভগবান্ বিরবাম জনাৰ্দ্দিনঃ ।  
তুষ্টিবর্ম্মনয়ো বিষ্ণুঃ একেণ সহ মাধবম্ ॥৫৫  
ঋষয় উচুঃ ।  
নমস্তে কুর্খরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে ।  
নারায়ণ য বিষ্ণুঃ বাসুদেব তে নমঃ ॥ ৫৬  
নমো নমস্তে কৃষ্ণায় গোবিন্দায় চ তে নমঃ ।  
মধবায় চ তে নিত্যং নমো যজ্ঞেশ্বরায় চ ॥ ৫৭  
সহস্র শরসে তুভ্যং সহস্রাক্ষায় তে নমঃ ।  
নমঃ সহস্রহস্তায় সহস্রচরণায় চ ॥ ৫৮  
ও নমো জ্ঞানরূপায় বিষ্ণুবে পরমাত্মনে ।  
আনন্দায় নমস্তভ্যং মাহাত্মীভায় তে নমঃ ॥ ৫৯

হরিব নিয়ত উপাসনা করিবে। অস্তিম-  
ব্রহ্মচিহ্নায় এই বিধি অস্তিমত। ভাবনা-  
সংগ্রহ পরমজ্ঞান এই কথিত হইল, ইহা  
আমি পূর্বেই ইন্দ্রহ্যায় মুনির নিকট বলিয়া-  
ছিলাম। এই চেতনাচেতনাক জগৎ  
অব্যক্তাক্ষক। ঐ অব্যক্তের ঐশ্বর্য—পরব্রহ্ম,  
স্মৃত্যং জগৎ ব্রহ্মময়। ৪১—৫৪। স্মৃত  
বলিলেন,—ভগবান্ জনাৰ্দ্দিন এইরূপ বলিয়া,  
বিরত হইলেন। অনন্তর মুনিগণ ইন্দ্রের  
সহিত রম্যপতি বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন।  
ঋষিগণ বলিলেন,—তুমি কুর্খরূপী পরমাত্মা  
বিষ্ণু, তোমাকে নমস্কার করি। তুমিই বিশ্বময়  
বাসুদেব নারায়ণ, তোমাকে নমস্কার করি।  
তুমি কৃষ্ণ তোমাকে বারংবার নমস্কার করি।  
তুমি গোবিন্দ, তোমাকে নমস্কার করি।  
তুমিই মাধব ও যজ্ঞেশ্বর, তোমাকে সর্বদা  
নমস্কার করি। তুমি সহস্রহস্ত, সহস্রচন্দ্র,  
সহস্রচরণ, সহস্রহস্ত, তোমায় নমস্কার করি।  
তুমি জ্ঞানরূপ পরমাত্মা বিষ্ণু, প্রণবোচ্চারণ-  
পূর্বক তোমাকে নমস্কার করি। তুমি

৩৭ নমো গুঢ়রূপায় নিগূর্ণায় নমোহস্ত তে ।  
 পুরুষায় পুরাণায় সত্তামাত্ররূপিণে ॥ ৬০  
 ৩৮ নমঃ সাংখ্যায় যোগায় কেবলায় নমোহস্ত তে ।  
 ধর্মজ্ঞানাবিগম্যায় নিকল্যায় নমো নমঃ ॥ ৬১  
 নমস্তে যোগতত্ত্বায় মহাযোগেশ্বরায় চ ।  
 পরাবরাণাং প্রভবে বেদবেদ্যায় তে নমঃ ॥ ৬২  
 নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় নমো মুক্তায় হেতবে ।  
 নমো নমো নমস্তভ্যং মায়িনে বেধসে নমঃ ॥ ৬৩  
 নমোহস্ত তে বরাহায় নরসিংহায় তে নমঃ ।  
 বামনায় নমস্তভ্যং হৃষীকেশায় তে নমঃ ॥ ৬৪  
 নমোহস্ত কালরূদ্রায় কালরূপায় তে নমঃ ।  
 স্বর্গাপবর্গদাত্রে চ নমোহপ্রতিহিতায়নৈ ॥ ৬৫  
 ৩৯ নমো যোগাবিগম্যায় যোগিনে যোগদায়িনে ।  
 দেবানাং পত্রে তুভ্যং দেবার্ত্তশমনায় তে ॥ ৬৬  
 ভগবৎস্বপ্নপ্রসাদেন সর্বসংসারনাশনম্ ।  
 অস্মাভির্বিদিতং জ্ঞানং যজ্ঞজ্ঞানমুতমমুতে ॥  
 জ্ঞানান্ত বিবিধা ধর্ম্মা বংশা মনন্তরাণি চ ।

মায়াজীত 'ও' আনন্দময়, তোমায় নমস্কার  
 করি। তুমি গুপ্তাশ্রয়, নিগূর্ণ, সত্তামাত্ররূপী  
 'ও' পুরাণপুরুষ, তোমায় নমস্কার করি। তুমি  
 সাংখ্যরূপী, যোগরূপী, অদ্বিতীয়, ধর্ম্মজ্ঞানাবি-  
 গম্য ও অংশবহিত, তোমায় বারংবার  
 নমস্কার করি। তুমি যোগতত্ত্ব, মহাযোগেশ্বর,  
 উৎকৃষ্ট নিকট সকলেরই কারণ এবং বেদবেদ্য,  
 ৩৮ তোমায় নমস্কার করি। তুমি বুদ্ধ ও শুদ্ধ,  
 তোমাকে নমস্কার। তুমি মুক্ত ও মুক্তির  
 হেতুভূত, তোমাকে নমস্কার করি। তুমি  
 মায়ী ও বেধাঃ, তোমাকে বারংবার নমস্কার  
 করি। তুমি বরাহ নরসিংহ বামন ও হৃষী-  
 কেশ, তোমার ঐ সমস্ত মূর্ত্তিকে পৃথক্ পৃথক্  
 নমস্কার করি। তুমি কালরূদ্র ও কালরূপ,  
 তুমি স্বর্গ-মোক্শদাতা ও অপ্রতিহতচেতাঃ  
 তোমায় নমস্কার করি। তুমি যোগাবিগম্য,  
 যোগী, যোগদায়ী; তুমি দেবার্ত্তিনাশক,  
 যোগাবিপুতি, তোমায় নমস্কার করি।  
 হে ভগবন্! যাহা জানিলে মুক্তিলাভ হয়,  
 তোমার প্রসাদে সর্বসংসারনাশক সেই জ্ঞান

সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ ব্রহ্মাণ্ডস্তাশ্চ বিস্তরঃ ॥ ৬৮  
 ত্বং হি সর্বজগৎসাক্ষী বিধৌ নারায়ণঃ পরঃ ।  
 ত্রাতুমর্হন্তনস্তাত্মা দ্বামেব শরণং গতাঃ ॥ ৬৯  
 সূত উবাচ ।  
 এতদ্বঃ কথিতং বিপ্রা ভোগমোক্শপ্রদায়কম্ ।  
 কৌশ্মপুং পুরাণখণ্ডিলং যজ্ঞগাদ গদাধরঃ ॥ ৭০  
 অস্মিন্ পুরাণে লক্ষ্যাত্ত সত্ত্ববঃ কথিতঃ পুরাঃ ।  
 মোহায়াশেষতুভানাং বাসুদেবেন যোজিতঃ ॥  
 প্রজাপতীনাং সর্গস্ত বর্ণধর্ম্মাশ্চ বৃত্তদ্বঃ ।  
 ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্শাণাং যথাবল্লক্ষণং শুভম্ ॥ ৭১  
 পিতামহস্য বিকোশ্চ মহেশস্য চ ধীমতঃ ।  
 একদ্বঞ্চ পৃথক্ঞ্চ বিশেষশ্চেপবার্ণিতঃ ॥ ৭২  
 ভক্তানাং লক্ষণং প্রোক্তং সমাচারঃ  
 সুশোভনঃ ।  
 বর্ণাশ্রমাণাং কথিতং যথাবিদিশ্চ লক্ষণম্ ॥ ৭৪  
 আদিসর্গস্ততঃ পশ্চাদ্ভাবরণনপ্তকম্ ।  
 হিরণ্যগর্ভসর্গশ্চ কীর্ত্তিতো মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৭৫

আমরা অবগত হইলাম এবং বিবিধ ধর্ম্ম,  
 বংশ, মনন্তর, এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও প্রলয়  
 আমরা শুনিলাম। (তুমি সর্বজগতের সাক্ষি-  
 স্বরূপ, সর্বময়, অনন্তাত্মা, নারায়ণ, তোমার  
 শরণাপন্ন হইতেছি, আমাদেরগকে পরি-  
 ত্রাণ কর। ৫৫—৬৯। সূত বলিলেন—হে  
 বিপ্রগণ! ভোগ ও মোক্ষপ্রদায়ক সমস্ত  
 কৌশ্মপুং এই তোমাদিগের নিকট কথিত  
 হইল। এই পুরাণ কুশ্মরূপী স্বয়ং গদাধর  
 বলিয়াছেন। এই পুরাণে প্রথমে অশেষ  
 প্রাণীর মোহের নিমিত্ত বাসুদেবযোজিত  
 লক্ষ্যের সত্ত্বব কথিত হইয়াছে এবং প্রজাপতি  
 গণকৃত সৃষ্টি, বর্ণধর্ম্ম, বর্ণের জীবিকা ও ধর্ম্ম-  
 অর্থ-কাম-মোক্শের যথাবিধি লক্ষণ উক্ত  
 হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের একত্ব,  
 পৃথক্ এবং তাঁহাদিগের বিশেষ বর্ণিত  
 হইয়াছে। ভক্তের লক্ষণ ও অমুঠের আচার  
 উক্ত হইয়াছে এবং বর্ণাশ্রমের লক্ষণ যথাক্রমে  
 উক্ত হইয়াছে। প্রথমে আদিসৃষ্টি, অনন্তর  
 অণ্ডের মহন্তবাদি আবরণ-সপ্তক ও হিরণ্য-



কালসংখ্যাশ্রকথনং মাহাত্ম্যক্ষেপনং চ ।  
 ব্রহ্মণঃ শয়নাঞ্চাপ্সু নামনির্কথনং তথা ॥ ৭৬  
 বরাহবপুষা ভূয়ো ভূমেকঙ্করণং পুনঃ ।  
 মুখ্যাদিসর্গকথনং মুনিসর্গস্তথাপরঃ ॥ ৭৭  
 ব্যাখ্যাতো ক্রতুসর্গশ্চ ঋষিসর্গশ্চ তাপসঃ ।  
 ধর্মশ্চ চ প্রজাসর্গস্তামসাং পূর্বমেব তু ॥ ৭৮  
 ব্রহ্মবিকোবিবাদঃ স্তাদন্তর্দেহপ্রবেশনম্ ।  
 পদ্মোদ্ভবস্তদেবস্ত মোহস্ত চ ধীমতঃ ॥ ৭৯  
 দর্শনঞ্চ মহেশস্ত মাহাত্ম্যং বিষ্ণুনেরিতম্ ।  
 দিব্যদৃষ্টিপ্রদানঞ্চ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্টিনঃ ॥ ৮০  
 সংস্তবো দেবদেবস্ত ব্রহ্মণা পরমেষ্টিনা ।  
 প্রসাদো গিরিশস্তাধ বরদানং তুথৈব চ ॥ ৯১  
 সংবাদো বিষ্ণুনা সার্কং শঙ্কবস্ত মহাত্মনঃ ।  
 বরদানং তথা পূর্বমন্তর্দানং পিনাকিনঃ ॥ ৮২  
 বধশ্চ কথিতো বিপ্রা মধু-কৈটভয়োঃ পুরা ।  
 অবতারোহথ দেবস্ত ব্রহ্মণো নার্তিপঙ্কজাং ॥ ৮৩  
 একীভাবশ্চ দেবেন ব্রহ্মণা কথিতঃ পুরা ।  
 বিমোহো ব্রহ্মণশ্চাধ সংজ্ঞালাভো হরেন্ততঃ ॥

গঠের সৃষ্টি কথিত হইয়াছে । কালসংখ্যা, ঈশ্বরমাহাত্ম্য, ব্রহ্মার জলশয়ন, ভগবানের নামনিকৃতি, বরাহমূর্ত্তিধারণপূর্বক ভূমির উদ্ধরণ, প্রথমে মুখ্য প্রভৃতি সর্গ, তৎপরে মুনিসর্গ, ক্রতুসর্গ, তাপস ঋষিসর্গ এবং তামস-সর্গের পূর্বে ধর্মের প্রজাসৃষ্টি ব্যাখ্যাত হইয়াছে । ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর বিবাদ ও পরস্পরের দেহমধ্যে প্রবেশ, ব্রহ্মার পদ্মো-দ্ভব, ধীমান্ ব্রহ্মার মোহ ও মহেশ্বরের দর্শন, বিষ্ণুকীর্তিত মহেশ্বরমাহাত্ম্য, পরমেষ্টি ব্রহ্মাকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান, পরমেষ্টি ব্রহ্মার কৃত দেবদেবের স্তব, মহাদেবের প্রসাদ ও বর-প্রদান, বিষ্ণুর সহিত শঙ্করের কথোপকথন, পিনাকীর বরদান ও অস্তর্দান কথিত হই-  
 য়াছে । তার পর, প্রথমে মধুকৈটভ-বধ এবং পুরে বিষ্ণুর নার্তিপদ্য হইতে ব্রহ্মার অবতরণ কথিত হইয়াছে । ৭০—৮০ । পদ্য হইতে আরম্ভ করিবার পর ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর একীভাব, ব্রহ্মার বিমোহ ও হরি হইতে

তপশ্চরণমাত্মাতং দেবদেবস্ত ধীমতঃ ।  
 প্রাহুর্ভাবো মনেশস্ত ললাটো কথিতস্ততঃ ॥ ৮৫  
 ক্রদ্রাণাং কথিতা সৃষ্টিব্রহ্মণঃ প্রতিবেদনম্ ।  
 ততশ্চ দেবদেবস্ত বরদানোপদেশকৌ ॥ ৮৬  
 অস্তর্দানঞ্চ দেবস্ত তপশ্চর্যাগুজস্ত চ ।  
 দর্শনং দেবদেবস্ত নরনারীশরীরতা ॥ ৮৭  
 দেব্যা বিভাগকথনং দেবদেবাং পিনাকিনঃ ।  
 দেব্যাশ্চ পশ্চাৎ কথিতং দক্ষপুত্রীভ্রমের চ ॥ ৮৮  
 হিমবদ্ভূতব্রহ্ম দেব্যা মাহাত্ম্যমেব চ ।  
 দর্শনং দিব্যরূপস্ত বিশ্বকপস্ত দর্শনম্ ॥ ৮৯  
 নার্যঃ সহস্রং কথিতং পিত্রা হিমবত্যা স্বয়ম্ ।  
 উপদেশো মহাদেব্যা বরদানং তুথৈব চ ॥ ৯০  
 ভৃগুদীনাং প্রজাসর্গো রাজ্যং বংশস্ত বিস্তরঃ ।  
 প্রাচেতসস্ত্রং দক্ষস্ত দক্ষযজ্ঞবিমর্দনম্ ॥ ৯১  
 দীচস্ত চ যজ্ঞস্ত বিবাদঃ কথিতস্তদা ।  
 ততশ্চ শাপঃ কথিতো মুনীনাং মুনিপুঙ্গবাঃ ॥ ৯২

সংজ্ঞালাভ কথিত হইয়াছে । ব্রহ্মা বর্কক দেবদেবের তপশ্চরণ ও ললাট হইতে মহেশ্বরের প্রাহুর্ভাব আখ্যাত হইয়াছে; ক্রদ্রাণের সৃষ্টি ও তাহাতে ব্রহ্মার প্রতিবেদ; তদনন্তর ব্রহ্মার প্রতি দেব-দেবের বরদান ও উপদেশ কথিত হই-  
 য়াছে । দেব মহেশ্বরের অস্তর্দান, অগুজ ব্রহ্মার তপস্তা ও দেবদেবের দর্শন, মহা-দেবের নরনারীশরীরতা, দেবীর সহিত দেবদেব পিনাকীর বিভাগ ও দেবীর দক্ষপুত্রীরূপে উপাত্ত কথিত হইয়াছে ।  
 তে মুনিপুঙ্গবগণ । দেবীর হিমালয়-কন্তা-কপে জন্মগ্রহণ ও দেবীমাহাত্ম্য, মাতা-পিতাকর্তৃক দেবীর দিব্যরূপদর্শন ও বিশ্বকপ দর্শন, পিতা হিমালয় কর্তৃক দেবীর সহস্রনাম কথন, হিমালয়ের প্রতি মহাদেবীর উপদেশ ও বরপ্রদান, ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে ।  
 তদনন্তর ভূত প্রভৃতির প্রজাসৃষ্টি ও রাজবংশ-বিস্তার, প্রাচেতাদিগের পুত্ররূপে দক্ষের জন্ম-গ্রহণ, দক্ষযজ্ঞ-বিমর্দন এবং তাহাতে দ্বীচ ও দক্ষের বিবাদ ও তদনন্তর মুনিদিগের শাপ

কদ্রাগতিঃ প্রসাদশ্চ অন্তর্দানং পিনাকিনঃ ।

পিতামহোপদেশঃ স্তাৎ কীর্ত্তিতে রক্ষণায় তু ॥

দক্ষশ্চ চ প্রজাসর্গঃ কল্পপশু মহাত্মনঃ ।

হিরণ্যকশিপোর্নামো হিরণ্যাকবধস্তথা ॥ ৯৪

ততশ্চ শাপঃ কথিতো দেবদাকুবনৌকসাম্ ।

নিগ্রশ্চাঙ্ককস্তাথ গাণপত্যমবুত্তমম্ ॥ ৯৫

প্রহ্লাদনিগ্রহশ্চাথ বলৈঃ সংযমনস্তথা ।

বাণশ্চ নিগ্রহশ্চাথ প্রসাদস্তশ্চ শূলিনঃ ॥ ৯৬

ঋষীণাং বংশবিস্তারো রাজ্ঞাং বংশঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ

বসুদেবাং ততো বিষ্ণোকল্পপতিঃ স্বেচ্ছয়া হরেঃ

দর্শনোক্ষোপমস্তোক্ষৈ তপশ্চরণমেব চ ।

বরলাভো মহাদেবং দৃষ্ট্বা সাদং ত্রিলোচনম্ ।

কৈলাসগমনকথা নিবাসস্তত্র শাক্তিণঃ ॥ ৯৮

ততশ্চ কথ্যতে তীতিদ্বারবহ্যং নিবাসিনাম্ ।

রক্ষণং গুরুভেনাথ জিত্বা শত্রুন্ মহাবলান ॥ ৯৯

কথিত হইয়াছে । ৮৪—৯২ । তৎপরে দক্ষা-

লয়ে কদ্রের আগমন ও প্রসন্নতা, পিনাকীর

অন্তর্দান এবং রক্ষণের নিমিত্ত দক্ষের প্রতি

পিতামহের উপদেশ কীর্ত্তিত হইয়াছে । অন-

ন্তর দক্ষের প্রজাষ্টি, কল্পপের প্রজাষ্টি,

হিরণ্যকশিপু ও হিরণ্যাকের বধ এবং দেব-

দাকুবনবাসী বৃনিদিগের প্রতি গৌতম ঋষির

অভিশাপ কথিত হইয়াছে । তারপর কালাগ্নি

কদ্র কর্ত্তক অঙ্কক-নিগ্রহ ও তাহাকে অল্পতম

গাণপত্য-পদ প্রদান কথিত হইয়াছে ।

( হিরণ্যাক বধের পর ) বিষ্ণু কর্ত্তক প্রহ্লাদের

নিগ্রহ, ( অঙ্ককনিগ্রহের পর ) বামন কর্ত্তক

বলিবন্ধন এবং মহাদেব কর্ত্তক বাণাসুরের

নিগ্রহ ও তাহার প্রতি শিবের প্রসন্নতা বর্ণিত

হইয়াছে । তৎপরে ঋষিবংশ-বিস্তার, রাজ-

বংশ-বিস্তার ও বসুদেব হইতে ভগবান্

বিষ্ণুর স্বেচ্ছায় উৎপত্তি পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে ।

ঐক্য কর্ত্তক উপমহ্যার দর্শন, তীহার উপ-

দেশে তপশ্চরণ, জগদ্ব্যয় সহিত ত্রিলোচন

মহাদেবের দর্শন ও তীহাদের নিকট বরলাভ,

শাক্তি-প্রদান ঐক্যের কৈলাস গমন ও কৈলাসে

নিবাস, গুরুভের দ্বারধনী নিবাসীদিগের ভয়,

নারদাগমনকৈব বাজা টেব গুরুভতঃ ।

ততশ্চ কৃষ্ণাগমনং বৃনীনাগতিস্ততঃ ॥ ১০০

নৈত্যিকং বাসুদেবস্ত শিবলিঙ্গার্চনং তথা ।

মার্কণ্ডেয়স্ত চ বৃনেঃ প্রম্নঃ প্রোক্তস্ততঃ পরম্ ॥

লিঙ্গার্চননিমিত্তক লিঙ্গস্তাপি চ লিঙ্গিনঃ ।

মাহাত্ম্যকথনকাথ লিঙ্গাটো ভীতির্যেব চ ॥ ১০২

ব্রহ্মবিকোস্তথা মধ্যে কীর্ত্তিতা বৃনিপুত্রবাঃ ।

মোহস্তয়োর্দেব কথিতো গমনোক্ষোক্ষিতো ইধঃ ॥

সংস্তবো দেবদেবস্ত প্রসাদঃ পরমেশ্বিনঃ ।

অন্তর্দানক লিঙ্গস্ত সাংঘেৎপত্তিস্ততঃ পরম্ ।

কীর্ত্তিতা চানিকঙ্কস্ত সমুৎপত্তিষিকোস্তমাঃ ॥ ১০৪

কৃষ্ণস্ত গমনে বুদ্ধিঋষীণামাগতিস্তথা ।

অনুশাসনক কৃষ্ণেন বরদানং মহাত্মনঃ ॥ ১০৫

গমনকৈব কৃষ্ণস্ত পার্শ্বস্তাপাথ দর্শনম্ ।

কৃষ্ণেপায়নস্তোক্তা যুগধর্ম্মাঃ সনাতনঃ ॥ ১০৬

অনুগ্রহোইধ পার্শ্বস্ত দ্বারপতাং গতিস্ততঃ ।

মহাবল শক্রদিগকে পরাজয়পূর্ব্বক গুরু কর্ত্তক

দ্বারবতীরক্ষণ কথিত হইয়াছে । ঋষীণ্য

নারদের আগমন, গুরুভের কৈলাসবাজা,

কৃষ্ণের দ্বারকাগ আগমন, ভদ্রনন্দন বৃনিদিগের

আগমন, বাসুদেবের নৈত্যিক কর্ম্ম ও শিব-

লিঙ্গার্চন এবং মার্কণ্ডেয় বৃনির প্রম্ন উক্ত

হইয়াছে । ১০০—১০১ । হে বৃনিজ্যেষ্ঠগণ !

তারপর মার্কণ্ডেয়ের প্রতি ঐক্যের লিঙ্গার্চন

নিমিত্তক লিঙ্গী ও লিঙ্গের মাহাত্ম্য কথন, ব্রহ্মা

ও বিষ্ণুর গিহ হইতে ভয় ও মৌহ, লিঙ্গের

সীমা জানিবার জন্ত ব্রহ্মার উরুগমন ও বিষ্ণুর

নিবৃত্তাগে গমন, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু কর্ত্তক মহা-

দেবের স্তব ও তীহাদের প্রতি ভগবানের

প্রসন্নতা এবং লিঙ্গের অন্তর্দান কীর্ত্তিত হই-

য়াছে । হে বিজ্যেষ্ঠগণ ! ভদ্রনন্দন সাতবর

উৎপত্তি, অনিষ্টকের উৎপত্তি এবং কৃষ্ণের

স্বদানগমনকৈব, ঋষিদিগের দ্বারকাগ আগ-

মন, তীহাদের প্রতি কৃষ্ণের অনুশাসন এবং

মহাত্ম্যদিগের প্রতি বরদান কীর্ত্তিত হইয়াছে ।

কৃষ্ণের পরম স্বামী গমন, অজ্ঞের কৃষ্ণ-দেব-

দর্শন ও উৎকর্ষিত সনাতন যুগধর্ম্ম সকল

পারাবর্ত্যন্ত চ মুন্যেবাসস্তাভুতকৰ্মণঃ।  
 বারাপস্তান্ত মহাত্ম্যং তীর্থানাঞ্চৈব বর্ণনম্ ॥১০৭  
 ক্যাসন্ত তীর্থযাত্রা চ দেব্যাশ্চৈব দর্শনম্।  
 উদাসনঞ্চ কথিতং বরদানং তথৈব চ ॥ ১০৮  
 প্রয়াগস্ত চ মহাত্ম্যং কেরাণামথ কৌন্তনম্।  
 কলঞ্চ বিপুলং বিপ্রা মার্কণ্ডেয়স্ত নিৰ্গমঃ ॥১০৯  
 ভুবনমাং স্বরূপঞ্চ জ্যোতিষাঞ্চ নিবেশনম্।  
 কীৰ্ত্তিত্যপি বর্ষণাং নদীনাঞ্চৈব নিৰ্গমঃ ॥১১০  
 পৰ্বতমাঞ্চ কথনং স্থানানি চ দিবোকসাম্।  
 দীপানাং প্রতিভাগঞ্চ শ্বেতদ্বীপোপবর্ণনম্ ॥১১১  
 শয়নং কেশবস্তাথ মহাত্ম্যঞ্চ মহাম্বনঃ।  
 মনস্তরপাং কথনং বিকোর্মহাত্ম্যামেব চ ॥১১২  
 বেদশাখাপ্রণয়নং বাসানাং কথনং ততঃ।  
 অবেশস্ত চ বেদস্ত কথনং মুনিপুঞ্জবাঃ ॥১১৩  
 যোগেশ্বরগাঞ্চ কথা শিষ্যাগাঞ্চাথ কৌন্তনম্।  
 পীতাস্ত বিবিধা শুভা কেশবস্তাথ কীৰ্ত্তিতাঃ ॥

এক পার্শ্বের প্রতি ব্যাসের অঙ্গগ্রহ উক্ত  
 হইয়াছে। অন্তর বারাপসীতে অদ্ভুতকর্ম  
 পারাবর্ত্য ব্যাসের গমন, বারাপসীমাহাত্ম্য ও  
 তীর্থবর্ণন, ব্যাসের তীর্থযাত্রা, ব্যাসের দেবী-  
 দর্শন, দেবী কর্তৃক বারাপসী হইতে ব্যাসের  
 উদাসন এবং ব্যাসের প্রতি দেবীর বরদান  
 উক্ত হইয়াছে। মুখিষ্ঠিরের নিকট মার্কণ্ডেয়  
 মুনির প্রয়াগমাহাত্ম্য কথন, তজ্জন্ম পুণ্যক্ষেত্র  
 বর্ণন ও তীর্থকল কথন এবং মার্কণ্ডেয়ের  
 প্রস্থান বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে ভুবনের  
 স্বরূপ, গ্রহগণের নিবেশন, বর্ষ ও নদীর  
 নিৰ্গম, পৰ্বতসংস্থান, দেবতাদিগের বাসস্থান,  
 দ্বীপ-সকলের বিভাগ, শ্বেতদ্বীপ বর্ণন, তথায়  
 অনন্তশয়্যায় কেশবের শয়ন, ভগবানের  
 মাহাত্ম্য, মনস্তর-কথন এবং বিষ্ণুমাহাত্ম্য  
 কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। হে মুনিপুঞ্জবগণ! বেদ-  
 শাখা-প্রণয়ন, বেদবস্ত মনস্তরের অষ্টাবংশতি  
 বৃণে অষ্টাংশতি কালের বৃত্তান্ত, অবেশ ও  
 কেশবের বিভাগ, যোগেশ্বরগণের কথা ও  
 তীর্থদিগের শিষ্যের বৃত্তান্ত কথিত হইয়াছে।  
 তারপর (উপনিষদগে) কেশবের বিবিধ

বর্ণনামাণামাচারঃ প্রায়শ্চিত্তবিধিততঃ।  
 কপালিষ্মঞ্চ কুন্তস্ত তিকাচরণমেব চ ॥ ১১৫  
 পতিব্রতানামাখ্যানং তীর্থানাঞ্চ বিনিৰ্গমঃ।  
 তথা মন্মথকস্তাথ নিগ্রহঃ কীৰ্ত্তিতো দ্বিজাঃ ॥১৬  
 বংশচ কথিতো বিপ্রাঃ কান্তস্ত চ সমাসতঃ।  
 দেবদাকবনে শঙ্কোঃ প্রবেশো মাধবস্ত চ ॥১৭  
 দর্শনং বটকুলীয়ানাং দেবদেবস্ত ধীমতঃ।  
 বরদানঞ্চ দেবস্ত নন্দিনে তু প্রকীৰ্ত্তিতম্ ॥১১৮  
 নৈমিত্তিকস্ত কথিতঃ প্রতিসর্গস্ততঃ পরম্।  
 প্রাকৃতঃ প্রলয়শ্চোক্তঃ সবীজো যোগ এব চ ॥  
 এবং জাহ্নবী পুরাণস্ত সংক্ষেপং কীৰ্ত্তয়েৎ তু যঃ  
 সর্বপাপবিনিমুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১২০  
 এবমুক্তা দ্বিজাঃ দেবীমাদায় পুরুষোত্তমঃ।  
 সন্ত্যজ্য কুর্খসংস্থানং স্বস্থানঞ্চ জগাম হ ॥১২১  
 দেবাস্ত সর্বে মুনয়ঃ স্থানি স্থানানি ভেজিরে।  
 প্রণমা পুরুষং বিষ্ণুং গৃহীত্বা হমতঃ দ্বিজাঃ ॥

গোপনীয় গীতা কীৰ্ত্তিত হইয়াছে। ১১২—  
 ১১৪। হে দ্বিজগণ! অন্তর বর্ণনামের  
 আচার, প্রায়শ্চিত্তবিধি, ভংগসঙ্গে কুন্তের  
 'কপালী' হইবার বৃত্তান্ত ও তাঁহার তিকাচরণ,  
 পতিব্রতার কথা, তীর্থের বিনিৰ্গম এবং মহা-  
 দেব কর্তৃক মন্মথক মুনির নিগ্রহ কীৰ্ত্তিত  
 হইয়াছে। হে বিপ্রগণ! তার পর শঙ্কর  
 কালের বধ সংক্ষেপে কথিত হইয়াছে।  
 তদনন্তর শঙ্ক ও বিষ্ণুর দেবদাক বনে প্রবেশ,  
 অজ্যাদিষট্‌কুলোত্তর ঋষিগণের মধাদেবদর্শন  
 এবং নন্দীর প্রতি মহাদেবে বরদান উক্ত  
 হইয়াছে। তারপর নৈমিত্তিক প্রসঙ্গ, প্রাকৃত  
 প্রলয় ও সবীজ যোগ যথাক্রমে উক্ত হই-  
 য়াছে। কুর্খপুরণের এইরূপ সংক্ষেপ অব-  
 গত হইয়া যে ব্যক্তি ইং পাঠ করে, সে সর্ব-  
 পাপমুক্ত হয় ও তাহার ব্রহ্মলোকে বসে।  
 ১১৪—১২০। ভগবান পুরুষোত্তম এই  
 বলিয়া কুর্খরূপ পরিত্যাগপূর্বক কখন দেবীকে  
 গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন। সমস্ত  
 দেবগণ ও মুনিগণ পুরুষোত্তম দেবকে  
 প্রণাম করিয়া অমৃত প্রলম্বনক

এতৎ পুৰাণং পরমং ভাবিতং কুর্শ্বরূপিণা ।  
 সাক্ষাদেবাধিদেবেন বিষ্ণুণা বিশ্বমোনিনা ।  
 যঃ পাঠেৎ সততং ভক্ত্যা নিয়মেন সমাসতঃ ।  
 সৰ্বপাপবিনিমুক্তো ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥১২৪  
 লিখিত্য চৈব যো দদ্যাদৈবশাখে কার্তিকেহপি বা  
 বিপ্রায় বেদবিহুষে তস্ত পুণ্যং নিবোধত ॥১২৫  
 সৰ্বপাপবিনিমুক্তঃ সৰ্বৈশ্বৰ্য্যসমধিতঃ ।  
 কুৰ্ব্বা তু বিপুলান্নর্যোঃ ভোগান্ দিব্যান্

শুশোভনান ॥ ১২৬

ততঃ স্বর্গাৎ পরিভ্রষ্টো বিপ্রাণাং জায়তে কুলে  
 বিন্দুকারমাহাদ্র্যাদব্রজবিদ্যামবাগ্মুখাৎ ॥১২৭  
 ত্রিবিধ্যায়ামেবৈকং সৰ্বপাটনং প্রমুচ্যতে ।  
 যোহর্কঃ বিচারয়েৎ সম্যকপ্রাপ্নোতি পরমং পদম্  
 অদ্যোক্তব্যমিদং পুণ্যং বিপ্রৈঃ পৰ্ব্বণি পৰ্ব্বণি ।  
 তদ্যাক্ষং দ্বিজশ্রেষ্ঠা মহাপাতকনাশনম্ ॥ ১২৮  
 ত পুরাণানি সেতিহাসানি কংস্রণঃ ।  
 পরমকৈদমভেদেবাভিরিচ্যতে ॥ ১৩০

গমন করিলেন। এই শ্রেষ্ঠ পুরাণ  
 বিশ্বমোনি কুর্শ্বরূপী ভগবান  
 স্বয়ং বলিয়াছেন। যে ব্যক্তি  
 হইয়া তত্ত্বপূরক সতত এই  
 মণ্ড পঠ করে, সে সৰ্বপাপবিনি-  
 হইয়া ব্রহ্মলোকবাসী হয়। এই পুরাণ  
 । যে ব্যক্তি বৈশাখ মাসে বা কার্তিক  
 কৈদবিন্দু ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহার  
 অবগণ কর। সৰ্বপাপবিনিমুক্ত ও  
 টসম্বিত হইয়া সেই মনুষ্য স্বর্গে  
 বিপুল সুখ অক্লান্তব করিয়া স্বর্গ  
 বাসানে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ কবে এবং  
 স্কারবলে জ্ঞান লাভ করে। এই  
 পর এক অধ্যায় পাঠ করিলে সৰ্বপাপ-  
 মুক্ত হয়; আর যে সম্যকরূপে অর্থবিচার  
 সমর্থ, সে ব্যক্তি পরমপদ প্রাপ্ত হয়।  
 ব্রজশ্রেষ্ঠগণ। মহাপাতকনাশক এই  
 পুরাণ প্রতি পৰ্ব্বদিনে বিপ্রগণের অধ্য-  
 ষ্ট পঠনীয়। (তুলনারূপ-তুল্যদেবক)  
 ক সমস্ত পুরাণ ও ইতিহাস, অসং-

ধর্ম্মট-পুণ্যকামীনাং জ্ঞাননৈপুণ্যকামিনাম্ ।  
 ইদং পুরাণং মুক্তিকং নাতং সাধনকং পুণ্যকং  
 যথাবদন্ত ভগবান্ দেবো নারায়ণোহস্মিঃ ।  
 কীর্ত্যতে হি যথা বিকূর্ণ তথাভ্যেব সুব্রতঃ ।  
 ব্রাহ্মী পৌরাণিকী চেঃ সংহিতা পাপনাশিনী  
 অত্র তৎ পরমং ব্রহ্ম কীর্ত্যতে হি যথার্থতঃ ।  
 তীর্থানাং পরমং তীর্থং তপসাক পরমং তপঃ ।  
 জ্ঞানানাং পরমং জ্ঞানং ব্রতানাং পরমং ব্রতম্  
 নাধ্যোক্তব্যমিদং শাস্ত্রং রঘুসন্ত চ সন্নিধৌ ।  
 যোহধীতে চৈব মোহাশ্মা স যাতি নরকাম বহুন্  
 শ্রাদ্ধে বা বৈদিকে কার্যো আকীর্ণঃ দ্বিজাতিভিঃ  
 যজ্ঞান্তে তু বিশেষণ সৰ্বদোষবিশোধনম্ ॥  
 মুমুক্শুগামিনং শাস্ত্রমধ্যোক্তব্যং বিশেষতঃ ।  
 শ্রোতব্যাক্ষং মন্তব্যং বেদার্থপরিব্রূহণম্ ॥১৩৭

দিকে এই কুর্শ্বপুরাণমাত্র রাখিলে, এই কুর্শ্ব-  
 পুরাণই অতিরিক্ত হয়। ১২১—১৩০। ধর্ম্ম-  
 নৈপুণ্যকামীই হউক আর জ্ঞাননৈপুণ্যকামীই  
 হউক, উভয়বিধ ব্যক্তিগণের পক্ষেই এই  
 পুরাণ তির অত্র কোনও সাধন নাই। এই  
 পুরাণে ভগবান্ নারায়ণ বিষ্ণু যেমন কথ্যশাস্ত্র  
 কীর্ত্তিত হইয়াছেন, অত্র কোনও পুস্তক  
 সেরূপ কীর্ত্তিত হন নাই। এই পৌরাণিকী  
 ব্রাহ্মী-সংহিতা সৰ্বপাপনাশিনী, যেহেতু এই  
 সংহিতায় সেই পরমব্রহ্ম স্বার্থরূপে কীর্ত্তিত  
 হইয়াছেন। এই ব্রাহ্মী-সংহিতা তীর্থের  
 মধ্যে পরমতীর্থ, তপস্তার মধ্যে পরমতপস্তা,  
 জ্ঞানের মধ্যে পরমজ্ঞান ও ব্রতের মধ্যে  
 পরমব্রতস্বরূপ। শূদ্রের সন্নিধানে এই শাস্ত্র  
 পাঠ করা উচিত নহে। যোহাষিত হইয়া  
 যে ব্যক্তি শূদ্রসমীপে ইহা পাঠ করে, সে  
 বহুতর নরকে গমন করে। শ্রাদ্ধে বা কৈব-  
 কার্যে, দ্বিজগণ, নিমজ্জিত ব্রাহ্মণগণকে এই  
 শাস্ত্র অবগণ করাইবেন। যজ্ঞাবসানেও এই  
 সর্বদোষবিনাশক শাস্ত্র অবগণ করান উচিত।  
 বেদার্থের পরিপোষক এই শাস্ত্র বিশেষতঃ  
 মুমুক্শুগণের অধ্যয়ন, অবগণ এবং চিন্তা করা  
 উচিত। এই শাস্ত্র জ্ঞানিয়া বেদার্থিক তত্ত্ব-

অসংখ্যক পুত্রপুত্রীসহ সত্যবতীকৃতঃ ১৪৮  
 সনৎকুমারভগবান্ ব্রহ্মা সত্যবতীকৃতঃ ১৪৯  
 লেভে পুরাণঃ পরমঃ ব্যাসঃ সর্বার্থসংকল্পঃ ১৫০  
 তস্মাদ্ভ্যাসাদহং কৃতা ভবতাং পাপনাশনম্ ।  
 উচিবান্ বৈ ভবান্তি দাতব্যঃ ধার্মিক জনৈঃ  
 তস্মৈ বাসায় শ্রবণে সর্বজ্ঞায় মহর্ষয়ে ।  
 পারাশর্য্যায় শাস্ত্রায় নমো নারায়ণায়নৈঃ ১৫১  
 যস্মাৎ সজায়তে কৃষ্ণঃ যত্র তেব প্রদীয়তে ।  
 নমস্তস্মৈ পরেশায় বিষ্ণবে কৃষ্ণকর্ণিণে ১৫২  
 ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপরিভাগে  
 প্রহিসর্গা দকথনং নাম চতুস্তমো-  
 রিংশে হধ্যায়ঃ ৥ ৪৪ ৥

অসংখ্যক পুত্রপুত্রীসহ সত্যবতীকৃতঃ ১৪৮  
 সনৎকুমারভগবান্ ব্রহ্মা সত্যবতীকৃতঃ ১৪৯  
 লেভে পুরাণঃ পরমঃ ব্যাসঃ সর্বার্থসংকল্পঃ ১৫০  
 তস্মাদ্ভ্যাসাদহং কৃতা ভবতাং পাপনাশনম্ ।  
 উচিবান্ বৈ ভবান্তি দাতব্যঃ ধার্মিক জনৈঃ  
 তস্মৈ বাসায় শ্রবণে সর্বজ্ঞায় মহর্ষয়ে ।  
 পারাশর্য্যায় শাস্ত্রায় নমো নারায়ণায়নৈঃ ১৫১  
 যস্মাৎ সজায়তে কৃষ্ণঃ যত্র তেব প্রদীয়তে ।  
 নমস্তস্মৈ পরেশায় বিষ্ণবে কৃষ্ণকর্ণিণে ১৫২  
 ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপরিভাগে  
 প্রহিসর্গা দকথনং নাম চতুস্তমো-  
 রিংশে হধ্যায়ঃ ৥ ৪৪ ৥

অসংখ্যক পুত্রপুত্রীসহ সত্যবতীকৃতঃ ১৪৮  
 সনৎকুমারভগবান্ ব্রহ্মা সত্যবতীকৃতঃ ১৪৯  
 লেভে পুরাণঃ পরমঃ ব্যাসঃ সর্বার্থসংকল্পঃ ১৫০  
 তস্মাদ্ভ্যাসাদহং কৃতা ভবতাং পাপনাশনম্ ।  
 উচিবান্ বৈ ভবান্তি দাতব্যঃ ধার্মিক জনৈঃ  
 তস্মৈ বাসায় শ্রবণে সর্বজ্ঞায় মহর্ষয়ে ।  
 পারাশর্য্যায় শাস্ত্রায় নমো নারায়ণায়নৈঃ ১৫১  
 যস্মাৎ সজায়তে কৃষ্ণঃ যত্র তেব প্রদীয়তে ।  
 নমস্তস্মৈ পরেশায় বিষ্ণবে কৃষ্ণকর্ণিণে ১৫২  
 ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপরিভাগে  
 প্রহিসর্গা দকথনং নাম চতুস্তমো-  
 রিংশে হধ্যায়ঃ ৥ ৪৪ ৥

অসংখ্যক পুত্রপুত্রীসহ সত্যবতীকৃতঃ ১৪৮  
 সনৎকুমারভগবান্ ব্রহ্মা সত্যবতীকৃতঃ ১৪৯  
 লেভে পুরাণঃ পরমঃ ব্যাসঃ সর্বার্থসংকল্পঃ ১৫০  
 তস্মাদ্ভ্যাসাদহং কৃতা ভবতাং পাপনাশনম্ ।  
 উচিবান্ বৈ ভবান্তি দাতব্যঃ ধার্মিক জনৈঃ  
 তস্মৈ বাসায় শ্রবণে সর্বজ্ঞায় মহর্ষয়ে ।  
 পারাশর্য্যায় শাস্ত্রায় নমো নারায়ণায়নৈঃ ১৫১  
 যস্মাৎ সজায়তে কৃষ্ণঃ যত্র তেব প্রদীয়তে ।  
 নমস্তস্মৈ পরেশায় বিষ্ণবে কৃষ্ণকর্ণিণে ১৫২  
 ইতি শ্রীকৌশ্লে মহাপুরাণে উপরিভাগে  
 প্রহিসর্গা দকথনং নাম চতুস্তমো-  
 রিংশে হধ্যায়ঃ ৥ ৪৪ ৥

চতুস্তমোহধ্যায় সমাপ্তঃ ৥ ৪৪ ৥

উপরিভাগে সমাপ্তঃ ।

সত্যবতীকৃতঃ কৃষ্ণকর্ণিণে ।